INDEX

——::——

ERRATA

Please read the correct head lines as indicated against pages in the books of different dates.

21st June, 1978

GENERAL DISCUSSION ON BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1978-79	23
GENERAL DISCUSSION ON BUDGET ESTIMATES	45
GENERAL DISCUSSION ON BUDGET ESTIMATES	47
GENERAL DISCUSSION ON BUDGET ESTIMATES	49

22nd June, 1978

VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS	21
DISCUSSION ON DEMANDS FOR GRANTS	31
DISCUSSION ON DEMANDS FOR GRANTS	39

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Friday, 16th June, 1978.

The Assembly met in the Assembly Chamber of Ujjyanta Palace on Friday, the 16th June, 1978 at 11 A. M.

PRESENT

The Hon'ble Sudhanwa Deb Barma, Speaker, the Chief Minister, 10 Ministers, the Deputy Speaker and 47 Members.

QUESTIONS

অধ্যক্ষ মহাশয়:—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশের উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার –মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রশ্ন নম্বর ৮।

প্রশ্ন

১। প্রতি বৎসর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৈলাসহরের ছাওর (সতের মিঞার) এলাকা বন্যার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করছেন ?

২। বন্যা প্লাবিত এলাকাগুলিতে বন্যার জল থেকে উদ্ধার করার জন্য আগে থেকেই যথেষ্ট নৌকা রাখার কোন পরিকল্পনা সরকার করছেন কি ?

উত্তর

১। বস্তুত বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। তবে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেবার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। পূর্ত্ত দপ্তরে এই রকম কোন পরিকল্পনা নাই। প্রয়োজন অনুসারে রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট এবং জেলা শাসক থেকে নৌকার ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি সুনির্দিষ্ট ভাবে বলতে পারেন, এই বৎসরের যে কোন সময়ে যে বন্যা হতে পারে বলে আমরা আশঙ্কা করছি সেই বন্যার কবল থেকে সেই এলাকাবাসীকে মুক্ত রাখার জন্য এখনি কৈলাশহরে সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—হাওর এলাকা, এটা দীর্ঘদিনের বন্যা প্লাবিত এলাকা এবং নীচু এলাকা। ১৯৭৬ ইং সনে মনু নদীতে সর্বোচ্চ ফ্লাড রেকর্ড করা হয় এবং এই ফ্লাডের সময়ে মনু নদীর নিম্ন অববাহিকায় অবস্থিত কৈলাসহরে বন্যার জল প্রবেশ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কৈলাসহরে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধের কাজে হাত দেওয়ার সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই বাঁধের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সত্তের মিঞার গাওরের ফ্লাড প্রটেকশান স্কীমের ব্যাপারে কিছু করা যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ নদীর উচ্চ অববাহিকায় এখন কোন ফ্লাড প্রটেকশান স্কীম নেওয়া হলে ঐ নদীর নিম্ন অববাহিকায় বন্যার জলের লেভেল বাড়িয়া কৈলাশহর অবধি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আমরা নতুন করে ফ্লাড প্রটেকশান এর জন্য স্কীম নিচ্ছি এবং সারা ত্রিপুরার জন্যই ফ্লাড প্রটেকশান স্কীম নেওয়া হবে। নেক্সড সেসনের পরে আমরা ঐ এলাকায় কি প্রকারে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেটা দেখব। প্রথমতঃ ডাউন ষ্ট্রীমে আমরা কিছু কিছু বাঁধ করছি। পরে আমরা সার্বিকভাবে সর্বত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করব।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সারা ত্রিপুরায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কোন্ কোন্ এলাকা সবচেয়ে ফ্লাড অ্যাফেক্টেড এরিয়া এই সম্পর্কে কিছু নির্দিষ্ট করা হয়েছে কি না ?

মিঃ স্পীকার—কোন্ কোন্ এলাকা মানে আপনি কি বোঝাতে চান কৈলাসহরের কথা ?

শ্রীদ্রাউ কুমার—রিয়াং—না, সারা ত্রিপুরার কথা বলছি।

মিঃ স্পীকার—কিন্তু প্রশ্নটাতে তো শুধু কৈলাসহর সম্পর্কে আছে। কাজেই এ প্রশ্ন উঠতে পারে না

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে মনু নদীতে—হাওরের মধ্যে আগাগোড়া নিম্ন জমিগুলিতে সব সময় জল জমে থাকে, এর পূর্বে, আর কোন সময় সরকার কোন ইনভেষ্টিগেশান করেছিলেন কিনা ? বর্তমানে তো করছেন শুনেছি। পূর্বে কখনও করেছিলেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—আমার যতটুকু জানা আছে, এর আগে কোন রকম ইনভেষ্টিগেশান করা হয় নি, এবং তার ভিত্তিতে কোন মাস্টার প্ল্যানও তৈরী হয় নি। কারণ হাওরটা আপষ্ট্রিমে আছে। মাস্টার প্ল্যান ছাড়া কোন ফ্লাড প্রটেকশান স্কীম করা সম্ভব নয়। এর আগে ৩০ বছরের মধ্যে এইরকম কোন পরিকল্পনা করা হয়েছে, এমন কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৬।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৬।

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যান্ত বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত গোলাঘাটি গাঁও সভাতে কয়টি ওভার ফ্লো মঞ্জুর হইয়াছিল, নাম সহ তার বিবরণ।

উত্তর

১) ১৯৭২ ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৭৭ ইং সনের ডিসেম্বর মাস পর্যান্ত গোলাঘাটি গাঁও সভাতে মোট ১৯২টী ওভার ফ্লো টিউবওয়েল মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

যাহাদের নামে ওভার ফ্লো টিউবওয়েল মঞ্জুর করা হইয়াছিল তাহাদের নাম এবং মঞ্জুরীকৃত ওভার ফ্লো টিউবওয়েলের সংখ্যা এইরূপ :—

নাম ও ঠিকানা		ওভার ফ্লো টিউবওয়েলের সংখ্যা
১) শ্রীসুমন্ত রায়,	গোলাঘাটি	১
২) শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	,,	১
৩) শ্রীফনীন্দ্র রায়,	,,	১
৪) শ্রীজয়কৃষ্ণ দেববর্মা	,,	১
৫) শ্রীবীরমান দেববর্ম্মা	,,	১
৬) শ্রীমতী চন্দ্র লক্ষ্মী দেবী	,,	১
৭) শ্রীহরিমোহন বীর	,,	১
৮) শ্রীইন্দ্রমোহন দেববর্ম্মা	,,	১
৯) শ্রীমহেন্দ্র দাস	,,	১
১০) শ্রীননীগোপাল ভট্টাচার্য	,,	১
১১) শ্রীক্ষীরোদ মোহন রায়	,,	১
১২) শ্রীসিদ্দিক রহমান	,,	১
১৩) শ্রীবিনোদ দেববর্ম্মা	,,	১
১৪) শ্রীঅগ্নি কুমার দাস	,,	১
১৫) শ্রীঅশ্বিনী দাস	,,	১
১৬) শ্রীসরোজ মিঞা	,,	১
১৭) শ্রীমনিরুদ্দিন আহমদ	,,	১
১৮) শ্রীসতীশ দেববর্ম্মা	,,	১
১৯) শ্রীহীরালাল ঘোষ	,,	১
		মোট : ১৯

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে ওভার ফ্লো না বসিয়ে প্রাক্তন কংগ্রেসী প্রধান সুমন্ত রায় টাকাগুলি আত্মসাৎ করেছেন ?

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :—এই সম্পর্কে গোলাঘাটি গাঁওসভা থেকে কোন অভিযোগ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—না, এখন পর্য্যন্ত কোন অভিযোগ আমার কাছে নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে অভিযোগটা এখানে উঠেছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ কংগ্রেসী প্রধানরা অতীতে যে টাকা আত্মসাৎ করেছে—এই সম্পর্কে তদন্ত করে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন কি না ?

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি তদন্ত করে দেখব। যদি তদন্তে শাস্তি দেওয়ার মত অপরাধ পাওয়া যায়, নিশ্চয়ই শাস্তির ব্যবস্থা করব।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—প্রশ্ন নং ৬৪।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—প্রশ্ন নং ৬৪, স্যার।

প্রশ্ন

১) মোহনপুর ব্লক গ্রাম উন্নয়ন গণ কমিটির মাধ্যমে সিজন্যাল বাঁধ তৈরী করিবার জন্য কত অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে ?

২) ঐ বাঁধগুলির দ্বারা কত একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) ৪২,৫৩৭ টাকা।

২) ২,৯৫০ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—ধূলি ছড়া, মহারাণী ছড়া এবং সোনাইছড়া এই রকম ৫টি ছড়াতে বাঁধ দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—কোন কোন ছড়াতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, সেগুলির নাম এখন আমার কাছে নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই গ্রাম উন্নয়ন গণ কমিটি বলে কিছু আছে কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্যার, এখানে গ্রাম উন্নয়ন কমিটিকে ভুল করে গ্রাম উন্নয়ন গণ কমিটি লেখা হয়েছে।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—নব কুমার দেববর্ম্মা, সুরেশ দেববর্ম্মা, নবদ্বীপ দেববর্ম্মা এবং কিশোর কুমার দেববর্ম্মা এই রকম ৫জন লোক এই বাঁধগুলি তৈরী করেছিল। কিন্তু বাঁধগুলি তৈরী করার পর সেগুলি ভেঙ্গে যায়, তাই আমরা বি, ডি, ওর কাছে অভিযোগ করেছিলাম যে বাঁধগুলি তৈরী করা হল, সেগুলি ভেঙ্গে গিয়েছে, কাজেই আপনি তাদেরকে টাকা দিবেন না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যারা বাঁধগুলি তৈরী করলো তাদেরকে টাকা দেওয়া হয়েছে কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার আগেই ভুলটা সংশোধন করা দরকার। কারণ গণ কমিটি বলে কিছু ছিলনা, গ্রাম উন্নয়নকমিটি ছিল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই বাঁধগুলির কাজ ঠিক মতো শেষ করা হয়েছিল কিনা জানতে পারি কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্যার, আমি উনাদের প্রশ্ন বুঝতে পারিনি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—স্যার, আমার প্রশ্নটা ছিল যে নবকুমার দেববর্ম্মা, সুরেশ দেববর্ম্মা, নবদ্বীপ দেববর্ম্মা, এবং কিশোর কুমার দেববর্ম্মা এই রকম ৫ জন লোক এই বাঁধগুলি তৈরী করেছিল, কিন্তু সেগুলি ভেঙ্গে যায়। আমরা বি, ডি, ওর কাছে অভিযোগ করেছিলাম যে বাঁধগুলি তৈরী করা হল সেগুলি ভেঙ্গে গিয়েছে, আপনি তদন্ত করে দেখুন। কিন্তু আমরা খবর পেলাম যে তাদেরকে টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথচ দুই দিন না যেতেই বাঁধগুলি ভেঙ্গে গেল ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই বাঁধগুলি কিভাবে তৈরী করা হয়েছে তা নিশ্চয় তদন্ত করে দেখা হবে। কিন্তু সিজন্যাল বাঁধ মানে হচ্ছে কাচ্চা বাঁধ। কাজেই যে ভাবে বাঁধ দেওয়ার কথা, সেভাবে নিশ্চয় দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র এই বাঁধগুলিই নয়, এই রকম আরও অনেক সিজন্যাল বাঁধ আমাদের ভেঙ্গে গিয়েছে বা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া মাননীয় সদস্য

বলেছেন যে ৫০০ টাকায় ৫টি বাঁধ তৈরী করা হয়েছে, অতএব মাননীয় সদস্যদের বুঝা উচিত যে সিজন্যাল বাঁধটা কি জিনিস। তবে উনারা না বুঝতে পারেন, কিন্তু এই হাউসের সেটা বুঝবার মতো ক্ষমতা আছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—প্রশ্ন নং ২৫।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—প্রশ্ন নং ২৫, স্যার

প্রশ্ন

১) উদয়পুর মহকুমার ফোটামাটি হইতে কিল্লা বাজার পর্য্যন্ত রাস্তা করার চলতি আর্থিক বছরে সরকারের পরিকল্পনা আছে কি ?

২) যদি পরিকল্পনা থাকে কখন কাজ শুরু হবে ? এবং

৩) না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) উদয়পুর মহকুমায় ফোটামাটি হইতে কিল্লা বাজার পর্য্যন্ত রাস্তা করার কোন পরিকল্পনা নাই।

২) প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠেনা।

৩) প্রশ্ন উঠেনা

শ্রীতপন চক্রবর্তী :—প্রশ্ন নং ৩৩।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—প্রশ্ন নং ৩৩, স্যার।

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি যে বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় গো-মড়কে গবাদি পশুর মৃত্যু হচ্ছে ?

২) যদি অবগত থাকেন তাহলে এই গো-মড়ক প্রতিরোধের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, রাজ্য সরকার অবগত আছেন।

২) সর্বত্র পশু চিকিৎসক প্রেরণ করিয়া গো-মড়ক নির্ণয় বা রোগ নির্ণয় পূর্বেই প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অনেক সদস্য :—স্যার, এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে কাঞ্চনবাড়ী (কৈলাশহর মহকুমা) এর গো-মড়ক সম্পর্কে ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্যার, আমার কাছে দুইটী প্রশ্নেরই জবাব আছে তাই আমি দুইটিরই উত্তর দিচ্ছি।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্ন নং ৩৩, অ্যানিমেল হাসব্যানড্রি ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩৩

প্রশ্ন

১) ১৯৭৮ সনের ১লা এপ্রিল থেকে ২৫শে এপ্রিল পর্য্যন্ত গো-মড়কে (মহামারী) কাঞ্চনবাড়ী (কৈলাসহর মহকুমা) তহশীল এলাকায় কত গরু মারা গিয়েছে ?

২) সরকারীভাবে এই গো-মড়কের প্রতিষেধক কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে ?

উত্তর

১) গত এপ্রিল মাসে কাঞ্চনবাড়ী এলাকায় মোট ৩৫টী গরু মারা গিয়াছে। এর মধ্যে ৮২ মাইলে ৫টী, গায়ংগাতে ২০টী, ভাটিদুধপুরে ৪টী ও রাংগাইচাতে ৬টী গরু গলা ফুলা রোগে মারা গিয়েছে।

২) এলাকাতে উক্ত সময়ে ৫৪৬টী গরুকে গলাফুলা রোগের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হইয়াছে এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়াতে গো-মড়ক আয়ত্তে আসিয়াছে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সারা ত্রিপুরাতে কয়টা গরু আছে এবং কয়টা গরু মারা গেছে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেটা জানাবেন কি না ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যদি আলাদাভাবে প্রশ্ন করেন তাহলে বলতে পারব।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১লা এপ্রিল থেকে ২০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত যেখানে যেখানে গরু মারা গেছে সেখানে ডিপার্টমেন্ট থেকে স্টাফ পাঠিয়ে প্রতিষেধক টীকা দেওয়ার পরও মারা গেছে এটা মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কতগুলি ক্ষেত্রে স্টাফ পাঠিয়ে প্রতিষেধক টীকা দেওয়ার পরও মারা গেছে। এই মহামারীর সময়ে তাড়াতাড়ি প্রতিষেধক টীকা দিতে হয়। সেজন্য সবসময় রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঔষধপত্র পাঠানোর ঘোষণা হয়েছিল কিন্তু বিভিন্ন জায়গাতে ঔষধ পাঠানো হচ্ছে না এবং সময়ে সময়ে চিকিৎসাশুন্য থাকে এবং মানুষকে অযথা হয়রানি করা হয়। এই ব্যাপারে যারা দোষী তাদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ঔষধ পাঠানোর ব্যাপারে মাননীয় সদস্য যদি কোন নির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করেন তাহলে তা তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকারঃ— শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪৪, পি, ডবলিউ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নং ৪৪।

প্রশ্ন

১) খোয়াই হতে বাছাইবাড়ী পর্য্যন্ত পাকা রাস্তাটিকে গোপালনগর পর্য্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি থাকে তাহলে বর্ত্তমান আর্থিক বছরে তা কার্যকরী করা হবে কি ?

উত্তর

১) না।

২) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীবাহাদুর জানাবেন কি যে বাছাইবাড়ী থেকে গোপালনগর এই রাস্তাটা জনসাধারণের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। কাজেই এই রাস্তাটি সম্প্রসারণের ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রাস্তার উপরে একটা সেতু নির্ম্মাণ করার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে কিন্তু বাছাইবাড়ী থেকে গোপালনগর পর্য্যন্ত রাস্তা পাকা করে সম্প্রসারণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই। এর কারণ হচ্ছে সারা ত্রিপুরাতে এক সংগে সব কাজ করা সম্ভব নয়। সেটা পর্য্যায়ক্রমে করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীগৌতম দত্ত।

শ্রীগৌতম দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৬৬, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৬৬।

প্রশ্ন

১) বিশালগড় এগ্রিপ্রোডিউস মার্কেট কমিটী কোন্ সালে গঠিত হয়েছিল এবং কতদিনের জন্য গঠিত হয়েছিল ?

২) এই কমিটীকে বাতিল করে বাজার উন্নয়নের জন্য এবং ক্রেতা ও ছোট ব্যবসায়ীদের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির জন্য নূতন কমিটী গঠনের প্রয়োজনীয়তা সরকার উপলব্ধি করছেন কি ?

৩) যদি করেন তবে কবে পর্যান্ত এই কমিটী গঠিত হবে ?

৪) এই বাজার উন্নয়নের জন্য সরকারের নূতন কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১) ১৯৬৪ইং সনে দুই বৎসরের জন্য এই কমিটী মনোনয়ন মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল।

২) বর্ত্তমান কমিটী বাতিলের বিষয়টী সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৩) এক্ষণে তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়।

৪) আপাততঃ নাই।

শ্রীগৌতম দত্ত :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীযোগেশ সাহা তার ব্যক্তিগত লোকদেরকে দোকান অ্যালটমেন্ট দিয়ে যারা প্রকৃত নিডি, ছোট ব্যবসায়ী, তাদেরকে বঞ্চিত করছে। এই ব্যাপারে কোন অভিযোগ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—এ ধরনের অভিযোগ আমাদের কাছে নেই। যেহেতু প্রশ্নটা হাউসে এসেছে সে জন্য আমি সেটা তদন্ত করে দেখবো। আমরা এক্ট অনুসারে ব্যবস্থা নেব।

শ্রীগৌতম প্রসাদ দত্ত :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই কমিটি তিন বছরের জন্য গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এখনও বাজারের ঘর বণ্টন করার ব্যাপারে তারা বহাল তবিয়তে আছে। শুধু তাই নয়, বাজারের উন্নয়ন, সমস্ত কিছুই এই কমিটির মাধ্যমে করা হয়। এটা কি করে সম্ভব।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, নির্বাচিত কমিটী গঠন করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু যে এ্যাক্ট আছে, সেই এ্যাক্টের কতকগুলি রুলজ ত্রুটীপূর্ণ থাকার ফলে মনোনীত কমিটীকে বাতিল করে নির্ব্বাচিত কমিটী গঠন করা যায় নি। সরকার এই এ্যাক্ট সংশোধন করে এই কমিটীকে নূতন ভাবে গঠন করার চেষ্টা করছেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৭।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার ৮৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ধর্ম্মনগর শহরে জলনিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় ধর্মনগর শহরের জনজীবনে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে।

২। সত্য হইলে জল নিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কি কি প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বিস্তৃত পরীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে এবং পরিকল্পনাটি পরীক্ষাধীন আছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন বিস্তৃত পরীক্ষার কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে। এটা কি সত্য যে সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার, শ্রী ভট্টাচার্য্যকে কন্টুর সার্ভে করার জন্য সাজেসন দিয়েছিলেন—এবং শ্রীভট্টাচার্য্য অ্যাক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে ধর্ম্মনগরের উপর কন্টুর সার্ভে নেওয়া সম্ভবপর নয়। তাহলে বিস্তৃত পরীক্ষা চালিয়েছেন বা করছেন তা বুঝা যাচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এ ব্যপারে কিছু বলবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—আমার কাছে এই ব্যাপারের কোন কপি নেই। তবে মাননীয় সদস্য যখন রেফারেন্স দিয়েছেন, আমি এই সম্পর্কে তদন্ত করবো।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—আমার চিঠির নাম্বার দিচ্ছি। অ্যাক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার যে চিঠি দিয়েছেন। নাম্বার: —F.17—157/(EE)/—77/647-81. dated—11th May, 1978. আমার কাছে লেখা হয়েছে এবং কপি দেওয়া হয়েছে পি. এ. টু পি. ডাব্লু. ডি. মিনিষ্ট্রী অব ত্রিপুরা, আগরতলা। কপি টু চীপ ইঞ্জিনীয়ার, ত্রিপুরা, আগরতলা। কপি টু সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার, নেতাজী রোড, আগরতলা। আমার চিঠির কপি এখানে সাবমিট করতে পারি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—১০৩।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—১০৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরার মোট কয়টি স্থানে লিফ্ট ইরিগেশানের ব্যবস্থা আছে:	৭০টি স্থানে।
২। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে কয়টি নতুন লিফটিং ইরিগেশানের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে?	২১টি
এবং সেগুলো কোথায় হচ্ছে?	১। খোয়াই সাব ডিভিসানের জামাই-ঘাট। ২। কৈলাশহর সাব ডিভিসানের অন্তর্গত দেবতা ছড়া। ৩। পানিসাগর ব্লকের অধীনে ইছাক-সোনাপুর

৪। সেলেমা ব্লকের অধীনে কুলাইছড়া

৫। ছামনু ব্লকের অধীনে ছৈলেংটা।

৬। কমলপুর ব্লকের অধীনে পেচারথলের নিকট।

৭। মাতাবাড়ী ব্লকের অধীনে শীল ঘাটি।

৮। কুমারঘাট ব্লকের অধীনে পেচারথল।

৯। পিত্রাছড়া হইতে জামাইবাড়ী।

১০। গোমতী নদী হইতে সোনামুগমাঠ।

১১। অমরপুর সাবডিভিসানের অধীনে ধনলেখাছড়া হইতে যন্ত্রনাপাড়া।

১২। ছামনু ব্লকের অধীনে ছৈলেংটা ছড়ার নিকট ঘাঘরাছড়া।

১৩। সাব্রুমের অন্তর্গত বৈষ্ণবপুর এবং গোবিন্দপুর মঠে ফেনী নদী হইতে মোবাইল ইরিগেশন স্কীম।

১৪। জিরানীয়া ব্লকের অন্তর্গত বিশ্বমনি পাড়ায় স্থায়ী পাম্প হাউস নির্মাণ।

১৫। কমলানগর ২য় পর্য্যায়।

১৬। খোয়াই সাবডিভিসানের দ্বিশাবাড়ী।

১৭। খোয়াই সাবডিভিসানের লক্ষ্মী-নারায়ণপুর ২নং।

১৮। খোয়াই সাবডিভিসানের কমলানগর ২নং।

১৯। খোয়াই সাবডিভিসানের বাইশ-ঘরিয়া ২ নং।

২০। খোয়াই সাবডিভিসানের দক্ষিণ দ্বারিকাপুর।

২১। খোয়াই সাবডিভিসানের ঘিলাতলী

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পূর্বে যে ৬৬টি লিফট ইরিগেসানের ব্যবস্থা ছিল, বর্ত্তমানে সেগুলি চালু আছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় সদস্য ৬৬টি নয়। ৭০টি। তার মধ্যে সবগুলি চালু নেই। কারণ অনেক সময় যে জায়গাতে লিফট পাম্পিং সেট বসানো হয়েছে সে জায়গাতে জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না কিংবা যে চ্যানেল দরকার সেই চ্যানেলের জন্য জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না এই রকমও আছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—আগের গুলি চালু করার ব্যাপারে এর মধ্যে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—আমরা যথা শীঘ্রই ব্যবস্থা করছি। যে যে জায়গাতে অসুবিধার জন্য চালু হচ্ছে না, সেগুলি যাতে অপসারণ করে চালু করা যায়, সেই ব্যবস্থা করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আগে ৭০টি, আর বর্ত্তমানে ২১টি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এটা কি যথেষ্ট ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্যের যা প্রশ্ন ছিল তার জবাব দিয়েছি। কিন্তু তার সঙ্গে আরো একটু আমি জানিয়ে দিতে চাই। এখন এই ৭০ এবং ২১ এবারে যেগুলি নেওয়া হবে বা বসানো হবে, তাছাড়া আরো ২৬টি ইরিগেশান পাম্প হাউসের কাজ চলছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, বর্ত্তমান আর্থিক বছরে যে ২১টি লিফট ইরিগেশানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এই স্থানগুলি কিসের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছে এবং কারা নির্বাচিত করেছেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—এইগুলি মাইনর ইরিগেশানের যে ডিপার্টম্যান্ট আছে তারা অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের অ্যাক্সপার্টদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থান নির্ব্বাচন করেছেন।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করে দেখবেন কি, যে স্থানগুলি সিলেক্ট করা হয়েছে, এই স্থানগুলি ছাড়াও এমন অনেক নদী আছে, যে নদীগুলিতে এখনও জল সেচের ব্যবস্থা করা হয় নাই। ঐ নদীগুলিতে যদি জল সেচের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে সেখানে প্রচুর শস্য উৎপাদন হতে পারে। যেমন বুড়িমা নদীতে। জম্পুইজলার উজান থেকে সেটার উৎপত্তি হয়েছে। সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় সদস্যের প্রশ্ন এর জবাবে বলছি যে, আমরা আরো অনেক জায়গায় লিফট ইরিগেশান করার ইচ্ছা রাখি। সবটা আমরা এক সঙ্গে করতে পারছি না। আমরা পর্য্যায় ক্রমে এইগুলি করবার ইচ্ছা রাখছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি, কোন সার্ভে এখনও হয় নি। সারফেস ওয়াটার কোথাও কিছু থাকতে পারে। আমাদের সরকার এখন পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় সেই সার্ভের কাজ শুরু করবেন এবং এটাও ঠিক যে, যেগুলি আমরা বসিয়েছি বা বসাবো ঐগুলি ব্যবহার করার জন্য যা দরকার কৃষকরা তা দিতে পারছেন না। যে চ্যানেলের মাধ্যমে ঐ জলটা বিভিন্ন জায়গায় যাবে, সেই চ্যানেলটা গ্রামবাসীদের তৈরী করার কথা ছিল। কিন্তু সেই চ্যানেল তৈরী করার জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করা হয় নি, বা জমি দেবার জন্য গ্রামবাসীদের উৎসাহিত করা হয় নি অতীতে। আমরা মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করবো, আমরা এই যে পাম্পিং সেট অথবা

নদীতে চলমান পাম্পিং সেট বসিয়ে দিতে চাই যাতে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় জল পেতে কোন অসুবিধা না হয়, এই চ্যানেল তৈরী করার ব্যাপারে যে টাকা খরচ করলাম, সে টাকা যাতে সত্যি সত্যি কাজে লাগে, তার জন্য সহযোগিতা করুন। পঞ্চায়েৎগুলিকে যাতে আরো স্বক্রিয় করে তুলা যায় সে ব্যবস্থা করুন। আপনারা সহযোগিতা করুন যাতে অনেক বেশী জমিতে সেচের জল আমরা দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৫।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১। মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মত মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতির মাধ্যমে তাহাদের হাতে জলাশয় তোলে দেওয়ার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?	১। মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছিল তাহা কিভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব সে বিষয়ে সরকার পর্য্যালোচনা করে দেখছেন।
২। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে কি দামে (রেট্) এবং কোন পদ্ধতিতে জলাশয়গুলি দেবেন?	২। কি দামে ও কি পরিস্থিতিতে জলাশয় গুলি দেওয়া হবে তাহা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।
৩। ইহা কি সত্য উদয়পুরের জনৈক ফিসারী অফিসার সরকারকে লোক চক্ষে হেয় করবার জন্যই কোন একটি মৎস্যজীবী সমিতির নামে অযথা মামলা করেছিলেন। যদি সত্য হয় তার কি প্রতিকার করেছেন?	

(ভয়েসেস্- ১২৫ নং কোয়েশ্চানে এই রকম কোন কোয়েশ্চান আমাদের এখানে নেই?)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের সময় বেশী নেই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যেহেতু সদস্যদের হাতে যে সব প্রশ্ন পত্র আছে তাতে ঐ প্রশ্নটা নেই তার জন্য আমি অনুরোধ করবো যে, প্রশ্নগুলি মাননীয় সদস্যদের হাতে আছে সেগুলির উপরই প্রশ্নের উত্তর হোক।

মিঃ স্পীকার :—আমিও তাই বলছিলাম যে মাননীয় সদস্যদের হাতে যে সব প্রশ্ন আছে তারই উত্তর দেওয়া হোক।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি প্রশ্নগুলি ভেবে দেখেছি, তাতে কোয়েশ্চনের যে মেটার তা একই।

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্নগুলির উত্তর আপনার কাছে আছে?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—হ্যাঁ আছে।

মিঃ স্পীকার :—তাহলে উত্তর দিন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আমার কাছে যে সব প্রশ্ন আছে তারই উত্তর আমি দিচ্ছি।

প্রশ্ন	উত্তর
৩। ইহা কি সত্য উদয়পুরের জনৈক ফিসারী অফিসার সরকারকে লোক চক্ষে হেয় করার জন্যই কোন একটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নামে অযথা সমালোচনা করেছিলেন?	ইহা সত্য নহে।
যদি সত্য হয় তার কি প্রতিকার করেছেন?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যখন আলোচনা হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল যে জলাশয়গুলি মৎস্যজীবীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে কিন্তু এটা এখনও পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনার মধ্যে আছে, এটা কত দিনের মধ্যে কাজে পরিণত হবে সেটা একটু জানতে চাই?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের সরকারের আওতায় যতগুলি জলাশয় আছে সেগুলি মৎস্যজীবিদের হাতে দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ যে সব জায়গাতে আমাদের জলাশয়গুলি আছে, সে সব জায়গার সমস্ত স্থানে এখনও মৎসজীবী ইউনিয়ন নেই, আমরা চিন্তা করছি যেসব জলাশয়গুলি মৎস্যজীবীদের দেব, তার জন্য জলাশয়গুলি আমাদের খালি রাখতে হবে। যদি ভবিষ্যতে কোন দিন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তখন আমরা চিন্তা করে দেখবো। সমস্ত জলাশয়গুলি মৎস্যজীবীদের হাতে তুলে দিয়ে মাছের চাষের যাতে উন্নতি করা যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করবো।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার,

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে, আমি প্রত্যেককে সুযোগ দিতে চাই। শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩২।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩২।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময় রাজ্যে মোট কত একর জমি জল সেচের আওতায় আনা হয়েছিল, এবং এই প্রয়োজনে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছিল?	এখনও তথ্য সংগ্রহ হইতেছে।
২। এই জমির কত পরিমাণ বর্ত্তমানে স্থায়ী জলসেচ ব্যবস্থার অধীন হয়েছে?	

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীকামিনী দেববর্ম্মা।

শ্রীকামিনী দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার—১৩৩।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১। গত ১৯৭৭ইং সনের মন্থর ডেমছড়া হইতে ধুমাছড়া পর্য্যন্ত রাস্তার বাবদ ৩,৪৭,১০০ টাকা ও ধুমাছড়া হইতে কাঁঠালছড়া পর্য্যন্ত রাস্তার বাবদ ৫,৯১,৯০০ টাকা মঞ্জুরীকৃত বরাদ্দের টাকার যে কনট্রাক দেওয়া হইয়াছিল, কনট্রাকটর অল্প টাকা খরচ করার পর রাস্তার কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে এই ঘটনা সরকার অবগত আছেন কি ?	১। রাস্তার ফরমেশনের (মাটির কাজ) শেষ হইয়াছে। অন্যান্য সাব হেড যথা এস, পি, টি ব্রীজ, স্প্যান পাইপ কালভার্ট ইত্যাদি কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।
২। যদি অবগত থাকেন, তাহলে উক্ত রাস্তা সম্পূর্ণ করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কি ?	২। এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকামিনী দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার কথা হলো একটা রাস্তার উপর দুবার টাকা স্যাংশান হয়েছে, প্রথমবার ৩ লক্ষ টাকা স্যাংশান করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার ৫লক্ষ টাকা স্যাংশান করা হয়েছে। কাজগুলি যদি মন্ত্রীমহাশয় তদন্ত করে দেখেন তাহলে ভাল হবে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— আপনারা বলেছেন যে একই রাস্তায় দুইবার কাজ হয়েছে, সে সম্পর্কে আমি তদন্ত করে দেখব। তবে এখানে যে প্রশ্ন আছে সে সম্পর্কে আমি বিস্তৃত ভাবে বলছি দামছড়া থেকে ধুমাছড়া এই অ ড়াই মাইল রাস্তার জন্য ৩,৪৭,১০০ টাকা মুঞ্জুর করা হয়। মুঞ্জুরীকৃত অর্থের মধ্যে, ৬৮ হাজার ৭৪৩ টাকা মাটির কাজের জন্য ধরা আছে। আমরা আপাততঃ রাস্তাটা ফরমেশানের জন্য টেণ্ডার দিয়েছি। আর বাকী কাজগুলির জন্য এখনো টেণ্ডার কল করা হয়নি এবং বাকী টাকাটা কিলোমিটার পোষ্ট, কাটপোষ্ট, কালভার্ট ইত্যাদির জন্য ধরা আছে। শুধু ফরমেশানের জন্য মাটির কাজে ঠিকাদার নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং স কাজ এখন শেষ হয়েছে। ফরমেশানের কাজ শেষ হওয়ায় অনুমোদিত অন্যান্য সাব-হেড গুলির কাজও এই আর্থিক বছরে আরম্ভ করা হবে। বাকী যে কাজগুলি আছে, সেগুলির জন্য টেণ্ডার কল করা হবে। আর দামছড়া থেকে কাঁঠাল ছড়া-এই সাড়ে চার মাইল রাস্তার জন্য ৫,৯১,৯০০ টাকা মুঞ্জুর করা হয়েছে। এই মুঞ্জুরীকৃত অর্থের মধ্যে ২,১৬,৩৪৯ টাকা ফরমেশানের জন্য ধরা আছে। আর বাকী টাকা অন্যান্য কাজ যেমন কিলোমিটার পোষ্ট, কাটপোষ্ট, ব্রিজ, পাম্প পাইপ, ল্যাণ্ড একুইজিশান ইত্যাদির জন্য ধরা আছে। শুধু ফরমেশনের জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং ফরমেশানের কাজ শেষ হয়েছে। ফরমেশান কাজ শেষ হওয়ায় উপরে-উল্লিখিত সাব-হেড গুলির কাজ এই আর্থিক বছরে শেষ হবে। আর মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে একই রাস্তায় দুইবার কাজ হচ্ছে, সে সম্পর্কে আমি তদন্ত করে দেখব ঠিক কিনা।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রী সুমন্ত কুমার দাস। (উনি অনুপস্থিত)। শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নং ১৪০ স্যার।

শ্রীবৈদ্য নাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ১৪০ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরায় ১৯৭৮ইং সনে কেন্দ্রীয় স্কীমে রাস্তা করার জন্য সরকার ত্রিপুরার বিভিন্ন মৌজা ঠিক করিয়াছেন কি ?	১। না। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার মৌজা ভিত্তিক কোন কেন্দ্রীয় স্কীম রাস্তার জন্য বরাদ্দ করেন নাই। তবে রাজ্য ভিত্তিক কিছু রাস্তা কেন্দ্রীয় স্কীমে এই রাজ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে।
২। যদি হ্যাঁ হয় তাহা হইলে ত্রিপুরার কোন কোন মৌজায় কত পরিমাণ রাস্তা করা হইবে এবং উক্ত রাস্তার কখন হইতে শুরু হইবে ?	২। প্রথম প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না। কারন মৌজা ভিত্তিক কোন রাস্তা হয় না।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—সপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বলেছেন রাজ্য ভিত্তিক কিছু রাস্তা কেন্দ্রীয় স্কীমে এই রাজ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেগুলি কোথায় ?

শ্রীবৈদ্য নাথ মজুমদার :—মোটা-মোটি ভাবে যে যে জায়গায় রাস্তা হচ্ছে. সেগুলি জানিয়ে দিচ্ছি ?

সেন্ট্রাল রোড ফাণ্ড স্কীমে নিম্নোক্ত রাস্তাগুলির কাজ চলছে—

১) ধর্ম্মনগর কদমতলা রাস্তা (১০ কি,মি,)।
২) ধর্ম্মনগর তিলথৈ রাস্তা (১১.৬, কি,মি,)।
৩) উদয়পুর হইতে ১৩ কি,মি, উদয়পুর টাকার জলা রাস্তা।
৪) রাজনগর সিদ্ধিনগর রাস্তা (১১ কি,মি,)।
৫) সিদ্ধিনগর একিমপুর রাস্তা (১০ কি,মি,)।

উত্তর পূর্ব পরিষদের স্কীম অনুযায়ী নিম্নোক্ত রাস্তাগুলির জরীপের কাজ অনুমোদিত হইয়াছে—

১) পেঁচারথল হইতে ফটিকরায় খোয়াই রাস্তা (মানিক ভাণ্ডার হইয়া)।
২) দামছড়া-খেদাছড়া রাস্তা।
৩) আইজল মামেট ভাংমুন চিনলুয়াং হইতে ভাংমুন পর্য্যন্ত)।

উত্তর পূর্ব পরিষদের স্কীম অনুযায়ী নিম্নোক্ত রাস্তাগুলির কাজ চলছে।

১) পেচারথল হইতে মংপুই (৫০ কি,মি,)।
২) দামছড়া থেকে ফুলদংশি (১৫ কি,মি,)।
৩) তিলথৈ থেকে দামছড়া (২৩.৫০ কি,মি,)।
৪) ফুলদংশি হইতে তুইপাই বাড়ী (ত্রিপুরার সীমান্ত অনুমানিক ১০ কি,মি)।

ষ্ট্রাটেজিক রোড স্কীমের অধীনে অনুমোদিত রাস্তা—

১) তেলিয়ামুড়া হইতে অমরপুর রাস্তা (৪০ কি,মি,)।
২) উদয়পুর হইতে অমরপুর (আনুমানিক ৩০ কি,মি,)।

৩) বগাফা বিলোনায়া রাস্তা ১৬.৬৫ কি,মি,)।

৫) মনুবাজার থেকে উপেন্দ্রনগর (আমালিঘাট) রাস্তা (আনুমানিক ২০ কি.মি,)।

৬) আগরতলা—সিংগার বিল রাস্তা (১২.২৩ কি,মি,)।

৭) আগরতলা—উদয়পুর মনুবাজার রাস্তা (১১৯.৮ কি,মি,)।

৮) বিশ্রামগঞ্জ হইতে সোনামুড়া রাস্তা (২৮.৮৬ কি,মি,)

৯) আগরতলার সন্নিকটে কাটা খালের উপর স্থায়ী পাকা পুল (দৈর্ঘ্য ১০১.৮ মিটার এবং দুই দিকের সংযোগকারি রাস্তা ½ কি,মি,)।

কেন্দ্রীয় স্কীমে মোটামোটি ভাবে এই রাস্তাগুলি ত্রিপুরাতে হচ্ছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রাস্তাগুলি কি পাকা করা হবে না কাঁচা করা হবে ?

শ্রীবৈদ্য নাথ মজুমদার :—এই রাস্তা গুলি সব পাকাই করা হবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—এই রাস্তাগুলি বন্যার জলে ভেসে যাবে কিনা ?

শ্রীবৈদ্য নাথ মজুমদার :—এটা ভবিষ্যতে দেখা যাবে।

মি: স্পীকার :—শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :—কোয়েশ্চান নং ১৫১ স্যার।

শ্রীবৈদ্য নাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ১৫১ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। চলতি বছরের ৬ই জানুয়ারী থেকে ৩১শে মে পর্য্যন্ত রাজ্যে কত কিলোমিটার নূতন রাস্তা হয়েছে ?	২। ১১১.৯০ কিলোমিটার।
২। এই রাস্তাগুলির জেলাভিত্তিক পারিমান কত ?	২। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ৪৫.৮০ কি.মি. দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ১০.০০ কি.মি. উত্তর ত্রিপুরা জেলা ৭৬.১০ কি.মি.

শ্রী মতিলাল সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ব্লকের মাধ্যমে যেসব নূতন রাস্তা হয়েছে, সেই সমস্ত রাস্তার হিসাব কি এর মধ্যে আছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—বিভিন্ন ব্লকের মাধ্যমে যে রাস্তা হয়েছে তার হিসাব এখানে নেই।

শ্রীঅখিল চন্দ্র দেবনাথ :—এই রাস্তাগুলি কি পাকা না কাঁচা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—এই সমস্ত রাস্তার মধ্যে কিছু কিছু ইট সোলিং আছে, আর বাকী রাস্তা গুলি আমরা মিনিষ্ট্রিতে আসার পর বেশীর ভাগই কাঁচা রাস্তা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা।

শ্রী তরণী মোহন সিন্‌হা—কোয়েশ্চন নাম্বার ১৬৭।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৭।

প্রশ্ন

১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে কৈলাসহর হাওর ও ফটিকরায় কুমারঘাট মধ্যে মনু নদীতে দুইটি পাকা ব্রীজ করার সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি?

২) যদি "হ্যাঁ" হয় তবে কখন হইতে এই কাজ আরম্ভ করা হইবে?

উত্তর

১) হ্যাঁ, শুধু কৈলাসহর হাওর সম্পর্কে।

২) এই আর্থিক বৎসরে যে মুহূর্তে সংযোগ রক্ষাকারীর রাস্তার জমি পাওয়া যাবে।

আর এখানে ফটিকরায়ের কাছে মনুর উপর যে প্রশ্ন এসেছে সেটা স্কীমে আছে, এখনও এটা সার্ভে হয়নি। কিন্তু কৈলাসহরে যেটা হবে সেটা স্যাংশান আছে। কিন্তু ল্যাণ্ডের প্রশ্নে কিছু অসুবিধা আছে।

মিঃ স্পীকার—কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ ওভার।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেট এখনও হাউসে লে করা হয়নি। অথচ পত্র পত্রিকায় দেখছি এগুলো আউট হয়ে গেছে। আমি তার জন্য এখানে প্রিভিলেজ মোশন আনছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা একেবারে অসত্য।

মিঃ স্পীকার—যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় নি এবং তারকা চিহ্ন-বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনু-রোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশন ছিল।

মিঃ স্পীকার—আপনি আমার চেম্বারে যাবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—এটা আরজেন্ট পাবলিক ইমপরটেন্ট।

Presentation & adoption of the Repot of the Business Anvisary Committee.

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যবৃন্দ, এখন আলোচ্য বিষয় হল. বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা।

এখন বর্তমান সেশনের ১৬ই জুন. ১৯৭৮ ইং (তারিখ) থেকে ২৯শে জুন, ১৯৭৮ ইং (তারিখ পর্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য বিজনেস্ অ্যাডভাই-সারী কমিটি যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন এই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ১৬ই জুন থেকে ২৯শে জুন পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচী আলোচনার জন্য বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটি যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট এই সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার—এখন এই রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য গ্রহণীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাবটি উত্থাপন করিতেছি যে বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।

মাননীয় অধ্যক্ষ—উক্ত মোশনটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি. যারা এই মোশনটীর পক্ষে আছেন তাঁরা 'হ্যাঁ' বলবেন।

(ধ্বনি—'হ্যাঁ')

মাননীয় অধ্যক্ষ—যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা 'না' বলবেন।

(কোন ধ্বনি নেই)

মাননীয় অধ্যক্ষ—আমি মনে করি রিপোর্টটী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

রিপোর্টটী সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হল।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার—আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটীশ পেয়েছি :—

মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী নোটীশ এনেছেন যে সাম্প্রতিক বন্যার ফলে দক্ষিণ ত্রিপুরায় সাব্রুম বিলোনীয়া এবং অমরপুরে কয়েকটী এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্পর্কে'।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগামী ১৯ তারিখ এটা হাউসকে জানাব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী আগামী ১৯ তারিখ এর উত্তর দেবেন।

আর একটি নোটিশ এসেছে শ্রীঅখিল দেবনাথ, মাননীয় সদস্যের কাছ থেকে। সেটা হল—

'চন্দ্রপুর, আগরতলার যারা ফুড ফর ওয়ার্ক কাজ করে তারা আজ প্রায় ৬ দিন যাবত রেশন শপ হইতে আটা না পাওয়া সম্পর্কে'।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী – এটার উত্তর আমি ২০ তারিখে দেব।

মিঃ স্পীকার—আগামী ২০ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী এর উত্তর দেবেন।

আর একটি নোটিশ আছে, দিয়েছেন নগেন্দ্র জমাতিয়া, অভিরাম দেববর্মা ও মতহরি চৌধুরী। সেটা হল—

'বাংলা দেশের সৈনাবাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়ে ত্রিপুরায় আগত শরনার্থী দের সম্পর্কে'।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এটার উত্তর আমি আগামী ২১ তারিখ দেব।

মি: স্পীকার—আগামী ২১ তারিখ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দেবেন।

রুলস্ কমিটির ৬ নং রিপোর্ট পেশ

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হইতেছে "রুলস্ কমিটির ৬নং রিপোর্টটি" পেশ করা।

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে রিপোর্টটি সভার সামনে পেশ করার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি রুলস্ কমিটির ৬নং রিপোর্টটি এই সভার সামনে পেশ করিতেছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক কয়েকটি ঘোষণা।

মি: স্পীকার—হাউসের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে (ক) "দি ইউনাইটেড পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং" বিলটিতে মাননীয় রাজ্যপাল বিগত ৩।৪।৭৮ ইং তারিখে তাঁর সম্মতি দিয়েছেন।

(গ) "দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (ভোট অন অ্যাকাউন্ট (বিল, ১৯৭৮ ইং ত্রিপুরা বিল নং ১ অব ১৯৭৮ ইং) "বিলটিতে মাননীয় রাজ্যপাল বিগত ২০।৩।৭৮ ইং তারিখে তাঁর সম্মতি দিয়েছেন।

(গ) "দি ত্রিপুরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৭৮ ইং)" বিলটিতে মাননীয় রাজ্যপাল বিগত ২০।৩।৭৮ ইং তারিখে তাঁর সম্মতি দিয়েছেন।

(ঘ) "দি ত্রিপুরা প্রফেসান্স ট্রেডস্, কলিংস্ এমপ্লয়মেন্ট টেকসেশান রুলস্ ১৯৭৭ ইং বিলটি যেটি বিগত ২০।৩।৭৮ ইং তারিখে হাউসে পেশ করা হয়েছিল সেটা হাউসে পুনরায় পেশ করা হয়েছে।

(ঙ) "দি ত্রিপুরা উয়েটস্ অ্যাণ্ড মেজার্স (এনফোর্সমেন্ট) অ্যামেণ্ডমেন্ট রুলস্ ১৯৭৭ ইং" বিলটি সেটা যেটা বিগত ২৪।১ ৭৮ ইং তারিখে হাউসে পেশ করা হয়েছিল সেটি পুনরায় হাউসে পেশ করা হয়েছে।

লেয়িং অব অর্ডিন্যান্স। রুলস

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হচ্ছে অর্ডিনান্স পেশ করা। আমি পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে অর্ডিনান্সটি হাউসের সামনে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

SHRI DINESH DEB BARMA—Hon'ble Speaker, Sir, I beg to lay before the House The United Provinces Panchayat Raj (Tripura Second Amendment) Ordinance, 1978' promulgated by the Governor of Tripura in the Twentynith year of Republic of India.

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হচ্ছে হাউসে রুল পেশ করা। আমি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রীকে রুলসগুলি এই হাউসের সামনে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

SHRI BIREN DUTTA.—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay "The Tripura Land Revenue & Land Reforms (Ninth Amendment) Rules, 1978 on the table of the House.

Mr. Speaker, Sir. I beg to lay The Tripura Land Revenue & Land Reforms (Allotment of Land) (Second Amendment) Rules, 1978 on the table of the House.

মিঃ স্পীকার--আমি মাননীয় সদস্যগনকে অর্ডিনান্স এবং রুলসগুলির প্রতিলিপিগুলি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করছি।

সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হচ্ছে ১৯৭৮-৭৯ ইং সনের বাজেট উত্থাপন। আমি মাননীয় অর্থ মন্ত্রীকে ১৯৭৮-৭৯ ইং সনের বাজেট এই হাউসের সামনে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—আপনার অনুমতি নিয়ে আমি ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেট পেশ করছি। বিগত মার্চ মাসে মূল বাজেট সাপেক্ষে এপ্রিল '৭৮ থেকে জুলাই '৭৮-এই চার মাসের ব্যয় বরাদ্দের জন্য ভোট-অন-এ্যাকাউন্ট পেশ করা হয়েছিল। বর্তমানে যে বাজেট পেশ করা হচ্ছে তার মধ্যে সেটাও অন্তর্ভুক্ত।

২। ত্রিপুরা একটি দ্বীপ নয়। রাজ্যের সমস্যাবলী দ্রুত পরিবর্তনশীল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে।

আফগানিস্থানে চক্রান্তকারী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের বিজয়ের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদের পিছু হটা সূচিত হচ্ছে। কিন্তু অপরোক্ষ হস্তক্ষেপ, অপচেষ্টা এবং বহুজাতিক সংস্থার মাধ্যমে এই উপমহাদেশে অশান্তির জাল ও ষড়যন্ত্র ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা বন্ধ হয়নি। চারপাশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং গণতন্ত্র দাবিয়ে রাখার চেষ্টা রয়েছে। আর তার সুযোগ নিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ।

মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, করভার, ক্রমবর্ধমান বেকারী এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অর্জিত সুযোগ সুবিধার ওপর নতুন করে বাধা নিষেধ দেশের অগণিত শ্রমিক কর্মচারীর মধ্যে অসন্তোষ বাড়িয়ে তুলছে। সেই সুযোগে ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে যে একনায়কতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্র পরাজয় বরণ করেছিল তারা আবার নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এবং নতুন করে সংগঠিত হচ্ছে।

এসব কথা মনে রেখে আমরা সব সময়ই বলে আসছি যে যদিও জনগণ আমাদের বিপুল ভোটাধিক্যে ক্ষমতায় বসিয়েছেন তবু যে পর্যন্ত না সারা দেশে শ্রেণীগত এবং গোষ্ঠীগত সম্পর্কের পূর্ণ পুনর্বিন্যাস হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বর্তমান ব্যবস্থায় কোন মৌলিক পরিবর্তন সম্ভবপর নয়।

সেজন্যই আমাদের প্ল্যান বা বাজেটের মূল উদ্দেশ্য হবে—

কায়েমী গোষ্ঠীর শোষণ বন্ধ করা, রাজ্যের প্রাকৃতিক ও জনসম্পদ রাজ্যের আর্থিক উন্নতিতে পূর্ণ বিনিয়োগ, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের সচেতন করে তোলা এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করা।

এসব লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য একটি ভাল প্ল্যান অথবা একটি বড় বাজেট যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন শাসন ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ। এবং সেটা সম্ভব হবে যদি শাসনযন্ত্রে যারা রয়েছেন তাদের সহ সমগ্র কৃষক শ্রমিক কর্মচারী শ্রেণীর গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থাকে জোরদার করে তোলা যায়। গ্রাম পঞ্চায়েত, নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি জন প্রতিনিধিমূলক সংস্থাগুলোর বুনিয়াদ গণমুখী করে এবং সমগ্র রাজ্যের সমবায় আন্দোলনকে পুরো জন-নিয়ন্ত্রণে এনে সেটা করা সম্ভব।

৩। রাজ্যের সীমিত সম্পদ সম্পর্কে সরকার ওয়াকিবহাল। কেন্দ্র থেকে যথেষ্ট আর্থিক সহায়তা না পেলে জনগণের মৌলিক অবস্থায় পরিবর্তন যে সম্ভবপর নয় সেটাও আমরা জানি। সমাজের পিছিয়ে পড়া এবং দুর্বলতার শ্রেণীর লোকদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্য সম্পর্কে কেন্দ্রের বর্তমান জনতা সরকার অনেকবারই বলেছেন। এই রাজ্যে সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার

জন্য যে আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন সেটা আমরা কেন্দ্র থেকে পাব বলে আশা রাখি। আমরা এটাও আশা কোরছি যে কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা পেলে আমাদের আন্তরিকতা ও উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যের জনগণের আর্থিক অবস্থায় পরিবর্তন সম্ভবপর।

৪। আমার সরকারের দৃঢ় অভিমত এই যে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কে এবং কেন্দ্র থেকে রাজ্যে সম্পদ হস্তান্তরের ব্যাপারে সাংবিধানিক ব্যবস্থাদির পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। এটা হলে কেন্দ্র দুর্বল হয়ে পড়বে অথবা দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এসব বিতর্ক ধোপে টেকে না। সাংবিধানিক ক্ষমতা এবং ক্ষমতাশীল রাষ্ট্র এক জিনিষ নয়। আমাদের এই অভিমত যে কেন্দ্রের ক্ষমতা সর্বভারতীয় ব্যাপারে সীমাবদ্ধ হোক এবং রাজ্যেগুলোর বর্তমান ব্যবস্থা—যা কতকগুলো উন্নীত কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে তুলনীয়—তার আমূল পরিবর্তন হোক। জনগণের জীবনযাত্রার অতি আবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্য রাজ্যগুলোর শুধু দায়িত্ব থাকলে চলবে না তার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এবং সম্পদও চাই।

একইভাবে আমার সরকার সংবিধানের ষষ্ঠ সিডিউলের বিধান ত্রিপুরার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করে তপশিলী উপজাতিদের জন্য একটি স্বয়ংশাসিত এলাকা গড়ে তোলার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ। তার জন্য উপজাতি গরিষ্ঠ এলাকার সীমানা নতুনভাবে ঠিক কোরতে হবে। এটাও দেখতে হবে যে এসব এলাকায় উপজাতিদের জমি যেন অন্যান্যদের হাতে হস্তান্তরের মাধ্যমে উপজাতিরা জমিচ্যুত না হন। এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

৫। এ রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান এমনই যে শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগই নয়,—প্রতিবেশী বাংলাদেশ সরকারের নানবিধ কাজের প্রতিক্রিয়াও এ রাজ্যকে পোয়াতে হয়। এ রাজ্যে যে সব নদীর উৎস রয়েছে তার সব ক'টি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া বাংলাদেশের অনেকগুলো নদীও এ রাজ্যের সীমানার কাছাকাছি বয়ে যাচ্ছে। অধিকাংশ মহকুমা শহর সীমানার কাছাকাছি। আমাদের ধান উৎপাদনের ভাল কৃষি জমির একটা বড় অংশ বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে খুব দূরে নয়। বাংলাদেশ সরকার সে দেশের ভেতরে নদীর ওপর বাধ দেবার যে একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে আমাদের অনেকগুলো মহকুমা শহর এবং ভালো ধানের জমির অনেকাংশ জলমগ্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আমরা যথাস্থানে এ ব্যাপারটা নিয়ে লিখেছি। আমাদের দিকে সে ধরনের বাধ নির্মাণ করে মহকুমা শহরগুলো এবং ভালো ধানের জমি রক্ষা করার চেষ্টা না করলে সমগ্র রাজ্যে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা দেবে। বাংলাদেশ সরকারের একতরফা কাজের ফলে বর্ষা শুরু হবার আগের অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে মহকুমা শহরগুলো বিপদের সম্মুখীন হয়। আগামী বর্ষার জন্য আমরা খুবই উদ্বিগ্ন।

এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি ছাড়া রয়েছে সীমান্তের সংঘর্ষ, গরু-মোষ চুরি, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি। প্রায় তিন হাজার আদিবাসী বাংলাদেশীয় লোকের উদ্বাস্তু হিসেবে ভারতে প্রবেশ রাজ্যের পক্ষে নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

৬। সপ্তম অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা গত এপ্রিল মাসে এ রাজ্যে এসেছিলেন। রাজ্যের নানাবিধ সমস্যা এবং যে সব অসুবিধা রাজ্য সরকার ভোগ করছেন তা বিস্তৃত করে রাজ্য সরকার কমিশনের নিকট একটি স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। কমিশন গভীর সহানুভূতিসহ রাজ্য সরকারের বক্তব্য শুনেছেন। রাজ্য সরকার কমিশনের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করেন তার একটি করে কপি বিধান সভার প্রতি সদস্যকে পাঠানো হয়েছিল।

আমরা আশা করছি যে কমিশন সবদিক থেকে পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর এই রাজ্যের সমস্যার সমগ্র বিষয়টি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিবেচনা কোরবেন এবং এমন সুপারিশ কোরবেন যা এই পিছিয়ে পড়া অনুন্নত রাজ্যকে সাহায্য কোরবে।

৭। "কাজের বদলে খাদ্য" এই প্রকল্পটি আমরা রাজ্যে চালু করেছি। যতদূর সম্ভব অনুমোদিত পরিকল্পনার নানাবিধ স্কিমের ভেতরে প্রকল্পটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রকল্প

অনুসারে কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে 'গম' পাওয়া যাচ্ছে। নগদ টাকার অংশটুকু রাজ্য সরকারকে বহন করতে হচ্ছে। রাস্তাঘাট তৈরী, স্কুল ঘর তৈরী, পুকুরের সংস্কার এবং ঐ জাতীয় কাজ এই প্রকল্পের মধ্যে করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার আশা কোরছেন যে সকলের সহযোগিতায় এবং কেন্দ্র থেকে "খাদ্য" হিসেবে অতিরিক্ত সাহায্য পেয়ে এই প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ এবং এর মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব হবে।

৮। বিধানসভা অবগত আছেন যে রাজ্যের অভ্যন্তরে রেললাইন সম্প্রসারণ করে প্রথমে আগরতলা এবং তারপর সাব্রুম পর্যন্ত রেললাইন নিয়ে আসা রাজ্যের উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রাথমিক স্তরে কুমারঘাট পর্যন্ত রেললাইন নিয়ে আসার প্রশ্নে আমরা কেন্দ্রের উপর চাপ দিয়ে যাচ্ছি। এই বিধানসভা এ ব্যাপারে ১০।৮।৭৭ এবং ২৭।১।৭৮ এই দু'দিন দুটো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্তের অনুলিপি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট পাঠিয়েছিলাম। গত মে মাসের শেষ সপ্তাহে একটি কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল সরজমিনে ব্যাপারটি পর্যালোচনার জন্য এ রাজ্যে এসেছিলেন। এ প্রকল্পে রাজ্য সরকারকে জমি দিতে হবে—সেজন্য প্রথম পর্যায়ে এ বছরের বাজেটে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে।

৯। কেন্দ্রীয় রাবার বোর্ড ২৩।৫।৭৮ তারিখে আগরতলা শহরে তাদের পূর্বাঞ্চলের প্রথম মিটিং করেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান, সদস্যগণ, কেন্দ্রীয় সরকার, উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ ও অন্যান্য রাজ্য সরকারের পদস্থ কর্মচারীগণ সরজমিনে এ রাজ্যের রাবার গাছের মান এবং তার সম্ভাবনা দেখেন। এখানে একটি আঞ্চলিক অফিস এবং গবেষণাগার খোলার সম্ভাবনা রয়েছে। আশা করা হচ্ছে এতে রাজ্যের রাবার চাষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হবে। আমরা আরো আশা কোরছি যে রাবার চাষ ও তার উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী, আধা সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগে যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য পাওয়া যাবে।

১০। রাজ্য সরকারের সম্পদ সীমিত; দায়িত্ব ও দাবদাওয়া প্রচুর। এমতাবস্থায় রাতারাতি জনগণের অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই সম্ভবপর নয়। তা সত্ত্বেও ছয়মাসের কম সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকার অনেকগুলো জনহিতকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যথা :—

(১) সব কটি রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার, (২) সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সব মামলা প্রত্যাহার, (৩) নির্বাচনের কাজে অংশ গ্রহণ করার জন্য সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর আনীত অভিযোগসমূহ প্রত্যাহার, (৪) শাস্তিপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার জন্য কেবিনেট সাব-কমিটি গঠন। (৫) দুর্নীতি ও ক্ষমতার

অপব্যবহার সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য তদন্ত কমিশন গঠন, (৬) শাহ কমিশন কর্তৃক প্রেরিত বিষয়গুলি সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য এনকোয়ারী অথরিটি গঠন, (৭) উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের পুনর্গঠন, (৮) হাউসিং বোর্ড গঠন, (৯) ১।১।১৩৮৫ সাল থেকে দুই স্ট্যাণ্ডার্ড একর পর্যন্ত জমির খাজনা মকুব এবং ১৯৭১-১৯৭২ সালের দুই বৎসরের খাজনা মকুব, (১০) বেতন হারের বৈষম্যগুলি খতিয়ে দেখার জন্য পে-রিভিউ কমিটি গঠন, (১১) নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়স সীমা বাড়িয়ে ৩৫ বৎসর করা, (১২) ললিতকলা একাডেমী গঠন, (১৩) পঞ্চায়েত বাজারগুলোর সংস্কার, (১৪) সরকার পরিচালিত মন্দিরগুলোর পুরোহিত ও অন্যান্যদের বেতন ন্যূনতম ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি, (১৫) দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, (১৬) শতকরা পয়ত্রিশ নম্বর পর্যন্ত এল, আই, জি. ষ্টাইপেণ্ড অনুমোদন, (১৭) নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে মহার্ঘভাতা দেয় হওয়া মাত্র মঞ্জুর, (১৮) দু'হাজারের মত শিক্ষক নিয়োগ, (১৯) আগরতলা ও মহকুমা শহরগুলোতে টাউন হল নির্ম্মাণ, (২০) আরক্ষা বাহিনীর ডিকমবেটাইজেশন, (২১) ছাঁটাই ও বরখাস্ত কর্ম্মচারীদের পুনর্নিয়োগ, (২২) স্পোর্টস স্কলারশীপ অনুমোদন, (২৩) সিটিজেনসীপ কার্ড প্রদানের নিয়মবিধির সরলীকরণ, (২৪) বার্ধক্য ভাতা প্রদান, (২৫) ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন সংস্থার অধীনে আধুনিক ওয়ার্কশপ স্থাপন, (২৬) ১৯৭৫ সালে কিছু কর্মচারীদেরে দুটো আগাম ইনক্রিমেণ্ট দেয়ার ফলে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তা দূরীকরণ, (২৭) জুমিয়া উপজাতিদের পুনর্বাসন (২৮) উপজাতি-দের জমি পুনরুদ্ধার, (২৯) গোপন ভোটের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও পৌরসভার নির্বাচন, (৩০) নোটিফায়েড এরিয়া গঠন, (৩১) ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের শূন্য সদস্যপদ পূরণ করা, (৩২) সমস্ত সরকারী ছাপাখানাগুলোর একত্রীকরণ, (৩৩) সরকারী ড্রাইভারদের আর,ও,পি রুল, ১৯৭৫, অনুযায়ী প্রমোশন, (৩৪) বন ও চা-বাগিচা শ্রমিকদের দৈনিক মুজুরীর হার বৃদ্ধি, (৩৫) ছাঁটাই হোমগার্ডদের পুনর্নিয়োগ (৩৬) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি. (৩৭) দরিদ্র শ্রেণীর লোকেদের ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে বনজ সম্পদ আহরণ, (৩৮) ঘর চুক্তির অবলোপ (৩৯) স্বয়ংশাসিত ইউনিভার্সিটি সেণ্টার স্থাপন, (৪০) খোয়াই, উদয়পুর ও ধর্মনগরে তিনটি সরকারী কলেজ স্থাপন, (৪১) রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, রামঠাকুর কলেজ, মহিলা কলেজ ও বিলোনিয়া কলেজে ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশনের মঞ্জুরী প্রয়োগ, (৪২) পুলিশ-বাহিনী, জেলওয়ার্ডারদের ইউনিয়ন গড়ে তোলার দাবী স্বীকার, (৪৩) কয়েদী কর্মীদের মজুরী বৃদ্ধি, (৪৪) বটতলা (আগরতলা) ও কৈলাসহরে সুপার বাজার স্থাপন, (৪৫) সিড্-ব্যাঙ্ক স্থাপন, জুমিয়া ও অন্যান্যদের মধ্যে বীজ এবং জুমিয়াদের মধ্যে সূতা বিতরণ, (৪৬) মাছের জালের জন্য জেলেদের মধ্যে সূতা বিতরণ, (৪৭) ঋণগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষেত্রে প্রতিষেধক আইনের প্রয়োগ, (৪৮) ভূমিহীনদের রেজিস্ট্রেশন, (৪৯) তপশিলী উপজাতি এবং তপশিলী জাতির ক্ষেত্রে চাকুরীর সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করা, (৫০) মুসলমান ছাত্রদের জন্য হোষ্টেল স্থাপন ইত্যাদি।

উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে এটা পরিস্কার হবে যে বর্তমান বামফ্রণ্ট সরকার সীমিত সম্পদের মধ্যেও সকল শ্রেণীর জনগণের কল্যাণে বদ্ধপরিকর।

(১১) বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার অল্পদিনের মধ্যেই সারা রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন করেন। সরকার গ্রাম পঞ্চায়েত-এর সংখ্যা বাড়িয়ে ৪৭৬টি থেকে ৬৮৯টি করেছেন। বর্তমান সরকারই প্রথমে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে এ ধরনের ব্যাপক অথচ অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রশাসনের উপর বর্তমান সরকারের আস্থারই প্রতিফলন।

আগরতলা পৌরসভা সরকারী প্রশাসনিক আওতায় রয়েছে। সরকার তার গণতন্ত্রী-করণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এর জন্য পৌরসভার নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছেন।

(১২) পূর্ণ রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর থেকে এই রাজ্যের বার্ষিক পরিকল্পনার আকার ছিল অত্যন্ত ছোট। প্রকৃত পক্ষে রাজ্যের পঞ্চম যোজনার জন্য মোট বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬৯.৬৮ কোটি টাকা। কার্যক্ষেত্রে পাঁচ বৎসরে মোট ৫১.৩১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। পঞ্চম যোজনা এক বছর আগে শেষ না হলে এ বছরের জন্য (১৯৭৮-৭৯) বরাদ্দ ছিল মাত্র ১৮.৩১ কোটি টাকা।

১৯৭৪-৭৫	৯.৪৯ কোটি
১৯৭৫-৭৬	১২.২৩ কোটী
১৯৭৬-৭৭	১৪.০৬ কোটী
১৯৭৭-৭৮	১৫.৫৯ কোটী
মোট—	৫১.৩১ কোটী

বর্তমান সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার পর চলতি বৎসরে পরিকল্পনা খাতে ২২.৭০ কোটী টাকা এবং উপজাতি এলাকার উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত ১.১৫ কোটী টাকা পেয়েছেন। উপরোক্ত অর্থ 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্পে প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রীর মূল্যের বাইরে। রাজ্য সরকার মনে করেন যে পরিকল্পনার আকার ত্রিপুরার মত অনুন্নত রাজ্যের পক্ষে এখনও খুবই কম।

রাজ্য পরিকল্পনা, কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত প্রকল্প ও এন, ই, সি, প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে আলাদাভাবে বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে জনসাধারণের স্বার্থে ঠিক ঠিক ভাবে এবং পুরো ব্যয়িত হয় তারজন্য সরকার ইতিমধ্যেই উদ্যোগ নিয়েছেন।

(১৩) গ্রামাঞ্চলে সাধারণ লোকের মধ্যে সহজ হারে ও পদ্ধতিতে ঋণ দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। আমি বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা কোরেছি এবং তাদের কাজকর্ম যাতে এ ব্যাপারে আরো সম্প্রসারিত হয় তার জন্য অনুরোধ করেছি। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কাজ রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলগুলোতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই ব্যাঙ্কে রাজ্যে সরকারের অংশ রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে আরোও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা খোলার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

সম্প্রতি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য সব কটি ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি যুগ্মভাবে তিন বছরে মোট ১৬.৮৫ কোটী টাকা বিনিয়োগ করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এই বিনিয়োগের পরিমাণ কাজের অগ্রগতি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আরো বাড়ানো যাবে। আশা করা যাচ্ছে যে, এই বিনিয়োগ শুধু জমা এবং ঋণ দানের অনুপাতেরই পরিবর্তন করবে না, এটা জনসাধারণের অবস্থার উন্নয়নেও সহায়ক হবে।

আমি আসাম ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন-এর প্রতিনিধি (যার মধ্যে রাজ্য সরকারের অংশ রয়েছে), ও জেনারেল ইন্সিউরেন্স কোম্পানীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা কোরেছি এবং রাজ্যের সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে বলেছি।

(১৪) ত্রিপুরায় পাট কল চলতি বৎসরেই চালু করা হবে। এ ব্যাপারে কাজ এগোচ্ছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সহায়ক মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পূর্বে যে অসুবিধা ছিল তা দুর করা হয়েছে।

ইরান সরকারের সহায়তায় ত্রিপুরায় কাগজের মিল স্থাপনের ব্যাপারটি ভারত সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

কোলকাতা থেকে ন্যাশনেল চেম্বারস্ অব কমার্স এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ফার্মের প্রতিনিধিগণ ত্রিপুরায় কৃষি ও বন ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রপ্তানীযোগ্য দ্রব্য উৎপাদনের সম্ভাবনা পরীক্ষা করার জন্য ত্রিপুরা পরিদর্শনে এসেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, খুব শীঘ্রই ভারত সরকার ইমপোর্ট ও এক্সপোর্ট-এর জন্য একটি ডেপুটি কন্ট্রোলারের অফিস ত্রিপুরায় খুলবেন।

আশানুরূপ দ্রুততায় না হলেও প্রাকৃতিক তেল ও গ্যাস কমিশনের কাজ এখনো এগোচ্ছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তেল ও গ্যাস পাওয়ার আশা এখনো উজ্জল।

বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সহায়ক মূলধনের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য উৎসাহদানে আগ্রহী স্থানীয় শিল্পোদ্যোগীদের এগিয়ে আসার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।

(১৫) শাহ কমিশনের সময়সীমার বাইরে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত অভি-যোগগুলো তদন্ত করার জন্য আমরা উড়িষ্যা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছি।

শাহ কমিশন কর্তৃক প্রেরীত বিভিন্ন অভিযোগগুলো তদন্তের জন্য কোলকাতার একজন বিচারপতির নেতৃত্বে আমরা রাজ্য পর্যায়ে একটি এনকোয়ারী অথরিটি গঠন করেছি।

সমাজ জীবনের প্রতি স্তর থেকে দুর্নীতি দূর করার ব্যাপারে সরকার ইতিমধ্যেই কয়েকবার ঘোষণা দিয়েছেন এবং এর অবসানকল্পে রাজ্যের ভিজিলেন্স দপ্তরটিকে শক্তিশালী করা হয়েছে।

(১৬) আমি এখন ১৯৭৮-৭৯ সালের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো কর্তৃক গৃহীত প্রধান লক্ষ্যসমূহ নীচে উল্লেখ করছি।

(ক) ভূমি রাজস্বও ভূমি সংস্কার

আগেই বলা হয়েছে, বাংলা ১.১.১৩৮৫ থেকে দুই ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর পর্যন্ত জমির খাজনা মকুব করে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই আদেশ জারী করেছেন। এর ফলে রাজ্যের বিরাট সংখ্যক ক্ষুদ্র চাষী উপকৃত হবেন। এইসঙ্গে সরকার ১৯৭১-৭২ এবং ১৯৭২-৭৩ এই দুই বছরেরও খাজনা মকুব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই বছরগুলিতে জনসাধারণকে বাংলা দেশ যুদ্ধ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য অশেষ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। যারা আগেই এই দুই বৎসরের খাজনা দিয়াছেন তাদের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে দেয় টাকা থেকে পাওনা কমিয়ে নেওয়া হবে।

গ্রামাঞ্চলের দুর্বলতর শ্রেণীর জনগণের কষ্টের লাঘবের জন্য পুরোনো বকেয়া কৃষি ঋণ দাদন এবং তৎসংশ্লিষ্ট সুদ মকুব করে সাধারণভাবে জনসাধারণের কতটুকু ও কিভাবে সাহায্য করা যায় এ ব্যাপারটি রাজ্য সরকার বিবেচনা করে দেখছেন।

বকেয়া নামজারী সংক্রান্ত মামলা অনেক নিস্পত্তি হয়েছে। বাকীগুলো নানা পর্যায়ে ফয়সালার পথে। ভূমি সংক্রান্ত দলিলপত্র পুরো ঠিক করার উদ্দেশ্যে, স্বত্বের প্রশ্নটি সামগ্রিক ভাবে খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দু'বছর আগে যে খসড়া জরীপের কাজ শুরু করা হয়েছিল, প্রকৃত পক্ষে তা কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেনি। এজন্য সরকার সারা রাজ্যে পূর্ণ জরীপের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটা শেষ হলে পর ব্যক্তিগত ভাবে সবাইকে পাট্টা পাস বই দেওয়া হবে।

আশা করা যাচ্ছে যে, পুনর্জরীপের এই কাজ চার বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। টি, এল আর. এবং এল, আর, আইনানুযায়ী উপজাতিদের জমি প্রত্যর্পণের জন্য, অ-উপজাতিদের পুনর্বাসন দানের একটি কর্মসূচী রচনা করা হয়েছে। এরজন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দও রাখা হয়েছে।

যেসব গরীব রায়তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে, সেইসব দরিদ্র রায়ত ও বর্গাদারদের প্রয়োজনীয় আইনগত সাহায্য দানের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সরকার আরো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে বাংলা ১৩৮৪ সনের ত্রিশে চৈত্র পর্যন্ত যেসব ক্ষেত্রে জমি প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে উপজাতিদের মধ্যে অবিলম্বে জমি প্রত্যর্পণ করা হবে। বর্গাদারদের স্বত্ব রেজিস্ট্রি করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

হায়দ্রাবাদস্থিত রিমোট সেন্সিং সার্ভের সহায়তায় একটি 'রিমোট সেন্সিং সার্ভে' করা হবে। এতে স্বল্প সময়ে স্বল্প খরচে ভৌগোলিক, ভৌগোলিক পরিবেশ প্রাণী ও গাছপালা, মাটির শ্রেণীবিভাগ, জমির ব্যবহার, ব্যবহার কল্পে জমির ম্যাপ, বন-সম্পদ, বনজ বৃক্ষাদির শ্রেণীগত এলাকা, জুম এলাকা, শস্য ফলন ইত্যাদি সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যাবে।

জমির উর্দ্ধসীমা সংক্রান্ত আইনানুযায়ী ২০১৫'৮৯ হেক্টেয়ার জমি সংক্রান্ত ১৬৫টি কেস প্রকাশ করা হয়েছে। উপজাতি সংক্রান্ত ১৬০টি কেসও পরীক্ষা করা হয়। বর্তমানে হাতে উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণ ৮০০ হেক্টেয়ারের মত।

জমি দখল এর কেসগুলো নিয়মিত করা এবং ভুমিহীনকে জমিদানের কাজ এগিয়ে চলেছে। আজ পর্যন্ত ২৪৮৪২টি ভূমিহীন উপজাতি পরিবারকে ২২৬৩৫'৭৭ হেক্টেয়ার, ৮৮২টি গৃহহীন উপজাতি পরিবারকে ৪৫৫'৪৭ হেক্টেয়ার, ৬৭৪৩টি ভুমিহীন তপশিলী জাতি পরিবারকে ৬১৬৪'১৫ হেক্টেয়ার, ৩২৩০টি গৃহহীন তপশিলী জাতি পরিবারকে ৪৬৩'১৯ হেক্টেয়ার, অন্যান্য ভূমিহীনদের ৯৬১৭৭'৬২ হেক্টেয়ার ও গৃহহীনদের ১৫৯৩'৩৩ হেক্টেয়ার জমি দেওয়া হয়েছে।

আগরতলা শহরে জমে থাকা জমি বন্দোবস্ত দেবার কেসগুলো ত্বরান্বিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য শহর এলাকা সম্পর্কে আইনকে সঙ্গততর করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে খাস জমি ভূমিহীন ও গৃহহীনদের দেবার ব্যাপারে আইন সহজতর করার ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। যাতে কেউ ভূমিহীন বা গৃহহীন না থাকে সেজন্য সরকার রাজ্যের সব ভূমিহীন ও গৃহহনীদের রেজিষ্ট্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

যাদের কৃষিজমি দেওয়া হয়েছে তাদের জমির উন্নতি ও সার, বীজ ইত্যাদির জন্য আর্থিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। টিলা জমিতে চাষের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে রাবার, লংকা, আদা প্রভৃতি অর্থকরী ফসল—পুনর্বাসন স্কীমগুলো নতুন রূপ দেওয়া হচ্ছে।

টি, এল, আর ও এল, আর, আইনটি পুনঃ রিভিউ করে আইনের সংশোধন সুপারিশ করার জন্য একটি বিধান সভার কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন।

(খ) কৃষি

আমি এখন কৃষি প্রসঙ্গে আসছি। এরাজ্যের ক্ষেত্রে এই দপ্তরকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলা যেতে পারে। বীজের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ, জৈব ও রাসায়নিক সারের সরবরাহ, চারা সংরক্ষণ ব্যবস্থা, অর্থকরী ফসলের উন্নয়ন এবং ফল চাষের ক্ষেত্রে বৃক্ষাদির কলম ও সব্জী বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এই দপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব করেছে বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ প্রকল্পে—যেসব বীজ বহিঃরাজ্য থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে, সেসব ক্ষেত্রে পরিবহনের জন্য ভর্তুকীদানের মাধ্যমে বীজ বিতরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বর্তমান বীজ খামারটি ছাড়াও এবছর রাজ্যে আরো একটি নতুন বীজ খামার স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

এই দপ্তর একটি 'সীড ব্যাঙ্ক'ও স্থাপন করেছেন। এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে বীজ বিতরণ করা হচ্ছে। বীজ ফেরৎ দানের অনুপাত উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১০০ : ১০০ এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ১০০ : ১২৫। পরিবহনের ক্ষেত্রে ভর্তুকীদানের মাধ্যমে জৈব ও রাসায়নিক সার বিতরণের কর্মসূচীও এ বছর চালু থাকবে। সেই সঙ্গে স্থানীয় সার সম্পদকে আরো বেশী করে কাজে লাগানোর জন্য প্রচেষ্টা চালানো হবে। এরজন্য প্রচুর সংখ্যক 'কম্পোষ্ট পীট'ও তৈরী করা হবে।

গ্রাম সেবকদের মাধ্যমে সার ও বীজ বিতরণের বর্তমান প্রথা পরিবর্তনের বিষয়টি সরকার বিবেচনা করে দেখছেন। নতুন ব্যবস্থায়, যে কাজের জন্য গ্রাম সেবকদের নিযুক্ত করা হয়েছে, সেই কাজে তারা আরো বেশী সময় দিতে পারবেন এবং চাষীরা দ্রুত ও সময় মতো সার ও বীজ পাবেন। চারা সংরক্ষণ কর্মসূচী অধীনে ৩০ শতাংশ ভর্তুকীতে আরো বেশী পরিমাণে ঔষধ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে। অর্থকরী ফসল উৎপাদনের কর্মসূচী অনুযায়ী কৃষকদের মধ্যে ২৫ শতাংশ ভর্তুকীতে ও মেট্রিক টন পাট বীজ ও ১৬ মেট্রিক টন তৈলবীজ বিতরনের প্রস্তাব করা হয়েছে। সেইসঙ্গে উপজাতি কৃষকদের মধ্যে ১০০ শতাংশ ভর্তুকীতে ৩ মেট্রিক টন পাট বীজ এবং ৪ মেট্রিক টন বীজ বিতরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। হর্টিকলচারের অধীন প্রকল্প অনুযায়ী ফলের চারা, সব্জী বীজ, আলু বীজ ইত্যাদির উৎপাদন বাড়ানো হবে। এই দপ্তর চলতি বছরে ফলের বিপণন ও প্রক্রিয়াকরণ এবং টিলা জমিতে অন্যান্য ফসল উৎপাদন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থ, আদা, হলুদ ও গোল মরিচের জন্য ছোট প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি কর্মসূচী রূপায়িত করবে।

আমি পূর্তদপ্তরের পরিচালনাধীন সেচ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা কোরছি। ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান কৃষি দপ্তর থেকে করা হয়ে থাকে। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প অধীনে ১৯৭৮-৭৯ সালে অতিরিক্ত আরো এক হাজার হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনার প্রস্তাব রয়েছে। ৫০ শতাংশ ভর্তুকীতে পাম্প সেট সরবরাহ, ৪৫ শতাংশ ভর্তুকীতে আর্টেজিয়ান তথা-ফ্লো টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা, মরশুমী বাধ নির্মান, ২৫ শতাংশ ভর্তুকীতে অগভীর নলকুপ বসানো, উন্মুক্ত কুপ এবং ডাইভার্সন ইত্যাদি নির্মাণ করে এই কর্মসূচী রূপায়ণ করা হবে। কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার ওপর বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন। রাজ্যের আয়তনের ৭৫ শতাংশ জুড়ে রয়েছে পাহাড় এবং টিলা। ভূমি উদ্ধার এবং মৃত্তিকা সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এইসব জমির একটি বড় অংশ চাষের আওতায় আনা যেতে পারে। ৩০ শতাংশ ভর্তুকীতে এক হাজার হেক্টর ভূমি সংস্কার ছাড়াও মৃত্তিকা সংরক্ষণ কর্মসূচীর অধীনে উপজাতি জুমিয়াদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করার জন্য আরো এক হাজার হেক্টর ভূমি সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে। একই সঙ্গে মৃত্তিকা সংরক্ষণ ব্যবস্থা, বীজ, চারা উৎপাদন, জলাভূমি সংস্কার, জলাশয় তৈরী, মৃত্তিকা সংরক্ষণ প্রকল্প রূপায়িত করা হবে।

(গ) স্বাস্থ্য

সভা জ্ঞাত আছে যে, এই রাজ্যে চিকিৎসকদের অত্যন্ত অভাব। বাইরে থেকে ডাক্তার আনার ব্যাপারে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। আমাদের এখানে মেডিক্যাল ক্যাডার তৈরীর ব্যাপারে মেডিক্যাল কোর্স কলেজগুলোতে অধিক সংখ্যায় আসন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, যাতে যোগ্য ছাত্ররা তাদের পাঠ্যসূচী সমাপ্তির পর এই রাজ্যের হাসপাতাল/ডিসপেন্সারীতে নিযুক্ত হতে পারে।

পঞ্চম যোজনায় ৩৩টি উপ-কেন্দ্র খোলার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এরমধ্যে ৮টি উপকেন্দ্র খোলা হয়েছে। সরকার বাকি ২৫টী উপকেন্দ্র খোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এরমধ্যে ১৭টী ইতিমধ্যেই নির্মাণাধীন আছে। বাকি ৮টীর কাজ ১৯৭৮-৭৯ বর্ষে শুরু হবে।

পঞ্চম যোজনায়, ৪টী প্রথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে ৩০শয্যা বিশিষ্ট গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার প্রস্তাব ছিল। এর মধ্যে ১টী ক্ষেত্রে (কাঞ্চনপুরে) তৈরীর কাজ শুরু হয়েছিল। টাকারজলা, নতুনবাজার ও তেলিয়ামুড়ার কেন্দ্রগুলোকে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত সরকার ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছেন। ত্রিপুরায় ২৭টী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। খোয়াই ব্যতীত সব ব্লকেই একটীর বেশী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। খোয়াই ব্লকের বাইজল বাড়াতে একটী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এর নির্মাণ কাজ চলছে।

প্রত্যেক মহকুমা হাসপাতালগুলোতে ৫টী করে অতিরিক্ত শয্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এগুলোতে ছোঁয়াচে রোগের চিকিৎসা করা হবে।

কৈলাসহর ও উদয়পুর হাসপাতাল দুটোকে জেলা হাসপাতালে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটী হাসপাতালের বর্তমান শয্যা সংখ্যা ৫০টীর সাথে অতিরিক্ত ২৫টী শয্যা বৃদ্ধি করা হবে।

জি. বি. হাসপাতালে একটি ফিজিও-থেরাপী ইউনিট খোলার প্রস্তাব রয়েছে। জি. বি. হাসপাতালের অভ্যন্তরে প্রস্তাবিত ২০ শয্যা বিশিষ্ট চক্ষুওয়ার্ড ছাড়াও জেলা হাসপাতালগুলোর মধ্যে ৬টী হাসপাতালে অতিরিক্ত দশ শয্যা বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসার ইউনিট রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। মহকুমা হাসপাতালগুলো এবং কিছু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চক্ষু চিকিৎসার যে ব্যবস্থা রয়েছে, সে ব্যবস্থা সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতেও সম্প্রসারিত করা হবে। জি. বি হাসপাতালের ২০ শয্যা বিশিষ্ট পেডিয়াট্রিক ইউনিটের নির্মাণ কাজ সন্তোষজনকভাবে এগোচ্ছে। গ্রামীণ এলাকা থেকে যে সমস্ত রোগী আসেন তাদের থাকার জন্য আগরতলায় একটী ধর্মশালা স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে। হাসপাতালগুলোতে রোগীর পথ্যের দর বৃদ্ধির ব্যবস্থার ব্যাপারে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং হাসপাতালগুলোতে রোগীদের পথ্যের মান ও পরিমাণ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। ফার্মাসিষ্টদের সংখ্যা অল্প থাকায় যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে উত্তরণের জন্য ৫০ জন ছাত্র ভর্তির সুবিধাযুক্ত একটী ফার্মেসী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট শীঘ্রই শুরু হবে। উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পাধীন হবে এই আঞ্চলিক ইন্সটীটিউট। নার্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে-ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধির প্রশ্ন বিবেচনাধীন আছে।

এটা খুবই উদ্বেগজনক যে, এ অঞ্চল থেকে ম্যালেরিয়া নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পরও পুনরায় এর আবির্ভাব হয়েছে। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, শুধুমাত্র এই রাজ্য দ্বারা ম্যালেরিয়া নির্মূল করা সম্ভব নয়। সীমান্ত সংলগ্ন বাংলা দেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী থাকায় এখানে এই রোগের নির্মূল অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায়, ম্যালেরিয়া নির্মূলীকরণ প্রকল্প অনুযায়ী যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং আশা করা যায় যে, এই ফল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক হবে।

সামাজিক স্বাস্থ্য প্রকল্প অনুযায়ী টাকারজলা, কুলাই ও নতুনবাজারের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু হয়েছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য, জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জন্ম নিয়ন্ত্রণে স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণে সরকার বিশ্বাস করেন। আমরা আরও আশা করি যে, উপযুক্তভাবে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা এবং শিশু ও মায়ের চিকিৎসা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত যাতে জনসাধারণ ছোট পরিবার কার্য্যসূচীকে তাদের নিজস্ব প্রকল্প হিসেবে গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসে

এটা স্বীকার করতে হবে যে, রাজ্যের হাসপাতালগুলোতে এ্যাম্বুলেন্সগুলোর অবস্থা নৈরাশ্যজনক। এ ব্যাপারে জনসাধারণের যে কষ্ট সহ্য করতে হয়, সে ব্যাপারে সরকার সজাগ আছেন। আমরা ইতিমধ্যেই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

(খ) তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতির কল্যাণ

১৯৭৮-৭৯ সালে প্রস্তাবিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো উপজাতি ও আধা-উপজাতি অঞ্চলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে অসমতা রয়েছে তা কমিয়ে আনা।

ভৌগোলিক ও অন্যান্য কারণে বিভিন্ন উপজাতি সমাজের বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।

আনুমানিক প্রায় ১৬,৫৬৭টি তপশিলী উপজাতি পরিবার রয়েছে এখনও জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। জুমিয়া এবং ভূমিহীন তপশিলী উপজাতি ও তপশিলীভুক্ত জাতির পুনর্বাসনই হচ্ছে রাজ্য সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং এরজন্য রাজ্য পরিকল্পনা ও উপ-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রয়োজনীয় প্রকল্প রচনা করা হয়েছে। চলতি বৎসরে ১৫০০টি পরিবারকে এই দুটো প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্ব্বাসনের প্রস্তাব রয়েছে। অনুরূপভাবে ৩০০ কৃষি শ্রমিক ও অকৃষি শ্রমিক পরিবারকেও পুনর্বাসন দেবার প্রস্তাব রয়েছে।

নতুন প্রকল্প হিসাবে, বীজ সরবরাহ (প্রধানতঃ আলু, সরিষা এবং পি, পি ক্যামিক্যাল), ফলের চারা, কলম, সার ও পি পি ক্যামিকেল সরবরাহ, উপজাতি কৃষকদের পাট পচানোর পুকুর তৈরী করার জন্য আর্থিক সাহায্য, এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য খাল কাটা ও সংস্কার ইত্যাদির ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য প্রদান প্রকল্পগুলো গ্রহণ করার প্রস্তাব রয়েছে।

অন্যান্য প্রকল্প যেগুলো বাস্তবায়িত করা হবে সেগুলো হলো তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের সর্ব-ভারতীয় চাকুরীর পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান, অল্প শিক্ষিত অঞ্চলে আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন (আশ্রমের আকারে), দুটো সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের মধ্যে সুচী শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্পে প্রশিক্ষণ, পানীয় জল সরবরাহ, ঘর মেরামত ও নূতনীকরণের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান, তপশিলী উপজাতিদের জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প চালু, তপশিলী উপজাতিদের ঋণের দায়ভার থেকে মুক্তির জন্য প্রকল্প, তপশিলী জাতি পরিবারদেরে মুরগীর চাষ করার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান ইত্যাদি। কমার্শিয়েল স্কুলে টাইপ ও শর্টহ্যাণ্ড শেখার জন্য উপজাতি ও তপশিলী জাতি ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড দেবার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন। উপ-পরিকল্পনার অধীনে যে সব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে জুমিয়াদের পুনর্বাসন (মাটী এবং জল সংরক্ষণ) পশু পালন, ডুম্বুর জলাশয়ে মৎস্য চাষের উন্নয়ন, উপ-পরিকল্পনা অঞ্চলে ক্যাম্পাস স্থাপন, গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্প, আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন সহ অল্প শিক্ষিত অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু, কুষ্ঠরোগীদের পুনর্বাসন প্রকল্প, শ্রম ও শ্রম কল্যাণ, উপ-পরিকল্পনা অঞ্চলে শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং এই প্রকল্পগুলোর বাইরে আই, টী, ডি, পি এলাকার জন্য ন্যূনতম কর্মসূচী গ্রহণ।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ম্যাট্রিকোত্তর বৃত্তি প্রদান এবং ছাত্রীদের জন্য হোষ্টেল নির্মাণ কার্যকরী করা হবে।

বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য কর্ম্মসূচী

সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের বিশেষ করে উপজাতি অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের যাদের বয়স ৬ বৎসর তাদের এবং আসন্ন প্রসবা স্ত্রী লোকদের অপুষ্টিজনিত অবস্থা দুরীকরণের জন্য ভারত সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তর ত্রিপুরাতে ১৯৭০ সালে একটী বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য কর্ম্মসূচী চালু করেন। চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক যোজনায় ৪০,০০০ ছেলে মেয়েকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করা হয়েছিল এবং এই রাজ্য পুরো লক্ষ্য মাত্রা পুরণ করেছে।

চলতি বৎসরে অর্থাৎ ১৯৭৮-৭৯ সালে আমরা ছাউমনু উপজাতি উন্নয়ন ব্লক ও ডুম্বুর নগর উপজাতি উন্নয়ন ব্লকে আই, সি, ডি, এস, প্রকল্পে অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ সহ উপরোক্ত কর্ম্মসুচী চালু করবো।

(ঙ) শিক্ষা

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার অনুপাত হচ্ছে ৮৩ শতাংশ। দুর্গম ও পার্ব্বত্য অঞ্চলে এখনও প্রায় ১৩১০ আদিবাসী বিদ্যালয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার অনুপাত এখনও নগণ্য,—মাত্র ৩৩ শতাংশ। অন্যদিকে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে এমন ছাত্র-ছাত্রার সংখ্যার অনুপাত খুবই বেশী। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে এর অনুপাত হচ্ছে যথাক্রমে ৬৭ ও ৩৪ শতাংশ। ব্যাপক হারে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়া ও স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমে যাওয়ার মূল কারণ আর্থিক। এটা রোধ করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করার প্রস্তাব রয়েছে। এ বৎসরে প্রস্তাবিত যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এর মধ্যে রয়েছে, (১) বিশেষ করে যে সমস্ত দুর্গম অঞ্চলে বিদ্যালয় নেই সেই সমস্ত এলাকায় অতিরিক্ত বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে অতিরিক্ত সেকশন খোলা, (২) প্রাক্ প্রাথমিক সেকশন খোলা এবং ছাত্র ছাত্রীদেরে বিভিন্ন রকমের উৎসাহদান, (৩) বিদ্যালয়ে উপস্থিতির জন্য বৃত্তি প্রদান, (৪) ছাত্রাবাসে থাকার জন্য স্টাইপেণ্ড, (৫) বিদ্যালয়ের পোষাক এবং (৬) উপজাতি উপ-পরিকল্পনা অঞ্চলে কয়েকটি নির্ব্বাচিত কেন্দ্রে দুপুরে টিফিন দেবার ব্যবস্থা।

এছাড়া ককবরকের মাধ্যমে শিক্ষাদানের সীমিত ব্যবস্থা কিছুটা হয়েছে। এ ব্যবস্থা ককবরক ভাষাভাষী অঞ্চলে পরবর্তীকালে আরোও সম্প্রসারিত করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন পরিদর্শনের ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শকগণের অফিসগুলোকে পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করার প্রস্তাব রয়েছে। অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ঘর কাঁচা এবং ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। ফলে ঘরগুলো মেরামতের জন্য প্রচুর সরকারী টাকা ব্যয় করা হয়। এজন্য কতকগুলো বিদ্যালয়কে আধাস্থায়ী ঘরে রূপান্তরিত করা হবে। এই কাজ ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে পর্য্যায়ক্রমে শুরু করার প্রস্তাব রয়েছে। শিক্ষাদান ব্যবস্থার মান উন্নয়নের জন্য জেলা পরিদর্শকের সমতুল্য পর্য্যায়ের পরিদর্শক নিয়োগ করা হবে যারা জেলা পর্য্যায়ে বিষয় বিশেষজ্ঞ বলে বিবেচিত হবে।

বর্তমানে বৎসরে ৫টি করে উচ্চ বিদ্যালয়ে স্থাপন করা হয়। ১৯৭৮-৭৯ সালে ১০ঠি নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রস্তাব রয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য ৬টী আংশিক সময়ের জন্য রাত্রের স্কুল খোলা হবে। দ্বাদশ শ্রেণী স্তরে আমাদের মোট ২৯টী বিদ্যালয় রয়েছে। আরো কিছু দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় খোলা হবে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদটীকে পুনর্গঠন করা হচ্ছে। নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশ ঘর কাঁচা এবং এগুলো মেরামতের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এই অতিরিক্ত ব্যয় এড়ানোর জন্য এই ঘরগুলোকে আধাস্থায়ী ঘরে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেট বরাদ্দে এর জন্য সংস্থান রাখা হয়েছে।

আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন খেলাধুলায় যেমন জিমনাষ্টিক ইত্যাদির ব্যাপারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে এর ফলে সর্ব্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা শীর্ষ স্থান অধিকার করছে। উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চল পরিষদের আর্থিক সহায়তায় ত্রিপুরায় ১৯৭৭-৭৮ সালে একটি শরীর চর্চার জন্য আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এই মহাবিদ্যালয়টি ১৯৭৮-৭৯ সালে আরও শক্তিশালী করা হবে। শরীর চর্চার সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য ১৯৭৮-৭৯ সালে কয়েকটি কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে, ষ্টেডিয়াম ও সুইমিং পুল নির্মাণ এবং অতিরিক্ত একটি খেলাধুলার কেন্দ্র খোলা।

বর্তমান সরকারী ও বেসরকারী কলেজগুলোতে অতিরিক্ত জায়গা ও সাজ-সরঞ্জামের সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য ১৯৭৮-৭৯ সালে প্রচেষ্টা চালানো হবে। এছাড়া ১৯৭৮-৭৯ সালে খোয়াই, উদয়পুর ও ধর্মনগর মহকুমায় একটি করে কলেজ স্থাপন করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

১৯৭৮-৭৯ বর্ষে আগরতলাস্থিত কলিকাতা ইউনিভার্সিটির পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ইউনিটটিকে শক্তিশালী করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে যাতে কয়েক বৎসরের মধ্যে সেটিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ বিশ্ব-বিদ্যালয় সেন্টারে উন্নীত করা যায়। রাজ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সাক্ষরতা পরিকল্পনার আওতায় নিরক্ষর জনসাধারণের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এই পরিকল্পনার আওতায় ১৯৮২-৮৩ সালের শেষে শতকরা ত্রিশ ভাগ পর্য্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিবছরে শতকরা ছয় ভাগ বাড়ানো হবে।

বর্তমান বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ছাড়া ১৯৭৮-৭৯ সালে অতিরিক্ত ৫০০টি কেন্দ্র স্থাপন করার প্রস্তাব রয়েছে যাতে ১৫০০০ অতিরিক্ত ভর্তির সুযোগ থাকবে। বয়স্ক শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় যে সব আই, সি, ডি, এস, প্রকল্পগুলি পূর্ব্বেই চালু করা হয়েছে, ঐগুলি চালু থাকবে। তাছাড়া বয়স্ক শিক্ষার জন্য একটা ষ্টেট বোর্ড গঠন করা হবে এবং ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকেই তার কাজ শুরু করবে। স্কুল পর্ষদ পুস্তক প্রকাশ করার জন্য একটা পৃথক বোর্ড/কর্পোরেশন গঠন করা হবে বলে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। ১৯৭৮-৭৯ সালে উপজাতি ভাষা উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য পৃথক কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হবে। শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বয়ং শাসিত ও আধা স্বয়ং শাসিত সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, এই সংস্থাগুলো নাটক ও ললিতকলা একাডেমির কাজ সম্পাদন করবে। ত্রিপুরার অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোকে চিহ্নিত করণ এবং বৈজ্ঞানিক ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংরক্ষণের জন্য একটি প্রত্নতাত্ত্বিক ইউনিট চালু করা হবে। ১৯৭৮-৭৯ সালে কারিগরী শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান কাজ হবে, বর্তমান টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউশনগুলোর একত্রীকরণ ও উন্নয়ন। কারিগরী শিক্ষার প্রকৃত তদারকির জন্য একটী প্রশাসনিক সংস্থা গঠন করা হবে। উক্ত সংস্থা রাজ্যের বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য দায়ী থাকবে। চক্ষু রোগে পঙ্গু, বধির, অন্ধ এবং অনাথ শিশু সহ অন্যান্য শিশুদের শিক্ষা, পুনর্ব্বাসন, লালন-পালন ও বেসরকারী আশ্রয় দেওয়া ইত্যাদি সমাজ উন্নয়ন কার্য্যসূচীর প্রস্তাব রয়েছে। বিপথগামী মহিলাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ১৫০ জন বালকের জন্য একটি অনাথ আশ্রম খোলার ব্যাপারে ত্রিপুরাকে সাহায্যের জন্য একটা প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

(চ) পূর্ত্ত বিভাগ

সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ

ত্রিপুরায় সেচ ব্যবস্থা শুধুমাত্র ক্ষুদ্র সেচের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বর্তমানে, বৃহৎ অথবা মাঝারি সেচ ব্যবস্থা এখানে নেই। আশা করা হচ্ছে যে প্রায় ১৮০০ হেক্টর অতিরিক্ত জমি নিশ্চিত সেচের আওতায় আনা হবে। শেষ হয়ে যাওয়া প্রকল্পগুলোর বর্ধিত ব্যবহার এবং বর্তমান বছরের নতুন প্রকল্পের আংশিক ব্যবহারের মাধ্যমে এটা সম্ভব হবে। বর্তমানে ত্রিপুরায় বহুমুখী সেচ ব্যবস্থা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প নেই। বিভিন্ন নদীর অববাহিকার উপর বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প

ও সেচের সুনির্দিষ্ট পর্যালোচনার জন্য হাওড়া ও খোয়াই নদীর অববাহিকা সমীক্ষার কাজগুলো সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। কাজগুলো এগোচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট ম্যাপ বর্তমান বছরেই পাওয়া যাবে। কমপক্ষে দুটো মাঝারি সেচ প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে। এই দুটো প্রকল্প হোল খোয়াই অববাহিকা এবং গোমতী অববাহিকা প্রকল্প। ১২ কি: মি:, নতুন বাঁধ নির্মাণ, বন্যা প্রতিরোধের জন্য ৪টি নির্মাণ কাজ, ০·০৩ লক্ষ হেক্টর ভূমিতে জল না জমার ব্যবস্থা এবং জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রভৃতি বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একতরফা ভাবে তাদের দিকে বাঁধ নির্ম্মাণ করায় সীমানার আমাদের দিকে প্রতিরোধমূলক বাঁধ তৈরীর প্রয়োজনীয়তার কথা আমি উল্লেখ করেছি। পুরো ব্যাপারটা সক্রিয় বিবেচনাধীন রাজ্যের জন্য একটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠনের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিদ্যুৎ

গোমতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হওয়ায় রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ৪ মাস যাবৎ একটি সেট অকেজো থাকায় সাময়িকভাবে বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। অবশ্য শিল্প অথবা কৃষি তাজন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ১৯৭৮–৭৯ বর্ষে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি আশা ব্যঞ্জক হবে বলে আশা করা যায়। গোমতীর জন্য একটি জেনারেটিং সেট, গোমতী থেকে আগরতলা পর্যান্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অতিরিক্ত মেসিন এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার প্ল্যানিং কমিশনের অনুমোদন পেয়েছেন। প্ল্যানিং কমিশনের চূড়ান্ত অনুমোদনের পর এবং ও, এন, জি, সি, কর্তৃক গ্যাস প্রাপ্তির সার্টিফিকেট পাওয়ার পর রাজ্য সরকার একটি গ্যাস-তাপ কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হবেন। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার খুবই আগ্রহী। উপরে ১৪নং প্যারার যা' উল্লেখ করা হয়েছে, সে অনুসারে উচ্চ আশা পোষণ করা যায়।

গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্প গতি লাভ করেছে। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ কর্পোরেশন থেকে ঋণ পাওয়ার সাথে সাথে এই গতি আরো বৃদ্ধি পাবে।

১৯৭৮-৭৯ সালে ১৫০টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো এবং ৪০০০টি অতিরিক্ত গ্রাহককে এই ব্যবস্থার অধীনে আনার প্রস্তাব করা হয়েছে।

সরকার কর্তৃক রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠনের ব্যাপারে নীতিগত ভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে উক্ত পর্ষদ গঠন এবং তার কার্য্য পরিচালনার পদ্ধতির ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ তৈরী করা হচ্ছে।

রাস্তা এবং সেতু

এই বছরে ৪৯৫ কিঃ মিঃ আন-সারফেস্‌ড রোড এবং ৪৮৭ কি: মি: সারফেস্‌ড রোড তৈরীর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে। ষ্ট্রাটেজিক রোড প্রোগ্রাম-এর অন্তর্ভুক্ত রাস্তা তৈরীর কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য পূর্ত্তদপ্তরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই কার্য্যসূচীর সমস্ত কাজের ব্যয়ভার ভারত সরকার বহন কোরছেন। স্থায়ী সেতু নির্মাণ, মাল বহনের রাস্তা এবং

এ ধরনের রাস্তার ভিত্তি সুদৃঢ়করণ এই কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের আন্তঃরাজ্য রাস্তার উন্নয়নের জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদ্ কতকগুলি রাস্তার প্রকল্প অনুমোদন করেছেন। এই প্রকল্পে '৭৮-৭৯ বর্ষে ১৭১.০০ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। '৭৭-৭৮ বর্ষে এর পরিমাণ ছিল ৮৩.০০ লক্ষ টাকা।

শহর জল সরবরাহ প্রকল্প (পূর্ত্ত)

বিলোনীয়া এবং সাব্রুমে পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহ প্রকল্পগুলি প্রথমে হাতে নেয়া হয়েছে। এরপর খোয়াইতে কাজ শুরু করা হবে। কৈলাসহর, ধর্মনগর এবং উদয়পুর শহরের জল সরবরাহ প্রকল্পগুলিও চালু রাখা হচ্ছে।

গৃহ নির্মাণ প্রকল্প

মহকুমা শহরগুলি এবং অন্যান্য গ্রাম অঞ্চলে যতদূর সম্ভব স্থায়ীভাবে প্রাপ্ত জিনিষ, যেমন কাঠ বাঁশ প্রভৃতি ব্যবহার করে যাতে গৃহনির্ম্মাণ করা যায় সেদিকে দৃষ্টি রেখে অর্থনৈতিক নমুনা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রশাসনিক এবং পুলিশের গৃহনির্ম্মাণ প্রকল্প ব্যতীত নূতন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। '৭৮-৭৯ বর্ষে নিম্ন আয় গৃহনির্মাণ প্রকল্প অনুযায়ী ৯০টি গৃহনির্ম্মাণ করা হবে।

শহর এবং নগর পরিক্রমা

বৃহত্তর আগরতলা এবং উদয়পুরের উন্নয়নের জন্য মাষ্টার প্ল্যান তৈরীর কাজ শীঘ্রই শেষ হবে।

(ছ) বন

ত্রিপুরার ভৌগোলিক সীমায় ৩৭.৬৭ শতাংশ বনাঞ্চল। এর মধ্যে ৩৪১১.৩৪ বর্গ কিঃ মিঃ সংরক্ষিত বন এবং ৫৩৫.৩০ বর্গ কিঃ মিঃ অঞ্চলকে সংরক্ষিত বন হিসাবে চালু রাখা হবে। রাজ্যের শতকরা ৩৬ ৪ ভাগ অঞ্চল বন হিসাবে রাখা সরকারের নীতি। রাজ্যের অর্থনীতিতে বন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। উপজাতি জুমিয়াদের জুমচাষ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য বন দপ্তর থেকে ভূমিহীন উপজাতি জুমিয়াদের বনাঞ্চলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর সাথে বনায়ন এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজও হাতে নেয়া হয়েছে। এ পর্য্যন্ত ৬৮৫টি ভূমিহীন উপজাতি পরিবারকে বন দপ্তরের অধীনে আংশিক পুনর্ব্বাসন দেয়া হয়েছে। '৭৮-৭৯ বর্ষে ১১৫টি ভূমিহীন উপজাতি পরিবারকে বনাঞ্চলে পুনর্বাসন দেয়ার প্রস্তাব রয়েছে। ভূমিহীন উপজাতি জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের কার্য্যসূচী ছাড়াও বন দপ্তর বনাঞ্চলে বন উন্নয়ন কর্ম্মসূচীর আওতায় রাস্তা নির্মাণ, দালান তৈরী, বড় জলাশয় খনন প্রভৃতি কাজে প্রচুর সংখ্যক লোককে দৈনিক মজুরীতে নিয়োগ করে থাকে। এদের শতকরা ৮০ জন উপজাতি যারা বনাঞ্চলে বাস করেন। বন দপ্তর থেকে পূর্বের বছরগুলির মতই ত্রিপুরাতে বৃহৎ আকারে বনায়নের

কাজ চালু থাকবে। এ পর্য্যন্ত ৫২,৫০৩ হেক্টর (১,২৯,৭৭৮ একর পরিমাণ জমিতে আর্থিক দিক দিয়ে লাভজনক কাঠ—যেমন, সেগুন, শাল, গামাই, চামল, সোন্দি, করই, গর্জন প্রভৃতি চারা লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে। '৭৮–৭৯ বর্ষে চারা লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে ৪৭৫৫ হেক্টর করা হয়েছে। '৭৮-৭৯ বর্ষে ৫৩ কিঃ মিঃ বন রাস্তা তৈরীর প্রস্তাব করা হয়েছে।

বন উন্নয়ন কার্যাসূচী ছাড়া, বন দপ্তর থেকে পর্যাটন এবং বিনোদনের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সিপাহীজলা এলাকাকে পর্যাটকদের নিকট আকর্ষণীয় করার জন্য উন্নতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এজন্য ফরেষ্ট লজ, হ্রদ, বাগান তৈরী, হরিণ উদ্যানের উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে জুলজিকাল গার্ডেন তৈরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বল্প মেয়াদী আর্থিক দিক থেকে লাভজনক গাছ যেমন রাবার, সিট্রোনেলা এবং বাঁশের চারার উৎপাদন অধিক সংখ্যায় বাড়ানোর উদ্দেশ্যে '৭৬-৭৭ সালে ত্রিপুরা সরকারের অধীনে ত্রিপুরা বন উন্নয়ন এবং প্ল্যানটেশন কর্পোরেশন লিমিটেড কাজ শুরু করে। '৭৮-৭৯ বর্ষে বর্তমান কার্য্যসূচী অনুযায়ী ৫০০ হেক্টর রাবার চাষের জমি, ৫ হেক্টর বাঁশ চাষের জমি এবং ৫ হেক্টর সিট্রোনালা চাষের জমি তৈরী করা হবে। এ ব্যাপারে বেসরকারী উদ্যোগী, পঞ্চায়েত ও সমবায়গুলোকে সর্বপ্রকার সহায্য করার প্রস্তাব নেয়া হয়েছে। ত্রিপুরার জলবায়ু ও মাটিতে আরও বেশী অর্থকরী ফসল কি ভাবে করা যায় তার নিরীক্ষা চলছে। কেরালা কৃষি বিশ্বালয়ের একটি প্রতিনিধিদল এই কাজে আমাদের সাহায্য করার জন্য সম্প্রতি ত্রিপুরায় এসেছিলেন। তাঁদের পরামর্শ আমাদের কাজে যথেষ্ট সহায়ক হবে। রাজ্য সরকার তাদের এই সহযোগিতাকে ঘনিষ্ট করার কথা ভাবছেন।

(জ) মৎস্য চাষ

এই রাজ্যে মৎস্য উন্নয়ন কর্মসূচী চালু করে গোমতী জল সংরক্ষণ এলাকার ৪,৫০০ হেক্টর জল এলাকাসহ ৭,৫০০ হেক্টর জল এলাকা মৎস্য চাষের অধীনে আনা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে '৭৭–৭৮ বর্ষের শেষে মৎস্য চাষের পরিমাণ ৫,২০০ এম, টি, বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বর্তমান নির্দ্দিষ্ট প্রয়োজন ১০,৮০০ এম, টি। বর্তমান উৎপাদন প্রয়োজনের অর্ধেকেরও কম। জনসংখ্যার ভিত্তিতে আগামী ৮২-৮৩ সালের শেষে ১৯,৫০০ মে. টন প্রয়োজন হবে।

মৎস্য বীজ সরবরাহ করার প্রশ্নটি যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে ছিল তখন মৎস্য চাষের উন্নয়নের জন্য এবং প্রাথমিক ভাবে প্রয়োজনীয় মাছের পোনার সমস্যা দূর করার জন্য কৃত্রিম উপায়ে অধিক উৎপাদনশীল জাতের মাছের পোনা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার এক দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই প্রচেষ্টার সাফল্যস্বরূপ রাজ্য স্থানীয়ভাবে মাছের পোনা উৎপাদনের মাধ্যমে চাহিদার একটা মোটা অংশ মেটাতে সক্ষম হয়ে উঠে। এ ক্ষেত্রে ১৯৭৮-৭৯ সালের শেষে, বছরে ১২০ মিলিয়ন উন্নত মাছের পোনা উৎপাদনের সাফল্য অর্জন করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে ব্যবধান দ্রুত কমিয়ে আনার জন্য, বেসরকারী ক্ষেত্রে যেসব জলাশয়ে ইতিমধ্যেই উৎপাদন শুরু হয়েছে, সেখানে উন্নত ও মিশ্র চাষের মাধ্যমে ধাপে ধাপে প্রতি 'ইউনিট এরিয়া'র উৎপাদন ৫০০ কে, জি, থেকে

বাড়িয়ে ৩,০০০ কে, জি, করার ব্যাপারে ১৯৭৮-৭৯ সালে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও মৎস্য চাষের এলাকা দ্রুত বৃদ্ধির জন্য বিশেষ করে উপজাতি এলাকাগুলোতে, সংস্কার এবং ছোট ছোট বাঁধ তৈরী করে নতুন জলাশয় সৃষ্টির ব্যাপারে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। ১৯৭৮-৭৯ সনের লক্ষ্য মাত্রা হচ্ছে ১৫০ হেক্টর নতুন জলাশয় সৃষ্টি এবং মৎস্য উৎপাদন ক্ষমতা ৩৪০০ মেট্রিক টন পর্যন্ত বাড়ানো। সরকার মৎস্য চাষীদের সমবায় সমিতি সংগঠিত করবেন এবং সব রকম সাহায্য দেবেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল-পর্ষদের কর্মসূচীর অধীনে, উত্তর পূর্বাঞ্চলে মাছের পোনা সরবরাহের জন্য কুমারঘাটে একটি আঞ্চলিক মৎস্য প্রজনন খামার গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রকল্পটি এবছরে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এর উৎপাদন ক্ষমতা হবে বছরে ৮০ লক্ষ মাছের পোনা। এর মধ্যে ত্রিপুরার অংশ হবে পঁচিশ শতাংশ। উদয়পুরে একটি 'পিটিউট্যারী গ্ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক' স্থাপনের এক নতুন কর্মসূচী স্থাপনের জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

(ঝ) শিল্প

১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেট প্রস্তাবে চলতি কর্মসূচী এবং সেই সঙ্গে এ বছরে যে সব নতুন কর্মসূচী এবং উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, তারজন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই কর্মসূচীগুলো প্রধানতঃ, শিল্প, গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প, হস্তশিল্পীদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কিত। উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের অধীন রেশম শিল্পের আঞ্চলিক কর্মসূচী এবং কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচীর জন্যও বাজেটে বরাদ্দ ধরা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের অধীন ন্যূনতম কর্মসূচী রূপায়নের জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ক্ষুদ্র শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরী করার জন্য এন্, ই, আই, টি, সি, ত্রিপুরায় সমীক্ষার কাজ হাতে নিয়েছে।

গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কার্যসূচী চলতে থাকবে। বেশীরভাগ কর্মসূচীই হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবে সেবামূলক,—যেমন আর্থিক সহায়তা, কাচামাল সরবরাহ উৎপাদিত সামগ্রীর বিপণনের ব্যবস্থা, পরিবহন, বিদ্যুতের জন্য ভর্তুকি, ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এস্টেটে কারখানা ঘর স্থাপন, উন্নত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি। এ ধরণের সুযোগ ও উৎসাহদানের ফলে বে-সরকারী ক্ষেত্রে, সীট মেটেল ওয়ার্কশপ, কাঠ চেরাই কল, টায়ার রিট্রেডিং এবং ভলকানাইজিং, অটোমোবাইল সার্ভিসিং, বডি বিল্ডিং এবং মেরামতী কারখানা, চর্মশিল্প ইত্যাদি ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়েছে। অনুমোদিত দুটী রোলার ফ্লাওয়ার মিলের মধ্যে ধর্মনগরের মিলটীতে উৎপাদন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। বাধারঘাটের কারখানাটীতে যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম বসানো হয়েছে।

হস্তচালিত তাঁত শিল্পের ক্ষেত্রে, আটটি সমবায় সমিতিগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। এগুলোকে কার্যাকরী মূলধন ঋণ এবং অনুদান দেয়া হবে। বস্ত্র বয়ন, ধাতুতে হাতের কাজ এবং কর্মকারের কাজেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ত্রিপুরায় গুটীপোকার চাষ আরম্ভ হয়েছে। বস্তুতঃ পক্ষে সম্প্রতি তার কাজ ত্বরান্বিত করা হয়েছে। এই শিল্পের জন্ম থেকে উপজাতি সহ গ্রাম বাসীগণ এই শিল্পকে সহায়ক পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। গুটি পোকার চাষে এন, ই, সি, কর্মসূচী প্রবর্ত্তন করার পর এই শিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করছে। গত আর্থিক বছরে গুটী পোকার চাষের বিশেষতঃ তুঁতরেশম ক্ষেত্রে প্রভুত উন্নতি হয়েছে। গ্রামের লোকেরা যে সকল তুঁতের

চাষ করছে তার ব্যবহারের জন্য গত বছর একটি রেশম তৈরীর কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া গত তিন বছরে এরাজ্যে তিনটি তুঁতসম্প্রসারণ কেন্দ্র, দুটো মুগা সম্প্রসারণ কেন্দ্র এবং একটি এরি সম্প্রসারণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রকল্পে চারটি তুঁত সম্প্রসারণ কেন্দ্র এবং একটি রিলিং-কাম-টুইষ্টিং সেন্টার স্থাপনের ব্যাপারটি পরিকল্পনা কমিশন অনুমোদন করেছেন। রাজ্যের প্রায় ৪ হাজার লোক এই কুটীর শিল্পের অধীনে আসবে এবং তুঁতচাষের এলাকা ১৬৪ হেক্টর থেকে বাড়িয়ে ২,০০০ হেক্টর করা হবে। অন্য শিল্পের তুলনায় এই শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে।

ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প পর্ষদ

এই রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প পর্ষদ কাজ করে চলেছেন। এই শিল্প ফল, খান্দসারি-চিনি, ঔষধপত্রের উৎপাদন কাঠের সিজনিং এবং এ, এস, সি, ইউ, চারা-গাছ উৎপাদন করার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র পরিচালনা করছেন। ১৯৭৭-৭৮ সালে ফল সংরক্ষণ ফ্যাক্টরীতে ১৯০ টন ফল জাত দ্রব্য উৎপাদন করা হয়েছিল। তারমধ্যে ৭৫ টন হাঙ্গেরী এবং যুগোশ্লোভিয়ায় রপ্তানী করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান দিল্লী, বোম্বাই, এবং কলিকাতাস্থিত আই, এ, সি, কে ফলজাত দ্রব্য সরবরাহ করে দেশীয় বাজারের পরিধি বাড়িয়ে নিয়েছেন। ১৯৭৮-৭৯ সালে এ প্রতিষ্ঠান ২০০ টন ফলজাত দ্রব্য উৎপাদনের প্রস্তাব করেছেন। তার মধ্যে ১০০ টন রপ্তানী করা হবে পর্ষদ আশা করেছেন যে ২০ টনের রপ্তানী আদেশ শীঘ্রই পাওয়া যাবে। স্থানীয় হাসপাতালগুলোর চাহিদা পূরণের জন্য গত আর্থিক বছরের শেষ দিকে বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো উৎপাদনের জন্য ২.৫০ লক্ষ টাকা মূলধন সহ একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রক্তদানের বোতল তৈরী হচ্ছে এবং সেগুলো ভি, এম, এবং জি, বি, হাসপাতালে সরবরাহ করা হচ্ছে। ১৯টি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য এই প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স পেয়েছেন এবং শীঘ্রই উৎপাদনের কাজ আরম্ভ করা হবে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর ৪০০০০ মিঃ সেলাইন এবং ডেক্সট্রোজ বোতল এবং ইনজেকশন দেবার জন্য ১,০০,০০০ সংখ্যক পরিশ্রুত জলের শিশি তৈরী করে। রাজ্যের বর্তমান চাহিদা পূরণের জন্য এই বছরের উপরোক্ত বিভিন্ন সরবরাহের হার দ্বিগুণ হবে।

১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে চিনির কল স্থাপনের মাধ্যমে দৈনিক ৫০—৬০ টন চিনি উৎপাদনের জন্য পর্ষদ যে কাজ হাতে নিয়েছিলেন, বিভিন্ন অসুবিধে এবং যাতায়াতের অপ্রতুলতার জন্য ঠিক ঠিক ভাবে তা কাজ করতে পারেনি। বিভিন্ন সমস্যা খতিয়ে দেখে তার উন্নয়নের পন্থা নির্ধারণের জন্য সরকার একটি কমিটি গঠন করেছেন। এই কারখানা পরিচালন এবং আখের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারেও সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ভেড়ার চর্বি এবং লৌহ ও ইস্পাতজাত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের মাধ্যমে এই পর্ষদ ত্রিপুরার এস, এস, আই, ইউনিটগুলোকে সাহায্য করছেন। ১৯৭৮-৭৯ সালে অধিক সংখ্যক ইউনিটের চাহিদা পূরণের জন্য কাঁচামালের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ১৯৭৮—৭৯ সালে ৩৪০ মেট্রিক টন ইস্পাত জাত দ্রব্যের বন্টনের নির্দেশ লৌহ ও ইস্পাত কন্ট্রোলারের নিকট থেকে পাওয়া গেছে।

সহায়ক কর্মসূচী অনুযায়ী এই পর্ষদ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে অর্ডার সংগ্রহ করে স্থানীয় এস, এস আই-এর শাখাগুলোকে সাহায্য করছে।

নতুন শিল্প গঠনের উদ্যোগীদের মূলধন দিয়ে সাহায্য করার জন্য এই পর্ষদ একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। বর্তমান বছরে পর্ষদ ৫ লাখ টাকা মূলধন হিসেবে বিতরণ করার ইচ্ছা রাখেন।

ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামীণ শিল্প

ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের কাজ ক্রমশ: বেড়ে চলেছে এবং এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য তারা তাদের কাজ চালিয়ে যাবেন। কর্মের সুযোগদানের জন্য, বিশেষতঃ সমাজের দুর্বল শ্রেণীর লোকদের কর্মসংস্থানের জন্য তারা ইতিপূর্বে অম্বর চরকা, গোবর গ্যাস প্ল্যাণ্ট ছুতোরের কাজ, কর্মকারের কাজ এবং ম্যাচ তৈরীর কাজ আরম্ভ করেছেন।

(ঞ) পশুপালন ও পশু চিকিৎসা

ডিম, মাংস ইত্যাদি উৎপাদন সহ অতিরিক্ত দুগ্ধ উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

অতিরিক্ত দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য প্রতিটি কি-ভিলেজ ব্লককে নিবিড় গো-উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে একত্রীকরণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রজননক্ষম ষাড় সরবরাহ এবং সংকর জাতীয় বকনা বাছুর পালনের জন্য সাহায্য, এই দু'টো অতিরিক্ত প্রকল্প ও ১৯৭৮-৭৯ সালে গ্রহণ করা হবে দুগ্ধ উৎপাদন ও সংগ্রহ ব্যবস্থার উন্নয়নে সমবায় প্রথা প্রচলনের বিষয়টিও সরকারের বিবেচনা-ধীন রয়েছে।

বিভিন্ন ব্লক ও ব্যক্তিগত চাষীকে প্রয়োজনীয় পাখী সরবরাহের জন্য আরও অধিক সংখ্যক উৎপাদনক্ষম হাঁস মুরগীর স্থান সংকুলানের উদ্দেশ্যে রাজ্য পোলট্রি ফার্মটিকে প্রজনন তথ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ফার্মে রূপান্তরিত ও সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

মাংস উৎপাদন কর্মসূচীর অধীন রাজ্যের শুকর চাষ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে শুকর চাষীদের মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর রাজ্যের বাইরে থেকে উন্নত জাতের শূকর আমদানী করেছে। উপজাতি পুনর্বাসন প্রকল্পগুলোতে শুকর সরবরাহ করাও এই কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে।

ডায়েরী ও পোলট্রির জন্য ভতুর্কি মূল্যে গরু, মোষ ও হাঁস মুরগীর খাদ্যের বীজ সরবরাহ করার জন্য গো-খাদ্যের বীজ উত্পাদনের ব্যাপারে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে পশুজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনের জন্য হাঁস মুরগী ও ছাগল চাষী-দের মধ্যে প্রজননের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার ব্যাপারে প্রকল্প রয়েছে। ত্রিপুরায় কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন কর্মীর অভাব থাকায় সংশ্লিষ্ট দপ্তর আরও অধিক সংখ্যক ছাত্রকে ভেটেরিনারী সায়েন্স ও পশুপালন বিষয়ে পড়াশুনার জন্য বাইরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া ভেটেরিনারী ফিল্ড এসিসটেণ্ট ও স্টক ম্যানদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা যাতে স্থায়ীভাবে করা যায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গো ও হাঁস উন্নয়নের উদ্দেশ্যে উন্নত ধরণের প্রজননের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদের কর্মসূচীর অধীনে গো-প্রজনন এবং হাঁস প্রজনন খামার স্থাপনের প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(ট) দুগ্ধ প্রকল্প

আগরতলার দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্পটি রূপায়িত হয়েছিল দু'টো উদ্দেশ্য নিয়ে—প্রথমত: উৎপাদনকারীরা যাতে লাভজনক মূল্য পায়, দ্বিতীয়তঃ শহরাঞ্চলে ন্যায্য মূল্যে গরুর দুধ সরবরাহ করা। উৎপাদনের সাহায্যের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরাসরি উৎপাদনকারীদের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এটা দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। এছাড়া গ্রামীণ দুগ্ধ প্রকল্প ও শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। চলতি আর্থিক বৎসরে ধর্মনগর, কৈলাসহর, তেলিয়ামুড়া ও মধ্য বগাফার দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্রগুলোকে শক্তিশালী করা হবে। উদয়পুরের জন্য একটি দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্রগুলোকে শক্তিশালী করা হবে। উদয়পুরের জন্য একটী দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্পও গ্রহণ করা হবে। দুগ্ধ সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় গো-খামার স্থাপনের বিষয়টী সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

(ঠ) খাদ্য দপ্তর

লেভিসুগার সহ ইনফরম্যাল রেশন ব্যবস্থার অধীন খাদ্য দপ্তর থেকে খাদ্য শস্য সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থা চালু থাকবে। সমগ্র রাজ্য গাঁওসভা ভিত্তিক ন্যায্য মূল্যের দোকানের অধীন আনা হয়েছে। ভোক্তাদের নিকট চাল, আটা, লেভি চিনি, কেরোসীন তেল ইত্যাদি এই সমস্ত ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফৎ সাধারণত: সরবরাহ করা হয়; ন্যায্য মূল্যের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ব্যাপারে রাজ্য সরকার ভারত সরকারের কাছ থেকে চূড়ান্ত প্রকল্প পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হবে কৃত্রিম অভাব এবং দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের যাতে কষ্ট না হয় তার প্রতিবিধান করা। এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে।

(ড) শ্রম ও শ্রম-কল্যাণ

বর্ত্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজ্যের খেটে খাওয়া মানুষের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। চা বাগান শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী সংশোধনের উদ্দেশ্যে কিছু দিন পূর্বে একটী কমিটী গঠন করা হয়েছিল। রাজ্যের ইট ভাঁটায় নিযুক্ত শ্রমিকদের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য একটী কমিটী নিযুক্ত করা হয়েছিল কমিটি ইতিমধ্যেই রিপোর্ট দিয়েছেন। রিপোর্টটী সরকারের বিবেচনাধীন। খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধিদের নিয়ে রাজ্য ভিত্তিক উপদেষ্টা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়েছে। চা-বাগান ইতিমধ্যেই সমান মজুরী আইন চালু করা হয়েছে। শ্রমদাস প্রথা (নিরোধ) আইন ১৯৭৬ অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন। রাজ্যের বিড়ি, কৃষি এবং বিল্ডিং কন্‌স্ট্রাকশন শ্রমিকদের সর্ব্বনিম্ন মজুরীর হার সংশোধনের জন্য একটী কমিটি গঠন সরকারের বিবেচনাধীন আছে। বিভিন্ন শ্রম আইনের বিধানগুলো পালিত হচ্ছে কিনা তা কঠোরভাবে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে রাজ্যের উপজাতি ব্লকগুলোতে অধিক সংখ্যায় ইন্সপেক্টরেট খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। দোকান ও ঐ

জাতীয় সংস্থায় নিযুক্ত কর্মীদের ন্যূনতম বেতন আইনের অধীন আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মোটর শ্রমিক আইন বর্তমানে সেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেসব ক্ষেত্রে কর্মী সংখ্যা পাঁচ। তা কমিয়ে দুই করা হয়েছে। ভর্তুকিতে ঘর নির্মাণ প্রকল্প অনুযায়ী চা-শ্রমিকদের জন্য ৫৮টী ষ্ট্যাণ্ডার্ড ঘর ইতিমধ্যেই নির্মাণ করা হয়েছে। ৭৪টী নতুন গৃহ নির্মাণের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। চা-শ্রমিকদের শিশুদের বিনা পয়সায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া ও দুপুরে খিচুরী সরবরাহের জন্য ১০টী বালোয়াড়ী কেন্দ্র চালু রাখা আছে। বর্তমান বছরে আরো ৬টি বালোয়ারী কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চা বাগান শ্রমিকদের বৃত্তিমূলক ট্রেনিং, শিক্ষাদান ও আমোদ-প্রমোদের সুবিধা দানের জন্য ৭টী শ্রমিক-কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে।

(চ) প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী দপ্তর

রাজ্য সরকার সেণ্ট্রাল জেল ও রেভেনিউ দপ্তরের ছাপাখানা ছাড়া অন্যান্য সকল সরকারী ছাপাখানাগুলো একত্রিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজ্য প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী দপ্তর সরকারী দপ্তরগুলোর সর্বপ্রকারের কাগজপত্র, ষ্টেশনারী জিনিষপত্র, ছাপানো সব প্রকারের ফর্ম ও অন্যান্য প্রকারের ফর্ম ও অন্যান্য এই পত্রাদ (ব্রাঙ্ক, রুল বাজেট এসেমব্লি,—নথিপত্র, গেজেট ইত্যাদি) সরবরাহ করে থাকে। দপ্তরের এই কার্যধারা চলতে থাকবে।

সরকার সরকারী ছাপাখানায় ব্লক তৈরী এবং স্পাইরেলিং মেশিন স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সরকারী ছাপাখানায় কাজকর্ম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আশা করা যাচ্ছে চলতি আর্থিক বৎসরে এই ছাপাখানা পাঠ্যপুস্তক ছাপানো সহ সব সরকারী কাজের দায়িত্ব নিতে সক্ষম হবে।

(ণ) তথ্য জনসংযোগ ও পর্যটন

রাজ্য সরকার তথ্য কেন্দ্র ও উপতথ্য কেন্দ্রগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। তাছাড়া যে এলাকায় এ ধরণের কেন্দ্র নেই, বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় নতুন তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে পল্লী বেতারগোষ্ঠীগুলোকে পুনর্গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছেন। জনসাধারণকে সরকারের কাজকর্ম তথা উন্নয়নমূলক কাজগুলো সম্পর্কে অবহিত করার জন্য নিয়মিতভাবে সিনেমা শো, গ্রুপ আলোচনা ইত্যাদি করা হচ্ছে। স্থানীয় ও দূরবর্তী অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলোকে সাহায্য করার জন্য এই দপ্তর 'ড্রেস ব্যাঙ্ক' খুলেছেন। এই ব্যাঙ্ক যাত্রা ও থিয়েটারের জন্য পোষাক খুব অল্প টাকায় ভাড়া দেবে। এই দপ্তরের 'ত্রিপুরা বার্তা' খবরের কাগজটিকে কাঠামো পরিবর্তন করে প্রচার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। উদ্দেশ্য হোল এই কাগজের মাধ্যমে সরকারের সিদ্ধান্ত ও কার্য্যকলাপ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করে প্রতিটি গ্রামে, অফিসে, তথ্য ও উপতথ্য কেন্দ্রগুলোতে দ্রুত পৌছানোর ব্যবস্থা করা। তাছাড়া ইংরেজী ও কক্‌বরক ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করার বিষয়টিও সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

পর্য্যটন শাখাটিকেও পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে। অধিক সংখ্যক পর্যটক আকর্ষণ করার জন্য রাজ্যের কতকগুলি স্থান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আগরতলায় 'পর্যটন লজ' নির্ম্মাণ রুদ্রসাগর নীরমহল নবীকরণ, তীর্থমুখ, মাতাবাড়ী এবং উনকোটিতে পর্যটকদের জন্য কটেজ নির্ম্মাণ সরকারের বিবেচনাধীন আছে। আগরতলায় 'জনতা' হোটেল নির্ম্মাণ, সরকারের বিবেচনাধীন আছে। সরকারের বিভিন্ন কাজকে গতিশীল ও শক্তিশালী করার জন্য সংবাদপত্র উপদেষ্টা পরিষদ পর্যটন উপদেষ্টা কমিটী, প্রচার পুস্তিকা উপদেষ্টা পর্যদ এবং নাটক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে উপদেষ্টা পর্যদ গঠন করা হয়েছে। এদের কাজ হবে সরকারকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও ব্যাপারে উপদেশ দেওয়া।

(ত) পরিসংখ্যান ও মূল্যায়ন

পরিসংখ্যান দপ্তর থেকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতই অ-কৃষি সংস্থার সমীক্ষা করা হয়েছে। মুল্যায়ন দপ্তর থেকে বিভিন্ন দপ্তরের কতকগুলি সম্পূর্ণ/প্রায় সম্পূর্ণ প্রকল্পের সমীক্ষা করা হয়েছে।

(থ) সমাজ উন্নয়ন দপ্তর

গ্রামস্তরে গৃহীত প্রকল্পগুলির সুষ্ঠু তদারক এবং পরিচালনার জন্য সরকার প্রতিটি সমষ্টী উন্নয়ন ব্লক এবং উপজাতি উন্নয়ন ব্লকে অতিরিক্ত একজন করে অফিসার নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 'কাজের বদলে খাদ্য' কর্মসুচীরও তদারক উক্ত অফিসার করবেন। জনগণের প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি মেটানোর জন্য ব্লকস্তরের কাজ এবং পঞ্চায়েতস্তরের প্রয়োজনগুলোকে উপযুক্তভাবে একীভূত করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে "ন্যূনতম প্রয়োজন প্রকল্প" অনুযায়ী গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৮-৭৯ সালে এই প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাওয়া হবে। এরদ্বারা ৬০০ পল্লী গ্রামের ১.৫ লক্ষ লোক উপকৃত হবেন।

(দ) সমবায়

সভা জ্ঞাত আছেন যে, সমবায় সমিতিগুলির অবস্থা খুব ভাল নয়। সেগুলোকে কিভাবে পুনরুজ্জীবিত করা যায় সে ব্যাপারে সরকার উদ্বিগ্ন। সম্ভব হলে প্রতি একটি বা দুটি পঞ্চায়েতের সাথে ছোট ছোট সমবায় সমিতি গঠনের ব্যাপারে সরকার বিবেচনা করছেন। আমি আগেই বলেছি যে জনসাধারণের নিকট ন্যায্যমুল্যে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহের পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে, এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ঘোষণা শীগ্‌গীরই আশা করা হচ্ছে। পুনরুজ্জীবিত সমবায় সমিতির মাধ্যমে এই ধরণের প্রকল্পগুলির সার্থক রূপায়ন সম্ভব। এতে কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতা এবং দ্রব্যের উর্ধমুল্যের গতিরোধ করা সম্ভব হবে।

পাট প্রভৃতি শস্যের উৎপাদকগণ যাতে তাদের পণ্যের ন্যায্যমুল্য পান এবং উৎপাদকগণ ও ক্রেতাগণের মধ্যে অন্য কোন শ্রেণী যাতে শোষণের সুযোগ না পায় সেজন্য সরকার অধিক সংখ্যক মার্কেটিং সমবায় সমিতি খোলার পক্ষপাতী।

সাথে সাথে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক এবং ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের পুনর্গঠন/পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে সরকার দৃষ্টি দেবেন।

(ধ) পঞ্চায়েত দপ্তর

উপরের বর্ণনা অনুযায়ী, সরকার গাঁওসভার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং গোপন ব্যালটের মাধ্যমে পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পন্ন করেছেন। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে পঞ্চায়েত নির্বাচন সরকার কর্তৃক একটি দৃঢ় এবং কৃতকার্যমুলক প্রচেষ্টা। দৃঢ়তা এবং সততার দ্বারা যে গণতন্ত্রের মুল সমাজের নীচুস্তর পর্যন্ত পৌঁছানো যায় এটা সরকার প্রমাণ করেছেন। পঞ্চায়েত স্তর থেকে মানুষের উন্নতিতে গণতান্ত্রিক কাজ শুরু করার ব্যাপারে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন যাতে অধিক মাত্রায় পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে করা যায় সে ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত উৎসাহী। পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েতগুলিকে অধিক ক্ষমতা দেয়া হবে।

(১৭) বিভিন্ন কারণে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যে অসন্তোষ রয়েছে, সে ব্যাপারে সরকার অবগত আছেন। শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলন পরিচালনা এবং কর্মচারীদের ন্যায্য দাবীর সমর্থনে আন্দোলন পরিচালনার জন্য অনেক শ্রমিকের উপর অত্যাচার করা হয়েছিল। কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং এক শ্রেণীর কর্মচারীর স্বার্থে কিছু বিভেদমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। যে সমস্ত কর্মচারী পূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন আমার সরকার সেইসব কর্মচারীদের পুনরায় নিয়োগ করে তাদের অভিযোগগুলো দূর করার ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছেন। কিছু সংখ্যক কর্মচারীদের ডাবল ইনক্রিমেন্ট দিয়ে বিগত সরকার যে বিভেদ-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, এই সরকার এর উপযুক্ত প্রতিবিধানের ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করছেন। রাজ্য সরকারের আর্থিক সংগতির মধ্যে যেসব ন্যায্য দাবী মেটানো যাবে সেইসব দাবীগুলো সরকার সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবেন। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা যে হারে মাগ্‌গী ভাতা পান একই স্থানে নিযুক্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা সেইহারেই মহার্ঘভাতা পান এটা সরকার নীতিগতভাবে স্বীকার করেন। এই ধরনের পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের আর্থিক সংগতির বাইরে। আমরা সপ্তম অর্থ কমিশনের সামনে এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য রেখেছি। বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচী রূপায়ণে কর্মচারীরা যে সহযোগিতা করছেন তারজন্য আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাই।

(১৮) এবারের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ১১৬৬·৭৫ লাখ টাকা। অতিরিক্ত কর ধার্যের ব্যাপারে এই বাজেটে কোন প্রস্তাব রাখা হয়নি। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, এই রাজ্যে অতিরিক্ত সম্পদ আহরণের সুযোগ খুবই সীমিত। সীমিত সুযোগ এবং নানা বাধা নিষেধের মধ্যে যতটুকু সম্পদ বাড়ানো সম্ভব তা আমরা বিবেচনা করছি। প্রশাসনে সম্ভাব্য সর্বাধিক মিতব্যয়ীতা পালন করা হবে। ঘাটতির প্রধান এবং বৃহৎ অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ অনুদানে মেটাবার প্রয়োজন হবে। এই ধরণের বিশেষ অনুদানের জন্য ভারত সরকারকে বোঝাবার চেষ্টা করা হবে। অন্যথায় বরাদ্দ পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্ভব হবে না। এতে পিছিয়ে পড়া রাজ্য আরও পিছিয়ে পড়বে এবং রাজ্যের জনগণের দুঃখ দুর্দশা আরও বাড়বে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য শেষ করে ১৯৭৮-৭৯ সালের যে বাজেট তা আপনার কাছে পেশ করছি।

Mr. Speaker—The House stands adjourned till 2 P. M. to day.

বে-সরকারী প্রস্তাব

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো বে-সরকারী প্রস্তাব। আজকের লিষ্ট অব বিজনেসে একটী মাত্র প্রস্তাব আছে।

প্রস্তাবটী হলো—"এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে চাল, ডাল, গম, তৈল, নুন ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী এবং কাপড়, ঔষধ ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহ উৎপাদকের নিকট থেকে স্বল্প দরে সংগ্রহ করে সরকার অনুমোদিত দোকানের মাধ্যমে মাথাপিছু ন্যায্য বরাদ্দে সস্তাদরে বন্টনের ব্যবস্থা করা হউক।"

প্রস্তাবক হচ্ছেন শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়। আমি এখন শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি বিধান সভায় প্রস্তাব করছি "এই বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছি যে চাল, ডাল, গম, তৈল, নুন ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী এবং কাপড়, ঔষধ ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহ উৎপাদকের নিকট থেকে স্বল্প দরে সংগ্রহ করে সরকার অনুমোদিত দোকানের মাধ্যমে মাথাপিছু ন্যায্য বরাদ্দে সস্তা দরে বন্টনের ব্যবস্থা করা হউক।"

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি তার ভেতরে ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি বর্তমান রাজ্য সরকার রেশন শপ করে বেশী সংখ্যক দোকানে সস্তাদরে খাদ্যের দোকান করে যেটুকু সামর্থ আছে সেই সামর্থ দিয়ে বিলি করার ব্যবস্থা করছেন। আমরা এও লক্ষ্য করেছি, যেসমস্ত দুর্গম এলাকায় অতীতে ব্যবস্থা ছিল গাঁও সভার ভিত্তিতে রেশন সপ করে খাদ্য বিলি করার সেখানে আজকে দুর্গম এলাকায় আরো বেশী রেশন সপ করে কত তাড়াতাড়ি সেখানে খাদ্য পৌঁছে দিতে পারেন তার চেষ্টা নিয়েছেন। তা সত্বেও আমরা লক্ষ্য করছি সারা রাজ্যে এবং সারা দেশেও বটে জিনিস পত্রের দাম হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে। খুব সামান্য রেশন সপের মাধ্যমে চলে আসছে। তাছাড়া আর অন্য কোন রকম ব্যবস্থা নেই। এই রেশন সপ ছাড়া জনসাধারণের সামনে অন্য কোন পথ খোলা নেই। এব্যাপারে আমরা বুঝতে পারি যে, দেশের সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির যারা উৎপাদক, তাদের কাছ থেকে বৃহৎ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ে যায়। ওদের উপর কন্ট্রোল করার বা প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা বা সুযোগ যা, তা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই আছে। রাজ্য সরকারের হাতে নেই। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেন নি। বিগত নির্বাচনের আগে জনতা পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহারে বলা হয়েছিল তারা এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি কেন্দ্রীয় সরকার যখন কংগ্রেসের হাতে ছিল, তখন যে পথে চলছিল আজকেও অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, জনতা সরকার সেই পথেই চলছেন। ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি, ইষ্টার্ণ জোন বাতিল করে দিয়েছেন। তারা সমস্ত কিছুকে বিগ ট্রেডার্স, ল্যাণ্ড লর্ডস যারা, তাদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়ে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ, গরীব মানুষদের ভাগ্য ছেড়ে দিয়েছেন। যদি ঐ বিগ ট্রেডার্সরা দয়া করে তাহলেই তাদের বাঁচতে হবে। কিন্তু মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ঐ বিগ ট্রেডার্সরা মুনাফাবাজ। আরো বেশী মুনাফা লুটার জন্য লাফিয়ে পরেন। এই সমস্ত লোকগুলির হাতের উপর সারা দেশের লোকের ভাগ্য নির্ভর করছে। আমাদের কিছু কিছু রাজ্যে সারপ্লাস খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে, আবার কিছু কিছু রাজ্যে খাদ্য উৎপাদন খুবই কম। কিন্তু যে সমস্ত ষ্টেটে খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে ঐগুলি বিগ ট্রেডার্সদের কাছে চলে যাচ্ছে। ল্যাণ্ড লর্ডদের ঘরে বিরাট সম্পত্তির অংশ চলে যাচ্ছে। পালামেন্টের বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বলেছেন বিরাট বাফার স্টক তাঁদের হাতে আছে। ২১০ লক্ষ টন নাকি তাঁদের হাতে আছে এবং এই বিরাট বাফার ষ্টকদেখিয়ে বিরাট পরিমান খাদ্য উৎপাদন হয়েছে, সেটা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে, খাদ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে এবং এই ত্রিপুরাতে এখনই কোন কোন অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনগত ব্যবস্থা থাকার জন্য প্রকিউরমেন্ট হয় নি। যেহেতু কৃষক উৎপাদক,

সেই হেতু উৎপাদকের হাত থেকে সোজাসোজি হোলডারদের হাতে চলে যায় তার ফলে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে এতে স্বৈরাচার চলছে। বর্তমানে রাজ্যসরকারের যে সীমিত ক্ষমতা; সেই ক্ষমতায় শুধুমাত্র রেশনের দোকানের মাধ্যমে স্বল্প বিতরণ ব্যবস্থায়, আংশিক রেশন বিতরনের ব্যবস্থায় এই খাদ্যের দাম ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। গত মঙ্গলবার দিন সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘরে একটি বড় বাজার আছে, সেই বাজারে আমি দেখে এসেছি বোরো ধানের নিম্নতম দর ৫২ টাকা হয়েছে কি সাংঘাতিক অবস্থা স্যার, । এত যে খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে তার মধ্যেও আজকে আমাদের অবস্থা কি? উৎপাদন ব্যাপক বাড়াচ্ছি সেই কংগ্রেস রাজ–নীতিরই কথা। উৎপাদন বাড়লেই সমস্ত গরীব মানুষ, সমস্ত জনসাধারণ, সাধারণ মানুষ তার হাতে খাদ্য গিয়ে পৌছবে তার কোন সম্ভাবনা তো নেই। উৎপাদন বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য কেন, শুধুমাত্র ধান অথবা গম কেন, অন্যান্য যা কিছু জিনিষ, কোথাও তো দেখতে পাচ্ছি না সেই বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দামের নিম্ন গতি হচ্ছে। এই যে দাম বেড়ে যায়, এই যে অবস্থা তার ভিতরে কি দুঃসহ জীবন-যাপন করছে সাধারণ মানুষ, কৃষি শ্রমিকরা। সেই কৃষি-শ্রমিকদের এক বেলা খেয়ে সারা বৎসর কাজ করতে হয়। শতকরা ৭০ ভাগ লোকের কোন জমি নেই। যারা উৎপাদক, যারা অল্প জমির মালিক, তাদের হয়তো বছরে তিন মাস কি চার মাসের খাদ্য উৎপাদন হয়। এই সময় সাধারণতঃ ফসলের মূল্য কিছু কম থাকে, কিন্তু অভাবের তাড়নায় তাদের বাধ্য হয়ে বিক্রি করে দিতে হয়। তার ফলে তারা নিঃস্ব হয়ে যায়, শুধু তাই নয় যারা কিনবেন, যারা নাকি কারবারীরা, যারা নাকি পুঁজিপতি তারা মানুষের দারিদ্রের পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়ে, বাজার থেকে সমস্ত খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করার জন্য, নানা রকম কৃত্রিম অবস্থার সৃষ্টি করেন। কোন কোন সময় কৃষক খাদ্য উৎপাদনের সময় যদি তার সংকট সৃষ্টি হয়, তাহলে তাকে বড় বড় কারবারীদের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হয়। আর সেই টাকা ধার করার জন্য তাকে ৫ টাকা, ১০ টাকার বিনিময়ে এক মন, দেড়মন, ২ মন ধান পর্য্যন্ত তুলে দিতে হয় সেই মহাজনদের হাতে। এইভাবে একটা নিম্নতম দরে, তার উৎপাদন খরচের কাছা-কাছি দরেও সে বিক্রি করতে পারে না, এই অবস্থার মধ্যে তার হাত থেকে খাদ্য চলে যায় ঐ সমস্ত মহাজনদের হাতে স্যার। অত্যন্ত চাপার রেটে তাদের সেল করতে হয়, আর হায়ার রেটে পারচেইজ করতে হয় এই খাদ্য-বস্তু। কৃষিজাত কোন দ্রব্য যখন কৃষকের হাত থেকে চলে যায় সেই মহাজনদের হাতে, বড় বড় কারবারীদের হাতে, তখন তাঁরা আবার বাজারে তাদের চাহিদা পুরণ করবার জন্য চড়া দরে বিক্রি করতে আরম্ভ করে। কৃষকের উৎপাদন কৃষককেই কিনতে হয় অনেক বেশী দামে, ৫গুণ ১০ গুণ দামে বাজারে কৃত্রিম সংকটের মধ্য দিয়ে। জনতা সরকার (কেন্দ্রীয় সরকার) নির্বাচনী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতি-শ্রুতি থেকে সরে যাচ্ছেন। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় এই মহাজননের লুটের মধ্যে সমস্ত জিনিষ-পত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে, এর ফলে তীব্র সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে। এই জিনিষ-পত্রের দাম নির্দিষ্টভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকার ফলে সংকট চার দিক থেকে বেড়ে যাচ্ছে। আমরা এ কথাও বলতে পারি এই জিনিষ-পত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে এবং সরবরাহ ঠিক মত না হওয়ার ফলে, সংকট, দারিদ্র আরো তীব্রতা লাভ করছে, এই তীব্রতার জন্য প্রত্যেকটি মানুষ আজ সর্বহারা হচ্ছে স্যার। ইন্টার মার্কেটেবল সারপ্লাস—এই ইন্টার মার্কেটেবল সারপ্লাসের উপর

সরকারের কন্ট্রোল থাকা উচিত ছিল। জনতা সরকার যদি এই ব্যবস্থা না করেন যে ভারতবর্ষের প্রত্যেক মানুষের মাথা-পিছু কত বরাদ্দ হবে, সেই বরাদ্দ অনুযায়ী সর বরাহের ব্যবস্থা যদি রেশনের দোকানের মাধ্যমে না করেন, তাহলে কখনই এই সংকটকে ঠেকাতে আমরা পারবো না। ব্ল্যাকমার্কেটিরা, হোর্ডাররা তাঁর আরো বেশী করে সমস্ত জিনিষকে গ্রাস করে ফেলবে এবং তার ফলে ভারতবর্ষ আরো অর্থ-নৈতিক ধ্বংসের দিকে চলে যাবে। স্যার, হোল সেল প্রাইস আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখেছি, তাতে গত মার্চ্চ মাসের একটা হিসাব থেকে আমি সংগ্রহ করেছি এবং তাতে দেখেছি রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া কতগুলি ঘোষণায় তাঁরা বলেছেন ৬ বৎসরে ৬.৬ পারসেন্ট ১৯৭০—৭৬ সালে, ৬ বৎসরে ৬.৬ পারসেন্ট হোল সেল প্রাইস বেড়ে গেছে। এখন এই মুহূর্ত্তে আরো দ্রুত বাড়ছে স্যার, সমস্ত দোকানগুলিতে জিনিষ-পত্রের দাম—ডাল, তেল, নুন সমস্ত কিছুর দাম অত্যন্ত দ্রুত-গতি সপ্তাহে ১০ পয়সা, ৫ পয়সা, ৭ পয়সা করে বেড়ে যাচ্ছে। কোন কোন দিন হঠাৎ কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়ে আরো বেশী বেড়ে যাচ্ছে, এই অবস্থা জনতা সরকারের প্রথম নয় মাসে আমরা দেখলাম। হোল সেল প্রাইস সম্পর্কে বাজেট অধিবেশনে পার্লামেন্টে জনতা সরকারের খাদ্যমন্ত্রী এই কথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে ১৩ পারসেন্ট সমস্ত গুডস্ আর্টিকেল, ১৮ পারসেন্ট ফুড এণ্ড ভেজিটেবল এবং ২১.১ পারসেন্ট কণ্টিনেন্স এণ্ড প্রসেস ২২.৬ পারসেন্ট এইভাবে সমস্ত জিনিষের দাম বেড়ে যাচ্ছে। স্যার, এই ত্রিপুরা রাজ্যে মাসখানেক কি ভূতুরে খেলা হলো, পাগলের মত একটা খেলা হলো সারা ভারতবর্ষের ভিতর এটা আমরা চোখের সামনে দেখলাম।

সারা ভারতবর্ষে ১৯৭৭ এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আমরা দেখলাম কনজুমাস গুডস্ ৯ পার্সেন্ট হারে বেড়ে গেছে এবং এর পাশাপাশি এগ্রিকালচার লেবারের যে মিনিমাম ওয়েজ, সেই মিনিমাম ওয়েজের বেলায় আমরা দেখেছি যে গ্রামে দিনের পর দিন বর্গের লেবারের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। মানুষ খেতে পাচ্ছে না, তারা ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। আর অভাবের তাড়নায় বড় বড় মহাজন, যাদের টাকা পয়সা আছে, তাদের হাতে পায়ে ধরে আত্মসমর্পন করে ক্রীতদাসত্বকে মেনে নিচ্ছে। এই যে অবস্থা, সে অবস্থা সম্পর্কে কেন্দ্রের জনতা সরকার ভূতলিংগম কমিটি নামে কমিটি গঠন করে এক আক্রমণ রচনা করেছেন। ভূতলিংগম কমিটিকে দিয়ে সুপারিশ তৈরী করেছেন যে ১০০ টাকা আয় বেধে দিতে হবে সমস্ত মানুষের। অন্ধ মানুষকে হাতে পায়ে বাঁধার এক শিকল তৈরী করেছেন কেন্দ্রের জনতা সরকার। স্যার, আমরা দেখেছি কংগ্রেস এবং তার নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী ফরেন লোন এবং ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেশান করেছেন সমস্ত ভারতবর্ষকে গ্রাস করার জন্য। যত বুজরুকি গল্প, সমস্ত বুজরুকি গল্পের বেসিস্ ছিল ঐ ফরেন লোন এবং ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেশান। আর বর্ত্তমান সরকারকের দেখছি ঐ একই পথ অনুসরণ করে যাচ্ছেন। তার ফলে আমরা দেখছি প্রত্যেকটী জিনিষের দাম আরও দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যে পথে যাচ্ছেন, সেই পথ থেকে যদি সরে না দাঁড়ান, তাহলে জিনিষপত্রের দাম ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধমূখী হবে। কাজেই আজকে আমি যে প্রস্তাব হাউসের সামনে রেখেছি, সেই প্রস্তাবের উপর সকলের সমর্থন চাচ্ছি। আমরা

যদি কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই পূর্বতন কংগ্রেস অনুসৃত নীতি থেকে না সরাতে পারি, তাহলে যারা প্রফিটিয়ার্স, যারা একচেটিয়া পুঁজিপতি আছেন, তারা আরও ফুলে ফেঁপে উঠবে। আর যারা গরীব মানুষ আছে তারা দিনের পর দিন অনাহারে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হবে। স্যার, ইকনমিক সার্ভে ন্যাশানাল প্ল্যানিং কমিটি একটি তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যায়—১৮ মিটার পার কেপিটা কাপড়ের টারগেট করা হয়েছে এবং এটা চালু হলে কোন মানুষের লজ্জা নিবারণ হতে পারে না। কাপড়ের এত চড়া দাম যে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমতে আরম্ভ করেছে, অপরদিকে প্রডাকশনও কমতে আরম্ভ করেছে। কারণ বাজার নেই বিক্রি করবে কোথায়? ১৯৫৬-৫৭ সালে ছিল ১৪.৪ মিটার। ২০ বছর পর ১৯৭৬-৭৭ সালে সেটা কমতে কমতে ১১.৪ মিটার দাঁড়িয়েছে। আস্তে আস্তে আমরা উলঙ্গ হয়ে যাচ্ছি। আর এই বাজারের সংকটে বড় বড় পুঁজিপতি, বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্টদেরকে রক্ষা করার জন্য এবং তাদের সমস্ত উৎপাদনকে চালু রাখার জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার সাবসিডি দিয়ে, পূর্বতন কংগ্রেস সরকারও তাই করত, বিদেশে রপ্তানি করে দিয়ে, তাদের লাভের অংক আরও বাড়িয়ে দিচ্ছেন। চিনি আমরা খেতে পারি না, তৈল আমরা খেতে পারি না। এই সমস্ত জিনিষপত্র বিদেশে রপ্তানি করে মুনাফাখোরদের আরও মুনাফা লুটের সুযোগ করে দিচ্ছেন এই কেন্দ্রীয় সরকার। স্যার, কৃষকরা আখের উৎপাদন করে, কিন্তু বাজারে দাম পায় না। তখন ৬/৭ টাকা কুইন্টাল হয়ে যায়। আর সেই উৎপাদিত চিনি রেশনে ২.২৫ পয়সা। আর খোলা বাজারে ৬.৭ টাকা। আর যে সমস্ত গ্রামাঞ্চলে এখনও রেশন দোকান খোলা হয় নি, খুললেও যথেষ্ট নয়, সরবরাহ অপ্রতুল, সেখানে ৮/৯ টাকায় চিনির দর উঠানামা করে। শুধুমাত্র আঁখই নয়, কৃষকরা আরও অন্যান্য জিনিষ উৎপাদন করছে, তারা সেই উৎপাদিত জিনিষের ন্যায্য মূল্য পায় না। ওরা দিনের পর দিন নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। আর অপর দিকে বড় বড় ব্যবসায়ী, মুনাফাখোররা দিনের পর দিন ফুলে ফেঁপে উঠছে। এমনি একটি পারিস্থিতির মধ্যে স্যার, আমরা একটি প্রস্তাব এনেছি যে—সারা ভারতবর্ষে মধ্যে চাল, ডাল, গম, তেল, নুন, কাপড়, ঔষধ ইত্যাদি সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি সস্তা দরে অনুমোদিত দোকানের মাধ্যমে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হউক। আর ঔষধের তো সাংঘাতিক অবস্থা শুধু মনোপলি ক্যাপিটালিস্টদের হাতে নয়, বিদেশের কারবারীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করে এই মাল্টিন্যাশানালদের হাতে সমস্ত ঔষধপত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে। আর তারা ঔষধ বিক্রির নাম করে, গোটা ভারতবর্ষকে লুট করে নিচ্ছেন এবং সরকার সেটা শুধু দূর থেকে নীরবে দেখছেন তাই নয়, তাদেরকে সাবসিডি দিয়ে সহায়তাও করছেন। কাজেই এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে হলে, অবিলম্বে, অন্ততঃপক্ষে কয়েকটি জিনিষ যা সারা ভারতবর্ষের প্রায় ৫০/৬০ ভাগ সাধারণ মানুষ এর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যেমন—চাল, ডাল, গম, তৈল, নুন, কাপড়, ঔষধ এই জিনিসগুলি উৎপাদকদের কাছ থেকে সরাসরি ন্যায্য দরে কিনে নিয়ে, স্বল্প দরে, ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফৎ দরিদ্র জনসাধারণকে সরবরাহ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যাতে দায়িত্ব নেন, কারণ এই যে হাই প্রাইজ রাইজ, সেটা শুধু মাত্র ত্রিপুরার সমস্যা নয়, এটা সারা ভারতবর্ষের সমস্যা, তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছি এবং বিধান সভার সমস্ত সদস্যগণের কাছেও এই বিষয়ে সহযোগিতা চাচ্ছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এই রিজলিউশানের উপর আর কোন সদস্য মন্তব্য রাখবেন?

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সরকার পক্ষের বিধায়ক শ্রী সমর চৌধুরী মহাশয় যে রিজলিউশান এনেছেন চাল, ডাল, গম, তৈল, নুন, ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী এবং কাপড় ঔষধ ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহ উৎপাদকদের নিকট থেকে স্বল্প দরে সংগ্রহ করে সরকার অনুমোদিত দোকানের মাধ্যমে মাথাপিছু ন্যায্য বরাদ্দে সস্তাদরে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হউক "তা আমি সমর্থন করছি না। তার কারণ আমরা জানি এই ত্রিপুরা রাজ্য একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ রাজ্য এবং রাজ্য সরকারের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম কন্ট্রোল করার। নিজের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্বেও, বৈরাগীর মত সাহায্য চেয়ে, সমস্ত দোষ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজের দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, কাজেই এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি না কতগুলি জিনিষের দাম নিয়ন্ত্রন করা রাজ্য সরকারের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, আর কতগুলি জিনিষ যে গুলি রাজ্য সরকারের আয়ত্বাধান নয়, সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপিয়ে দিলে ভালো হতো। কিন্তু তা না করে, সমস্ত কিছুই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি ধান ত্রিপুরার প্রধান উৎপাদিত ফসল। কাজেই সেই ধান চালের দর নিয়ন্ত্রণ করা রাজ্য সরকারের সম্পূর্ণ আয়ত্বাধান। অপর দিকে গম এবং আরও কতগুলি বিভিন্ন ধরণের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য যেগুলি স্থানীয়ভাবে উৎপাদন হয়, সেগুলির ব্যাপারেও সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করা হয় যেমন সরিষা, পাটজাত দ্রব্য, এইগুলি ত্রিপুরাতে কৃষকদের সাহায্য করে, যথেষ্ট উৎপাদন করা যায় এবং ভাল দর পাওয়া যায়। অথচ এইগুলিও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আর আমরা জানি বর্তমানে এই সমস্ত খাদ্য শস্যের বাড়ার পেছনে একটা জিনিষ বামফ্রন্ট সরকার বার বার যেটাকে বাদ দিয়ে যাচ্ছেন সেটা হল ত্রিপুরাতে যে সমস্ত দ্রব্যাদি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয় সেগুলির দর বাড়ার কারণ ত্রিপুরার ভূমির উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে বাড়ছে। তার ফলে জিনিষের দর বাড়ছে। এই জিনিষটা রাজ্য সরকার তলিয়ে দেখেন নি।

আর একটা জিনিষ দেখে আমাদের হাসি পায় যে বামফ্রন্ট সরকার, ইন্দিরা গান্ধীর পতন ঘটাবার জন্য, কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটাবার জন্য, জনগণকে যেভাবে বলেছিলেন, তাঁরা শাসন ক্ষমতায় এসে যেভাবে এগুলির বিরোধিতা করছেন তার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাইনা। কাজেই আমরা বুঝি না তাঁরা কোন পথে চলছেন। শুধু তাই নয়, যে প্রস্তাবক বিধায়ক সমর চৌধুরী বলেছেন যে, ভারতে সমস্তত জিনিষপত্রের মূল্য বেড়ে যাচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দমন করার ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এই যে প্রস্তাব এনেছেন, মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানতে চাই এই কথাটা কি সত্য নয় যে কালো বাজারী যারা, যারা বিদেশ থেকে চোরাইমাল এনে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করেছিল, ইন্দিরা গান্ধীকে ভারতবর্ষের পরিস্থিতিই বাধ্য করেছিল, সেই জোতদারদের দমন করতেই তিনি জরুরী অবস্থা জারী করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই যে অন্ধ্র কেরালা, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি রাজ্যে বহু সোনা পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলি উদ্ধার করে সরকারে জমা দেওয়া হয়েছিল, সেই সমস্ত রাঘব বোয়ালদের ধরবার জন্যই এমারজেন্সী জারী করতে বাধ্য হয়েছিলেন ? জনতা সরকার যেখানে তাদের দমন করে, সারা ভারতবর্ষে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্র করতে পারছে না, এই কারণে ইন্দিরা গান্ধী বাধ্য হয়েছিলেন জরুরী অবস্থা জারী করতে।

কাজেই আমরাও চাই কৃষকদের লাভ হোক। কিন্তু বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার ঘোষিত নীতি আমরা শুনেছি। সেটা হল ত্রিপুরাতে সেলস্ ট্যাক্স বিল আনবেন। লোক্যাল সেলস্ ট্যাক্স, কেন্দ্রীয় সরকার একদিকে সেলস্ ট্যাক্স বাড়াচ্ছে এবং তাতে জনগণের সমস্ত প্রকার স্বার্থ ক্ষুন্ন করছেন, আর এক দিকে রাজ্য সরকারও সেলস্ ট্যাক্স বাড়াচ্ছেন।

সমর বাবু বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার দ্রব্যমূল্য বাড়াচ্ছেন, আর আমি বলব তার সাথে সাথে রাজ্য সরকারও লোক্যাল সেলস্ ট্যাক্স বাড়িয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য করছেন। সেই দিক থেকে আমরা মনে করব আজকের যে, প্রস্তাব সেই প্রস্তাবের পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেখানো হয়েছিল, সেই প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি না। একদিন বামফ্রন্ট সরকারও বলেছিলেন যে আমরা ক্ষমতায় গেলে কৃষকদের জন্য দ্রব্যমূল্য কমিয়ে দেব। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। তাঁরা একটা বিল এনেছিলেন। তাতে দেখা গিয়েছে যে ২ ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর পর্যন্ত জমির খাজনা মকুব করবেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার পূর্বে বলেছিলেন সাড়ে সাত কানি পর্যান্ত জমির খাজনা মকুব করতে। কিন্তু তা তাঁরা পারেন নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য, এটা এখানে আসে না। প্রস্তাবের ভিতরেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবেন। এটা বাজেটের উপর আলোচনা হচ্ছে না।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—আমি বলেছিলাম যে পাঁচ কাণি পর্য্যন্ত যে খাজনা মকুব করা হয়েছিল তাতে ঘাটতি মেটাবার জন্য রাজ্য সরকার সেলস্ ট্যাক্স আরও বসাতে বাধ্য হবেন। শুধু সেলস্ ট্যাক্স নয়, বিভিন্ন রাজ্য সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতনের উপরও বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স বসানো হবে। কাজেই যে প্রস্তাব এখানে এসেছে সেই প্রস্তাবটী আমি সমর্থন করি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সমর বাবু হাউসের সামনে যে প্রস্তাবটা এনেছেন, আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করি। তিনি এই প্রস্তাবের সমর্থনে যে বক্তব্য এই হাউসে রেখেছেন, সেগুলিকেও আমি সমর্থন করি। এবং এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমি একথা বলতে চাই যে ভারতবর্ষে এবং ত্রিপুরায় কংগ্রেসী শাসনে যে ভাবে বড় মহাজন, মজুতদার প্রভৃতি অভাবি লোকদের থেকে মুনাফা করার যে সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেই সুযোগ আজও এখানে অব্যহত গতিতে চলছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন যখন আসে, তখন মজুতদারী ব্যবস্থা ছিল না, তারা এখানে এসে বিদেশী মহাজন এবং ব্যবসায়ীরা যাতে এখানকার সম্পদকে বেশী করে লুট করতে পারে, তার জন্য রাতারাতি তাদের আরও বেশী করে সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে দিলেন। কাজেই এই মজুতদারী ব্যবস্থাটা তারাই প্রথমে আমাদের দেশে চালু করেছিলেন। এবং তাদের রাজত্বে মজুতদারী ব্যবস্থার ফলে আমরা দেখেছি যে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মরেছে। অথচ তখন ঐসব মহাজনদের গুদামগুলিতে অনেক খাদ্য ভর্ত্তি ছিল এবং আরও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ মজুত ছিল। কিন্তু এই দেশের মানুষকে একবেলা না খেতে পেয়ে অভাবের তাড়নায় মরতে হয়েছে। এই অবস্থায় আমরা যখন স্বাধীনতা পেলাম, তখন আমরা দেখলাম যে ভারতবর্ষে যারা ক্ষমতা হাতে নিলেন, তারা ইংরেজ আমলে মজুতদারী ব্যবস্থা যেটা

বৈজ্ঞানিক ভাবে সংগঠিত ছিল না, সেটাকে আরও সুষ্ঠ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংগঠিত করার প্রয়োজন মনে করলেন। তাই আমরা দেখছি যে কংগ্রেসী আমলে এই মজুতদারী ব্যবস্থাকে আরও নিখুঁত করা হয়েছে, সেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ করার মতো কোন শক্তি ছিল না আমরা দেখেছি এখানকার যারা বড় বড় ব্যবসায়ী, তারাই ঐ কংগ্রেসী আমলে সব চেয়ে বেশী মুনাফা লুঠ করেছে এবং এখানকার গরীব মানুষেরা আরও বেশী করে গরীব হয়েছে। বর্ত্তমানে যে জনতা সরকার আছে, তার মধ্যেও আমরা এর একটা প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি চিন্তা করি, তাহলে দেখব যে এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থ বলতে কিছু নাই। এমন কি বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বেও সুষ্ঠ একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠে নি। যার ফলে যেটুকু সুযোগ সুবিধা আছে, তার মধ্যেও সময়মত সাধারণ মানুষদের কাছে তাদের প্রয়োজনীয় চাউল বা গম পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না এবং বর্ত্তমানে যে বর্ষা চলছে তাতে সাধারণ মানুষের অনেক দুর্গতি হচ্ছে। অথচ আজকে এই রকম একটা অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে এবং জনসাধারণই এই সরকার গঠন করেছেন। তাই আমরা এই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করে চলছি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ত্রিপুরা বিচ্ছিন্ন বা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার যে সুযোগ সুবিধা আছে, তার চাইতে অনেক কম। কাজেই এই সমস্ত কারণে এখানকার মানুষকে নানা রকম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তাছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের রুজি রোজগারও অনেক কম। বলতে গেলে তারা গরীব। এখানে কল কারখানা নেই। বলা হচ্ছে রেশনসপতো আছে। কিন্তু রেশন সপের মাধ্যমে চাউল, গম আর আটা দিলেই তো চলবে না। চাউলও বর্ত্তমানে কম পরিমানে দেওয়া হচ্ছে চাউলের পরিমাণও বাড়ানো দরকার। কাজেই এগুলি ছাড়া অন্যান্য যে সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আছে, সেগুলিও যাতে রেশন সপের মাধ্যমে বিলি বন্টণ করা যায় এবং সাধারণ মানুষগুলি যাতে সেই সুবিধা পায়, তারই জন্য এই প্রস্তাবটা এসেছে। মাননীয় প্রস্তাবক তার আলোচনার সময়ে বলেছেন যে এই সুযোগ সুবিধা যদি সাধারণ মানুষকে দিতে হয়, তাহলে সেটা আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। কারণ আমাদের রাজ্য সরকারের সেই রকম আর্থিক অবস্থা নাই। কাজেই এই রকম ব্যবস্থা করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে উদ্যোগ নিতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে দিতে হবে। রাজ্য সরকার যদি কেন্দ্রের কাছ থেকে এই সুযোগ সুবিধা না পায়, তাহলে গ্রামীণ মানুষগুলিকেও এই সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য বলেছেন, যে তারা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারেন না। আমরাও আশা করি না যে তাদের থেকে আমাদের এই প্রস্তাবের সমর্থন পাব। কারণ তারা মুখে যত কথা বলুক না কেন, আমরা তাদের জানি। জানি এই কারণে যে গত গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচনে তাদের আসল চেহারাটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। আমরা তাদের সেই বিশুদ্ধ উপজাতি আন্দোলনের পিছনে কি আছে, সেটা আমরা দেখেছি। সমাজের মধ্যে যত খারাপ লোক আছে, তারা তাদের সংগে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে,

ওদের সঙ্গে নাকি তাদের অলিখিত ভদ্রলোকের চুক্তি হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য যখন আমাদের বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগ নিচ্ছেন, সেই উদ্যোগে আমাদের বিরোধী পার্টি ... গ্রহণ করবেন, এটা আমরা কল্পনা করতে পারি না। এখানে মাননীয় সদস্য, তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে আসল চেহারাটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। তারা বলেছেন যে কালো বাজারী, আর মজুতদারদের দমন করবার জন্য ইন্দিরা গান্ধী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। এই সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না, তবে এই কথা বলতে হয় যে ইন্দিরা গান্ধী কেন সারা ভারতবর্ষে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন, সেটা ভারতের মানুষের জানা আছে এবং আমরাও জানি। কাজেই উনার বক্তব্য থেকে এটাই মনে হচ্ছে যে ইন্দিরা গান্ধীকে ফিরিয়ে আনার জন্য, উনারা এখানে ওকালতি করতে চাইছেন। ইন্দিরা গান্ধী সারা ভারতকে একটা জেলখানায় পরিণত করে দিয়েছিল, তাঁর অপশাসনের সমস্ত ঘটনাই ভারতের মানুষ ভালভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বিরোধী পার্টির যে চরিত্র, তা আমরা এই বিধান সভার এবং তার বাইরে তুলে ধরতে চাই এবং তাদের আসল চেহারটা উলঙ্গ করে বাইরের মানুষকে দেখতে চাই। তাই আজকে তারা যা বলুক না কেন, আমরা দেখেছি যে ১৯৭৪ সালে উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের নিয়ে একটা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং সেই সংগ্রাম কমিটির মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, কায়েমী স্বার্থবাজদের প্রতিরোধ করতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু কার্যাক্ষেত্রে দেখা গেল, তারা তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং তারা বলেছে যে আমরা বিশুদ্ধ উপজাতি আন্দোলন করব। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখা গেল যে জনসাধারণ তাদের সেই আন্দোলনকে সমর্থণ জানায় নি। সেদিন এখানকার যারা কংগ্রেসী, ঐ সুখময় বাবুদের কথায় তারা ঐ সংগ্রাম কমিটি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আজকে এটা পরিষ্কার যে তারা ঐ কংগ্রেসেরই একটা শাখা এবং তারা ইন্দিরাকে এখানে আবার ফিরিয়ে আনতে চায়, যে ইন্দিরা গান্ধী ভারতবর্ষের মানুষের স্বাধীনতাকে ধুলায় লুণ্ঠিত করেছিল। যে ইন্দিরা গান্ধী আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষের স্বাধীনতা হরণ করেছিল, মানুষকে জেলখানায় ঢুকিয়েছিল, কথা বলার অধিকার হরণ করেছিল সেই ইন্দিরা গান্ধীকে এখন তারা ফিরিয়ে আনার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন এবং এই বিধানসভায়ও তারা সেকথাই বলছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এইটুকু বলতে চাই যে আজকে আমরা যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাপ সৃষ্টি করতে না পারি, কেন্দ্রীয় সরকারকে যদি বাধ্য করতে না পারি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে, ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের সুখসুবিধার স্বার্থে তাহলে ত্রিপুরার মানুষকে আরও অসুবিধা, আরও দুঃখ—দুর্দশার মাধ্যে থাকতে হবে। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য যে কথা বললেন যে জনতা সরকারের যে পথ, আমাদেরও সেই মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের সমরণ থাকা উচিত যে আমরা গত লোকসভার নির্বাচনে জনতা পার্টির সংগে একটা বুঝাপড়ায়, সমঝোতায় এসে নির্বাচনে লড়াই করেছিলাম, আমরা বলেছিলাম যে আমরা কোন ফ্রন্ট করছি না, আমরা যদি জনতা পার্টির সংগে লড়াই করে ক্ষমতা দখল করি, তাহলে আমরা তাদের সংগে সরকার গঠন করবো না, আমরা শুধু তাদেরকে সমর্থন করব। জনতা পার্টি নির্বাচনের সময়ে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে যে

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এখন ক্ষমতায় এসে যদি সে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে, তাহলে আমরা এই জনতা সরকারের উপর থেকে আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেব। ৩০ বৎসর কংগ্রেসী শাসনে যারা বনচিচ হয়েছে, যারা নিপীড়িত হযেছে, তাদের হয়ে আমরা সংগ্রাম করতে চাই। ত্রিশ বৎসরে তারা যে বুরোক্রেসীর সৃষ্টি করেছিল, এই আমলাতন্ত্র এ, সেই আমলাতন্ত্রকে আমরা উচ্ছেদ করতে চাই। আজকে ত্রিপুরাতে দেখা যায় লবণ উধাও হয়ে যায়। এখানে যে আমলাতন্ত্র শচীনবাবুরা, সুখময় বাবুরা সৃষ্টি করেছিলেন, সেই আমলাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের সুখসুবিধার স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাপ সৃষ্টি করতে হবে। মাননীয় বিরোধি পক্ষের সদস্যদের জানা থাকা উচিত যে ত্রিপুরা সরকারের এই ব্যবস্থাগুলি করার ক্ষমতা নাই। কারণ সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে দিয়েছে। ত্রিপুরা যদিও পূর্ণাংগ রাজ্য, তবুও ইচ্ছামত এই ত্রিপুরা সরকার করতে পারছে না কারণ তার সংগতি নাই। আমাদের ত্রিপুরার মেহনতি মানুষ, গরীব মানুষের জন্য, এই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস যাতে রেশন সপের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌছে সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের এই বাস্তব দৃষ্টিভংগী থাকা দরকার। আপনারা আশ্বাস দিলে, আমরা ত্রিপুরার মানুষকে আরও সুযোগসুবিধা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করতে পারতাম। কাজেই আপনারা সমর্থন করেন আর নাই করেন আমরা ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের সহযোগিতা নিয়ে, কেন্দ্রীয় সরকারকে এই ত্রিপুরা সরকার অনুরোধ করবে। এই কথা বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীতপন চক্রবর্তী—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাবের উপর, আমরা কিছুক্ষণ আগে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য হরিনাথ দেববর্মার বক্তব্য শুনছিলাম এবং বিরোধি পক্ষ থেকে বিরোধিতা করতে গেলে যা হয় সেটাই হয়েছে উনার পরস্পর বিরোধি বক্তব্যের মধ্য দিয়া উনার বক্তব্য হল এটা করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারেরই আছে, রাজ্য সরকার করতে পারে। তার পরক্ষনেই বললেন এই কাজ করতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে জরুরী অবস্থা জারি করতে হয়েছিল সারা দেশে। যদিও জরুরী অবস্থা এই কারণে জারি করা হয়নি। তাহলেও আমরা দেখছি যে বিরোধিতা জন্য বিরোধিতা করা একটা সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। যাদের দ্বারা আপনারা নির্বাচিত হয়েছেন, আপনাদের সেই এলাকার মানুষের সুখশান্তির কথা চিন্তা করা উচিত। কাজেই মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য-দের, এই রকম একটা মহৎ উদ্দেশ্যকে বানচাল করার জন্য বিরোধিতা করা ঠিক নয়। কাজেই এখানে দেখতে হবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে ভৌগলিক অবস্থা, সেই অবস্থায় কিভাবে কাঞ্চনপুর বা অন্যান্য ইন্টিরিম জায়গাতে পৌছে বিশেষ করে বর্ষার সময়ে, ভাবলে অবাক লাগে আমাদের দেশ যতই বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় উন্নতিলাভ করুক না কেন একটা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কাঞ্চনপুর, ছামনুর মত জায়গায় আজও ঠিক মত পৌছে না। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সেই সমস্ত দুর্গম এলাকাতে, গরীব সাধারণ মানুষের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করার জন্য, সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা দরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরাবাসীর জন্য একটা প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ঠিক করা এবং সেই বরাদ্দকৃত জিনিস যাতে আমাদের ত্রিপুরাবাসীর কাছে পৌছে, সেটা নিশ্চিত করা। এখানে আমার রাজ্য

সরকারের দায়িত্ব কতটুকু? যেমন সরষের তেল উত্‌পাদিত হয় উত্তর প্রদেশে। সেখান থেকে আমাদের দেশে আসতে সময় লাগে ১৫ দিন এক মাসের মত। লবণ গুজরাট থেকে আমাদের রাজ্যে আসে। সেখান থেকে লবণ আসতে যদি দেরী হয়, তাহলে এখানে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নয়। বাঙলাদেশের উপর দিয়ে তো আর প্ল্যানের বস্তা আসবে না। কাজেই সেটা নির্ভর করে এই কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে।

যদি আমাদের রাজ্যের অভ্যন্তরে রেল লাইন থাকতো, তাহলে রাজ্য সরকার ত্বরান্বিত করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু সেটাও নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। একথা ঠিক যে জনতা পার্টিকে আমরা সমর্থন করেছিলাম গত লোক সভার নির্বাচনের আগে। তার অবশ্য কারণ ছিল। আপনাদের মত ইন্দিরা গান্ধীর আচলের তলায় মাথা পেতে নয়। আপনারা ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করেছিলেন তখন, যখন ইন্দিরা গান্ধী ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করে স্বৈরতন্ত্র দেশে চালু করেছিলেন। আর আমরা জনতাকে তখনই সমর্থন করেছি, যখন জনতা পার্টি দেশ থেকে স্বৈরতন্ত্র হটাতে চেয়েছেন। অতএব ইন্দিরা গান্ধীকে আপনাদের সমর্থন করা, আর জনতাকে আমাদের সমর্থন করার মধ্যে আসমান জমিন ফারাক আছে। একটা দেশলাই উৎপাদন করার কথাই ধরুন। ১৯৭৪ এ ইনডেক্স হয়েছিল যে পয়সা হচ্ছে উৎপাদন কষ্ট। আজকে ধরে নিতে পারি সেটা উৎপাদন করতে ৫ পয়সা প্রডাক্‌সন কষ্ট হতে পারে। সেইটার মধ্যে দেখা যায় ১৩ পয়সার ছাপ দিয়েছে। আর আমরা যখন খোলা বাজারে যাই কিনতে, তখন শুধু দেশলাই কেন, তেল, নুন, চিনি বা অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কথাই বলুন। আজকে আমাদের দেশের শতকরা ৮০ থেকে ৮৫ জন লোকের মাসিক ২০ টাকা খরচ করার মত ক্ষমতা নেই। আপনারা জিনিসটা ভাল করে বিচার করে দেখুন। নয়তো যারা আপনাদের ভোট দিয়ে পাঠিয়েছে, তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। আপনারা শুধু মাত্র বিরোধীতা করার জন্য বিরোধীতা করছেন। অতএব সব দিক বিচার করে দেখুন। পরিশেষে আমি বলছি শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাবটি এই হাউসে উত্থাপন করেছেন তা সব দিক দেখে আমি আন্তরিক ভাবে সেটাকে সমর্থন করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, মহাশয়, সমর বাবুর আনীত প্রস্তাবটি খুবই ভাল। যদিও আমি এটাকে খুবই ভাল প্রস্তাব বলছি, তথাপি আমি এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করতে পারছি না তিনটী কারণে। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে, সিঁদলের কথার উল্লেখ নেই। নাম্বার টু হচ্ছে, সমর বাবু বলেছেন উৎপাদকের নিকট থেকে স্বল্প দরে সংগ্রহ করে সরকার অনুমোদিত দোকানের মাধ্যমে বণ্টন করার কথা। নাম্বার থ্রি হচ্ছে, আমরা সব সময়ই দেখি বিধান সভায় কিংবা অন্য এ সব সময়ই তাঁরা একটা কথা ব্যবহার করেন সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আমরা কিছু করতে পারবো না, যদি না কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সাহায্য করেন। গতবারের বিধান সভায় দেখেছি গরু চুরি বন্ধ করা সম্পর্কে তাঁরা একটি প্রস্তাব এনেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা কিংবা সাহায্যের জন্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে সিঁদলের দাম কমাতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের প্রয়োজন, ওভার লোড বন্ধ করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের

প্রয়োজন। কিন্তু উনারা নির্বাচনী ইস্তাহারে বলেছিলেন আমরা যদি ক্ষমতায় যাই, তাহলে সস্তা দরে সবকিছু দেব। কিন্তু ক্ষমতায় এসে দেখেছেন যে, সেটা সম্ভব নয়। তাই আজকে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার জন্য সমস্ত কিছু কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপিয়ে নিস্কৃতি পেতে চেয়েছেন, রেহাই পেতে চেয়েছেন। উনারা জানেন কোন্ মার্চেন্ট জিনিস পত্র মজুত করছে। কারণ বিধান সভার নির্বাচনে উনারা পেয়েছেন ৫৬টি আসন। আমরা পেয়েছি ৪টা আসন। আজকে উনারা ৮০ জন সর্বহারাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। জমিদার যদি কম দরে বিক্রি করে তাহলে সাধারণ মানুষ সস্তা দরে পেতে পারে। না ওটা উরা দেখেও দেখেন না। তাহলে বুঝতে হবে কেন্দ্রীয় সরকার দেখালে পর দেখবেন। কথাটা ঠিক ঐ রকমই দাঁড়ায়। আমরা দেখেছি গতবারে গরু চুরি নিবারণের জন্য কেন্দ্র সাহায্য করবে, তাহলে পুলিশ পুষে কি লাভ হবে? আমরা বামফ্রন্টকে লক্ষ্য করলাম যে, সব দায়িত্ব এড়াতে চায়। শুধু কেন্দ্রের উপর দায় দিয়ে জনগণের মধ্যে ভাওতার সৃষ্টি করতে চায়। সমর বাবু তার প্রস্তাবে এক জায়গায় বলেছেন উৎপাদকের ন্যায্য মূল্য পায় না। আবার বলেছেন যে, উৎপাদকদের কাছ থেকে সস্তা দরে কিনে আনতে। তাহলে এইখানে হচ্ছে কন্ট্রাডিকসান। আমরা দেখলাম জনগণকে সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠাতে। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আমরা কিছু করতে পারবো না। কেন্দ্র যদি টাকা না দেয় তাহলে কিছু করতে পারব না। এটা আমরা স্বীকার করি না। কেন্দ্র যদি সিদলের দাম না কমায় তাহলে আমরা কমাতে পারবো না। যদিও সিদলের কথাটা এখানে নেই। এটা থাকলে ভাল হত। কারণ পাহাড়ীরা সিদল বেশী খায়। ত্রিপুরা পাহাড়ী প্রধান দেশ। সমর বাবুর এই প্রস্তাবে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট ব্যাপারেও আমাদের কেন্দ্রের কাছে ধর্ণা দিতে হবে। যাই হোক আমাদের বিধায়ক তপন বাবু বলছেন যে, আমরা নাকি ইন্দিরা গান্ধীকে ফিরিয়ে আনতে চাই। কিন্তু আমরা এখানে বলতে চাই যে আমরা ইন্দিরা গান্ধীকে ফিরিয়ে আনতে চাই না। তবে বলতে চাই ইন্দিরা গান্ধী যদি ইমারজেন্সীর সময় তেলের দাম কমাতে পেরেছিলেন, তাহলে আপনারা ৫৬টা ভোট পেয়ে তা কেন পারবেন না। আপনাদের হাতে সময় আছে, জমিদার জোতদার আজকে সি. পি. এম করে। তাদের বলুন। দায়িত্ব এড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা করে যে প্রস্তাব আপনারা এনেছেন, সে প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। তাই বিরোধীতা করার জন্যই বিরোধীতা করছি সেটা আমরা মনে করি না। দায়িত্ব এড়ানোর জন্য যে বক্তব্য রেখেছেন তারই বিরোধীতা করছি। তাঁদের বক্তব্যে মনে হচ্ছে যে তাঁদেরকে কেন্দ্রীয় সরকার খাইয়ে দেবেন। এটা রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার একটা অস্ত্র মাত্র। কাজেই এই প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল চৌধুরী—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রস্তাবকে সর্বান্তকরনে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে যে এই প্রস্তাবটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থে আনা হয়েছে। বিরোধী গ্রুপ যে বিরোধীতা করেছেন, ওদের বাস্তব জ্ঞান নেই, বাস্তব জ্ঞান কেন নেই সেটা আমি বলছি। আজকে চাউলের দাম বাড়ছে, কেন চাউলের দাম বাড়ছে এই জিনিষটা বিরোধীরা বুঝতে পারেন না। ত্রিপুরারাজ্যে কর্ডনিং সিষ্টেম যেটা ছিল, সেটা

উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা রাজ্যসরকারের ক্ষমতা নেই যে কর্ডন করতে পারি। এটা সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ। আমাদের ত্রিপুরারাজ্যে যে খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে, ধান উৎপাদন হচ্ছে, সে ধান অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে, আমরা কিছু করতে পারছি না। এ জিনিষ তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে নেই, কাজেই উনারা জানেন না, জানলে এই অবান্তর কথা এই হাউসে দাঁড়িয়ে বলতেন না, কাজেই আজকে সেই জিনিষ বুঝা একান্ত প্রয়োজন। ত্রিপুরারাজ্যে যে ধান উৎপাদিত হচ্ছে, সেই ধান কৃষক কি তার মুনি খরচের জন্য বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। যখন প্রথম ধানটা তার ঘরে আসছে, তখন বাজারে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। যেমন বড় বড় যারা নাকি পুঁজিপতি, মুনাফাখোর তাঁরা সেই ধান কিনে রাখে, ষ্টক করে রাখে এবং পরবর্ত্তী সময়ে চড়া দরে সেই ধান বিক্রি করে, কাজেই এই যে জিনিষটা হচ্ছে, সেই জিনিষটা তাদের মাথার মধ্যে ঢুকছে না। মাথার মধ্যে ঢুকলে বিরোধীরা বিরোধীতা করতে পারতেন না। ধান থেকে যে চাল হয়, সেই চাল চলে যায় আসামে এবং অন্য জায়গায়। কে: তৈল ত্রিপুরা রাজ্যে হয় না, কে: তৈল উৎপাদিত হচ্ছে অন্য জায়গায়, সেখান থেকে আমাদের কে: তৈল আনতে হয়, এটা তো আমাদের ত্রিপুরা সরকারের ক্ষমতায় নেই। লবন আসে গুজরাট থেকে, লবন ত্রিপুরারাজ্যে উৎপাদিত হয় না। কাজেই এই জিনিষগুলির কথা চিন্তা না করলে উল্টা-পাল্টা হবেই তাই সমস্ত ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে হয়। আজকে অনেক কথা বলা হয়েছে, যে কথাগুলি সমর বাবু বলেছেন, অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন, কাজেই সেই যুক্তিগুলিকে পুনরায় আলোচনা করার কোন দরকার নেই। এই যুক্তিগুলি নিজেরা চিন্তা করলেই এটা বাস্তব এবং পরিষ্কার হয়ে যায় যে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা আছে, ইচ্ছা করলে কেন্দ্রীয় সরকার করতে পারেন। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছি, আমরা তো কেন্দ্রীয় সরকারকে বলছি না যে তোমাকে এটা করতেই হবে, আমরা অনুরোধ করেছি অনুরোধই হচ্ছে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা চাই এই কাজগুলি করার জন্য। একটা কথা আপনারা বার বার বলছেন আমরা জনতাকে সমর্থন করি। ইন্দিরা গান্ধী এক সময় ভারতবর্ষে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিলেন এবং সারা ভারতবর্ষকে একটা কারাগারে পরিণত করেছিলেন, সেখানে লোকের একটা কথা বলার ক্ষমতা ছিল না, সেই পরিস্থিতিতে জনতা এসে বলেছিল যে গণতন্ত্র আমরা ফিরিয়ে দেব, সেই গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবার স্বার্থে আমরা জনতাকে সমর্থন করছি, কিন্তু আমরা জনতার সঙ্গে মিশে যাই নি, আপনাদের মত ঐ রকম আচলে বাধা নেই, কাজেই সমস্ত জিনিষটা বুঝতে হবে, না বুঝে উল্টো-পাল্টা আক্রমণ করা ঠিক নয়, বুঝে দেখতে হবে, এই জন্য এই যে দাবী, সেই দাবীকে সঠিক মনে করি—শুধু সঠিক নয়, এই দাবী ত্রিপুরারাজ্যের সাধারণ মানুষকে সস্তা দরে জিনিষ-পত্র দেওয়ার দাবী। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা যদি আমরা না পাই, তাহলে সেটা দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করার জন্য আবেদন রেখে, সমরবাবু যে বে-সরকারী প্রস্তাব এনেছেন, তাকে সমর্থন করেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মি: ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীঅখিল দেবনাথ।

শ্রীঅখিল দেবনাথ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে বে-সরকারী প্রস্তাব এই সভায় উপস্থিত করেছেন, সেই প্রস্তাবকে আমি সর্বান্তঃকরনের সমর্থন করছি। বিরোধী পক্ষ থেকে অনেক কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বিরোধী পক্ষরা এই জিনিসটা ভাল করে

বুঝেও একটা বিকৃত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যাতে বে-সরকারী প্রস্তাবটা পাশ না হয়। ত্রিপুরাতে এখন ধানের মন ৩০ টাকা কিন্তু বাজারে চাল যে দরে বিক্রি হচ্ছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য কোথায়? আড়াই টাকা কে.জি চাল বিক্রি হচ্ছে। স্বল্প মূল্যে জিনিষ ক্রয় করে ন্যায্য মূল্য দোকানের মারফতে দিলে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে শ্রমজীবি মানুষ, বিশেষ উপকৃত হবে। মুনাফাখোর এবং বড় বড় মালিক, যারা শ্রমজীবি মানুষের দুর্দিনের একটা সুযোগ নিয়ে, ওদের থালা, ঘটি, বাটী, বিক্রি করে নিঃস্ব করে একটা দুঃসময়ে স্বল্প দাম দিয়ে তাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রগুলি বিক্রি করতে বাধ্য হয়. ফলে এই দরিদ্র মানুষেরা আরো দরিদ্র হয়ে যায় এই দিক দিয়ে, সমর বাবু যে বে-সরকারী প্রস্তাব এনেছেন "স্বল্প মূল্যে সমস্ত উৎপাদকদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্য জিনিষ ক্রয় করে, রেশনের দোকানের মারফৎ যাতে মানুষ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা—স্বল্প মূল্য বলতে এটা বুঝায় না যে উৎপাদন করতে যে খরচ পড়বে, তার চাইতে কম দামে, জোর করে জিনিষগুলি খরিদ করা। সুতরাং বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা যতই বিকৃত ব্যাখ্যা করেন না কেন, তাদের এই ব্যাখ্যা কার্যে পরিণত হবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি ত্রিপুরারাজ্যে বিগত ৩০ বছরে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। ছোট ত্রিপুরারাজ্যের তিন ভাগের দু ভাগ পাহাড়ী দুর্গম অঞ্চল, সেখানে চলাচলের কোন ব্যবস্থা নাই, নদী-নালার উপরে চলাচলের কোন ব্যবস্থা নাই, সুতরাং যখন বর্ষা আসে, তখন মুনাফাখোরেরা ঐ সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে থাকে যে কি ভাবে গ্রামের লোকদের বেশী দামে ঐ সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ বিক্রি করে একটা ভাল মুনাফা করতে পারে। হোলডাররাও সমস্ত জিনিষ গুদামজাত করে রাখে এবং যখন বর্ষা আসে তখন বেশী দামে সে জিনিষগুলি বিক্রি করে এবং এটা সত্যি কথা শতকরা ৮০ জন লোক পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাস করে, সেই সব অঞ্চলে বর্ষার সময় ঐ জিনিসগুলি ভাল বিক্রি হবে এবং তার ফলে তাঁরা প্রচুর মুনাফা লাভ করতে পারবে। এই দুর্দিনে গরীব কৃষক এবং শ্রমজীবী মানুষ তারা প্রায় আকর্মন্য অবস্থায় থাকে, তাদের হাতে তখন কোন কাজ থাকে না, তার ফলে তারা নিঃস্ব হয়ে যায়। এই দুর্দিনে আমরা যে বামফ্রন্ট সরকারে এসেছি, আমরা যদি এই দুর্দিনে গরীব মজুর, চাষী এবং শ্রমজীবি মানুষের সাহায্যের কোন পরিকল্পনা না করতে পারি, যদি আমরা দুর্দিনে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি ন্যায্য দামে তাদের হাতে পৌঁছে দিতে না পারি, তাহলে বামফ্রন্ট সরকারের অর্থ কি? সুতরাং এই দিক দিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর বাবু যে বে-সরকারী প্রস্তাব এনেছেন সেটা অত্যন্ত উত্তম প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করবো কারণ বাজেটের টাকা যতই বাড়ানো হউক না কেন, সেটা সংস্থান করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের সুতরাং এই দিক থেকে মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা অত্যন্ত যুক্তিসংগত প্রস্তাব। কারণ ডাল, তেল, নুন, গম কাপড়, ঔষধ, কাগজ এইগুলি অত্যন্ত অপরিহার্য্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ, কাজেই এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সারা বছর ন্যায্য মূল্যের দোকানের মারফৎ বিক্রি করার জন্য আমাদের কে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করতে হবে এবং এই সমস্ত জিনিষ যদি আমরা ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত গরীব মানুষের নিকট বিতরণ করতে পারি তাতে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের বাধা কোথায়? উনারা কি জানেন না যে বাজেটে আমাদের যেমন খুশী টাকা ধরলেই পাব না, যদি না কেন্দ্রীয়

সরকারের অনুমোদন পাই। এই জিনিষটা ত্রিপুরার মতন জায়গার পক্ষে অত্যান্ত প্রয়োজন। কারণ তৈল বলুন, ডাল বলুন, নুন বলুন, কাপড় বলুন, যে কোন জিনিষই বলুন, আমাদেরকে সব সময় বাইরের উপর নির্ভর করতে হয়। যদি কোন সময় রেল দুর্ঘটনা হয়, তাহলে বাইরে থেকে কোন জিনিষ পত্র আসবে না, আর সেই আশায় মুনাফাখোররা বসে থাকেন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বাড়ানোর জন্য। যে কোন সময় রেল দুর্ঘটনা হতে পারে, ত্রিপুরা পাহাড়ী অঞ্চলে, যে কোন সময় রাস্তায় ধ্বস পড়তে পারে। এক দিন যদি গাড়ী চলাচল বন্ধ থাকে তাহলে জিনিস পত্রের দাম তারা একটু বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং গরীব জনসাধারণকে সাহায্য করার এটা উত্তম প্রস্তব। আমরা দেখেছি বিগত ৩০ বছরে যে সমস্ত রেশন শপ ব সরকার অনুমোদিত দোকান দেওয়া হত, সেগুলি দেওয়া হত তাদের তাবেদার বা পেয়ারের লোককে। তারা সেগুলি নিয়ে নিজেরা দোকান চালাত না, কতগুলি সুদখোর মহাজনদেরকে দিয়ে দিত, বিনিময়ে তারা তাদের কাছ থেকে মাসোহারা পেত। ফলে রেশন শপটা ঠিক মত চালানো হত না। তারা রেশনের জিনিষ কারচুপি করত বা ব্ল্যাকে বিক্রি করে দিত। কাজেই এই প্রস্তাবের সংগে আমি আর একটা জিনিষ যোগ করতে চাই যে—"এই বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে চাল, ডাল, গম, তৈল, নুন, ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী এবং কাপড়, ঔষধ ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহ উৎপাদকদের নিকট থেকে ন্যায্য দরে সংগ্রহ করে সরকার অনুমোদিত দোকানের মাধ্যমে মাথাপিছু ন্যায্য বরাদ্দে সস্তাদরে বটনের ব্যবস্থা করা হউক এবং সঙ্গে সঙ্গে ন্যায্য মূল্যের যে দোকানকে যে লাইসেন্স দেওয়া হবে, সেটা যে কোন ভাবেই ট্র্যান্সফারেবল না হয়।" কারণ লাইন্সেটা ট্রান্সফারেবল হলে ন্যায্য মূল্যের দোকানে কারচুপির সম্ভবনা থাকে বেশী সুতরাং ন্যায্য মূল্যের দোকান যাতে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হয়, তার জন্য এই প্রস্তাবের সঙ্গে "ন্যায্য মূল্যের দোকান গুলিকে যে লাইসেন্স দেওয়া হবে সেগুলি যেন ট্রান্সফারেবল না হয়," এটা যোগ করার জন্য আমি বলছি। আর স্বল্প কথাটা না রেখে আমরা ন্যায্য দরে কিনে এনে ন্যায্য মূল্যের দোকানের মারফৎ স্বল্প মূল্যে বিক্রি করতে পারি, তজ্জন্য সেটাকে সংশোধন আকারে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ রেখে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমন্দিদা রিয়াং।

শ্রীমন্দিদা রিয়াং—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন, সে প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কেন যে এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করলেন তা আমি বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় তারা ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের মংগল কামনা করেন না। তা যদি না হয়, তাহলে তো বিরোধীতার কোন যৌক্তিকতা দেখছি না। ত্রিপুরার জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকার, তাঁর সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের সমস্যাকে সমাধান করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলের প্রতিটি গাঁও সভাতে ন্যায্য মূল্যের দোকান খুলে দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলতে পারি, কাঞ্চনপুর থেকে দশদা পর্যান্ত কোন যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা নেই, তবুও এই বামফ্রন্ট সরকার সেই সমস্ত জায়গাতে ন্যায্য মূল্যের দোকান খুলে দিয়েছেন।

আমরা দেখেছি বিগত তিন দশক ধরে, কংগ্রেসী অপশাসনে বিভিন্ন সময়ে যে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল, সেই সমস্যার সমাধান করার জন্য কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। তাই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছি যে – ত্রিপুরার খাদ্য সংকট এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংকট থেকে ১৭ লক্ষ্য মানুষকে বাঁচানোর জন্য ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফৎ চাল, ডাল, গম তৈল, নুন ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী এবং কাপড়, ঔষধ ইত্যাদি দ্রব্য সামগ্রী সুষ্ঠুভাবে বন্টনের জন্য, তা যদি না হয় তাহলে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের মানুষকে অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। তাই আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই বিধান সভায় মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর যে প্রস্তাব এনেছেন, সে প্রস্তাবকে সর্বান্তকরণে আমি সমর্থন করছি। কেননা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই যে প্রস্তাব এসেছে, সেই প্রস্তাবে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষএর কথাই ব্যক্ত হয়েছে, যারা গ্রামে বাস করে, দিন এনে দিন খেতে পায় না, সেই সব গরীব মনুষের কথাই এই প্রস্তাবে রয়েছে। এই প্রস্তাব এমন একটা সময়ে এসেছে যে সময়ে ত্রিপুরার জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকার গদিতে আসেন। বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী, সে দৃষ্টিভঙ্গী, এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হচ্ছে। এই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার গরীব মানুষের সরকার এবং গরীব মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল। সেইজন্য গরীব মানুষের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আজকের এই সভায় মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এমন একটা সুন্দর প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারলাম না। ফলে এই জিনিষটাই আজকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে—পুঁজিপতি কংগ্রেসের ধনবাদী অর্থনীতি আমাদের দেশে এতদিন ছিল, যে অর্থনীতির মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধী সারা ভারতবর্ষে লুটের রাজত্ব কায়েম করেছিল, সেই ধনবাদী অর্থনীতির পৃষ্ঠপোষক এই বিরোধী দলের সদস্যরা গরীব মানুষের জন্য যে প্রস্তাব রয়েছে, সেই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাতে পারলেন না। তাই আমরা দেখতে পাই যে ইন্দিরা কংগ্রেসকে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ গত বিধান সভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে, আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করেছিল, সেই ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রতিচ্ছবি এই উপজাতি যুব সমিতির মধ্য দিয়ে বেড়িয়ে এসেছে স্বাভাবিক ভাবেই। কাজেই এটা আশ্চর্য্যের কিছু নয়। উনারা যে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারেন না সেটা ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই যে প্রস্তাবে রয়েছে যে চাল, ডাল, গম, তেল, নুন ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, সেই দ্রব্য আজকে দেখা যাচ্ছে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, কারণ তার দাম এত বৃদ্ধি হয়েছে। এমতা ব্যবস্থায় মূল্য বৃদ্ধির জন্য আমরা একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাই, তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারের এটা দায়িত্ব আছে যাতে সেই-গুলি জনসাধারণের কাছে পৌঁছতে পারে তার ব্যবস্থা করা। কাজেই এই যে প্রস্তাব এসেছে, এই প্রস্তাবে সাধারণ মানুষের বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে। কাজেই এই প্রস্তাব স্বাভাবিক কারণেই সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন পাবে। কারণ তাতে তাদের ন্যায্য দাবী রয়েছে। কাজেই আমি

মনে করি এই প্রস্তাব অত্যন্ত সময়োচিত এবং যুক্তি সংগত এবং যারা এই বিরোধিতাপ্রস্তাবের করছে,তারা পরোক্ষ জনসাধারণের দাবী অস্বীকার করছে। তারা জনসাধারণের সমর্থন পাবেন না এই সম্পর্কে আমরা স্থির নিশ্চিত যারা জনগণের ন্যায্য দাবী সমর্থন করতে পারেন নি, তারা কি করে জনগণের সমর্থন পাবেন তা আমি বুঝতে পারি না। কাজেই আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আমরা চাপ সৃষ্টি করছি যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সাধারণ মানুষের কাছে সস্তা দরে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই বলেই আমি প্রস্তাবের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই বিধান সভায় মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম কমিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব আমি সমর্থন করি। আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য-এ তার কারণ তুলে ধরতে চাই এবং তার সাথে সাথে একথাও বলতে চাই যে আজকের দিনে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার যে ত্রিপুরার মানুষের মঙ্গল হবে, এমন চিন্তা ধারায় এগিয়ে চলেছেন, নুতনভাবে ত্রিপুরাকে সাজাবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি নুতনভাবে ত্রিপুরাকে সাজাবার পথে, উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আজকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম কমানো প্রয়োজন, ত্রিপুরা তথা সারা ভারতবর্ষের স্বার্থে এই কথা সম্ভবতঃ কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু আজকে ত্রিপুরা বিধান সভায় ত্রিপুরা উপজাতি সমিতির সদস্যরা যে মন্তব্য করেছেন সেটা অত্যন্ত দুঃখ-জনক। তাঁরা কথা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে ইন্দিরা গান্ধী যখন ভারতবর্ষে জরুরী অবস্থা জারী করেছিলেন, সেই জরুরী অবস্থা নাকি ছিল কালোবাজারীকে দমন করবার জন্য। কিন্তু আমরা তো কিছুদিন আগে পত্রপত্রিকায় লক্ষ্য করেছিলাম যে বোম্বের কালোবাজারী হাজী মস্তান কয়েকদিন আগে মন্তব্য করেছিলেন যে আমি আছি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সহায়তায়। এখানে উপজাতি যুবসমিতির সদস্যরা বলেছেন কালো বাজারীদের তুলে দেবার জন্য জরুরী অবস্থা জারী করা হয়েছিল, সেই কথায় আমি একমত নই। তেল, নুন, কাপড় ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম সবাই চায় কম থাকুক। ডাল, তেল, লবণ, কেরোসিন এইগুলি দাম নির্ধারণ করে দাম কমানো একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। একটা লোককে যদি ঘরের মধ্যে আটক রাখা যায় তাহলে সে ঘরের সীমানা পর্যন্ত যেতে পারে। দরজা ভেঙ্গে যেতে পারে না। ঠিক তেমনি রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বেড়ার মধ্যে আবদ্ধ। সুন্দর-ভাবে যাতে ত্রিপুরাকে সাজানো যায় সেই চেষ্টা করতে রাজ্য সরকার কোন ত্রুটি করছেন না। তাই আজকের দিনে কেন্দ্রীয় সরকারযদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমাবার উদ্যোগে এগিয়ে না আসেন, তাহলে রাজ্য সরকারের পক্ষে সেটা করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের দাবী যাতে এই প্রস্তাব বিধান সভাতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি যাতে আমরা এদিকে আকর্ষণ করতে পারি, সেই অনুরোধ আমি সবার কাছে রাখব। কারণ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমানোর এই যে প্রস্তাব, তার সংগে আমি এক মত এবং এই বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তৃতা এখানে শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

শ্রীমতিহরি জমাতিয়া—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য সমর বাবু এখানে যে প্রস্তাবটা এনেছেন, আমি তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে বর্তমানে মাত্র তিনটি জিনিষ ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত সাধারণ মানুষদের দেওয়া হয়, সেগুলি হল কেরোসিন, চিনি আর আটা কিন্তু শুধু মাত্র এগুলি দিয়েই মানুষের জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়, তাদের আরও অনেক কিছু দরকার। তাছাড়া আমরা দেখতে পাই যে প্রতি বছরই প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য জিনিষপত্র ঠিক মত আসে না। আর যদিও বা আসে, সেগুলি মুনাফাখোর বড় বড় মহাজনেরা লুকিয়ে রেখে দিত, ফলে একটা কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করা হত। কাজেই বর্তমানে সময়ে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে যাতে কোন কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি না হয় এবং সাধারণ মানুষ যাতে সেগুলি সহজে পেতে পারে, তার যাবতীয় ব্যবস্থা করার জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব। আর বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কেন যে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করলো না, তা বড়ই দুঃখের ব্যাপার। কাজেই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি।

শ্রীতরনী মোহন সিংহ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সময় চৌধুরী মহাশয় হাউসের সামনে যে প্রস্তাবটি এনেছেন, আমি তাকে আমার সমর্থন জ্ঞাপন করি। সমর্থন জ্ঞাপন করি এই কারণে যে এই প্রস্তাবের ভিতর যে জিনিসগুলির কথা উল্লেখ আছে বা যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের নাম তিনি এখানে বলেছেন, সেগুলি আমাদের শতকরা ৮০ ভাগ খেটে খাওয়া মানুষেরই প্রয়োজন। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতি বছরই একটা সংকট সৃষ্টি হয় এবং সেই সংকটের মোকাবিলা করার জন্য কংগ্রেসী আমলে আমরা যখন দাবী করতাম, তখন ঐ সরকার আমাদের সেই দাবীকে উপেক্ষা করতো। অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম কমানোর আমাদের যে দাবী, সেই দাবী তৎকালীন কংগ্রেসী সরকার মানতেন না। কিন্তু আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে সেই জায়গাতে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমরা বামফ্রন্ট সরকারের ৫৬ জন এম, এল, এই প্রস্তাবকে সমর্থণ জানাচ্ছি এবং এই ব্যাপারে যদি আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি না করতে পারি, তাহলে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কিছুই পাব না কারণ আমরা নির্বাচনের সময়ে বলেছিলাম যে আমরা জনসাধারণের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করব। আমাদের এই যে দাবী, এটা শুধু আমাদের দাবীই নয়, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের আপামর জনসাধারণের ন্যায্য দাবী। কাজেই এই দাবী সর্বত্র সমর্থনযোগ্য। তাছাড়া আমাদের যে ক্ষমতা সেটা কেন্দ্রের, কাছে, কাজেই কেন্দ্রের কাছে দাবী না করলে আমরা সেটা পাব না। কিন্তু আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এই প্রস্তাবের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল সাড়ে সাত কাণি পর্যান্ত জমির খাজনা মুকুব করা, সরকার তা না করে ৫ কাণি পর্য্যন্ত জমির খাজনা মুকুব করেছেন। অতএব সরকার নাকি তার প্রতিশ্রুতি রাখতে পারছেন না। কিন্তু আমি বলতে চাই যে তাদের এই বক্তব্য আমাদের প্রস্তাবের বাইরে, এই প্রস্তাবের আলোচনায় এই সব কথা আসতে পারে না। তবু তাদের কিছু বলতে হবে, তাই বলা। এই প্রসঙ্গে আমি আরও বলতে চাই যে সরকার ৫ কাণি পর্য্যন্ত নাল জমির খাজনা মুকুব করছেন এবং সেই সংগে ১৫ কাণি পর্য্যন্ত টিলা জমির খাজনাও মুকুব করে দিয়েছেন।

কাজেই হিসাব করে দেখা যাচ্ছে যে সরকার গড়ে ১০ কাণি পর্য্যন্ত জমির খাজনা মুকুব করে দিয়েছেন। তা সত্বেও তারা এখানে অন্য রকম কথা বলছেন, তার কারণ হল তাদের পিছনে বসে অন্যরা কল কাটি নাড়ছেন, আর তাই তারা আমাদের প্রস্তাবের বিরোধীতা করছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই যে সমর বাবুর যে প্রস্তাব, সেই প্রস্তাব ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের স্বার্থে, এই প্রস্তাবকে আমাদের সবাইকে সমর্থন করতে হবে। এই কথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সদস্য সমর চৌধুরী যে বে-সরকারী প্রস্তাব এখানে এনেছেন, সেই প্রস্তাবের মধ্যে যদি কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধন স্বীকার করে নেন, তাহলে সরকার পক্ষ থেকে সেটাকে গ্রহণ করতে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। আমি যে ভাবে প্রস্তাবটাকে সমর্থন করতে চাই, সেটা নিম্নরূপ:—'এই বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে চাল, ডাল, গম, তৈল, নুন ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী উৎপাদকদের কাছ থেকে ন্যায্য দরে এবং কাপড় ঔষধও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ কারখানার উৎপাদকদের নিকট থেকে স্বল্প দরে সংগ্রহ করে সরকার অনুমোদিত দোকানের মাধ্যমে মাথাপিছু ন্যায্য বরাদ্দে সস্তা দরে বন্টনের ব্যবস্থা করা হউক।" মাননীয় সদস্য, যিনি এই প্রস্তাব এখানে এনেছেন, তিনি যদি আমার এই সংশোধনী গ্রহণ করেন, তাহলে আমরা সরকার পক্ষ থেকেও এই প্রস্তাবকে সমর্থন করব।

শ্রীসমর চৌধুরী—স্যার, আমি এই সংশোধনী সমর্থন করছি। কাজেই আমার প্রস্তাব এই সংশোধনীসহ গৃহীত হউক।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা—স্যার, যে প্রস্তাবটা আলোচনার শেষ পর্য্যায়ে এসে গেছে এবং মন্ত্রী মশাই তার উত্তর দিবেন, এই অবস্থায় এই রকম একটা সংশোধনী প্রস্তাব আনা যায় কিনা, যে সম্পর্কিত আইন আমরা দেখতে চাই?

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য, এই রকম সংশোধনী আনা যায়।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা—স্যার, কোন্ আইনে আনা যায়, আমরা তার সম্পর্কিত রুলসটা দেখতে চাই?

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্যগণের উদ্দেশ্যে আমি বলছি এখানে যে সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে তাতে অধ্যক্ষের যে ডিসক্রিশন পাওয়ার আছে তাতে সেখানে মাননীয় মন্ত্রী যদি সংশোধনী প্রস্তাব করেন এবং প্রস্তাবক যদি সেটা গ্রহণ করেন তাহলে এখানে সেই সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হবে। আমি এটা এ্যাডমিট করছি।

শ্রীদশরথ দেব— আজকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, যিনি এই প্রস্তাব উত্থাপন করে এই সভায় এই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই এবং যারা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। প্রথমতঃ আমাদের এটা বুঝা দরকার যে ত্রিপুরা খাদ্যশস্যের দিক থেকে বরাবরই একটা ঘাটতি এলাকা, এখনও স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। কি কারণে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে যাব না। পরবর্ত্তী সময়ে বাজেট আলোচনাতে এটা আলোচনা হবে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে

একমাত্র যে জিনিসটা উৎপাদন হয়, সেটা হল চাউল—ধান, চাউল, সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংখ্যার তুলনায় কম। আমরা বেশীরভাগ সময়েই কেন্দ্রীয় সরকারের সরবরাহের উপর নির্ভর করছি। এখানে বাকী যে কতকগুলি জিনিস আছে যেগুলি ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপাদিত হয় না, সেগুলি হল ডাল, গম, এখানে এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে এটা কিছু নয়, নুন, কাপড়, চিনি এই সব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, সেগুলি ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপাদিত হয় না। কাজেই আমরা এখানে এ বিধানসভার পক্ষ থেকে, ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করতে চাই যে ডাল, নুন, কাপড়, ঔষধ ইত্যাদি এগুলি যদি ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে, সরকারী বন্টন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বিলি ব্যবস্থা না হয়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থকে রক্ষা করা যাবে না। প্রথমতঃ এর উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকলে, জিনিসপত্র সরবরাহর সম্পর্কে কোন নিশ্চিত গ্যারান্টি থাকে না। কারণ এ ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকা যায় না। তাদের হাতে জনসাধারণের ভাগ্য ছেড়ে দেওয়া যায় না। সেখানে সরকারের একটা নিয়ন্ত্রণ বিধি থাকতে হবে। এখানে সেই ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ চাউল, কাপড, নুন, তেল, ডাল এগুলির দাম নিয়ন্ত্রণ করা, এটাতো ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এটা সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে জড়িত। তাছাড়া এগুলি তো ত্রিপুরাতে উৎপাদিত হয় না। এগুলি সবই ত্রিপুরার বাহিরে থেকে আনতে হবে এবং ত্রিপুরার বাইরে থেকে আনতে গেলে সোর্স প্রাইস, যে জায়গাতে এই জিনিষগুলি উৎপাদিত হয়, সে জায়গায় তার একটা দর নির্ধারণ করে দিতে হয়, সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সম্ভব, এটা ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করছি। বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যখন বললেন যে নিজেদের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের ঘারে চাপিয়ে দিয়ে রাজ্য সরকার নিজের দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এই প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে, এটা বোধ হয় অত্যন্ত ভুল ধারণা। আমরা রাজ্য সরকার কখনই আমাদের দায়িত্ব এড়াতে চাই না। এখানে যতটুকু সুযোগ আছে আমরা চেষ্টা করছি। আমরা সরকারে আসার পর থেকে আমরা চেষ্টা করছি যে আমাদের রেশনসোপগুলি যাতে জিনিসপত্র পায় সেই জন্য সেগুলি চালু রাখা এবং ৬৫৪টি ন্যায্য মূল্যের দোকান চালু আছে। তার মধ্যে শহরে ৮২টি, আর গ্রামাঞ্চলে ৫৭২টি দোকান আছে। পূর্বের সরকার থাকা অবস্থায় গাঁওসভাভিত্তিক রেশনশপ দিয়েছিল, এইবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্যে আগের চেয়ে অনেক বেশী পঞ্চায়েত হয়েছে এবং প্রাতটি পঞ্চায়েতে একটা করে যদি রেশন শপ হয়, আর যদি দেখা যায় একটা পঞ্চায়েত থেকে আরেকটা মাথায় রেশনশপ না দিলে অসুবিধা হবে, তাহলে এক পঞ্চায়েতের মধ্যে দুটো রেশন শপ দিতেও আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না। আমরা দেখছি যখন কেরোসিনের দামটা বাড়তে থাকে, তখন তার একটা দর বেঁধে রেশনশপের মাধ্যমে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে এবং এগুলির উপর নজর রাখা হয়েছে যাতে ব্যবসায়ীরা তাদের খুশিমত দাম খুব বেশী চড়াতে না পারে। কিন্তু তা সত্বেও মাঝে মাঝে দাম একটু উর্ধগতি হয়। তার কারণ হচ্ছে ব্যবসায়ীদের মুনাফা লাভের একটা ইচ্ছা তো আছেই এবং তখন যদি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সাপ্লাইটা একটু কম হয় তখন তারা আরও

বেশী করে সুযোগটা গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় সরকার ডাল, চাল, গম, তেল, বা অন্যান্য জিনিষ-গুলির কোটা যাতে আরও বাড়িয়ে দেয়, সেজন্য আমরা সরকারের লেভেল থেকে, অফিসার লেভেল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে, কোটা বাড়ানোর চেষ্টা করেছি এবং কিছু বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে রেলওয়ের যে বোটলনেক, আমরা এত কোটা পেলাম, কিন্তু রেলওয়ে ওয়াগন পাওয়া গেল না, সময় মত লবণ আনতে পারা গেল না, সময় আমরা বার বার সরকারের পক্ষ থেকে কেউ না কেউ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে, রেলওয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে যারা ডীল করে, সেই অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি কিছুদিন আগে দিল্লীতে সিমেন্ট, লবণ আনতে যাতে রেলওয়ে ওয়াগনের অভাব না হয়, ত্রিপুরাকে স্পেশাল কেস হিসাবে যাতে দেখা হয় তার জন্য কিছুদিন আগে—কিছুদিন আগে মানে গত ১৩ তারিখে রেল মন্ত্রী মধু দণ্ডবতের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হয়েছে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আপনারা জানেন আপনাদের কত লাগবে, ইতিমধ্যে ত্রিপুরা ব্যাপক বন্যার কবলে পড়েছে। কিছুদিন আগেও মুখ্যমন্ত্রী নিজে চিঠি দিয়েছেন, তার করেছিলেন। আমিও মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা করেছি। আমরা বলেছি যে আমাদের অন্তত ১৫ লাখ টাকা দেওয়া হোক, যাতে আমরা বন্যা বিদ্ধস্ত মানুষকে কিছুটা সাহায্য করতে পারি। কাজেই সব সময়েই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে আমরা চলতে চাই এবং এই প্রস্তাবেও সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। এটা হুকুমদারীর কথা নয়। কাজেই বিরোধী নেতা শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং যে বলেছেন যে, যদি অনুরোধ করা হতো, তাহলে আপত্তি করার কিছু থাকতো না। তিনি বলেছেন যে আমরা আমাদের নিজেদের দায়িত্ব এড়ানোর জন্যই এই প্রস্তাব এখানে এনেছি। আমি উনাকে বলছি যে, আবার ভাষাটা ভাল করে পড়ে দেখুন। দায়িত্ব এড়ানোর কিছু নয়। কাজেই বিরোধী নেতা যদি ভাষাতে বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন, তাহলে আমার বলার কিছু নেই। তবে ভাষা সম্পর্কে বিভ্রান্ত হওয়াটা ঠিক না। আমরা এর জন্যই বলছি, যে জিনিষগুলি ত্রিপুরায় উৎপাদন হয় না, অথচ যে জিনিস ছাড়া ত্রিপুরার মানুষ চলতে পারে না, সেই জিনিসগুলি যদি আমরা ন্যায্য দরে, একটু সস্তা দরে ত্রিপুরার মানুষকে দিতে চাই, তাহলে সেই জায়গায় যদি দর নির্দ্ধারিত না হয়, তাহলে আমাদের পক্ষে সেটা করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকার পারেন কৃষকদের কাছ থেকে, উৎপাদকদের কাছ থেকে ন্যায্য দর দিয়ে নিজেরা কিনে নিতে। তারপর বিভিন্ন রাজ্যে, ত্রিপুরার মত পশ্চাৎপদ রাজ্যে, কেন্দ্র যদি বিশেষ নজর না দেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের পক্ষে দুর্ভোগ হবে। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন সব সময়েই এবং এই প্রস্তাব পাশ হবার পরে, কেন্দ্রের কাছে যখন যাবে, যখন কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই এটা সুবিবেচনা করে দেখবেন, এটা আমরা আশা করতে পারি। আপনাদের আমি একটা হিসাব দিচ্ছি। গত জানুয়ার থেকে মে মাস পর্য্যন্ত চাল, গম ইত্যাদি ন্যায্য মুল্যের দোকান মারফৎ বিক্রি করা হয়েছে তার একটি হিসাব :—

চাল এ পর্য্যন্ত	১২,৪৬৪ মেঃ টন।
ধান এ পর্য্যন্ত	১,১১১ মেঃ টন।
গম বা আটা	২,১৫৯ মেঃ টন।
লেভি চিনি	৩,২১৫ মেঃ টন।
কন্ট্রোল ক্লথ	২,৫৫ ব্যাগ।

তবে কন্ট্রোল ক্লথ সম্পর্কে এখনও আমাদের প্রয়োজনীয় যে কোটা তা পাচ্ছি না। এবারও সেটা বাড়ানোর জন্য আমরা কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব দিয়েছি। বিশেষ করে কন্ট্রোল ক্লথগুলি যাতে পূজার আগে পাওয়া যায় তার জন্য একটা প্রস্তাবও আমরা নিয়েছি। এটা পাবার জন্য সহযোগিতার ভিত্তিতে কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের আলাপ আলোচনা চলছে কাজেই এই হাউসে বা বাইরে ত্রিপুরাবাসীর এমন ধারনা হওয়া উচিত নয় যে, ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে কিছুই করা হচ্ছে না। কেন্দ্রের উপর সব দায় চাপিয়ে দিয়ে দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, এটাও ঠিক নয়। তবে সব কিছুতেই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্ন আছে। ওঁরা যদি সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে সহযোগিতা না করেন, তাহলে আমাদের অবশ্য অসুবিধা হবে। শুধু তা নয়, সেদিক থেকে যা শুনছি, দেখছি, কেন্দ্রীয় সরকারও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি একটা ন্যায্যমূল্যে বণ্টনের কথাটা ভাবছেন, চিন্তা করছেন। অন্তত: কাগজে, পত্র পত্রিকায় তাই দেখি। সেটা যদি মেটিরিয়েলাইজড হয়, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সহযোগিতা করব—এবং এ ব্যবস্থা যদি গৃহীত হয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের যে অবস্থা, সে অবস্থা থেকে আমরা খানিকটা কাটিয়ে উঠতে পারব। কাজেই এই এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রস্তাব ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ্য মানুষের, বিশেষ করে গরীব মানুষের, দিকে তাকিয়ে করা হয়েছে। এই হাউসে এটা বিতর্কমূলক হওয়া উচিত নয়। আমি এখনও আশা করবো সর্বসম্মতি ক্রমে যাতে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা যায়, এই কথা বিবেচনা করার জন্য বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে আবেদন জানাবো। দ্বিতীয়তঃ আমি সে আলোচনায় যেতে চাই না, কিন্তু যখন কথা উঠেছে, তখন আমি একটি ছোট্ট বক্তব্য রাখতে চাই। বিরোধী দলের সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা, এই প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথম যেভাবে শুরু করেছিলেন তাতে আমার মনে হয়েছিল, এই ভদ্রলোকটি বিভ্রান্তির অন্ধকার কক্ষে হামাগুড়ি খাচ্ছেন, সবটাই যেন বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে আছে। তিনি বললেন যে, ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থার রাজত্বটা ভাল। এই অর্থে ভাল বলছেন, ইন্দিরা গান্ধী এই সময়ে জিনিসপত্রের দাম কমিয়েছিলেন, ইন্দিরা গান্ধী চোরা কারবারীদের দমন করেছেন। এটাই তিনি দেখলেন। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী চোরাকারবারীদের দমন করেন নি। ব্যবসায়ী এবং চোরাকারবারীরা আগের চেয়েও ১০ গুন বেশী লাভ করেছেন। এটা আমার কথা নয়। এটা রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া যে হিসাব দিয়েছেন, সেই হিসাবের কথা। তাই ইন্দিরা গান্ধীর যে আদর্শ, গণতন্ত্রকে হত্যা করার যে আদর্শ, সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী মানুষের তা কোনদিনই কল্যাণ করতে পারে না। সংসদীয় গণতন্ত্রকে হত্যা করে সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু অস্ত্র, তার যন্ত্র, তার সম্পদ ব্যবহার করার জন্যই এই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল। এবং তার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছল। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিলেন এটা শুধু মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতার বা কর্মীদের কথা নয়, এটা আজকে সরকারী যে কমিশন শাহ কমিশন, তাঁর রিপোর্টগুলির মধ্যেও আংশিক ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। যারা সমাজের উঁচু স্তরে লোক, যাদের কমিশনে যাবার মত সামর্থ আছে, শুধু তারাই সেখানে সাক্ষ্য দিয়েছেন। কিন্তু সমাজের নীচু স্তরের লোকের, যাদের মুখের ভাষা নেই, যাদের, রেকর্ড রাখারও কোন সুযোগ নেই,

লক্ষ লক্ষ মানুষ কিভাবে নির্যাতিত হয়েছিল এখনও তার খবর আমরা পাই নি। তবে ধীরে ধীরে পাব। কাজেই ইন্দিরা গান্ধীকে পরাস্ত করার জন্য মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি জনতাকে সমর্থন করেনি। মার্কসবাদী কমিনিষ্ট পার্টির পরিকল্পনা হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরতন্ত্রকে ধ্বংস করতে হবে, ইন্দিরার রাজত্বে ইন্দিরা গান্ধীকে ফিরিয়ে আনার পথকে বন্ধ করে দিতে হবে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হবে। ভারতবর্ষকে স্বৈরতন্ত্রের কয়েদখানা থেকে মুক্তি দিতে হবে, এই ছিল মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লক্ষ্য। এবং এই লক্ষ্যকে রূপ দেওয়ার জন্য মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি জনতা এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলির সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিলেন নির্বাচনে লড়াই করতে। এটা জনতাকে সমর্থন করার কথা নয়। আমরা আমাদের নিজেদের লক্ষ্য, আদর্শ ও পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার জন্য যাদের সঙ্গে আমাদের আদর্শ, লক্ষ্য ও পরিকল্পনার মিল থাকবে তাঁদের সঙ্গে সামিল হব, তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরা সংগ্রাম করব। তার মানে এই নয় যে, এটার সঙ্গে পুঁজিবাদের সম্পর্ক থাকবে। মানুষের সেই অধিকার যিনি হরণ করেছিলেন-প্রথমে আমাদের কথা বলার অধিকার চাই। সেই অধিকার পাওয়ার পর ঠিক হবে আমরা সমাজতন্ত্র নেব না পুঁজিতন্ত্রবাদ নেব। এটা পরের কথা। আমরা সমাজতন্ত্র চাই। কাজেই এখানেই ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আমাদের পার্থক্য। তাই আজকে ইন্দিরা গান্ধী এবং ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থা যে কত ঘৃণিত, এই নির্বাচনের ফলাফলে ভারতবর্ষের মানুষ তা জানিয়ে দিয়েছে, তারা ইন্দিরা গান্ধী এবং তার লোকদের বর্জন করেছে। ২।১টা জায়গায় ইন্দিরার লোক এখন জয়লাভ করেছেন বলে হয়তো বিরোধী দলের সদস্যরা এখন একটু ভরসা পাচ্ছেন যে আমাদের দেবী হয়তো আবার আসবেন আমাদের উদ্ধার করতে, কিন্তু তাঁরা মুর্খের রাজত্বে বাস করেন, কারণ এই ভারতবর্ষের মানুষ, ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে দেবেনা। এটা বুঝতে হবে এখন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে, শাহ কমিশনের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর বিচার করতে হবে, এই দাবী সবাই করছে। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে হত্যা যিনি করেছেন, এই হত্যাকারীর বিচার ভারতবর্ষের মধ্যে চাই, সারা ভারতবর্ষে আজ এই আওয়াজ উঠেছে। আমি অবাক হয়ে যাই বিধানসভায় এই উপজাতি যুব সমিতির নেতারা দাঁড়িয়ে যখন ইন্দিরা গান্ধীকে ভজন করছেন এবং কামনা করছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে আমি এই হাউসের মাধ্যমে জানাতে চাই, যারা আজকেও এই ইন্দিরা গান্ধীকে ফিরিয়ে আনবার জন্য অস্থির, তাদের স্বরূপ, তাঁদের চেহারা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ চিনুক এবং বুঝুক। ১৯৭৫ সালে উপজাতি যুব সমিতি যখন গঠিত হয়েছিল, সেই সময় আমি লিখিতভাবে আবেদন দিয়েছিলাম যে উপজাতি যুব সমিতি আজকে ট্রাইবেল-ওয়েল-ফেয়ারের নামে তাঁরা কথা বলেন বটে, কিন্তু তারা কংগ্রেসের ভিকিম মার্কা। যারা ভিকিম, মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মার বক্তৃতায় আজ তা প্রমাণিত হলো যে তাঁরা কংগ্রেসর ভিকিম।

(গণ্ডগোল)

আমার বক্তৃতা আমি আর বেশী বাড়াতে চাই না, আমি শুধু বলবো আজকে এই রাজনীতির দিকে না দিয়ে, ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্যা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করছি, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং এটা আমরা যদি এখানে সবাই—কোন বিরোধীতা ছাড়াই সর্ব-সম্মতিক্রমে পাশ করতে পারি, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে এই কথা বলবো যে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের দাবী একই, কারণ সবাই ন্যায্য দরে জিনিষ চায় এবং সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা ছাড়া হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন এটা আমরা চাই এবং আমরা আশা করবো এই দায়িত্ব যদি আজকে আমরা গ্রহণ করতে পারি, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের উন্নতি হবে। আপনারা যদি বিরোধীতা করেন, তাহলে আপনারা বিরোধীতা করতে পারেন, কারণ আপনাদের সে অধিকার আছে। কেন্দ্রের কাছ থেকে সস্তা দরে জিনিষ কিনে আমাদের ত্রিপুরার গরীব মানুষকে বিলি করতে চাই, সেখানে উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা বাধার সৃষ্টি করছেন কার স্বার্থে? জনগণ সস্তা দরে জিনিষ পাবেন, এই কথা উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা কেন যে বুঝেন না, তা আমি বুঝতে পারছি না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাবের উপর মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে সংশোধনী এনেছেন তার উপর আমার আলোচনা করার আর প্রয়োজন নাই, এখন এটাকে ভোটে দিয়ে দিন। আমি আশা করি বিধানসভার সকল সদস্য এমন কি যাঁরা বিরোধীতা করে বক্তৃতা করেছিলেন, তাঁরাও এটাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করবেন। এই আশা নিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় :—সভায় উত্থাপিত বে-সরকারী প্রস্তাবের উপর মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে সংশোধনী এনেছেন সেই সংশোধনী সহ প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি।

এখন সভায় সামনে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি সংশোধনী সহ আমি পড়ছি।

প্রস্তাবটি হলো :—

"এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে চাল, ডাল, গম, তৈল, নুন ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী উৎপাদকের কাছ থেকে ন্যায্য দরে এবং কাপড়, ঔষধ ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ কারখানার উৎপাদকদের নিকট থেকে স্বল্প দরে সংগ্রহ করে সরকার অনুমোদিত দোকানের মাধ্যমে মাথাপিছু নায্য বরাদ্দে সস্তদেরে বন্টনের ব্যবস্থা করা হোক।

যাঁরা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা 'হ্যাঁ' বলবেন।

(ধ্বনি—'হ্যাঁ')

যাঁরা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা 'না' বলবেন।

(ধ্বনি—না)

আমি মনে করি যাঁরা হ্যাঁ বলেছেন তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হল)

উপাধ্যক্ষ মহাশয়—হাউস ১৯ই জুন, ১৯৭৮ ইং সোমবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী থাকবে।

Annexure—"A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 108

By—SriMakhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১) খিলাভঙ্গী বাজারকে খোয়াই নদীর ভাঙন থেকে রক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১) ভাঙন রোধ করার প্রস্তাবটি সক্রিয় পরীক্ষা নিরীক্ষাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 114

By—Shri Tapan Kumar Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) উত্তর ত্রিপুরার কুমারঘাটে 'জওহর জনপদ' নামক সরকারী বাড়ী গুলিতে কোন লোক বসবাস করেন কি?

২) কি উদ্দেশ্যে এইগুলি নির্মিত হয়েছিল?

উত্তর

১) না।

২) নিম্ন আয়ভুক্ত জনসাধারণের মধ্যে সহজ কিস্তিতে বিক্রি করার জন্য বাড়ীগুলি তৈয়ার করা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 135

By—Shri Sumanta Kumar Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া বিশ্রামগঞ্জ ভাইয়া (ডি, আই, এ) ভকছাপাড়া রোড এর পার্শ্ববর্তী সমস্ত কৃষকদের জমি একুইজিশন করা সমস্ত কৃষকদের জমির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে কি?

২) না দেওয়া হইয়া থাকিলে কবে পর্যন্ত দেওয়া হইবে?

উত্তর

১) হাঁ, ২৯১ জনের মধ্যে ২৫৮ জনকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে।

২) বাকী ৩৯ জন, জমির মালিকানা সম্বন্ধে গ্রহনযোগ্য দলিল পত্রাদি দাখিল করিয়া ক্ষতিপূরণ যে কোন সময় নিতে পারেন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 105

By—Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) গোমতী হাইডেল প্রোজেক্ট এর ফলে মোট কি পরিমান ভূমি জলমগ্ন হয়েছে ? এবং

২) এ জলাশয়ে মৎস্য চাষের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) ১৮, ৫০০ একর (সর্বোচ্চ)

২) ১৯৭৪-৭৫ ইং হইতে চতুর্থ পরিকল্পনাধীন গোমতী জলাধারে মৎস্য চাষের উন্নতি কল্পে একটি পরিকল্পনা লওয়া হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 78

By—Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

১। পানিসাগর ওর্চার্ড এর জন্য ১৯৭৭-৭৮ ইং সালে কত টাকা বরাদ্দ ছিল ?

২। বরাদ্দকৃত অর্থ ঐ আর্থিক বছরে ব্যয়িত হয়েছে কি ?

৩। ব্যয়িত হলে, মোট কত টাকার কি কি করানো হয়েছে এবং কোন কোন মাসে ?

ANSWERS

১। টা ৫৯,৫০০·০০

২। হাঁা, মোট ব্যয়ের পরিমাণ টা ৫১,৫২৮·১৬,

৩। ১৯৭৭-৭৮ ইং সনে মাস ভিত্তিক দফাওয়ারী ব্যয়ের হিসাব এইরূপ ঃ—

মাসের নাম	কাজের দফা	ব্যয়ের পরিমাণ (টাকার)
এপ্রিল, ১৯৭৭ইং	১। পাহারাদারের মজুরী	১৫৪·০০
	২। নার্সারীবেডে নার্সারী প্ল্যান্টের সংরক্ষণ	৬০০·০০
	৩। মাদার প্ল্যান্টের সংরক্ষণ	৩৪·০০
	৪। বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় বাবৎ	৫·১৫
	মোট :—	৭৯৩·১৫
মে, ১৯৭৭ইং	১। পাহারাদারের মজুরী	৪২০·০০
	২। বিভিন্ন নার্সারী কাজ	৫৫৪·০০
	৩। ব্ল্যাক পেপারের চারার গোড়া পরিস্কার ও পোকা প্রতিরোধ	৪৮·০০
	৪। মাদার প্ল্যান্ট স্প্রেকরণ	১৪·০০
	মোট :—	১,০৩৬·০০

মাসের নাম	কাজের দফা	ব্যয়ের পরিমাণ (টাকায়)
জুন, ১৯৭৭ ইং	১। পাহারাদারের মজুরী	৪৩৪·০০
	২। বিভিন্ন প্রকারের নার্সারী কাজ	১,৫২৪·০০
	৩। বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় বাবৎ	৪৯·০০
	মোট :—	২,০০৭·০০
জুলাই, ১৯৭৭ইং	১। পাহারাদারের মজুরী	৪২০·০০
	২। বিভিন্ন প্রকারের নার্সারী কাজ	১,১৯৮·০০
	৩। মাদার প্ল্যাণ্টে স্প্রে করণ	২০·০০
	৪। বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় বাবৎ	৩৮·৫৩
	৫। খিরানি বীজের মূল্য	৯১·০০
	৬। সুপারী বীজ গৌহাটী হইতে আনার জন্য ব্যাগ, সুতলী ইত্যাদি বাবৎ	৫৩৬·০০
	মোট :—	২,৩০৩·৫৩
আগষ্ট, ১৯৭৭ইং	১। পাহারাদারের মজুরী	৪৩৪·০০
	২। বিভিন্ন প্রকারের নার্সারী কাজ	১,১৪৪·০০
	৩। নূতন কলা বাগানে গোড়া পরিষ্কার ও মাটি ফেলা	১৬·০০
	৪। মাদার প্ল্যাণ্ট গোড়া পরিষ্কার ও স্প্রে করণ	৭৬·০০
	৫। বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় বাবৎ	২০·০০
	মোট :—	১,৬৯০·০০
সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭ইং	১। পাহারাদারের মজুরী	৪১৩·০
	২। বিভিন্ন প্রকারের নার্সারী কাজ	১,২৫২·০০
	৩। ১০০০০ নারিকেল বীজের মূল্য ও পরিবহন	২৬,১০০·০০
	৪। মাদার প্ল্যাণ্টে স্প্রে করণ	২২·০০
	৫। বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় বাবৎ	৩০·০০
	মোট :—	২৭,৮২২·০০
অক্টোবর, ১৯৭৭ইং	১। পাহারাদারের মজুরী	৪৫৬·০০
	২। বিভিন্ন প্রকারের নার্সারী কাজ	১,৪০০·০০
	৩। মাদার প্ল্যাণ্টে টপ ড্রেসিং	১০০·০০
	৪। বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় বাবৎ	৪·৯৫
	মোট :—	১,৯৬০·৯৫

মাসের নাম	কাজের দফা	ব্যয়ের পরিমাণ (টাকায়)
নভেম্বর, ১৯৭৭ইং	১। পাহারাদারের মজুরী	৩৮২·০০
	২। বিভিন্ন প্রকারের নার্সারী কাজ	৬১৮·০০
	৩। মাদার প্ল্যান্টের টপ ড্রেসিং জংগল কাটা ও গোড়াপরিষ্কার করা	৯২৮·০০
	৪। বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় বাবৎ	১৫·৪০
	৫। একটি জি. স্প্রেয়ারের মূল্য	৯০০·০০
	মোট :—	২৮৪৩·৪০
ডিসেম্বর, ১৯৭৭ইং	১। পাহারাদারের মজুরী	৪২০·০০
	২। বিভিন্ন প্রকারের নার্সারী কাজ	১,৯১৬·০০
	৩। ফায়ার লাইন ও ইন্সপেকশন রাস্তা তৈরী	১৮০·০০
	৪। কমলালেবু বীজ ক্রয় বাবৎ	৯৩৫·০০
	৫। বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় বাবৎ	২৩·৭৫
	মোট :—	২,৬৭৪·৭৫
জানুয়ারী, ১৯৭৮ইং	১। পাহারাদারের মজুরী	৪৩৪·০০
	২। বিভিন্ন প্রকারের নার্সারী কাজ	৪৫০·০০
	৩। ইন্সপেক্সন রাস্তা ও ফায়ার লাইন তৈরী জল দেওয়া, স্প্রে করণ এবং কাটা তারের বেড়া মেরামত	৩৫০·০০
	মোট :—	১,২৩৪·০০
ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ইং	১। পাহারাদারের মজুরী	৪৩৪·০০
	২। বিভিন্ন প্রকারের নার্সারী কাজ	১,২৫২·০০
	৩। গোড়া পরিষ্কার, ইন্সপেকশন রাস্তা তৈরী, স্প্রেকরণ, মাদার প্ল্যান্টের প্রুনিং	৩৬৮·০০
	৪। বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় বাবৎ	২৫·০০
	মোট :—	২,০৭৯·০০
মার্চ্চ, ১৯৭৮ইং	১। পাহারাদারের মজুরী	৩১২·০০
	২। বিভিন্ন প্রকারের নার্সারী কাজ	৬২৪·০০
	৩। মাদার প্ল্যান্টে স্প্রেকরণ, জল দেওয়া ইত্যাদি	১২৪·০০
	৪। মাটির পাত্র ক্রয়	১,৪৩৬·৬০
	৫। কীটনাশক ঔষধ, সার ও চারা ক্রয় বাবৎ	১,৯০৩·০০
	৬। প্রোপাগেশন মেটিরিয়েলের ক্রয় মূল্য	৩৭৪·০০
	৭। যন্ত্রাদি ক্রয় বাবৎ	৯০·০০
	৮। বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় বাবৎ	১৩৯·৯৫
	মোট :—	৫০৮৩·৫৫

সর্ব্বমোট (এপ্রিল, ১৯৭৭ইং হইতে মার্চ্চ, ১৯৭৮ইং পর্য্যন্ত) :— টাঃ ৫১,৫২৮·১৩৭

ADMITTED STARRED QUESTION NO.1

By—Shri Sumanta Kumar Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমার রুদ্র সাগর এলাকায় প্রতি বৎসর বন্যার জলে যে ২ শত একর জমির বোরো ফসল নষ্ট হয়ে যায় তাহা রক্ষা করার ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কোন পরিকল্পনা রূপায়নের প্রস্তাব নাই। যে কোন পরিকল্পনাপূর্ণ তদন্ত সাপেক্ষ এবং কারীগরী ও আর্থিক সংগতির উপর নির্ভরশীল।

ADMITTED STARTTED QUESTION NO. 86

By—Shri Amarendra Sarma.

Will be Hon'bletheMinister in-charge of the P. W. D. be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার বন্যা নিরোধের জন্য উপযুক্ত সমীক্ষা চালানোর প্রয়াস ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৮ ইং সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত সময়ে নেওয়া হয়েছে ?

২। হয়ে থাকলে, কখন এবং ঐ সমীক্ষার রিপোর্ট, এবং

৩। না হয়ে থাকলে, উপযুক্ত সমীক্ষার মাধ্যমে কৃত্রিম জলাধার তৈরী সহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ অবিলম্বে করা হবে কি ?

উত্তর

২। এখন পর্য্যন্ত ধর্মনগর মহকুমার বন্যা নিরোধের কোন সমীক্ষার কাজ সার্বিকভাবে হাতে লওয়া হয় নাই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না,

৩। ধর্মনগর মহকুমায় সঠিকভাবে বন্যা নিরোধের মাষ্টার প্ল্যান তৈরীর কাজ বিবেচনাধীন আছে।

ADMITTED—STARRED QUESTION NO—11

By—Shri Niranjan Deb Barma

Will the Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বিশালগড় ব্লকের অধীনে গোপীনগর গাঁওসভার জনসাধারণ বিজয় নদীর উপর একটি সেতুর (ব্রীজ) দাবী করে সরকারের কাছে আবেদন করেছিল ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এ সম্পর্কে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ব্রীজের সম্ভাব্যতা পরীক্ষার জন্য জরীপ এবং তদন্তের কাজ চলিতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 120

By—Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

১। ডুম্বুর জলাশয় ও রুদ্রসাগরে সরকার ও মৎস্যজীবীদের যৌথ উদ্যোগে মৎস্যচাষ প্রকল্প চালু করা সম্পর্কে সরকার কি ভাবছেন ?

২। কবে পর্যন্ত প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হবে ?

৩। এতে কত লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে ?

৪। স্থানীয় ছাড়া বাইরের লোকদের সুযোগ দেওয়া হবে কি ?

ANSWER

১। ক) ডুম্বুর জলাশয়ে সরকারী উদ্যোগে মৎস্য চাষ প্রকল্প ১৯৭০-৭১ হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে। এই প্রকল্পে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে।

খ) রুদ্রসাগর জলার স্থানীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির মালিকানাধীন। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে এই জলাশয়ে মৎস্যচাষের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে যৌথ প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা ফলপ্রসূ হয় নাই। এই জলাশয়ে যাহাতে লাভজনকভাবে মাছের চাষ করা সম্ভব হয় সেইজন্য একটি কার্যকরী প্রকল্প গ্রহণ করার কথা সরকার পুনরায় বিবেচনা করিতেছেন।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই বলা হইয়াছে।

৩) ডুম্বুর জলাশয়ে মাছধরা ও শুক্‌না মাছের কাজে অন্ততঃ পাঁচশত হইতে ছয়শত জন মৎস্যজীবী নিযুক্ত থাকিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

৪। ক) রুদ্রসাগর সম্বন্ধে এই প্রশ্ন উঠে না, কারণ ঐ জলা স্থানীয় মৎস্যজীবি সমবায় সিমতির নিজস্ব সম্পত্তি।

৫। খ) ডুম্বুর জলাশয়ে কেবলমাত্র মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ভুক্ত সভ্যগণকে স্ব স্ব সমিতির মাধ্যমে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার সংস্থান প্রকল্পে রাখা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 22

By—Shri Drao Kumar Riang

Will the Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর দেও নদীর উপর পাকা ব্রীজ তৈরী করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি থাকে কবে নাগাদ আরম্ভ করা হইবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৭৮-৭৯ সনে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 177

By Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

১) ১৯৭২ সালের এপ্রিল এর পর মৎস্য চাষের জন্য ত্রিপুরা সরকার কত টাকা খরচ করেছে ?

২) এই সময়ে কত টাকার মৎস্য সরকারী জলাশয়গুলিতে উৎপন্ন হয়েছে ?

৩) মৎস্য চাষের উন্নতিকল্পে সরকারের বর্তমানে কি পরিকল্পনা আছে ?

ANSWERS

১) ৭ লক্ষ ৮১ হাজার ১৫৪ একশত চুয়ান্ন টাকা ৬৮ পয়সা।

২) ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার ১১৪ একশত চৌদ্দ টাকা ১১ পয়সা।

ক) মৎস্য চাষের আওতায় বর্তমানে যে জলাশয় রহিয়াছে তাহা হইতে বৎসরে দ্বিগুণ মৎস্য উৎপাদনের জন্য নিবিড় মৎস্য চাষ প্রকল্প বর্তমান মৎস্য চাষ উন্নয়ন পরিকল্পনা অন্যতম। ইহা ছাড়া পাহাড়ী অঞ্চলেও উপত্যকায় পতিত খাস ও জোত লুংগা ভূমিতে ছোট ছোট বাঁধের সাহায্যে মৎস্য চাষের নিমিত্ত নুতন জলাশয় সৃষ্টির এবং পতিত জলাশয়ের সংস্কারের পরিকল্পনা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতিত গোমতী জলাধার হইতে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সর্বাধিক মৎস্য উৎপাদনের প্রকল্পও লওয়া হইয়াছে।

খ) মাছের উৎপাদনের বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় মৎস্য বীজের চাহিদা পূরণের জন্য রাজ্য সরকারের এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের অধীনে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার ফলে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে মৎস্য বীজ উৎপাদনে স্থানীয় উৎপাদনকারীদের উৎসাহিত করা হইবে।

গ) ৩০০ হেক্টর নুতন জলাশয় সৃষ্টি এবং বেসরকারী ২০০ হেক্টর জলা ভূমিতে সরকারী সাহায্য নিবিড় মৎস্য চাষের প্রসার এবং এতদ্ব্যতিত ১৪২ মিলিয়ন মৎস্য বীজের উৎপাদন চলতি বৎসরে মৎস্য উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 142

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় চলতি আর্থিক বছরে কৃষি উন্নয়নের জন্য সরকারী ভাবে কোন নদীকে অস্থায়ী ভাবে বাঁধ দিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) যদি হ্যাঁ হয় কোথায় কোথায়, কোন কোন নদীতে এবং কখন হইতে উক্ত কাজটি করা হইবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ক) মহারাণী নিকট গোমতী নদীর উপর ব্যারেজ।

খ) চাকমা ঘাটের নিকট খোয়াই নদীর উপর পিক আপ স্কীম। এই আর্থিক বছরে শেষের দিকে এই প্রকল্পটীর কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 185

By—Shri Mohan Lal Chakma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) চলতি আর্থিক বৎসরে কুমারঘাট হইতে মাছমারা বাজার পর্য্যন্ত (কে, এন, রোড) রাস্তার কাজ বন্ধ রাখার কারণ কি?

২) ইহা পুনরায় চালু করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

৩) পরিকল্পনা থাকিলে কবে নাগাদ সংস্কারের কাজ আরম্ভ হইবে?

উত্তর

১) আর্থিক বরাদ্দের অপ্রতুলার জন্য।

২) হ্যাঁ।

৩) বর্ষাকালের পর এই কাজ শুরু হইতে পারে যদি অর্থের সংকুলান হয়।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 174.

By—Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সীমান্তের অপর পারে বাঁধ নির্মানের ফলে কমলপুর বাজারকে জলমগ্নতার হাত থেকে রক্ষা করে যে বাঁধ নির্ম্মিত হচ্ছে তা কবে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হবে?

২) এর জন্য সরকারের কত টাকা ব্যয় হবে, এবং

৩) এই একই কারণে বড় সুরমা পঞ্চপী ইত্যাদি গ্রামগুলিতে জল প্লাবন থেকে রক্ষার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

৪) থাকলে, পরিকল্পনার কাজ কখন থেকে শুরু হবে?

উত্তর

১) ১৯৭৮-৭৯ সনে।

২) আনুমানিক ২০ লক্ষ টাকা।

৩) পরিকল্পনা বর্ত্তমানে নাই।

৪) ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 169

By—Shri Rudreswar Das.

Will the Ho n'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই-ফটিকরায় রাস্তার উপর মানিক ভাণ্ডারে ধলাই নদীর উপর যে আর, সি, সি, ব্রীজের কাজ চলছে তা কবে সম্পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল ?

২। নির্ধারিত সময়ে সম্পূর্ণ না হয়ে থাকলে তার কারণ ?

৩। কবে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হবে এবং এর জন্য কত ব্যয় হবে, এবং

৪। মূল অনুমোদিত ব্যয়ের চেয়ে বেশী ব্যয় হবে কি ?

উত্তর

১। (ক) সাব স্ট্রাকচার—৩০-১২-৭৪

(খ) সুপার ষ্ট্রাকচার—১৩-১১-৭৬

২। (ক) সাব ষ্ট্রাকচার—প্রাথমিকভাবে সিমেন্টের অপ্রতুলতার জন্য কাজের ব্যাঘাত হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে পিলার বসাইবার সময় কূপ খননের অসুবিধার দরুণ সমস্ত চেষ্টা সত্বেও অস্বাভাবিক মাটির স্তর থাকায় কাজ দেরী হয়েছে।

(খ) সময় সময় বিদ্যুতের অপ্রতুলতার জন্য ষ্টিল ষ্ট্রাকচার ফেব্রিকেশনের কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে—এই কারণেও কিছু দেরী হইতেছে।

৩। আশা করা যায় ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ হবে এবং ১৮,০৭,০০০ টাকা খরচ হবে।

৪। হাঁ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 168

By—Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। (ক) ইহা কি সত্য খোয়াই শহরের লালছড়ার দক্ষিন তীরস্থ অধিবাসীগণ প্রতি বৎসর বন্যার কবলে পড়িয়া অশেষ দুর্ভোগ ভোগ করিতেছে ?

(খ) যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে লালছড়ার দক্ষিণ পার্শ্বে বাঁধ দিয়া উক্ত অধিবাসীগণকে বন্যার কবল হইতে রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। আপাততঃ নাই।

Admitted Starred Questoin No. 178.

By—Shri Mohan Lal Chakma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বছরে দামছড়া হইতে লেতাছড়া পর্য্যন্ত-গাড়ী-চলার-উপযোগী রাস্তার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি না থাকে তাহলে পরিকল্পনা নেবেন কি ?

৩। পরিকল্পনা থাকিলে কখন কাজ আরম্ভ হইবে।

উত্তর

১। দামছড়া হইতে লেদাছড়া পর্য্যন্ত পায়ে হাঁটা রাস্তাকে গ্রামীন সড়কের পর্য্যায়ে উন্নীত করিতে উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ সম্মত হইয়াছে।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ অর্থ বরাদ্দ করিলেই কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 148

By—Shri Niranian DebBarma.

Wili the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৭৯ সালের আর্থিক বছরে গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 166.

By—Shri Tarani Mohan Singh

Will the Hon'ble Minister in-charge of the PWD be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ ইং সনের মধ্যে কৈলাসহর বিভাগের গ্রামীণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করার সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি হ্যাঁ হয়-কোথায় কোথায় এবং কখন হইতে এই বিদ্যুত সরবরাহের কাজ শুরু হইবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। কোথায় কোথায় বৈদ্যুতিকরণের কাজ হইবে তাহা এখনও সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

প্রশ্ন

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 165

By—Shri Tarani Mohan Singh

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য মনু নদীর উপর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও কৃষি উন্নয়নের জন্য একটি বাঁধ দেওয়া হইবে ?

২। যদি হঁ্যা হয় কোথায় এবং কখন হইতে উক্ত কাজটি শুরু হইবে ?

উত্তর

১। এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। এ প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 186.

By—Shri Mohan Lal Chakma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Publie Works Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১ চলতি আর্থিক বছরে কাঞ্চনপুর বাজার হইতে জলাবাসা বাজার পর্য্যন্ত (স্বস্তি সমিতি রোড) গাড়ী চলার উপযোগী রাস্তা তৈরীর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। যদি না থাকে তা হলে কাঞ্চনপুর বাজার হইতে লালজুরী বাজার ও জয়শ্রী বাজার হইয়া একমাত্র গাড়ী চলাচলের রাস্তাটিকে সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। এ প্রশ্ন উঠে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure "B"

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 36

By—Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। পঞ্চম পরিকল্পনার সমাপ্তিতে রাজ্যে কোন্ মহকুমায় কত পরিবারের কত পরিমাণ জমিতে পূর্ণ জলসেচের স্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই বাবদ কত খরচ হয়েছে ?

২। ১ম থেকে ৪র্থ পরিকল্পনার (মাঝে বাৎসরিক পরিকল্পনাগুলি সহ) মধ্যে রাজ্যে কোন্ মহকুমায় কত সংখ্যক পরিবারের কত পরিমাণ জমিতে পূর্ণ জলসেচের স্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই বাবদে কত খরচ হয়েছে ?

উত্তর

১। পঞ্চম পরিকল্পনা কালে রাজ্যে যে পরিমাণ জমিতে সরকারী প্রকল্প মাধ্যমে পূর্ণ জলসেচের স্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই বাবদ যা খরচ হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হল। পরিবার সংখ্যার কোন হিসাব রক্ষিত হয় নাই বিধায় তা দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

মহকুমা	জলসেচ ক্ষমতা যা সৃষ্ট হয়েছে (হেক্টারে)	প্রকল্প বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ (টাকায়)
সদর	৪৭৮	১৮,০৪,৫০৪
খোয়াই	১৯২	৬,৭৮,৩২২
কমলপুর	৩৮০	৮,৬৫,৫৫৩
কৈলাসহর	১৬০	৫,৭৮,৯১৩
ধর্মনগর	২৮২	৬,৪৮,১৬৫
সোনামুড়া	১৪২	৪,১৯,০৫৯
উদয়পুর	২৪৬	৬,৭২,৫৯৬
অমরপুর	৬০	১,৩০,৬৪৮
বিলোনীয়া	১০২	৩,৩৪,৫৪৮
সাব্রুম	—	—
মোট :—	১৯৪২	৬১,৮১,৯০৩

২। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ পর্যান্ত সরকারী প্রকল্প মাধ্যমে রাজ্যে যে পরিমাণ জমিতে পূর্ণ জলসেচের স্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এ বাবদ যা খরচ হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদর্শিত হ'ল। পরিবার সংখ্যার হিসাব না থাকায় তা দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

মহকুমা	জলসেচ ক্ষমতা যা সৃষ্ট হয়েছে (হেক্টারে)	প্রকল্প বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ (টাকায়)
সদর	৪৩২	৭,০৬,৮৫৫
খোয়াই	৮০	৯৪,৬৮৩
কমলপুর	৩৪৮	৬,১৫,৩৩৫
কৈলাসহর	৩৫২	৯,৯৮,১৪৮
ধর্মনগর	১৭০	২,৪৯,০৭৭
সোনামুড়া	৩৬	৮৬,৩০০
উদয়পুর	১৮০	২,৫০,৪২১
অমরপুর	৪০	১,২৯,৯০১
বিলোনীয়া	৬০৮	৪,৭৭,৩২৮
সাব্রুম	—	—
মোট :—	১৯৪৬	৩৬,০৮,০৩৮

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 28

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the public works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্তের মন্ত্রীসভার কোন্ কোন্ মন্ত্রী বাসভবন আসবাবপত্রের জন্য সরকারী খাতে কত টাকা খরচ করেছেন, এবং

২। বিগত দুটি কোয়ালিশন সরকারের মুখ্যমন্ত্রীগণ প্রফুল্ল চন্দ্র দাস এবং শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্তের মন্ত্রীসভা সদস্যগণের পৃথকভাবে বাসভবন ও আসবাবপত্রের জন্য সরকারী খাতে খরচের হিসাব ?

উত্তর

প্রাক্তন সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা

১।	শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত	৬৯২১৪·০০
২।	শ্রীমনসুর আলী	৮২৪০·০০
৩।	শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান	৬৪১৭·০০
৪।	শ্রীএম, নাথ	৭৮৬০·০০
৫।	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস	৭৭৮৮·০০
৬।	শ্রীহরিচরণ চৌধুরী	৮৯০৯·০০
৭।	শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী	৭৭১২·০০
৮।	শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী	৮৫৭৮·০০
৯।	শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য	৫৩১০·০০
১০।	শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত	৪১৫২·০০

প্রথম কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা

১।	শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস	১৪১৯০·০০
২।	শ্রীওয়াজিদ আলী	৫২৭০·০০
৩।	শ্রীবুলু কুকী	৮২১০·০০
৪।	শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা	৩৬৫০·০০
৫।	শ্রীবিনয় বানার্জি	১২৯৩৬·০০
৬।	শ্রীকালী বানার্জি	৯৪৬৩·০০
৭।	শ্রীসমীর বর্ম্মন	২৩০২৯·০০
৮।	শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ	১৯৪০·০০
৯।	শ্রীঅনিল সরকার	৮০০·০০
১০।	শ্রীবিঃ রিয়াং	৬১১১·০০

দ্বিতীয় কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা

১।	শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত	৮০০৪·০০
২।	শ্রীআব্দুল লতিফ	৬০০৭·০০
৩।	শ্রীবিঃ বিঃ দাস	২৯৮৪·০০
৪।	শ্রীসমীর বর্ম্মন	৫৩৬০·০০
৫।	শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা	১০,৫১৬·০০

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 10

By—Shri Niranjan Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in—charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত গোলাঘাটি গাঁও সভাতে কয়টী ওভারফ্লো টিউবওয়েল মঞ্জুর হইয়াছিল ? নামসহ তার হিসাব।

ANSWER

১। ১৯৭২ ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৭৭ ইং সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত গোলাঘাটি গাঁওসভাতে মোট ১৯ টি ওভারফ্লো টিউব ওয়েল মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

যাহাদের নামে ওভারফ্লো টিউবওয়েল মঞ্জুর করা হইয়াছিল তাহাদের নাম এবং মঞ্জুরীকৃত ওভারফ্লো টিউবওয়েলের সংখ্যা এইরূপ :—

নাম ও ঠিকানা		ওভার-ফ্লো টিউব ওয়েলের সংখ্যা
১) শ্রীসুমন্ত রায়,	গোলাঘাটি	১
২) ,, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	,,	১
৩) ফনীন্দ্র রায়	,,	১
৪) শ্রীজয়কৃষ্ণ দেববর্মা,	গোলাঘাটি	১
৫) শ্রীবীরমণি দেববর্মা	,,	১
৬) শ্রীমতী চন্দ্রলক্ষ্মী দেবী	,,	১
৭) শ্রীহরিমোহন বীর	,,	১
৮) শ্রীইন্দ্র মোহন দেববর্ম্মা	,,	১
৯) ,, মহেন্দ্র দাস	,,	১
১০) ,, ননী গোপাল ভট্টাচার্য্য	,,	১
১১) ,, ক্ষীরোদ মোহন রায়	,,	১
১২) ,, সিদ্দিক রহমান	,,	১
১৩) ,, বিনোদ দেববর্ম্মা	,,	১
১৪) ,, অগ্নিকুমার দাস	,,	১
১৫) ,, অশ্বিনী দাস	,,	১
১৬) ,, সরোজ মিয়া	,,	১
১৭) ,, মনিরুদ্দিন আহমদ	,,	১
১৮) ,, সতীশ দেববর্ম্মা	,,	১
১৯) ,, হীরালাল ঘোষ	,,	১
		মোট :—১৯

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 29.

By—Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

১। ১৯৭২-৭৭ সনে কত টাকার কত ক্ষমতা সম্পন্ন কয়টি পাম্প মেসিন এবং জলসেচের অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে এবং

২। এই সকল পাম্প মেসিনও যন্ত্রপাতির কত সংখ্যক বা কত পরিমাণ প্রথম থেকেই অকেজো অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং তাদের মোট মূল্য কত?

৩। কয়টি পাম্পমেসিন ও যন্ত্রপাতি চালু অবস্থায় পেলেও অত্যন্ত নিচু মানের সরবরাহ বলিয়া গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তার মূল্য কত?

ANSWER

১। কৃষি বিভাগ বিগত ১৯৭২-৭৭ইং সনে যে সব পাম্প মেসিন ও জল সেচের অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হইয়াছে তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল :—

পাম্পমেসিন		মোট ক্রয় মূল্য
ক) ৫ অশ্বশক্তি—১৮০টি	টা:	৭,২৪.৩৮৭·২৫
খ) ৪ অশ্বশক্তি— ৬টি	টা:	২১.৮০৪·০০
গ) ৫ অশ্বশক্তি— ৭০টি	টা:	১০,৪৯,০৩৮·১৫ বসানোর খরচসহ)
মোট— ২৫৬টি	টা:	১৭,৯৫,২২৯·৪০
অন্যান্য যন্ত্রপাতি		
ক) অ্যালুমিনিয়াম পাইপ ৫" ও ৬" পরিধি বিশিষ্ট ৫,৮০৮টি	টা:	২০,৫৮,৯৪৮·৪০
খ) স্প্রিংকলার ও অন্যান্য অ্যালুমিনিয়াম যন্ত্রপাতি	টা:	৯১,২২৮·০৩
	মোট— টা:	২১,৫০,১৭৬·৪৩

২। কোন পাম্পমেসিন অথবা অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রথম থেকেই অকেজো অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। কাজেই তাহাদের মূল্যের প্রশ্ন উঠে না।

৩। কোন নীচু মানের পাম্প মেসিন অথবা অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সময় গৃহীত হয় নাই। কাজেই তাহাদের মূল্যের প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 14.

By—Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.Y. Deptt. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর নয়াপাড়া অঞ্চলের রাস্তা উন্নয়নের জন্য ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ১৯৭৮ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল কি ?

২। হয়ে থাকলে, বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ এবং কোন্ আর্থিক বছরে তা করা হয়েছিল, এবং

৩। নয়াপাড়া অঞ্চলের কোন্ কোন্ রাস্তার উন্নয়ন কার্য্য এর দ্বারা (১৯৭২ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৭৮ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যান্ত সময়ে) সম্পন্ন করা হয়েছে ?

উত্তর

১। হাঁা।

২। ১৯৭৭-৭৮ সালে ১০,০০০ টাকা।

৩। (ক) বিদ্যামন্দির স্কুল হইতে ষ্টেডিয়াম এর নিকট হইতে নদীর পাড় দিয়া ex-military lake এর সামনে দিয়া গরু বাজারের রাস্তা পর্যন্ত।

(খ) বিদ্যামন্দির স্কুলের নিকট হইতে কদমতলার রাস্তা পর্যন্ত (নয়াপাড়া কালীবাড়ীর নিকট দিয়া)

(গ) নয়াপাড়া কালীবাড়ী হইতে সামনের slab culvert পর্যন্ত (যে রাস্তা হুরুয়ার দিকে গিয়াছে।)

(ঘ) ললিত ভৌমিকের বাড়ীর নিকট দিয়া যে রাস্তা গণেশ ভট্টাচার্যের বাড়ী পর্যন্ত গিয়াছে।

(ঙ) ললিত ভৌমিকের বাড়ীর নিকট হইতে নয়াপাড়া Private Industry পর্যন্ত।

(চ) কদমতলা রাস্তা হইতে Security Office এর নিকট দিয়া চন্দ্রপুর দিঘলবাগ রাস্তা পর্যন্ত।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 44.

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister incharge of the Cooperative Department be pleased to state—

১। ১৯৭২ হতে ১৯৭৮ এর বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজ্যে কাঁচা পাট ক্রয়, বিক্রয়ের ব্যবসার জন্য জুট (লাইসেন্স এণ্ড কন্ট্রোল) অর্ডার ১৯৬১ অনুযায়ী কোন্ কোন্ সংস্থা এবং ব্যক্তি কোন্ সময়ে লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়েছেন তাদের নাম এবং ঠিকানা ;

২। এই সময়ের মধ্যে কোন সংস্থা বা ব্যক্তির লাইসেন্স বাতিল হয়েছে কি ? বা

৩। হয়ে থাকলে তাদের নাম ও ঠিকানা।

ANSWERS

১। ত্রিপুরার কাঁচা পাট ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসার জন্য ভারতীয় জুট কমিশনারের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন অনুবিভাগীয় অধিকারীর (Sub Divisional officer) গনের দ্বারা ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে জুট লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে। যে সমস্ত সংস্থা এবং ব্যক্তি জুট লাইসেন্স ও কন্টোল অর্ডার ১৯৬১ অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়েছেন তাদের তালিকা এতৎসঙ্গে দেওয়া হইল ;

২। এই সময়ের মধ্যে কোন সংস্থা বা ব্যক্তির লাইসেন্স বাতিলের ঘটনা জানা নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

কোন্ কোন্ সংস্থা এবং ব্যক্তি জুট লাইসেন্স অর্ডার অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়েছেন তাদের তালিকা

ক্রমিক নং নং	লাইসেন্স হোল্ডারের নাম ও ঠিকানা	লাইসেন্স দাতার নাম	তারিখ
১।	ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটীং কো-অপারেটীভ সোসাইটী লি: বাধারঘাট, আগরতলা।	এস. ডি. ও. সদর	১৯৭৮ সালের মার্চ হইতে
২।	অজিত মজুমদার, ভুথুরিয়া ব্রাদার্স কম্পাউণ্ড, আগরতলা।	,,	,,
৩।	প্রোডিউস এণ্ড ফিলার, বাধারঘাট, আগরতলা।	,,	,,
৪।	বীরেন্দ্রকুমার অনিলকুমার, বাধারঘাট, আগরতলা।	,,	,,
৫।	হরকচাঁদ সারোগী, বাধারঘাট, আগরতলা।	,,	,,
৬।	খরগ শিং বর্ধমান, বাধারঘাট, আগরতলা।	,,	,,
৭।	বাজরাং জুট ট্রেডিং, বাধারঘাট, আগরতলা।	,,	,,
৮।	মিডনাপুর কমারশিয়েল, বাধারঘাট, আগরতলা।	,,	,,
৯।	জহরমল আমোলাক চাঁদ, বাধারঘাট, আগরতলা	,,	,,

ক্রমিক নং	লাইসেন্স হোল্ডারের নাম ও ঠিকানা	লাইসেন্স দাতার নাম	তারিখ
১০।	জেৎমল ভিকাম চাঁন্দ, বাধারঘাট, আগরতলা,	এস. ডি. ও. সদর	১৯৭৮ সালের মার্চ হইতে
১১।	সুভকরণ মদনলাল, বনমালীপুর, আগরতলা	,,	,,
১২।	ত্রিপুরা প্রোডিউস্ কোং, বনমালীপুর, আগরতলা	,,	,,
১৩।	বিশ্বেশ্বর লাল চৌধুরী, বনমালীপুর, আগরতলা	,,	,,
১৪।	রমেশচন্দ্র দেবনাথ, রাণীরবাজার, আগরতলা	,,	,,
১৫।	হারাধন দেবনাথ, রাণীরবাজার, আগরতলা	,,	,,
১৬।	রবীন্দ্রনাথ সাহা, শিবনগর, আগরতলা	,,	,,
১৭।	কালীদাস রায়, রানছাবালি, আগরতলা	,,	,,
১৮।	মাঙ্গীলাল সেথিয়া, বাধারঘাট, আগরতলা	,,	,,
১৯।	জুট্ করপোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ	জুট কমিশনার কলিকাতা।	,,
২০।	কানাইলাল মাল্লু, বাধারঘাট, আগরতলা	,,	,,
২১।	জীবনমল পরশমল, বাধারঘাট, আগরতলা	,,	,,
২২।	হুকুমচাঁদ জুট্ মিলস্ লিঃ, বনমালীপুর, আগরতলা	,,	,,
২৩।	ইষ্টার্ন জুট্ কোং, বাধারঘাট, আগরতলা	জুট কমিশনার কলিকাতা	১৯৭৮ সালের মার্চ হইতে
২৪।	অনিলচন্দ্র দাস, সোনাতলা, চেবরী, খোয়াই	এস. ডি. ও. খোয়াই	,,
২৫।	সুধীরচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্রঘাট, খোয়াই	,,	,,
২৬।	বিশ্বেশ্বর ঘোষ, খোয়াই	,,	,,
২৭।	সুখলাল রায়, চেবরী, খোয়াই	,,	,,
২৮।	বিন্দা দেববর্ম্মা, চেবরী, খোয়াই	,,	,,
২৯।	অরুণচন্দ্র দাস, চেবরী, খোয়াই	,,	,,
৩০।	ব্রজেন্দ্রচন্দ্র রায়, চেবরী, খোয়াই	,,	,,
৩১।	হরেকৃষ্ণ রায়, চেবরী, খোয়াই	,,	,,
৩২।	ললিতমোহন রায়, চেবরী, খোয়াই	,,	,,

ক্রমিক নং	লাইসেন্স হোল্ডারের নাম ও ঠিকানা	লাইসেন্স দাতার নাম	তারিখ
৩৩।	জ্ঞানদারঞ্জন দেব, লালছরা, খোয়াই	,,	,,
৩৪।	লবচরণ শুক্লবৈদ্য, সমতল পদ্মবিল, খোয়াই	,,	,,
৩৫।	সুনীলচন্দ্র পাল, সিঙ্গিছড়া, খোয়াই	,,	,,
৩৬।	চন্দন ভট্টাচার্য্যি. খোয়াই	,,	,,
৩৭।	সুরেন্দ্রচন্দ্র শুক্লবৈদ্য, সমতল পদ্মবিল খোয়াই	এস. ডি. ও. খোয়াই	১৯৭৮ সালের মার্চ হইতে
৩৮।	পুতুলচন্দ্র দাস, গণকি, খোয়াই	,,	,,
৩৯।	গৌরাঙ্গ চন্দ্র রায়, খোয়াই	,,	,,
৪০।	হরিকুমার দেবনাথ উ: গিলাতলী কল্যাণপুর	,,	,,
৪১।	সুরেন্দ্র সিংহ, কুঞ্জবন, কল্যাণপুর	,,	,,
৪২।	কিনারাম বর্মন, উঃ গিলাতলি, কল্যাণপুর	,,	,,
৪৩।	নরেন্দ্র দেব সরকার, সিঙ্গিছড়া, খোয়াই	,,	,,
৪৪।	সারদাচরণ রায় এণ্ড্ ব্রাদার্স, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই	,,	,,
৪৫।	তেলিয়ামুড়া প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, তেলিয়ামুড়া	,,	,,
৪৬।	কমলপুর প্রাইমারী মার্কেটীং কো-অপারেটীভ্ সোসাইটি লিঃ, হালাহালি	এস. ডি. ও. কমলপুর	,,
৪৭।	রাধা কৃষাণ শান্তিলাল, আমবাসা	,,	,,
৪৮।	শুভকরণ মদনলাল, আমবাসা	,,	,,
৪৯।	কৈলাশহর প্রাইমারী মার্কেটীং কো-অপারেটীভ সোসাইটী লিঃ, কুমারঘাট	এস, ডি, ও, কৈলাশহর	,,
৫০।	রাম নিবাস রাম অবতার, কুমারঘাট	,,	,,

ক্রমিক নং	লাইসেন্স হোল্ডারের নাম ও ঠিকানা	লাইসেন্স দাতার নাম	তারিখ
৫১।	জিতমল বিক্রম চাঁন্দ, মনুঘাট।	এস, ডি, ও, কৈলাশহর	১৯৭৮ সালের মার্চ হইতে
৫২।	সুভকরন মদনলাল, কুমারঘাট।	ঐ	ঐ
৫৩।	যোগেন্দ্র কুমার দাস, কৈলাশহর।	ঐ	ঐ
৫৪।	বহরলাল শান্তিলাল পানিচৌকিবাজার, কৈলাশহর।	ঐ	ঐ
৫৫।	দয়ানন্দ দেবনাথ, সাউথ শ্রীরামপুর, কৈলাশহর।	ঐ	ঐ
৫৬।	অনিল মজুমদার, মনুঘাট।	ঐ	ঐ
৫৭।	তুলারাম বারডিয়া, পানিচৌকিবাজার, কৈলাশহর।	ঐ	ঐ
৫৮।	বিদ্যুৎময় দেব, গোবিন্দপুর, কৈলাশহর।	ঐ	ঐ
৫৯।	সোনাভ্যালি সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ, বাবুবাজার।	ঐ	ঐ
৬০।	গোপাল চন্দ্র সাহা, মাছলিবাজার।	ঐ	ঐ
৬১।	কানমল হংশরাজ, ধর্মনগর।	এস, ডি, ও ধর্মনগর	ঐ
৬২।	জৈন ট্রেডিং ধর্মনগর।	ঐ	ঐ
৬৩।	নৃপেন্দ্র মোহন পাল, পেচারথল।	ঐ	ঐ
৬৪।	ব্রজেশ দাস পুরকায়স্থ, জলাবাড়ী, উঃ ত্রিপুরা।	ঐ ঐ	ঐ ঐ
৬৫।	ধর্মনগর রাইস্ এণ্ড্ অয়েল মিলস্, ধর্মনগর।	ঐ	ঐ
৬৬।	জৈন ট্রেডিং, পেচারথল।	ঐ	ঐ
৬৭।	শিব শঙ্কর রাইস কটন জিনিং ও ফ্লাওয়াস মিলস্, পেচারথল, উ: ত্রিপুরা।	ঐ	ঐ
৬৮।	কানমল হংসরাজ, পেচারথল।	ঐ	ঐ
৬৯।	স্ফূর্তি রঞ্জন চৌধুরী, কাঞ্চনপুর।	ঐ	ঐ
৭০।	ভানোয়ার লাল পারাখ, ধর্মনগর।	এ	ঐ
৭১।	উদয়পুর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ	এস, ডি, ও উদয়পুর	ঐ
৭২।	চাম্পালান তুলারাম বৈদ, উদয়পুর।	ঐ	ঐ
৭৩।	জীবনমল পরশমল, তেলিয়ামুড়া।	জুট কমিশনার, কলিকাতা	ঐ

Un-Starred questlon No. 1

By—Shri Ram Kumar Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য দশদা ও লক্ষাপুর দেওনদী হইতে জলসেচের যে পাম্পিং এর সাহায্যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা প্রায় দুই বৎসর আগে বন্ধ হয়ে গেছে ?

২) অত্র এলাকায় অনতিবিলম্বে উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে জলসেচের ব্যবস্থা করার সরকারেরও কোন সিদ্ধান্ত আছে কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, নদীর স্বাভাবিক গতি ১২০০ স্থানান্তরিত হওয়ার প্রকল্পটি দুই বৎসর যাবৎ বন্ধ আছে ?

২) হ্যাঁ, প্রকল্পট পুনঃবিন্যাস করিয়া মঞ্জুরী করা হইয়াছে এবং দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে।

Admitted Un-Starred question No. 17

By—Shri Amarendra Sarma,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleasedto state.

প্রশ্ন

ক) নিম্নলিখিত গ্রামাঞ্চলে গভীর নলকূপ বসিয়ে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থার কথা সরকার বিবেচনা করেবন কি ?

১) বরুয়াকান্দি কোপাটিলা (বরুয়াকান্দির কিছু অংশ, কোপাটিয়া, পাটাটীলা উ: বরুয়াকান্দি সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল সেচের জন্য)।

২) আলগাপুর-দ: বরুয়াকান্দি অঞ্চল।

৩) সাকাই বাড়ী-পঃ চন্দ্রপুর অঞ্চল।

৪) রাঘনা-চন্দ্রপুর অঞ্চল।

৫) ভাগ্যপুর-সোনারের বাসা-পূর্ব্ব চন্দ্রপুর অঞ্চল।

৬) পদ্মপুর অঞ্চল এবং

৭) রাজবাড়ী বটরশী কামেশ্বর অঞ্চল।

উত্তর

ক) হ্যাঁ, প্রস্তাবগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

Admitted Un-Starred question No. 15

By—Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to state.

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর শহরের উন্নয়নের জন্য ১৯৭৫-৭৬, ১৯৭৬-৭৭ এবং ১৯৭৭-৭৮ আর্থিক বছর গুলিতে বরাদ্দ কত ছিল (আর্থিক বছর অনুযায়ী পৃথক হিসাব)

২) সেই বরাদ্দীকৃত অর্থ কোন আর্থিক বছরে কোন কোন রাস্তার উন্নয়নে কত ব্যয় করা হয়েছে ? (১৯৭৫-৭৬, ১৯৭৬-৭৭, ১৯৭৭-৭৮ সালের হিসাব পৃথক ভাবে দিতে হবে)

৩) বরাদ্দীকৃত অর্থ (উল্লেখিত আর্থিক বছরগুলিতে) সম্পূর্ণ ব্যয় করা হয়েছে কি, এবং

৪) না হয়ে থাকলে অব্যয়িত অঙ্কের হিসাব এবং তা অব্যয়িত থাকার কারন ?

উত্তর

১। ক) ১৯৭৫-৭৬ ইং সনে ১,০০,০০০.০০ টাকা।

খ) ১৯৭৬-৭৭ ইং সনে ২,৩৮,০০০.০০ টাকা।

গ) ১৯৮৭-৭৮ ইং সনে ১,০৫,০০০.০০ টাকা।

২। ১৯৭৫-৭৬ ইং সনে ৩,০৫,৮০৩.০০ টাকা

ক) কাউমারকেট রাস্তা (মাটী ভরাট ও সোলিং)

খ) পরাতন পোষ্ট অফিস রাস্তা (সোলিং)

গ) অফিসটিলা হইতে মোটর ষ্ট্যাণ্ড (কার্পেটিং ও মেটিলিং)

ঘ) নূতন পল্লা, (সোলিং)

ঙ) বিদ্যামন্দির স্কুল হইতে কাউমারকেট রাস্তা (মেটেলিং)

চ) বিদ্যামন্দিরের নিকটে পাওয়ার হাউসের ডান ও বাম পাশের ৪টী স্লেভ কালভাট।

১৯৭৬-৭৭ ইং সনে ২,৭০,২০৭.০০ টাকা

ক) সিনেমাহল হইতে বিদ্যামন্দির স্কুল (মেটেলিং ও ব্ল্যাক টপিং)

খ) কাউমারকেট হইয়া পুরাতন এম, ডি, ইউনিট হইতে এ, এ, রোড।

গ) নয়াপাড়া এস, বি, স্কুল হইতে হরিমন্দির (মেটেলিং ও ব্ল্যাক টপিং)

ঘ) বিদ্যামন্দির স্কুল ষ্টেডিয়াম হইতে নদীর পার্শ্ব (মাটি ভরাট)

ঙ) ললিত ভৌমিকের বাড়া হইতে প্রাইভেট হগুষ্টি পর্য্যন্ত (মাটি ভরাট ও মেটেলিং)

চ) আলনাপুর রাস্তা

ছ) পদ্মপুর রাস্তা

জ) শিববাড়ী রাস্তা

ঝ) নয়াপাড়া বালোয়ারী স্কুল হইতে পশ্চিম চন্দ্রপুর

ঞ) নয়াপাড়া কালীবাড়ী রাস্তা হইতে হুরুয়া রাস্তা পর্য্যন্ত

ট) চন্দ্রপুর কলোনী রাস্তা

ঠ) পূর্ব চন্দ্রপুর হইতে পশ্চিমে চন্দ্রপুর রাস্তা।

ড) সাকাইবাড়ী রাস্তা হইতে থানা রাস্তা।

ঢ) টি, আর, টি সি অফিসের পিছনে বাটারাসি রাস্ত

ণ) বি, টি, আই বোর্ডিং হইতে সাকাইবাড়ী।

মেহের কলোনী (সলিং ও মাটি ভরাট)

১৯৭৭-৭৮ ইং সনে ১,৩৮,৭১৫.০০ টাকা

ক) শিববাড়ী রাস্তা।

খ) বিদ্যামন্দির স্কুল ষ্টেডিয়াম হইতে কাউ মারকেট রাস্তা।

গ) সিকিউরিটী অফিস হইতে পূর্ব চন্দ্রপুর অভিমুখে রাস্তা (নয়াপাড়া)

ঘ) টাউন মারকেটের প্রথম গলি।

ঙ) নয়াপাড়া কালীবাড়ী রোড হইতে কদমতলা রাস্তা।

৩ ও ৪ ২নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Un starred question No. 25

By—Sri Amarendra Sarma

Will the Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state.

প্রশ্ন

১। নিম্নলিখিত রাস্তাগুলির সংস্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কি ?

ক) সোনারের বাসা জে, বি, স্কুলে প্রবেশের রাস্তার (ধর্মনগর কদমতলা রাস্তা থেকে) মাটী ভরাট ও ইট বিছানো সহ।

খ) পদ্মপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশ দিয়া রাজবাড়ী (ধর্মনগর-দামছড়া রাস্তা পর্যন্ত) রাস্তা।

গ) ধর্মনগর টাউন হইতে পদ্মপুর পর্যন্ত (পুরাতন তিলথৈ রোড) রাস্তা।

ঘ) রাজবাড়ী ট্রাইজাংশন হইতে দক্ষিণ মুখী রাজবাড়ী গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা।

ঙ) চন্দ্রপুর ভাগ্যপুর রাস্তা হইতে পূর্ব রাঘনা (রাঘনা বি, ও পি রাস্তা) পর্যন্ত রাস্তা।

চ) চন্দ্রপুর গচাপুর (রাঘনা) রাস্তা।

ছ) নয়া পাড়া পূব চন্দ্রপুর রাস্তা।

জ) রাজবাড়ী (ধর্মনগর) রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং এর নিকট হইতে দিঘলবাক রাস্তা (ভায়া রাজবাড়ী দুর্গাপুর)।

২। ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হইলে কারন কি ?

উত্তর

১। ক) উক্ত রাস্তার ইট বিছানোর জন্য ৬২,০০০ টাকার এষ্টিমেট করা হইয়াছে। সাময়িক ভাবে কিছু কিছু সংস্কার করা হইয়াছে।

খ) উক্ত রাস্তা পূর্তবিভাগের নথিভুক্ত নহে।

গ) উক্ত রাস্তার প্রয়োজনীয় অংশগুলি পুনরায় ইট বিছান হইয়াছে।

ঘ) উক্ত রাস্তায় গত বৎসর ইট বিছান হইয়াছে এবং মেটেলিং এর কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

ঙ) উক্ত রাস্তা পূর্ত বিভাগের নথিভুক্ত নহে।

চ) সময়ে সময়ে সংস্কারের কাজ করা হয়। ইট বিছানোর জন্য একটি এষ্টিমেট করা হইয়াছে।

ছ) সময়ে সময়ে সংস্কারের কাজ করা হয়।

জ) উক্ত রাস্তা পূর্ত্ত বিভাগ হইতে সংস্কার করা হয় না।

২। বর্ত্তমান বৎসরের আর্থিক বরাদ্দের উপর উক্ত রাস্তাগুলির নির্ম্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন ইত্যাদি নির্ভর করিতেছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 23.

By Shri Drao Kumar Riang.

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state.

১। মার্চ মাস হইতে এ যাবত ব্লক মাধ্যমে কত মন বীজধান উপজাতিদের মধ্যে বিলি করা হইয়াছে? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

২। তথ্য সংগ্রহ হইতেছে।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 11

By Shri Amarendra Sarma.

Will the Minister in-Charge of the Public Works Department be pleased to state ;—

১। ত্রিপুরার কোন অঞ্চলে নূতন জল সেচ প্রকল্প রূপায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে?

২। এই সব প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দীকৃত অর্থের পরিমান (প্রতি প্রকল্প ভিত্তিক পৃথক হিসাব দিতে হবে)?

৩। এই প্রকল্পগুলি রূপায়িত হলে প্রতি প্রকল্পের আওতাধীন মোট কত একর জমিতে জল সেচ সম্ভব হবে (প্রকল্পভিত্তিক পৃথক হিসাব)?

উত্তর

১। সংযোজনী 'ক' দ্রষ্টব্য

২। সংযোজনী 'ক' (কলাম ৪) দ্রষ্টব্য

৩। সংযোজনী 'ক' (কলাম ৫) দ্রষ্টব্য

Sl. No.	Name of the Scheme	Estimated cost	Budget provision proposed during 78—79	Proposed commend area in Hectare
1.	2	3	4	5
	TUBE WEL SCHEMES (NEWWORKS)			
1.	Deep tube well schemes at Routhkhola (Bishalgarh)	2,62,000	1,62,000	30
2.	-do-at Barjala (Sadar)	2,60,000	93,000	30
3.	-do- at Mohanpur Malaya (Kamalpur)	2,45,000	1,45,000	30
4.	-do- at Tilthai Betangi (Dharmanagar)	2,56,000	1,56,000	30
5.	-do- at Jshampur under Mohanpur Block	2,70,000	1,00,000	30

1	2	3	4	5
6.	-do- at Maharani under Kamalpur Sub-Division	2,70,200	1,00,000	30
7.	-do- at Kanania field near Debipur (Bishalgarh)	2,50,000	1,00,000	30
8.	-do- at North Latugang under Dharmanagar Sub-Divn.	2,50,000	1,00,000	30
9.	-do- at Rajnagar under Dharmanagar	2,50,000	1,00,000	30
10.	-do- at Gournagar under Kailashahar	2,50,000	1,00,000	30
11.	-do- at Chebri under Khowai	2,50,000	1,00,000	30
12.	-do- at North Noagoan under Kamalpur	2,50,000	1,00.000	30
13.	-do- Marachera near Seinagar under Sabroom	2,50,000	1,00,000	30
14.	-do- at Kanakpur under Panisagar Block	2,50,000	1,00,060	30
15.	-do- at Sarashima under Belonia Sub-Division	2,50,000	1,00,000	30
16.	-do- at Baijalbari under Khowai Block	2,50,000	1,00,000	30
17.	-do- at Kunjaban under Khowai (near Kalyanpur)	2,50,000	1,00,000	30
18.	-do- at Duski near Moharacherra under Teliamura Block	2,50,000	1,00,000	30
		[illegible]STION NO. 18		
19.	Deep Well Scheme at Garjanmura at Udaipur	2,50,0[illegible]	[illegible]	30
20.	-do- at Balucherra under Khowai Sub-Division	2,50,000	1,00,000	30
21.	-do- at Tuchindrabari on right side of sarducherra under Teliamura Block	2,50,000	1,00,000	30
			22,56,000	630 Hectares

LIFT IRRIGATION SCHEMES (NEW WORKS)

1.	Lift Irrigation Schemes at Bhaishyg-harai No. 2 under Khowai Sub-Divn.	3,37,500	1,40,000	80
2.	-do- at Trishabari/Phase-II		2,00,000	200
3.	-do- at Kamalanagar/Phase-II	3,29,300	50,000	80
4.	-do- at Gilatali	6,42,800	2,00,000	160
5.	-do- at South Durikapur	6,58,100	2,00,000	160
6.	-do- at Laxminarayanpur/Phase-II	3,86,300	1,75,000	80
7.	-do- at Jamaimath		25,000	40

1	2	3	4	5
8.	-do- at from deo river at Duptacherra near Kumarghat under Kailashahar Sub-Division		50,000	50
9.	-do- at Ichaisonapur under Panisagar Block		50,000	40
10.	-do- at Kulai from Kulaicherra under Salema Block		50,000	60
11.	-do- at Chailengta from Manu river under Chaumanu Block		75,000	52
12.	-do- at Kamalpur from river Deo near Pecharthal under Kamalpur Block		75,000	40
13.	-do- at Silghati from river Gumti under Matabari Block		50,000	80
14.	-do- at Pechardahar from Manu river under Kumarghat Block		1,00,000	60
15.	Lift Irrigation Scheme at Jainbari from pitra cherra under Matabari Block		25,000	60
16,	-do-at Sonamuramoth on boat from river Gumti		25,000	40
17.	-do- [illegible] from [illegible] under Amarpur		50,000	60
18.	-do- [illegible] near Chaumanu Block Construction of brick lined canal systeuı.		50,000	50
19.	-do-at Khowai river at Kamalanagar No. 2 under Khowai	3,29,300	2,00,000	180
20,	Mobil L. I. Scheme from Fenny river at Baishnabpur and Gobinamath under Sabroom Sub-Division.		3,00,000	150
21.	Construction of permanent pump house at Bis-para under Jirania Block in Sadar Sub-Divn.	8,720	6,000	—
			20,95,000	16.22

OTHER MINOR IRRIGATION WORKS
(NEW WORKS)

1.	Diversion scheme over Belcherra (Muhunicherra) in Khowai Sub-Division.	1,75,000	60
2.	Tarasundari Minor Irrigation Project under Mohanpur Block.	25,000	20

4.	Diversion scheme at Naluacherra under Sub-Division.		40,000	200
4	Diversion scheme at Mahamayacherra under Belonia Sub-Division.		40,000	120
5.	Diversion scheme at Ghoracherra under Belania Sub-Division		45,000	200
6.	Diversion scheme at Radhanagar under Kumarghat Block.		50,000	80
7.	Diversion Scheme over Noacherra at Nalchar under Sonamura Sub-Division		50,000	80
8.	Reclamation scheme at Asrambasti under Kailashahar Sub-Division.		50,000	200
9,	Reclamation Scheme at Lalcherra under Chaumanu Block		25,000	40
1	2	3	4	5
10.	Reclamation Scheme at Jalemacher under Matabari Block		25,000	40
11.	Survey & Investigation of Minor Irrigation Scheme (1979-84)		50,000	1040
12,	Reclamation of water logged area at Manik Bhander by providing bundh and excavating acannel for Diversion and Drainagar.	28,600	25,000	40
			,00,000	1,120

ADMITIED UN-STARRED QUESTION NO. 18

By Shri Nagendra Jamatia.

Will the Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কয়টি স্লুইস গেইট রয়েছে ?

২। সেগুলো কোথয় আছে ?

৩। বর্তমান আর্থিক বছরে কয়টি নতুন স্লুইস গেইট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে ?

উত্তর

১। ২২টী।

২। (১) সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত রুদ্রসাগর-বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প।

২। সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত টাকার জলা বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রকল্প।

৩। সোনামুড়া মহকুমার অন্তগত মোহনবাগ-বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রকল্প।

৪। উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত ডাকমাজলা-বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রকল্প।

৫। উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত হাদ্রাশীলঘাটি বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রকল্প।

৬। উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত রাজার বাগ।

৭। উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত গংগাছড়া-বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রকল্প।

৮। উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত-বাগাসা ডাই ভারসান প্রকল্প।

৯। উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত কাচিগাং ডাইভারসন প্রকল্প।

১০। উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত তরফাদ্রমছড়া ডাইভার প্রকল্প।

১১। বিলোনীয়া মহকুমার অন্তর্গত কালাছড়া ডাইভারসন প্রকল্প।

১২। বিলোনীয়া মহকুমার অন্তর্গত বাইখোর ছড়া ভারসন প্রকল্প।

১৩। বিলোনীয়া মহকুমা অন্তর্গত পিলাকছড়া ডাইভারসন প্রকল্প।

১৪। বিলোনীয়া মহকুমার অন্তর্গত বাঘোক্ষ কলোনী রিক্লেমেসন প্রকল্প।

১৫। অমরপুর মহকুমার অন্তর্গত চান্দ্রবছড়া রিক্লেমেসন প্রকল্প।

১৬। সদর মহকুমার অন্তর্গত দেবতাছড়া ডাইভারসন প্রকল্প।

১৭। সদর মহকুমার অন্তর্গত কালোয়ী ডাইভারসন প্রকল্প।

১৮। কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত ফুলছড়া ডাইভারসান প্রকল্প।

১৯। কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত কালাছড়া ডাইভারসন প্রকল্প।

২০। কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত দরাইছড়া ডাইভারসান প্রকল্প।

২১। কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত পানসী ডাইভারসান প্রকল্প।

২২। কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত পিরকাইছড়া ডাইভার্সান প্রকল্প।

(ক্রমিক নং ২, ৩. ৪, ৫, ৬, ৭, ও ১৪ (প্লক টাইপ গেইট বাকীগুলি স্লুইস টাইপ গেইট)

৩। ৩টি

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 41.

By Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon' ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইলেকট্রিক বিল বাবদ বিদ্যুৎ দপ্তর বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে কত টাকা পাওনা আছে তার হিসাব এবং ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম ?

২। এই সমস্ত বকেয়া টাকা আদায়ের কি ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকে করা হয়েছে ?

উত্তর

১। অত্র পত্রের সাথে সংযোজিত বিবরণ পত্রে সমস্ত উল্লেখ আছে।

২। ভারতীয় বিদ্যুৎ আইনানুযায়ী দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে প্রয়োজনীয় স্মারক পত্রও নোটিশ জারী করা হয়েছে এবং হইতেছে।

Sl. No.	Name & Address.	Account No.	Gross Amount	Date.
1)·	Heamistress M. T. B. Girls School Agartala.	BT/298-305	2413.90	30.9.75
2).	Jagannath Tample, Durgabari, Agartala.	BT/293	108.00	15.4.76

3). Durgabari, Agartala.	BT/294	303.00	-do-
4). -do-	BT/317	459.50	15.11.73
5). Director of Public Relation & Tourism, Agartala.	BT/306 A	177.00	28.2.74
6). Public Relation Officer, A. Debbarma, Krishnanagar. Agartala.	BT/310	204.50	-do-
7). -do- Co/. Mohan Karta, Agartala.	BT/312	132.50	-do-
8). -do-	BT/316	547.50	-do-
9). Director of Panchayet, Rajbari- R. Bhattacherjee.	BT/311	199.50	10.10 74
10). Registering Authority, Durgadari. Road Agartala.	BT/314	1955.00	-do-
11). -do- -do-	BT/316	358.50	-do-
12). Manager of Central Marketing Organisation, H. G. B. Road, Agt.	BT/309	462.50	-do-
13). Evaluation Officer, C/O· M. Talapatra, Near Pagla Debta bari.	BT/307	86.00	10.3.75
14). Animal Husbendry Officer C/O. Electric House, Agartala.	BT/309	617.50	-do-
15). Director of Panchayct, Rajbari, Agartala.	BT/311	1327.00	-do-
16). Asstt. Engineer, Air condition Sub-Divn. Colonel Choumuhani.	BT/312 A	177.50	-do-
17). Registering Anthority, Jagannath bari, Agartala.	BT/314	722.50	-do-
18). -do- -do-	BT/316	91,00	-do-
19). -do- -do-	BT/317	486.00	-do-
20). -do- -do-	BT/318	48.00	-do-
21). Evaluation Officer, Near Pagla Debta Bari, Agartala.	BT/307	103.50	30. 9.75
22). Director of Panchayet, Rajbari,Agartala.	BT/311	692.00	-do-
23). Director of Village Industries and Handi Crafts, Agartala.	BT/311 A	1031.00	-do-

24). -do-	BT/316	96.50	30.9.75
25). — — —	BT/317	520.00	-do-
26). — — --	BT/318	37.00	-do-
27). — – —	BT/317	505.00	15.4.76
28). — — —	BT/317 A	364.00	-do-
29). — — —	BT/318	37.00	-do-
30). Chief Minister, Sri Sukhhmoy Sengupta, Qr. No. 21	BT/329	637.70	15.11.73
31). -do- -do-	BT/331	508.00	15.11.73
32). Minister, H. C. Choudaury, Qr. No. 22(Personal)	BT/323	118.80	10.3 75
33). Chief Minisrer, Sukhamoy Sengupta, Q-. No. 21	BT/333	220.50	-do-
34). — — —	BT/334	84.50	-do-
35). Chief Minister, S. Sengupta, Qr. No. 21 (Ex).	BT/333	354.50	30.9.75
36). — — —	BT/334	336.00	-do-
37). Executive Engineer Minor Irrigation Divn. Advisor Choumohani.	BT/321	920.00	15.4.76
38). Ex.Chief Minister, Sri S. Sen-Gupta, Qr. No. 21	BT/329	844.00	-do-
39). -do- -do- -do-	BT/330	872.50	-do-
40). -do- -do- -do-	BT/332	450.00	-do-
41). Ex-Chief Minister, Sri S. Sen-Gupta, Qr. No. 21	BT/330	446.00	14.6.76
42). -do- -do-	BT/334	87.50	-do-
43). Minister (Ex), D. K. Choudhury, (Personal)	BT/335/06	186.50	15.3.75
44). Ex-Minister, K. C. Das, Qr. No. 12	BT/347	576.50	30.9.65
45). Priucipal of Music College. Agt	BT/349-51	2625.50	-do-
46). Assembly Secretary, MLA. Bhaban.	BT/338 A	28.50	15.4.76
47). — — —	BT/338 B	254.00	-do-
48). Assembly Secretary	BT/339 A	198.18	-do-
49). Ex-Speaker, Sri M. L. Bhoumick, Qr No. 3	BT/340 A	61.50	-do-

50). Headmistress, Nursery School, Agt.	BT/338	195.00	4.6.76
51). Speaker, M. L. Bhowmick, Qr, No. 3	BT/340	83.00	-do-
52). Speaker, H. D. Deulan, Qr. No. 3 (East)	BT/342	755.50	-do-
53). Principal, Music Colloge, Agartala	BT/349	344.50	-do-
54). Director of Agriculature, A/C. Aguru garrage. Agartala.	BT/354	120.00	10.10.74
55). Incharge Office cum Hiring Centre, Agartala,	BT/354 A	19.50	-do-
56). Director of Education (Museum), Agartala.	BT/362	6913.50	-do-
57). Statisttical Officer, Education Directorate, paradise Chohmahani	BT/352	365.50	10.3.75
58). Inspector of School (Sadar-A), H. G. B. Road, Agartala.	BT/361	390.50	-do-
59). Director of Education (MUseum) Agartala,	BT/362	2967.00	-do-
63). Ex. Engr, Divn, No. I. Sakuntala Road, Agartala.	BT/363	48.00	-do-
61). Assembly Secretary, M. L A. Hostel,	BT/358	5148.50	30.9.75
62). Settlement Officer, Motor Garrage Paradise Choumohani	BT/353	139.50	15.4.76
63. Ingr. Officer cum hiring Centre, Agartala,	BT/354 A	64.00	-do-
64). Principal Music College, Agartala,	BT/350	47.00	14.6.76
65). Ex. Engr, Divn, No. I. Agartala.	BT/368	512.50	28.2.74
66). Divisional Forest Officer, Sadar Forest Office, Agartala,	BT/374	870.00	-do-

67). Senior Statistical Offeier, Agartala.	BT/365-367	4810.74	10.3.7
68). Ex. Engr. Divn. No. I. St. light at P. H. C. Agartala.	BT/369	162.50	10.3.7
69). Ferest Officer, Howrah Ghat.	BT/373	299.50	-do-
70). Income Tax Officer, Agartala,	BT/375-76	512.00	-do-
71). Suped. Engr, Ist Circle, Agartala,	BT/377 A	3048.00	-do-
72). -do- -do- -do-	BT/377 A	2947.50	-do-
73). Ex. Engr. Divn. No. I. Agartala.	BT/379	1137.00	-do-
74). Ex. Engr. Divn No. I., S. D O-II- Sub-Divn, Agartala,	BT/380	742.00	-do-
75). -do- -do- Office,	BT/381	506.40	-do-
76). – —	BT/382	213.18	-do-
77). Ex. Engr, Divn No. I. St. light at P. H. C. Agartala,	BT/369	484.50	30.9.75
78). Income Tax Officer Office, Agt.	BT/375	456.00	-do-
79). Senior Statistical Officer.	BT/366	102.50	13.4.76
80). Ex. Engr. Divn. No. I. Office, Agt.	BT/381	443.50	-do-

81) State Manager, A. D. Nagar, Agartala.

BT/821	9602.50	20.7.76
BT/822	433.25	-do-
BT/823	336.50	-do-
BT/824	1518.25	-do-
BT/832	428.57	31.3.77
RT/833	111.00	-do-
BT/829	137.00	20.7.76
BT/832	468.36	-do-
BT/832	201.75	29.11.76
BT/811	1083	31,3.76
BT/811	1283.80	20.7.76

82) Executive Engineer, Mechanical Division Battala.	BT/592	794.50	15.4.76
83) Incharge Bishalgharh Library.	BT/593	62.00	-do-
84) Supdt. Central formgranise	BT/594	136 40	-do-
85) Director of Animal Husbandry, A/C. Gandigram.	BT/771	344.48	31.3.76
86) Comdt. 6th B. N. Assam Rifles,	BT/772	50.00	-do-
Kunjaban, Agartala.	BT/650	762.00	15.4.76
87) Supdt. of Police West, Agartala.	BT/656	1911 00	15.5.76
88) O. C. Bishalgarh, Bishalgarh	BT/550	747.03	29.10.76
	BT/551	286.50	-do-
	BT/554	757.20	20.12.76
	BT/558	884.08	20.9.76
	BT/559	56.90	-do-
89) Principal. M. B. B. College, Agartala.	Gov/13	6765.60	21.3.77
	Gov/35	198.72	-do-
	Gov/31	48.00	21.3.77
	Gov/17	47.62	20.12.76
	Gov/20	27.00	-do-
	Gov/39	1495.88	-do-
	Gov/40	540.00	-do-
90) Technical Officer, Champaknagar.	Gov/124	303.94	20.12.76
	Gov/126	130.34	-do-
91) Register Authority, Co. op. Society.	Gov/120	877.50	21.2.77
92) Asstt. Director of Animal Husbandry, Poultry farm, Gandhigram.	Gov-3/26	618.96	20.10.76
	Gov-3/29	309.72	-do-
	Gov-1/15to28	721.44	-do-
		873.74	-do-
		20.28	-do-
	Gov-2/101A	336.64	
		2224.24	
	Gov-2/102A	58.98	21.2.77
	12.2.60		
	Gov-2/107	103.50	-do-
	91.64	662.58	-do-
		29.34	-do-
		123.44	-do-
		264.58	-do-
		21.00	-do-

93) Gov-2/32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H. Directorate of Malaria Deptt. Agartala		24.00	21.12.77
		33.68	-do-
		24.00	-do-
		24.00	-do-
		24.00	-do-
94) Dist. Inspector of Social Education	Gov-2/45	494.96	-do-
95) Education Secy. Gurung.	Gov-2/50A	24.00	-do-
96) District Magistrate & Collector	Gov-2/52	194.40	-do-
97) Chief Secretary of Tripura.	Gov-2/53	572.40	-do-
98) Diractor of Industries. A/C. Estate Manager, Industrial Estate, A. D. Nagar.	BT/821	9602.50	20.7.76
	BT/822	433.25	-do-
	BT/823	336.50	-do-
	BT/824	1518.25	-do-
	BT/832	428.57	31.3.77
	BT/833	111.00	-do-
	BT/829	137.00	20.7.76
	BT/832	468.36	-do-
	BT/832	201.75	29.11.76
99) Technical Officer, Champaknagar.	Gov-124,126	303.94	20.12.76
		130.34	-do-
100) Farm Manager Poultry Gandhigram (Head of Departmant of A. H. D).	Gov-3/15	319.16	20.10-76
	Gov-3/26	618.96	-do-
	Gov-3/27	309.72	-do-
	Gov-3/15	721.44	20.2.74
	Gov-3/16	873.74	-do-
	Gov-3/18	2702.32	-do-
	Gov-3/19	2224.24	-do-
	Gov-3/21	58.93	-do-
	Gov-3/22	788.64	-do-
	Gov-3/23	662.58	-do-
	Gov-3/24	21.00	-do-
	Gov-4/25	123.44	-do-
	Gov-3/26	264.58	-do-
	Gov-3/28	21.00	-do-
	Gov-3/28	1287 80	28 3.77
	Gov-3/15	319.16	20 9.77
	Gov-3/16	174 02	-do-
	Gov-3/17	383.00	-do-
	Gov-3/18	706.12	-do-

	Gov-3/19	1498.28	-do-
	Gov–3/20	48.68	-do-
	Gov-3/21	33.00	-do-
	Gov-3/22	417.16	-do-
	Gov-3/23	252.04	-do-
	Gov-3/24	30.10	-do-
	Gov-3/25	30.00	-do-
	Gov-3/26	79.48	-do-
	Gov-3/27	190 00	-do-
	Gov-3/31	30.00	-do-
	Gov-3/32	395.95	.do-
101) Chief of Secretaay Tripura.	Gov-2/55A AGE/BR-MES	282.32	21·12.77
102) S. D. O. I. E.	Gov-2/62	130.80	-do-
103) Central IV. Sub-Division.	Gov-2/66A	2347.60	-do-
	Gov-2/66	210.64	-do-
	Gov-2/76	72.00	-do-
104) Comdt. T. A. P. B. N.	Gov-2/77	290.16	-do-
105) S. D. O. Central IV. Sub-Division.	Gov-2/78	908.00	-do-
	Gov-2/80	115.04	-do-
	Gov-2/82	24,00	-do-
	Gov-2/83	109.28	-do
	Gov-2/84	63.92	-do-
	Gov-2/85	282.00	-do-
	Gov-2/86	347.28	-do-
106) District Magistrate & Collector	Gov-2/92	6110.40	-do-
	Gov-2/94	3860.88	-do-
107) Ex. Engr. Minor Irrigation A/C. W. P. Jirania.	Gov-3/121	1039.50	20.10.76
	Gov-/121	609.00	21.3.77
	Gov-122	18.00	21.3.77
	Gov-121	458.10	28.11.77
	Gov-12	30.00	28.11.77
108) Ex. Engr. M. I. D. A/C. near Bhutoria Bross enbakment.	Gov.3/112	310.44	20.5.77
	Gov-3/124	930.86	20.9.77
	Gov-3/111	633.10	20.9.77
	Gov-3/112	349.52	20.9.77
	Gov-3/112	249.52	17.10.77
	Gov–3/111	638.10	-do-
109) District Magistrate & Collector.	Gov-3/142	75.08	20,10.76
	Gov-3/143	1132.50	20,12,76
	Gov-3/142	44.88	28.3.77
	Gov-3/143	156.00	-do.
	Cov-3/145	286.00	-do-
	Gov-3/143	141.40	20,9.77

	Gov-3/144	1801.98	-do-
	Gov-4/83	2199.52	17.10.77
	Gov-2/52	174.00	20.10.76
	Gov-2/92	72.00	-do-
	Gov-2/94	3303,00	-do-
	Gov-2/100	153.52	-do-
	Gov-2/52	217.68	20.3.77
	Gov-2/94	2737.52	-do-
	Gov-2/100	88.56	-do-
	Gov-2/94	2117.08	21.4.77
	Gov-2/100	62.42	21,4.77
	Gov-2/52	184.32	-do-
	Gov-2/52	64.72	20.8.77
	Gov-2/94	3602.16	-do-
	Gov-2/100	72.88	-do-
	Gov-2/52	194.40	21.12.77
110) District Magistrate & collector	Gov-2/92	6110.40	21.12.77
	Gov-2/94	3860.88	-do-
	Gov-2/74	5440.40	20.10,76
	Gov-3/144	920.68	-do-
111) Assembly secretary of Tripura, A/C. Rajbari Place.	Gov-3/95	130.16	-do-
	Gov-3/96	1791,68	-do-
	Gov-3/97	1929.44	-do
	Gov-3/98	1908.72	-do-
112) A/C. M.L. A. Hostel.	Gov-4/160	3517.60	17.10.77
113) Assembly secretary.	Gov.3/95	96.00	20.9.77
114) Under Secretary. S. A. Deptt.	4/114A	231.70	21.3.77
	4/114	842.32	-do-
	4/116	24.00	-do-
	4/117	278.40	-do-
	4/120	24.00	-do-
	4/119	375.84	-do-
115) Under Secretary, S. A. Deptt. Hon'ble Ministers.	Gov-4/114A	54.90	20.6.77
	-do-/116	18.00	-do-
	-do-/119	270.80	20.8.77
	-do-/119	73,24	-do-
	-do-/120	12.00	-do-
	-do-/120	6.00	-do-
	-do-/115	336.88	-do-
	-do-/114	329.60	-do-
	-do-/114	71.00	-do-
	-do-/98	329.72	-do-
	-do-/98	153.88	-do-
	-do-/114A	59.00	17.10.77
	-do-/114A	36.28	-do-
	-do-114	509.13	-do-
	-do-/114	225.00	-do-
	-do-/117	1386.28	-do-

116)	Principal of Agriculture training Centre, Lembuchara (Head of Deptt. Director of Agrtculture)	Gov-3/35	144.00	21.10.76
		-do-/36	2327.88	-do-
		.do-/47	251.88	-do-
		-do-/49A	701.56	-do-
117)	Horticulture, Lembuchara.	Gov-3/50	154.44	-do-
118)	Principal of Agriculture, Lembuchara.	Gov-3/48	85.00	20.2.77
119)	Subal Goswami, Praburbari,		306.00	
120)	Nilmoni Goswami, -do-	208.64		
121)	Balaram Das, Laxminarayan		440.00	
122)	Haridas Debnath B. K. Road		402.00	
123)	Shusadhan B. K. Debbarma B. K. Road		668.00	
124)	Nepal Paul, 5, Thakurpalli Road		206.00	
125)	Nepal Das, Motor Stand.		338.00	
126)	Basudeb Modak. -do-		206.62	
127)	Dipchand shoe stores, -do-		102.00	
128)	Rani halanar Debi. B. K. Road.		306.00	

129)	AI/50(3I)	Goposh Ch. Saha	A.D. Nagar	April	99.50
				Oct	57.50
				Dec	191.50
130)	AI/19	Matilal Dey	-do-	April	92.50
131)	AI/8(I)	S. D. Chakraborty	-do-	April	67.50
				March	36.20
132)	A2/616	Jatindra Majumder	-do-	April	24.50
				May	8.00
				Janu	28.00
				Feb	5.00
				March	14.52
133)	B9-34A	Bimal Saha	Bishalgarh	May'76	9.80
				June'76	28.40
				Aug'76	21.72
				Sept'76	50.84
				Oct'76	53.25
				Nov'76	82.08
				Dec'76	55.32
				Janu'77	48.03
				Feb'77	36.84
					427.29
134)	B9-76	Kshitish Ch. Saha	-do-	May'76	19.40
				July'76	31.15
				Nov'76	58.65
					160.20

135)	B9-III	Kshetra Mohan Saha	-do-	May'76	28.75
136)	B9-26	Haridas Saha	-do-	June'76	63.04
137)	B9-27(III)	Parimal Bikash Saha	-do-	-do-	46.68
138)	B9-37(A)	Niranjan Saha	-do-	-do-	38.56
139)	B9-72	Raj Mohan Deb	-do-	-do-	15.30
140)	B9-72(9)	Nikhil Ch. Saha.	-do-	-do-	17.80
141)	BG-78	Dhanarajia Rabidas	Sekerkut.	April'76	127.40
142)	B9-101B	Hemanta Das	Bishalgarh	-do-	38.30
143)	B9-121A	Makhan Ch. Sarkar	Sekerkut	-do-	38.30
144)	B9-1(BI)	Basanta Chakraborty	-do-	May'76	7.72
145)	B9-9A	Dayal Bandhu Dutta		May'76	18.76
				July'76	80.60
				Oct'76	17.80
				Nov'76	17.80
				Dec'76	17.30
				Feb'77	24.40
					213.76
146)	B9-17	Girendra Ch. Ghosh		April'76	27.08
				May'76	37.96
				July'76	80.80
				Aug'76	15.80
				Sep'76	75.48
				Oct'76	29.00
				Nov'76	28.40
				Dec'76	26.80
				Janu'77	80.64
				Feb'77	21.63
					126.64
147)	A1/85	Pratul Choudhury	A. D. Nagar, Agt.	April'76	51.50
				May'79	17.50
				July'76	28.00
				Aug'76	26.50
				Sep'76	6.00
				Oct'76	5.00
				Nov'76	2.00
				Dec'76	2.00
					138.50

148)	KS—1	D. P. Debbarma	79, Tills, Govt. Qr.	April'	8.50
				May'	12.50
				Jun'	20.50
				July'	22.00
				Sep'	69.00
				Nov'	47.50
				Dec'	25.00
				Janu'	17.00
				Feb'	12.00
				Mar'	32.00
					236.00
149)		S. P. Das Gupta.	-do-	April	11.94
				May	15.02
				June	30.40
				July	23.94
				Aug	32.18
				Jan'76	15:02
				Feb'	40.09
					132.40
150)		Kalyal Das Gupta.	-do-	April	19.42
				May	18.10
				Sep	17.34
				Nov	3.14
				Feb'76	25 50
					88.50
151)		Sri R. K. Saha	-do-	April	9.30
				May	4.90
				June	11.50
				July	19.50
				Sept	46.60
				Janu'76	11.06
				Feb'76	10.00
					158.80
152)	BG-AI	Harendra Ch. Paul	Bishal garh.	May'76	24.00
153)	B9-A2	Subrata Singha.	Sekerkut.	April'76	41.14
				July'76	15.56
				Sept'76	12.00
				Oct'76	15.00
					74.70

154)	B5/78(C-2)	M/S. Joyram type Retrading Works.	Maharaj Ganja Bazar.	May'75	63.96
				June'75	18.36
				July'75	16.96
				Aug'75	16.40
					115.68
155)	RBB1/69	Mridul Kanti Saha	Banamalipur	April'75	133.00
				Sep'75	301.00
				Oct'75	181.00
				Nov'75	63.50
				Dec'75	163.50
					892.50
156)	A. 1/57(B)	Tripura Venars.	A. D. Nagar, Agt.	Sep'75	62 50
157)	B-5/109B	A. Das.	Maharajgang Bazar, Agartala.	Sep'75	128'96
				Oct'75	103·76
					282.72
158)	R2/14	Bidyadhar Das.	Jirania Bazar.	Sep'75	62.90
				Oct'75	58.35
				Nov'75	87.95
				Dec'75	208.20
				Janu'76	143.03
				Mar'76	162.28
				Aug'76	30.97
				July'75	63.00
					817.70
159)	R1/114A	J. Laskar.	-do-	July'75	177.50
				Aug'75	303.00
				Sep'75	233.50
					714.00
160)	KS-1	Mr. Ghowhan.	Shal Bagan.	April'75	10.00
				May'75	7.50
				June'75	4.50
				July'75	15.00
				Sep'75	34.00
				Oct'75	2.50
				Nov'75	4.50
				Dec'75	29.50
				Jan'76	18.50
				Feb'76	15.52
				Mar'76	21.50
					170.12

161)	KB. 2/134		aunagar Rd. No. 2	Jnne'75	50.00
162)	KB-2/129	Surendra Ch. Dhar.	-do-	Oct'75	59.00
163)	KB-1/71	Anurupa Mukherjee,	Krisnnanagar.	Dec'75	81.00
				Nov'75	71.00
					152.00
164)	A. 1/25	Laxmikanta D	A. D. Nagar, Agt.	April'75	57.50
165)	A. 1/46-47	Milan Sanga.	Badharahat, Agt.	April'	80.00
					13.09
				May'	50.50
					4.53
					148.12
166)	A. 1/18(2A)	Anil Shil.	Bardwali, Agt.	Aug'75	16.00
				Sep'75	20.50
				Oct'75	12.50
					49 00
167).	BAT-2/733	Nirmal Sarkar	Joynanar, Aug.	April'75	74 52
				May'75	20.60
				June'75	27.08
				July'75	41.04
				MINU	163.24
168)	A.1/26	Laxmikanta Debnath.	Bardwali, Agt.	April'75	37.50
169)	A.1/50(A)	Hopesh Rn. Saha	A. D. Nagar, Agt.	—do—	707.00
170)	A.2/2	Estate Manager, Industrial Estate.	—do— —do—	April'75	243.50
				May'75	120.50
				June'75	144.50
					508.50
171)	A.2/5	Dulal Saha.	—do— —do—	April'75	336.00
172)	A-2/43	Pulin Chakrabortry,	—do— —do—	June'75	122.00
173)	H-2/88	Bijoy Mohan Saha,	Paradise Chou-muhani, Agartala.	April'75	1,428.75
174)	C-3/22	Dhirendra Ch. Das,	Dhaleshwar, Agt.	May'75	286.00
175)	C-3/97	Nani Gopal Saha.	—do— —do—	May'75	432.75
176)	A-1/1(E)	M/S Tescon.	Bardwali, Agt.	June'75	53.00
				July'75	50.25
					108.25

177)	R. 1/80	Jogesh Ch. Saha.	Ranir Bazar.	June'75	179.75
178)	KB. 1/50	Nripendra Debbarma.	Krishnanagar, Agt	May'75	38.50
				July'75	25.50
					64.00
179)	KB-1/51	Naresh Ch. Debbarma	—do— —do—	May'75	55 00
				June'75	13.50
				July'75	23.50
				Aug'75	15.50
				Sep'75	30.50
				Oct'75	20.50
				Nov'75	190.50
				Dec'75	23.50
				Jan'76	24.50
				Feb'76	33.00
				Mar'76	29.00
					288.00
180)	KB./52	Rabat Mohan Debbarma.	—do— —do—	May'75	27.50
				June'75	9.50
				July'75	9.00
					46.00
181)	KB-1/68	Kumud Bandhu Debbarma.	—do— —dy—	May'75	87.00
				July'75	32.50
				Aug'75	23.00
				Sep'75	32.50
				Oct'75	33.00
				Mar'75	20.60
					228.60
182)	KB-1/72	Jitendra Mohan Debbarma.	—do— —do—	May'75	29.00
183)	KB-1/94	Kunja Behari Debbarma.	—do— —do—	May'75	91.50
184)	KB-1/136	Bhupal Ch. Datta.	—do— —do—	May'75	19.50
185)	KB-2/71	Nagesh Ch. Bhattacherjee.	—do— —do—	May'75	11.50
				June'75	21.50
				July'75	15.00
				Sep'75	45.00
				Oct'75	49.00
				Nov'75	18.00
				Jane'76	44.50
				Mar'76	51.34
					255.84
186)	KB-2/84	Arman Ali Munshi.	Ramagar Rd. No. 1	May'75	150.00
				June'75	112.50
					262.50

187).H.1/14	Rajendra Chakraborty	Akhaura Road.		37.00
				10.50
				8.00
				9.00
				6.50
				11.50
				5.50
				52.00
				38.40
				177.40
188).H/1	Popular Engineering	-do-		56.00
189).H.1/14A	Mrinal Kr. Das	-do-		31.00
190).H.1/96A	Salil Debbarma	Jaganathbari Road		61.50
				50.50
				31.50
				51.00
				33.00
				35.50
				51.50
				53.00
				53.50
				530.00
				86.36
				1039.36
191).KB-1/40	Karuna Debi	Krishnanagar	April'75	35.50
			Sep'75	77.50
				113.00
192).KB-1/1	Dr. Pulin Bhusan Das	-do-	May'75	4.50
			June'75	9.00
				13.50
193).KB-1/12	Mohan Kr. Debbarma	-do-	May'75	10.42
			June'75	17.00
			Aug'75	15.00
			June'76	9.16
				51.58

194).KB-1/43	Renuka Roy	-do-	May'75	45.00
			June'75	4.93
			July'75	40.50
			Aug'75	11.50
			Oct'75	36.50
			Dec'75	20.50
			Janu'76	20.00
				248.98
195).RB-2	Surja Kr. Dey	Power House Quarter		336.00
196).RB-2	Lalit Mohan Das	-do-		225.00
197).RB-2	B. B. Saha	-do-		163.00
198).RB-2	Chitta Rn. Dutta	-do-		206 00
199).RB-2	Abinash Dey	-do-		409.00
200).RB-2	Nabadwip Saha	-do-		210.00
201).RB-2	Haripada Nag	-do-		450.00
202).RB-2	Ajit Kr. Dey	Haradhan Sangha		525.00
203).RB-2	Adhir Kr.Dey	-do-		730.00
204).RB-2	Brajendra Thakur	Bizli Road		305.00
205).	Janardhan Dey	Krishnanagar		219.33
206),	Secy. Howkers Union	Khosh Bagan		25,090.00
207).	Rana Jhaphal Jung	Radha Nagar		350.00
208).	A. K. Debbarma	-do-		506.00
209).	Headmaster	Pragati Bidya Bhaban		1809.00
210).	Subhash Ch. Dutta	Power House Compound		405.00
211).TS-1	Birendra Das	Tie Road		501.00
212).	Binoy Mohan Das	Mantibari Road		1300.00
213).	Hemanta Kr. Debbarma	Mogra Road		604.64
214).	D. O. Choudhury	-do-		864.00
215).	Madhury Janguly	-do-		503.00
216).H-1/1A	Nihar Kr. Debnath	Akhaura Road		26.00
217).H-1/5	Principal commercial Academy	-do-		40.00
				40.00
				18.50
				19.50
				26.50
				38.00
				26.00
				15.50
				22.00
				27.50
				294 00

218).KS-1	Sri K. S. Rathom		April'75	26.50
			May'	19.50
			July'	32.50
			Oct'	30.50
			Nov'	15.50
			Dec'	29.00
			Janu'76	18.42
			Mar'	41.00
				208 93
219).C.1/166A	Nagendra Ch. Banil	College Road Shibnagar	April'	77.50
			May'	——
			June'	155,50
			Aug'	26,00
				289.00
220).C.1/169G	Harilal Saha	-do-	April'	4.00
			May'	7.50
			July'	12.00
			Aug'	20.00
			Oct'	48.00
			Nov'	28.00
			Dec'	25.00
			Janu'	19.00
			Feb'	10.00
			Mar'	26.70
				200.70
221).C-3/9	Kamini Kr. Debnath	-do-	April'	27.00
			May'	5.50
			June'	6.00
			July'	8.00
			Aug'	10.50
			Sep'	8.50
			Oct'	10 00
			Nov'	10.00
			Dec'	56.50
			Janu'	128.50
			Feb'	4.50
			Mar'	17.56
				287.56
222).KS	Sri S. R. Das		April'75	9.74
			June'	18.70
			Aug'	19.04
			Sep'	36.58
			Oct'	28.90
			Dec'	28.18
			Janu'76	17.22
			Feb'	2.26
				148.62

223).	Naresh Ch. Chakraborty	Central Road Agartala	April'75	53.50
			May'	26.50
			Jun'75	39.50
			July'75	35.00
			Aug'75	40.00
			Sep'75	35.50
			Oct'75	46.00
			Nov'75	37.50
			Dec'75	42.50
			Janu'76	46.50
			Feb'76	35.50
			Mar '76	45.40
				486.40
224).C-3/82A	Sri Nani Benerjee	College Road Agartala	April'	37.00
			May'	158.00
			June'	14.50
			July'	12.50
			Sep'	18.00
			Oct'	18.00
			Nov'	29.50
			Dec'	16.00
			Janu'	16.50
			Feb'	9.00
			Mar'	12.76
				280.00
225).C-3/76-2	Sri Narendra Ch. Saha	College Road	April'	16.00
			July'	20.00
			Aug'	16.00
			Sept'	15.00
			Oct'	10.00
			Dec'	8.70
			Janu'	12.50
				99.20
226).C-3/76(3)	Sri Dhirendra Sutradhar	-do-	April'	16.00
			June'	7.00
			Sept'	13.50
			Oct'	15.00
			Dce'	12.00
			Mar'	15.30
				79.30
227).	Jatjndra debnath	Bazar-3	April'75	111.00
			May'75	90.50
			June'75	41.50
			July'75	——
			Aug'75	124.00
			Sept'75	82.00
			Oct'75	38.50
				431.00

228).	Santi Kr. Bhattacerjee	Jail Road Agt.	April'75	45.00
			May'75	39.00
			June'75	48.00
			July'75	57.00
			Aug'75	49.00
			Sept'75	49.00
			Oct'75	18.00
			Nov'75	37.00
			Dee'75	31.00
			Janu'75	34.50
			Feb'76	18.00
			Mar'76	50.30
				469.30
229).	Sudhanashu Ra. Dhar	Central Road Agartala	April'75	61.00
			Oct'75	26.00
			Nov'75	29.50
			Dec'75	23.00
			Janu'76	53.00
			Feb'76	41.00
			Mar'76	58.85
				298.35
230).	Jatindra Chakraborty	-do- -do-	April'75	24.00
			May'75	18.00
			Aug'75	18.50
			Sep'75	17.50
			Oct'75	17.00
			Nov'75	19.50
				103.50
231).H-1/9091	Ratan Debbarma.	Jaganath Bari Road.		114.21
				40.76
				15.40
				19.48
				11.50
				16.00
				14.50
				31.00
				19.00
				36.00
				40.00
				17.00
				26.50
				11.50
				24.50
				11.50
				27.08
				14.00
				26.72
				34.15
				550.50

232).H.I/91	Mahesh Ch. Debbarma.	—do—	615.50
233).H.1/100	Sudhir Ch. Choudhury.	—do—	26009.50
234).H.1/102	Lalit Mohan Debbarma.	-do—	83.00
235).H.2/13	Lalit Mohan Banik.	H. G. BASAK ROAD.	454.00
236).H.2/16	Manindra Lal Sinaha.	Old Colonel Bari.	932.00
237).	Malayandu Bhattacherje	Kunjaban Town ship, From April '75 to March '76	121.66
238).	Sri Sandhi.	—do— —do—	100.00
239).	Sri Podder.	—do— —do— April '75	21.00
		May '75	13.50
		June '75	17.50
		July to Nov '75	72.50
			124.50
240).KTB	Sri Prahas Kr. Roy	—do— April '75 to Feb '76	167.50
242).KTA	Sri B. V. Joseph.	May '75	11.50
		June '75	12.2
		Sept '75	18.17
			41.95
242).H.1/29	N. R. Dutta.	Sakuntala Road.	234.50
243).H.1/30	Akhil Ch. Roy.	—do—	285.50
244).H.1/333 & 34	Sudhir Ch. Karmakar.		345.43
245).H.1/57	Jogendra Ch. Paul.	Akhaura Road,	107.45
246).H.2/27	Jiran lal Dey. C/O. Sunil Mukherjee.	H. G. Basak Road.	3506.50
247).K3—3/39/ & 40	Nipendra Deb.	Rannagar Road. No. 4	502.55
248).H.2/112	Madhury Ganguli.	H. G. B. Road. (74-79).	373.50
249).C.3/76A	Nani Banerjee.	Nath Chowhamani.	1560.10
250).KB-2	Jain Tranching & Indus-	J. G. Road.	4587.80
251).KB-4/859	Ka Choudhury.	Sankar Chowmohani.	52.25
252).KB-3/	Harihar Nath Biswas.	Ramnagar Road. No. 3	103.68
253).KB-3/121	Chitta Rn. Dhar.	—do— —do— No. 7	53.00
254).KB-3/80	Akhil Roy.	—do— —do—	148.00
255).	Ananta Kr. Samajpati	Sakuntala Road.	868.00
256).	Umesh Ch. Das.	—do—	408.68
257).	Abinash Chakraborty.	R. M. S. Choumuhani. Agt	403.00
258).	Maharaj Kumari Charu Debi.	Mogra Road.	508.00

259.H.1/67A	Samir Rn. Barman.	Akhaura Road.		129.50
				66.50
				79.00
				63.50
				62.00
				65.00
				59.50
				525.00
260).	Kanu Debbarma.	Ranir Bazar.	Dec'75	17.30
			Jan'76	20.66
			Feb'76	11.70
			Mar'76	27.32
				76.98
261).	Puranjoy Chakraborty.	—do—	Apr'75	5.48
			July'75	20.60
			Aug'75	18.98
			Sep'75	16 74
			Oct'75	15.06
			Nov'75	9.46
			Dec'75	7.78
			Jan'76	8.34
			Feb'76	2.74
			Mar'76	6.60
				111.78
262).	Anjan Kr. Roy.	-do—	Apr'75	33.96
			June'75	13.88
			July'75	11.14
			Aug'75	13.38
			Oct'75	22.28
			Nov'75	28.10
			Dec'75	21.78
			Janu'76	28.34.
			Feb'76	12.32
				171.68

263).	Amalendu Mazumder.	—do—	Apr'75	10.50
			May'75	9.50
			June'75	3.50
			July'75	15.50
			Aug'75	14.50
			Sep'75	5.80
			Nov'75	10.50
			Dec'75	16.00
			Janu'76	15.50
			Feb'76	10.50
			Mar'76	23.40
				134.90
264).	Indra Lr. Shill.	—do—	Apr'75	20.00
			May'75	18.00
			June'75	21.60
			July'75	38.00
			Aug'75	27.50
			Sep'75	24.50
			Oct.75	34.50
			Nov'75	25.00
			Feb'76	14.00
			Mar'76	34.00
				257.50
265).	Kanu Debbarma.	Ranir Bazar.	Apr' 75	30.68
			June' 75	64.84
			July' 75	44.74
			Aug' 75	27.38
			Oct' 75	62.60
			Nov' 75	20.10
				250.34
266).	BAT-2/167 Narayan Ch. Das.	Joy Nagar, Agt.	April	41.00
			June	30.00
			Aug	33.00
			Sept	33.00
			Oct	65.00
			Jan	58.00
			March	40.82
				300.82

267).	BAT-2/167	Krishna pada Bhattacherjee.	Joy Nagar, Agt.	April	78.00
				May	22.00
				June	30.50
				July	36.00
				Aug	30.00
				Sep	39.50
				Oct	41.50
				Nov	54.00
					331.50
268).	BAT-1/90	Biswas Rn. Dey.	—do—	April	11.00
				June	7.50
				July	6.50
				Aug	4.50
				Sept	7.00
				Oct	7.00
				Dec	5.00
				Janu	5.00
				Feb	4.50
				March	6.00
					64.00
269).		Ashit Rn. Bhattacherjee.	—do—	April	36.50
				May	66.50
				Jun	43.00
				Oct	22.00
				Janu	19.00
				March	16.64
					203.64
270).	BAT-2/72	Prafulla Kr. Das	—do—	April	38.50
				May	30.50
				June	25.50
				July	25.50
				Aug	30.50
				Sept	30.50
				Oct	50.50
				Dec	30.50
				Jan	47.50
				Feb	50.50
				March	47.60
					407.60

271).	BAT-2/92	Muhari Debbarma.	Joy Nagar, Agt.	April	8.50
				May	5.00
				June	5.50
				July	4 50
				Aug	5.50
				Sep	5.00
				Oct	2.00
				Nov	2.00
				Dec	2.00
				Jan	8.00
272).	BAT-1/35A	Ranjit Kr. Paul.	Joynagar.	April	91.00
				May	180.00
				Aug.	263.50
				Oct.	126.00
				Nov.	250.50
				Dec.	121.00
				Janu	119.00
				Feb	117.50
				March	91.25
					1,280.75
273).	BAT-2/174A	Haridas Chakraborty.	—do—	April	53.00
				May	14.50
				June	17.00
				July	17.50
				Aug.	20.00
				Sept.	31.50
				Oct.	33.00
				Nov.	29.00
				Dec.	33.50
				Janu.	34.00
				Feb.	24.50
				March	24.98
					332.48
274).	BAT-1/91	Chandra Mohan Debbarma.	—do—	April	28.50
				May	15.00
				June	11.50
				July	9.00
				Aug.	10.50
				Sept.	14.00
				Oct.	13.50
				Nov.	13.00
				Dec.	10.00
				Janu.	2.00
				Feb.	10.00
				March	16.00
					153.00

1	2	3	4	5
275). BT/143A	Incharge Durganagar Primary Health Centro.		30/9/75	
276). BT/136	S. D. O.	B/R/IVMPS.	15/4/76	21.50
277). BT/136	S. D. O.	B/R/N.MPS.	—do—	232.26
278). BT/142	262 F. D. WKS.	P. Companay Eme. (6576 MBN) c/o. 99Apo	—do—	2,813.50
279). BT/136 BT/136A	Chief Officer.	H. Q. 557 B. N. C/O. 99APO.	14/6/76	3,635.00 59.06
280). BT/140	In-charge.	15th Engineering Regiment CPO. 99 APO.	—do—	657,62
281). BT/152	Supdt. Police.	West.	10/10/74	740.40
			10/3/75	443.50
			30/9/75	720.15
282). BT/146-148	Comdt. 49th BN. CRP	Narsing Garh.	10/3/75	808.24
			10/3/75	6,140.08
283). BT/157-158	O. C. 34 Tripura N. C. C.	—do—	10/3/75	118.80
			30/9/75	286.26
284). BT/149-151	Co dt. 54 B. N. C. R. P.	—do—	30/9/75	3.181.83
285). BT/147	Comdt. 49 B. N. C. R P.		14.6/76	1,852.06
286). BT/152	Supdt. Police	West.	14/6/76	902.36
287). BT/164	Comdt. S.B.N.R.A.C.	Narsing Garh,	30/9,75	3,965.40
			10/4/76	1,771.50
288). BT/165-71	Supdt. Informay	-do-	30/9/75	3,945.42
289). BT/172	Incharge, Narsing Garh Health Centre.	-do-	-do-	1,227.58
290). BT/174	S.D.O.P.W.D.		-do-	74.50
BT/174	C/O. Aghnr Debbarma.		15/4/76	927.50
291). BT/162	Comdt. 90 B. .B.S.F.	Shal Bagan.	18/4/76	60.62
BT/163				32.06
292). BT/202	Inspector of School,	Banamalipur, Agt. Sadar 'A'	10/3/75	1,302.50
293). BT/205	Guidance Office.	C/O. Manimoy Sen	-do-	263.00
		Gupta, Banamalipur.	14/6/76	109.00
		Agartala		370.00
294). BT/206	Comdt. T.A.P.B.N.	Shad Rooma.	10/3/75	696.50
			15/4/76	613 00
			14/5/76	794.00
295). BT/204	Diary Development Office,	Banamalipur.	10/3/75	609.50
				314,50
			15/4/76	748.50
			14/6/76	314.50
296). BT/198	Director of Industries, Agartala.	Banamalipur,	14/6/76	66.10
			-do-	408.00
			-do-	1,897.00

1	2	3	4	5
297).	BT/210	D.M. & Collector.	28/2/74	768.00
	BT/212		-do-	157.00
298).	214	Nilkanta Debbarma.	-do-	1,910.50
299).	BT/210	Narsing Akhara, Laxminarayan bari.	10/10/74	822.50
	BT/212		-do-	259.00
	-do-/214		-do-	2,190.00
	-do-/210		10/3/75	410.00
	-do-/212		-do-	352 00
	-do-/214		-do-	1,228.00
	-do-/210		30/9/75	154.00
	-do-/212		-do-	2,023.50
	-do-/210		15/4/76	208 00
	-do-/212		-do-	148 00
	-do-/214		-do-	602.50
	-do-/215		-do-	571.50
300).	BT/217	Asstt. Chemist Soil- Office lane. Testing. Agartala.	20/12/76	938.50
301).	BT/243	Asstt. Engineer, Public Ramnagar	10/3/75	404.00
		Health Sub-No II Road No. 6	30/9/75	495.00
302).	BT/247-249	Head Master Budh-	15/4/76	508.50
		jong H. S. School.		1,134.00
				794.50
				290.00
303).	GV-3/47	Principal Agriculture, Lembuchera.	20/10/76	251.88
304).	GV-3/50	Farm Manager, Howli Centre -do-	20/10/76	154.44
305).	GV-3/95-98	Assembly Secretary, Agartala, Tripura.	-do-	130.16
			-do-	1.791.68
			-do-	1.929.44
			-do-	1,998.72
306).	GV-3/99	Director of Rehabilitation, Deptt. Banamalipur. Agartala.	-do-	5.564 20
307).	GV-3/111	Executive Engineer, M.I.D.Agt.	-do-	379.00
308).	GV-3/159-160	Principal Craft Centre Institute.	-do-	173.68
		Banamalipur.	-do-	1,906.72
309).	GV-3/144/142	D M. & Collector, Agartala.	-do-	75.08
310).	BT/568	Comdt. 78 B.N.B.S.F. Gakul Nagar.	20/10/76	1,919.50
311).	GV-3/62	Asstt. Engineer, Centre Irrigation, Agt.	29/11/76	478.50

1	2	3	4	5
312).		Hon'ble Minster, K.D. Bhattacherjee.	29/11/76	306.50
313).	GV-3/15-18	Farm Manager, Poultry, Gandhigram	21/2/77	721.44
				873.74
				20.28
				2,224.24
				58 98
				103.50
				662.58
				21.00
				123.44
				264.58
				21.00
314).	Gov-3/3	Executive Engineer, Public Health, Agt.	21/2/77	3,722 00
315).	Gov-3/50	Incharge Fruit Nursery, Lembuchera.	21/2/77	62.22
316).	Gov-3/18	Principal, Women's College Agartala	28/3/77	1,908.56
317).	Gov-4/60/62	Director of Food & Civil Supply.	-do-	1,812.50
				1,423 00
318).	Gov-4/61	Director of Manpower.	-do-	1,593.00
319).	Gov-3/143	D.M. & Collector.	-do-	156.20
	142		-do-	44.88
320).	Gov-3/150	Edcuational Vocational Guidance.	-do-	71.20
321).	Gov-3/100	Shpdt. of Police. —	-do-	10.96
322).	BT/263A	Director of food, Ramnager Rd.No.2	10/10/74	31.50
323).	BT/261	Director of Animal husbandry Veterinary Service Office. Ramnagar Rd.2	10/3/75	726.50
324).	BT/263A	Director of Food, Ramnagar, Raod —2	-do-	21.50
325).	BT/264-67	Head Mistress of Banividyapith Girl's School, Agartala.	-do-	1,476.00
326).	BT/258A	Asstt. Enginear, Contrect Sub-Divn.	30/9/75	16.00
327).	BT/259A	S.D.O. Minor Irrigation Sub-Divn.	30/9/75	1,411.50
328).	BT/260	Asstt. Engineer, P.W.D. Sub-Divn.	-do-	641.50
329).	BT/263	Field publicity Officer, Ramnagar-2	-do-	139.00
330).	BT/263A	Director of Food, Ramnagar—2	-do-	465.00
331).	BT/264-67	Head Mistress, Bani Vidyapith Girls'.	-do-	7,440.50
332).	BT/256	Executive Engineer, I.D. Agt.	15/4/76	412.50
333).	BT/258	-do- -do-	-do-	122.50
334).	BT/259	-do- -do-	-do-	28.50
335).	BT/262	Ast. Engineer, Tripura Power Research Centre. Agartala.	-do-	43 00
336).	BT/270	Sub-Divn. Officer (Mech). Agartala.	10/10/74	2,272 97

1	2	3	4	5
337).	BT/280	Registrar Co-op. Society. Rajbari, Agt.	10/3/75	2,257 50
338).	BT/284	R.E. Investigation Divn. Agartala.	10/3/75	1,204.00
339).	BT/277A	Executive Enginer, Planning & Design Units.	30/9/75	2,096.50
340).	BT/277-79	Settlement Officer, Rajbari, Agartala.	-do-	451.00
341).	BT/280	Registrar Co-op. Society. -do-	-do-	3,253.50
342).	BT/281-82	Settlement Officer, West Mahal, Agt.	-do-	3,095.50
343).	BT/283-84	Supdt. Engineer, Gumti Project. Lal Mahal,	-do-	1,868 50
344).	BT/285	Assembly Secrctary, Tripura, Agartala.	-do-	9,355.50
345).	BT/278	Settlement Officer (Drawing) Rajbari.	15/4/76	661.50
346).	BT/279	-do- -do-	-do-	182.75
347).	BT/280	Registrar Co-op. Society. Rajbari, Agt.	-do-	2,725.00
348).	BT/281	Settlement Officer, West Mahal, 1st Floor	-do-	1,065.00
349).	BT/282	-do- -do-Ground floor, Agartala.	-do-	1,263.00
350).	BT/285	Assembly Secretary, Tripura, Agartala.	15/4/75	276.50
351).	—do—/286	—do— —do—	—do—	2,071.00
352).	—do—/287	—do— —do—	—do—	1,160.50
353).	—do—/287	—do— —do—	—do—	1,605.00
354).	—do—/285	—do— —do—	14/6/76	52.20
355).	—do—/286	—do— —do—	—do—	3,461.50
356).	—do—/286	—do— —do—	—do—	3,941.00
357).	—do—/287	—do— —do—	—do—	2,963.50
358).	—do—/291	Supdt. of Agricultre, Centre Zone.	28/2/74	630.00
359).	—do—/293-94	Jagangth Tample.	—do—	368.00
360).	—do—/289	Director of Relief. B.K.Rd.Agt.	—do—	419.50
361).	—do—/293-94	Jaganath Tample, Agartala.	—do—	354.50
362).	—do—/289	Director of Refuge Relief, B.K.Rd. Agt.	10/3/75	252.00
363).	—do—/290	Chief Inspector of Matric Weights Measure. Krishnanagar, Agartala.	—do—	155 00
364).	—do—/291	Supdt. of Agriculture, Centre Zone. Agt.	—do—	412.50
365).	—do—/293	Jaganath Tample, Durgabari, Agt.	—do—	111.00
366).	—do—/294	Durga bari. Agartala.	—do—	302.00
367).	—do—/298-305	Head Mistress B.T.B. Girl's School, Agt.	—do—	2,532.99
368).	—do—/288	Executive Engineer, Public Health Eagineering Division. Agartala.	30/9/75	81.00
369).	—do—/290	Cvief Inspector Matric & Weight - measures. Agartala.	30/975	174.50
370).	—do—/293-94	Jaganath Tample, Agatala.	30/2/75	417.00
	S. D. O. (Elect). Teliamura	11 KW	115.24	9-8-73
			97·88	6 7.72
			80 52	8.6.72
			110·75	9.5.72

2	S. D. O. (P.W.D.).	12 KW	24·58	9.5.72
			42·50	8.6.72
			48·10	6.7.72
			56·50	9.8.72
			53·14	8.9.72
3	S. D. M. O. Khowai	9/ KW	233·72	6.1.72
4	Munsiff. Khowai.	4/ KW	96·82	8.9.72
5	Superindent of Police, Radia Station, Khowai	1/ KW/G	20·00	
			2·34	
			22·34	9.5.72
			38·00	
			3·50	8.6.72
			41·50	
			40·00	
			4·74	6.7.72
			54·50	
			6·48	9.8.72
			60·98	
			37·50	
			4·44	8.9.72
			41·94	
6.	S. D. O. Khowai.	3/ KW/G	467·36	9.5.72
			459.52	8.6.72
			423·12	6.7.72
			413·14	9.8.72
			527·59	8.9.72
7	Head Master, Khowai.	7/ KW	331·90	9 8.72
			306·14	8.9.72
8	Head Master, Khowai.	7/ KW	259·54	9.5.73
			223·26	9.7.73
			121·90	11.9.73
			87·74	8 11.73
			482·54	9.2.73
			285·42	7.3.73
9	S. D. O. (Elect), Teliamura.	11/ KW	48·60	9.5.73
			43·56	12.6.72
			46·36	9.7.73
			50·28	10.8.73
			72·68	11.9.73
				9.
			137·64	9.2.73
			39.03	3.4.73

SL. NO.	Name and Address.	Account No.	Gross Accout.	Date.
10.	S. D. O. (P. W. D.) Teliamura.	12/KW.	29.06	9-5-73
			22.90	12-6-73
			31.86	9-7-73
			33.02	10-8-73
			30.74	11-9-73
			52.02	9-10-73
			22.34	8-1-73
			21.78	7-12-73
			42.50	9-2-73
			26.26	7-3-73
			29.06	3-2-73
11.	Directoı of Industıies for sales Emporium.	8/KW.	5.54	11-9-73
12.	Librain, Khowai.	6/KW.	8 80	9-10-73
13.	E. M. I. Division,	10/KW.	24.58	8-1-73
14,	Sub-Jail. Khowai	13/KW.	135.96	9-2-73
15.	Superintendent of Police Radia Station, Khowai.	1/KW/G.	52.58	9-5-73
			57.62	12 6-73
			62.10	9-7-73
			82.82	10-8-73
			12-82	9-10-7
16.	S. D. O. (Khowai).	3/KW/G	369·36	9-5-73
			368.24	12-6-73
			510.48	9-7-73
			418.08	10-8-73
			405.20	11-9-73
			468 48	9-10-73
			389.52	9- 2-73
			298.24	7-3-73
17.	S. D. O. (P. W. D.)	12/KW.	24.58	8-1-74
18.	Head Master, Khowai,	7/KW.	154.94	12-2-74
19	S. Deb, A. S. I., Khowai.	158/KW	8.34	6-2-75
20.	Dilip Kanti Paul, Khowai.	222/KW.	8.00	6-2-75
1.	Givija Bhusan Halder, Khowai.	101/KW.	5.54	5-5-75
22.	B. B. Bardhan, (C-I) Khowai.	41/KW.	30.74	2-9-75
23.	B. B. Bardhan, Khowai,	49/KW.	13.94	6-10-75

SL. No.	Name and Address.	Account No.	Gross Amount	Date.
24.	S, P. for C. I Office,	14/KW/G	22,90	6-2-75
	Kowai		40.26	12-3-75
			14.50	8-4-75
			14.50	10-5-75
			14.50	9-6-75
			55.94	5-7-75
			51.46	4-8-75
			62.66	15-9-75
			76.10	17-10-75
			51.46	13-11-75
			38.02	11-12-75
25	S. P. for Palic Station,	2/KW/G.	31.46	
	Khowai.		25.70	6-2-75
			58.12	12-3-75
			25.64	8-4-75
			21.72	10-5-75
			46.80	9-6-75
			101.80	5-7-75
			146.60	7-8-75
			149.96	15-9-75
			221.56	15-10-75
			181.00	13-11-75
			149.00	11-12-75
26.	S. D. O. (Civil),	3/KW/G.	388.40	12-3-75
			259.60	8-4-75
			415.28	13-12-75
			396,24	11-12-75
27.	Librarian, (Birchandra Public Library), Khowai.	6/KW/G.	40.26	11-12-75
28.	S. D. O. (P. W. D.), Khowai.	10/KW/G.	34.66	15-9-75
29.	Head Master, Govt. Higher Secondary School, Khowai.	7/KW/G.	267.00	10-5-75
30.	B. D. O., Khowai.	15/KW/G.	66.04	12-3-75
			43.62	8-4-75
			82.82	5-7-75
			76.10	15-9-75
			45.86	11-12-75
13.	Director of India. Khowai.	8/KW/G.	3.30	12-3-75
			3.30	8-4-75
			8.90	18-5-75
			5.54	9-6-75
			5.54	5-7-75
			4.42	4-8-75

1972-73

Sl. o.	Name and Address.	Account No.	Gross Amount.	Date.

SL. O.	Name and address.	Account No.	Rs. Cross Amount.	Date.
	Khowai		14.50	5-7-75
			14.50	7-8-75
33.	S. B. Bhattacharjee, S. O., P.W. O.	106/KW.	1.50	3-3-76
34.	N. K. Acharjee,	33/KW.	10.50	2-3-75
	Khowai.		11.08	30-3-76
35.	Santi Rn. Mukharjee, Khowai.	97/KW.	3.24	7-4-76
36.	M. C. Datta, Khowai.	140/KW.	6.00	26-10-76
37.	S. P. Radio Station, Khowai	1/KW/G.	51.40	6-9-76
38.	S. P. C. I. Officer, Khowai.	14/KW/G.	50.34	11-2-76
			34.10	8-3-76
			31.34	8-4-76
			24.52	6-5-76
			44.68	7-7-76
			22.28	30-7-76
39.	S. P. for Police Station, Khowai.	2/KW/G.	129.80	8-3-76
			161.04	8-4-76
			102.80	6-5-76
			93.96	6-7-76
32.	S. P. for Radio Station	1/KW/Gr	8.90	8-4-756
		3/KW/G	21.16	6-7-7
40.	S. D. O. (Civil),	3/KW/G	406.32	7-1-76
41.	S. D. O. (P. W.), Khowai.	11/KW;G,	26.82	7-1-76
		12/KW/G.	26.76	3-8-76
		42/KW/G.	65.64	1-9-76
		64/KW/G.	16.68	
42.	B. D. O. (Khowai).	15/KW/G.	45.86	7-1-76
43.	S. P. Radio Station,	1/KW/G.	69.32	6-5-79
	Khowai		24.52	14-6-76
44.	Akrun Kr. Das,	72/KW/G.	6.00	2-4-77
		105/KW	6.00	3-4-77
45.	Jiban Krishna Chakraborty,	242/KW	6.00	2-8-77
46.	S. Mukharjee, Muniff.	244/KW	32.36	6-1-78
47.	Surjya Bhusan Sarkar,	600/KW	.96	10-1-78

1.	Arun Bhattacharjee, (P.W.D.)			
	Comp. Teliamura.	1		19·54
2.	Apurba Nandi, (P.W.D)	3		8·90
	Comp. Teliamura.			3·86
3.	Sadhan Ch. Paul, (P.W.D.)			
	Comp. Teliamura.	5	3·86	
4.	Dilip Kr. Deb, (P.W.D)	8	12·50	
	Comp. Teliamura.		8·90	
5.	M. K. Goswami, (P.W.D.)	2	6·60	
	Comp. Teliamura.		3·86	
			3.86	
6.	Badal Kr. Roy, (P.W.D.)	12	21·00	
	Comp. Teliamura.		31·30	
7.	Bhabeah Bhattacharjee, (P.W.D)	13	9·50	
	Comp. Teliamura.		28·50	
			13·94	
8.	Arun Bhattacharjee, (P.W.D.)	14	17·30	
	Comp. Teliamura.		21·50	
9.	M. K. Goswami, (P.W.D.) Comp, Teliamura.	2	4·50	
			10·02	
			6·60	
10.	B. C. Saha, (P.W.D.) Teliamura.	1	14·50	
			12·00	
11.	L. C. Nitai, (P.W.D.) Teliamura.	9	14·00	
			12·00	
12.	Sadhan Ch. Paul, (P.W.D.) Comp. Thliamura.	5	16·00	
13.	Bhabesh Bhattacharjee, (P.W.D.) Comp. Teliamura.	13	16·00	
14.	D. C. Sarma, (P.W.D) Comp. Teliamura.	16	8.00	
15.	A. N. Tarat, (P.W.D.) Comp, Teliamura.	4	11·00	
			28·50	
			13·94	
			13·00	
16.	Dinesh Deb, (P.W.D.) Comp Teliamura.	6	23·14	
17.	A. N. Tarat, (P.W.D) Comp, Teliamura.	4	11·00	
			27·00	
18.	Chaya Rani Chowdhury, C/O. M. Radio, A.A. Road.	262	13·94	
			17·30	
			26·00	
			11·08	
19.	Sukumar Dey, Forest Office.	283	2·74	
Sl. No.	Name and Address.	Account No.	Gross Amount.	Date.
			Rs.	
20.	Priya Bala Deb, Rajnagar.	278	38·00	
			65·00	
			27·60	
			29·50	

Sl. No.	Name and Address.	Account No.	Gross Amount.	Date.
21.	Hari Prasanna Das Gupta, A. A. Road.	47	21·00	
			17·24	
			18·42	
			1·62	
			17·50	
			22·90	
			31·00	
22.	Girendra Sarkar, Asstt. S. I. Ps. Teliamura.	45	19·44	
23.	Jagabandhu Paul, Teliamura.	68	8·90	
24.	Manindra Ch. Banik, Bazar, Teliamura.	84	18·50	
			16·18	
			26·26	
25.	Ram Paul, Teliamura, Bazar.	80	26·50	
			30·50	
26.	Himangshu Roy, Sadhan Bastralaya Bazar.	93	16·00	
27.	Laxmi Kantai Shill, South Bazar.	105	8·00	
28.	Tipu Das, Motor Stand, Teliamura.	123	2·00	
			6·10	
29.	Bagala Chakraborty, Teliamuaa Bazar.	103	20·66	
30.	Bijoy Roy, A. A. Road.	165	2·12	
31.	Chitanya Ashram, Teliamura.	156	24·50	
32.	Mohan Bashi Rishi, A. A. Road.	161	4·50	
33.	Nibaran Ch. Das, Colony Bazar, Teliamura.	158	15·50	
34.	Birendra Ch. Paul, Teliamura.	179	8·90	
			6·00	
35.	Hela Bhattacharjee, P. H. C. Camp.	182	8·90	
			23·40	
36.	N R. Debbarma, A. A. Road.	177	18·92	
37.	Paritosh Sarkar, P. H. C. Camp.	183	11·50	
			7·50	
38.	Manmohan Dey, Ompi Road.	192	4·98	
			6·50	
39.	Raj Kumar Debnath, Ompi Road.	194	11·64	
			7·22	
			10·00	
40.	Pulin Behari Nath, (P.W.D) Jaynagar.	198	10·58	
41.	Priti Kr. Majumder. P. H. C. Camp.	184	15·06	
			Rs.	
42.	S. P. Majumder, C/O Krishna Mohan Deb, Omti Road.	197	27·00	
			151·08	
			2·00	
			31·00	
			26·00	
			98·00	
43.	Upendra Banik. Ompi Road.	191	30·00	
44.	Inspector, Asstt. Commandant, 93 B. S. F.	239	8·34	
			5·50	

Sl. No.	Name and Address.	Account No.	Gross Amount.	Date.
			Rs.	
45·	R. N. Sinha, D. C. F.	202	44·68	
	Forest Camp.	203	71·30	
46.	Manindra Ch. Paul, Pulinpur.	205	44·50	
			35·00	
47.	Mihir Ranjan Sinha, Range Forest Camp.	200	18·00	
48.	B. N. Banerjee, 93 B. S. F., Kashiyanagar.	235	8·70	
			7·78	
			56·94	
49.	Asstt. Engineer, Agartala.	232	96·82	
50·	Officer Commanding, 99, A. P. O., Kashiyanagar.	228	1007·94	
51.	Bidhan Chakraborty, P. H. C. Camp.	226	27·00	
			10·00	
52.	Md. Ziaullah, 93 B. S. F.	238	46·42	
			4·86	
53.	K. R. Raw, 93 B. S. F,	239	8·34	
			24·00	
54.	S. S. Multani, Asstt. Commanding,	240	16·00	
	93 B. S. F.	241	6.10	
			10·54	
			4·42	
			49·66	
			24·00	
55.	Rignosho, Head Constable, 93 B. S. F.	243	6·10	
			3·00	
56.	P. A. Ganapati, Head Constable, 93 B. S. F.	244	2·76	
			3·00	
57.	B. S. Rana, Head Constable, 93 B. S. F.	245	3·00	
			1·62	
			8·00	
58.	Srinath Pandey, 93 B. S. F.	247	5·54	
			5·50	
			17·50	
59.	Lal Singh Thapa, 93 B. S. F.	249	16·00	
			4·42	
			8·00	
60.	Ram Chanda, Q No. 1/1 93 B. S. F.	250	4·42	
61.	A. C. Sarker, A. A. Road.	291	4·50	
62.	Subratra Rn. Roy, (I. O. C) Agartala, Dinagar.	296	9·50	
63.	Dr. Shengha, 93 B. S. F.	304	13·20	
64.	Family Welfare Centre, 93 B. S. F.	306	3·68	
65.	Rati Ranjan Das, Colony Bazar, Teliamura.	315	17·80	
			9·00	
			6·50	

SL. NO.	Name & Address.	Account No.	Gross Amount.	Date
			Rs.	
66.	Amar Krishna Das, (Overseer), Rajnagar.		814	7·00
				7·50
				6·00
				16·50
				10·50
				10·50
67.	Himangshu Ru. Roy, N/Nagar.		303	17·00
				11·00
68.	Madhu Sudhan Banik, H. S. School, Teliamura.		32	7·50
				14·00
				21·00
69.	Atirendra Banik, A. A. Road.		324	25·50
70.	Man Mohan Debnath, South Bazar.		325	25·50
71.	S. D. O. Telegraph, Teliamura Exchamge.		346	71·00
				231·50
				52·50
72.	Anil Kumar Tasan, Rajnagar.		333	19·50
73.	Gopal Ch. Dey, Santinagar.		252	14·44
				9·45
				9·00
				31·00
74.	R. Lodh, S. D. O. (Elect).		308	9·80
				30·50
1.	Bidyanidhi Sing. P.W.D. Comp.	10	6.00	1-2-78
2.	Badal Kr. Roy. -do-	12	6.00	2-1-78
3.	Anil Deb. -do-	13	13.88	1-2-77
			13.32	2-1-78
			11.64	1-2-78
4.	Gopa Gupta Roy -do-	15	11.64	2-7-77
			12. 0	14-11-77
			6.00	1-12-77
			12.76	12-1-78
5.	N. C. Saha. (E) S. D. O.	18	8.84	3-2-78
6.	Girish ch. Paul, S/Nagar	30	13.22	30-11-77
			17.80	4-1-78
7.	Paresh Paul -do-	31	44.12	2-11-77
8.	Manohar Saha. -do-	32	15.56	1-2-78
9.	Naresh Ch. Saha -do-	33	31.80	4-1-78
			20.60	1-2-78
10.	Upendra Debnath -do-	254	6.00	28-9-77
			7.72	1-2-78
11.	Rathindra Nath Bhattacharjee -do-	431	37.16	2-9-77
			11.08	5-1-73
			11.08	2-2-78
12.	Jagabandu Paul, South Bazar	341	6.00	13-1-78
			6.00	3-2-78
13.	Sasti Mohan Das. -do-	159	17.24	24-1-78
			17.24	23-2-78

SL. NO.	Name & Address.	Account No.	Gross Amount	Date
14.	Gouri Sankar Das Bazar Colony	157	6.00	24-11-77
			6.00	24-12-77
			9.96	24-1-78
			12.08	23-2-78
15.	Rati Ranjan Modak Bazar	127	43.56	12-12-77
			40.76	19-1-78
			29.66	17-2-78
16.	Pabitra Kr. Roy -do-	271	98.00	15-12-77
			98.00	19-1-78
			98.00	17-2-78
17.	-do. -do-	270	6.00	15-12-77
			6.00	19-1-78
			6.00	17-2-78
18.	Gouranga Debnath -do-	292	13.88	19-1-78
19.	Santosh Ch. Deb -do-	398	20.60	17-2-78
20.	Dhirendra Debnath -do-	214	6.00	17-2-78
21.	Sudhir Ch. Roy -do-	295	55.88	15-12-77
			26.76	19-1-78
			23.96	17-2-78
22.	Jagat Paul I -do-	128	7.16	19-1-78
			16.12	17-2-78
23.	Jagat Paul III -do-	130	20.60	15-12-77
			15.00	19-1-78
			11.64	17-2-78
24.	Gopal Ch. Saha -do-	392	11.08	14-2-78
25.	Nagendra Ch. Roy -do-	52	8.84	14-2-78
			Rs.	
26.	Madhab Paul Bazar	61	6.00	12-12-77
			6.60	17-1-78
27.	Hari Prasanna Das -do- Gupta.	17	34.60	12-12-77
			42.44	17-1-78
			28.44	14-2-78
28.	Prijush Kanti Roy -do-	382	6.60	19-1-78
			6.60	17-2-78
29.	Pabir Roy -do-	274	12.76	17-2-78
30.	Subodh Ch. Roy -do-	108	33.48	16-2-78
31.	Jogendra Deb. -do-	380	6.60	18-2-78
32.	Biswanath Paul -do-	279	27.88	14-12-77
			25.64	18-1-78
33.	Laxmi Kanta Sil -do-	105	10.52	14-12-78
			12.20	18-1-78
			11.64	16-2-78
34.	Dhirendra Debnath -do-	347	7.16	18-2-78
35.	Krishna Paul No.-II-do-	102	9.96	14-12-77
			7.16	18-1-78
			6.00	16-2-78
36.	Rabindra Ch. Paul -do- Lakhmi Bhandar	394	65.96	19-1-78
			63.08	17-2-78
37.	Rabindra Ch. Paul -do- Sarkar Bast ralaya	224	43.00	17-2-78
38.	Hiralal Roy -do-	388	46.80	16-1-78
			45.80	15-2-78
39.	Manindra Banik -do-	48	14.44	16-1-78
			10.52	15-2-78
40.	Bishu Das -do-	82	9.40	14-2-78
41.	Birendra Roy -do-	412	12.20	15-2-78
42.	Hiralal Paul -do-	76	16.56	13-12-77
			20,60	16-1-78
			15.00	14-2-78
43.	Hiralal Paul -do-	72	101.00	16-1-78
			83.32	18-2-78
44.	Tarani Kanta Sarkar -do- Nidhi	66	23.40	12-12-77
45.	Jagadish & Paresh -do- Ch. Paul	63	25.80	14-2-78

Sl. No.	Name & Address	Account No.	Gross Account.	Date.
46.	Satyendra Ghose -do-	65	8.28	14-2-78
47.	Balaram Saha -do-	62	9.40	14-2-78
48.	Raj Kr. Sarkar .do-	60	6 60	14-2-78
49.	Mohan Lal Saha -do-	59	15.80	12-12-78
			16.12	17-1-78
			12.76	14-2-78
50.	Indra Mohan Dey -do-	88	28.88	16-1-77
51.	Avinash Paul -do-	319	24.40	16-11-78
52.	Gonranga Ch. Paul -do-	96	12.00	16-11-77
			6.00	14-12-77
			6.00	18-1-78
			6.00	15-2-78
53.	Paresh Karmakar -do-	89	8.28	16-1-78
			6.00	16-2 78
54.	Pravat Sarma A. A. Road.	357	6.00	3-9-77
55.	Makhan Lal Saha A. A. Road.	339	28.20	2-2-78
56.	Kshirode Roy -do-	361	64.84	5-1-78
57.	Kali Pada Roy -do-	269	20.04	2-2-78
58.	Somarendra Roy -do-	38	6.00	5-1-78
			6.00	3-2.78
59.	Nishil Sil -do-	40	21.88	3-12-77
			27.72	5-1-78
60.	Sailendra Bhattacharjee -do-	42	42.44	5-1-78
61.	Badal Ch. Roy -do-	408	15.56	3-2-78
62.	Rali Ranjan Mazumder -do-	313	10.52	3-2-78
			2.28	2-2-78
63.	Pannalal Paul -do-	222	23.40	9-1-78
			18.35	3-2-78
64.	Laxmi kanta Deb -do-	116	5.80	5-1-77
			37.76	3-2-78
65.	Monoranjan Sil -do-	441	6.60	6-12-78
			9.40	11-1-78
			7.72	6-2-78
66.	Jawhar Lal Paul -do-	413	10.62	5-12-77
			9.40	9-2-78
67.	Samaranjan Road -do-	110	8.84	7-12-78
68.	Su7hanoy Das. II -do-	405	13.32	8-12-77
			16.12	1-11-78
			10.52	13-2-78
69.	Gouranga Ch. Paul -do-	119	26.20	12-2-78
70.	Sachindra Ch. Paul -do-	121	26.08	8-12-77
			29.56	13-1-78
			22.84	12-2-78
71.	Lal Mohan Saha -do-	122	13.88	13-1-78
72.	Girindra Ch. Paul -do-	126	23.96	8-12-77
13.	Sadhan Ch. Ghose -do-	136	22.28	12-2-78
	Jaliya Mistanna Bhanday			
74.	Sudhan Ch. Ghose -do-	268	72.68	13-1-78
			54.16	12-2-78
75.	Narendra Mazumdar -do-	141	46.20	14-1 78
76.	Madhu Sudhan Saha -do-	336	13.38	21-1-78
77.	Subodh Roy -do-	139	25.64	6-12-77
			30.12	11-1-78
78.	Chaya Rani Roy Chaudhuri -do-	261	19.36	8-12-77
			13.82	18-1-78
			9.40	12-2-78
79.	Chaya Rani Roychau- -do- dhury Jenariy	144	30.12	12-2-78
80.	Dilip Roy -do- C/o Popular Agency	399	7.16	12-2-78
81.	Santi Vanik -do-	263	21.16	12-2-78
82.	Jogendra nath Chow- -do- dhury	160	38.52	6-12-78
			41.88	12-1-78
83.	Chandra Kanta Roy -do-	152	41.88	12-1-78
84.	Banabir Roy -do-	151	19.48	12-1-78

Sl.No.	Name & Address		Account No.	Gross Amount.	Date.
85.	Jatindra Mohan Chanda -do-		153	19.48	12-1-78
86.	Krishna Mohan Deb.	A. A. Road.	154	18.92	12-1-78
				7.16	2-2-78
87.	Pradip kr. Roy	—do—	372	22.48	8-2-78
88.	Bhuban ch. Bhowmic	—do—	149	23.96	11-1-78
				16.63	7-2-78
89.	Makhan Banik	—do—	266	99.00	12-2-78
90.	Bani Madhab Ghose	—do—	143	22.48	12-2-78
91.	Nirmal ch. Saha	—do—	522	16.12	20-1-78
				17.20	202-78
92.	Sadhan Ghose.	Karailong	918	53.08	24--2-77
				49.72	2212-78
93.	Bijan Kishore Paul.	A. A. Road	176	38.43	41-2-78
94.	Kunja Mohan Podder	—do—	297	21.16	1-1-1-77
95.	—do—	—do—	298	156.00	22-7-78
96.	Naresh ch. Saha	Shibbari	120	39.64	22-2-78
97.	Birendra Paul	—do—	179	18.24	22-2-78
98.	Naresh Paul	—do—	137	63.00	22-2-78
99.	Sankar ch. Saha	A. A. Road	403	23.00	9-2-78
100.	Rabindra ch. Rankhal	—do—	155	26.20	8-2-78
				34.60	12-1-78
				23·96	7-12-78
101.	Ashit Gupta	P. S. Comp.	145	22.84	8-12-77
102.	Dhirendra ch. Paul	—do—	393	33.43	8-12-77
				22,28	7-1-78
				11.64	3-2-78
103.	Radha Gobinda Debnath	Tcacai	485	6.60	16-7-78
104.	Suresh ch. Debnath	—do—	497	22.84	16-7-78
105.	Manindra ch, Paul	Pulinpur	205	43.76	22-10-77
106.	Santi Chakraborty	Rajnagar	277	10.12	11-1-78
				11.64	7-2-78
107.	Upendra ch. Paul	R/Nagar	397	13.88	11-1-78
				16.12	7-2-78
108.	B. Mazumder	—do—	334	18.86	6-11-77
				41.32	11-1-78
				12.20	7-2-78
109.	Chitta Saha	—do—	520	6.00	7-2-78
110.	Pramananda Saha	—do—	525	9.96	23-1-78
111.	Krishna Saha	—do—	25	6.00	3-1-78
				6.00	27-1-78
112.	Krishna ch. Banik	—do—	337	32.92	31-1-78
113.	Suresh ch. Roy	—do—	375	23.40	30-12-77
				12.23	27 1-78
114.	Rana Kanta Chowdhury	—do—	365	6.00	30-12-77
				7.16	27-1-77
115.	Surendra Ghose	—do—	366	7.16	30-12-77
				15.00	27-1-78
116.	Goranga ch. Saha	—do—	391	11.64	30-12-77
				3.34	27-1-78
117.	Harendra ch. Roy	—do—	401	6.00	30-12-77
				6.00	27-1-78
118.	Manindra Banik	M/pur	43	41.20	5-11-77
				13.92	6-12-77
				20.04	3-2-78
119.	Kanti Bhushan Saha	—do—	529	11.64	3-2-78
120.	Suklal Das	—do—	537	6.60	3-2-78
121.	Anima Nag	M/Pur	528	23.96	6-1-78
				18.36	16-2-78
122.	Dipak Debnath	Jainagar	386	46.36	25-1-78
123.	Nirmal Das	—do—	326	12.26	24-12-77

1	2	3		4	5
124.	Sushil ch. Roy	—do—	160	54.20	23-2-78
125.	Makhan Bhowmik	—do—	377	12.20	24-1-78
				16.12	23-2-78
126.	Nitai paul	D/Nagar	523	36.28	19-12-77
				61.48	20-1-78
				68.20	20-2-78
127.	Sadhanghose	K/long	373	118.00	24-11-77
				118.00	24-12-77
				118.00	2-2-78
128.	Jagadish Mazumder	—do—	332	21.00	24 12-77
				12.00	2-2-78
129.	Anshuman Roy	—do—	406	18.36	24-12-77
130.	Comandent 87 BSF.	Khashiamail	235	19.48	1-7-77
				16-68	4-2-78
131.	—do—	KshiaMangal	241	7.16	3-12-77
				9.40	3-1-78
				7.16	4-2-78
132.	—do—	—do—	244	6.00	4-2-78
133.	—do—	—do—	245	17.80	3-1-71
				9.40	4-2-78
134.	—do—	—do—	246	9.96	4-2-78
135.	—do—	—do—	247	6.00	3-1-78
				6.00	4-2-78
136.	—do—	—do—	248	9.40	4-2-78
				11.64	4-2-78
137.	—do—	—do—	249	3.34	4-2-78
138.	—do—	—do—	305	13.29	4-2-78
139.	—do—	—do—	239	13.28	4-2-78
140.	—do—	—do—	243	12.76	4-2-78
				20.56	31-12-77
141.	—do—	—do—	250	6.60	3-1-78
				6.00	4-2-78
142.	—do—	—do—	400	17.80	4-2-78
				18.92	3-1-78
143.	—do—	—do—	399	27.28	3-12-77
				12.76	3-1-78
				17.24	4-2-78
144.	Nirdhan Ghose	M/Chora	473	17.80	28-1-78
145.	Sadhan ch. Deb	—do—	481	28.88	26-12-77
				7.72	28-1-78
146.	Sukumardhar chaudhury	—do—	477	25.64	28-1-78
147.	Narayan ch. Das	—do—	534	10.52	28-1-78
148.	Manindra kr. Debnath	Kalyanpur	462	36.28	16-12-77
149.	Malu ch. Dey	A. A. Road	221	10.52	20-1-78
				9.10	20-2-78
				6.60	16-2-78
150.	Promade Raajan Deb		421	19.48	10-2.78
151.	B. Bhowmik	P. H. C.	185	7.77	10-2-78
152.	Manik Bhattacharjee	—do—	212	15·44	30-12-78
153.	Manmohan Dey	Lambuchara	193	9.40	29-12-77
154.	Raj kr. Debnath	—do—	194	7.16	31-1-78

SL. No.	Name & Address.		Account No.	Gross Amount.	Date.
145.	Sudhanshu Chaudhury	0 piad.	375	6.60	10-12-77
				6.00	10-1-78
				6.00	10-2-78
146.	Hari Mohan Das.	-do-	441	21.16	21-12-77
				16.12	18-1-78
				8.84	12-2-78
147.	Narayan Bhattacharjee	-do-	260	15.44	10-278
148.	Banamali Debnath.	-do-	189	53.52	30-12-77
149.	Upendra Banik	-do-	191	16.80	29-11-77
				14.44	29-12-77
				15.56	31-1-78
150.	Dilip Ghose	-do-	532	53.04	10-2-78
151.	Sudhir Ghose	Golabari	712	20.60	28-7-77
152.	Atul Karmakar	Maiganga	661	22.28	4-1-78
				21.72	7-2-78
153.	Ramandra lal Roy	Gourenga Tilla.	602	19.48	13-12-77
154.	Chanchalkr. Roy	A.A.Road	790	71.00	20-12-77
				65.96	21-1-78
				58.12	20-1-78
155.	Parimal ch. Saha	Thlhimdrai	629	58.12	20-12-77
				50.28	20-1-78
156.	Prafulla Sarkar	M/Pur	541	7.72	6-1-78
				7.72	3-2-78
157.	Laxmi kanta Deb.	-do-	761	11.08	6-1-78
				10.52	3-2-78
158.	Gopendra Deb.	-do-	760	22.84	6-1-78
159.	Manindra Deb.	N/Nngar	672	19.48	31-1-78
				22.84	2-3-78
160.	Bipin Biswas	Maienga	634	6.00	4-1-78
161.	Plintn Paul	S/Nagar	578	6.00	4-1-78
				6.00	2-2-78
162.	Narayan ch Saha	A.A Road.	752	35.60	3-2-78
163.	Kalachand Roy	-do-	560	25.08	7-2-78
164.	Harimohan Acharjee	Rajnagar	636	65.28	12-1-78
165.	Suresh Debnath	K/tilla	669	18.80	30-12-77
166.	Kshetra Mohan Das	-do-	622	7.16	31-1-78
167.	Swara Ranjan Roy	-do-	614	8.28	31-1-78
168.	Bipin ch. Das.	-do-	787	7.16	29-12-77
				11.08	1-2-78
169.	Mohandra Ch. Das Sarkar	Kalyanpur	715	55.20	15-12-77
170.	Suresh Gope	-do-	716	9.96	15-12-77
171.	Harihar Nath Sarma.	Bataka	713	10.40	12-9-77
				20.04	14-12-77
172.	Kank nath Sarma	-do-	681	6.00	14-12-77
173.	Manindra Debnath	-do-	680	13.88	14-12-77
174.	Hari Pasad Dutta	Kalyanpur	816	12.20	16-1-78
175.	Chandan Debnath	Moharchara	747	13.32	28-1-78
176.	Kartik Pada Jamatia	Khamarbari	832	12.00	23-12-77

SL. No.	Name & Address.		Account No.	Gross Amount.	Date.
177.	Sunll Kr. Roy	K/long	594	18.36	2-2-78
178.	Subal Das.	-do-	695	70.76	2-2-78
179.	Gunanami Singkolai	Bazar	618	92.84	19-1-78
180.	Anand Saha	T.A. Road.	539	22,28	20-1-78
				16.68	12-2-78
181.	Mahendra Debnath	Bazar	B-4	13.82	15-12-77
				31.12	17-11-77
				7.16	19-1-78
				25.64	17-2-78
182.	Monoranjan Sen	Jainagar	B-6	15,00	23-2-78
183.	Nepal cn. Dey	-do-	711	9.96	25-8-77
				7.72	29-9-77
				8.84	29-10-77
				8.28	29-11-77
				7.72	19-12-77
				8.28	25-1-78
184.	HariNarayan Chakraorty	Baganbazar	650	126.00	17-12-77
185.	Krishna Das	M/Pur	853	6.60	28-6-77
				6.00	26-7-77
				6.60	7-9-77
				6.60	7-10-77
				19.80	6-1-78
				6.60	3-2-78
186.	Ashutosh Deb.	-do-	852	8.28	3-2-78
187.	Blakta Roy.	-do-	849	6.00	6-1-78
				14.44	3-2-78
188.	Dhinesh Das.	-do-	848	18.92	3-2-78
189.	Naresh Dhar	K/tilla	843	21.16	31-1-78
190.	Ranjit Banik	-do-	784	18.92	31-1-78
191.	Bhupati Mohan Mazumder	M/Pur	643	24.00	28-6-77
				6.60	26-7-77
192.	Ranjit Banik	N/Nagar	354	18.92	31-1-78
193.	Bhushan Lal Saha	-do-	B-21	18.86	3-1-78
				15.00	31-1-78
194.	The Satsangha Bihar	SINagar	540	12.00	6-2-78
195.	Kala chand Roy	R/Nagar	B-32	6.00	9-2-78
				6-00	6-2-78
196.	Paresh Ch. Banik	A.A. Road.	B-29	22.84	9-2-78
197.	Shyamal Das	-do-	B-34	81.08	9-11-77
		Durga Hotel		88.36	14-12-77
				119.60	17-2-78
198.	Sribash Dutta.	Bazar	580	6.00	15-12-77
				6 00	17-2-78
199.	Gopal Saha.	A.A. Road.	B-36	109.08	12-11-77
				78.28	19-12-77
200.	Brajalal Saha	Bazar	B-39	24.00	19-1-77
201.	Subha Ranjan Saha	Ompi	880	17.80	13-12-77

Sl. No.	Name & Address.		Account No.	Gross Amount.	Date.
202.	Nihar Ranjan Sarkar Maiganga		854	8.84	4-1-77
203.	Sudhir Mazumdar	-do	656	6.60	4-1-78
				6.00	7-2-78
204.	Dhirendra Sutradhar.	Maigonga	355	8.28	4-1-78
				8.84	7-2-78
205.	Subal Sarkar.	—do—	568	15.24	13-12-77
206.	Nitya Nanda Chowdhury	—do—	556	13.26	21-2-78
207.	Usha Ranjan Chaudhuri	—do—	570	6·00	10-9-77
208.	Sakhi Charan saha.	Taddu	867	13.32	13-1-73
209.	Madhusudhan Deb.	—do—	865	13.88	12-12-77
				16.68	13-1-73
210.	Amulya Debnath	—do—	801	23.96	9-2-78
211.	Sudhir Roy	—do—	874	20.60	13-1-77
212.	Subash Ch. Baishak	—do—	871	11.64	12-12-77
213.	Makhan Banik	D/Nagar	533	14.40	21-2-78
214.	Adhir Ch. Snha	—do—	B-38	14.44	21-2-78
215.	Bhagirat Nathsarma	Kalyanpur	890	6·00	17-8-77
				13.20	16-12-77
216.	Mantu Bhattacharjee	Jainagar	652	9·96	23-2-78
217.	Lalit Monan Roy	Gouranga tilla	597	17·08	10-12-77
				15.00	10-1-78
				15.56	10-2-78
218.	Banamali Debnath	Tul indrni	687	8.28	20-1-78
219.	Bhuban Ch. Bhowmik	R/Nagar	615	25.64	5-1-78
				9.96	8-2-78
220.	Ramananda Debnath	M/chara	936	9.96	28-11-77
221.	Krishandhan Das	—do—	940	8.28	28-1-78
222.	Paresh Karmakar	N/Nagar	B-52	6.00	30-12-77
223.	Hari pada Ghose	—do—	B-54	15.56	3-1-78
224.	Shyam kishore singh	Kanjaban	922	7.72	19-1-78
225.	Commandent 873SF.	Ksharia mangat	TES-18	71.44	3-12-77
				25.72	7-1-77
226.	—do—	—do—	—do—	18.92	3-12-77
				11.64	7-1-78
227.	—do—	—do—	—do—	80.96	3-12-77
				128.12	7-1-78
228.	—do—	—do—	—do—	15.00	1-8-77
				20.60	7-1-78
229.	Superintendent of police	TLMP.S	TES-4	189.16	5-10-77
230.	—do—	Wirless office TLM	TES-5	277.84	12-2-78
231.	S. D. O. P. W. D.	Street light Teliamura	TES-2	7.00	12-2-78
232.	—do— for Pump House	—do—	TES-2	11.00	12-2-78
233.	S. D. O. P. W. D. offiec	—do—	TES-2	102.92	12-2-78
234.	S. D. O. P. W. D. for Inspection ballow		TES-2	179.72	12.2.78
235.	Asstt. Director of A. H west for RV. D.	—do—	TES-28	164.72	21-10-77
				179.96	24-1-78

Sl. No.	Nome & Address.		Account No.	Gross Amount.	Date.
236.	Raj kr. Sarkar	G/tilla	942	16.68	19-11-77
				17.24	30-12-77
237.	Manoranjan Ghosh	RajNagar	B-59	6.00	7-12-77
				6.00	8-2-78
238.	Sudhir Dasgupta	K/Pur	749	9.40	16-12-77
239.	Mohanlal Saha	Karailong	956	24.40	24-12-77
240.	Bhabatosh Paul	D/Nagar.	B-60	18.92	21-12-78
				18.92	21-1-78
				21.16	21-2-78
241.	Bidhan Ch. Roy	G/tilla	943	20.04	30-12-77
242.	Jagat Paran Jamitia	D/Nagar	B-68	6.00	21-1-78
				6.00	21-2-78
243.	Narayan chakraborty	Kalitilla	962	77.72	30-12-77
244.	Rakhal Karmakar	N/Nagar	B-71	12.00	6-2-68
245.	Satya Ranjan Saha	Kshasir mangal	963	15.00	2-2-78
				9·40	4-2-78
256.	Chlinilal Roy	A. A. Road	B-82	7.72	7-2-78
247.	Raj Bihari Das.	Icharbill	969	18.00	24-12-77
248.	Kamini kr paul	K/Pur	974	64.36	17-1-78
249.	Head master H. S. School	Kalyanpur	TES-31	1,959.96	17-1-78
250.	The Commandent 87 B. S. F.	K/Mongal	980	8.84	4-2-78
251	—do—	—do	981	7.16	4-2-78.
1).	S. R. Datta, A. A. Road.		137	6.00	27.7.73.
				11.00	8.12.73.
				9.50	11.3.73.
2).	Navendra Majumder.	-do-	141	24.00	57.3.74.
				24.00	12.11.73.
				24.00	7.2.74.
				27.00	16.3.74.
3).	Sadhau Ch. Ghosh, Jatiaya Mistanna Bhander.		136	47.50	
				20.00	
4).	Sadhan Ch. Paul, P. W. D., B. No. Compound		5	3.00	
				8.00	
				3.00	
				4.50	
				8.00	
5).	Pratul Singh. P. W. D. Compound.		9	8,00	
				1.50	
6).	Badal Kr. Dey.	-do-	12	8.50	
				20.50	
				10.50	
				10.50	
				11.50	
				21.50	
				13.00	
7).	B, Bhattacherjee.	-do-	7	18.50	
8).	Jatindra Kr. Das, Kalitilla.		285	16.00	
				6.00	
				5.50	

1.	2	3	4 Rs.
8).	M. N. Katiba. P. W. D. Compound.	11	20.00
9).	R. C. Sarma (R. Debbarma., -do-	16	13.00
			15.00
10).	Sunil Barman Das. -do-		25.50
			25.50
			10.50
			10.50
11).	Anil Acherjee. Kalitilla.	284	6.00
12).	M/S. Bhutoria Brothers, N/Nagar.	24	28.50
13).	S. Chatterjee, E. E., -do-	1	18.[illegible]0
			2.00
			2.50
			8.50
14).	Gita Sen Biswas., -do-	13	5.50
			7.50
15)	Kala Mohan Singh., -do-	21	16.50
16).	Manindra Debbarma. A. A. Road.	282	8.00
17).	Matilal Roy., Overseer (E).	2	3.50
18).	Badal Kr. Roy., P. W. D. Office, TLM.	12	10.50
			8.00
19).	Mon Mohan Dey. Ompi Road.	193	17.00
			3.50
			3.00
			4.50
			3.50
20).	Pravat Ch. Sarma, A. A. Road.	357	1.00
			3.50
			3.50
21).	25 Krishna Dhan Saha. N. Nagar.		14.00
			8.50
			23.50
			24.50
22).	368 Brajendra Saha. -do-		32.00
23).	370 Girish Ch. Paul S/Nagar.		6.50
			7.00
			5.50
			6.90
			8.50
			3.50
			5.00
24).	31 Pareshch Paul. Santinagar.		28.00
25.	194 Raj Kr. Debnath., Ompi Road.		6.50
			5.50
			6.50
			6.50
			6.50
26).	301 Raj Mohan Saha., N/Nagar.		34.00
27).	353 Animal Kanti Das. -do-		6.00
			5.50
			10.00

1		2	3	4
29).	314	Amar Krishna Das, Overseer	S/Nagar.	8.00
30).	251	Dhirendra Ch. Dey.		11.50
31).	255	Sunil Datta. -do-		5.50
				5.50
				5.50
				6.00
				5.00
				5.50
32).	256	Rabindra Deb., -do-		10.50
33).	257	Secretary Motor Works, Teliamura.		11.00
34).	113	Athish Bardhan., A. A. Road.		41.50
				4.00
				17.00
35).	336	Madhu Sudhan Saha., A. A. Road.		3.00
36).	123	Tipu Das.		4.00
37),	261	Chaya rani Roy Choudhury, -do-	March/74	3.50
				3.00
				2.00
38).	262	-do- -do	Aug/73	2.00
			Oct/73	2.00
39).	140	Sudhir Majumder. -do-	April/73	15.00
			May/73	21.00
			Aug/73	2.00
			Oct/73	10.50
40).	320	Nikhil Majumder., S/Nagar.		12.00
41).	252	Gopal Ch. Dey. -do-		8.50
				14.50
				4.50
				5.50
42).	254	Upendra Kr. Debnath. -do-		5.00
				5.50
				6.00
				3.00
				7.00
43).	116	Lakshi Kanta Deb., A. A. Road.		9.00
44)	119	Gouranga Paul, -do-	April/73	10.00
				20.50
				21.50
			Janu/74	18.50
			Nov/73	15.50
43).	255	Sunil Datt, Santinagar.	Feb/74	5.00
44).	254	Upendra Kr. Debnath., —do—	April/73	3.50
			June/73	5.50
			July/73	6.00
			Aug/73	3.00
			Oct/73	7.00
			Nov/73	6.00
45).	152	Chandra Kanta Roy.	April/73	30.50
46).	315	Rati Rn. Das, Bazer Colony.	Aug/73	6.50
47).	303	Himangshu Kr. Dhar, N/Nagar.	Oct/73	11.00
48).	367	Nitai Ch. Saha, —do—	March/74	7.00

1	2	3	4
49). 119	Gouranga Paul, A. A. Road.	Feb/73	15.50
		March74	10.50
50). 116	Laxsmikanta Deb.	Aug73	9.00
51). 252	Gopal Ch. Dey. S, Nagar.	Aug/73	4.50
		Sept/73	5.50
		Oct/73	5.00
		Nov/73	5.50
52). 120	Naresh Ch. Saha., A. A. Road.	Oct/73	23.00
		Nov/73	24.00
		Janu/74	20.50
		Feb/74	13.00
		March/74	13.00
53). 122	Lal Mohan Saha	Oct/73	33.50
		Janu/74	15.50
		Feb/74	22.00
		March/74	11.00
54). 259	Chaya rani Roy Choudhury, A. A. Road.	April/73	13.50
55). 153	Jatindra Mohan Chanda, —do—	April/73	5.50
		Nov/73	8.50
56). 162	Hariprasanna Acherjee, —do—	April/73	9.00
57). 167	Chandra Mohan Saha. —do—	April/73	10.00
		Oct/73	22.00
		Feb/74	13.00
58). 164	Hirendra Ch. Paul. —do—	July/73	6.00
59). 288	Nitai Ch. Saha, —do—	Oct/73	51.53
60). 108	Krishna Chaitanya Asarm, —do—	Nov/73	8.00
		Dec.73	8.00
61). 176	Bijoy Krisna Paul, —do—	April/73	2 50
		June/73	23.50
		July/73	14.50
		Aug/73	10.00
		Sep/73	16.00
		Oct/73	25.00
		Nov/73	18.00
		Janu/74	13.50
		Feb/74	14.50
62). 296	Subrata Rn. Roy. I. O. C. Teliamura.	April/73	7.00
63),	Borendra Paul, A. A. Road.	April/73	5.00
		Nov/73	19.50
		Feb.74	22.00
64). 111	Haripada Roy. A. A. Road.	April/73	18.50
65). 269	Kalipada Roy., —do—	April/73	4.50
66). 227	Chitta Rn. Deb, C/O. R. N. Debnath,	—do—	11.50
67).	H. S. School.	May/73	6.50
68), 355	Manik Chaudhury., —do—	April/73	6,00
		May/73	3.50
		Dec/73	3.50
69). 359	Sukha Rn. Sarkar. —do—	April/73	4.50

1	2	3	4
		May/73	4.00
		July/73	9.50
		Sept/73	2.00
70). 332	Jagadish Majumder. Karilong.	April/73	10.50
		May/73	5.00
		—do—	14.50
		June/73	20.50
		Feb/74	10.50
71). 351	Khirode Roy, A. A. Road.	May/73	22.00
72). 220	Branch Manager. Tripura State Co. op. Bank Ltd.	—do—	19.50
73). 298	Kunja Mohan Podder. A. A. Road.	June/73	254.58
74). 112	Jnan Ch. Deb. —do—	June/73	37.00
75). 311	Amulya Ch. Debnath. —do—	Aug/73	7.00
		Oct/73	32.00
76). 172	A. K. Roy Choudhury, 3. O. C. Agent. —do-	Aug/73	20.00
77). 173	Chandra Kanta Nath Bhowmick, —do-	Sept/73	10.50
78). 37	Birendra Ch. Saha., —do—	April/73	2.50
		May/73	2.50
		July/73	2.00
		Janu'74	2.50
79). 36	Sudhir Ch. Paul, Radha Cinema, A. A. Road.	May/73	34.00
80). 39	Brajendra Saha., —do-	May/73	19.00
81). 42	Sailendra Bhattacherjee, —do—	April/73	2.00
		July/73	15.50
		Aug/73	31.50
		Sept/73	58.00
		Oct/73	24.00
		Nov/73	14.00
		Feb/74	48.00
		March/74	30.50
		Janu/74	50.50
82). 324	Athindra Banik, —do-	April/73	16.50
		May/73	18.50
		Aug/73	17.00
		Sept/73	25.00
		Nov, 73	15.00
		March/74	22.00
83). 333	Anil Taran., Raj nagar.	May/73	5.00
		Nov/73	14.00
		Dec/73	9.50
		Janu/74	9.50
		March/74	6.00
84). 15	Bimal Debbarma. Teliamura P. S.	April/73	12.50
		Oct/73	14.50

85	Sri	—— A. A. Road,	......	..	..
86	,	Rati Ranjan Majumder A. A. Road,	313	12.50	1.6.13
				37.00	8.9.73
				15.00	6.9.73
				20.50	21.11.73
				11.50	18.12.73
				6.50	7.2.74
				7.00	1.4.74
87	,,	Manindrn Ch. Paul Pulinpur	205	5.00	26.6.73
				18.5C	26.6.73
				21.00	1 8.73
				5.50	17.1.74
88	,,	Narayan Ch. Dey Pulinpur	204	106.50	26.6.73
				125.50	26.6.73
				100,50	26.6.73
				46.50	18.12.73
				32.50	17.1.73
				28.00	11.3.74
89	,,	Chandra Mohan Das P. W. D. Camp	361	3.50	17.4.73
				5.00	26.5.73
				8.50	8.8.73
				18.50	7.2.73
90	,,	Suresh Debdath/B. Debbarma P. W. D Camp	362	1.50	17.4.73
				3.05	1.5.73
				16.00	17.1.73
				7.50	7.2.74
				5.00	11.3.73
90	,,	Pradip Kr. Roy A. A. Road	371	18.50	6.6.73
91	,,	Sudhir Kr. Dhar A. A. Road	363	7.00	26.6.73
				5.00	18.12.73
				10.00	7.2.74
				8.00	11.3.74
92	,,	Biman Behari Das, Howai Bari	206	14.50	26.6.73
				11.50	8.8.73
93	,,	Bhuban Chandra Bhowmik A. A. Road	149	11.00	6.9.73
				26.50	8.10.73
				22.00	18.12.73
				22.00	17.1.73
				23.50	7.2.74
				20.00	11.3.74
				7.00	1.4.74
94	M/S	Sarada Ch. Bijoy Kr. Roy. A. A. Road.	181	16.50	18.12.73
95	,,	Panna Lal Paul A. A. Road	222	13.50	18.12.73
96	,,	Arun Sarker A. A. Road	291	9.00	18.12.73

97 Sri Amolya Charan Debnath Tuichringrai	334	635.95	26.6.73
		305.13	26.5.73
		404.65	1.5.73
		635.95	26.6.73
98 ,, Amulya Charan Debnath —do—	335	21.00	266.73
		17.00	26.5.73
		14.50	26.5.73
		21.00	26.6.73
99 ,, Accountant-in Charge U. B. I. Teliamura	213	134.50	7.6.73
100 Sri Hari Prasanna Das Gupta Teliamura Bazar	47	12.00	25.4.73
		9.00	6.6.73
		9.00	7.7.73
		10.00	13.8.73
		13,50	9.10.73
		12.50	24.12.73
		13.00	22.1.74
		11.50	9.2.74
		5.50	4.4.74
101 Sri Paresh Roy Teliamura Bazar.	50	10.50	25.4.73
102 Sri Madhab Paul. —do—	51	31.00	25.4.73
		33.00	6.6 75
		15.00	4.4.74
103 Sri Sashi Mohan Das. —do—	405	4.00	25.4.73
104 Sri Mohan Lal Saha. —do—	59	8.00	25.4.73
		12.00	6.6.73
		11.00	7.7.73
		10.50	13.8.73
		11.50	9.10.73
		10.50	26.2.74
		8.00	4.4.74
105 Sri Sitanath Roy. —do—	57	14.50	25.4.73
		29.00	9.10.73
		20.50	27.1.74
106. Sri Rajkumar Sakar. —do—	60	5.50	25.4.73
		6.50	6.6.73
		5.50	7.7.73
		6.50	9.10.74
		8.00	26.3.74
		7.00	4,4 74
107 Sri Balaram Saha. —d—	62	7.00	26.4.73
108 Sri Gobinda Bhamattacharjee. —do—	54	37.00	6.6.73
		34.50	13.8.J3
109 Sri Jagdhish & Paresh Ch. Paul. —do—	53	40.50	6.6.73
110 Sri Dinesh Chandra Saha —do—	49	23.50	6.6.73

1	2	3	4	5
111	Sri Santi Banik. A. A. Rd.	263	Rs. 13.50	6.6.73
112	Sri Mohan Bashi Hrishi. A. A. Rd.	161	2.00	6.9.7
			4.00	1.4.74
113	Sri Sadhan Ghosh. —do—	374	78.00	9.10.73
			48.00	19.10.73
114	Sri Sadhan Ghosh. —do—	373	870.00	27.12.74
			450.00	18.1.74
115	Sri Moti Lal Saha II Teliamura Bazar.	56	18.00	29.1.73
116	Sri Lal Moahn Ghosh. —do—	61	44.50	4.4.74
117	Smt. Chaya Rani Roy Choudhury. A A. Road.	142	2.00	23.3.74
118.	Sri Manindra ch, Saha Teliamura Bazar	80	7.00	7.6.78
			9.00	8.6·78
			6.50	17.7.73
			12.50	13.9.73
119.	Sri Ram Paul —do—	80	13.00	26.4.73
			14.00	5.6.73
			10.50	17.7.73
			9.50	13.8.73
			9.50	24.1.74
			10.00	17.3.74
			8.50	13.9.73
120.	Sri Indra Mohan Dey —do—	88	16.00	5.6.73
			11.50	13.9.73
			10.50	26.12.73
			10.00	24.1.74
121.	Sri Jogesh Ch. Ghose —do—	73	12.50	5.6.73
122.	Sri Satyendra Ghose —do—	65	19.50	6.6.73
			32.00	26.2.73
123.	Sri Jagadish & Paresh Paul Teliamura Bazar	6[illegible]	7.50	6.6.73
124.	Sri Rangini Rn. Roy —do—	338	12.50	6.6.73
125.	Sri Sribash Saha —do—	312	14.00	6.6.73
			15.50	7.7.73
126.	Sri Jagabandhu Bhowmik —do—	68	5.50	7.7.73
			5.00	13.8.73
			4.00	13.9.73
			7.50	26.12.73
127.	Sri Prafulla Paul —do—	69	8.50	6.6.73
			11.00	13.8.73
			15.00	26.10.73
128.	Dr. H. L. Paul —do—	72	20.50	6.6.73
129.	Maya Rani.Paul —do—	70	11.50	6.6.73
130.	Bishu Das —do—	82	4.50	13.9.73
131.	Rebati Mohan Paul —do—	74	17.00	13.9.73

1	2	3	4	5
132.	Gopal Ghosh —do—	106	10.00	1.5.73
			13.00	6.6.73
			14.00	22.7.73
			13.50	13.8.73
			11.00	13.9.73
			20.50	23.11.73
133.	Sri Biswanath Paul —do—	279	20.00	17.4.73
134.	Sri Dhirendra Debnath Gopal Shil Bazar.	347	11.50	1.5.73
			4.50	16.7.73
135.	Priya Bala Deb Teliamura Bazar	278	7.50	1.5.73
			25.00	16.7.73
			13.50	13.8.73
			10.00	13.9.73
			23.50	27.10.73
			10.50	23.11.73
			25.00	27.2.74
136.	Sri Himangshu Rn. Dutta Tealiamura Bazar	93	4.50	6.6.73
137.	Sri Goranga Ch. Paul —do—	96	9.00	6.6.73
			9.00	27.10.73
			2.00	6.6.73
138.	Sri Ranjit Kr. Roy —do—	384	18.00	6.6.73
139.	Sri Krishna Paul No. I —do—	101	25.00	26.12.73
			11.00	24.1.74
140.	Sri Krishna Paul No. II —do—	102	5.00	6.6.73
141.	Sri Mantu Kar. Teliamura Bazar	383	10.00	6.6.73
142.	Sri Gouri Sankar Das —do—	157	5.50	6.6.73
			29.00	20.7.73
143.	Sri Laxmi Kanta Seal —do—	105	8.00	6.6.73
			8.00	13.9.73
			8.00	26.12.73
144.	Sri Anil Banik —do—	104	2.00	6 6.73
			2.50	24.8.74
145.	Sri Jogendra Deb —do—	330	6.50	6.8.73
146.	Makhanlal Saha —do—	339	8.00	24.3.74
147.	Sri Bajendra Paul —do—	132	10.50	28.4.73
			10.50	6.6.73
148.	Sri Pijush Kanti Roy —do—	382	32.50	28.4.73
			8.00	28.1.73
149.	Sri Prabir Roy —do—	274	4.50	28.4.73
150.	Sri Lalit Mohan Roy —do—	406	1.50	24.7.73
151.	Sri Goranga Debnath —do—	292	6.50	28.4.73
			5.00	18.8.73
152.	Sri Bagala Chakraborty —do—	133	2.00	24.4.74
153.	Sri Nilmani Debnath	134	6.00	28.4.74
			19.50	19.8.73
			6.00	21.9.73

154.	Sri Rashik Debnath —do—	131	Rs. 2.50	28.4.73
155.	Sri Rabindra Ch. Paul Laxmi Bhander	294	11.50	28.4.73
			21.50	6.6.73
156.	Sri Naresh Ch. Dhar	327	11.50	18.6.73
			5.50	17.7.73
157.	Sri Haridash Dutta	99	6.00	17.4.74
			4.50	17.4.74
158.	Sri Rati Ranjan Modak	127	12.00	6.6.73
			35.00	28.12.73
			30.50	6.3.74
159.	Sri Pabitra Kr. Roy —do—	271	392.93	19.7.73
			370.79	26.12.73
			346.41	6.3.74
			1,044.46	6.3.74
160.	Sri Ranjit Lal Roy	381	4.00	17.7.73
161.	Sri Nalini Kanta Paul —do—	337	12.00	19.8.73
162.	Sri Sudhir Chandra Roy —do—	294	12.50	19.7.73
163.	Sri Rabindra Ch. Paul —do—	126	44.00	17.7.73
164.	Sri Jagat Paul No. 1 —do—	128	29.50	17.7.73
			20.50	30.10.73
165.	Sri Jagat Paul III —do—	130	28.00	19.7.73
166.	Sri Sudhangshu Rn. Choudhury—do—	375	12.50	1.5.73
			5.00	16.7.73
167.	Sri Narayan Chakraborty —do— Joynagar	201	8.50	1.5.73
			16.50	27.10.73
168.	Sri Ranjit Kr. Roy —do— Ampi Rd.	358	2.50	30.5.78
			3.00	13.5.73
			6.00	11.6.73
169.	Uma Kar. —do—	196	6.00	1.5.73
			3.00	1.5.73
170.	Dr. U. N. Roy. Tealiamura Hospital	185	11.00	7.3.73
171.	Sri Jatindra Ch. Bhowmik Tealiamura Bazar	187	9.00	7.6.72
172.	Smt. Rani Bardhan P. S. T.—do—	212	10.00	7.6.73
			8.50	16.7.73
173.	Sri Iswar Paul Ampi Rd. —do--	192	9.00	11.6.73
174.	Sri Promod Rn. Dey Bazar	195	20.50	11.6.73
			10.00	27.10.73
175.	Sri Makhan Lal Bhowmik	377	35.00	7.6.73
193.	S.i Nirmal Das. Joynagar.		Rs. 21.00	
			10.00	83.6.73
194.	Sri A. Bhowmik. TEL. P.H.C.	186.	13.50	16.7.73
195.	S. D. O. (Telephone) TEL. Ex.	246.	88.00	20.7.73
			88.00	10.8.73
196.	Sri Upendra Banik -do-	191.	14.50	16.7.73
			9.50	21.9.73
			19.50	27.10.73
			16.50	29.12.73.
197.	Sri Monoranajan Deb Barma Ampi Rd.	223	14.50	16.7.73
			2.00	27.10.73

			Rs.	
198.	Sri Toshar Chakraborty TEL P.H.C.	188.	10.00	16.7.73
199.	Sri Sushil Ch. Roy. Bazar Coloney.	160.	25.00	17.8.73
200.	Smt. Priri Kana Mazaumder -do-	184.	3.00	21.9.73
			1.50	29.12.73
201.	Sri Dhirendra Bhattaeharjee. -do-	225.	16.00	27.10.73
202.	Sri Robindra Nath Podder. Ampi Rd.	382.	9.00	27.10.73
203.	Sri Niranjan Barma. Joynagar.	281.	10.60	27.10.73
204.	Sri Amiya Prava Chanda. -do-	199.	12.50	27.10.73
205.	Sri Bubati Mohan Deb. F/Camp.	200.	6.00	27.10.73
206.	Sri Sukumar Dey. Joynagar.	283.	17.00	17.10.73
			20.00	24.11.74
207.	Sri R. N. Singha. -do-	202.	10.00	27.10,73
208.	Shishutosh Roy. Bazar Coloney.	349.	13.00	1.5.78
209.	Sri Dipak Debnath. Joynagar.	386.	32.00	13.6.73
			35.50	28.12.73
210.	Sri Apar Singh Gouran/ I.N.Singh.	235.	14.00	23.6.73
	93. B.S.F, Commdt. Khashiamangal.		23.50	14.7.73
			12.50	12.6.73
211.	Sri K.K.Rao.Commdt./B·O. Length, 93.Bn.	241.	8.00	12.6.73
212.	Sri Manik Ram. 93.B.S.F.	244.	2.00	18.5.73
213.	Sri Jotirmoy Paul. 93. BSF.	245.	2.00	18.5.73
			13.00	21.3.74
214.	Arun Saha. 93. BSF. (Lal sing.)	246.	2.50	12.5.73
			2.50	12.6.73
			7.00	2.2.74
215.	Rahamat Ali. 93. BSF.	2.47	3.50	18.5.73
			2.00	12.6.73
			5.50	14.7.73
			8.50	22.8.73
			15.00	2.2.74
216.	Sri Sailendra Ghosh. 93. BSF.	250.	23.50	12.5.73
			4.50	16.7.73
			20.00	22.3.73
			9.00	2.2.74
217.	Sri Lal Singh Thapa. 93. BSF.	249.	2.50	12.6.73
			5.50	14.7.73
218.	Sri Braja Lal. 93. BSF.	248.	5100	12.6.73
			50.50	14.7.74
			6.00	22.3.73
219.	Commdt. 93. B.S.F.	240,	27.50	12.6.73
220.	Sri Rabindra Ch. Paul. Bazar Coloney.	224.	38.50	6.6.73
221.	Sri Rabindra Chandra Roy. Ampi Rd.	476.	93.00	16.7.73
222.	Sri Niranjan Modak. Sal Bagan.	318.	13.50	17.7.73
			5.00	26.10.73
223.	Ssi Singh./S. K. Deb. 93. BSF.	304.	6.50	14.7.73
			8.00	22.3.74
			15.00	2.2.74
			5.50	22.8.73

1	2	3	4	5
			Rs.	
224.	Sri Mandir. 93. B.S.F.	395.	2.50	14.7.73
			5.50	22.8.73
225.	Family Welfare Centre.	308.	2.00	14.7.74
			2.00	22.8.73
226.	Sri Sultar Silgh. 93. B. S. F.	243.	Rs. 10.00	16.7.73.
			6.50	22.3.74
			26.50	30.11.73
227.	B. S. Chavman. 93. B. S. F.	387.	16.00	16.7.73
			2.00	22.8.13
228.	Dy. Comndt. 93. B. S. F.	400.	5.50	16.7.73
			10.00	22.3.73
			10.00	2.2.74
229.	Sri K. R. Rao. 93. B. S. F.	399.	28.50	16.7.73
			20.00	22.3.73
			33.00	2.2.74
			31.50	22.8.74
230.	Sri Hira Lal Roy. North Bazar.	388.	18.50	27.2.74
			13.00	33.11.73
231.	Sri Chitta Datta N/Nagar	390.	36.30	27.2.74
			61.00	15.11.74
232.	Sri Sailendra Ghosh, 93 B. S. F	250.	4.50	30.11.73
			9.00	22.8.73
233.	Sri Mohan Sarker, N. Nagar	360.	1.50	30.5.73
			2.00	1.5.73
			1.50	1.5.73
234.	Sri Goranga Paul. Hawaibari.	394.	5.00	27.8.74
235.	Sri Gopal Chandra Saha. East Bazar, (N. Nagar.)	39[illegible].	8.00	30.10.7
236.	O.N.G.C. Barmura.	404.	220.00	1.1.73
			114.68	27.2.74
237.	Sri Goranga Saha. N. Nagar.	391.	31.50	15.11.73
			4.00	28.12.73
238.	Sri Upendra Chandra Paul. Rajnagar.	397.	47.50	15.11.73
239.	Sri Subimal Chakraborty. S. Nagar.	396.	36.50	18.12.73
			20.50	27.2.74
240.	Sri Sashi Mohan Saha. Bazar.	98.	6.00	27.2.74

Sl. No.	Name & Address	Account No.	Gross Amount Rs.	Date
1	2	3	4	5
1.	Sri B.C. Bhattacharjee, P.W.D. Camp Teliamura.	4	8.28	1-3-77
2.	Sri N. C. Saha, S.D.O. (Elec.) Teliamura.	18	14.00	2-4-77
3.	Sri Sunil Datta, Asstt. Lineman, Teliamura Elec. Sub-Divn.	225	8.28	30-7-76
4.	Sri Nani Gopal Dednath, Asstt. lineman, Teliamura Elec. Sub- Divison.	435	6.60	13-10-76
			6.00	8 -11-76
			6.00	6 -12-76
			7.16	17- 1-77
			6.00	5 - 2.77
5.	Sri Bimal Kanti Bhattacharjee, A.S.I. P.S. Compound.	393	13.88	1 - 6-76
			13.40	13-10-76
			14.44	9 -11-76
			6.00	7 - 1-76
6.	Sri Amiya Sarkar Deb, Rajnagar Teliamura.	433	11.64	21- 3-77
7.	Sri Sukumay Das (II) A.A. Road Teliamura.	405	19.45	1 - 7-76
			34.00	16- 2-77
8.	Sri Lal Mohan Saha, A.A. Road Teliamura.	122	22.00	16- 2-77
9.	Sri Sudhanshu Chakraborty, A.A. R oad, Teliamura,	440	8.50	16- 2-77
10.	Sri Jogendra Nath Choudhury, A.A. Road.	150	48.50	19- 2-77
11.	Sri Bhuban Chandra Bhowmik, Tiger & Co. A.A. Road.	149	16.50	19- 2-77
12.	Sri Kalipada Roy, A.A. Road.	269	10.50	2 - 4-76
13.	Sri Rati Ranjan Das, Joynagar	315	42.76	5 - 6-76
			67.64	7 - 7-76
			83.76	10- 9-76
14.	Sri Jogendra Deb, Bazar, Teliamura.	330	15.44	25- 1-77
15.	Sri Sashi Mohon Saha, Teliamura Bazar.	98	6.00	5 - 6-76
			6.00	7 - 7-76
16.	Sri Benode Bebari Roy, Teliamura Bazar.	93	24.00	18-11-76
17.	Sri Sribash Saha, Teliamura Bazar.	312	20.04	12- 5-76
18.	Sri Rangini Ranjan Roy, Teliamura Bazar.	338	8.28	25- 5-76
19.	Sri Iswar Paul, Ompi Road.	192	11.08	19- 3-77
20.	Sri Upendra Banik, Ompi Road.	191	6.00	19- 3-77

1	2	3	4	6
			Rs.	
21.	Commandant, 93 Bn. Kashiamangal	235	14.20	11- 6-76
			13.32	23- 7-76
			12.76	31- 8-76
			10.52	28- 1-76
			14.44	10-11-76
			10.52	30-11-76
			9.96	21- 1-76
22.	Cmmandant, 93 Bn. Kashiamangal.	240	19.48	21- 1-77
23.	-do-	245	19.00	21- 6-76
			6.60	31- 8-76
			6.60	28- 9-79
			6.60	1 -11-76
			6.60	30-11-76
			6.60	21- 1-77
24.	-do-	249	14.20	21 -6-76
			11.64	31- 8-76
			11.08	28- 9-76
			13.32	1- 11-76
			11.64	30-11-76
			9.40	28-11-76
			6.00	21- 1-77
25.	-do-	246	6.60	23- 8-76
			6.60	31- 8-76
			6.60	28- 8-76
			7.72	1 -1-76
			12.20	30-11-76
			8.84	28-12-76
			6.00	21- 1-77
26.	-do-	247	39.08	23- 7-76
			36.28	31- 8-76
			23.96	28- 9-76
			27.32	1 -11-76
			37.40	30-11-76
			27.32	28-12-76
			72.00	21- 1-77
27.	-do-	239	13.08	21- 6-76
			8.28	21- 7-76
			17.80	31- 8-76
			6.00	28- 9-76
			6.00	1 -11-77
			6.00	30-11-76
			11.08	28-12-76
			6.60	21- 1-77
28		243	19.80	21- 6-76

1	2	3	4	5
			9.96	31- 8-76
			25.08	28- 9-76
			17.68	30-11-76
			7.16	24-12-76
			6.12	21- 1-77
			Rs.	
29.	Commandant, 93 Bn. Kashiamangal.	400	19.80	21-6-76
			17.80	31-8-76
			17.80	28-8-76
			17.80	1-11-76
			7.16	30-11-75
			19.48	28-12-76
30.	—do—	399	42.20	21-6-76
			28.56	23-7-76
			30.68	31-8-76
			6.60	28-9-76
			8.28	1-11-76
			40.20	30-11-76
			27.88	28-12-76
			24.52	21-1-77
31.	Commandant, 93 Bn. B. S. F. 93 B. N. B. S. F.	241	23.40	31-8-76
			13.88	28-9-76
			19.48	30-11-76
			31.80	30-11-76
			6.00	21-1-77
32.	—do—	244	6.00	1-11-77
			6.60	30-11-76
			6.00	21-1-77
33.	—do—	248	26.76	31-8-76
			19.48	28-9-76
			18.92	1-11-76
			20.60	30-11-76
			19.48	28-13-76
			9.96	21-1-77
33.	—do—	304	16.44	21-6-76
34.	—do-	250	10.62	31-8-76
			6.00	28-9-76
			6.00	1-12-76
			8.28	30-11-76
			6.00	21-1-77
35.	Sri Sadhan Ghosh, A. A. Road.	374	14.00	20-10-76
36.	Sri Narayan Ch. Dey, Pulinpur	204	19.48	14-6-76
37.	Sri Ahindra Kr. Roy, Dharmanagar, Teliemura.	619	19.48	15-7-76
			24.00	23-12-76
38.	Sri Banabir Roy,	498	18.00	15-6-76

1	2	3	4	5
			6.00	17-7-76
			18.00	22-9-78
38.	Sri Bashi Ram Das. Moharchar	475	41.20	6-1-77
			39.96	26-3-77
39	Sri Hari Narayan Chakraborty Bagan Bazar, Tea garden	550	199.52	1 3-77
40.	—do—	551	144.00	1-3-77
41.	Sri Nepal Ch. Dey, Joynagar	711	14.32	1-3-77

NO. 1 DHARMANAGAR

		Rs.
1.	Shri Jagadish Bhattercharjee, Bazar, Dharmanager	147.82
2.	„ Rabindra Nath Chanda LDC, SDO Staff Qtr.	105.04
3.	„ Abinash Bhattacharjee, Motorstand, Dharmanagar	432.04
4.	„ Rasaraj Debnath, Office tilla, Dharmanagar	133.58
5.	„ Chaitra Nath Koloyateam padmapur.	51.24
6.	„ Subodh Dutta, Jail Road, Dharmanagar	375.16
7.	„ Dhirendra Ch. Debnath, Rajbari, D/Nagar	96.90
8.	„ Jayanta Chakraborty, Vidyamandir Road.	120.92
9.	„ Promode Ranjan Nandi, Vibakananda Road,	12.52
10.	„ M. K. Chakraborty, Sub-Register D/Nagar.	37.34
11.	„ Harendra Ch. Dey, Dharmanagar	19.42
12.	„ Arun Ch. Debnath, Dharmanagar	51.28
13.	„ Paresh Ch. Mukerjee, D. I. O,, Dharmanagar	85.26
14.	„ Ratish Rn. Paul, U. D. C. E. E. Office (Elec.)	88.56
15.	„ Gouranga Ch. Dutta, Teacher, B. B. I. D/Nagar	19.48
16.	„ Prodip Kumar Kar, Sub-Register	150.66
17.	„ P. R. Paul Choudhury, Motor Stand, D/Nagar	44.00
18.	„ Sahadhar Bhattacharjee, Court Inspector	33.42
19.	„ Rakhal Biswas, A. S. I. harmanagar	59.76
20.	„ Sunil Paul, Power House, Dharmanagar	24.34
21.	„ Jagadish Ch. Saha, Treacher, B. B. I. D/Nagar	215.02
22.	„ Prahlad Ch. Paul, Nayapara	366.52
23.	„ Rakhal Ch. Some. C/O ASDO'S (CIVIL) Staff Qtr,	103.64
24.	„ Lt. Janendra Nath Dey, Nayapara	14.44
25.	„ Lt. Rasamoy Choudhury, Natunpatty.	91.86
26.	„ Rameswar Choudhury, Head Clerk, PWD	32.36
27.	„ Kusum Misra PWD Qtr. Thana Road	12.76
28.	„ Lt. Sukumar shil, Thana Road.	11.96
29.	„ Ranadhir Bhattacharjee, Netaji Road.	98.26
30.	„ Dwijendra Mohan Deb, Hospital Road.	142.76
31.	„ R. K. Deb, Custom Office, Dharmanagar.	78.48
32.	„ Niranjan Kr. Das, Custom Officer, D/Nagar	5.48
33.	„ Biswanath Chakraborty, Custom Officer, Dmr.	9.34
34.	„ Dibakar Chakraborty, ASDO's staff, Nayapara	7.10
35.	„ Sukayamoy Ch. Nath, Vibekananda Road, D/Nagar	15.26
36.	„ M. R. Chakraborty, SDO (Civil) Dharmanagar	30.44
37.	„ Prana Rn. Dutta, C/O Planters Agency, Notr stand	37.90
38.	„ C. D. Barman, SDC, Dharmanagar	14.44

1	2	3	4	5
39.	Shri Sashanka Ch. Sen, Sub-Register			Rs. 9.86
40.	Shri N. C. Das, Munsseff Dharmanagar			6.10
41.	Shri S. K. Chakraborty, P & T Qtr. Dharmanagar			13.32
42,	Shri S. Home Roy, C/O T.G.T.A., Dharmanagar			7.60
43.	Shri Sudhir Kumar Chanda S.D.P.W.D, Dharmanagar			40.20
44.	Shri Anadi Sen. S.D.O. (Civil) (Steno), Dharmauagar			3.34
45.	Shri Noresh Ch. Deb, Conrt Inspector, Dharmanagar			21.22
46.	Shri Ramendra Dutta, S.O. (E), Dharmanagar			96.02
47.	Shri Monoranjan Das, Power House, Dharmanagar			22.69
48.	Shri Hari Charan Malakar, P. S. Compound			19.42
49.	Shri Mrinal Chakraborty, LDC, PWD, Dharmanagar			40.14
50.	Shri B.P. Nayanoo, Asstt. Surgeon, Vet. Hospital			21.22
51.	Shri Rati Rn. Goswami, Hospital Road, Dharmanagar			118.54
52.	Shri J. P. Singal, E. E. Northern Divn- PWD D/Nagar.			46.30
53.	Shri Suniti Debnath, Old Post Office Road.			31.80
54.	Shri Jeshif Nayanoo, Office Tilla, Dharmanagar			4.36
55.	Shri Jeshif Nayanoo, Office Tilla, Dharmanagar			6 04
56.	Shri Dalananda Singha, H. M. padmapur H. S. School.			12.26
57.	Shri Kandarpa Gupta, Vidyamandir Road, Dharmanagar			19.88
58.	Dulal Ch. Gaosh J. I. Thana Staff Qtr.			13.32
59.	Shri Dilip Chakraborty, S. I. Thana Staff Qtr.			1.62
60.	Shri Utpal Deb-Barma, R. K. Mission Tilla.			16.74
61.	Shri Sailesh Chandra Roy, Munseff, Dharmanagar.			24.46
62.	Shri Saroj Nalini Saha, Vibekananda Road.			6.48
63.	Shri Nripesh Deb, Bazar, Dharmanagar.			4 86
64.	Bhula Bhattacharjee, S. I. Thana Compound.			6.10
65.	Pradyanna Nath, Office Tillam Dharmanagar			6.48
66.	Shri Barindra Nath, Bagdassa, Dharmanagar			288.86
67.	Shri Narendra Chakraborty, D.I.O. Dharmanagar			1.62
68.	Shri G. C. Dutta, SDO Irregation, PWD, Dharmanagar.			8.90
69.	Shri Nripendra Sarma, Bazar, West, Dharmanagar.			18.74
70.	Shri Nripesh Deb, Bazar, Dharmanagar			4.86
71.	Shri Satish Ch. Nath, Bazar, Dharmanagar.			19.55
72.	Sari Gaon Chandra Das, Bazar, Dharmanagar.			57.63
73.	Shsi Ramani Mohan Acharjee, Bazar, Dharmanagar.			116.99
74.	Shri Madhu Sudhan Das, Bazar, Dharmanagar.			10.89
75.	Shri Rathindra Shome, Bazar, Dharmanagar.			26.33
76.	Shri Nagendra Kumar Nath, Bazar, Dharmanagar.			11.14
77.	Shri Prafullya Kumar Das, Bazar, Dharmanagar.			56.63
78.	Shri Prafullya Kumar Paul, Bazar, Dharmanagar.			25.95
79.	Shri Sudhangsu Rn. Deb, Bazar, Dharmanagar.			16.69
80.	Shri Prafullya Malakar, Digirpar, Dharmanagar.			9.40
81.	Shri Idrish Ali, Raja Ram Mohan Road, Dharmanagar.			3.30
82.	Shri Prodyunna Nath, Office Tilla, Dharmanagar.			4.86
83.	Shri Mohandra Nath, Bazar, Dharmanagar.			5.85
84.	Shri Dhirendra Ch. Debnath, ajbari, Dharmanagar.			36.66
85.	Shri Ramesh Chandra Das, Rajbari, Dharmanagar.			115.46
86.	Shri Girendra Kr. Nath, PWD, Thana Road, D/Nagar			87.56
87.	Shri Peara Gjera Duck-Banglow, Hospital Road.			9.24
88.	Shri Ashish Choudhury, Library Qtr. Dharmanagar.			23.84

1	2	3	4	5
				Amount
89.	Shri Ranu Bhattacharjee, Elec. Divn. Office Qtr.			38.34
90.	Shri Ranendu Dutta, S. O. (E) Elec, Divn Qtr.			25.64
91.	Smt. Kanika Choudhury, Elec. Divn. Qtr.			13.20
92.	Smt. Ranuka Das, K/Tala Hospital			19.80
93.	Shri Monmohan Sabdakar. K/Tala Hospital			34.30
94.	Shri Nikhil Ch. Deb, Power House Compound.			35.48
95.	Shri Headmaster, Kadamtala High School, Dharmanagar.			76.80
96.	Shri Samiron Dey, Office Tilla, Dharmanagar.			71.90
97.	Shri Kailash Ch. Roy Digirpar, Dharmanagar.			58.80
98.	Shri Brojendra Ch. Dutta, Digirpar, Dharmanagar.			6.50
99.	Shri Sachindra Ch. Deb, Bazar, Dharmanagar.			65.76
100.	MD Idris Ali, Raja Ram Mohan Road, Dharmanagar.			6.60
101.	MD S.D.O. Tribal Rest House, Dharmanagar.			100.56
102.	Shri Himangsu Ch. Saha, Motor Stand, Dharmanagar.			17.95
103.	Shni M/S Shree Ma Stores, Office Tilla, Dharmanagar.			6.50
104.	Shri B. Nath Choudhury, Jail Road, Dharmanagar.			59.70
105.	Shri B. Nath Choudhury, Jail Road, Dharmanagar.			210.60
106.	Shri Amrit Lal Dutta, Station Road, Dharmanagar.			35.80
107.	Shri Jagadish Mangal, Station Road, Dharmanagar.			19.50
108.	Shri Forest Rest House, Rajbari, Dharmanagar.			18.36
109.	Store & Purchase office O.N.G.C. Dharmanagar.			950.16
110.	S.D.O. (Food) civil Food supply, Dharmanagar.			12.20
111.	S.D.O. (Food) F.C.I. Rajbari, Dharmanagar.			13.20
112.	S.D.O. (Food) F.C.I. Rajbari, Dharmanagar.			13.20
113.	S.D.O. (Food) F.C.I., Rajbari, Dharmanagar.			13.20
114.	Smt. Sandhya Rani Sen, Kadamtalo Hospital, D/Nagar			33.56
115.	Dr. K. P. Paul, Kadamtala, Hospital, Dharmanagar.			8.28
116.	Smt. Sundari Baspor, Kadamtala, Hospital, Dharmanagar.			32.56
117.	Shri Sudanshu Dutta, Thana Road, Dharmanagar.			54.40
118.	Shri Sudhir Rm. Ghose, S. I. Dharmanagar, Hospital			19.80
119.	Shri Chakrapani Bhattacharjee, DV Road, Dharmanagar.			41.95
120.	Shri Raj Mohon Malakar, DNV Road, Dharmanagar.			32.50
121.	Shri Satya Rn. Bhattcharjee, Old P.O. Road			78.70
122.	Shri Birendaa Nandi, DNV Road, Dharmanagar.			55.25
123.	Shri Harihar Dey, Cinema Compound, Dharmanagar.			37.85
124.	S.D.O. (Store Sub-Division) PWD, D/Nagar.			23.40
125.	S.D.O. (-do-) PWD, D/Nagaa.			40.20
126.	S,DO.. (-do-) PWD, D/Nagar.			113.00

ARREAR OUT STANDING OF PRIVATE CONSUMERS

Sl. No.	Name of consumer & address	Amount
1.	Shri Hrishikesh Chakraborty, Elora Studio, Kailasahar.	19.96
2.	,, P. R. Chakraborty. H-I/M Aerodrome, Kaliasahar.	2.18
3.	,, Hrishikesh Das, Motor Stand, Kailasahar.	6.66
4.	,, Swadesh Rn. Chakraborty, Head Clerk, D.F.O. Office Kaliasahar.	28.07
5.	,, Arun Kumar Chakraborty, Forest, Kailasahar.	37.90
6.	,, Birendra Kr. Bhattacharjee, Forest, Kailasahar	13.88
7.	,, Anjan Chakraborty, Surgeon, Kailasahar	13.88

1	2	3	4	5
				Amount
8,	S. Acherjee, Airport, Kailasahar.			18.98
9.	Jitendra Mohan Laskar, Sub-Hail, Kailasahar.			3.86
10.	Parimal Gupta, S.O. PWD, Kailasahar			19.50
11.	Lal Mohan Deb Barma, Driver, PWD Kailashahar			11.46
12.	Ranjit Chakraborty, Driver, PWD Kailashahar			16.12
13.	Tapan Chakrborty, PWD, Kumarghat			68.03
14.	Ranjit Mazumder, Asstt. Lineman Kailashahar Electric Supply,			8.84
15.	Jagabandhu Debnath, Reg. Lineman, Kailasahar.			293.95
16.	Lal Mohan Saha, W/C Driver, Kailasahar			71.50
17.	Sukumar Paul Choudhury, Kailashahar Elec. Supply,			8.40
18.	Rabindra Kr. Datta, Peon, Kailasahar Elec. Supply.			10.33
19.	Manindra Kr. Chanda, Electric Mistry, Kailashar			19.24
20.	Sashanka Sekhar Adhikari, Radio Operator, Kailasahr Police Station.			108.58
21.	Benode Behari Dey, AST Check Post. Kaila.			9.82
22.	Radha Ballav Roy Choudhury Asstt P.S. Kaila			12.20
23.	Ranjit Singoa, ASI, Kaila			18.82
24.	Nirmal Chandra Deb, AST, Kaila			18.86
25.	Rabindra Deb Barma, Kaila. Police Station.			25.32
26.	A. Bhattacharjee P.S.			45.20
27.	Ashutosh Sen Gupta, S.D.O ? Office, Kaila.			20.74
28.	R. N. Chakraborty, IAS, S.D.C, Kaila.			59.24
29.	Ganga Das, IAS, S.D.O, Kaila.			87.24
30.	Bourbabu Banerjece, Kailasahar Elec. Supply,			12.01
31.	Surjya Ati Choudhuty, Cenema Road, Kaila			4..12
32.	Krishna Mohan Paul. Gobindapur, Kaila.			110.71
33.	Tarini Sutradhar. Kail			9.12
34.	Bhupendra Lal Baidya. P.C. Bazer, Kaila.			41.38
35.	Bimalendh Paul, P.C. Bazer, Kaila.			190.80
36.	Gopika Ranjan Bhattacharjee, Gobindapur, Kaila.			11.26
37.	Amar Das, Bobindapur, Kaila.			33.34
38.	Gouranga Ch. Roy, Jolojog Mistanna Bhander, Kailasahar,			102.50
39.	Kuti Miah, Matri Bhander, Kaila.			35.10
40.	Sethia Brothers, Kaila.			21.00
41.	Sadhan Paul, Cinema Road, Kaila.			55.52
42.	Ajti Kr. Paul, Motor Stand, Kaila.			25.70
43.	Anil Ch. Ghosh, Kumarghat			8.16
44.	Gour Gobinda Debnath, Kumarghat			6.66
45.	Jitendra Deb Roy, Kumarghat			6.48
46.	Ram Lal Debnath, Kumarghat			55.08
47.	Paresh Ch. Paul. Kaila.			25.70
48.	Jogesh Ch. Das, Kaila.			48.10
49.	Secy, Motor Works Union, Kumarghat.			151.90
50.	Binode Lal Roy, P.C. Bazer, Kaila			7.05
51.	Arabinda Bhattacharjee, Baulangpasa. Kail.			221.56
52.	Haripada Deb. Bulangpasa, Kaila.			213.25
53.	Nitish Ch. Deb Choudhury, Kaila.			56.64
54.	Ajit Singh, Secy, Ichapur Street Light Committee.			119.20
55.	Abdul Matib, Baburbazer, St. Light Committee,			418.83
56.	Shyamsuddhin Ahmmed, Secy, Tillabazar St. Light, Comm.			98.00

1	2	3	4	5
				Amount
67.	,,	Nirmalendu Das Teacher, Bidyanagar H. S. School, Kaila.		27.88
68.	,,	R.K. Durup, Vett. Asstt, Surgeon, Kaila.		8.84
69.	,,	Kumud Rn Das, T. W. Officer, Kailas.		16.62
70.	,,	Gopal Deb Oitur Bazar, Kaila		195.83
71.	,,	M.L. Bhattacharjee, Civil Avaition, Kaila		6.60
72.	,,	J.C. Podder —do—		8.84
73.	,,	Chunilal Ghosh, Baruabazer, Kaila		18.00
74.	,,	Akhil Ch. Roy. P.C. Bazar, Kaila		147.80
75.	,,	Dinesh Ch. Debnath —do—		402.10
76.	,,	Banamali Das, Chinema Road, Kailashahar		61.65
77.	,,	Banu Bhshan Bhattacharjee, Cheakpost, Qtr, Kaila.		55.08
		ARREAR OUT STANDING OF VARIOUS GOVT. DEPTT		
1.	Supdt. I. T. I. Kailashahr			28.89
2.	Technical Officer, R.O.P Kailashahar			25.09
3.	Sub-Jailar, Kailashahar.			105.51
4.	Special Inspector, Director of Education			14·55
5.	S.D.O. Zonal, Kailasahar.			172.42
6.	S.P. Nort hTripura, Kailasahar			1250.44
7.	S.D.P.C. Police, Kailasahar.			132.60
8.	S.D.O. PWD. Kumarghat			505.90
9.	Astt. Engineer, M.I.D, Kailasahar			7602.89
10.	D.F.O., Kailasahar,			310.94
11.	Direcor of Health, R.H.O Office,			4,42
12.	Vetarinary Asstt. Surgeon, Kailasahar			128 62
13.	Supdt. of N.S.S. Kailashahar			162.30
14.	S.D.O. (Elec), Dharmanagar			137.88
15.	S.D.P.O. Kailasahar			395.58
16.	Inspection Buugglow, attached to D.M. Kumarghat			6.54
17.	S.P. Agartala.			246.15
18.	Labour Inspector, Kailasahar,			13.32
19.	B.D.O., Kumarghat			36.18
20.	Supdt of Agriculture, Dharmanagar			69.82
21.	S.D.O PWD, II			18.10
22.	Supdt. of Police (S.B), Agartala.			441.02

Ambassa Sub-Division

1.	Shri	Narayan Chakraborty, UDC, D. F. O. Kailashahar.		19.42
2.	,,	Dhirendra Ch. Das, LDC, PWD OFFICE, Kailashahar.		15.54
3.	,,	Haripada Bhattacharjee, PWD. Office.		2.18
4.	,,	Bimal Kanti Bhattacharjee, Camp Supervisor, attached to S. D. O. Civil Amarpur		15.56
5.	,,	R. R. Deshmukh, E. E. Bridge		31.74
6.	,,	N. G. K. Murty, Ex. Engr. of Ambassa Divn.		7.78
7.	,,	Aswani Singh, Ambassa.		73.00
8.	,,	M/S A. O. C of Ambassa Oil Deptt. (Kanai Lal Saha)		59.18
9.	,,	Mohan Lal Goswami, Ambassa		28.56
10.	,,	Phani Bhushan Datta, Ambassa		55.94
11.	,,	Harendra Debnath, Ambassa Bazar		30.00
12.	,,	Dulal Datta. Dulubari. Ambassa		33.50

1		2	3	4	5
13.	,,	Gopal Ch. Debnath, Ambassa.			29.28
14.	,,	Rajendra Biswas, Ambassa			18.00
15.	,,	Amal Sen Choudhury, Store Keeper, Ambassa			15.30
16.	,,	B. R. Sen, Contractor, Ambassa			10.00
17.	,,	Krishnapada Dey, Halahali			6.00
18.	,,	Pratap Ch. Dey, Halahali			9.00
19.	,,	Dhirendra Ch. Das, Halahali			9.80
20.	,,	Birbahadur Deb Barma, T. W. F. Section, Kamalpur			31.18
21.	,,	Jiban Ghatak, S. I. Police Deptt.			4.98
22.	,,	Suman Deb Barma, Intellegence Office, B. S. F. Kamalpur.			24.40
23.	,,	Lal Babu Singh, S. I. Police Deptt.			21.16
24.	,,	Nirmal Kanti Datta Biswas, Kamalpur			17.30
25.	,,	Shyama Charan Malaker, W/C Lineman, Ambassa			36.00
26.	,,	Subrata Deb, Halahali			10.52
27.	,,	Kartik Das, Manik Bhander			13.88
28.	;,	Saraj Kumar Chakraborty, Kamalpur			13.00
29.	,,	Narendra Ch. Paul, Kamalpur			2.18
30.	,,	G. R. Nath, Kamalpur			6.10
31.	,	Manik Bhattacharjee, Kamalpur			20.25
32.	,,	Sitanghsu Deb, Kamalpur			12.85
33.	,,	M/S Narayan Mechanical, Agartala Kasary Patty.			1.25
34.	,,	Joy Kumar Paul, Halahali			3.30
35.	,,	Naresh Ch. Datta, Kamalpur			11.14
36.	,,	Aswini Kr. Paul, Halahali			10.50
37.	,,	Sukhesh Biswas, Halahali			17.30
38.	,,	Paresh Ch. Bhowmik, Halahali			13.40
39.	,,	Kamaljit Singha, Halahali			101.00
40.	,,	H.L. Roy, S. O. Electrical (M), Garhtala.			6.00
41.	,,	Gopal Chakraborty, Kamalpur			563.48
42.	,,	M/S M. S. Auto Engg. Works, Agartala.			50.00
43.	,,	Subhas Chakraborty, Sub-Jailor, Kamalpur			6.00
44.	,,	Nepal Ch. Dey, Kamalpur			59.70
45.	,,	Barada Chakraborty, Kamalpur			53.15
46.	,,	Manik Mazumder, Kamalpur			12.00
47.	,,	Ajit Chakraborty, Mayachari, Kamalpur			11.08
48.	,,	Hara Lal Das, Manik Bhander,			50.50
49.	,,	Narendra Nath Bhowmik, Kamalpur			19.70
50.	,,	Sunil Paul, Manik, Bhander,			16.25
51.	,,	B. B. Bhattacharjee, Hydro geological, C. G. W. B. Kamalpur.			21.72

Non Residential Govt. Estt.

1.	Medical Deptt.	Rs.	2088.56
2.	P. W. D.	Rs.	2,493.26
3.	Civil Administration	Rs.	7357.28
4.	Prison Deptt.	Rs.	543.80
5.	Animal Husbandary.	Rs.	18.00
6.	Agriculture Deptt.	Rs.	1013.96
7.	Judicial.	Rs.	130.70

1	2	3	4	5
8.	Forest Deptt.		Rs.	286.24
9.	Public Relation & Tourism.		Rs.	151.39
10.	Survey & Settlement Deptt.		Rs.	68.26
11.	Industries Deptt.		Rs.	503.58
12.	Khadi & V. I. Commission.		Rs.	40.64
13.	I. G. P.		Rs.	1577.82
14.	Police Deptt.		Rs.	4202.00
15.	Education Deptt.		Rs.	1,528.05
16.	S. S. B.		Rs.	25.08
			Rs.	22,028.61

1. MEDICAL DEPARTMENT.

1.	The S. D. M. O., Udaipur (indoor)		Rs.	6.00
2.	The Malaria Medical Officer (N.M.E.P) Amarpur		,,	113.64
3.	The S.D.M.O., Sonamura		,,	456.12
4.	The S.D.M.O., Amarpur		,,	913.02
5.	The S.D.M.O., Melaghar		,,	458.16
6.	The Sanitary Inspector, Sonamura		,,	21.04
7.	The Medical Officer-in-charge, Kakraban P.H.C		,,	114.58
8.	The Asstt. Unit Officer (N.M.E.P), Udaipur		,,	6.00
		Total :—	Rs.	2,088.56

2. PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

1.	The S. D.O., P.W.D., Amarpur		Rs.	297.70
2.	The Asstt. Engineer, Southern Irrigation Sub-Division, Udaipur		,,	964.97
3.	The S.D.O., P.W.D., Sonamura		,,	38.36
4.	The S.O. (Elect), Internal Section, Udp.		,,	45.18
5.	The Executive Engineer, Southern Divn., No. I, Udaipur (for Sonamura Pump House)		,,	191.50
6.	The S. D. O., Resei vation Sub-Division, Jatanbari		,,	13.38
7.	The Executive Engineer, Gumti Project, Jatanbari		,,	83.82
8.	The S. D. O., Sub-Division No. III. Tirthamukh		,,	94.42
9.	The Executive Engineer, Gumti Project Division No. 1 Jatanbari (for Amarpur stores)		,,	171.44
10.	The S.D.O., Roads & Building Sub-Division, Jatanbari		,,	478.84
11.	The Executive Engineer, Public Health Engineering Division (for Sonamura)		,,	113.65
		Total—	Rs.	2,493.26

3. CIVIL ADMINISTRATION.

1.	The Tahashilder, Amarpur Tahashil		Rs.	21.66
2.	The D. M. & Collector, Agartala Flood light for Udaipur Duphaichari		,,	97.73

1	2	3	4	5
3.	The S. D. O. (Civil), Udaipur (Cons. for Matabari)		,,	28.76
4.	The ,, ,, Office & Dak-Bunglow		,,	1026.18
5.	The ,, ,, Kakraban Ferri Raht.		,,	165.90
6.	The ,, ,, Residential Office		,,	20.60
7.	The ,, ,, Food Section		,,	11.08
8.	The ,, ,, Amarpur (Residential Office)		,,	1628.98
9.	The S.D.O. (Civil), Amarpur (Rd.Sec)		,,	6.09
10.	The S.D.O (Civil), Udaipur Inspection Banglow		,,	179.08
11.	The S.D.M., Udaipur		,,	379.83
12.	The S.T.O., Udaipur		,,	151.38
13.	The Sub-Registerer, Udaipur		,,	301.38
14.	The P.E.O., Amarpur, M. P. Bolck		,,	147.24
15	The B.D.O., Melaghar		,,	535.24
16.	The S. D. O. (Civil), Sonamura		,,	1452.00
17.	The S.T.O., Sonamura		,,	574.60
18.	The B.D.O., Matabari		,,	79.40
19.	The S.D.O., (Civil) Udaipur (For old Dakbanglow)		,,	223.18
20.	The S. D. O. (Civil) Udaipur (for Food Sec.)		,,	80.34
21.	The S.D.O. (Civil) Udaipur (Stores Godown)		,,	37.90
22.	The Tahashilder, Sonamura Tahashil		,,	175.30
23.	The S.D.O. (Civil), Amarpur		,,	45.52
			Total— Rs.	7,369.28

4. PRISON DEPARTMENT.

1.	The Superintendent of Sub-Jail, Sonamura	Rs.	227.08
2.	The ,, ,, Amarpur	,,	316.72
		Total— Rs.	543.80

5. ANIMAL HUSBANDARY DEPARTMENT.

1.	The Asstt. Development Officer, Rural dairy Centre, Udaipur	Rs.	18.00
		Total— Rs.	18.00

6. AGRICULTURE DEPARTMENT.

1.	The Fishery Officer, Udaipur	Rs.	886.68
2.	The Fishery Officer, Amarpur	,,	37.96
3.	The Superintendent of Agriculture, Amarpur	,,	89.32
		Total— Rs.	1013.96

7. JUDICIAL DEPARTMENT.

1.	The Munsiff Magistrate, Sonamura	Rs.	130.70
		Total— Rs.	130.70

8. FOREST DEPARTMENT.

1.	The D. F. O Sadar, Agartala (Beat Office & Rest House)	Rs.	17.76

1	2	3	4	5
	2. The F. R. O., Sonamura		Rs. ,,	175.72
	3. The D· F· O., Agartala (for Melaghar Beat Office)		,,	24.00
	4. The D· F. O., Udaipur		,,	68.76
			Total— Rs.	286.24
9.	FUBLIC RELATION & TOURISM.			
	1. The P. R. O., Agartala (for Sonamura information Centre)		Rs.	37.04
	2. The S.D.P.R.O., Udaipur (For Nutanbazar information Centre)		Rs.	20.48
	3. The S.D.P R.O., Sonamura		,,	58.70
	4. The S.D·P.R.O., Udaipur		,,	35.16
			Total— Rs.	151.38
10.	SURVEY & SETTLEMENT			
	1. The Asstt. Settlement Cfficer (Circle, Office), Udaipur		Rs.	68.26
			Total— Rs.	68 26
11.	INDUSTRIES DEPARTMENT.			
	1. The Manager, Govt. Sales Emporium, Amarpur		Rs	126.28
	2. The Manager, ,, ,, Udaipur		,,	315.50
	3. The Inspector, Weights & Measures, Udaipur		,,	37.90
	4. The Works Manager, Industrial Estate, Udaipur		,,	24.00
			Total— Rs.	503.68
12.	KHADI & VILLAGE COMMISSION.			
	1. The Executive Officer, Tripura Khadi Commission, Sonamura		Rs.	40.68
			Total— Rs.	40.68
13.	INSPECTOR GENERAL OF POLICE.			
	1. The Deputy Suptd. of Police D. Coy. 25th Bn. Industrial Estate, Dhajnagar		Rs.	410.56
	2. The O.C., Mountain Rejiment, C/o 99 A. P. O.		,,	26.06
	3. The O.C., 3-Engineers Rejiment, C/o 99 A. P. O. (Paratia)		,,	463.96
	4. The O. C· A-Coy. 25th Bn. Industrial Estate, Dhajanagar		,,	977.24
			Total— Rs.	1,577.82

1	2	3	4	5
14.	POLICE DEPARTMENT.			
	1—The O.C., Police Radio Station, Amarpur		Rs.	38.51
	2. The O.C. ,Police Wireless Station, Sonamura		Rs.	52.16
	3. The O C., Sonamura P.S		Rs.	3457.42
	4. The C.I. of Police, Souamura		Rs.	613.84
	Total		Rs.	4,202.00
15.	EDUCATION DEPARTMENT.			
	1. The Headmistress, Sonamura Girls'Jr. High School		Rs.	44.12
	2. The Headmistress, Sonamura Girls' Secondary School		Rs.	107.96
	3. The Headmaster, Melaghar Secondary School		Rs.	708.89
	4. The Librarian, Sonamura Public Library (Con.Melaghar Information Centre)		Rs.	34.48
	5. The Inspector of School, Sonamura		Rs.	53 64
	6. The D.I.S.E., Udaipur		Rs.	60.92
	7. The Headmaster, K.B.I. Udaipur		Rs.	299.48
	8. The Headmistress, Girls' Secondary School, Udaipur		Rs.	154.84
	9. The Inspector of Schools, Udaipur		Rs.	63.72
	Total		Rs.	1528.05
16.	S. S. B.			
	1. The Circle organier. S. S. B., Udaipur		Rs.	25.08
	Total:—		Rs.	25.08

LIST OF OUTSTANDING DUES WITH GOVERVMENT OFFICES UMDER BAGAFA ELECTRICAL SUD—DIVISION.

	NAME OF GOVT. CONSUMERS.		AMOUNT.
	BSF.		
1.	Commandant 85BTN BSF Bogafa	Rs.	9,274 00
2.	Commandant 90BTN BGF Belonia	Rs.	2,448.40
		Rs,	11,722.40
	POLICE DEPARTMENT.		
1.	Officer Incharge, Belonia, P.S.	Rs.	2,547.65
2.	Officer Incharge, Subroom, P.S.	Rs.	308.65
3.	Court S.I. Belonia	Rs.	216. 3
4.	Police Radio Station, Subroom	Rs.	51.88
		Rs.	4,133. 3

1		2
CIVIL ADMINISTRATION.		
1. S.D.O. (Civil), Belonia...	Rs.	510.84
2. S.D.O.) Civil), Sabroom ...	Rs.	70.64
	Rs.	590.48
PUBLIC WORKS DEPARTMENT.		
1. S.D.O. (PWD), Belonia...	Rs.	616.64
2. S.D.O. (PWD), Subroom... —	Rs.	43. 3
3. S.D.O. (PWD), Spl. Investt. Santirbazar....	Rs.	49.66
	Rs.	709.86
HEALTH DEPARTMENT.		
1. Medical Officer Incharge, Sabroom.	Rs.	232.64
2. Medical Officer Incharge, Belonia.	Rs.	188.84
	Rs.	421.48
PUBLICITY DEPARTMENT.		
1. S.D.P.R.O., Belonia...	Rs.	71.20
2. Public Information Centre, Belonia...	Rs.	47.92
	Rs.	119.12
FOREST DEPARTMENT.		
1. D.F.O., Bogafa...	Rs.	341.84
AGRICULTURE DEPARTMENT.		
1. Sericultur Firme, Bogafa ..	Rs.	34.84
EDUCATION DEPARTMENT.		
1. Inspectors of School, Subroom...	Rs.	36.72
LABOUR DEPTT.		
1. Labour Inspectors, Belonia...	Rs.	124.14
DEPARTMENT OF LAND RECORDS.		
1. Settlement Officer, Belonia...	Rs.	14.44
INDUSTRIES DEPARTMENT.		
1. Superintendent of Industries, Santirbazar ..	Rs.	99.20
P & T. DEPARTMENT		
1. Auto Exchange, Sabroom...	Rs.	283.28
JUDICIAL DEPARTMENT.		
1. Munsiff Court, Sabroom...	Rs.	33.80
2. O.N.G.C., Sabroom...	Rs.	17.02
Total.	Rs.	17,675.28

1	2	3	4	5

Abstract of
Department wise outstanding list of
consumers.
(Govt. Employees Under Udaipur Electrical
Sub-Division).

1.	Civil Administration	Rs.	366.66
2.	Public Works Department	Rs.	229.06
3.	Gumti Project	"	637.62
4.	Police Department	'	327.38
5.	Telephone Excnange	"	35.54
6.	Relief Department	"	20.66
7.	Agriculture	"	261.30
8.	Medical	"	206.58
9.	Animal Husbandry	"	29.74
10.	Industrial Estate	"	213.5
11.	Costoms	"	80.46
12.	Education	"	78.00
13.	Judicial Department	"	17.30
14.	Eorest	"	94.48
15.	Sub-Jail	"	21.36
	Total.	Rs.	2,619.65
	Outstanding with Public other than Govt. Officials	Rs.	1,393.73
		Rs.	4,013.38

Departmentwise outstanding list of consumers, (Govt. employees)

Sl. No.	Name of consumers & addrecs		Amount.
1	2		3
	CIVIL ADMINISTRATION.		
1.	Sri Ajoy Bhusan Dutta. S. T. O., Udaipur	Rs.	5.54
2.	" P. B. Debbarma, B. D. O., Udaipur	"	154.64
3.	" N. L. Dasgupta, A. S. D. O., Udaipur	"	24.58
4.	" Arup Kanti Sen, A. S, D. O., Udaipur	"	24.02
5.	" Pakyenteem. S. D. O., Udaipur	"	4.80
6.	" S. K. Ganguli	"	3.92
7.	" R. M. Paul, B. D. O., Udaipur	"	7.16
8.	" B. K. Chakraborty, B. D. O., Udaipur	"	26.20
9.	" Naba Kanta Singh, D. M'S. Office	"	7.72
10.	" Jagadish Paul, D. M. S. Office	"	12.20
11.	" Roshan Lal	"	12.60
12.	" S. B. Chakraborty, D. F. O., Amarpur Block.	"	8.90
13.	" Manik Majumder, S. D. O., Amarpur	"	8.90
14.	" P. C. Roy, C. O., Sonamura	"	17.80
15.	" Dinesh Paul, Sub-Treaserer, Sonamura	"	5.54
16.	Smti Maya Chowdhury, L. D. C., Sonamura	"	33.86
	Total	Rs.	366.66

1	2	3	
	PUBLIC WORKS DEPARTMENT.		
1.	Shri D. B. Chakraborty. Staff Quarter, PWD	Rs.	16.56
2.	" Jotish Ch. Chakraborty, -do-	"	1.50
3.	" Ahi Bhusan Nandi, -do-	"	22.78
4.	" Paresh Ch. Modak, -do-	"	2.18
5.	" B. K. Dasgupta, -do-	"	3.12
6.	" Chittaranjan Barman, -do-	"	3.86
7.	" Nishikanta Deb, Accountant, PWD	"	6.48
8.	" Om Prakash Jain, E. E., Southern Divn, No. I.	"	40.82
9.	" P. N. Chakraborty, P. H. Head Fitter, Udp.	"	2.74
10.	" Chandan Sengupta, S. D. O., P. W. D.	"	17.30
11.	" The Executive Engineer, Division No. II Gumti Project, Jatanbari	"	77.92
12.	" Santi Bhusan Bardhan, PWD, Udaipur	"	8·34
13.	" Pradip Kr. Dey, PW, Office, Melaghar	"	19.92
14,	" Pijush Kanti Paul. U. D. C., Amarpur	"	5.54
	Total	Rs.	229.06
	GUMTI PROJECT.		
1.	Sri Narayan Swami, S. D. O. 'C' Sub-Divn. Jatanbari	"	39.58
2.	" Sailendra Chakraborty. G. P. D. No. I -do-	"	5.48
3.	" G. S. Lakman, Eastern Constn., Co	"	149.22
4.	" Harish Bhattacherjee, G. P. D. No I, Jatanbari	"	3.30
5.	" Ashutosh Bhattacherjee, Gumti Project	"	5.30
6	" The Construction Superintendent, Jatanbari	"	275.28
7.	" Majnur, Tirthamukh	"	10.02
8.	" Arun Chakraborty, Tirthmuk	"	25.14
9.	" Debbrta Debbarma. Jatanbari	"	21.22
10.	" Jamini Singha. Driver	"	3.30
11.	" Birendra Krishna Ghon, Cashier	"	2.74
12.	" P. C. Das, Accountant, G. P. D. No. I	"	20.66
13.	" Dhirendra Bhattacharjee, Gumti Project	"	10.52
14.	" D. K. Sarker, Jatanbari	"	15.62
15.	" Kashinath Das, Jatanbari	"	20,10
16.	" L. N. Chowdhury, Asstt. Engineer, Jatanbari	"	25.14
	Total	Rs.	637.62
	POLICE DEPARTMENT		
1.	Shri Naresh Ch. Dutta, Udaipua PS	Rs.	10·58
2.	" Sunil Bhattacherjee, Udaipur PW	"	54·70
3.	" A, Choudhury, S. D.P O, S,Q,R. Udaipur	"	22·34
4.	" Bimal Majumder, Udaipur P. S.	"	28·44
5,	" J. Bhattacherjee	"	136·24
6.	" Brajendra Sarkar, A. S. I. Amarpur	"	9·68
7.	" Satya Ranjan Chanda, S. I. Amarpur	"	7·22
8.	" Rebati Biswas Sonamara. P. S.	"	10·52
9.	" Nirode Chakraborty, Sonamura P. S.	"	16·68
10.	" Sushil Shome. Sonamura P.S.	"	30 98
	Total	Rs.	327·38

1	2			3
	TELEPHONE EXCHANGE			
1.	Telephone Exchange, Udaipur		Rs.	22·28
2.	Sri R. C. Bhattacherjee, Telephone Inspector, Udaipur		„	9·40
3.	Sri Pijush Kanti Roy, Telephone Exchange, Udaipur.		„	3·86
		Total—	Rs.	35·54
	RELIEF DEPARTMENT.			
I.	Shri P. K. Palit, Asstt. Engr., Udaipur		Rs.	20·67
		Total—	Rs.	20·66
	AGRICULTURE DEPARTMENT			
1.	Shri Thakurchand Das, Agriculture, Udaipur		Rs.	11·14
2·	„ Dhiraj Dutta, Agriculture, Udaipur		„	48·30
3.	„ Haradhan Dhar, Agriculture, Udaipur		„	35·62
4.	„ Surendra Nath Bhattacherjee, Agri, Udaipur		„	15·56
5.	„ J. K. Mahalanabish, Agri. Udaipur		„	5·92
6.	„ Rajendra Kr. Singh, Agri. Udaipur		„	7·60
7.	„ Prabhat Kr. Dhar, Agri. Udaipur		„	21·72
8.	„ Sujit Kr. Dey, Agri. Udaipur		„	1·50
9.	„ Sudhir Ch. Baidya, Agri. Udaipur		„	12·20
10.	„ Nepal Ch. Deb, Agri. Udaipur		„	18·36
11.	„ B. K. Chakraborty, Agri. Udaipur		„	40·94
12.	„ Haridas Deb, Agri. Udaipur		„	23·80
13.	„ Rashamoy Dutta, Agri. Udaipur		„	6·60
14.	„ B. Majumdar, Agri. Udaipur		„	12·00
		Total—	Rs.	261·30
	MEDICAL DEPARTMENT			
1.	Smt. Gayati Debbarma, Udaipur Hospital		Rs.	7·50
2.	Shri A. C. Tarafdar, Udaipur Hospital		„	46·92
3.	„ L. D. Kundu, Udaipur Hospital		„	46·92
4.	„ Nagarbasi Das, Udaipur Hospital		„	14·46
5.	„ H. S. Bhattacherjee, Kakraban, P. H. C.		„	19·48
6.	„ D. P. Laskar, Melaghar Hospital		„	16·12
7.	„ B. B. Chowdhury, Kakraban, P. H. C.		„	23·40
8.	„ Nani Gopal Roy Kakraban P. H. C.		„	8·90
9.	„ Usharanjan Nath, Melaghar Hospital		„	2·78
10.	Smt. Sabita Chakraborty, Melaghar Hospital		„	7·78
11.	Shri Nimai Chowdhury, Melaghar Hospital		„	12·00
		Total—	Rs.	206·58
	ANIMAL HUSBANDRY			
1.	Shri Sambhu Nath Dutta, Veterinary Dispensary, Amarpur		Rs.	13·22
2.	„ S. P. Pattanaik, Veterinary Hospital, Melaghar		„	16·52
		Total—	Rs·	29·74

1	2		3
	INDUSTRIAL ESTATE		
1.	Shri Sukhlal Shil, Industrial Estate, Udaipur	Rs.	25·34
2.	„ M. R. Roy	„	72·81
3.	„ K. P. Chowdhury, Industrial Estate Udaipur	„	37·20
4.	„ Fatik Lal Mallik, Ind. Estate, Udaipur	„	12·00
5.	„ Nirmal Ch. Bandhyopadhya, Ind. Estate, Udaipur	„	33·64
6.	„ Kanak Ranjan Paul, Ind. Estate, Udaipur	„	32·52
	Total—	Rs.	213·51
	CUSTOMS DEPARTMENT		
1.	Shri B. N. Roy. Custom Officer, Udaipur	Rs.	80·46
	Total—	Rs	80·86
	JUDICIAL DEPARTMENT		
1.	Shri Nani Gopal Das, Munsiff, Udaipur	Rs.	17 30
	Total—	Rs.	17·30
	EDUCATION		
1.	Smt. Nilima Chakraborty, Girl's High School Udaipur	Rs.	22·84
2.	Shri Pannalal Dutta, K. B. I. Udaipur	„	17·24
3.	„ Subhas Ch. Das, Kakraban B. T. College	„	1·50
4.	„ N. K. Paul, Melaghar H. School	„	31·80
5.	„ Narendra Sarkar, Teacher, Sonamura	„	4·62
	Total—	Rs.	78·00
	FOREST DEPARTMENT		
1.	Shri Bishwajit Sharma, Ranger, Udaipur	Rs.	5·54
2.	„ Dhirendra Ch. Debbarma. D. F. O. Officc, Udaipur	„	18·36
3.	„ Bikash Ch. Debbarma, D. F. O. Office, Udaipur	„	30.00
4.	„ Dilip Debbarma, Forest Office, Melaghar	„	6·00
5.	„ Parimalendu Bhattacherjee, Ranger, Sonamura	„	33·08
6.	„ A. Barman, Forest Deptt., Udaipur	„	1·50
	Total—	Rs.	94·48
	SUBJAIL		
1.	Md. Abdul Wasad, Udaipur Sub-Jailor	Rs.	2·74
2.	Shri Kunja Lal Singh, Sub-Jail, Udaipur	„	18·62
	Total—	Rs.	21·36

Outstanding list of Public consumers other than Govt. Employees of Udaipur Electrical Sub-Divlsion.

1.	Shri B. C. Bhattacherjee, Udaipur, R. K. Pur, South Tripura (for Udaipur Town Hall)	Rs.	71·90
2.	Md. Safayed Ahmmed, Udaipur Bazar, R. K. Pur, South Tripura	Rs.	32·42
3.	Shri Suresh Ch. Chakraborty, West Bank of Amarsagar, R. K. Pur, South Tripura	Rs.	6·66

1	2	3
4.	Shri Upendra Kr. Saha, Giridharipally, Udaipur, R. K. Pur, South Tripura	Rs. 22·20
5.	Shri N. K. Sarkar, Udaipur, P. K Pur. South Tripura (for Mill at Udaipur)	Rs. 585·49
6.	Shri Gouranga Ch. Saha, Badarmokam, R. K. Pur South Tripura, (for Street Light)	Rs. 30·36
7.	Shri Amal Ch. Saha, Motor Stand, Udaipur R. K. Pur, South Tripura	Rs. 12·00
8.	Shri Badal Ch. Majumdar, N. T. Road Udaipur, R. K. Pur, South Tripura	Rs. 66·63
9.	Shri Raj Mohan Saha, Main Road, Udaipur, R. K. Pur, South Tripura	Rs. 63·50
10.	Shri Hariharan Saha, Kakraban Bazar Kakraban, South Tripura	Rs. 10·58
11.	Shri Rohini Kr. Roy Sarkar, Kakraban	Rs. 38·00
12.	Shri Ayodhya Charan Nath, Kakraban	R3. 34·55
13.	Shri Bimal Chandra Saha, Kakraban Bazar (for street light of Kakraban Bazar)	Rs. 98 80
14.	Smt. Sunitiprava Kar Chowdhury, Kakraban	Rf. 60·56
15.	Shri Abani Mohan Das, Sweet Shop, Amarpur Bazar, Amarpur, South Tripura	Rs. 15·62
16.	Shri Dinesh Ch. Bhowmik Amarpur Bazar	Rs. 12·26
17.	Shri Atul Ch. Biswas, Joyguru Mistanna Bhandar, Amarpur Bazar, Amarpur	Rs. 22·90
18.	Shri Shimal Sarkar, Amarpur Bazar	Rs. 16·12
19.	Shri Braja Copal Dhar, Amarpur South Tripura	Rs. 16·46
20.	Shri Sadhan Paul, Sonamura, Tripura (West)	Rs. 38·02
21.	Shri Anantalal Saha Sonamura, Tripura	Rs. 8·34
22.	Shri Benu Lal Saha, Sonamura, West Tripura	Rs. 23·46
23.	Md. Zabbar Bhuya, Sonamura, West Tripura	Rs. 21·78
24.	Shri Hira Lal Saha, Sonamura, West Tripura	Rs. 5·00
25.	Shri Digendra Saha, Sonamura, West Tripura	Rs. 25·65
26.	Shri Surendra Ch. Saha, Melaghar	Rs. 6·00
27.	Shri Matilal Saha, Melaghar	Rs. 36·10
28.	Shri Barada Pual, Amarpur Bazar, Amarpur	Rs. 11·70
	Total	Rs. 1,393·73

List of Consumers with Outstanding dues of

Bagafa Elect. Sub-Division. (Santir Bazar & Sabroom)

Name of Consumers.		Amount.
1.	Shri B.K. Sood, Ex. D.F.O., Bogafa	Rs. 195.02
2.	„ D. Nag. Ex.D.F.O., Bogafa.	Rs. 5.54
3.	„ Makhan Debnath, Santirbazar.	Rs. 3.30
4.	„ Subrata Bhattacherjee, Ex.M.R.C.B.C. (Bogafa)	Rs. 2.18
5.	„ Binode Behari Dey, Bogafa.	Rs. 2.18
6.	„ Ramananda Dutta, Bogafa P.H Qr.	Rs. 2.74
7.	„ Commandant, 25th Bn. C.R.P.F. Belonia	Rs. 25.58
8.	„ Belonia Hindi Pracharak, Belonia.	Rs. 3.24
9.	„ Shri Profulla Kr, Das, Shantirbazar.	Rs. 69 26
10.	„ Shri Pulak Kr. Kar, Ex. S.O. (Civil) Santirbazar	Rs. 9,26

1				
11.	,,	Shri Milan Kr. Roy, Block Qr. Bogafa.	Rs.	5.54
12.	,,	Shri Ananda Mitra, Santirbazar for street light	Rs.	199.12
13.	,,	Shri Kalachand Saha, Santirbazar.	Rs.	6.00
14.	,,	Dr. P. C. Ghosh, Santirbazar.	Rs.	17.80
15.	,,	T.C. George, Serveyor, P.W.D. Santirbazar	Rs.	6.00
16.	,	Shri D.P. Naha, Head Clerk	Rs.	6.00
		Southern Division No. II, Santirbazar.	Rs.	64.12
17.	,,	Shri S. B. Das, S.O. (Elcct), Bogafa.		
18.	,.	Shri R. N. Bhattacherjee, Cashier C/O. D.F.O. Bogafa.	Rs.	6.00
19.	,,	Dr. Ashutosh Majumder, Julaibari P.E.C.	Rs.	20.00
20.	,,	Shri Suresh Ch. Sen, Kanchannagar for street light.	Rs.	175.40
21.	,.	Shri B.K. Das, S.O. (Elect)	Rs.	17.80
22.	,.	Shri Hari Raman Dutta, Santirbazar.	Rs.	228.20
23.	,.	Shri Amulya Mohan Roy, Santirbazar.	Rs.	6.00
			Rs.	10.00

SUBROOM.

1.	Shri Milan Debbarma, Sub-Jailor, Sabroom.	Rs.	22.92
2.	Shri Kishor Mohan Paul, Manu Bazar.	Rs.	14.44
3.	Shri Indra Kr. Debnath, Sabroom.	Rs,	6.00
4.	Shri Lalit Mohan Debnath, Manu Bazar.	Rs.	21.16
5.	Shri Lalit Mohan Bhowmik.	Rs.	23.40

List of cosumers with ountstanding dues
of Bagafa Elect. Sub-Division (Belonia).

		Name of Consumers.	Amount.	
1.	Shri	Bimal Kanti Mazumder, S. I. Belonia Court.	Rs.	1.62
2.	,,	Santosh Kr. Das, Forester Belonia Forest Office.	Rs.	7.78
3.	..	Shyama Kanta Das, Belonia Forest Office.	Rs.	9.40
4.	,,	Pramod Rn. Chcwdhury, B. K. I School, Belonia.	Rs.	6.10
5.	,,	B. B. Purakaystha, Belonia Custom Office.	Rs.	18.36
6.	,,	Commandant 25 Bn. C. R. P. Belonia.	Rs.	25.58
7.	,,	Khitish Saha, Belonia.	Rs.	60.00
8.	,,	Narayan Ch. Nandy, Belonia,	Rs.	14.21
.	,,	Sushil Banerjee, Belonia Forest Office.	Rs.	43.41
10.	,,	Deputy Field Officer, Special Bureau Belonia.	Rs.	18.92
11.	,,	Secretary Merchant Assoon Bankar, Belonia.	Rs.	56.70
12.	,,	Pulin Ch. Debnath, Kalinagar, Belonia.	Rs.	12.00

		1	2
13.	Shri	Girendra Chakraborty, S. I. Belonia P. S.	Rs. 54.60
14.	„	Kanti Ch. Barman.	Rs. 10.00
15.	„	Sunil Kr. Datta, S. I. of Police, Belonia.	Rs. 27.88
16.	„	Satya Rn. Choudhury, Belonia Street Light,	Rs. 264.15
17.	„	B. B. Datta, Belonia Indrapuri Cinema Hall.	Rs. 441.17
18.	„	Rabindra Kr. Baidya for Street light, Hrishyamukh.	Rs. 12.20

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on Monday the 19th June, 1978 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, Chief Minister, 10 Ministers, Deputy Speaker, 46 Members.

STARRED QUESTIONS

(To which oral answers were given).

মিঃ স্পীকার—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্য-দিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করিবেন। শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া :—কোয়েশ্চান নং ৬৫ স্যার

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—কোয়েশ্চান নং ৬৫ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য অমরপুর মহকুমার নূতন বাজার থানান্তর্গত ইচাছড়ি গ্রামোন্নয়ন কমিটির সদস্য শ্রীকবিরাম ত্রিপুরা একজন বাংলাদেশ নাগরিক এবং সীমান্তে গরু পাচার অপরাধে অভিযুক্ত?	১। না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গ্রামোন্নয়ন কমিটি এবং গণ কমিটির মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—না এক কথা নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই গ্রামোন্নয়ন কমিটি কাদের দ্বারা গঠিত হয়?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এই প্রশ্ন এখানে আসে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি যতদূর জানি এই কবিরাম ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অনেক পুলিশ কেস আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে উত্তর দিয়েছেন সেটা তিনি জেনেশুনে দিয়েছেন বলে আমার মনে হয় না। কাজেই বিষয়টি উনি তদন্ত করে দেখবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—এটা সত্য নয়।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---এটা কি সত্য যে কবিরাম ত্রিপুরাকে সীমান্তের পুলিশ বা বি. এস. এফ ধরে নিয়ে আটক রেখেছিল এবং পরে সে তার দোষ স্বীকার করায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—ত্রিপুরা পুলিশ এ সম্পর্কে কিছু অবগত নন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তাহলে এই ব্যাপারে তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—এ সম্পর্কে তদন্তের কোন প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীমতিলাল সরকার ও শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---কোয়েশ্চান নং ৪৫ স্যার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---কোয়েশ্চান নং ৪৫ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ৩১শে মে পর্যন্ত কতজন শিক্ষিত বেকার চাকুরী পেয়েছেন, এবং	১। ৩১শে মে ১৯৭৮ সন পর্যন্ত মোট ১৭৫৩ জন শিক্ষিত বেকার চাকুরী পেয়েছেন।
২। তাদের মধ্যে কতজন গ্রেজুয়েট এবং আণ্ডার গ্রেজুয়েট এবং কতজন পোষ্ট গ্রেজুয়েট?	২। ২নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল—

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF PERSONS APPOINTED IN VARIOUS DEPARTMENTS UP TO 31st MAY, 1978.

Sl. No.	Name of the Department/ Office	No. of educated persons			Total	Remarks
		Graduate	Under Graduate	Post Graduate		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Appointment & Services Department	1	...	...	1	
2.	Health & Family Welfare Department	2	11	...	13	
3.	Cooperative Department	1	2	...	3	
4.	Department of Agriculture	..	1	...	1	
5.	Forest Department	2	2	...	4	
6.	Animal Husbandry Deptt.	7	3	...	10	
7.	T. W. Department	22	...	...	22	
8.	Deptt. of Fisheries	29	89	...	118	

9.	Statistical Deptt.	1	...	...	1
10.	District & Session Judge	...	5	...	5
11.	Public Relations & Tourism	...	1	...	1
12.	State Planning Machinery	1	2	...	3
13.	Inspector General of Police	6	33	...	39
14.	D. M. Collector, South	...	2	...	2
15.	Food Directorate	2	1	...	3
16.	Panchayat Department	...	6	...	6
17.	Education Department	289	1159	78	1520
18.	Industries Department		NIL		
19.	Director Research	...	...	...	1
	TOTAL	357	1318	78	1753

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যাদেরকে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে, তাদেরকে কিসের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---নিয়োগ নীতির ভিত্তিতে।

শ্রীসুবল চন্দ্র রুদ্র ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যাদেরে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে তফ্‌সিলী জাতি এবং উপজাতির কোটা পূরণ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, নিয়োগ নীতির ভিত্তিটা কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :---নিয়োগের ভিত্তিটা হচ্ছে—প্রথমে তফ্‌সিলী জাতি এবং উপজাতির যে কৌটা আছে, সেটা পূরণ করা হয়। তারপর যারা ছাঁটাই হয়েছে তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়, সিনিয়ারিটি কাম নীড বেসিসে বিচার করে চাকুরী দেওয়া হয়। তারপর যারা সংখ্যালঘু—যেমন মুসলমান, মনিপুরী, তাদেরকে একটা অংশ দেওয়া হয়। যারা পংগু তাদেরকে দেওয়া হয়। যারা পি. এল. ক্যাম্পে থাকেন তাদেরকেও দিতে হয়। সরকারী কর্মচারীরা যারা অবসর পান, তারা যদি দুঃস্থ হন তাহলে তাদের পরিবারের ছেলে বা মেয়েকে দেওয়া হয়। এক্স-সার্ভিসম্যানদের পরিবারকে দেওয়া হয় এবং সরকারী কর্মচারী যারা কর্মরত অবস্থায় মারা যায়, তাদের পরিবারের যদি কেহ ভরণ পোষণ করার মত না থাকে তাহলে তাদেরকে দেওয়া হয়। এই সমস্ত বিচার করে আমরা নিয়োগ করে থাকি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—উদয়পুরের শিক্ষা বিভাগ যে নিয়োগ করেছে, মানিক সরকার ১৯৭৪ সালে পাশ করেছে, তাকে নিয়োগ করা হয়েছে আর শিখা সাহা ১৯৬৬ সালে পাশ করেছিল। সে ৪৪ সিরিয়ালে পড়েছিল। তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই যে বাদ দেওয়া হয়েছে এর পেছনে কার কার হাত রয়েছে ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---এটা নিয়োগ নীতির মধ্যে পড়ে---সিনিয়ারটি কাম পোভারটি। শিখা সাহা পোভারটির মধ্যে পড়ে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :---মাননীয় সদস্যকে এই কথা বলতে পারি যে, যারা গরীব তারা আগে পান এবং তিনি অপেক্ষা করুন, তাকেও আমরা সুযোগ দিতে পারব।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---বামফ্রন্ট সরকারের নিয়োগ নীতির মধ্যে মেরিটের কোন স্থান আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---আমরা এই ভাবে ঠিক করেছি যে হাই স্কুল এবং কলেজে যখন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে তখন মেরীট দেখা হবে। অন্যান্য কনসিডারেশনগুলিও দেখা হবে। কিন্তু সেগুলি প্রধান হবে না। কিন্তু প্রাইমারী স্কুল বা ক্লাস ফোর যখন আমরা নেব, তখন সিনিয়ারিটি এবং দারিদ্র্য দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উত্তর স্পষ্ট নয়। তিনি এড়িয়ে চলছেন। মেরিট বলতে মন্ত্রীদের আত্মীয় পড়ছেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব কোন্ মন্ত্রীর আত্মীয় চাকুরী পেয়েছেন তাঁর নাম বলতে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মৃণাল দেব একজন মন্ত্রীর আত্মীয়।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বিভিন্ন দপ্তরে ফিক্সড বেতনে কর্মরত কতজন কর্মচারী রয়েছেন ? ২) এঁদের কতজন তিন বৎসরের অধিক সময় ধরে কাজ করছেন ? ৩) এরকম কর্মচারীর চাকুরী নিয়মিত করণের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন, এবং ৪) এই নিয়মিত করণ ব্যবস্থা বে-সরকারী বিদ্যালয় সমূহে কার্যকর হবে কি ?	এসব ব্যাপারে সরকার পুরো তথ্য এখনও সংগ্রহ করতে পারেন নি। সংগ্রহ করে পরবর্তী সময়ে জানাব।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রী নিরঞ্জন দেব।

শ্রী নিরঞ্জন দেব ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৬২।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ---ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬২

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৯৭৫-৭৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত জম্পুইজলা ও গোলাঘাটি গাঁওসভা কর্তৃক গরুবাজার ও বাজারের অন্যান্য মহালের রেভিনীয়ু কত টাকা আদায় হয়েছিল ? ২) আদায়ীকৃত রাজস্ব (রেভিনিয়ু) হইতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে আর কত টাকা ব্যাঙ্কে আছে তার পৃথক পৃথক হিসাব ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- -কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৮।

প্রশ্ন ঃ

১) সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত কর্মচারীদের একই কাজের জন্য একরকম বেতন হার চালু করার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন কি না; এবং

২) না করে থাকলে তার কারণ?

উত্তর ঃ

১) এক কাজের জন্য এক ধরনের বেতন দেওয়া উচিত সরকার এটা নীতিগত ভাবে স্বীকার করেছেন। কিন্তু এখনও কার্যকরী করতে পারেন নি।

২) না পারার কারণ হচ্ছে এই যে সরকারের এখনও আর্থিক সংগতি এটা পুরোপুরি করার মত হয়নি। সরকার এটা কার্যকরী করার কথা ভাবতে এবং তার জন্য রিভিউ কমিটি গঠন করা হয়েছে। রিভিউ কমিটির মাধ্যমে সেই সমস্ত কেস যে সব কেসে এই ধরনের অসঙ্গতি রয়েছে সেগুলি আলাপ আলোচনা করে কার্যকরী করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—যেটা উচিত সেটা করা হবে, না যেটা অনুচিত সেটাকেই করা হবে?

(নো রিপ্লাই)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে একটা রিভিউ কমিটি হয়েছে। কতগুলি আছে একই কাজ করছে, যেমন সাব-ওভারসিয়ার, পি, ডবলিউ, ডি, তে প্রমোশন দিয়েছে তাকে। কিন্তু সেই বেতনটা পাচ্ছেনা। এইগুলি রিভিউ কমিটিতে গিয়েছে কিনা এবং সেগুলি রিভিউ করা হয়েছে কিনা? যদি না করা হয়ে থাকে, তাহলে এইগুলি করা হবে কিনা?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী— মোটামুটিভাবে পে কমিশন বলে গেছেন যে এটা করা দরকার এবং সেটা কার্যকরী এই সরকার করছেন। আগের সরকার পে-কমিশনের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করেন নি। কিন্তু পাঁচ মাসের মধ্যে আমরা অনুভব করেছি এটা কার্যকরী করা দরকার এবং সেজন্যই যে পে-স্কেলের কথা বললেন, সেটা অন্যভাবে আমরা করার চেষ্টা করছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই কাজটা শেষ করতে ফ্রন্ট সরকারের আর কতদিন সময় লাগবে বলতে পারেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— স্যার, যতদিন সময় লাগার দরকার, ততদিনই লাগবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস —মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে একটা রিভিউ কমিটি হয়েছে। পে-কমিশনের রিকমেণ্ডেশান ছিল ১৯৭৪ সাল থেকে। কাজেই যে রিভিউ কমিটি হয়েছে তার আওতায় ১৯৭৪ সাল আসছে, না ১৯৬১ সালের এন্যামলি থেকে আসছে, এটা একটু আমাদের পরিষ্কার হওয়া দরকার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---স্যার, এই রকম কোন ডেট লাইন আমরা দেইনি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—স্যার, রিভিউ কমিটির কতগুলি টার্মস এ্যাণ্ড রেফারেন্স থাকে, এটা প্রত্যেক কমিটির জন্যই থাকে। কাজেই আজকে তাদেরকে যদি বলে দেওয়া না হয়, যে তুমি ১৯৬১ সাল থেকে এন্যামলি দূর কর, তাহলে তারা সেটা করতে পারবে না। কারণ তাদের সেই রকম টার্মস এ্যাণ্ড রেফারেন্স না থাকলে, তারা সেটা করতে পারবে না। এখানে যে প্রশ্নটা তুলেছি, সেটা হচ্ছে বিফোর পে-কমিশন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— স্যার, এনামলি কথাটার অর্থ হচ্ছে—একটা কিছুর মধ্যে গড় মিল থাকা। সেই গড়মিলটা এই যে পে-কমিশন কতগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তগুলি কার্য্যকর করা হয়নি। এটাই এনামলি। কাজেই এনামলি রিমুভ করাই হচ্ছে এই রিভিউ কমিটির প্রধান দায়িত্ব।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং— প্রশ্ন নং ৮২।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা — স্যার প্রশ্ন নং— ৮২।

প্রশ্ন	উত্তর
১) গত ১০ই মে তারিখে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন স্থগিত রাখার ব্যাপারে টেলিগ্রাম, চিঠি, রেডিওগ্রাম বাবত কত টাকা খরচ করা হয়েছে?	গত ১০ই মে তারিখে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন স্থগিত রাখার ব্যাপারে কোন টেলিগ্রাম; চিঠি এবং রেডিওগ্রাম দেওয়া হয় নাই। সুতরাং এই প্রশ্ন উঠে না। গত ১০ই এপ্রিল তারিখে সরকার সিদ্ধান্ত করেন যে, ১৪ই মে তারিখে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের যে তারিখ করা হয়েছিল, তা পিছিয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং ঐ তারিখে অর্থাৎ ১০ই এপ্রিল তারিখে রেডিওগ্রাম মারফত চিঠি, বিজ্ঞপিত সমস্ত জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, বি, ডি, ও এবং ই, আই, ওর নিকট উক্ত সরকারী সিদ্ধান্ত প্রেরিত হয় এবং তার জন্য ডাক মাশুল বাবত খরচ হয় ১২'৮০ পয়সা মাত্র।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং— ১০ই মে তারিখে পঞ্চায়েত নির্বাচন স্থগিত রাখার ব্যাপারে সরকারের কোন খরচ হয় নাই, এটা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। কারণ, আমি জানি বগাফার বি. ডি, ও এই সংবাদ জানার জন্য আগরতলায় এসেছিল?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— আমি ১০ তারিখে পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে টেলিফোন করেছিলাম এবং তিনি তখন নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার কথা বলতে পারেননি। এই সম্পর্কে মন্ত্রী মশাই কিছু বলবেন কি?

(রুলিং পার্টির অনেক সদস্য--- এ আবার বলার কি আছে)

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা— প্রশ্ন নং ৮৫।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা--- স্যার, প্রশ্ন নং ৮৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য, পানিসাগর ব্লক অফিসের কেরানী শ্রীরমেন্দ্র সেন ১৯৭৭ইং সনের ডিসেম্বর মাসের বেতন ১৯৭৮ সনের এপ্রিল মাস অবধি সময়ের মধ্যেও পান নাই ?	না।
২) সত্য হলে, তাকে বেতন না দেওয়ার কারণ কি ?	এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা---মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে রমেন্দ্র সেনকে বেতন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রমেন্দ্র সেন বেতন পাননি, মন্ত্রী মশাই এটা তদন্ত করে দেখবেন কি ? কারণ আমি জানি যে তার কাছ থেকে ১২৩ টাকা কেটে নেওয়ায়, সে বেতন নেননি। আমি বি, ডি, ওকে বলেছিলাম, কিন্তু তা সত্বেও তাকে আজ পর্যন্ত বেতন দেওয়া হয়নি, এটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা---রমেন্দ্র সেন বলে কোন এল, ডি ক্লার্ক পানিসাগর ব্লকে নেই। তবে রতন সেন বলে একজন এল, ডি, সি পানিসাগর ব্লকে আছেন। উত্তর ত্রিপুরা জেলাশাসকের ২৯শে মে, ১৯৭৮ইং তারিখের রিপোর্টে জানা যায় যে ৩৭০ টাকা ২৫ পয়সা অতিরিক্ত বকেয়া, বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির টাকা হিসেবে রিটেন পরীক্ষা পাশ হওয়ার তারিখ থেকে ড্র করেন, তখন বি, ডি, ও পানিসাগর ব্লক তাকে তিন কিস্তিতে ঐ টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য বলা হয় এবং সেই থেকে ১২৩ টাকা প্রথম কিস্তির টাকা হিসেবে ডিসেম্বর '৭৭ইং সনের বেতন থেকে কাটা হয়, কিন্তু শ্রীসেন সেই টাকা গ্রহণ না করে দরখাস্ত করেন। সর্বশেষে জেলা শাসক মহোদয়, তাকে ৩৭০ টাকা ২৫ পয়সা ২০ কিস্তিতে পরিশোধ করার আদেশ দেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা--- এটা কি সত্য যে ৩০৪ টাকা যখন তার বেসিক পে হয়েছিল, তখন ই বি স্টেজ না থাকা সত্বেও. ই, বি, স্টেজ ধরে বি, ডি, ও তাঁর বেতন আটকে দেন ? আসলে সে কন্‌টিনিউয়াস স্ট্রাইক করেছিল বলেই এই ঘটনার মূল।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী--- স্যার, এই বিষয়টি যেভাবে উপস্থিত হয়েছে, তাতে সরকার এই সম্পর্কে আরও তদন্ত করে দেখবেন এবং হাউসের সামনে তার তথ্য উপস্থাপিত করবেন।

শ্রীনকুল দাস--- প্রশ্ন নং ১১৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী--- স্যার, প্রশ্ন নং ১১৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে সাম্প্রতিক অমরপুর বিভাগের জগবন্ধু পাড়া রইস্যাবাড়ী এবং গণ্ডাছড়া এলাকার পর পর সব কয়টি বাজার পোড়ার ঘটনার পিছনে কোন নাশকতাকারীদের হাত আছে ?	৩টি অগ্নি কাণ্ডের ঘটনার খবর পাওয়া গিয়েছে। ৩টির মধ্যে প্রথম ২টিতে এমন কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নি, যাতে নাশকতা সন্দেহ করা যায়। তৃতীয়টিতে শ্রীবন বিহারী সাহা, তিনি অভিযোগ করিয়াছেন যে এই ধরনের নাশকতামূলক একটা কার্যকলাপ এর ফলে আগুন লেগেছে। এবং এটা তদন্ত করে দেখা হয়, তদন্ত করে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।
২) যদি সত্য হয় তবে এই নাশকতা মূলক কার্য্য নিবারণের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?	প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনকুল দাস--সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিশেষভাবে এলাকার মধ্যে অনেক সময় বলাবলি হয় যে এতে উপজাতি যুব সমিতির হাত আছে। (গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকার এই বিষয়টি আরেকবার তদন্ত করে দেখবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ--- শ্রীবিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৪৪।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ-- মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৪৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরার যে সমস্ত পঞ্চায়েত অফিসগুলি আছে ঐ অফিসগুলি চলতি আর্থিক বছরে পাঁকা ঘর করার সরকারীভাবে কোন পরিকল্পনা আছে কি ?	১) চলতি আর্থিক বছরে পাকা ঘর করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা নাই।
২) খ) যদি থাকে তাহা হইলে কখন উক্ত কাজগুলি করা হবে ?	২) প্রশ্ন আসে না।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা ঃ--- সাপ্লিমেন্টারী, স্যার, পাকা ঘর করার কোন পরিকল্পনা না থাকলে, কাঁচা ঘর করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, বর্তমান সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেখানে যেখানে পঞ্চায়েত ঘর নাই, সেখানে উক্ত ঘর তৈরী করার জন্য অনুদানের পরিমাণ দুই হাজার টাকা করা হয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে উক্ত গাঁও পঞ্চায়েতকে, হয় নগদে এক হাজার টাকা বা উক্ত টাকার পরিমাণ জিনিসপত্র বা উক্ত পরিমাণ শ্রমের মাধ্যমে সংকুলান করতে হবে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা ঃ —সাপ্লিমেনটারী স্যার, এই ঘর কি বাঁশবেতের না মাড্ওয়ালের ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ —মাননীয় স্পীকার স্যার, সেটা হবে মাটির ঘর।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা ঃ —মাটির ঘর ভাল হবে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ —মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে ঘরের কথা বলা হয়েছে, এখানে দেখা যাচ্ছে ২।১।৩ হাজার টাকায় যদি এটা করা হয় তাহলে এটার পরিমাণ হবে আট হাজার টাকার মত। ৭/৮ হাজার টাকা দিয়ে মাটির ঘর করলে ভালই হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ —শ্রীমোহন লাল চাকমা।

শ্রীমোহনলাল চাকমা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৬০, হোম ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ? —মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ১৬০

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ৫-৩-৭৮ইং তারিখে কাঞ্চনপুরে এলাকাধীন দক্ষিণ ধনীছড়া গ্রামের সাধু সরকার পিতা মৃত যামিনী সরকার কতিপয় দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা অপহৃত হয় এবং কৈলাসহরের ডি, এস, পি, ও কাঞ্চনপুর থানার ও, সি'কে এই সম্পর্কে জানানোর পরও কোন প্রতিকার হয়নি ?

২) যদি সত্য হইয়া থাকে ঘটনা তদন্তক্রমে দুষ্কৃতকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে কি ?

উত্তর

১) এটা সত্য নয়।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমোহনলাল চাকমা ঃ —সাপ্লিমেনটারী স্যার, এই সাধু সরকার এখনও নিখোঁজ। এই সম্পর্কে থানায় জিজ্ঞাসা করলে তারা চুপ চাপ থাকে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ? —স্যার, ৫।৩।৭৮ এ নয় ; ৬।৬।৭৮ইং তারিখ হচ্ছে এ রকম একটা অভিযোগ আসে যে হেমেন্দ্র চৌধুরী ওরফে পবন চৌধুরীর বাড়ীতে চুরি হয়েছে এবং সাধু সরকার সেই অপরাধে ধরা পরে। কিন্তু সে সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হয় এবং ঘটনাটি পেঁচারথল পুলিশ ফাঁড়িতে জানানো হয়। তারপর থেকে সাধু সরকারকে পাওয়া যায় না। থানায় এই ঘটনাটি নথিভুক্ত করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ? —মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ১৭২,।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৭২।

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। এই সম্পর্কে সপ্তম অর্থ কমিশন কোন মঞ্জুরী দিয়েছেন কিনা ?

৩। দিয়ে থাকলে মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ কত এবং কর্মচারীদের কত করে বর্তমান মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে ?

উত্তর

১) মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার যে প্রস্তাব এটা রাজ্য সরকার সমর্থন করেন কিন্তু তাদের সামর্থ নেই। কাজেই সামর্থ নেই বলেই বর্ত্তমানে কোন পরিকল্পনা তাদের নেই।

২) ৭ম ফাইনেন্স কমিশন তাদের যে রায় সেটা এখনও দেয় নি যদিও রাজ্য সরকার ৭ম অর্থকমিশনের কাছে এই ব্যয়বরাদ্দের প্রয়োজনীয় অর্থ চেয়েছেন।

৩) প্রশ্ন উঠে না কারণ এখনই দেওয়া হচ্ছে না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় নিশ্চয়ই জানেন যে ১৯৭২ সাল হতে ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পেয়ে আসছিলেন এবং সুখময় রাজত্ব আসার পর থেকে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বর্ত্তমান সরকার সেটা দেওয়ার ক্ষেত্রে অক্ষম। ৭ম অর্থকমিশন টাকা না দিলে হবে না। কিন্তু এই ৭ম অর্থ কমিশন যখন ত্রিপুরাতে আসে তখন রাজ্য সরকার একটা মেমোরেনডাম দিয়েছিলেন এবং এটা আলোচনার সময় বক্তব্য রেখেছিলেন। কাজেই এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আলাদা ভাবে কোন চিঠি বা চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি যখন কোয়ালিশনের অর্থমন্ত্রী ছিলাম, তখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে চাপ দিয়েছিলাম। কোয়ালিশনের পার্টনার হিসাবেও চাপ দিয়েছিলাম। তারপর থেকে বরাবরই চাপ দিয়ে আসছিএবং এখানে যখন ৭ম ফিনান্স কমিশন আলোচনায় এসেছিল, তখনও আমরা এ ব্যাপারে দাবী রেখেছি। আমরা আশা করছি, অক্টোবরে তাঁরা তাঁদের রিপোর্টে বের করবেন। সেই রিপোর্টে যদি দেখা যায় ৭ম ফিনান্স কমিশন এ ব্যাপারে কিছু করেন নি; তখন সরকার চিন্তা করবেন এ ব্যাপারে কি করবেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—সরকারী কর্মচারীদের এটা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। ৭ম ফিনান্স কমিশন যদি এ ব্যাপারে কিছু মতামত না দেন, তাহলে কর্মচারীদের মধ্যে একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হবে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাতে চাপ সৃষ্টি করা যায় তার জন্য আন্দোলন করার কথা ভাবছেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—সেটা সরকার এখনও বলতে পারছেন না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—নির্বাচনের আগে বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহারে বলা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর দেখলেন যে সেটা সম্ভব নয়। এতে কি কর্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেবে না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ--স্যার, আমি মাননীয় সদস্যদের বলছি. আমাদের যে কর্ম-সূচী ছিল সেটা যেন ভাল করে পড়ে দেখেন। আমাদের ঐ ইস্তাহারে বলা হয়েছিল, কেন্দ্রের কাছে আমরা এটা দাবী করব।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ--বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার নীতিগত ভাবে এটা মেনে নিয়েছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে এর বেশী কিছু করতে বামফ্রন্ট সরকার রাজী নন। এতে কি কর্মচারীদের ধাপ্পা দেওয়া হলে, না ?

মিঃ স্পীকার ঃ--শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং এই ধাপ্পা শব্দটা এখানে আসে না। আরো ভাল শব্দ ব্যবহার করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ-- শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ-- ১৯৩।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ-- ১৯৩।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন আদালতে মোট কতগুলি দেওয়ানী মামলা বিচারাধীন আছে ?

২। এই মামলাগুলির মধ্যে কতগুলি ২ বছর, ৫ বছর, ও ১০ বছরের উপর বিচারাধীন আছে ?

৩। মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে ?

উত্তর

১। ৩,৩৮৬টি দেওয়ানী মামলা বিচারাধীন আছে।

২। এই মামলার মধ্যে ১,২৮৫টি ২ বছর, ৩৭৬টি ৫ বছর এবং ১২০টি ১০ বছরের উপর বিচারাধীন অবস্থায় পরে আছে।

৩। সরকার বিচারাধীন মামলার সংখ্যা হ্রাস করার জন্য হাই কোর্টকে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ--এই যে মামলাগুলি নিষ্পত্তি হচ্ছে না, এর মূল কারণ দেখা যাচ্ছে বিচারকের অভাব এবং তা যদি সত্য হয়, তাহলে বিচারকের ব্যবস্থা করা হবে কিনা ? কারণ হাইকোর্টকে বললেই এর সমাধান হবে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ-- মাননীয় সদস্য সম্ভবতঃ জানেন বিচারকের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব হচ্ছে হাইকোর্টের। কাজেই হাই কোর্ট এ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জড়িত। সে জন্যই আমরা হাইকোর্টকে করতে বলছি। এই অসুবিধার কথা অনুভব করেই আমরা চেষ্টা করছি হাই কোর্টকে এ ব্যাপারে অবহিত করার জন্য।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—আগেও এইরকম একটা প্রশ্ন ছিল। তখন বিচারকের অভাবের কথা বলা হয়েছিল। এই বছর তিনেক আগে। এখানে হাই কোর্টের কথা বলা হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু হাই কোর্ট যদি বিচারকের সংখ্যা না বাড়ান, তাহলে রাজ্য সরকারের এটা দায়িত্ব কিনা, হাই কোর্টকে এ ব্যাপারে লেখা কিংবা দরবার করা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার এ সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্যদের জনাতে চাই, শুধু দেওয়ানী মামলাই নয়, এমন কি ফৌজদারী মামলা পর্যন্ত অনেক পরে আছে। এইসব ব্যাপারে আমাদের সরকার দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখনে একটা আলাদা হাই কোর্টের বেঞ্চ যাতে হয়, সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা অনুরোধ জানিয়েছি। ইদানীংও আমরা লিখেছি, সেগুলি যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় সেজন্য একটা স্পেশাল বেঞ্চ নেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, আমরা জেল থেকে চিঠি পাচ্ছি। কয়েদীদের মামলা পরে আছে। সেইসব সম্পর্কে আমরা উদ্বিগ্ন। সেই সম্পর্কেও আমরা কেন্দ্রীয় সরকার এবং হাই কোর্টের চীফ জাস্টিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। অন্যান্য মামলার ক্ষেত্রে, যেগুলি ফৌজদারী মামলা সম্পর্কে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মার্ডার কেস হলেও ২ মাসের মধ্যে যাতে সমস্ত এ্যানকোয়ারী কমপ্লিট করে রিপোর্ট দেওয়া হয়। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন, আগের থেকে তাড়াতাড়ি মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে। তবে বিগত কংগ্রেস সরকার যে জঞ্জাল জমিয়ে গেছে, তা পরিষ্কার করতে আমাদের সময় লাগবে। তবে সরকার এ সম্পর্কে কতকটা উদ্যোগ ইতিমধ্যেই নিয়েছেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ—ফৌজদারী মামলা কতগুলি পরে আছে তা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—এ সম্পর্কে আমি আলাদা প্রশ্ন করলে জানাতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ—২০৬।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—২০৬।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের কোন কন্টিনজেন্ট ওয়ারকার সরকারী অফিসারের বাড়ীতে কাজ করেন কি?

২। সত্য হইলে কতজন কন্টিনজেন্ট কর্মী কোন্ কোন্ অফিসারের বাড়ীতে কাজ করছেন (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব), এবং কবে থেকে?

উত্তর

এই সম্পর্কে কোন তথ্য আমরা এখনও সংগ্রহ করতে পারি নি। আমরা তথ্য সংগ্রহ করে পরে হাউসের সামনে পেশ করবো।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত ৪-৫-৭৮ ইং তারিখে রাত ১২টায় বিশালগড় থানা অন্তর্গত রংমালা পুলিশ আউট পোষ্টের কতিপয় পুলিশ কনেষ্টেবল রংমালা গ্রাম নিবাসী

শ্রীযুগল দেববর্মা এবং শ্রীজহরলাল দেববর্মার উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছিল এবং উক্ত ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে কোন গণ-দরখাস্ত সরকারের হস্তগত হয়েছে কি ? এবং

২। উক্ত ঘটনা সত্য হলে এ সম্পর্কে সরকার কি কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

জবাব হচ্ছে মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা মহাশয়ের লেখা রংমালা পুলিশ ক্যাম্পের কনষ্টেবল কর্তৃক শ্রীযুগল দেববর্মা এবং শ্রীজহরলাল দেববর্মার উপর অত্যাচারের অভিযোগ সম্বিলিত একটি দরখাস্ত। গত ১০-৫-৭৮ ইং তারিখে ইনস্পেক্টার জেনারেল অব পুলিশের হস্তগত হয়েছে। উক্ত অভিযোগে একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী তদন্ত করেন! তদন্তক্রমে দেখা যায় যে অভিযোগটি একেবারেই ভিত্তিহীন। মাননীয় সদস্য মহাশয়কে এই সম্পর্কে গত ১২-৬-৭৮ ইং তারিখের চিঠিতে জানানো হয়েছে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি দেখলাম এখানে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে তথ্য পরিবেশন করেছেন, সেই তথ্য সম্পূর্ণ অসত্য কারণ ঘটনা সম্পূর্ণ শত্রুতামূলক। কাজেই বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে আরো তদন্ত করবেন কিনা সেটা মুখমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এই এলাকাতে গরু চুরি হয় এবং তাদের ঐ দুই ভদ্রলোককে গত ৪-৫-৭৮ ইং তারিখে পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয় প্রশ্ন করার জন্য, এই গরু চুরি যাওয়া সম্পর্কে তারা জানেন কিনা, তারা বলেন যে আমরা জানি না এবং এই কথা বলার পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তাঁরা নিজেরাই পুলিশের কাছে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে আমাদের উপর কেউ মারপিট করে নি কাজেই এই তথ্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ঘটনা যদি অসত্য হয়ে থাকে এবং মাননীয় স্পীকার মহাশয় যদি অনুমতি দেন তাহলে ঘটনার সম্পূর্ণ ষ্টেটমেন্ট--তারা যে মার খেয়েছিল, তার সমস্ত প্রমাণ আমি হাউসে পেশ করতে পারি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ—আপনি কি বলতে চান বলুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে মারা হলো, এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আরো তথ্য গ্রহণ করবেন কিনা সেটা আমরা জানতে চাই ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—এই অভিযোগটি পুরাপুরি তদন্ত করা হয়েছে এবং যিনি তদন্ত করছেন তিনি একজন দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসার এবং তিনি যে বিবৃতি দিয়েছেন তার ভিত্তিতেই এখানে এই তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—একজন পুলিশ অফিসার হলেই তাঁর তদন্তের দাম বেশী হবে; কিন্তু জনসাধারণ যে অভিযোগ পেশ করেছেন তার দাম বেশী নয় কেন, সেটা আমরা জানতে চাই ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ—অর্ডার প্লীজ, আপনারা যদি এইভাবে কথা বলতে থাকেন তাহলে হাউসের ডেকোরাম নষ্ট হয়। আপনাদের যদি কোন প্রশ্ন করার থাকে তাহলে প্রশ্ন করতে পারেন। মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন সেটা হলো অভিমত, সেটা প্রশ্ন নয়। শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য গত ১০ই মার্চ ৭৮ ইং অমরপুর মহকুমার জগবন্ধুপাড়া থেকে পুলিশ ফাড়িটি প্রত্যাহার করে নেওয়া, এবং

২। সত্য হইলে উক্ত এলাকার চুরি রোধ করার কি ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। চুরি এবং অন্যান্য অপরাধ দমনের জন্য শান্তি রক্ষী বাহিনী শক্তিশালী করা হয়েছে এবং পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আগে যেখানে পুলিশ ফাঁড়ি বসানো হয়েছিল, সেটা নিশ্চয়ই একটা দরকারে বসানো হয়েছিল, কিন্তু সেটা আবার প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো কেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, মাননীয় সদস্য এটা নিশ্চয়ই জানেন যে পুলিশের জন্য আলাদা ফাঁড়ি করা, এটা সরকারের নীতি নয়। সরকারের নীতি হচ্ছে কোন সময়েতে কোন একটা জায়গাতে মানুষকে রক্ষা করার জন্য বা কোন একটা জরুরী অবস্থা সৃষ্টি হলে, সেখানে এই ধরনের ফাঁড়ি আমরা বসাই এবং তার যে কাজ, সে কাজ শেষ হলেই সেখান থেকে ফাঁড়ি তুলে নিয়ে আসি। মাননীয় সদস্য এখানে অভিযোগ করেছেন পুলিশ ফাঁড়ি নিয়ে, তাদের মারপিট করে ইত্যাদি ইত্যাদি, এই জন্যই এইসব অভিযোগ যাতে আর না আসে, তার জন্য আমরা যত কম পারি পুলিশ ফাঁড়ি বসাই ঐসব গ্রামাঞ্চলে, কাজেই মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না যদি আমরা পুলিশ ফাঁড়ি কমাই এবং মানুষকে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার সুযোগ সুবিধা দান করি গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেই। কারণ পুলিশ দিয়ে আমরা রাজত্ব করতে চাই না, এই সমস্ত শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ সেগুলি জনসাধারণই যাতে পালন করেন এটাই আমাদের সরকারের নীতি। পুলিশ দিয়ে এই সমস্ত কাজ যত কম করানো যায়, সেটা আমাদের দেখা দরকার।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না তিনি একবার বলছেন পুলিশ জনসাধারণের উপর, মানুষের উপর অত্যাচার করেন, আবার বলছেন করেন না এটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ—কোয়েশ্চান নং ১৫৯ স্যার,

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ কোয়েশ্চান নং—১৫৯ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরার বিভিন্ন দপ্তরে খালি পদের সংখ্যা কত? এবং	১। এবং ২। নং প্রশ্নের উত্তর
২। এই সংখ্যা এ বছরের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত কত ছিল এবং বর্ত্তমানে কত আছে।	সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের খালি পদের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

ADMITTED QUESTION NO. 159

STATEMENT SHOWING THE POSITION OF VACANT POSTS UNDER DIFFERENT DEPARTMENTS.

Sl. No.	Name of Departments Offices.	Total number vacant posts as on 1/1/78	No of vacant posts at present (i. e. 31/5/78).
1.	Secretariat Administration Department	59	76
2.	Election Department	2	2
3.	Directoriate of Fire Servics	10	0
4.	Tribal Welfare Department	66	51
5.	Directoriate of Research	—	5
6.	Directorate of L.R. & Settlement	19	18
7.	Labour Directorate	9	9
8.	Asstt. Transport Commissioner	3	3
9.	Employment Services & Manpower Plg.	12	12
10	Statistical Department	23	27
11.	Evaluation Organisation	7	7
12.	Commissioner of Taxes	10	10
13.	Directorate of Health Services	285	218
14.	Dy. Chief Conservator of Forests	387	388
15.	Tripura Public Service Commission	3	4
16.	Printing & Stationery Deptt.	12	23
17.	Cooperative Department	22	40
18,	Department of Fisheries	23	29
19.	Directoriate of Food & Civil Supplies	39	40
20.	Public Relations & Tourism Deptt.	29	28
21.	Town & country Planning Orgn.	7	7
22.	Animal Husbandry Department	57	58
23.	Agriculture Deparment	162	131
24.	D.M. & Collector, West	17	18
25.	D.M. & Collector, North	39	47
26.	Public Works Department	277	281
27.	Industries Department	188	156
28.	D.M. & Collector, South	6	7
29.	Directorate of Panchayat Raj	7	13
30.	Education Department	2,568	1,014
	Total	4,248	2,631

মিঃ স্পীকার ঃ---প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নত এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়নি সেগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব

(Calling Attention)

মিঃ স্পীকার ঃ---আমি নিম্নলিখিত সদস্য গণের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। প্রথমে আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উথ্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য-এর নোটিশের বিষয়বস্তু হল---গত ১৭ই জুন কমলা সাগর দেবীপুর বাজারে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি অফিসে কর্মীদের উপর জনতা পার্টির সমর্থনকারী দুষ্কৃতিকারীদের সংঘবদ্ধ হামলা সম্পর্কে।

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরিবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার আমি ২৬শে জুন এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :---মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২৬শে জুন এই সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন। আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ এসেছে মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার এবং শ্রী নরেশ চন্দ্র ঘোষ এর কাছ থেকে। বিষয়টি হল---উদয়পুর শহরের তিনটি এলাকায় সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে ১৮-৬-৭৮ইং পর্যন্ত বাড়ীঘর জলমগ্ন হয়ে থাকা সম্পর্কে। আমি মাননীয় পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :---স্যার, আমি ২৬শে জুন এ সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :---মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, ২৬শে জুন এ সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন। আমি আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মার কাছ থেকে। প্রস্তাবটি আমি উথ্থাপনের সম্মতি দিয়েছি, মাননীয় সদস্য এ নোটিশের বিষয়বস্তু হল---গত ৭ই জুন বিশালগড় থানার অন্তর্গত বংশীবাড়ী গাঁওসভার সদস্য শ্রীনন্দলাল দেববর্মাকে রাত দুপুরে উপজাতি যুবসমিতির সমর্থকরা ডেকে নিয়ে মারধোর করা সম্পর্কে। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, আমি এ সম্পর্কে ২৭ তারিখ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এ সম্পর্কে ২৭ তারিখ বিবৃতি দেবেন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস কর্তৃক আনীত আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব পেয়েছি এবং প্রস্তাবটি আমি উথ্থাপনের সম্মতি দিয়াছি। মাননীয় সদস্য এর

নোটিশের বিষয়বস্তু হল ঃ—'গত ১৫ই জুনের দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত খোয়াই মহকুমার কল্যাবিল ভূমিহীন ১২ বৎসর বয়স্কা চঞ্চলা পাল নামীয় জনৈকা কিশোরীর অনাহার জনিত মৃত্যু সংবাদ সম্পর্কে।' আমি মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার আমি এ সম্পর্কে ২৭শে জুন বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২৭শে জুন এ সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী এবং শ্রী তপন কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক আনীত আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব পেয়েছি এবং প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্যদের নোটিশের বিষয়বস্তু হল :—'সম্প্রতিকালে ধর্মনগর-আগরতলা, কৈলাশহর-আগরতলা, এবং সাব্রুম-আগরতলা রুটে অন্তর্ঘাতমূলক কাজের ফলে যাত্রী-বাহী টি, আর, টি, সি মোটর বাস অচল হওয়া সম্পর্কে।' আমি মাননীয় পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—স্যার, আমি ২৭শে জুন এ সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ২৭শে জুন এ সম্পর্কে উনার বিবৃতি দেবেন। আজকে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিতে মাননীয় পূর্ত মন্ত্রী মহোদয় স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীকে উনার বিবৃতি রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—স্যার, আমার একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ ছিল সিমেন্ট সংকট সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার—এটা এলাও করা হয় নি। এটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের আওতায় আসেনা।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—এটা দেওয়া উচিত ছিল।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—"সম্প্রতি বন্যার ফলে দক্ষিণ ত্রিপুরায় সাব্রুম, বিলোনীয়া এবং অমরপুরে কয়েকটি এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্পর্কে।"

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে দক্ষিণ ত্রিপুরার অধিকাংশ নদী ও ছড়াতে ব্যাপক জলস্ফীতি দেখা দেয়। ৫ই জুন সকাল-এ তিন ঘন্টার মধ্যে বিলোনীয়া অঞ্চলে ৯৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। এবং ঐ দিন বিলোনীয়াতে মুহুরী নদীর জল ১৪.৬২ মিটার পর্যন্ত উঠে। মুহুরী নদীর জলের বিপদ সীমা ১৩.৭০ মিটার। মনু নদীর জল ঐ দিন আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে বিলোনীয়া, সাব্রুম ও অমরপুর মহকুমার বেশ কয়েকটি রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হয়। ৫ই জুন আগরতলা-সাব্রুম রাস্তায় ১০২ হইতে ১০৩ কিলোমিটার-এ অবস্থিত আভাঙ্গাছড়ার উপর অবস্থিত কাঠের পুলের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং মনু নদীর উপর অবস্থিত কাঠের সেতুটি প্রায় ৪০ মিটার অংশ সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যায়। এই রাস্তায় যোগাযোগ পুনঃস্থাপনের জন্য আভাঙ্গাছড়ার পুলটি মেরামতের সবরকম চেষ্টা করা হয়। ৮ই জুনের মধ্যে মেরামত করা হয় এবং ৯ই জুন হইতে গাড়ী চলাচল করিতেছে। যেহেতু বর্ষাকালে মনু নদীর উপর সেতুটি পুনর্নিমাণ

সম্ভব নয় সেজন্য মারবোট দ্বারা যোগাযোগ রক্ষা করা হইতেছে। সোনামুড়া হইতে একটা বড় নৌকা সেই স্থানে নেওয়া হইয়াছে যাহার দ্বারা চাউল এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য পারাপার সম্ভব হইয়াছে। অতি সত্বর আর একটা বড় নৌকা সেখানে পৌছবে এবং ৪।৫ দিনের মধ্যে গাড়ী পারাপারের ব্যবস্থা হবে। মনু শ্রীনগর রাস্তা জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে গাড়ী চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছিল। জরুরী ভিত্তিতে মেরামত কার্য করার পর ঐ রাস্তায় গাড়ী চলাচল'এর জন্য খুলিয়া দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া হরিণা, মোহনপুর, ঘোড়াকাপা রাস্তা নলুয়া হইতে এবং জোলাইবাড়ী হইতে ঋষ্যমুখ রাস্তা, কাকুলিয়া হইতে দেবতা লুঙা রাস্তা ইত্যাদি কয়েকটা রাস্তা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তার মধ্যে বঙ্কুল হইতে ঘোড়াকাপার মাড়ুংছড়ার উপর ১২০ ফুট দীর্ঘ সেতুটি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। এই সেতুটির পুনর্নিমাণ সময় সাপেক্ষ। অন্যান্য মেরামতের কার্য হাতে নেওয়া হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই যথাসম্ভব গাড়ী চলাচলের সুব্যবস্থা হবে। ৮ই জুন প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে অমরপুর হইতে নূতন বাজার পর্যন্ত রাস্তাটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তিনটি কালভার্টের অ্যাপ্রোচ নষ্ট হয়ে যায়। ৮ই জুন সকাল হইতে ৯ই জুন পর্য্যন্ত যতনবাড়ী হইতে ঋষ্যমুখ রাস্তাটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। বৈরাগীছড়ার উপর সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের পর ঐ রাস্তায় যোগাযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই মহকুমায় কিছু কিছু রাস্তা এখনও যোগা-যোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যোগাযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কবে পর্যন্ত এই যোগাযোগ ব্যবস্থাটা হবে ? আগরতলা সাব্রুম একটা লাইফ লাইন। রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবার ফলে সেখানে কেরোসিন, তেল, নুন, সমস্ত কিছুর দাম বেড়ে গেছে। এই রাস্তাটি তাড়াতাড়ি মেরামত যদি না হয় তাহলে তো কিছুদিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। আর একটা জিনিষ হচ্ছে সেখানে ৭টা ব্রীজ নষ্ট হয়ে গেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটা ব্রীজের কথা মাত্র বলেছেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার বিবৃতিতেই এটা প্রমাণিত যে আমরা খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। ন্যাচার্যাল ক্যালামিটিজ সব সময় হতে পারে। তবে আমরা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করব এবং এখানে অ্যাসুরেন্স দেওয়া আছে আমরা মেরামতের কাজ খুব তাড়াতাড়ি করব। কিন্তু অতিরিক্ত বর্ষার সময়ে নদীর জল যেখানে খুব বেশী থাকে--বড় নদীর জল, সেখানে আমরা সেই সময়ে মেরামত করতে পারব না। আর বিশেষ করে সাব্রুমের ঐ রাস্তায় আমরা মারবোট তৈরী করে দেব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---ঐ এলাকাটায় খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই সেই সংকট নিরসনের জন্য কোন টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ--মাননীয় স্পীকার, স্যার, যেভাবে মাননীয় সদস্য বলেছেন সেটা ঠিক নয়। সংগে সংগে নৌকা দিয়ে সেখানে খাদ্যদ্রব্য পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই সেখানে সংকট সৃষ্টি হয়েছে সেটা ঠিক নয়।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---বাইকুড়া থেকে লক্ষীমুড়া যাওয়ার পথে কোন রাস্তা বন্যায় ভেঙ্গেছে কিনা, সরকারের কাছে এ তথ্য আছে কিনা ? যদি তথ্য থাকে, এটা মেরামতের জন্য তিনি কি ব্যবস্থা করেছেন জানতে পারি কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—এই সম্পর্কে প্রশ্ন দিলে আমি পরে জানাব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে গাড়ী চলছে না এতে এখানে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে গেছে, এটা জানেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---এই যে গাড়ী চলছেনা, এতে দাম বেড়ে গেছে বলছেন। কিন্তু যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ, সেইগুলি পৌঁছে দেওয়ার জন্য এমন কি হেড লোডে (মাথায় করে) নিয়ে যাওয়ার জন্য অতিরিক্ত ভাড়াও মঞ্জুর করা হয়েছে এবং সরকারের কাছে এ তথ্য আছে যে এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পৌঁছানোর দিক থেকে সরকারের কোন ত্রুটি নেই এবং যে সমস্ত পৌঁছাবার ব্যবস্থা তারা করেছেন। কোন একটি জায়গাতে, কোন একটা জিনিষের অভাব ঘটেছে কিনা, সেই সম্পর্কে যদি মাননীয় সদস্যরা তথ্য দেন তাহলে সেগুলি জানাব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—আমি শুনেছি যে এখান থেকে চাল, ডাল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এলাকায় পৌঁছায়নি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ-—মাননীয় সদস্য যদি কোন জায়গার নাম বলেন, নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি এখন না হোক, পরে দিলেও চলবে। এই সমস্ত জিনিষ প্রচুর আমাদের হাতে আছে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে সপ্তাহ খানেক আগে আমরা খোয়াই সাবডিভিশন থেকে জানিয়েছিলাম যে গো-ডাউনে রেশন নেই এবং সেই রেশন যাতে সেইসব এলাকায় পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা অর্ডার দিয়ে থাকেন, কিন্তু মাঝখানে যে লোকগুলো আছে তারা কোন ওয়ার্ক করছে না। সেজন্যই রেশন গো-ডাউনে নেই।

Government Business (Legislation)

Introduction of the United Provinces Panchayat Raj (Tripura Second Amendment) Bill, 1978.

অধ্যক্ষ—সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয়বস্তু হল, দি ইউনাইটেড প্রভিনসেস পানচায়েত রাজ (ত্রিপুরা সেকেণ্ড এ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং। বিলটি হাউসে উপস্থাপিত করার জন্য অনুমতিসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় পন্‌-চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে দি ইউনাইটেড প্রভিন্‌সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা সেকেণ্ড এমেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং বিলটি হাউসে উপস্থাপিত করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।

অধ্যক্ষ্য— মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী কতৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হল ঃ---

দি ইউনাইটেড প্রভিনসেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল ১৯৭৮ইং হাউসে উপস্থাপিত করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

বিলটি উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি পাওয়া গেল।

অধ্যক্ষঃ---এখন বিধান সভা সচিব মহাশয় বিলটির দীর্ঘ শিরোনামা পাঠ করবেন।

অধ্যক্ষঃ---অমি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে 'দি ইউনাইটেড প্রভিন্স-সেস পাঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল নং ৬ অব ১৯৭৮ ইং হাউসে উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদীনেশ দেববর্মাঃ—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে দি ইউনাইটেড প্রভিন্সসেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা সেকেণ্ড এমেণ্ডমেন্ট) বিল নং ৬ অব ১৯৭৮ ইং হাউসে উপস্থাপিত করা হউক।

অধ্যক্ষঃ—আমি এখন মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় কতৃক আনীত 'দি ইউ-নাইটেড প্রভিন্সসেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৭৮ ইং)' হাউসে উত্থাপনের প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সভায় গৃহীত হইল)

অধ্যক্ষঃ—বিলটি হাউসে উত্থাপিত হইল।

General Discussion on the Budget Estimates for the Year—1978-79.

মাননীয় অধ্যক্ষঃ--- এখন সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হচ্ছে,---১৯৭৮-৭৯ ইং সালের বাজেট এষ্টিমেটের উপর, সাধারণ আলোচনা। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদাউ কুমার রিয়াং মহোদয়কে আলোচনা আরম্ভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াংঃ---মাননীয় স্পীকার মহোদয়, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ১৬ই জুন তারিখে এই হাউসে ১৯৭৮-৭৯ইং সনের যে বাজেট পেশ করেছেন, সেই সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য এখানে রাখতে চাই। আমরা আশা ও বিশ্বাস করেছিলাম যে যারা দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে বিরোধী আসনে বসে সরকারে এসেছেন, তাদের পেশ করা বাজেট, বাস্তবিকই গণমুখী এবং কল্যাণমুখী হবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব অবস্থার সংগে তার একটা সঙ্গতি থাকবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মাঃ---স্যার, অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার--- স্যার, এই সভায় কোন লিখিত বিষয় পাঠ করার প্রচলিত নিয়ম আছে কি?---উনি কিন্তু একটা লিখিত বিষয় পড়তে চাইছেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াংঃ--- স্যার, অমি লিখিত কিছু পড়ছি না। আমি শুধু কতকগুলি পয়েন্ট দেখে বলছি।

অধ্যক্ষ্যঃ--- লিখিত কোন কিছু পড়তে পারবেন না, তবে কোন রকম পয়েন্ট যদি লিখে আনেন, বক্তৃতা দেওয়ার সাহায্যার্থে তা তিনি করতে পারেন।

শ্রীদশরথ দেবঃ---স্যার, পার্লামেন্টারী সিস্টেম আছে, যে কোন সদস্য তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য কিছু পয়েন্ট লিখে আনতে পারেন, সেগুলির দ্বারা তাঁর বক্তৃতা দেওয়ায় সাহায্য হতে পারে। কিন্তু তিনি লিখিত ভাষণ লাইন বাই লাইন পড়তে পারেন না এবং তা পড়াও ঠিক নয়।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াংঃ---স্যার, আমরা অশা করেছিলাম যে বাজেটে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার একটা প্রতিফলন ঘটবে। কারণ গত ৩০ বছর ধরে উনারা জনগণের কাছাকাছি ছিলেন এবং জনগণের জন্য অনেক আন্দোলন করেছিলেন। কাজেই তাদের পেশ করা বাজেটের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক চিন্তা ধারা থাকবে। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি যে এখানে যত বড় বড় বুলি আওড়ানো হয়েছে, যেমন আফগানিস্থানের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সারা পৃথিবীর নানা সমস্যার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি উল্লেখ করার ফলে বাজেটের মধ্যে যে মূল সমস্যাগুলি রয়েছে, সেগুলিকে আড়াল দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা করা হয়েছে। আর, সেজন্যই আমি বলছিলাম যে এটা হচ্ছে একটা পর্বতের মূষিক প্রসবের মত। এটাকে একটা বৈপ্লবিক বাজেট বলা হয়েছে বটে, কিন্তু আসলে তার কিছু নাই।

তাঁরা বলেছিলেন যে আমরা যদি সরকারে যাই তাহলে উপজাতিদের স্বায়ত্ব শাসন এনে দেব। কিন্তু এখনও তার কোন লক্ষণ দেখতে পারছি না। তাঁরা বলছেন যে সমস্যা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন। আরেকটা কথা ভূমি সম্পর্কে উনারা বলছেন যে উপজাতি যুব সমিতির ৪ দফা দাবী আমরা মানি এবং ১৯৬০ সাল থেকে জায়গা জমি ফেরত দেওয়ার জন্য আমরা খুব সচেষ্ট এবং খুব চিন্তা করছি, এই ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এরাই কংগ্রেসের সমালোচনা করেছেন। কংগ্রেস পারে না, অমুকে করে না ইত্যাদি। কিন্তু আমরা দেখছি ১৯৬৯ সাল থেকে যে জায়গা জমি ফেরত দেওয়ার কথা ছিল, সেটা আজকে পর্যন্তও তাঁরা করতে পারেননি। বৈশাখ মাস গেল, জ্যৈষ্ঠ মাস গেল কিছুই হল না। এখনও বলছেন বাজেটের পরে চেষ্টা করবেন, কিন্তু তার সঠিক কোন কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাঁরা বলেছিলেন যে আমরা যদি ক্ষমতায় যেতে পারি তাহলে আমরা বেকার সমস্যার সমাধান করবো, বিশেষ করে বেকার ভাতা দিয়ে বেকার যুবকদের মনে একটা সন্তুষ্টি আনব। সরকারে তাঁরা এসেছেন, কিন্তু বেকার ভাতা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা আমরা এই বাজেটে দেখতে পাচ্ছি না। অথচ যারা কষ্ট করে চাকুরী সংগ্রহ করেছেন, সেইসব কর্মচারীদের চাকুরী গেছাং গেছাং করে খেয়ে দিচ্ছেন। আর বসে বসে বীণা বাজাচ্ছে। এখনও কিছু ছাঁটাই কর্মচারীর অনশন চলছে। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাদেরকে পুনর্বহাল করা হবে, কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার তাদের প্রতিশ্রুতিতো রক্ষা করতে পারেনইনি, কিন্তু তাঁরা চাকুরী খেতে ওস্তাদ। তাঁরা

সরকারে আসার আগে বলতেন এই যে রুল ফাইভ, এটা খুব খারাপ, এটা কর্মচারীদের শত্রু। কিন্তু তাঁরা যেই সরকারে এলেন, তখন তাঁরা কর্মচারীদের চাকুরী খাওয়ার জন্য এটাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছেন। বেকার ভাতাতো নেই-ই, বেকাররা কিভাবে চাকুরী পাবে তার কোন সংস্থানও নেই। তারা বলছেন যে আমরা বাজেট করেছি জন-গণের জন্য গরীবদের জন্য, আমরা সেইজন্য কর বসাই নাই। এগার কোটি ষেষট্টি টাকার মত উদ্বৃত্ত রেখেছেন বাজেটে · এই উদ্বৃত্ত কেন রেখেছেন, কি দিয়ে পূরণ করবেন সেটা তাঁরা বলেননি। সেজন্য ামরা বলছি, এই বাজেট হচ্ছে একটা অনিশ্চিত বাজেট, এর মধ্যে কোন সুষ্ঠু চিন্তাধারা নেই। আবার বলছেন যে কেন্দ্র থেকে যদি অনুদান না পাওয়া যায় তাহলে আমাদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে। সেজন্য আমরা বলছি যে এই বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে নিজেদের দায়িত্বকে এড়াবার একটা কৌশল হল এই বাজেট। আরেকটা কথা কৃষির ব্যাপারে উনারা বলেছেন যে শতকরা ৯০ ভাগই হচ্ছে কৃষিজীবী এবং তাদের উন্নতি না করলে কিছু হবে না। কিন্তু কি করে যে জমি উদ্ধার হবে, কি করে যে জমি বন্টন করা হবে, তার কোন সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারা এখানে নেই। তারা বলছেন যে জমি জরিপ করা হবে, কত দিনের মধ্যে হবে, না ৪ বৎসরের মধ্যে হবে, তারপর পাট্টা ইত্যাদি পাওয়া যাবে। তারা সেকাজ করতে পারবেন কিনা জানি না। না পারলে বলবেন, আমরা চেষ্টা করেছিলাম পারিনি। আরও পাঁচ বৎসরের জন্য ভোট দাও, আমরা ঠিক করে দেব। কাজেই এই বাজেটের মধ্যে আমরা দেখছি এটা জনগণের উন্নতির জন্য করা হয়নি, কিন্তু বড় বড় কথা বলা হয়েছে। এটাকে তাদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য একটা চক্রান্ত বলে আমরা মনে করি। বলা হয়েছিল যে পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়া হবে, কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখছি, গত ৫ মাসে গণকমিটির নাম নিয়ে সি,পি,এম কর্মীরা গ্রামে গ্রামে বলছে যে সি,পি,এমকে যদি ভোট না দাও, তাহলে সমস্ত সরকারী পাওনা, খয়রাতি ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়া হবে। এইভাবে জনসাধারণের মধ্যে একটা আতংকের সৃষ্টি করা হয়েছে। সুরেশ সেন, বাইকুরা পূর্বছড়াবাইয়ের যিনি গাঁওপ্রধান হয়েছেন, তিনি বলেছেন আমার এলাকার মানুষ খেতে পাচ্ছে না ফুড ফর ওয়ার্কস ষ্ট্যাফ এখানে খোলা দরকার। বি,ডি,ওর সংগে দরবার করে তিনি স্যাংশন আনলেন এবং লোকও ঠিক করলেন। কিন্তু গণ-কমিটির লোকেরা এতে বাঁধা দিল এবং বলল যে সুরেশ সেনকে লোক দেওয়া হবে না, আমাদের কাজ করতে হবে। তাহলে গাঁওপ্রধানদেরকে ক্ষমতা দেওয়ার অর্থ কি? তারা চেষ্টা করছে গাঁও প্রধানদেরকে এই ক্ষমতা না দিয়ে, গণকমিটিকে পুর্নজীবিত করে আবার গ্রামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে। তারপরে/পুলিশ খাতে অনেক অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই পুলিশে আমরা দেখছি, কংগ্রেসী আমলে যে ওভার লোড ছিল, তা এখনও আছে, ঘুষও চলছে, আর গ্রামে গ্রামে সীমান্ত এলাকায় গরু চোর এখনও আছে। তাহলে এই পুলিশ খাতে এত বেশী বাজেট রেখে কি লাভ হবে? পুলিশ কর্মচারীদের বেতন বাড়ানোর জন্য বাজেটে কোন প্রভিশন নাই। উনারা ব্যয় সংকোচের কথা বলছেন। বলছেন ১১ কোটি টাকা আমরা ঘাটতি রেখেছি আমরা কোন কর বসাই নাই। এরমধ্যে পৌর নির্বাচন সম্মুখে. কিন্তু আমার মনে হয় তারা আরেকটা অডিনেন্স জারী করে কর বসাতে পারেন। এগার কোটি টাকার কথা বলতে গিয়ে উনারা বলেছেন যে ব্যয়সংকোচ করে এটা তারা কমিয়ে আনবেন। কিন্তু গত পাঁচ মাসে যেটা দেখেছি, এই পঞ্চায়েৎ

ইলেকশনে মন্ত্রীরা এই ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত সরকারী গাড়ী দিয়ে ঘুরেছেন। কাজেই কিভাবে যে তারা ব্যয় সংকুচ করবেন আমরা বুঝি না। হঠাৎ করে ১০ তারিখ পঞ্চায়েৎ ইলেকশনের জন্য নমিনেশন সাবমিট করার দিন ধার্য্য করা হল, কেউ কেউ আবার নমিনেশন জমাও দিয়েছেন। হৈচৈ পড়ে গেল, কেন্দ্রের কাছে টেলিগ্রাম করা হল, কিন্তু উনারা বলছেন আমরা কোন টেলিগ্রাম করিনি। বি,ডি,ওরা বিপদে পড়লেন নমিনেশন গ্রহণ করবেন কি করবেন না। অথচ উনারা বলছেন যে আমরা তো কোন টেলিগ্রাম করিনি। এখানে দেখছি দুইটা কারপেন্ট দেওয়া হয়েছে, এটা কি ব্যয় সংকোচের একটা লক্ষণ ? তারা বলছেন আমরা সরকারের লোক, আমরা সমাজবাদের লোক, আমরা কম্যুনিজমের লোক, আমরা পুরাতন গাড়ী চড়ব না, নূতন গাড়ী আন এবং নূতন নূতন গাড়ী এর মধ্যে এসেও গেছে। এইভাবে উনারা ব্যয়সংকোচ করবেন।

ত্রিপুরার কংগ্রেসী আমলে কোলকাতার একটা ঘর খারাপ হয়ে গেছে। একে সুন্দর করতে হবে ৩০ লাখ টাকা খরচ করে। কাজেই কি করে প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচ করবেন এটা আমি বুঝতে পারছি না। আমি বাজেট বক্তৃতায় আর বেশী কিছু বলতে চাই না। তবে আমরা এটাই মনে করছি যে, বামফ্রন্ট সরকার-এর এই বাজেট জনগণের মঙ্গল করতে পারবে না। যদিও এই বাজেটের মুখ বন্ধে খুব সুন্দর সুন্দর কথা, কথার ফুলঝুরি ছড়ানো হয়েছে, বলা হয়েছে এই বাজেট নাকি বৈপ্লবিক বাজেট। বৈপ্লবিক ঠিকই। জনগণকে প্রতারণার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিস্ফুরণ এটা আমরা মনে করি। তবে জনগণ এই বাজেট সম্পর্কে খুবই সচেতন। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জনগণ বিরোধী এই বাজেটকে স্বাগত জানাতে পারি না।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৬ই জুন মাননীয় অর্থ-মন্ত্রী ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেট বই পেশ করেছেন। এই প্রথম বামফ্রন্ট-এর পক্ষ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ বাজেট বিধানসভায় উপস্থিত করা হয়েছে। এই বিধানসভায় উপস্থাপিত যে বাজেট, এই বাজেটে এইবারই প্রথম স্থান পেয়েছে ভারতবর্ষ, ত্রিপুরা রাজ্য এমন কি সমগ্র পৃথিবীর বর্তমান যে অবস্থা, এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি এই বাজেট প্রণয়ন করেছেন। এবং এরই পটভূমিকাই এই বাজেট রচিত হয়েছে। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে আমরা দেখব গত ৩০ বছরে কংগ্রেসী আমলে যে গতানুগতিক বাজেটগুলি বিধানসভায় উপস্থিত করা হতো, এইবার বামফ্রন্ট সরকারের বাজেট পুরোপুরি তার ব্যতিক্রম। এই বাজেটের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী গ্রুপের পক্ষ থেকে বিরোধী নেতা,---(আপনারা দল নন, গ্রুপ, কাজেই আপনাদের বিরোধী দল আমরা বলতে পারি না) অবশ্য তাঁরা যে দলভুক্ত যে দল হতাশায় ভুগছেন, তাঁরা হতাশা-বাদী, সে দিক থেকে তাঁরা কোন গঠনমূলক আলোচনা করতে পারেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি এই যে ত্রিপুরা রাজ্যে গত ৩০ বছরে কংগ্রেসী অপশাসনের মধ্য

দিয়ে ত্রিপুরার জনজীবনকে যে একটা অসহনীয় অবস্থার মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল, সেই অবস্থা থেকে আমাদের নতুন সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে গঠিত হয়েছে, এই সরকার শাসন ক্ষমতায় আসার পরে ৬ মাসের মধ্যে যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, এটাই প্রমাণ করে বামফ্রন্ট সরকার জনদরদী সরকার। এই বামফ্রন্ট সরকার মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, আর,এস,পি, ও ফরোয়ার্ড ব্লক, মিলিত যে সরকার, তাঁরা যে ভূমিকা নিয়েছেন, সেই ভূমিকা ত্রিপুরা রাজ্যের জনজীবনে, ত্রিপুরার জনসাধারণের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি, কোন দিনই কেউ তুলে ধরেনি বা এ ধরণের ব্যবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যে সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখি, ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতি বৎসর এই সময়ের মধ্যে অনাহার, অর্ধাহারে মানুষের মৃত্যুর খবর আসতো। প্রতিদিনই এই ধরণের ঘটনা ঘটতো। এটাই একটা নিয়ম মাফিক কাজ ছিল। এটা একটা সংক্রামক ব্যধির মতো এই ত্রিপুরা রাজ্যে চলে আসছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর, এ পর্যন্ত এ ধরণের কোন ঘটনা বিরোধী দলের সদস্যরা উপস্থিত করতে পারেন নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা দেখি ত্রিপুরা রাজ্যে এই সময়ের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হতো, কিন্তু আজকে সেই দুর্ভিক্ষের কথা বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা বলতে পারেন নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এই বিধানসভায়, কংগ্রেসী আমলে বার বার বলেছি, উপজাতিরা ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে উপেক্ষিত, তাঁরা উৎপীড়িত, অত্যাচারিত, তাদের জীবন বঞ্চনার জীবন। কিন্তু তাদের সম্পর্কে বিগত কংগ্রেস সরকার কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নি। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে, এই বাজেটের মধ্য দিয়ে আমরা দেখছি, এইখানে জনসাধারণের যে দাবী, সেই সাংবিধানিক দাবীকে উপজাতির স্বায়ত্বশাসনের যে দাবীকে যে দাবীর কথা এখানে পরিস্কার ভাষায় লিখা আছে। বিরোধী গ্রুপের নেতা যদি না পড়ে থাকেন, তাহলে আমি বলব একটু পড়ে নিতে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যদি আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষির দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো, দীর্ঘদিন কংগ্রেসী শাসনে জল সেচের কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি। আজকে ৬ মাস হলো বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে, এই ৬ মাসের মধ্যে তারা কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে। তবে আমূল পরিবর্তন করেছে এটা আমরা বলছি না। তবে এইখানে চেষ্টা করা হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্য যেহেতু কৃষি নির্ভরশীল দেশ, সেইহেতু এখানকার আবাদযোগ্য জমিতে যাতে সেচের ব্যবস্থা করে অধিক ফসল উৎপাদন করা যায়, কৃষকরা কি করে সুযোগ সুবিধা পেতে পারে, তার কথা পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এত দিন পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে বন বিভাগ ছিল একটা অভিশাপস্বরূপ। সেই অভিশাপের কথা আজকে শুনতে পাচ্ছি না। আমরা এতদিন যে উৎপীড়ন, অত্যাচারের কথা শুনতে অভ্যস্ত ছিলাম, আজ এই ৬ মাসের মধ্যে তা শুনতে পাচ্ছি না। বন বিভাগের মধ্যে যে সমস্তউপজাতিরা বাস করেন, তাদের কি করে উন্নতি করা যায়, তাদের অত্যাচারের অবিচারের হাত থেকে কি করে রক্ষা করা যায়, এই বাজেটে তা স্পষ্ট করে বলা আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধীতা করাই যদি বিরোধী গ্রুপের ভূমিকা হয়ে থাকে বা মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে আমার বলার কিছু নেই। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে কর্মসূচী নিয়েছেন। এবং সেই কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপ দিয়ে কি করে আমরা ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থে কাজে লাগতে পারি, সেই চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেকের

দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য। শিল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমরা বলতে পারি, ত্রিপুরায় কুটির শিল্প এবং অন্যান্য ছোট ছোট শিল্প হতে পারে। ৩০ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বের মধ্যে শিল্পের নামে যে অরাজকতা চলছিল, সেই অরাজকতাকে বামফ্রন্ট সরকার বন্ধ করতে বদ্ধ পরিকর। আমি বিরোধী দলের সদস্যদের আহ্বান করতে পারি, তাঁরা দেখে আসুন ঐ ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে সুখময়বাবু, শচীনবাবু শিল্পের নামে কি অত্যাচার করেছেন। আজকে বামফ্রন্ট সরকার শিল্পের বিকাশের জন্য, সাধারণ মানুষের মনকে সজাগ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। আমাদের এই শিল্পকে যদি আরো উন্নত করতে চাই, তাহলে ত্রিপুরার উৎপাদিত দ্রব্য সমূহ বর্হি ত্রিপুরায় রপ্তানী করতে হবে। এবং তার জন্য প্রয়োজন রেল লাইনের। সেই দিক থেকে বামফ্রন্ট সরকার বাজেটে এই সম্বন্ধে পরিস্কার ভাষায় বলেছেন যে, ধর্মনগর থেকে আগরতলা এবং আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। মাননীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা এই-খানে তা বলছেন না। তাঁরা চান না, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের উন্নতি হউক, এইখানে শিল্প, কল কারখানা গড়ে উঠুক, এইখানকার বেকারদের কাজের ব্যবস্থা হউক, এইখানকার কিছু শ্রমিকের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা হউক এটা তাঁরা চান না; তাই এইখানে রেল লাইন আনার জন্য যখন প্রস্তাব আনা হয় বিধান সভায়, তখন তাঁরা বিরোধীতা করেছেন। এইত আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে কাজ করছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের স্বার্থে, ত্রিপুরা রাজ্যের খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে কাজ করছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী—তথা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তাঁর ভাষণের মধ্যে তা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা এই সময় দেখতাম অভাব, অনটন, অনাহারে মৃত্যু ইত্যাদি লেগেই থাকতো। এই সময়ে এটা ব্যপক ভাবে এটা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পরতো। কিন্তু এইবার বামফ্রন্ট সরকার বলিষ্ঠ হাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার খাদ্যের বিনিময়ে কাজের প্রকল্প আরম্ভ করেছেন। আমরা দেখেছি খাদ্যের বিনিময়ে কর্মের ফলে গ্রামের মধ্যে মানুষ এতদিন কংগ্রেসী রাজত্বে যে দুই টাকা করে টেষ্ট রিলিফ পেতো, এবং এর ফলে মানুষকে ঠকাবার যে চেষ্টা চলেছিল সেটা নষ্ট হয়ে গেছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্য স্বাস্থ্যের দিক থেকে এখনও উপেক্ষিত। কিভাবে ত্রিপুরার মানুষ স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি পেতে পারে তার জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণের মধ্য দিয়ে সেটাকে কি করে কার্য্যে পরিণত করতে পারেন তারই একটা চিন্তাধারা এখানে তুলে ধরেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষার ব্যাপারে গত ৩০ বছর কংগ্রেস রাজত্বকালে, এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটা আবর্জনার স্তুপ হিসাবে তৈরী করেছিলেন, আজকে আমরা দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গিয়েছে। গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলি ভেঙ্গে গিয়েছে, স্কুলগুলিতে বেঞ্চ নেই, সেখানে পড়াশোনা করার মত কোন ব্যবস্থা নেই, কোন শিক্ষক নেই। গত ৩০ বছর কংগ্রেস রাজত্বে এই হলো শিক্ষার মানচিত্র; তারই জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা এখন ধ্বংসের পথে। আজকে এই শিক্ষা ব্যবস্থা কি করে গড়ে তোলা যায়, এই স্কুলঘরগুলি কি করে মেরামত করা যায়, তার জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টা করে চলেছি। যেখানে শিক্ষক নেই, সেখানে কি করে শিক্ষক নিযুক্ত করা যায়, তার ব্যবস্থা এই বামফ্রন্ট সরকার করছেন। এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা সম্পূর্ণরূপদন করতে

পারছি না সেটা আমরা স্বীকার করি, না পারার কতগুলি কারণ আছে তার মধ্যে দুটি হচ্ছে প্রধান (১) আমলাতন্ত্র প্রশাসনের মধ্যে এমন ভাবে বাসা বেধে আছে, সেই বাসাগুলি খোঁজে বের করে সেটাকে জরুরী হিসাবে হস্তক্ষেপ করার জন্য চেষ্টা করছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে এই আমলাতন্ত্র কংগ্রেসের রাজত্ব সৃষ্টি করা হয়েছিল। তার ফলে আমরা দেখেছি গত ৩০ বছর ধরে সেই সব এলাকার জনসাধারণ চীৎকার করে আসছে আমাদের শিক্ষক নেই, আমাদের এলাকায় পড়াশোনার কোন ব্যবস্থা নেই, সেখানে পড়াশুনা করার মত কোন পরিবেশ গড়ে উঠেনি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সমাজের এই যে অবহেলিত অবস্থা সেটা যদি আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার দূর করতে চান, তাহলে এই আমলাতন্ত্রের প্রতি আমাদের কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে নতুবা আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে না। আজকে প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে যদি যান, তাহলে দেখতে পাবেন—কোপারেটিভে যান, সেখানে দেখতে পাবেন কংগ্রেসের আড্ডাখানা রয়েছে, সেই আড্ডাখানা আজকে আমাদের ভেঙ্গে দিতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ৭।৮ শত কোপারেটিভ আছে। সুদখোরের হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য এই কোপারেটিভ আমাদের পুনর্গঠন করতে হবে, এই পুনর্গঠন প্রকল্পে যে সমস্ত আমলাতন্ত্র বসে আছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে লড়তে হবে, লড়তে গেলে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে একা সম্ভব নয়, তার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি জনসাধারণকে সচেতনভাবে এই আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। কৃষি বিভাগেরও আজ একই অবস্থা। উলুছড়া নদী ভেঙ্গে পড়েছে, মাঠের পর মাঠ ঐ নদীতে চলে যাচ্ছে তার ফলে মানুষ স্বর্বসান্ত হয়ে যাচ্ছে, সেখানকার মানুষ চিৎকার করছে আমার এলাকা রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, এখন তার জন্য বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছেন। আমি যে এলাকা থেকে এসেছি সেখানেও কংগ্রেস আমলের অপরিকল্পিত পরিকল্পনার ফলে বাহুর বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছে। ঐ সমস্ত এলাকায় যদি যান, তাহলে দেখতে পাবেন সেখানকার মানুষের জমি এই বালুতে ঢেকে যাচ্ছে এবং মানুষের বাঁচার মত সেখানে কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু কংগ্রেস রাজত্ব থেকেই তার প্রতিকারের জন্য তারা ধর্ণা দিয়েছেন, কিন্তু আজও কোন ব্যবস্থা হলো না, কাজেই বামফ্রন্ট সরকার তার বক্তৃতার মধ্য দিয়ে সে সব তুলে ধরতে চেষ্টা করছেন। যে সমস্ত কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, জমিতে ফসল করতে পারছে না, ছড়াগুলি ধ্বংস হচ্ছে, সেই সমস্ত এলাকাতে কি করে কৃষি করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে, কিন্তু তার জন্য প্রচুর টাকা-পয়সা প্রয়োজন, কিন্তু সেই টাকা পয়সা বামফ্রন্ট সরকার পাবে কোথায়? কেন্দ্র রয়েছে তাঁর হাতে সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে, কাজেই কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে কৃষির স্বার্থে, ত্রিপুরা রাজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার স্বার্থে, বেশী টাকা আদায় করে আনতে হবে। আজকে যদি আমরা প্রত্যেক বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করি, তাহলে কি দেখব? ধরুন পূর্ত্ত বিভাগের কথা। এই বিভাগে এত দিন ধরে এই কংগ্রেস রাজত্বের মধ্যে আমরা কি দেখেছি? আমরা দেখেছি কয়েকটা বড় বড় লাইন যেমন আসাম-আগরতলা রোড, তেমনি আগরতলা-সাব্রুম রোড, আগরতলা-সীমনা রোড এই কয়েকটি রাস্তা বাদ দিলে আশপাশের রাস্তাগুলি সম্পূর্ণই অন্ধকার, সেখানে কোন রাস্তাঘাট নেই, গাড়ী চলাচলের কোন ব্যবস্থা নেই, যানবাহনের কোন ব্যবস্থা নেই, মানধাতা আমলের রাজত্বই সেখানে এখনও চলছে। আজকে উনবিংশ

শতাব্দীর যুগেও তাদের পাহাড়, জঙ্গল, টিলা-ভূমি দিয়ে তাদের চলতে হচ্ছে, এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের গত ৩০ বছরের চিত্র। ক্ষমতা হাতে নেওয়ার পরই বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা দিয়েছেন গ্রামের রাস্তাগুলি গড়ে তুলতে হবে, সংযোগকারী রাস্তাগুলি গড়ে তুলতে হবে, গ্রামের মানুষ এত দিন ধরে রাস্তাঘাটের জন্য যে অসুবিধা ভোগ করে আসছিলেন তাদের জন্য একটু সুবিধা করে দেওয়া হবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমরা দেখেছি কিভাবে আমলাতন্ত্র বাসা বেধে বসে আছে এবং কিভাবে রাস্তাগুলি অপরিকল্পিতভাবে তারা তৈরী করেছেন। লক্ষ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হচ্ছে এবং সেই টাকা খরচ করার পরও তা জনসাধারণের কোন উপকারে আসছে না, কতগুলি ক্ষেত্রে কি করে পরিবর্ত্তন করা যায়, তার জন্য এই বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা নিয়েছেন। টি, আর, টি. সি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলবো যে এটি একটি বে-সরকারী সংস্থা, বর্ত্তমানে যক্ষের লুটের রাজত্বের মত এই বে-সরকারী সংস্থাটি চলছে, গাড়ী-ঘোড়া কিছু নেই, কিন্তু টাকা খরচ হচ্ছে প্রচুর। যেমন ধরুণ আগরতলা থেকে যদি টি. আর. টি. সি বাসে ধর্মনগরে রওয়ানা হওয়া যায়, কখন যে এই গাড়ী ধর্মনগর গিয়ে পৌছবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই চিড়া, মুড়ি, গুড় পুটলা বেধে মানুষকে গাড়ীতে উঠতে হয়। এই টি. আর. টি. সির বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে এক জোট হয়ে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীঅভিরাম দেববমা—স্যার, আমাকে আর একটু সময় দিন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি মধ্যাহ্ন বিরতির পর বলবেন কারণ আমাদের এখন হাতে আর সময় নেই। মাননীয় বিরোধী গ্রুপ থেকে আপনার যাঁরা যাঁরা অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নাম দেবেন আর অন্যরা যাঁরা বলবেন তাঁরা যদি নাম দেন তাহলে আমি সময় নির্দিষ্ট করে দিতে পারি কে কত মিনিট বক্তৃতা করবে তা না হলে অসুবিধা হবে। ২টা পর্য্যন্ত হাউস মুলতবী থাকবে।

(মধ্যাহ্ন বিরতির পর)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মাকে তাঁর অসমাপ্ত বক্তব্যটি পুনরায় শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা--- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বাজেটের উপর বক্তব্য রাখছিলাম। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকার যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ত্রিপুরার জনগণকে দিয়েছিলেন যে, গোপন ব্যালটের মাধ্যমে পঞ্চায়েত নির্বাচন করবেন, যাতে গ্রামের সাধারণ মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করতে পারে, গ্রামের যে কায়েমী স্বার্থচক্র, সেই চক্রকে দূর করার জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই বামফ্রন্ট সরকার; তার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। এই বামফ্রন্ট সরকার যে প্রতিশ্রুতি জনগণের কাছে দিয়েছিলেন সেটা বাস্তবে রূপদান করার জন্য আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছেন। এবং সেটাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, জনসাধারণকে আরও বেশী গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়ার জন্য, সকল রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। পৌরসভা নির্বাচন করছেন, আরও কয়েকটি শহরকে নোটিফায়েড শহর হিসাবে ঘোষণা করছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, জুমিয়া পুনর্বাসনের কথা এই বাজেট বক্তৃতার

মধ্যে পরিষ্কার ভাবে রয়েছে ; গত কংগ্রেসী রাজত্বে এই জুমিয়া পুনর্বাসন একটি প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। কোটি কোটি টাকা এই বাবদে খরচ করা হয়েছিল। কিন্তু জুমিয়াদের আদৌ অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হয় নি। তারপর আমরা দেখেছি যে পুনর্বাসন এর নাম করে অতীতে কায়েমী স্বার্থ চক্রকে লুট করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন ঐ কংগ্রেস সরকার। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কিছু কিছু লোক ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে ত্রিপুরাকেও অস্থির রাজ্য বলে প্রচার করতে চেষ্টা করছেন। সমগ্র ভারতবর্ষের অস্থিরতা তারা দেখছেন। আমরা দেখেছি ১৯৫০ সালে যখন এখানে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়, তখন ভারতবর্ষের কংগ্রেসী সরকার এই বামফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করার জন্য নানারকম চেষ্টা, নানারকম চক্রান্ত তারা করেছিলেন। কাজেই আমি বলতে চাই সমগ্র ভারতবর্ষে অস্থিরতা থাকতে পারে, কিন্তু ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবংগে সে অস্থিরতা কোনদিন আসবে না, আসতে পারে না। উনারা অস্থিরতার স্বপ্ন দেখতে পারেন, কিন্তু বাস্তবে সেটা কোনদিন রূপায়িত হবে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সামগ্রিকভাবে এই বাজেট যদি দেখি, তাহলে আমরা দেখব ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের যে আশা আকাংখা, যা থেকে তারা এতদিন বঞ্চিত ছিলেন, শোষিত ছিলেন, তা আজকে বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। মাননীয় অপাধ্যক্ষ মহোদয় এই বাজেট বক্তৃতা উদ্বোধন করতে গিয়ে বিরোধী গ্রুপের নেতা মাননীয় দ্রাউ কুমার রিয়াং বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকারের এই বাজেট বক্তৃতা যেন পর্বতের মুষিক প্রসব। উনাদের দৃষ্টিতে সেটা হতে পারে, কিন্তু বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে যে আমলা তন্ত্র তারা সৃষ্টি করে গিয়েছেন, বামফ্রন্ট সরকারের যত সদিচ্ছাই থাকুক না কেন তাদের দ্বারা বার বার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে কোন রকম জনকল্যাণমূলক কাজ সঠিকভাবে রূপায়িত করা যাচ্ছে না। আজকে খাদ্যের বিনিময়ে কাজ কয়েকমাস আগে চালু হওয়ার কথা; কিন্তু তাঁরা সেখানে বাধার সৃষ্টি করে সেটাকে চালু করতে দিচ্ছেন না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার যে প্রতিশ্রুতি জনগণের কাছে দিয়েছেন সে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন এবং সেটা করতে গিয়ে যদি স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তোলা না যায়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কোন কাজই করা যাবেনা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উপজাতিদের স্বায়ত্ব শাসনের দাবী এই বাজেটের মধ্যে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা আছে। ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি জনগণের দীর্ঘদিনের দাবী স্বায়ত্ব শাসন চালু করার জন্য যে দাবী করা হয়েছে, আজকে এই বামফ্রন্ট সরকার সে দাবী থেকে সরে যাবে না। বরঞ্চ বাস্তবে সেটাকে কিভাবে রূপায়িত করা যায় তজ্জন্য সকল রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তার জন্য নূতন করে রি-সেটেলমেন্ট করা হচ্ছে। আর সেই রি-সেটেলমেন্টের মধ্য দিয়ে এলাকা চিহ্নিত করতে হবে, চিহ্নিত করে সেখানে উপজাতি স্বায়ত্ব শাসন মূলক ব্যবস্থা কি করে চালু করা যায়, তজ্জন্য সমস্ত রকম প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। কাজেই তাতে হতাশ হবার কোন কারণ নেই। বামফ্রন্ট সরকার তাঁর প্রতিশ্রুতি থেকে সরে যাবেন না। তিনি আরও একটি কথা বলেছেন যে ১৯৬০ সাল থেকে উপজাতিদের জমি ফেরৎ দেওয়ার জন্য কংগ্রেস সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা করা হচ্ছেনা। আমি সেটা বিশ্বাস করি না। আমাদেরকে সেটা করতে গেলে স্বচ্ছ প্রশাসন যন্ত্র প্রয়োজন—কারণ আমি আগেই বলেছি যে যদি আমরা কোন জনকল্যাণমূলক কাজ

করতে যাই, ত হলে এখানকার আমলাতন্ত্র এমনভাবে বাধার সৃষ্টি করছে, যার ফলে আমরা কোন কাজই করতে পারছি না। উপজাতিদের বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেওয়ার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। বামফ্রন্ট সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ত্রিপুরার জনগণের কাছে, সেই প্রতিশ্রুতি থেকে কোন দিন তাঁরা সরে যাবেন না।

এই দাবী থেকে বামফ্রন্ট সরকার সরে যায়নি এবং কোনদিন যাবে না কারণ এই দাবী ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের দাবী। সব রকম প্রশাসনযন্ত্র নিয়ে সেই দাবী আদায়ের চেষ্টা করবে এবং যা যা করণীয় আছে সেটা সবই করা হবে। কাজেই উনি যে বলেছেন বেকারভাতা, মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনি দেখেছেন গত পরশু আমাদের ছাত্র যুবকেরা সেই দাবী নিয়ে বিধানসভা অভিযান করেছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিজে গিয়ে তাদের কাছে বলেছেন---কি বলেছেন আপনারা জানেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পশ্চিমবঙ্গে বেকারভাতা দিয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যেও দেওয়া হবে সেটা। কিন্তু শুধু বেকারভাতা দিয়ে এটা সমাধান করা যায় না। এই বেকারের সৃষ্টি কংগ্রেস রাজত্বের বড় একটা অভিশাপ। এখানে নূতন নূতন শিল্প গড়ে উঠবে। বেকাররা নিজেদের কাজ নিজেরাই করে নেবেন। এখানে যদি কলকারখানা খুলবার কোন সুযোগ সুবিধা না হয়, তাহলে কোনদিন বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা হচ্ছে স্বল্প মেয়াদী শিল্প, আর একটা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী শিল্প। উভয়টাই এখানে করতে হবে। আমরা দেখছি ত্রিপুরায় পাট উৎপাদন হয়। কিন্তু কৃষকেরা ন্যায্য দাম পায় না। কারণ এখানে বাজার নেই। আজকে আপনারা বাস্তবকে অস্বীকার করছেন, অন্ধকারে হামাগুড়ি দিচ্ছেন, কাজেই এই দিক থেকে বাস্তবকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন।

আপনারা বলছেন ছাঁটাই ড্রাইভারেরা অনশন করছে। ১৯৭১ সালে তারা ছাঁটাই হয়েছে কংগ্রেস আমলে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার এসেছে বলে তারা অনশন করে বসে আছে। আর ত্রিপুরার উপজাতিদের দাবী চাকুরীর জন্য যেটা, সেটা শতকরা ২৯ ভাগ আছে। কংগ্রেস সরকারের আসলে সেটা পুরোপুরি দেওয়া হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে সেটা পুরোপুরি দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাঁর বক্তৃতার মধ্যে তিনি বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার চাকুরী খেতে জানেন, চাকুরী দিতে জানেন না। অথচ আপনারা দেখেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২ হাজারের মতো অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেছে। তারও একটা নিয়োগ নীতি আছে। সেই নিয়োগ নীতির মধ্য দিয়েই চাকুরী হচ্ছে। যারা আমাদের সমাজের মধ্যে সবচেয়ে নিরীহ তাদের আগে আমাদের সুযোগ দিতে হবে। কাজেই মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতার মধ্যেই তিনি বলেছেন কি ভাবে ঘাটতি পূরণ করবেন, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আদায় করে ঘাটতি পূরণ করবেন।

তিনি পুলিশ বজেট দেখে আতঙ্কিত হয়ে গেছেন। প্রশাসন চালাতে গেলে পুলিশ দরকার। তাই আপনারা দেখেছেন, কংগ্রেসীরা কংগ্রেস রাজত্বে উন্নয়নমূলক খাতে বেশী খরচ না করে, পুলিশ খাতে বেশী টাকা বরাদ্দ করতেন। আমরা সে রকম টাকা পুলিশের জন্য ধরতে চাই না। কিন্তু আপনারা যদি সন্ত্রাস সৃষ্টি করেন, দুষ্কৃতিকারীদের মত অগ্রসর হন, তা হলে পুলিশ আপনাদের সেলাম ঠুকবে না।

তারা আপনাদের প্রতিরোধ করবে। সেখানে বাধা দিলে চলবে না। আমরা জানি যে সেদিনও আপনারা চন্দ্রমণি শর্মার কাছ থেকে, সাদা কাগজে দস্তখত নিয়েছেন। আপনারা বাইরে সৃষ্টি করবেন সন্ত্রাস, আর বিধানসভায় এসে অন্য কথা বলবেন। আপনারা যদি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার না মানেন তাহলে পুলিশ আপনাদের সন্মাম ঠুকবে না।

কাজেই মাননীয় সদস্যের কাছে এই কথাই বলতে পারি এটা ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্ব নয়। ১৯৭৫ সালকে ভুলে যান, ১৯৭৮ এর শিক্ষা নিন। তখনকার সময়ে কি হয়েছিল সেটা এনকোয়ারী অথরিটির কাছে প্রকাশিত হচ্ছে। আপনারা দেখুন না, এ' তো কাছেই শ্বেতমহলে সেটা হচ্ছে। সেদিন অপরাধ করার জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে যারা মদদ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে কারা কারা আছে সেটা তো আপনারা জানেন। তাদের কি লজ্জা লাগে না ত্রিপুরাতে অরাজকতা সৃষ্টি করতে? জমি ফেরত দিচ্ছে না বামফ্রন্ট সরকার এই কথা বলার অধিকার আপনাদের নেই। অনিল বিশ্বাসকে আপনারা কি বলেছিলেন? আপনারা বলেননি যে আপনি আমাদের হয়ে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ান মার্কসবাদীদের রুখতে? সেই অনিল বিশ্বাসের কাজ কি? তার কাজ খুন জখম করা। সে অনিল বিশ্বাসের কাছে গিয়েছিল তারা সি, পি, এম, এর গতিকে রুখতে মাননীয় স্পীকার স্যার, আজ সেই উপজাতি যুব সমিতির কাজ দেখুন কিভাবে তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে।

আমরা বলব, আপনারা ডাকাত সর্দারের প্রতিনিধি হয়ে এখানে এসেছেন। আমরা আগেও বলেছি যে এই রকম অবস্থা করলে আমাদের পুলিশ থাকবেই। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে যে কথাগুলি বিরোধী গ্রুপের নেতা বলতে চেষ্টা করেছেন, সেগুনলি বাস্তব বিরোধী এবং বাস্তবের সঙ্গে সেগুলির কোন মিল নেই। তিনি আরও বলেছে যে জনগণের নাম করে দলের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য গণ কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সেই গণ কমিটির নামে লুঠ করা হয়েছে। কিন্তু আরো বলি যে কোন্ গণ কমিটি জন স্বার্থের নামে কোথায় লুঠ করেছে সেটা আপনারা বলুন। কিন্তু অন্যদিকে আপনাদের উপজাতি যুব সমিতির প্রতিনিধিরা কি কাজ করেছেন, সেটা আমরা এই বিধান সভায় ডজনে ডজনে হাজির করতে পারি। কিন্তু তার আগে আপনারা বলুন কোন্ গণ কমিটির, কোন সদস্য বা কোন্ কন্‌ভেনার এই ধরণের কাজ করছেন? বলতে পারবেন না, কারণ আপনাদের যে এখন মাথা ঘুরছে। শুধু আপনাদের মাথাই ঘুরছে না, সেই সঙ্গে সঙ্গে সুখময় বাবু এবং শচীন বাবুদেরও মাথা ঘুরাচ্ছে। কেন এই কথা বলছি, জানেন? কারণ তারা যে ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছেন, কিন্তু উন্নতি

যা হয়েছে, তা অন্তরম্ভা। তখন কোটি কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে ফেরত যেত। এখন কিন্তু আমরা সেটা করছিনা। আরো গ্রামের মানুষের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা এবং তাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আর তাতেই আপনাদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে গেছে। আপনারা যে বাস্তবকে উপলব্ধি করতে পারছেন না, তাই তো আপনাদের গাত্রদাহ আরও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। তিনি আবারও বলেছেন যে পৌর নির্বাচনের পর এই বামফ্রন্ট সরকার মানুষের উপর মাথাভারী ট্যাক্স বসাবে। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যে মাথাভারি কর বসাবার অভ্যাস আমাদের নেই, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের দীর্ঘ ইতিহাস যদি আপনারা পড়েন, তাহলে দেখতে পাবেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে আমরা কখনও প্রতারণা করিনি, তাঁদের সামনে আমরা শুধ বাস্তবের কথাগুলি তুলে ধরেছি। কাজেই আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য যতটুকু উপকার করা যায়, যতটুকু কাজ তাদের জন্য করা যায়, তার জন্যই আমরা চেষ্টা করব। কাজেই এই ব্যাপারে আপনাদের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নাই। পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে মন্ত্রীরা নাকি গাড়ী নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এই কথাতো আপনাদের ভুলে গেলে চলবেনা যে মন্ত্রীরাতো আর আকাশ থেকে পড়ে আসেন নি। মন্ত্রীদের দায়িত্ব আছে, কি করে পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় এবং কি করে মানুষ তার গণতান্ত্রিক অধিকার সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পারে এবং কোন রকমের অশোভন ব্যবহার যাতে কোথাও না ঘটতে পারে, তার জন্য অর্থাৎ তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য মন্ত্রীরা যদি সরকারী গাড়ী করে ২/৪ লিটার পেট্রোল খরচও করে তাতে অপরাধ কিছু নেই। তবে আমাদের পরামর্শদাতারা ঐ আগরতলার সিভিল সেক্রেটারিয়েটে বসে যে ৮৮ টাকার মিষ্টি খেয়েছেন, সেই সম্পর্কে তো আপনারা কোন কথা বলছেন না ? আপনারা কেন দেখছেন না ঐ সব মন্ত্রীরা ক্ষমতায় বসে কিভাবে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন ? আপনারা কেন শুনছেন না ঐ ইনকোয়েরী কমিশনের কথা, ঐ শাহ কমিশনের কথা, যেখানে নাকি বলা হয়েছে ইন্দিরা গান্ধি তাঁর রাজত্বকালে ক্ষমতার অপব্যবহার করে গিয়েছেন ? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার রক্তৃতা আর বেশী দীর্ঘ করতে চাইনা। তবে এই যে বাজেট এখানে উপস্থিত করা হয়েছে, আমি সেটাকে স্বাগত জানাই এবং এই বাজেটকে বাস্তবে রূপায়ণ করার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকেরই। এই বাজেটের মধ্য দিয়ে আমরা এই কথা বলতে চাই, যে অতীতে এই বাজেটের নাম করে যে টাকা বরাদ্দ করা হত, সেটা মাঝখান দিয়ে ঐ কংগ্রেসের পেটুয়া দালালদের পকেটে সিংহভাগ চলে যেত। কিন্তু এবার বামফ্রন্ট সরকার ওদেরকে সেই সুযোগ দিচ্ছেন না। এবার এই বাজেটের প্রতিটি পয়সা যাতে গ্রামের সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া যায়, তার জন্য আপনারাও আমাদের সঙ্গে আসুন,

যাতে ত্রিপুরার মানুষকে এই প্রথম বারের মতো, তাদের অতীতের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে পারি, যাতে এই বাজেটের সিংহ ভাগ ঐ দালালদের পকেটে না দিয়ে, সত্যিকারের নিপীড়িত, সত্যিকারের বঞ্চিত মানুষদের হাতে তুলে দিতে পারি। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসুন যাতে নুতন ত্রিপুরা গড়ে তোলা যায়। এই বাজেটের মধ্যে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, তার প্রতিটি লাইনকে আমরা যাতে বাস্তবে রূপ দিতে পারি, ত্রিপুরার মানুষকে তাদের ফলপ্রসু জীবনের দিকে ঠেলে দিতে পারি এই চেষ্টা নিয়ে আমরা অগ্রসর হব। এই কথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৬ই জুন মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনারা ১০ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্য শেষ করার চেষ্টা করবেন। কারণ এখানে আমাদের হাতে যে সময় আছে এবং বক্তার নাম পাওয়া গিয়েছে, তাতে যদি বেশী সময় ধরে বক্তৃতা করেন, তাহলে আমাদের সময় কুলিয়ে উঠবে না। তবে দুই চার মিনিট এদিক সে-দিক হলে অন্য কথা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা মহোদয় ৩০ মিনিট বক্তৃতা দিয়েছেন। কাজেই অন্যান্য সদস্যদেরও সেইরকম সুযোগ দিতে হবে।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পার্লামেন্টারী প্রসিডিউর অনুযায়ী জেনারেল বাজেট ডিসকাশন কয় ঘন্টা হবে, সেটা ঠিক হয় মেম্বারদের সংখ্যা অনুপাতে। আমাদের যদি ৬০ জন মেম্বার হয় তাহলে পারহেড কে কত ঘন্টা বক্তৃতা করবেন, এই আওয়াজটা কাউন্ট হয় এবং বিরোধী দলের যতজন সদস্য আছেন, তাঁরা সেই অনুযায়ী সময় পাবেন, আর আমাদের সরকার পক্ষে যতজন সদস্য আছেন, তাঁরাও তাঁদের সংখ্যা অনুযায়ী সময় পাবেন। তবে সরকার পক্ষের যে সদস্যরা তাঁরা তাঁদের মধ্যে সময়টা ভাগ করে নিবেন, তাতে কেউ আধা ঘন্টা বলবেন, কেউ ১৫ মিনিট বলবেন, অথবা কেউ ১০ মিনিট বলবেন। কাজেই এদিক থেকে যদি কেলকুলেট করা যায়, তাহলে বিরোধী পক্ষের সদস্যদের কত সময় পাওয়া উচিত, সেটা হিসাব করে, তাঁরা সেটা এক জনও ব্যবহার করতে পারেন, আবার ৪ জনও ভাগ করে ব্যবহার করতে পারেন, অর্থাৎ এটা তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, এখানে একটা বিরোধী দল, আর একটা শাসক দল আছে। কাজেই যে সময় আছে দুই দলে আধাআধি করে ভাগ করে নেবে।

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য পার্লামেন্টারী আইন কানুন সম্পর্কে এখনও ততটা ওয়াকিবহাল নন। বিরোধীদের জন্য আলাদা টাইম হয় না, তাঁদের যে অংশ সেই অনুযায়ীই তাঁরা সময় পাবেন এবং এটাই ভারতের পার্লামেন্টারী নিয়ম। কজেই এই নিয়ম সম্বন্ধে জানা নেই বলেই, তিনি এই কথা বলতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু ৩০ মিনিট বা তারও বেশী সময় বক্তৃতা দিয়েছেন, অথচ মন্ত্রী মহোদয় আমাদের বিরোধী দলকে কোনঠাসা করার জন্য এই সুযোগটা নিচ্ছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য, এখানে কারো উপর কোন টাইম চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে যে আজকে যতজন বক্তার নাম পাওয়া গিয়েছে এবং তাঁরা যদি ১৫ মিনিট করে বলেন, তাহলে অবশিষ্ট যে সময় রয়েছে তার মধ্যে তাঁদের বক্তব্য তারা রাখতে পারবেন। তাছাড়া এ কথাও বলা হয়েছে যে দলই এক নিনিট যদি কেউ বেশী বলেনও, তাহলে কিছু যায় আসে না। পরবর্তী সময়ে হাউসের যতজন সদস্য বক্তব্য রাখবার বাকী আছেন, সেই সম্পর্কে আলোচনা করে, সময় ভাগ করে দেওয়া হবে। তবে আপনারা যে সময় পেয়েছেন, সেটা আপনাদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিবেন। আর সরকার পক্ষের যে সমস্ত সদস্য রয়েছেন তাঁরা যে সময়টা পেয়েছেন, সেটাও তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিবেন। তবে কেউ ১০ মিনিট, কেউ ৪০ মিনিট অথবা কেউ ১৫ মিনিট বলবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, তাহলে আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা কত সময় পাব ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—সাধারণভাবে হিসাব করে দেখা হয়েছে, তাতে প্রত্যেক সদস্যই ১০ মিনিট করে বলতে পারবেন। ৫৪০ মিনিট সময় ৬০ জন সদস্যদের মধ্যে ভাগ করলে, আপনারা ৪ জন ৪০ মিনিট সময় পেতে পারেন। তবে দুই চার মিনিট এদিক সেদিক হলে কিছু যায় আসে না।

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, প্রত্যেক মেম্বার ৯ মিনিট করে সময় পাবেন। আমাদের সরকার পক্ষের সদস্যদেরও তো বক্তব্য রাখতে হবে। সে যাহা হউক বিরোধী পক্ষ থেকে যদি তাঁরা বেশী করে বক্তব্য রাখতে চান, তো আমাদের তাদেরকে ৪০ মিনিটের জায়গায় ৫০ মিনিট সময় দিতে পারি, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে কি মন্ত্রী রুলিং দিবেন না স্পীকার মহোদয় রুলিং দিবেন, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আমি বলেছি যে প্রত্যেককে ১০ মিনিট করে দিলে টাইমটা কভার আপ হয়। এবং তিনি সরকার পক্ষের মুখপাত্র হিসেবে কিছুটা সময় ছেড়ে দিতে পারেন, আর এটা হচ্ছে সরকার পক্ষের একটা সাজেশান। কাজেই সেটাকে সমালোচনা করা উচিত নয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৬ই জুন তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি সেই বাজেটকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি এই কারণে, যে এই ধরণের বাজেট এর আগে আর কোন সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বিধান সভায় পেশ করা হয়নি। বামফ্রন্ট সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সংগে সংগতি রেখে এই বাজেট করা হয়েছে। এই বাজেটের মধ্যে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে আমরা কি কি করতে চেয়েছি এবং কি কি করতে চেয়েছি সেগুলি পরিষ্কার করে এই বাজেটে ধরা হয়েছে। আমরা আশা করি একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া যাবে। আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা আমাদের সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন এবং সেই দিক থেকে এই বাজেটের উপর কাট মোশন আসাটা স্বাভাবিক। আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলছি, যে বামফ্রন্ট সরকার সকলের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে না, আমরা পরিষ্কার করে এই কথা বলে দিয়েছি। কিন্তু যারা নিপীড়িত, যারা শোষিত, বঞ্চিত মানুষ, যারা সমাজের মধ্যে ৭০।৮০ ভাগ মানুষ, বামফ্রন্ট সরকার আজকে এদের স্বার্থ নিয়েই এই বাজেটকে এখানে এনেছেন। আপনারা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখেছেন, আগে কংগ্রেসী সরকার গ্রামের লোকের জন্য যেখানে খরচ করত মাথাপিছু ১০ পয়সা, সেখানে আজকে বামফ্রন্ট সরকার সেটাকে বাড়িয়ে ৮০ পয়সা করেছে। এটাতেই পরিষ্কার বুঝা যায় বামফ্রন্ট সরকার কার স্বার্থ রক্ষা করতে চান এবং বিভিন্ন দিক থেকে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর ভাষণ একটার পর একটা জিনিস তুলে ধরেছেন এবং সেই বাজেটের সুরু থেকেই বামফ্রন্ট সরকারের মূল উদ্দেশ্যটি সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন। আমরা কোন সমস্যাকে চেপে যেতে চাই না। এটা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে আমরা কি করতে পারি এবং কোনটার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল। যেমন বলা হয়েছে যে আমরা নূতন কর্মসংস্থান করতে চাই এবং সেটা করতে গিয়ে যে জিনিসটা দরকার হচ্ছে সেটা হচ্ছে রেল। কংগ্রেস সরকার গত ৩০ বৎসর যাবত রেলের কথা বলে গেছেন কিন্তু বাস্তবে কিছুই করেননি। আজকে এই বাজেটের মধ্যে সে বক্তব্য পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই বছর তার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকার বলেছে আমরা রেল চাই। রেল না আনলে এখানে শিল্প হবেনা, এখানে নূতন কোন কর্মসংস্থান হবে না। কারণ যে অবস্থা চলছে সেই অবস্থার মধ্যে দিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যার সমাধান হবে না। বাজেটের ঘাটতি সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা সমালোচনা করেছেন কিন্তু এই ঘাটতি পূরণের জন্য আমরা কি করতে চাই, সেটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই বাজেটের মধ্যে সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। এদিক থেকে নূতন কর বসানোর কোন দরকার নেই এবং সে টাকা আসবে সেটা কোথা থেকে বাজেটের মধ্যে বলা হয়েছে। ৭ম অর্থ কমিশন এখানে এসেছিলেন, তাদের কাছে রাজ্য রাজ্য সরকার তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। আমরা দেখেছি গত ৩০ বৎসর যাবত কেন্দ্রীয় সরকার যে দায়িত্ব পালন করার কথা ছিল তা করে নি। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির জন্য আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের এ অবস্থা। এখানে রেল আসে নি। যার ফলে নূতন কর্মসংস্থান গড়ে উঠেনি, শিল্প গড়ে উঠেনি, সমস্ত কিছু নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। আজকে শাহ কমিশন, ইনকোয়ারী অথরিটির কাছে

থেকে যা শুনছেন, আগামী দিনে আরও শুনবেন, কেন্দ্র থেকে টাকা এসেছিল, কিন্তু এখানে সেই টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। নিজেদের ভোগ বিলাস, নিজেদের সামগ্রী বাড়ানোর জন্য বাজেটের একটা বিরাট অংশ সেখানে তারা খরচ করেছেন। নিজেদের রুম সাজানোর জন্য তারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন, গাড়ী কেনার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা তারা খরচ করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করেন নি। বছরের শেষে গিয়ে সেখানে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। কাজেই আজকে আমাদের উপর বেশী দায়িত্ব এসে পড়েছে। সমস্ত প্রকল্পকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে টাকার দরকার এবং সকল স্তরের মানুষের সহযোগিতা দরকার। কাজেই মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যদি সহযোগিতা করেন তাহলে আগামী দিনে আমরা নূতন ত্রিপুরা গড়তে পারব এবং এই যে ঘাটতি টাকা সেটা মেটাতে পারব। তার জন্য নূতন টেক্স বসাতে হবে না। কারণ বামফ্রন্ট সরকার আজকে নতুন করে রাজত্ব করছে না। পশ্চিমবঙ্গে করেছে, কেরালায় বামফ্রন্ট সরকার রাজত্ব করেছে। আজকে ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে সব জায়গায় যখন ট্যাক্স বসাতে হয় নাই, এখানেও গরীব মানুষের কাছে ট্যাক্স বসাতে হবেনা। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এর জন্য বিরোধীদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই। আমি আমার নিজের দিক থেকে বলতে পারি আমার নির্বাচনী কন্‌ষ্টিটিউয়েন্সী বিলোনীয়া, মাননীয় বিরোধী দলের নেতার কনষ্টিটিউয়েন্সী বিলোনীয়া। গত ৩০ বছরে দেখলেন তো বিলোনীয়ার মত একটি সাব-ডিভিশন্যাল শহরে রাস্তা হয়নি কিছুই।

(ভয়েসেস :- গণ কমিটি কত টাকা পেয়েছে)

এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন তো ৯৩ হাজার টাকা খরচ করে স্কুল বিল্ডিং তৈরী করা হচ্ছে, নতুন করে পাকা ব্রীজ তৈরী করা হচ্ছে, এবং আজকে বামফ্রন্ট সরকার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আগামী এক বছরের মধ্যে বিলোনীয়া শহরে গাড়ী যাবে। এমনি আরো অনেক কাজের রেফারেন্স তুলে ধরতে পারি। কিন্তু সময়ের অভাবে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনারা জানেন, বিলোনীয়া শহরে একটা কলেজ আছে কিন্তু সেটা নামেই কলেজ ছিল। কিন্তু বর্তমানে দেখলে দেখা যায় যে, কলেজের কত উন্নতি হয়ে ছ আজকে বাজেট বইতেও পরিস্কার ভাষায় লিখা আছে। মাননীয় সদস্য হয়তো জানেন ১৯৬৫ সাল থেকে বিলোনীয়াতে বাঁধ করার জন্য কত প্ল্যান করা হয়েছে। এর জন্য কত পরিকল্পনা করা হয়েছে সরকারী লেভেলে আমলা এবং কন্ট্রাকটররা মিলে। এর ফলে লাখ লাখ টাকা তারা আত্মসাৎ করেছে। ১৯৬৫ থেকে শুরু করে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এর জন্য তারা লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। এত করেও তাঁরা বিলোনীয়ার মানুষকে বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে পারেন নি। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে মাত্র ২০ লাখ টাকা খরচ করে বাঁধ তৈরীর পরিকল্পনা নিয়েছেন, এবং কাজও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। বিগত ৩০ বছরে কংগ্রেস শাসন তা করতে পারেনি। অর্থমন্ত্রীর ভাষণে এই রকম বহু পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। আজকে বিলোনীয়ার নদীতে বাঁধ দিয়ে বন্যার হাত থেকে বিলোনীয়ার মানুষকে বাঁচানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। যা হয় নি সেটাও আমরা বলছি। এখনও আমাদের অনেক কিছু করার বাকী আছে। পানীয় জলের ব্যবস্থা কিছু হয়নি। বিলোনীয়াতে প্রচুর ছড়া আছে, নদী আছে। সেখান থেকে পানীয় জলের

এবং সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আজকে যদি বিলোনীয়ার সেই ছড়াগুলিকে কাজে লাগানো যায়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্ধেক মানুষের খাদ্যের যোগান একমাত্র বিলোনীয়া থেকেই হতে পারে। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কংগ্রেস সে পরিকল্পনাকে কাজে রূপ দেয়নি। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার কৃষির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী টাকার অঙ্ক ধরেছেন। তাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য চেণ্টা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঠিক তেমনি রাস্তাঘাট সম্পর্কেও বলা যায়। আমরা কোন সময় ঢেকে ঢুকে বলছি না। আমরা কি কি করব তার সমস্ত ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। বাজেট বইয়ের মধ্যে সব তুলে ধরা হয়েছে। আমরা আপনাদের সাহায্য চাই এই পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য। সমালোচনা করবেন ঠিকই। কিন্তু সাহায্য করুন। সহায়তায় এগিয়ে আসুন। এই বাজেটে ত্রিপুরাকে নতুন করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় কথা বলা হয়েছে এবং তার জন্য আমাদের সকলের সহযোগিতার প্রশ্ন আছে। গণ কমিটির কথা বলছেন। ত্রিপুরায় কোন গণ কমিটি হয়নি। যা হয়েছে তা ডেভলাপমেণ্ট কমিটি।

(গণ্ডগোল)

আপনারা অনেক কথা বলেছেম। এবার শুনুন। আমি পরে আসছি আপনাদের কথায়। আমি আর আপনিতো পাশাপাশি বাস করি। আমরা একে অপরকে ভাল করে চিনি। এখানে অনেক সদস্য আছেন, যাঁরা আপনাদের কথা জানেন না। তাঁদের জানতে দিন। । আপনাদের লোকে কেমন ভালবাসে তার প্রমাণ পঞ্চায়েতে এবার পেয়েছেন।

(ভয়েসেস ঃ- পঞ্চায়েৎ নয়, বলুন প্রহসন-পঞ্চায়েতের নামে)।

ঐ নির্বাচনের মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে জনগণ কাকে ভালবাসে। প্রহসনের কথা বলেছেন, সেটা এখানে বলে কি হবে। কোন রিটারনিং অফিসারের কাছেত একটিও প্রহসনের অভিযোগ করা হয়নি। আজকে বিধানসভায় এই পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে প্রহসন করা হয়েছে বল্লেও কিছু হবেনা।

(গণ্ডগোল)

জগদীশ দেবনাথ, অনন্ত দেবনাথকে আপনারা দাঁড় করান নি? এই কি আপনাদের উপজাতির প্ল্যান?

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিসান বেঞ্চ ঃ—শ্রীদাম পালকে কে দাঁড় করিয়েছে। সেত খুনী)

হ্যাঁ শ্রীদাম পালকে পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে সব থেকে বেশী ভোটে নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিসান ঃ- টাকা দিয়ে ভোট কেনা হয়েছে, রিগিং হয়েছে)

আজকে বাঙালী, উপজাতি, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে শ্রীদাম পালকে বিপুল নির্বাচিত করেছে।

(গণ্ডগোল)

আজকে আপনারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন কথা বল্লে লাভ হবেনা।

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিসান বেঞ্চ ঃ—প্রহসন, প্রহসন)

আজকে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্রীদাম পালকে বিপুল ভোটে জয়ী করেছে। কাজেই এখানে প্রহসন বলে কোন লাভ নেই। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন কিছু করা যায় না।

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিসান বেঞ্চ :- আপনারা চেলেঞ্জ করতে পারেন যে, রিগিং হয় নি ?)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- আপনারা এইভাবে ক্রস আর্গুমেন্ট করতে পারেন না। আপনাদের পক্ষ থেকে ক্রস আর্গুমেন্ট করা হচ্ছে। মাননীয় বিরোধীদল এরকম কববেন না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—আপনি এখানে বিরোধী দল বলে উল্লেখ করতে পারেন না।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ—উল্লেখ করছি না। আপনাদের পক্ষ থেকে এ ভাবে হাউসের কাজে বাধার সৃষ্টি করছেন ক্রস আর্গুমেন্ট করছেন এটা সংসদীয় রীতি বিরুদ্ধ। এখানে যে যা বলেন তা লিপিবদ্ধ করা হয়। এ রকম করলে অসুবিধা হয় লিপিবদ্ধ করতে। প্রত্যেকের বলার অধিকার আছে। আপনাদের যখন বলার সময় আসবে তখন বলবেন, এখন আপনারা পয়েন্ট আউট করুন, নোট করুন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—আমরা যখন বলি, তখন আমাদের কোন কথা বলারই সুযোগ দেওয়া হয় না। আমাদের বলার সময় যখন বাধার সৃষ্টি করা হয়, তখন আমরাও করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---আপনি যে চেয়ারে বসে আছেন, সেখান থেকে যদি এ ভাবে কথা বলেন, বিরোধী দল বলে উল্লেখ করেন, তাহলে এটা দুর্ভাগ্যজনক।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ---সেটা সবাইকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---মাননীয় সদস্য চেয়ারকে এ ভাবে অবমাননা করবেন না। এটা ঠিকইত টিপ্পনী কাটা এক জিনিস, আর ক্রস আর্গুমেন্ট করা আর এক জিনিস। ক্রস আর্গুমেন্ট করা উচিত নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---আমি চেয়ারকে অবমাননা করি নাই।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ---আমি দেখছি আপনি চেয়ারকে অবমাননা করছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---এটা যদি অবমাননা করা হয়, তাহলে উনি যখন বক্তব্য রাখছিলেন, তখন তিনি আমাদের দিকে আঙ্গুল তুলে ইঙ্গিত করেছেন। এটা কি আমাদের বেঞ্চকে অবমাননা করা হলো না ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা ক্রস আর্গুমেন্ট করবেন না। আপনি বলে যান।

শ্রীবাদল চৌধুরী---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বামফ্রন্ট সরকার তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে বলেছিলেন কর্মের সংস্থান করবেন এবং বামফ্রন্ট সরকার সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন ; কারণ এর মধ্যেই কিছু লোকের চাকুরী দেওয়া হয়েছে, আরো ৫ হাজার লোকের চাকুরী দেবেন বলে স্থির করেছেন এবং এরই মধ্যে আরো ২ হাজার লোকের

কর্ম সংস্থান হবে বলে এই বামফ্রন্ট সরকার আশা করেছেন। আজকে অনেকে অভিযোগ করেছেন যে চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন নিয়ম-নীতি পালন করা হচ্ছে না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার গর্ব করে বলতে পারে যে ভারতবর্ষের মধ্যে এটাই বোধ হয় প্রথম, স্বাধীনতা পাওয়ার ৩০ বছর পর একটা সুদিষ্ট নীতির ভিত্তিতে বামফ্রন্ট সরকার চাকুরী দিয়েছে এবং সেখানে আজকে তপঃশীলি জাতি ও উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যারা বলছেন কিছুই করা হচ্ছে না, তার জন্য তাঁরা দাবী করছেন এবং প্রতিবাদ করছেন যে ছাঁটাই করা চলবে না, অমুক করা চলবে না, তমুক করা চলবে না তার জন্য অনশন করা হচ্ছে, গত বিধানসভায় তাঁরা তার জন্য কলিং এটেনশান এনেছিলেন। বিরোধীরা ভিতরে এক কথা বলেন এবং বাইরে আবার অন্যকথা বলেন, এটা কি করে সম্ভব তা আমরা বুঝতে পারি না। ভারতবর্ষের মধ্যে আমরাই প্রথম বলেছি যে মানুষকে আমরা চাকুরী দিতে চাই, আমাদের সরকার সেটা বিচার-বিবেচনা করছেন। আমরা দেখছি আজকে বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা চোখের জল ফেলছেন, বলতে লজ্জা হয়, কার স্বার্থে তাঁরা চোখের জল ফেলছেন? তাঁরা তো কেবল নিজেরদের স্বার্থই দেখছেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির মধ্যে একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচীর মধ্যে চাকুরী দিতে চান, কারণ এই সরকার সকলের স্বার্থই সমানভাবে দেখেন এবং তার জন্য চেষ্টাও করছেন।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে আজকে বামফ্রন্ট সরকার তার নির্দিষ্ট কর্মসূচী সামনে রেখে, তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আজকে বামফ্রন্ট গর্ব করে বলতে পারেন যে ৬ মাস হয় আমরা সরকারে এসেছি, এই ৬ মাসের মধ্যে আমরা অনেক কিছু করেছি আমাদের আরো অনেক কিছু করার ছিল, কিন্তু সবটা করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। এই ৬ মাসে আমরা গরীব মানুষকে কিছু সাহায্য করেছি। গত ৩০ বছর ধরে যারা অসুবিধা ভোগ করে আসছে, তাদের অসুবিধা দূর করার জন্য এই সরকার চেষ্টা করে চলেছেন। ৫ কানি পর্য্যন্ত জমির খাজনা মুকুব করা হয়েছে, টুয়েলভ্ ক্লাশ পর্য্যন্ত বেতন মুকুব করা হয়েছে, ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তপঃশীলি জাতি এবং উপজাতিদের বিশেষ কতগুলি সুবিধা দেওয়া হয়েছে, এবং গরীব অংশের মানুষ, যারা নিপীড়িত মানুষ, যারা পিছিয়ে পরা মানষ, তাদের স্বার্থ রক্ষা করা হচ্ছে। সকলের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যই বামফ্রন্ট সরকার কাজ করতে চায়। কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি আমাদের বিরুদ্ধে একটা সুকৌশল, একটা কঠিন গভীর ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছে। কখনও অনশনের নামে, কখনও অন্য নামে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি একত্রিত হচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় আমরা দেখেছি, কংগ্রেস, জনতা, সি-এফ-ডি এবং উপজাতি যুব সমিতি প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের একটিমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারকে নির্বাচনে পরাজিত করা। কিন্তু এটা তাঁরা ভুলে গেছেন যে এটা ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থান নয়। এটা ত্রিপুরা রাজ্য। এখানে পশ্চিম বাংলার মত মানুষকে ধোঁকা দেওয়া যায় না। তাই আজকে সমস্ত ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়ে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে ব্যাপকভাবে বামফ্রন্ট সরকারকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছেন, গরীব অংশের মানুষ একত্রিত হয়ে, ৩০ বৎসর কায়েমী স্বার্থবাদী নেতাকে বাদ দিয়ে, নতন নেতাকে জয়যুক্ত করেছেন, কারণ এতদিন দুদিনের মধ্যে এবং লুটের রাজত্বে তাদের বাস করতে হয়েছিল। তাই তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার

জন্য, আজ তারা নূতন পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। তারই জন্য আজ বিরোধীরা আতংকিত হয়ে উঠেছে, তাই আজকে তাঁরা অনশনে বসছেন, প্রি-মেডিকেলের ছাত্ররা অনশন আরম্ভ করেছেন, কিসের জন্য ? একটি মাত্র ষড়যন্ত্র, একটিমাত্র চক্রান্তের জন্যই আজ তারা এই পথ বেছে নিয়েছেন, সেটা হচ্ছে এই সরকারকে হেয় করা। কিন্তু এই সমস্ত করে এখানকার মানুষকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তারাই বোধহয় প্রথম এই সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, সংগ্রাম করেছে এবং অন্যান্য যে সমস্ত সম্প্রদায় আছে, স্বাধীনতার জন্য তারাই প্রথম আন্দোলন করেছে, তারাই নেতৃত্ব দিয়েছে, কিন্তু আজ সেখানে বিরোধী বন্ধুরা তার বিরুদ্ধে, অস্ত্র তুলে ধরতে চাইছেন বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য তার জন্যই আমরা বিরোধী ভাইদের বলতে চাই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ অনেক দুর্ভোগ ভুগেছে, লড়াই করেছে তার অনেক অভিজ্ঞতা আমার আছে, তাই আগামী দিনে সারা ভারতবর্ষের গরীব মানুষকে আমরা নেতৃত্ব দিতে চাই। আজকে এই সরকারকে হাতিয়ার করে, গ্রাম থেকে শহর পর্য্যন্ত সমস্ত গরীব অংশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে, এই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে---এটাই আমাদের কামনা। সারা ভারতবর্ষের রাজনীতি আমরা দেখেছি কেন্দ্র জনতার মধ্যে খেলা চলছে, রাজ্যে রাজ্যে রাজনীতির মধ্যে অস্থিরতা চলছে কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজীতির মধ্যে কোন অস্থিরতা নেই।

আজকে যারা জাতিতে জাতিতে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছেন, যারা ট্রাইবেল এবং বাংগালীদের মধ্যে দাংগার সৃষ্টি করতে চাইছেন, আমি তাদেরকে বলে দিতে চাই যে ত্রিপুরাতে এসব চলবে না। কেননা এই বামফ্রন্ট সরকার বিভেদের জন্য নয়, এই সরকার ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের কল্যাণের জন্য এবং ত্রিপুরাকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার জন্য গদীতে আসীন রয়েছেন। আমি জানি জাতি দুইটাই আছে, একটা হল ধনিক এবং অপরটি হল গরীব। যেখানে ত্রিপুরাতে জনসমষ্টির অধিকাংশ হল গরীব, সেই বেশীর ভাগ মানুষের সরকার হল এই বামফ্রন্ট সরকার। আজকে গ্রামে, গঞ্জে, শোষিত মানুষ বঞ্চিত মানুষকে বাঁচাবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য নূতন সংলাপ নিয়ে এই বামফ্রন্ট সরকার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। আজকে ত্রিপুরার মানুষ, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সমগ্র ভারতবর্ষের অত্যাচারিত শোষিত, বঞ্চিত মানুষের লড়াই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন, সেই বাজেট ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে, আগামী দিনের ত্রিপুরার মানুষকে যাতে আরও সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করে তোলা যায়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়; আমাদের বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এই বাজেটের তীব্র সমালোচনা করেছেন। সমালোচনা করুন, কিন্তু বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা নয়, গঠনমূলক সমালোচনা করুন। কারণ ঐভাবে বিরোধীতা করে দেশের মানুষকে এগিয়ে নেওয়া যায় না। গরীব মানুষের স্বার্থকে রক্ষা করা যাবে না। আজকে বামফ্রন্ট সরকার গরীব মানুষের স্বার্থকে রক্ষা করতে চান। উপজাতি, অ-উপজাতিদের স্বার্থকে রক্ষা করতে চান। আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ত্রিপুরাকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই। কমিউনিষ্টের বিরোধীতা করলেই হবে না, কারণ যেখানে

কমিউনিষ্ট ক্ষমতায় গিয়েছে, সেখানেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে জাতিতে জাতিতে, ভাইয়ে ভাইয়ে কোন বিভেদ নেই। ঐ দেখুন ভিয়েৎনামে, কম্বোডিয়ায়, সেখানে কমিউনিষ্টের রাজত্ব। কিন্তু সেখানকার মানুষ ভাইয়ের রক্ত ভাইয়ে ঝড়ায় না। আজকে যারা সবচেয়ে বেশী পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে, তাদের কথাই এই বাজেটে সবচেয়ে বেশী বলা হয়েছে। উপজাতিদের আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা, তাদের 8 দফা দাবীর কথাই এই বাজেটে বলা হয়েছে। কারণ এই বামফ্রন্ট সরকার বিশ্বাস করে এই পিছিয়ে পড়া যারা আছে, তাদেরকে যদি এগিয়ে নিয়ে না যাওয়া যায়, তাদের স্বার্থকে যদি রক্ষা করা না যায়, যারা এগিয়ে আছে, তাদের সমপর্য্যায়ে যদি এনে দাঁড় করানো না যায় তাহলে ত্রিপুরা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থাকে কিছুতেই উন্নত করা যাবে না। এই কারণে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের যারা বঞ্চিত মানুষ, শোষিত মানুষ, নীচুতলার মানুষকে উন্নত করার জন্য যদি আমরা একত্রিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে তাদের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারি, যদি নূতন ধরনের সমাজ ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে না পারি, তাহলে তারা কোনদিনই আলোর সন্ধান পাবে না। শুধু মাত্র কমিউনিষ্ট বিরোধীতা করে এই কাজ করা সম্ভব নয়। একমাত্র কমিউনিষ্টরাই গ্যারান্টি দিতে পারে যে সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকে না। কাজেই আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ত্রিপুরাকে যাতে আগামী দিনে আমরা আরও সুন্দর করতে পারি তারই প্রচেষ্টা নিয়ে এগিয়ে যাই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা খাদ্যের বিনিময়ে কাজের সম্পর্কে নানা বিরোধীতা করে নানা কথা বলেছেন। খাদ্যের বিনিময়ে কাজ আমার সরকার চালু করেন যাতে গ্রামের গরীব অংশের মানুষ দিনে অন্ততঃ একবেলা খেতে পারে। কিন্তু উনারা এটা চান না এবং চান না বলেই উনারা তার বিরোধীতা করেছেন এবং গরীব অংশের মানুষের উপর উনারা খবরদারি আরম্ভ করেছেন, গ্রামের সুদখোর মহাজন-এর কাছে তারা যাতে বশীভূত হয়ে থাকে, তার জন্য তারা চেষ্টা করছেন। আজকে সেই সমস্ত অসহনীয় অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমার সরকার একটা প্রকল্প চালু করেছেন—খাদ্যের বিনিময়ে কাজ। দুইবেলা, তিন-বেলা খাবার দেবার সামর্থ আমার সরকারের নেই, অন্ততঃ একবেলা কোনরকমে খেয়ে যাতে তারা বাঁচতে পারে, তজ্জন্য আমাদের সরকার চেষ্টা করছেন। এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, ৫ টাকা হারে মজুরী নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু এই ৫ টাকা নগদ দেওয়ার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই। তাই নগদ পাঁচসিকে এবং আড়াই কে,জি, আটা দিচ্ছেন। আজকে আমরা দেখছি গ্রামের মধ্যে যারা কায়েমী স্বার্থান্বেষী আছেন, ধনিক গোষ্ঠী আছেন, সুদখোর মহাজন আছেন, তারা সবাই আতংকিত। কারণ তারা ভাবছে গরীব মানুষ যদি খেতে পায়, তা হলেতো আমাদের কাছে আর আসবে না। আমাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে, ওরাওতো মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবে। তার জন্য তারা সবাই আতংকিত, আতংকিত আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরাও কারণ আজকে খাদ্যের বিনিময়ে কাজ যখন গ্রামের মধ্যে চালু হচ্ছে, তখনই আমরা দেখলাম তাদের কাছ থেকে সবচাইতে বেশী বাঁধা আসছে! তাছাড়া এই ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস যে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করেছেন, উনারা যে বি,ডি,ও, এস,ডি,ও তৈরী করেছেন, যাদের কেরাণী হবারও যোগ্যতা নেই, তারাই আজকে সেই সমস্ত কর্মসূচীতে

বাধার সৃষ্টি করছেন। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, রাজনগর ব্লক একটি পিছিয়ে পড়া অঞ্চল, সেখানকার মানুষ খেতে পাচ্ছে না। তাই সরকার খাদ্যের বিনিময়ে কাজ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের মাননীয় কয়েকজন এম,এল,এ গিয়েও এ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেছেন। আমি বি,ডি,ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে কাজটা এখনও শুরু করা হচ্ছে না কেন? টাকার অভাব আছে? উনি বললেন না টাকার অভাব নেই। এই হচ্ছে হবে করতে করতে সেখানে আর কর্মসূচী চালু করা হয়নি। তারা এইভাবে বামফ্রন্ট সরকারের সমস্ত উন্নয়ন মূলক কার্যাসূচীকে বানচাল করে দিচ্ছেন। আজকে তাদের এই জঘন্যতম ষড়যন্ত্রের ফলে বামফ্রন্ট সরকারের সমস্ত কাজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে। আজকে এই সমস্ত আমলা, অফিসার, জনতা, সিএফডি, কংগ্রেস সবাই সম্মিলিতভাবে একটার পর একটা ষড়যন্ত্র করে উন্নয়নমূলক কাজগুলিকে বানচাল করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি বিশ্বাস করি গ্রামের যারা গরীব অংশের মানুষ আছে, তারা একত্রিত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত ষড়যন্ত্রকে রুখবেন। আমি আশা করি আজকে এখানে যারা খাদ্যের বিনিময়ে কাজ-এর সমালোচনা করছেন, তারা আর সমালোচনা না করে আমাদের সংগে সহযোগিতা করবেন এবং তাদের সাহায্য পেলে আমরা এই সমস্ত প্রকল্পগুলিকে আরও দ্রুত গতিতে রূপায়ণ করতে পারব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত তিন দশক ধরে কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের দাবীকে নস্যাৎ করেছেন। এখানকার সংখ্যালঘু উপজাতি, অ-উপজাতি-যারা বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন তাদের কোন অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিৎ ছিল তাদেরকে সাহায্য করা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাদেরকে সাহায্য করেননি এবং করেননি বলে তারা আজকে পিছিয়ে। তাই এই ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য সবচেয়ে বেশী টাকা বরাদ্ধ। চাওয়া হয়েছে মণিপুর যার লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ, তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৩২ কোটি টাকা, নাগাল্যাণ্ড যার লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ, তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু ত্রিপুরার লোকসংখ্যা যেখানে ১৭ লক্ষ তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ২২ লক্ষ টাকা।

আমরা দেখেছি গত ৩০টা বছর পর্যন্ত এখানকার কংগ্রেস সরকার, এখানকার উদ্বাস্তু যারা ছিল, এখানকার জুমিয়া যারা ছিল তাদের দাবীর সুষ্ঠু একটা ব্যবস্থা করা, তার জন্য একটা বাস্তব পরিকল্পনা নেওয়া, গত ৩০টা বছর পর্যন্ত তারা সেটা করেননি। আজকে সেই দায়িত্ব বামফ্রন্ট সরকারের উপর এসে পড়েছে। ত্রিপুরার এই সকল লোকের স্বার্থ রক্ষার জন্য সেভেনথ্ ফিনান্স কমিশনের কাছে সেটা তুলে ধরা হয়েছে। আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে দাবী আদায়ের জন্য এবং কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ককে ঠিক করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এই পিছিয়ে পড়া রাজ্য যেটা আছে তার জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। এই বিরোধী দলের সদস্যরা যারা বলছেন আমরা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষ চাপাতে চাই, তাদের বলছি যে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক কোন ভিত্তি নেই, তার নিজস্ব কোন বাঁচার পথ নেই। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমাদের পাওনা বুঝে নেবার জন্য, কেন্দ্রের অনিচ্ছুক হাত থেকে সেই সাহায্য আনার জন্য আমরা একসংগে লড়াই করব এবং আমরা সেই সাহায্য নেব। আমরা বলতে চাই এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের নিজস্ব একটা ভূমিকা

আছে। এখানকার মানুষ সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্র তুলে ধরেছিল। আজকে সেই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সারা ভারতবর্ষে নূতন পথ দেখবে। এখানকার সমস্ত মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবেন এবং এখানকার সমাজতান্ত্রিক মানুষ এই বাজেটকে সমর্থন করবেন এবং আগামী দিনে এটাকে অবলম্বন করে আমরা বিশ্বাস করে এগিয়ে যেতে পারবো। আমরা বিশ্বাস রাখি যে ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই বাজেটকে সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীস্বরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৬ই জুন যে বাজেট এই সভায় পেশ করা হয়েছে, সেই বাজেট আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য যে বহুদিনের সংগ্রামের পর যে বিধানসভা আজকে সংগঠিত হয়েছে, এই বিধানসভার যে পূর্ণাঙ্গ বাজেট উপস্থাপিত হয়েছে, এই পূর্ণাঙ্গ বাজেটে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়েছে। বাজেটের একস্‌প্লেনেটরী মেমোরেণ্ডামে বলা হয়েছে—এ প্ল্যান লিন্‌ক বাজেট শোয়িং প্রভিশান ফর ১৯৭৮-৭৯ রিলেটিং টু বোথ স্টেটস্‌ সেন্ট্রালী স্‌পনসড স্কীমস্‌ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নর্থ ইণ্টার্ণ কাউন্সিল স্কীমস্‌ আণ্ডার ইচ মেজর হেড উইথ দি নেমস্‌ অব রিলেভেন্‌ট প্ল্যান স্কীমস্‌ অ্যাজ ইন্‌ক্লুডেড ইন দি বাজেট ফর ১৯৭৮-৭৯, ইজ অলসো ইন্‌ক্লুডেড ইন দিস মেমোরেণ্ডাম। এর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ১৯৯ ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া এই নর্থ ইণ্টার্ণ স্কীমের মধ্যেই এই বাজেটে যথেষ্ট টাকা ধরা হয়েছে। এ ছাড়া যে জিনিষটা আমরা পাইনি এতদিন ত্রিপুরার যে রিসোর্স, এই রিসোর্স আমরা ব্যবহার করতে পারিনি বিগত ৩০ বছরে সেই রিসোর্সগুলি ব্যবহার করার জন্য এই বাজেটে যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আমি বাজেটের মধ্যে দুই একটা কথাই শুধু উল্লেখ করতে চাই, এইখানে নূতন করে সর্ব প্রথম ওয়াটার সাপ্লাই এর ক্ষেত্রে একটা জায়গায় বলা হয়েছে--ইমপ্লিমেন্টেশান অব ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম অ্যাট সাব ডিভিশন্যাল টাউন'। এই বাজেটে প্রথম ধরা হয়েছে ধর্মনগর, কৈলাসহর, উদয়পুর, খোয়াই, এই চারটা ডিভিশনে এই ওয়াটার সাপ্লাই এর ব্যবস্থার জন্য বাজেটে প্রভিশন রাখা হয়েছে। এমনি করে দেখবেন যে রিমোটেস্ট ভিলেজ থেকে ট্রাইবেলদের, নীয়ারেষ্ট হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার জন্য আথিক বরাদ্দ করা হয়েছে এবং আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসদের হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে খরচ তাও বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে। আমি শুধু কয়েকটি কথা উল্লেখ করতে চাই। ডীপ টিউবওয়েল আরও বেশী করে গাঁওসভার ব্যবহারের জন্য এই বাজেটের মধ্যে বিশেষ পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এইসব দিক থেকে আমি বলব এই বাজেট সম্পূর্ণ নূতন এক চিন্তা নিয়ে, ত্রিপুরাকে ঢেলে সাজাবার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে উপস্থিত করা হয়েছে। এই বাজেটকে অভিনন্দন না জানিয়ে বিরোধী গ্রুপের সদস্যবৃন্দ যে কথাগুলি বলতে চেয়েছিলেন যে জনস্বার্থের বিরোধী একটা বাজেট। কি করে এটা বলতে পেরেছেন ভাবতে অবাক লাগে। ৩০ বৎসরের মধ্যে যে কাজগুলি হয়নি, সেই কাজগুলি করার জন্য যে টাকা রাখা হয়েছে, সেটাকে জনস্বার্থ বিরোধী কাজ বলেছেন। ধর্মনগর, উদয়পুর, কৈলাসহর, কমলপুর, খোয়াই এই সাবডিভিশনগুলিতে ওয়াটার সাপ্লাই এর কাজ যদি জনস্বার্থ বিরোধী কাজ হয়, তা হলে কোন কাজ তারা জনস্বার্থ বলে বলতে চান?

বিগত বিধান সভার নির্ব্বাচনের সময়ে আমাদের ভলান্টিয়াররা যখন প্রচারে গিয়েছিলেন তখন উপজাতি যুবসমিতির কতিপয় যুবক হামলা করছিল, এই হামলা প্রতিরোধ করার টাকা আমরা বাজেটে ধরিনি। এর জন্যে বোধ হয় বিরোধী দলের সদস্যরা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। অনেক কথাই বলছেন। অনেকটা গো-বৎসের মত হাম্বা হাম্বা রব করছেন।

আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যবৃন্দকে অনুরোধ করব, যে তারা যেন ভাল করে বাজেটটা পড়ে দেখেন, তারা যেন বিরোধীতার জন্যই বিরোধীতা না করেন। কারণ তাহলে আপনারা এই বিধান সভার সদস্য হিসাবে, যে কেন্দ্রের জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছেন, সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবেন। আমি মনে করি এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের ১৬ লক্ষ মানুষের আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে পারবে। কারণ বাজেটটাই তো আর শেষ কথা নয়, তবু আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যে বাজেট এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে, সেই বাজেট অত্যন্ত গুরুত্বের দাবী রাখতে পারে। আমি এই বাজেটকে স্বর্বান্তকরণে সমর্থন করি।

শ্রীসুবোধ দাস ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ্য মহোদয়, গত ১৬ই জুন এই বিধানসভায় ১৯৭৮-৭৯ সালের যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। এর সাথে সাথে আমি আরও বলছি যে গত ৩০ বছরের মধ্যে এই প্রথম একটা বাজেট বিধান সভায় উপস্থাপিত করা হল, যার সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ শ্রমজিবী এবং মেহনতি মানুষের যোগাযোগ রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যর লক্ষ লক্ষ উপজাতি এবং অ-উন্নত শ্রেণীর জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এক কথায় তাদের জীবন জীবিকার উন্নতির পথে এই বাজেটকে প্রথম সোপান বলা যায়। বামফ্রন্ট সরকার গত নির্বাচনের সময়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গিয়ে বর্ত্তমান সময়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আয়োজন করলো, এবং ত্রিপুরা রাজ্যে এটাই হল প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনে, যে নির্বাচনে সরকার পক্ষ থেকে ত্রিপুরার সমস্ত জনগসাধারণকে বিনা বাধায় তাদের নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ দেওয়া হল। এই নির্ব্বাচনে কি বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে, কিম্বা তার বিপক্ষে যে ভোট পড়লো, তার জন্য কোন রকমের অভিযোগ আজ পর্য্যন্ত আসেনি। সর্ব ভারতীয় দিক থেকে তাকালে ত্রিপুরা রাজ্যের এই পঞ্চায়েত নির্বাচন গণতান্ত্রিক দিকে থেকে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ এবং গণতন্ত্রকে সম্প্রসারণ করার যে প্রতিশ্রুতি আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরায় এবং পশ্চিমবঙ্গে দিয়েছিল, এই পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে তা প্রমাণ হল। বামফ্রন্ট আরও অনেকগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু সেই সব প্রতিশ্রুতি এই কয়েক মাসের মধ্যেই পালন করা সম্ভব নয়। তবু এরই মধ্যে যে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে, আরো দেখছি একটা সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সরকার যে ভাবে কাজ করছেন, তাতে ইতিমধ্যে ত্রিপুরাতে আরও তিনটি কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাছাড়া ছোট ছোট অনেকগুলি সেচ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, তারপর বার্ধক্য ভাতা বৃদ্ধি এবং প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের দুপর বেলার টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি করা হয়েছে। এছাড়া ইতিমধ্যে গ্রামাঞ্চলে ফুড ফর ওয়ার্ক প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ এই কাজে অংশ গ্রহণ করছে। আমরা দেখছি গত ৩০ বছর

যাবত বিশেষ করে কংগ্রেসের রাজত্বকালে, এই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে প্রতি বছরই একটা খাদ্যাভাব হত. কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে কোন দিনই গ্রামাঞ্চলে এতগুলি কাজ এক সংগে শুরু করা হয়নি। এই বছরই প্রথম বারের মতো এতগুলি কাজ এক সংগে শুরু করা হয়েছে। আমি ধর্মনগরের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল ঘুরে এসেছি এবং সেখানে যে সমস্ত কাজগুলি হচ্ছে সেগুলি নিজে দেখাশুনার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি এটা স্বীকার করছি, যে পরিমাণ কাজ মানুষকে দেওয়ার প্রয়োজন, কতগুলি চক্রান্তের ফলে সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজ সেখানে দেওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য আমাদের জনগণ এবং বামফ্রন্ট সরকার এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন, কাজেই জনগণের স্বার্থে অভাবী মানুষদিগকে কাজ দেওয়ার যে চেষ্টা হচ্ছে বা সরকার তাদের কাজ দেওয়ার জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা নিয়েছেন, সেগুলি বিভিন্ন বাধা সত্ত্বেও কার্য্যকারী করা সম্ভব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি বিশেষ করে ধর্মনগর এলাকার একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা এখানে তুলে ধরতে চাই। আমার বামফ্রন্ট সরকার এই বিষয়টার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, তবুও আমি এই সমস্যার গুরুত্বটা এই হাউসের সামনে তুলে ধরতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে দীর্ঘদিন ধরে ধর্মনগর বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে সেচ পরিকল্পনাকে ঢেলে সাজাবার জন্য এবং কৃষকদের জমিতে সেচের জল দেওয়ার জন্য বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংস্থা থেকে সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়েছিল, কিন্তু সেই সমস্যা গুলি এতদিন যাবত কার্য্যকর করা হয়নি। ধর্মনগর বিভাগে ২১টি গুরুত্বপূর্ণ নদী আছে, তার মধ্যে একটা ধর্মনগরের পানিসাগর ব্লকের জুরী নদী, আর একটা হচ্ছে কাঞ্চনপুর ব্লকের দেউনদী। এই দুইটি নদীর উজানে কৃত্রিম জলাধার সৃষ্টি করলে পর বৎসরের সব সময়ে কৃষকদের জমিতে জল সেচের সুব্যবস্থা করা সম্ভব। বর্ত্তমানে যে সমস্ত নলকূপ বসানো হয়েছে, সেগুলি প্রায় শুকিয়ে গেছে, সেগুলির দ্বারা জমিতে জল সেচ করাতো দূরের কথা, সামান্য পানীয় জলের অভাবও সেগুলি দিয়ে মিটানো যাবে না। অর্থাৎ, দেখা গিয়েছে দুই বছরের বেশী কোন নলকূপই স্থায়ী হয়না। অথচ লক্ষ লক্ষ টাকা এগুলির জন্য আজ পর্য্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু যদি জুরী নদী এবং দেউ নদীর উজানে কৃত্রিম জলাধার সৃষ্টি করা হয়, তাহলে জুরি নদী যেখানে সমতলে প্রবেশ করেছে, সেই সমতলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃষিযোগ্য জমিতে সহজে জল সেচ করা সম্ভব হবে। রাণীর বাড়ী এলাকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে যেমন জুরি নদীতে বাঁধ দিলে জলসেচ সম্ভব হতে পারে, ঠিক এইভাবে দশগ্রাম থেকে সুরু করে পেচাঁরথল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দেও নদীতে বাঁধ দিলে এই বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে জলসেচ সম্ভব এবং সেখানে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ টাকার পাট চাষ হতে পারে। তাই আমি এই হাউসের সামনে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনার মাধ্যমে যাতে তিনি সে দিকে লক্ষ্য দেন। এই কথা বলে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমরা বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ-- শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, একটা বাজেট যখন আসে তখন বিভিন্ন খাতে টাকা ধরা হয়। আগেও ধরা হত। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরও ধরা হয়েছে। কিন্তু যেটা লক্ষণীয় বিষয় সেটা হচ্ছে আগে বাজেটের লক্ষ্য এবং

উদ্দেশ্য কি ছিল এবং আজকে যে বাজেট এখানে উপস্থিত হয়েছে তার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি, সেটা দেখে আমরা বিচার করতে পারি যে আজকের বাজেট জনসাধারণের বাজেট এবং প্রয়োজন কতটা আছে। আমি যদি লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বিচার না করি, তাহলে সত্যিকারের বাজেট সম্পর্কে যে দৃষ্টি ভংগী, সেই দৃষ্টি ভংগীর পরিচয় বোধ হয় দিতে পারব না। আমরা দেখেছি যে পরিষ্কারভাবে সেই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা দেখেছি সমাজ ব্যবস্থা শোষণভিত্তিক, কিন্তু শোষণ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে, যে মানুষ শোষিত অত্যাচারী, সেই বৃহত্তর অংশের মানুষ যাতে সাহায্য পায়, তাদের সাহায্যের জন্য যাতে আমরা বাজেটের টাকা বিভিন্ন খাতে নিয়োগ করতে পারি, সেই ব্যবস্থার কথা বাজেটে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে। যারা শোষণ করছে তাদের শোষণের যে উপায়, সেই উপায় যাতে পরিচালনা না করতে পারে তার ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বাজেটের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আমরা দেখেছি সাধারণ মানুষের স্বার্থে, গরীব মানুষ, কৃষক ভুমিহীন এবং অন্যান্য স্তরের শ্রমজীবী মানুষ তাদের স্বার্থে, তাদের কথা চিন্তা করে এই বাজেটটা রচিত হয়েছে। বাজেটের বিভিন্ন খাতের টাকা যাতে সঠিকভাবে ব্যয়িত হয়, তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার প্রয়াস চালিয়ে যাবেন। কারণ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে, বিভিন্ন কাজ কর্মের মধ্যে দিয়ে এটা প্রমাণ পাওয়া যায়, কোন রকম দুর্নিতীকে প্রশ্রয় দেবে না এবং সংগে সংগে যে চক্র এতদিন বাঁধার সৃষ্টি করে রাখত, সেই বাঁধা সৃষ্টিকারী চক্রকে বামফ্রন্ট সরকার রক্ষা করতে চাচ্ছেন না। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু সম্ভব সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করাই হল বাজটের একমাত্র লক্ষ্য। এ জিনিষটা আমরা এবারকার বাজেটে লক্ষ্য করতে পারছি। সুতরাং একটা নতুন দৃষ্টি-ভংগী, একটা নতুন অ্যাপ্রোচ আমরা এই বাজেটের মধ্যে দেখছি। এখানে কাজের বদলে খাদ্য, যেটা এখানে আছে এটা দুই চার টাকা মজুরী নয়, জি. আর., টি. আর-এ যে সাধারনভাবে 8 টাকা মজুরী ছিল তা নয় একটা মানুষ যাতে খেয়ে বাঁচতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেটাই এই বাজেটে প্রনয়ণ করা হয়েছে। কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প সুরু করতে গিয়ে নানা ধরণের অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। কারণ যে সমস্ত অফিসারের উপর ভার দেওয়া হয়েছে, তারা সেটাকে রূপায়িত করছেন না। তারা সবাই আগের চরিত্র বদল করে সম্পূর্ণভাবে বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্মগুলি রূপায়িত করার প্রচেষ্টা নিয়েছেন এমন নয়। এ জিনিসটা আমরা পানিসাগর ব্লকে দেখেছি, যেখানে কাজ সুরু করার সম্ভাবনা ছিল, সেখানে তারা দেরী করেছেন এবং নানা ধরণের অসুবিধা তারা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। তার প্রমাণ সেখানে আছে। আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন এবং সেটা সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়বে। এই সংগে কৃষকদের খাজনা মুকুব, কৃষকদের সুযোগ সুবিধার কথা এই বাজেটে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এখানে কৃষকদের সুযোগ সুবিধার লক্ষ্য রেখে, ব্যাংক থেকে কৃষকরা যাতে সহজে ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থার কথা বাজেট বক্তব্যের মধ্যে বলা হয়েছে। যদিও আমরা দেখছি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে এগিয়ে আসছেন না। এ জিনিসটা আমরা ধর্মনগরে লক্ষ্য করেছি। ইউনাইটেড ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক, যেগুলি তাদের এরিয়া অব অপারেশন-ঋণ দেওয়ার কথা সেখানে সঠিকভাবে ঋণ দেয় নি

এবং যারা চাইতে গেছেন তারা নিরাশ হয়ে ফিরেছেন। গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ধর্মনগরের চারপাশে যে গ্রামগুলি ইউনাইটেড ব্যাংকের উপর নির্ভরশীল তারা ঋণ পায় না। তাদের হালের বলদ কেনার জন্য ঋণ নিতে বার বার গিয়েছেন, কিন্তু আমরা দেখলাম ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে সাহায্য দিচ্ছেন না। আমরা লক্ষ্য করেছি বামফ্রন্ট সরকার থেকে সেই অসুবিধা দূর করার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সংগে আলোচনা হয়েছে, সেটা আমরা লক্ষ্য করছি। যাতে এই ঋণ কৃষকদের হাতে গিয়ে পৌঁছতে পারে তার ব্যবস্থার কথা সরকার ভাবছেন।

আমি ঐ সঙ্গে সঙ্গে আমার সরকারকে অভিনন্দন জানাই এই জন্য যে, বাজেট বক্তব্যের মধ্যে তিনটি কলেজ স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছেন। এই তিনটি জায়গা হচ্ছে, ধর্মনগর, উদয়পুর এবং খোয়াই। তার জন্য কিছু টাকাও ধরা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমি ধমনগরের কলেজ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করতে চাইছি। ধর্মনগরের পূব দিকে প্রায় ২৬ একর জায়গা আছে। সরকার ইচ্ছে করলে ঐ জায়গার উপর কলেজ স্থাপন করতে পারেন। এখানে প্রাইভেট ক্লাশও কিছু কিছু হচ্ছে। সে জায়গায় এ বছর থেকেই কলেজ চালানো যায় কিনা, সেটা চিন্তা করে দেখার জন্য সরকারকে আমি অনুরোধ করছি। এ ব্যাপারে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। বিভিন্ন স্কুলে স্টাফ আছে। প্রয়োজন হলে তাদের দ্বারাও ক্লাস নেওয়া যেতে পারে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। এখন এখানে ইলেভেন, টুয়েলভ ক্লাস হয়ে গেচে। সেখানে ১১---১২ ক্লাসকে স্কুলে নেওয়া হবে কিনা, সেটা নূতন ভাবে চিন্তা করে দেখার সময় এসেছে। আমি মনে করি সরকার এ ব্যাপারে চিন্তা করবেন। এটা যদি কলেজের সঙ্গে যুক্ত করা হয় তাহলে আমার মনে হয় একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার ব্যস্থা ভাল হবে। যেমন পশ্চিম বঙ্গে চালু আছে। ঐ সঙ্গে আমি এটাও বলতে চাই যে, আমরা প্রত্র পত্রিকায়, বিভিন্ন কাগজে লক্ষ্য করেছি যে বোর্ড পুনর্গঠন করে প্রশাসনের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও বোর্ড গঠন হবার পর সেটা তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে দেখেছি। একাদশ ক্লাসের যে পরীক্ষা তাতে দেখলাম সেখানে পরীক্ষক, ট্যাবুলাইজার, স্ক্রুটিনাইজার আছে তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে যে সাবজেকটের লোক নয়, তাকে তাই দেওয়া হচ্ছে। এসব জিনিষ লক্ষ্য করার কথা। আমি এটা বিশ্বাস করি এই পুনর্গঠনের মাধ্যমে যে দোষ ত্রুটি ছিল, সেগুলি চলে যাবে, বামফন্ট সরকার এদিকে অবশ্যই নজর দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি বেসরকারী স্কুলগুলির কথা উল্লেখ করতে চাই। বে-সরকারী স্কুলের যে গ্র্যান্ট নীতি, সে সম্বন্ধে স্কুল থেকে বার বার বলা হয়েছে এই গ্র্যান্ট নীতি পাল্টাতে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। আজকে বামফ্রন্ট সরকার এ ব্যাপারে প্রয়াস নিচ্ছেন। কিন্তু আজকে বে-সরকারী স্কুলগুলির অবস্থা কি? এক একটা স্কুলের শিক্ষকরা ৪৫ পারসেন্ট বেতন পেয়েছেন। তাহলে বুঝুন গ্র্যান্ট-ইন-এইড কোন পর্যায়ে গেছে। আজকে সেখানে রিভাইজড স্কেল চালু হয়েছে, তাও দেওয়া হচ্ছে না। তাদের বলা হচ্ছে যে, অডিটের পর আমরা গ্র্যান্ট বাড়িয়ে দেব। অর্ডিট রিপোর্ট থারটি ফার্ষ্ট আগষ্টের মধ্যে প্ল্যাণ্ড হবে। এর মধ্যে ওরা না খেয়ে থাকবে কি? আগামী মাসে হয়তো ২০ পারসেন্ট দেওয়া হবে। এই হচ্ছে আজকে বে-সরকারী স্কুলের অবস্থা। আজকে এটা বিচার করার সময় এসেছে। স্কুলের যে প্রয়োজন, সেই

প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করা উচিত। তারা যাতে তাদের বেতন পাওয়ার সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারেন সে ব্যবস্থা করতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার এটা বিবেচনা করবেন এই আশা আমরা করতে পারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে পরিবর্তন সর্বত্রই এসেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি আমার ধর্মনগরের কথা উল্লেখ করছি। ধর্মনগরে একটা ষ্ট্রীট লাইট কমিটি গঠন করেছিলেন। তারা জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা তুলে সেই টাকা বিদ্যুৎ বিভাগকে দিতেন। কিন্তু যেই মাত্র বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসলেন অমনি বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে গেল। বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেল যে বহু টাকা প্রায় ১,৫০০্ টাকা বাকী পড়ে আছে। ওরা টাকা তুলতেন। কিন্তু টাকা তুলে সেই টাকা কি করেছেন তা কেউ জানে না। আজকে বামফ্রন্ট সরকার নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি গঠন করে, সেখানে বিদ্যুৎ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আগের বাকী টাকা বিদ্যুৎ বিভাগকে দেওয়ার কি ব্যবস্থা হবে, কিংবা আদৌ দেওয়া হবে কিনা, যারা সেক্রেটারী ছিলেন এই কমিটির শ্রী ভট্টাচার্য্য, যিনি একটি সরকারী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ওরা টাকা আদায় করে কি করেছিলেন সে সম্পর্কে খোঁজ করার ব্যবস্থা করা দরকার। আমার কাছে কয়েকজন কংগ্রেসী লোকও এসে বলেছিলেন, আজকে আপনারা যা করেছেন, সেটা একটা অভিনন্দনযোগ্য কাজ করেছেন। আমরা এর আগে সুখময় বাবুকে বলেছিলাম, নোটিফায়েড এরিয়া ঘোষণা করার জন্য। কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে, সেটা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা দেখলাম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে নোটিফায়েড এরীয়া বলে ঘোষণা করা হল। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা দেখছি বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনামূলক কাজ করার প্রয়াসী হয়েছেন। আমি ধর্মনগরের কথার আবার উল্লেখ করছি এই জন্য যে, ৫০,০০০্ টাকা দিয়েছিলেন এবং দিতে গিয়ে রাধাকিশোর পাবলিক লাইব্রেরী কাম টাউন হল কমিটিকে যে টাকা দিয়েছিলেন, সেটাও সরকার একটি শর্তে দিয়েছিলেন। জনসাধারণের কাছ থেকে ৫০,০০০্ টাকা তুলতে হবে। আজকে সেই কমিটি বলছেন ঐ টাকা টাউন হলের নয়। সরকার নিজেদের টাকা দিয়ে টাউন হল করার ব্যবস্থা করুন। আমরা টাকা দিতে পারব না। আমরা উনাকে বলেছিলাম যাত্রা করেছিলেন টাউন হল করার জন্য। সেই যাত্রার টাকা দেওয়ার প্রয়োজন আছে। ওরা বলেছেন আমরা মাটির নীচে কিছুটা কাজ করেছি। সে টাকা খরচ হয়ে গেছে। মাটির নীচে কিছু ইট---মানে বিল্ডিং কন্সট্রাকসনের কাজ হয়েছে। আশ্চর্য্য, টাউনহলের ব্যাপারে সরকার যেখানে এগিয়ে আসছেন, সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে সব প্রচেষ্টাকে বাঞ্চাল করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ঐ ভট্টাচার্য্য গ্রুপ, যারা কংগ্রেসী করতেন, তারা সমস্ত ভাল কাজের প্রচেষ্টাকে বাঞ্চাল করার প্রয়াস নিয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা শুধু ধর্মনগরের কথা নয়। সর্বত্রই এরকম চলছে। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি কিভাবে এগিয়ে চলা যায়।

বন্যা রোধের জন্য যে ব্যবস্থার কথা বামফ্রন্ট সরকার উল্লেখ করেছেন, কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ দাস সেটা উল্লেখ করেছেন এবং সে ক্ষেত্রে আমিও উল্লেখ করতে চাই পিস মিল ওয়ার্ক কোন কোন অঞ্চলে বন্যা নিরোধের সহায়ক হয়, কিন্তু তার জন্য একটা সর্বাত্মক পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন। বিধানসভায়

আমি একটা প্রশ্ন দিয়েছিলাম, তার লিখিত উত্তর আমি পেয়েছি যে সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে ধর্মনগরে বন্যা রোধের ব্যবস্থা এবং বন্যা রোধের মাধ্যমে যাতে জল সেচের ব্যবস্থা তরান্বিত করা যায়, তার প্রতি নজর দেওয়ার জন্য আমি সরকারের কাছে আবেদন রাখছি।

স্বাস্থ্য বিভাগ সম্পর্কে আমি ১।১টি কথা বলতে চাই। ধর্মনগর মহকুমায় হাসপাতাল আছে, এই হাসপাতালের কথা স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে এর আগে উল্লেখ করা হয়েছিল, যে হাসপাতালে নানা ধরণের অব্যবস্থা চলছে, ডাক্তার নেই, ঔষধপত্রের অভাব এবং হাসপাতালের পরিবেশ সঠিক নয়, কারণ রোগীদের নানা ধরণের দুর্গন্ধ, ময়লা আবর্জনার মধ্যে থাকতে হচ্ছে। রোগীদের উপযোগী বিছানা-পত্র নেই বাসন-পত্র নেই সে দিকটাও আমাদের দেখা প্রয়োজন। হাসপাতালে জলের অসুবিধা, বিদ্যুতের অসুবিধা, সেই অসুবিধা গুলি দূরীকরণের জন্য এবং আরো ডাক্তার যাতে দেওয়া যায়, গ্রামাঞ্চলে যাতে চিকিৎসা ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়া যায়, তার জন্য আরো কিছু প্রাইমারী হেলথ সেন্টার বিভিন্ন দুর্গম এলাকায়, দুরবর্তী এলাকায় সে ব্যবস্থা যাতে কার্যকরী করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি এবং ধর্মনগরের পক্ষ থেকেও আমি সেই আবেদন রাখবো।

পি, ডবলিউ, ডি বিভাগ সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে রাস্তাঘাটের কাজকর্ম বামফ্রন্ট আসার পর কিছুটা তরান্বিত হওয়ার একটা সুযোগ হয়েছে, কিন্তু তবুও আমরা দেখছি অফিসার যাঁরা আছেন তাঁরা কোথাও সঠিক কাজ আরম্ভ করতে চান না আরম্ভ করতে চান না আমি কেন। বলছি তার প্রমানপত্র আমি এখনই দেব না, কিন্তু প্রমানপত্র চাইলে আমি দিতে পারি, কারণ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, সুপারেনটেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার; চীফ ইঞ্জিনীয়ার তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি বহু চিঠি পত্র দিয়েছি, যে রাস্তার কাজ স্যাংশাস হয়ে আছে, সেই রাস্তার কাজও আজ পর্য্যন্ত আটকে আছে। বিশেষ করে পি, ডাবলিউ ডি সাব-ডিভিশন টু, সেখানে কাজ সবচেয়ে কম হয়, এটা আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে। কারণ এটা ধর্মনগর টাউন এবং তার আশপাশে সমস্ত কেন্দ্রে এই সাব-ডিভিশান টু কাজ-কর্ম চালায়, তার ফলে আমি লক্ষ্য করতে পেরেছি যে কাজকর্ম এগুচ্ছে না এবং কাজ কর্ম করাব কোন ইচ্ছাও বড় বড় অফিসারদের আছে কিনা তাতে আমার একটু সংশয় রয়ে গেছে। সুতরাং এই দিকটাও সরকারের দেখা প্রয়োজন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—স্যার, আমাকে আর একটু সময় দিন।

মিঃ স্পীকার—কত মিনিট দিতে হবে বুলন ?

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—স্যার আমারে আরও ২।৩ মিনিট সময় দিন।

মিঃ স্পীকার—আচ্ছা বলুন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—স্যার, শ্রমিক কল্যানের দিকে বামফ্রন্ট সরকার লক্ষ্য রেখেছে। এই শ্রমিক কল্যান সম্পর্কে আমি ২।১টি পয়েন্ট উল্লেখ করবো। ষ্টেট ফুড কর্পোরেশান গো-ডাউন হচ্ছে রেলওয়ে ষ্টেশনে, সেই গো-ডাউনের শ্রমিকেরা তিন মাস ধরে এক

পয়সাও পাচ্ছে না। তারা কিছু দিন আগে এস, ডি, ওর কাছে একটা নোটিশ দিয়ে ছিলেন, আমরা আলোচনা করেছিলাম শেষ পর্য্যন্ত ২০. ৬. ৭৮ পর্যন্ত সময় দিয়েছেন, সেখানে শ্রমিকরাও দাবী করেছে যে আগামী কালের মধ্যে তাদের সমস্ত টাকা পয়সা চাই। এই যে অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে লেবার কনট্রাকটারের মাধ্যমে লেবার নিয়োগ করা হয়, তারা কোটেশান চেয়েছিলেন, কোটেশানে রেট এসেছিল আগরতলায় জানান হলো এই রেট বেশী উচ্চ রেট সুতরাং এটাকে আমরা এপ্রুভ করতে পারবো না রি-কোটেশান করা হলো। রি-কোটেশান করার পর লোয়ার রেটে যে টেণ্ডার এলো সে রেটের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম, সেখানে তালবাহান চলছে এবং তার ফলে শ্রমিকরা তাদের টাকা পয়সা পাচ্ছে না। তার জন্য আমরা অন্ততঃ এই টুকু আশা করতে পারি যে ঐ লেবার কনট্রকটারের মাধ্যমে তাদের কাজ না করিয়ে, ডিপার্টমেন্টাল লেবার হিসাবে তাদের নিযুক্ত করা হোক এবং তাদের মাসিক যে মজুরী সেই মজুরী যাতে নিশ্চিত হয়, সে ব্যবস্থা গ্রহন করা হোক এটা শ্রমিক স্বার্থের দিকে, শ্রমিক কল্যানের দিকে লক্ষ্য রেখে করা উচিত। আমি আর একটি কথা উল্লেখ করছি সেটা হচ্ছে এফ. সি. আই এর শ্রমিকরা ডিপার্টমেন্টলাইজেশানের জন্য স্টেট গভর্ণমেন্টের কাছে ক্লিয়ারেন্স চেয়েছেন কারণ ডিপার্টমেন্টোলাইজেশান না হলে তারা প্রফিডেণ্ডফাণ্ড পাচ্ছেন না এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকেও তারা বঞ্চিত হয়ে আছেন। তাঁরা স্টেট গভর্ণমেন্টের কাছে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছেন যে স্টেট ক্লিয়ারেন্স আপনারা দিন, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে স্টেটমেন্ট দিন। আমি আশা করি ঐ এফ. সি. আই শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই জিনিষটা করা হবে এবং যাতে তাদেরকে ডিপার্টমেন্টেলাইজেশান করা যায়, তাদের যে সুযোগ-সুবিধা এবং স্বার্থ আছে, সেটা যাতে সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় তার চেষ্টা করবেন।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা--স্যার, আমি এখনই শেষ করছি। বাজেট বরাদ্দে বিভিন্ন খাতে যে টাকা ধরা হয়েছে তা ঠিকভাবে যাতে মানুষের হাতে গিয়ে পৌঁছতে পারে সে প্রয়াস বামফ্রন্ট সরকারের আছে। আমি আগেই বলেছি যে বাজেটের যে উদ্দেশ্য, বাজেটের যে লক্ষ্য সেটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের স্বার্থে, কৃষকের স্বার্থে এবং শ্রমিকদের স্বার্থে রচনা করা হয়েছে সুতরাং যারা আজকে সমালোচনা করতে যাচ্ছেন, তাঁরা বোধ হয় উদ্দেশ্যমূলক ভাবে সমালোচনা করছেন, কোনরূপ বিচার-বিবেচনা করেন নি এবং তাদের কথাবার্ত্তা থেকে আমার যা ধারণা হয়েছে সেটা হচ্ছে তারা পুরানো যুগের রাজত্বে বাস করছেন এবং সেই রাজত্বের দিকে হামাগুঁড়ি দিয়ে চলছেন। বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা ঃ— মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত ১৬ই জুন ১৯৭৮-৭৯ সালে যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন তাকে আমি সর্বান্তকরনে সমর্থন করছি। কারণ কংগ্রেস রাজত্বে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে যে বাজেট রচিত হয়েছে, তার চেয়ে বামফ্রন্ট সরকারের এই বাজেট অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এই বাজেট শ্রমিক শ্রেণীর বাজেট, গরীব অংশের মানুষের বাজেট।

আজকে এই বামফ্রন্ট সরকার শত শত কৃষকদের কৃষি ঋণ মুকুবের কথা বাজেটের মধ্যে রেখেছেন এবং ঘাটতির জন্য বিকল্প কোন কর ধার্য্য করেন নি, তজ্জন্য আমি এই বামফ্রন্ট সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিগত তিন দশক ধরে আমার এলাকা ছামনু এলাকা অবহেলিত ছিল। কিন্তু আজকে দেখছি এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতার আসার সংগে সংগে সেখানকার জনগণের আশা আকাংখা একটু না একটু পূরণ হতে চলেছে। দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরে সেখানে কোন রাস্তাঘাটের কোন সংস্কার করা হয় নি। এই বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে ছামনু তথা ত্রিপুরার অন্যান্য অঞ্চলে যে উন্নয়ণমূলক কাজ আরম্ভ করেছেন, সেটা অত্যন্ত ধন্যবাদার্হ।

মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা, উনাদের বক্তব্যে, বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন, বলেছেন যে এই বাজেট জনস্বার্থনূকুল নয়। উনারা হয়ত ভুলে গিয়েছেন যে বিগত ৩০ বৎসর ধরে এই উপজাতিরা অবহেলিত ছিল, আমরা কমিউনিষ্ট পার্টিরা গণমুক্তি পরিষদ থেকে বার বার আন্দোলন করেছি এই কৃষি ঋণ মুকুব করার জন্য, কিন্তু এই কংগ্রেস সরকার তখন কর্ণপাতও করেন নি। কিন্তু আজকে এই বামফ্রন্ট সরকার সেটা বাস্তবে রূপায়িত করেছেন, এবং তজ্জন্য এই বামফ্রন্ট সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ করতে চাইনা, এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রী নকুলচন্দ্র দাস।

শ্রী নকুলচন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন, সে বাজেটকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য যে বিগত ৩০ বছর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক যে অবস্থা আমরা দেখতাম, কংগ্রেস রাজত্বে যে বাজেট তৈরী হত, পুলিশ, মিলিটারী, মহাজন, জোতদার যারা মাত্র শতকরা ৫ জন, এরজন্য ছিল বেশী, আর আমাদের গরীব মানুষের জন্য মাথাপিছু বাজেট ছিল মাত্র ৮ পয়সা। কিন্তু আজকে এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সংগে সংগে আমরা দেখলাম এক ধাক্কায় গ্রামের গরীব মানুষের জন্য, যেখানে ছিল মাত্র ৮ পয়সা, সেখানে হল ৮ টাকা ১০ পয়সা। এটা কোনদিন ধারণা করতে পারেন নি কেউ। কাজেই এই বাজেটকে যারা বিরোধীতা করছেন, আমরা কি ধরে নিতে পারি যে উনারা শতকরা ৯৫ জন মানুষের মংগল চান না, ঐ ৫ জনের কথাই বলতে চান?

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সারা ভারতবর্ষে যেখানে কংগ্রেসী রাজত্ব যেখানে জনতার রাজত্ব, সেখানে একটা অস্থিরতা চলছে। জনতার যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, সে প্রতিশ্রুতি জনতা সরকার পালন করেননি। যার জন্য আমরা দেখছি এর সুযোগ নিয়ে নূতন করে ইন্দিরা গান্ধী আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার চেষ্টা করছেন। এই অস্থিরতা চলছে নিজেদের মধ্যে দল ভাঙ্গা ভঙ্গি নিয়ে, ত্রিপুরায়ও আমরা দেখছি, ঐ গোষ্ঠীর কিছু কিছু লোক, ত্রিপুরাকে অস্থির রাজ্য বলে প্রচার করতে চেষ্টা করছেন এবং ইন্দিরা গান্ধী আবার ক্ষমতায় আসবেন বলে খুব করে লাফাচ্ছেন। জরুরী অবস্থার দিনগুলি যদি আমরা মনে করি, তাহলে দেখব কংগ্রেস রাজত্বে কি রকম আইন শৃঙ্খলার

অবনতি ঘটেছিল। সেখানে আইনশৃঙ্খলা বলতে কোন জিনিষ ছিলনা। ছেলে ঘর থেকে বেড় হয়ে গেলে মা ভাবতেন যে ছেলে ফিরে আসবে কিনা? আমরা দেখছি এই আগরতলা শহরে দিনের বেলায় মা বোনদের ইজ্জত নষ্ট করেছে ঐ কংগ্রেসী মস্তানরা, পুলিশী মস্তানরা। তার পর আমরা দেখছি সীমন্তে গরু পাচার প্রকট আকার ধারন করেছিল, সাংঘাতিক রকমের এক ভয়াবহতা সেখানে বিরাজ করেছিল, কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সংগে সংগে সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে গেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা অত্যন্ত সত্যি ঘটনা যে বিগত ৩০ বছরে কংগ্রেস এই ত্রিপুরা রাজ্যকে একটা দুর্নীতির আখরা বানিয়েছিল, একটা লুটের রাজত্ব বানিয়েছিল। আজকে এই বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বটাকে আর একটা লুটের রাজত্ব বানাবার জন্য উনারা চেষ্টা করছেন। নানা রকমের কুকীর্তি করার জন্য চেষ্টা করছেন ঐ কংগ্রেসী মস্তানরা সত্যি ঘটনা নিয়ে বিচারের জন্য থানাতে গেলে উল্টে থানার দারোগা তাদের বিরুদ্ধে অনেক সময় কুকাজ করেন। এই সমস্ত ঘটনা এখনও চলছে। তাই আজকে আমি এই বামফ্রন্ট সরকারের নিকট দাবী জানাচ্ছি, যে সমস্ত পুলিশ অফিসার, মানুষ বিপদে পরে থানার সাহায্য চাইলে, যদি তারা সাহায্য না করেন, তাহলে তাদেরকে যেন সাসপেণ্ড করা হয়, সংঘাতিক রকমের শাস্তি যেন তাদের দেওয়া হয়। আজকে আইন শৃখলার এত উন্নতি হয়েছে, যেটা একমাত্র ত্রিপুরা এবং পশ্চিম বংগ ছাড়া আর কোথাও আশা করা যায়না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বেকার সমস্যা আজকে আমাদের দেশে প্রবল আকার ধারণ করেছে। প্রায় ৬০ হাজার শিক্ষিত বেকার এবং এর সংগে গ্রামে গঞ্জে জড়িয়ে আছে আরও লক্ষ লক্ষ বেকার। গত তিন দশক ধরে আমরা দেখছি দেশের অথনীতি সম্পূর্ণ ভেংগে গেছে, মানুষের পেশা বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁতীরা তাঁত বন্ধ হরে আছে, জেলেরা কোন জলাশয় পাচ্ছেনা তারা জীবিকা নির্বাহ কবার জন্য। মানুষের দৈন্দিন জীবন যাত্রা অচল হয়ে গেছে। এই যে অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার অল্পদিনেব মধ্যে, বেকার সমস্যার সমাধান-এর জন্য এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং আমরা প্রায় ২ হাজার লোকের চাকুরী দিয়েছি। আমরা ত্রিপুরার জনসাধারণকে বলেছি যে আপনারা বিচার করে দেখুন এই চকুরীগুলি ন্যায় সঙ্গত হয়েছে কিনা। আমরা জানি কংগ্রেস রাজত্বে যে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে, যে কালা ধলার সার্টিফিকেট না পেলে মানুষের চাকুরী হত না, আজকে তার অবসান ঘটেছে। আজকে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য, আমরা নানারকম শিল্প কারখানা সৃষ্টি করার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছি। আমাদের অনেক কিছু করার ইচ্ছা আছে, কিন্তু রেলের অভাবের জন্য আমরা কিছুই করতে পারছিনা। কাজেই এই বিধানসভা তজ্জন্য দিল্লীর সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যাতে অনতিবিলম্বে রেল লাইন চালু করা যায়।

মাননীয় অধাক্ষ মহোদয়, ভুমি রাজস্ব সংস্কার সম্পর্কে আমি দুএকটি কথা বলতে চাই, আমরা দেখেছি কংগ্রেসী রাজত্বে ৩০।৪০ বছর পর্যন্ত জোতদার, জমিদার খাসের জায়গা দখল করে রেখেছিল, রাজার আমল থেকে আরম্ভ কর ৩০।৪০ বছর

পর্যন্ত গরীব মানুষ কোনদিন জায়গা বন্দোবস্ত পায়নি, অনেক আবেদন নিবেদন করেও বি. ডি. ও., এস. ডি. ওর. কাছে মানুষ কোন প্রতিকার পায়নি। কিন্তু আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার সংগে সংগে তপশিল এ নাম লিখিয়েছে এবং অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত জায়গা জমি ভুমিহীনদেরকে বন্দোবস্ত দিয়ে দেবে।

আজকে তপশীল জাতি এবং উপজাতি সমস্যা। আজকে আমার বিরোধী বন্ধুরা যখন বক্তৃতা রাখেন, তখন তপশীল উপজাতির জন্য খুব দরদ দেখান। গ্রামে গ্রামে গিয়ে উপজাতির জন্য দরদ দেখান। আমার তপশীল জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য, তাদের চাকরীর কোটা যাতে রক্ষিত হয় সেই চেষ্টা আমরা নিয়েছি। এই ৩০ বছরে কংগ্রেস রাজত্বে আমরা দেখেছি কোনদিন আমাদের সিডিউলড কাস্ট, সিডিউলড ট্রাইবেল চাকরীর কোটা পূরণ হয়নি। যেখানে তপশীলদের ১৩ পারসেন্ট রিজার্ভেশান এবং উপজাতিদের জন্য ২৯ পারসেন্ট রিজার্ভেশান সেখানে আমরা দেখেছি তপশীলি কোট পূরণ হয়নি। আজকে আমরা ক্ষমতায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার তা সম্পূর্ণ ভাবে কার্যকরী করছেন।

এই যে অবস্থা, আর এর মধ্যে আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা বলছেন ছাঁটাই হয়েছে। ছাঁটাই হয়েছে তার কারণ তাদের চাকরী দেওয়া হয়েছিল উপজাতিদের কোটায়। ছাঁটাই কর্মচারীদেরও অনেককেই চাকরী দেওয়া হয়েছে এবং বাকীদেরও হবে। তারা আজকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে বাঙালীদের কথা বলছেন এবং তাদের দলে টানতে চেষ্টা করছেন। আজকে ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত এবং পৌর নির্বাচন হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ, আজকে আমরা শুনতে পাই, গরীব মানুষকে দুঃখ করে বলতে যে এই ৩০ বছর কংগ্রেস রাজত্বের চেয়ে নাকি ইংরেজ রাজত্বও ভাল ছিল। মাননীয় স্পীকার স্যার, ইংরেজ রাজত্বের ভয়বহতা আমাদের ছেলেদের বুকে এখনও শিহরণ জাগায়। সেই কংগ্রেস রাজত্ব যদি তার চেয়ে খারাপ হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এই ৩০ বৎসরে কংগ্রেস রাজত্ব কত অরাজক ছিল এবং তার চুড়ান্ত রূপ দেখা গিয়েছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বকালে। তার জরুরী অবস্থাকালীন রাজত্বের সময়ে আমরা দেখেছি মানুষকে ক্ষুধার দাবীর বিনিময়ে চিরজীবনের জন্য পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছিল।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে রাইমা শর্মার অবস্থা আমার মনে পড়ছে। যে সমস্ত জায়গাতে ৩০।৪০ বছর ধরে মানুষ বাস করছিল, তাদের যে ভাবে সি, আর, পি এবং পুলিশ আক্রমণ করেছিল সেখান থেকে তাড়াবার জন্য, কংগ্রেস রাজত্বের সেই ইতিহাস আমার মনে হয় পৃথিবীর সামন্ততান্ত্রিক ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়েছে।

আজকে আমরা আমাদের কৃষকের খাজনা মকুব করেছি। পাঁচ কানি পর্যন্ত সমতল এবং ১৫ কানি পর্যন্ত টিলা জমির খাজনা আমরা মকুব করেছি। কোনদিন আমাদের গরীব মানুষের খাজনা দিতে হবে না। শুধু এইখানেই নয়, প্রত্যেক কৃষকের জন্য আমরা পাশবুক সিস্টেম করেছি। এই পাশবুকের মাধ্যমে সমস্ত কৃষকের জমি সংক্রান্ত কোনরকম গণ্ডগোল হলে এই সমস্ত গণ্ডগোলের একটা সুষ্ঠু সমাধান তার মাধ্যমে সম্ভব, এই জিনিষটা আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন। আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষি বিভাগ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। আমাদের এই কৃষি দপ্তর, আমাদের এনিমেল হাজবেণ্ডারী দপ্তর যেখানে নাকি কংগ্রেস

রাজত্বের মধ্যে—যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং তার যারা স্বজন ছিল, এরাই ছিলেন তখন দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী। এরা সমস্ত দপ্তরকে তচনছ করে রেখেছিলেন। আজকে আমরা ক্ষমতায় এসে অল্প দিনের মধ্যেই এই সমস্ত দপ্তরকে পুনর্বিন্যাস করতে যাচ্ছি। আমরা কৃষি সমস্যা, উপজাতি সমস্যা সমাধানের জন্য সীডস্ ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা করেছি যাতে আমার কৃষক বন্ধুরা বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারেন এবং বিশেষভাবে আজকে জল সেচের ব্যবস্থার জন্য আমরা চেষ্টা নিয়েছে। আজকে আমরা যখন গ্রামে যাই আমরা একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করি, সেখানে দেখি ভি; এল, ডবলিউরা কাজ করেন না। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আরও ভি, এল, ডবলিউ. বাড়ানো হবে এবং এই সিদ্ধান্ত বাজেটের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে যাতে ভি. এল, ডবলিউদের নিজস্ব কাজই করতে হয়, অন্য কোন কাজ না করতে হয়। কাজেই সেই পরিকল্পনা যদি সফল হয় এক একটা ভি, এল, ডবলিউ এর পক্ষে ইনডিভিজুয়াল পরিবারের খোঁজ খবর নেওয়া সম্ভব হবে। আমার দেশকে নূতন করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। ৩০ বৎসরের যে কংগ্রেস আমার দেশকে শ্মশান করে দিয়েছিল সেই শ্মশানকে আমরা নূতন করে গড়ে তুলতে চাই। এরই ঈঙ্গিত আজকে এই বাজেট বক্তৃতার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা দেখেছি শিক্ষার নাম করে সমস্ত স্কুল কলেজগুলির মধ্যে অশিক্ষার মিছিল চলছিল। কারণ মানুষ লেখাপড়া শিখে কংগ্রেস রাজত্বের বিরুদ্ধে কথা বলবে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলবে, সেজন্য মানুষকে শিক্ষিত করবে না এটাই ছিল কংগ্রেস সরকারের পরিকল্পনা। আজকে আমরা আমাদের শিক্ষার মান বাড়াবার চেষ্টা করছি। আজকে স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ছাত্রদের জন্য। আমরা গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে চাই। সেখানে আমরা যে ব্যবস্থা করেছি, পঞ্চায়েত ও জনসংযোগ দপ্তরের মাধ্যমে আমরা জানতে চাই। আমরা চাই গ্রামের মানুষ জানুক, গ্রামের মানুষ বুঝুক কি ভাল, আর কি মন্দ। কংগ্রেস রাজত্বে দেখতাম অনেক কংগ্রেস মোড়লদের বাড়ীতে বাড়ীতে অনেক পল্লীবেতার গোষ্ঠীর রেডিও পড়ে আছে। শিল্প দপ্তরের মাধ্যমে কামার, কুমোর, ছুতোর, মুচি সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে প্রফেশান দেওয়ার চেষ্টা আমরা করছি এবং আমাদের বাজেট বক্তৃতার মধ্যে সেটার উল্লেখ আছে যা কংগ্রেস রাজত্বে কোনদিন ছিল না। বিশেষ করে আমি মৎস দপ্তরের কথা বলি, আমার রাজ্যে মাছের যে চাহিদা, আমরা সমস্ত রাজ্যের মানুষে মাছের চাহিদা যাতে মেটাতে পারি এর জন্য ডুম্বুর-এ মাছের চাষের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। শুধু ডুম্বুর নয়, রাজ্যের যে সমস্ত নূতন জায়গায় বাঁধ দিয়ে জল আটকানোর ব্যবস্থা করেছে, সেখানেও মাছের চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ করে বাংলদেশে যে রাজ্যের চারদিকে বাঁধের ব্যবস্থা করেছে আমার রাজ্যের মানুষ চাষ করতে পারেনা, এর জন্য অববাহিকা অঞ্চলগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনায় সেখানে মাছের ব্যবস্থা করা হবে এবং সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে মৎসজীবি মানুষের হাতে সেগুলি তুলে দেওয়া হবে। কাজেই এই সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে মৎস্যজীবিদের কল্যাণ করা, এই কথা কংগ্রেস ৩০ বৎসর বলে আসছিল। এটা প্রফুল্ল বাবর কথা, শচীন বাবুর কথা, কিন্তু ওরা আজকে কোথায় চলে গেছেন, ওরা কি করে গেছেন এটা ত্রিপুরা মানুষ জানেন। আমাদের সরকারে আসার সংগে সংগে বামফ্রন্ট সরকার আজকে দেখছি ঐ কাজ করতে যাচ্ছেন। আজকে বন

দপ্তর, আগে বন দপ্তরকে বলা হত দস্যুর দপ্তর, যে আমার গরীব মানুষের রক্ত শোষণ করে খেত। আমরা সরকারে আসার সংগে সংগে গরীব মানুষেরা যারা লাকড়ী চিড়ে ভাত খায়, তারা যাতে সেই গাছ কেটে খেতে পারে, সেই ব্যবস্থা আমরা করছি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার আমরা দেখেছি আমাদের গণ্ডাছড়ার মত জায়গায় কমলপুরের মত জায়গায়, এিকিনপুর পর্যন্ত ২৫ মাইল রাস্তা কংগ্রেস ৩০ বছরে করতে পারেনি। আমবাসা থেকে গণ্ডাছড়া পর্যন্ত কংগ্রেস করতে পারেনি। মানুষকে ২০ মাইল বোঝা বহন করে চলতে হয়। এিকিনপুরে এক একটা জীপ গাড়ীতে ৪০/৫০ জন করে মানুষ আনাতে হয়। আজকে এই যে প্রস্তাব তৈরী হয়েছে আমরা আজকে সরকারে আসার সংগে সংগে বাসের চলাচলের ব্যববস্থা করেছি ঐ রাস্তায় এবং আজকে এই যে বাজেট এই বাজেটের মধ্যে গণ্ডাছড়া রাস্তার জন্য টাকা ধরা আছে। কাজেই আজকে আমার বামফ্রন্ট সরকারের যে লক্ষ, সেই লক্ষ্য যদি ওরাও সমর্থন করেন, তাহলে গরীব মানুষের জন্য কাজ হবে এবং আগামী দিনে নুতন ত্রিপুরা গড়ে উঠবে। আমি আশা করি তারা শুধু বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা না করে, আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেন। এইটুকু আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীশ্যামল সাহা—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে এই বাজেটে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের, শোষিত মানুষের, আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়েছে। এই বাজেট গতানুগতিক কংগ্রেসী বাজেট নয়, এই বাজেট সেই সব মানুষের স্বার্থে করা হয়েছে, যারা গত ৩০ বছর কংগ্রেসী শাসনে শোষিত, বঞ্চিত এবং অত্যাচারে নিষ্পেষিত এবং তারে জর্জরিত ছিলেন। এই বাজেটের মধ্য দিয়ে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের যে কর্মসূচী, সেই কর্মসূচীর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি এবং এই বাজেটকে আমি অভিনন্দিত করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বাজেট একটা রাজ্যের পক্ষে এবং মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তই একটা রাজ্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারণ এর জন্য চাই সুষ্ঠু রূপায়ণ ব্যবস্থা। আমরা লক্ষ্য করেছি যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনগণের স্বার্থে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থে এবং নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতির দিকে লক্ষ্য রেখে যে সিদ্ধান্তগুলি নিয়েছিলেন, যেগুলি ব্যাপকভাবে কার্য্যকর হওয়ার কথা ছিল, ঠিক সেইভাবে কার্য্যকর করা হয় নি। করণ আমরা দেখেছি গত ৩০ বছরের আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা, সে মানসিকতার উদ্দেশ্য হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার-এর কর্মসূচীকে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত করা—এবং ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের সামনে বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় করে তুলে ধরা। কারণ বামফ্রন্ট সরকার যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে আমরা সরকারে এসেছি, আর নিপীড়িত মানুষ, যারা গত ৩০ বছরের কংগ্রেসী অত্যাচারে নিষ্পেষিত হয়েছে, তাদেরকে আমরা না খাইয়ে মরতে দেব না। তাদের জন্য যাতে গ্রামে গঞ্জে কাজের ব্যবস্থা করা যায়, সেই চেষ্টা আমরা করব। আমরা ফুড ফর ওয়ার্ক প্রতিটি মহকুমায়, প্রতিটি গ্রামে চালু করব, কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখলাম যে প্রতিটি মহকুমায় কাজ যদিও কিছু চালু হয়েছে, কিন্তু যে ধরণের ব্যাপকতা বা যে ধরণের বিস্তার লাভ

করা উচিত ছিল, ঠিক সেই রকম এর বিস্তার লাভ করেনি কারণ তার জন্য যে আমলারা আগে ছিলেন বা এখনও যারা আছেন, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের প্রধান হিসাবে, তারা সেগুলি নানা অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। কাজেই আমরা তাদের সেই আগের মানসিকতাই দেখতে পাচ্ছি। বামফ্রন্ট সরকারের সদ্‌ইচ্ছা থাকা সত্বেও সেগুলি আজ কার্যকরী করা যাচ্ছে না।

কাজেই এই মানসিকতার যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন না ঘটছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থ কতখানি রক্ষা করতে পারব, তাতে আমি সন্দিহান। কারণ যাদের উপর ভরসা করে কাজ করতে হয়, তাঁরা যদি তাঁদের গতানুগতিক মানসিকতা বজায় রাখেন, তাঁরা যদি তাঁদের মানসিকতার পরিবর্ত্তন না করেন, তাঁরা যদি বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দেন, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি করা অসম্ভব হয়ে পড়বে, যদি সরকারের যথেষ্ট সদ্‌ইচ্ছা আছে। তাই তাঁদের সেই মানসিকতার পরিবর্ত্তন করার জন্য, আমি আমলাদের কাছে আবেদন রাখছি। এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের কথাই যদি আমরা ধরি, তাহলে দেখব যে গত ৩০ বছর ধরে স্কুল ঘরগুলির যে অবস্থা কোথাও এমন একটা ঘর তাঁরা দেখাতে পারবেন না, যেখানে ছাত্ররা সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে এবং দেখা গিয়েছে যে সেখানে স্কুল থাকলে টেবিল, চেয়ার নাই, আবার ঘর থাকলে তার বেড়া নেই। এই যে একটা নগ্ন অবস্থা, এটা আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামে গঞ্জে দেখতে পাই। এখানে আমি সেইদিনের একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি, সেটা হচ্ছে এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের আণ্ডারে বা ইন্সপেক্টার অব স্কুলের আণ্ডার ১৯৭৭-৭৮ সালের মার্চ মাসে স্কুল সারাই এর যে কতগুলি কাজ করানো হয়েছিল, সেখানে কন্ট্রাক্টর যেভাবে কাজ করার কথা ছিল, সে অনুযায়ী কাজ করেনি, যার জন্য বিভিন্ন গ্রাম গঞ্জ থেকে নানা রকমের অভিযোগ ঐ ইন্সপেক্টার অব স্কুল্‌সে এসেছে। এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে থার্টি ফাষ্ট মার্চের আগে অভিযোগ থাকা সত্বেও ওভারসিয়ার স্পটে থাকার প্রয়োজন মনে করেননি, সেই স্কুল ঘরগুলি কিভাবে হচ্ছে, বা কোথায় হচ্ছে, সেগুলিও ওভারসিয়ার বলতে পারেন না। ঘরে বসেই তিনি চেক মেজারমেন্ট লিখেছেন এবং তারপর তিনি বিল করে দিয়েছেন। আমি দেখছি যে একটা স্কুল ঘর সারাইর জন্য যে একটা টেণ্ডার ছিল, যেটা কন্ট্রাক্টর ফিফ্‌টি পার্সেন্ট বিলোতে দিলেন, আমি খবর নিয়ে জেনেছি যে সে বিলটা এষ্টিমেটেড কষ্টের উপর দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি ঐদিকে ইন্সপেক্টার অব স্কুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং ইন্সপেক্টার অব স্কুলকে বলি যে এ্যাক্‌সেস এমাউন্টটা আপনারা চেক মেজারমেন্টের জন্য রাখার মতো কোন স্কোপ থেকে থাকে, আপনারা সেটা রেখে দিতে পারেন এবং আপনার হায়ার অথরিটির কাছে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে দিবেন। এবং স্কুল অব ইন্সপেক্টার সেই ক্ষেত্রে এক্‌সেস এমাউন্ট কন্ট্রাক্টারের কাছ থেকে চেক মেজারমেন্টের জন্য রেখে দিয়েছেন এবং কন্‌ট্রাক্টার আইন মতে তিন মাসের বেশী চেক মেজারমেন্টের টাকা আটকে রাখা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এই ঘটনাগুলি ইন্‌কোয়ারী করার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে ডাইরেক্টার অব এড়ুকেশানকে চিঠি দিয়েছি। ওভারসিয়ার যে মেজারমেন্ট করেছে, সেই মেজারমেন্টের ভেরিফিকেশান করার দরকার আছে। কিন্তু এই বিষয়ে কোন ইন্‌কোয়েয়রী করার ব্যবস্থা হল না, এমন কি এডুকেশান ডাইকে্টার আমার চিঠির জবাব পর্যন্ত দিলেন না। কাজেই আজ

পর্যন্ত কি হয়েছে না হয়েছে, আমি সেই খবর বলতে পারছিনা। এই যে অবস্থা. এতে আমি মনে করি গতানুগতিক গত ৩০ বছর ধরে যে মানসিকতা গড়ে উঠেছে, সেই মানসিকতার প্রতিফলনই আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাই আমি যদি বলি যে ডাইরেক্টার অব এডুকেশান থেকে শুরু করে ঐ ওভারসিয়ার পর্যন্ত টাকা আত্মসাতের সংগে জড়িত আছেন, তাহলে খুব বেশী অন্যায় করা হবে কিনা আমি বুঝতে পারছি না। তারপর আছে, কো-অপারেটিভ—সেই কো-অপারেটিভেরও একটা সূচনীয় অবস্থা। কারণ ত্রিপুরার কো-অপারেটিভ বলতে গত ৩০ বছরের অভিজ্ঞতায় মানুষ আঁতকে উঠেন, তারা মনে করেন এই কো-অপারেটিভ নামটাই হচ্ছে, একটা লুটের রাজত্ব। আমি আমার অমরপুরের মার্কেটিং কো-অপারেটিভের কথা বলছি, যে মার্কেটিং কো-অপারেটিভ বিরুদ্ধে অনেক দুর্নীতির অভিযোগ আছে, অনেক টাকা আত্মসাতের ব্যাপার এর সঙ্গে জড়িত আছে এবং অমরপুরের জনসাধারণ একটা জেনারেল মিটিং ডাকার জন্য বার বার আবেদন করেও কিছু করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত ১৩ই এপ্রিল '৭৫ ইং তারিখে একটা জেনারেল মিটিং ডাকা হয় এবং সেই মিটিংএ সাধারণ সদস্য যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা নানা রকম দুর্নীতির অভিযোগ একে একে আনতে থাকেন, তখন কো-অপারেটিভ এক্‌সটেনসান অফিসার যিনি ছিলেন, তিনি সেই দিনের মিটিং দুইদিনের জন্য পোষ্টপোণ্ড করে পরবর্তী একটা মিটিং এর দিন ঘোষণা করলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেখানে কোন জেনারেল মিটিং করা হয় নি এবং সেখানে অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটার বসানো হয়েছে। আমি মনে করি সেখানে সমস্ত ব্যাপারটাকে ধামা-চাপা দেওয়ার জন্য সেখানে অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটার নিযুক্ত করা হয়েছে এবং এইভাবে একটা লুটের রাজত্ব তারা ৩০ বৎসর ধরে কায়েম করে আসছে এবং এই মানসিকতা যদি তাদের থাকে, এই মানসিকতা নিয়ে যদি তারা কাজ করেন, তবে আমাদের রাজ্যের বা তাঁদের কারও মংগল হবে না। তাই আমি বলতে চাই যে তারা এই মানসিকতার পথ থেকে সরে আসুন এবং তারা সরকারকে সর্বোতভাবে সহায়তা করুন, যাতে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটা মানুষের সমস্যার সমাধান করতে পারি এবং সেই পথে আমরা যাতে অগ্রসর হতে পারি এবং ত্রিপুরাকে সুন্দরভাবে যাতে গড়ে তুলা যায় সেজন্য সহায়তা করুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীবিমল সিংহ।

শ্রীবিমল সিংহ ঃ— অনারেবল স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সেটাকে অভিনন্দন জানাই। প্রথমে এই বাজেটের সমালোচনা করতে গিয়ে বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্যদের মধ্যে একজন বলেছেন যে আফগানিস্থানের কথা কেন এখানে বলা হল। এখানে বলা হয়েছে যে আফগানিস্থানে চক্রান্তকারী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের বিজয়ের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদের পিছু হটাই সূচিত হচ্ছে। আজকে ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য। আজকে যারা সাম্রাজ্যবাদের পিছু হটা দেখে আতংকিত এবং সাম্রাজ্যবাদের মুনাফা যারা গোপনে গোপনে গ্রহণ করছেন, তারা সেটা সহ্য করতে পারছেন না। বিদেশ থেকে টাকা নিয়ে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চায়, জনগনের সমস্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে যারা স্তব্ধ করতে চায় তারা

এটা সহ্য করতে পারে না। এখানে বাজেটের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে সব কথা বলা হয়েছে সেটা আমাদের স্বীকার করতে হবে যে এই বাজেট জনগণের জন্য করা হয়েছে। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে প্রথম যখন বামফ্রন্ট সরকার রাজভবনে শপথ নেন, তখন ঘোষণা করেছিলেন যে জলের সাথে মাছের যে সম্পর্ক, জনগণের সাথে বামফ্রন্ট সরকারের সম্পর্কও সেই রকম। সেজন্য গোটা বাজেটটা ঠিক সেইভাবেই করা হয়েছে। এই বাজেট যেহেতু সমস্ত শ্রমজীবি, গরীব অংশের পক্ষে রচনা করা হয়েছে, সেইজন্য যারা জনবিরোধী কায্যকলাপে ব্যস্ত, তারা এটাকে মেনে নিতে পারেন না। এখানে বিশেষ করে আমি বলছি খাদ্যের বদলে কাজ, যেটা বাজেটের মধ্যে বলা হয়েছে, সেটা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাননীয় বিরোধীপক্ষের পক্ষের সদস্যরা নানা কথা বলেছেন। আজকে তাদের জেনে রাখা উচিত যে এই খাদ্যের বদলে কাজ একটা চরমতম পন্থা। আজকে আমবাসা, গণ্ডাছড়া, জগবন্ধু পাড়া, সেখানে ফুড ফর ওয়ার্কস চালু করা হয়েছে। আজকে যারা উপজাতি যুব সমিতিতে আছেন, তারা সেই এলাকার মধ্যে গিয়ে নানা ভাবে গরীব অংশের মানুষকে উস্কানী দিচ্ছেন এবং বলেছেন যে তোমরা এই ফুড ফর ওয়াকর্স প্রকল্প যারা করেছেন তাদের কাছে যেও না। এই রকম চক্রান্ত তারা করছেন। কাজেই খাদ্যের বদলে কাজ সেটা তারা মেনে নিতে পারেন না। আগে আমরা দেখেছি পাহাড়ে পাহাড়ে কোথায় ট্রাইবেল গরীব মানষ অনাহারে মারা গেল, মধ্যে মধ্যে হয় তো পত্র পত্রিকায় বেরুত কিন্তু তার কোন খবরা খবর বিগত ৩০ বৎসর ধরে কংগ্রেসী সরকার রাখে নি। বিশেষ করে এই সমস্ত এলাকায় প্রতিবছর বি, ডি, ও অফিসে হাজার হাজার গরীব ট্রাইবেল মানুষ মিছিল করেছে খাদ্যের দাবিতে। আজকে সেখানে সেই রকম কোন মিছিল নেই। কারণ পাহাড়ের গরীব মানুষ তারা বুঝেছে যে এই বামফ্রন্ট সরকার-এটা তাদের সরকার। বামফ্রন্ট সরকার অবশ্য প্রত্যেকটা গরীব মানুষকে ডিম, মাংস খাওয়াতে পারবে না, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার প্রতিজ্ঞা করেছে কাউকে অন্ততঃ না খেয়ে মরতে দেবে না এবং তার জন্য এক ফুটা জল, দুটা শুকনা রুটি তাদেরকে দেবে। আজকে এই প্রতিজ্ঞাকে চুরমার করার জন্য বিরোধী দলের সদস্যরা সেখানে গিয়ে গোপনে গোপনে চেষ্টা করছেন। সেই জন্য তারা এই বাজেটকে অভিনন্দন জানায়নি। আজকে ভূমি সংস্কার সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হয়েছে, সেগুলি তাদের মনঃপূত হয়নি। তাঁরা পাহাড়ে গিয়ে প্রচার করেন, ঐ আঠারমুড়া প্রচার করেন, ঐ অজ্ঞ ট্রাইবেলদের কাছে গিয়ে বলছেন যে দেখ আগরতলা সমান জায়গা, কমলপুর সমান জায়গা তোমরা উপজাতি যুব সমিতিতে আস, কারণ সমস্ত সমতলভূমি আমাদের দখলে আসছে। এইরকম অপপ্রচার করে হয়তো তারা মানুষকে সাময়িক বিভ্রান্ত করতে পারে, কিন্তু যখন তাদের স্বরূপ বুঝবে, তখন আর তাদের কাছে কেউ যাবে না। এটা প্রমাণিত হয়েছে, কিছুদিন আগে, যখন এই বিধান সভায় ট্রাইবেল অটনমির ব্যাপারে বিল আসে, তখন তারা এটাকে সমর্থন করেনি। এতেই প্রমাণিত হয় যে তারা উপজাতিদের মঙ্গল কামনা করেন না, তাদের ধ্বংসটাই চান। আজকে টি, আর, এল আর সংশোধন করার প্রস্তাব হয়েছে। আমরা চাই ত্রিপুরায় টি, আর, ও এল, আর অ্যাক্টের ১৮৭ ধারাতে যেখানে বলা হয়েছিল যে ট্রাইবেলদের হস্তান্তরিত জমি ফেরত দিতে হবে। গত ৩০ বৎসর যাবত কংগ্রেসী সরকার তাদেরকে ধাপ্পা দিয়ে এসেছে, এখন উপজাতি যুব সমিতিও সেটা চাচ্ছে।

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে উপজাতি যুব সমিতি ত্রিপুরার মানুষের শত্রু, উপজাতিদের ধ্বংস তারা কামনা করে ! শুধু কি তাই ? এই উপজাতি যুব সমিতি আজকে সবত্র এটা প্রচার করছে, তাঁরা আজকে একটা চক্রান্ত করছে। আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি মাননীয় স্পীকারের কাছে, উনাদের জানার জন্য বলছি, এই উপজাতি সদস্যরা লুটেরা বাহিনী তৈরী করছে। এই লুটেরা বাহিনী আজকে বাংলাদেশের চিটাগাঙ্গে লুণ্ঠন চালিয়ে যাচ্ছে। বন্দুক দিয়ে তাঁরা আজকে, ধান, সম্পদ, সমস্ত কিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে আসছে। যার ফলে জিয়া বাংলাদেশের সংখ্যালঘু উপজাতিদের বলছেন যে, তোমরা আছ বলেই তারা এসে তোমাদের কাছে আশ্রয় নিচ্ছে। তোমরা এখান থেকে চলে যাও। ওরা এই লুণ্ঠনকার্য্য সম্পন্ন করার জন্য হেড কোয়ার্টার বানিয়েছে, সাব্রুমের ভুবন টিলা অঞ্চলে। আর আজকে এইখানে তাঁরা বড় বড় আওয়াজ তুলছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মুখ্যমন্ত্রীর বাজেটকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে আমি এখানে বলছি যে, পঞ্চায়েৎ সম্পর্কে নানা কথা মুখ্যমন্ত্রী বাজেট বইতে পেশ করেছেন। সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি এখানে বলছি যে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে পঞ্চায়েৎ রাজ অ্যাক্ট চালু আছে, তা উত্তর প্রদেশের অ্যাক্ট অনুসারে। কিন্তু সেই উত্তর প্রদেশের অ্যাক্টের মধ্যেই আছে যে, প্রতি ৫ বছর অন্তর গাঁও সভার ইলেকসান হবে। পাঁচ বছরের বেশী কেউ থাকতে পারবে না। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরায় আমরা কি দেখলাম ? আমরা দেখলাম যে, ত্রিপুরায় গাঁও প্রধানরা অমর, তারা কোন দিন মরে না। আজকে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে পুরাণো গাঁওসভা বাতিল করে দিয়ে নতুন ইলেকসান করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজকে চা বাগানগুলিতে পর্য্যন্ত পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা জানি পুরাণো কংগ্রেসী আমলে তা ছিল না। আমরা এও জানি যে ত্রিপুরায় মোট ৫২টি চা বাগান আছে। তার মধ্যে ১২।১৩টি চা বাগান এবারই প্রথম সে সমস্ত বাগানে আইন সঙ্গত সুযোগ দিয়েছেন এবং কি করে বাগান শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা যায়, তার প্রচেষ্ট নিয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশান হতো না। কারণ কিছু আমলার টাকা পয়সা খাওয়ার এবং কিছু কংগ্রেসী মন্ত্রীর টাকা পয়সা খাওয়ার পথ এতে ছিল। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই, সে পথ স্তব্ধ করে দিয়েছেন। উপরন্তু ৬ মাসের মধ্যে মাননীয় সরকার পৌর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছেন। কিছুদিনের মধ্যেই এখানে পৌর ইলেকসান হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার বাজেট বইতে বলেছেন যে, আমাদের এখানে যে সব সমস্যা আছে, তা আমরা রাতারাতিই সমাধান করতে পারব না। এই বইতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ৫০ টার মত সিদ্ধান্ত নেওরা হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি এখানে খুবই কম উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আরো অনেক কিছুর উল্লেখ নেই। আমরা জানি কমলপুরে প্রতি বছর বন্যা হতো। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতার আসার সঙ্গে সঙ্গে কমলপুর এলাকায় নদীর উপর বাঁধের ব্যবস্থা করেছেন। আজকে সেখানে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে দিবা রাত্র কাজ চলছে। এই বন্যার হাত থেকে গরীব কৃষকদের কি করে বাঁচানো যায়, তারই চেষ্টা করা হচ্ছে। ওপার বাংলায় নদীতে বাঁধ সৃষ্টি করার ফলে প্রতি বছর যে রকম বন্যা প্লাবিত হতো, কমলপুর শহর এবার তার চেয়ে আরও অনেক বেশী বিপদসীমা অতিক্রম করেছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সঙ্গে সঙ্গে কমলপুরে

নদীর উপর বাঁধ তৈরী করছেন। পুরাতন সরকার বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণের কোন ব্যবস্থাই করতেন না। উপরন্তু পুলিশ দিয়ে লাঠি পেটা, বন্দুক পেটা করে মারা হতো। ১৯৬৮ সালে বন্যা এলাকায় সৌমেন্দ্র সূত্রধর মারা গিয়েছিল পুলিশী জুলুমে। অনারেবল স্পীকার স্যার, এই বাজেটের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে নতুন কোন ট্যাক্স চালু করা হয়নি। আমার মনে হয় এই বামফ্রন্ট সরকারই প্রথম ট্যাক্সহীন বাজেট পেশ করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চা বাগিচা, রাবার, অ্যাগ্রিকালচারাল ইণ্ডাস্ট্রি সম্পর্কে বিগত ৩০ বছরে কংগ্রেসী শাসনের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, উন্নতির নাম করে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নাম করে, কিছুই করেন নি। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে গরীব মানুষের সত্যিকারের কল্যাণের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্ট চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমার মনে হয় এটাও প্রথম করা হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর, চা মজদুর, বাগান মজদুরদের মজুরী বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলতে হচ্ছে যে, এই সেটেলমেন্ট এবং রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট গরীব মানুষকে দুর্ব্বল করছে। এমন কতকগুলি ভুল সেটলম্যান্ট হয়েছে, যার ফলে গরীব জনসাধারণকে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। হয়তো নামজারী করা হয়েছে অন্যের নামে, যার ফলে মামলা মোকদ্দমা করে গরীবকে আরো গরীব হতে হচ্ছে। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট বইতে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে নতুন অ্যাক্ট করার নির্দেশ দিয়েছেন।

(এট দিস্ স্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর দুই মিনিট সময় চাই।

মিঃ স্পীকার ঃ— ঠিক আছে বলুন।

শ্রীবিমল সিন্হা ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি প্রতি বৎসর ফসলের মরশুম আসলেই গ্রামে গ্রামে বীজ ধানের সংকট দেখা দিত, এবং এই সঙ্কটের জন্য প্রতি বছর কৃষককে তার নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ-পত্র বিক্রী করতে হতো। জমি বন্ধক দিয়েও কৃষক চেষ্টা করতো তার বছরের খোরাকী তুলতে। কিন্তু, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বছর দেখা গেছে, সরকার সীড ব্যাঙ্ক খুলে দিয়েছেন। আজকে সরকার থেকে সমস্ত গরীব কৃষক যাতে বীজ ধান পেতে পারে, সে ব্যবস্থা করেছেন। প্রতি বছরই দেখা গেছে কৃষি খাতে মাত্র ৪৫ পারসেন্ট খরচ হয়ে, বাকী ৩৫ পারসেন্ট টাকা ফেরত চলে গেছে। কিন্তু এবার অন্য রকম চিত্র। আজকে কৃষি কর্মনীতিকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে দেখেছি যে, ওরা যে রকম সারের সাহায্য করতো, তা ছিল হোপলেস সাবসিডি। একজন কৃষককে হয়তো ২০০ টাকা কৃষি ঋণ দেওয়া হতো। কিন্তু তার মধ্যে তাকে ৫০্ টাকার সুপার ফসফেট সার কিনতে বাধ্য করা হতো। হয়তো তার জমিতে সুপার ফসফেট সারের কোন প্রয়োজন নেই কিন্তু তাকে সেই সার নিতে হবে। তাহলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা কার স্বার্থে করা হয়েছে? আমি বলব এটা কিছু আমলা এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীদের স্বার্থে করা হয়েছে। কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময় হয়েছে, তারই ফলশ্রুতি হিসাবে গরীব কৃষককে বাধ্য করা হচ্ছে তার জমিতে সুপার ফসফেট সার দেওয়াতে এবং তার ফলে কৃষকের জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ব্যাংক থেকে ঋণ দেওয়ার ৩০ বছর ধরে যে

পরিকল্পনা ছিল, সেই সব পরিকল্পনা যে মুষ্টিমেয় জমিদার, জোতদার, বড় বড় পুঁজিপতিদের ক্ষেত্রে সে ঋণ দেওয়া হত, এখন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে, যখন গরীব মানুষ ঋণ করতে যায়, তখন রিজার্ভ ব্যাংকের খাতা দেখিয়ে বলা হয় যে, অমুক খাতে তো এত টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছিল, সেই টাকা আমরা আদায় করতে পারি নি। মোট কথা এই বামফ্রন্ট সরকারকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা---স্যার, আমি এখনই শেষ করছি। বর্ত্তমানে বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট রচনা করেছেন, সেটা সর্বশ্রেণীর জনগণের পক্ষে একটা নূতন পদক্ষেপ হিসাবে রচনা করা হয়েছে বলে আমি মনে করি এবং এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার---শ্রীমতহরি চৌধুরী।

শ্রীমতহরি চৌধুরী---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা বিধানসভা নির্বাচনের সময় জনসাধারণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সে প্রতিশ্রুতি আমরা পালন করতে চলেছি। বাজেটের ২।১টি দিক আমি উল্লেখ করছি। এই বাজেটে আমরা দেখেছি গত ৩০ বছর কংগ্রেস' রাজত্বে যা করতে পারে নি, সেটা আমরা করতে পেরেছি। খাদ্যের বিনিময়ে কাজ, খাজনা মকুব ইত্যাদি ইত্যাদি। কংগ্রেস'এর ৩০ বছর রাজত্বে, পাহাড়ী অঞ্চলে স্কুল থাকলেও সেটা নামে মাত্র ছিল, কারণ সেখানে কোন স্কুলঘর ছিল না, মাষ্টার ছিল না, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এসে এই স্কুলগুলি নির্মাণ করেছেন, মাষ্টার নেওয়া হয়েছে এবং এই সমস্ত কাজ আমাদের সরকারের সুষ্ঠু নীতির মাধ্যমে হয়েছে। উপজাতি যুব সমিতি কংগ্রেস পরিচালিত হয়ে, শচীন সিংহের আমলে একবার ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ইউনিয়ন গঠন করেছিলেন, কিন্তু তাতেও তাঁদের শান্তি হয় নি, তাই আবার তারা সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে দল গঠন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, কিন্তু তাও সফল হয়নি, এখন আবার উপজাতি যুব সমিতি নাম দিয়ে এবং এই উপজাতি যুব সমিতি সেই কংগ্রেস দ্বারা পরিচালিত হয়েই কাজ করছেন, তাই উপজাতি যুব সমিতির ভাইদের কাছে আমি অনুরোধ রাখবো তাঁরা যেন উন্নয়নমূলক কাজে বাধার সৃষ্টি না করেন। এই বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ নাথ।

শ্রীউমেশ নাথ---মাননীয় স্পীকার স্যার, শারীরিক দিক দিয়ে আমি অসুস্থ, তাই বাজেট ভাষণে আমি অংশগ্রহণ করতে পারবো না।

মিঃ স্পীকার---আমাদের হাতে আর মাত্র দু মিনিট সময় আছে তাই হাউস শেষ করে দিচ্ছি। আগামী ২০শে জুন ১৯৭৮ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত হাউস মুলতবী থাকবে।

PAPERS LAID ON THE TABLE "ANNEXURE-A"

(ADMITTED QUESTION NO. 121).

By Shri Nakul Das.

Will the Minister-in-charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

১। সীমান্ত অঞ্চলে গরীব মৎসজীবীদের উপর পুলিশ, বি. এস. এফ এবং কাষ্টমের লোকদের দ্বারা হয়রানি করা সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি ?

২। অবগত থাকিলে এর প্রতিকারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়াছেন ?

৩। যদি না নিয়ে থাকেন, তবে কোন ব্যবস্থা নেয়ার চিন্তা করেছেন কি ?

ANSWER

১। পুলিশ, বি. এস. এফ এবং কাষ্টমের লোক দ্বারা সীমান্ত অঞ্চলে গরীব মৎস্য জীবীদের উপর হয়রানির কোন ঘটনা সরকারের জানা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 118

By Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য বিলোনীয়া বনকর থেকে, একিনপুর ও বিলোনীয়া বনকর থেকে রাংগামুড়া পর্য্যন্ত রাস্তায় প্রতিদিন প্রত্যেকটি জীপে ৪০/৪৫ জন করে যাত্রী চলাচল করে এবং পুলিশ তার প্রতিকার করছে না ;

২। সত্য হইলে এই সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা নেবেন ?

ANSWER

১। না ইহা ঠিক নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 150

By Shri Niranjan Dev Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Community Develodment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে আর্থিক বছরে বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত জম্পুইজলাতে টি. ডি. ব্লক হওয়ার সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ তা বাস্তবায়িত হবে ? এবং

৩। যদি না থাকে তাহলে তার কারণ ?

উত্তর

১। না, মহাশয়।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। উল্লেখিত এলেকা বিশালগড় সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের অন্তর্গত আছে।

Admitted Starred Question No. 141
By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble minister-in-charge of Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় যে সমস্ত রিংওয়েল করা হয়, ঐ সমস্ত রিংওয়েলগুলিতে সরকার হইতে জল টানার জন্য দড়ি, হুইল বা বালতি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, মহাশয়।

Admitted Starred Question No. 14.
By Shri Harinath Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the A. R. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৫ সনের মার্চ মাসের রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের লাঘাতর ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ না করার জন্য কত শতাংশ রাজ্য সরকারী কর্মচারীকে ডাবল ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১৯৭৫ স নর মার্চ মাসে সরকারী কর্মচারীদের লাগাতর ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ না করার জন্যে ৪৭·৪৪% শতাংশ রাজ্য সরকারী কর্মচারীকে ডাবল ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হয়েছে .

Admitted starred Question No. 90
By Shri Niranjan Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayat Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য গাঁও সভা ভেঙ্গে দেওয়ার পরও "মধ্যবর্ত্তী উন্নয়ন কমিটির" চেয়ারম্যান এর নিকট দায়িত্ব (চার্জ) বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারীভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে ভেঙ্গে দেওয়া গাঁও সভার প্রধানগণ সরকারী নির্দেশমতে ইন্টেরীয়েম ডেভেলাপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান এর নিকট চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছিল কিনা ?

৩। না দিয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। ইহা সত্য।

২। সর্ব ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি।

৩। ইতিমধ্যে অন্তবর্ত্তী উন্নয়ন কমিটি গঠন বাতিল করা হয়।

Admitted starred Question No. 157.
By Shri Drao Kumar Riang

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment aud Services Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১-১-৭৮ ইং হইতে ১৫-৫-৭৮ ইং এর মধ্যে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কতজন কন্টিনজেন্ট কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে;

২। ইহার মধ্যে তপঃ উপজাতি এবং তপশীল জাতি অন্তর্ভূক্ত কর্মীর সংখ্যা কতজন?

উত্তর

১। ১-১-৭৮ ইং হইতে ১৫-৫-৭৮ ইং সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মোট ৬৬ জন কন্টিনজেন্ট কর্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে, তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

২। ইহার মধ্যে তপঃ উপজাতির সংখ্যা ১২ জন এবং তপঃ জাতির সংখ্যা ৭ জন।

STATEMENT SHOWING THE DEPARTMENT-WISE BREAK UP OF CONTINGENT EMPLOYEES APPOINTED DURING 1-1-78 to 15-5-78

Sl. No.	Name of Departments/Offices.	No. of persons appointed as contingent during the period from 1-1-78 to 15-5-78			
		Sch. T.	Sch. Castes	Other	Total
1.	Directorate of Fire Service.	...	...	1	1
2.	Secretariat Administration Deptt.	...	...	2	3
3.	Chief Minister s Sectt.	1	...	3	4
4.	Statistical Department.	...	...	1	1
5.	Educational Department.	5	...	6	11
6.	Printing & Stationery Deptt.	...	...	1	1
7.	Director of Health Services.	...	...	4	3
8.	Deputy Conservator of Forests.	1	...	...	1
9.	Cooperative Department.	...	...	1	1
10.	Public Relations & Tourism.	...	...	1	1
11.	Directorate of Food & Civil Supplies.	...	...	2	2
12.	Directorate of Animal Husbandry.	3	...	6	9
13.	D. M. & Collector, North.	...	...	1	1
14.	D. M. & Collector, South.	...	2	3	5
15.	Industries Department.	2	4	16	22
		12	7	47	66

Admitted Question No. 92
By Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

(১) সাব্রুম মহকুমার শিলাছড়ি এলাকায় পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

(২) না থাকিলে, তার কারণ কি ?

উত্তর

(১) হ্যাঁ, মহাশয়।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure "B"

Admitted Un-starred Question No. 46.
*By Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের কতজন কর্মচারীর স্থায়ী ঠিকানা রাজ্যের বাইরে—তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব।

২। ইহা কি সত্য যে অনেক কর্মচারী এই রাজ্যে স্থায়ীভাবে বাড়ী ঘর করার পরও এল টি সিব সুবিধা ভোগ করার উদ্দেশ্যে তাদের স্থায়ী ঠিকানা ত্রিপুরার বাইরে দেখাচ্ছেন ;

৩। যদি তা সত্য হয় তবে সরকার এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ;

৪। ১৯৭৭-৭৮ সালে আর্থিক বৎসরে লিভ ট্রেভেল কন্‌সেসান বাবদ সরকারের মোট খরচের পরিমাণ কত।

৫। এই খরচের কতটাকা রাজ্যের বাইরে যাদের স্থায়ী ঠিকানা সেই সমস্ত কর্মচারীদের বাবতে খরচ হয়েছে।

উত্তর

১। তথ্যাদি সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

২। সম্পূর্ণ তথ্যের অভাবে সঠিক উত্তর দেওয়া গেলনা। তবে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে এই রাজের কোন কর্মচারীর স্হায়ী ঠিকানা বাইরে থাকিলেও প্রতি পাঁচ বছর অন্তর রাজ্যের বাইরে ভ্রমণের যে সুবিধা দেওয়া আছে তাহা ভোগ করিতে বাধার কারণ দৃষ্ট হয় না।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

৪, এবং ৫ খরচের পরিমাণ এই পর্যন্ত যাহা সংগ্রহ করা গিয়াছে তাহা সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

STATEMENT SHOWING THE POSITION OF GOVERNMENT EMPLOYEES AVAIL LEAVE TRAVEL CONCESSION ETC.

Sl. No.	Name of Department/ Offices.	No. of employes whose permanent address outside Tripura.	Total expenditure incurred during 1977-78 in respect of L. T. C.	Total expenditure incurred in respect of employees whose permanent addresses are outside Tripura.
1	2	3	4	5
			Rs.	Rs.
1.	Forest Department	21	—	—
2.	D. M. & Collector (North)	4	—	—
3.	Panchayat Department	3	4,500	—
4.	Engineering College	18	—	—
5.	Law Department	1	—	—
6.	Animal Husbandry Deptt.	13	5,751.20	1,151.20
7.	Public Relation & Tourism Deptt,	7	13,942 00	480.00
8.	Directorate of Food and Civil Supplies	22	—	—
9.	B. B. Evening College	20	14,616.75	4,136.75
10.	Printing and Stationery Deppt.	9	4,727.95	1,399.60
11.	Cooperative Deptt.	12	23,690.00	1,810.00
12.	Statistical Departmen	7	19,871.39	4,690.00
13.	Fisheries Department	5	2,150.00	500.00
14.	Town & Country Planning	2	—	—
15.	Health Directorate	164	—	—
16.	Election Department	2	600.00	600.00
17.	M. B. B. College	81	16,332.77	16,332.77
18.	Women's College	24	5,300.93	5300 3
19.	Employment Services & Manpower Planning	3	2,700.00	500.00

1	2	3	4	5
20.	Fire Service Directorate	12	1,483.10	1,483.10
21.	State Tax Organisation	1	—	—
22.	Tripura Public Service Commission	1	7,233.50	1,453.50
23.	District Registrar, West	1	898.00	898.00
24.	Chief Minister's Sectt.	1	657.40	657.40
25.	Rajya Sanik Board	2	—	500.00
26.	Anti Corruption Orgn.	4	657.13	657,13
27,	Jail Department	5	5,700.00	—
28.	District & Sessions Judge	15	15,168.03	4,232.11
29.	Evaluation Organisation	1	10,700.00	—
30.	Education Directorate	—	56,953.80	8,659.25
31.	D.M. & Collector, West	—	30,650.00	1,700.00
32.	B.D.O., Belonia	—	2,000.00	—
33.	Directorate of Small Savings	—	1,628,00	—
34.	S.D.O., Sadar, Agartala	—	39,279.64	2,448.83
35.	S.D.O., Sonamura	—	15,000.00	15,000,00
36.	Superintending Engineer, 1st Circle	—	6,496.65	2,303,00
37.	Directorate of Industries	—	51,443.93	4,421.55
38.	B.D.O., Melagarh	—	1,000.00	1,000.00
39.	B.D.O., Jirania	—	2,258,00	258.00
40.	Tribal Welfare Department	—	22,903.25	2,818.25
41.	Secretariat Administration Department	—	49,862.00	7,809.80
	TOTAL—	460	4,36,214.62	93,201.17

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 19.

By— 1. Shri Nagendra Jamatia.
2. Shri Drao Kumar Riang.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state—

(১) রাজ্য সরকারের আদেশ বলে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে যেমন এস্ টি এণ্ড এস সি প্রার্থীদের আসন সংরক্ষিত রাখার নীতি চালু আছে, তেমনটি বিভাগীয় পদোন্নতির ক্ষেত্রেও সেই একই নীতি চালু করার যে নির্দেশ রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরকে দেওয়া হয়েছিল তা কার্য্যকরী হচ্ছে কি ?

(২) কার্য্যকরী হয়ে থাকলে, দপ্তর ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এবং

(৩) না হয়ে থাকলে, তার কারণ।

ANSWER

(১) বিভাগীয় পদোন্নতির ক্ষেত্রে এস্ সি ও এস্ টি প্রার্থীদের আসন সংরক্ষিত রাখার নীতি কার্য্যকরী করার জন্য সরকারের সমস্ত বিভাগে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে।

(২) দপ্তর ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

(৩) প্রশ্ন উঠে না।

(ASSEMBLY UNSTARRED QUESTION NO. 19) STATEMENT SHOWING THE POSITION OF PROMOTION MADE IN VARIOUS DEPARTMENTS ACCORDING TO THE RESERVATION QUOTA FOR SCHEDULED CASTES & SCHEDULED TRIBES.

Sl. No.	Name of Departments/ Offices.	No. of promotion made as per reservation quota								
		Class I		Class II		Class III		Class IV		Total
		SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST	
1	2	3		4		5		6		7
1.	Election Department					1	1	—	2	4
2.	District & Sessions Judge					4	8	—	—	12
3.	Secretariat Admn. Deptt.					1	1	2	1	14
4.	District Registrar, West					2	1	1	—	4
5.	Printing & Stationery Deptt.					—	1	—	—	1
6.	Employment Services & Manpower					1	1	—	—	2
7.	Tribal Welfare Department					1	2	—	—	3
8.	Directorate of Health Services					2	2	—	—	4
9.	Agriculture Department					1	—	—	—	1

1	2	3		4		5		6		7
10.	Directorate of Food & Civil Supplies					3	5	-	1	9
11.	Public Works Deptt.	1	—	1	3	—	—	—	—	5
12.	Animal Husbandry Deptt.	—	—	—	—	—	—	2	1	3
13.	Cooperative Department	—	—	—	—	—	—	3	5	8
14.	Forest Department	—	—	—	—	1	2	-	—	3
15.	Apptt. & Services Deptt.	—	—	—	3	—	—	-	—	3
16.	Director of Industries	—	—	—	—	2	9	--	—	11
17.	Inspector General of Prisons	—	—	—	—	—	1	—	—	1
18.	Education Directorate	—	—	—	—	—	3	—	—	3
19.	Inspector General of Police	—	—	—	—	—	3	4	9	16
20.	Directorate of Fire Services	—	—	—	—	3	7	—	—	10

UN STARRED QUESTION NO. 35

By Shri Samar Choudhury, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। গত পাঁচ বছরে ডাকাত ও দুর্বৃত্তদের হাত থেকে আত্মরক্ষা এবং বন্য জন্তুর হাত থেকে জমির ফসল রক্ষার প্রয়োজনে কোন্ মহকুমায় কত সংখ্যক গ্রামীণ ব্যক্তি বন্দুকের লাইসেন্স প্রার্থনা করেছেন। বৎসরভিত্তিক হিসাব।

২। আবেদনকারীদের মধ্যে কত জনকে বন্দুকের লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে এবং তা আবেদন করার কত সময়ের মধ্যে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

ANSWERS

১। মহকুমা ভিত্তিক (সন ওয়ারী) বন্দুকের লাইসেন্সের জন্য গ্রামীণ আবেদন-কারীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল।

জিলা	মহকুমা	১৯৭৩সন	১৯৭৪সন	১৯৭৫সন	১৯৭৬সন	১৯৭৭সন
দক্ষিণ	উদয়পুর	১৫	৯	১৩	৬	৮
ত্রিপুরা	অমরপুর	১০	১০	১৫	১৫	১৬
	বিলোনীয়া	১৮	১০	১৮	৭	২৬
	সাব্রুম	২	২	১	৪	৬
মোট	দক্ষিণ ত্রিপুরা	৪৫	৩১	৪৭	৩২	৫৬

জিলা	মহকুমা	১৯৭৩সন	১৯18সন	১৯৭৫সন	১৯৭৬সন	১৯৭৭সন
উত্তর	ধর্মনগর	১৭	২৮	১১	১৮	১২
ত্রিপুরা	কৈলাসহর	১	—	১	১	১
	কমলপুর	৩	৩	১	--	২
মোট	উত্তর ত্রিপুরা	২১	৩১	১৩	১৯	১৫

পশ্চিম	সদর	৬১	১১০	৮০	৮৬	১৬৬
ত্রিপুরা	সোনামুড়া	১২	১	৩	৪	১৪
	খোয়াই	৩	২	২	২	৭
মোট	পশ্চিম ত্রিপুরা	৭৬	১১৩	৮৫	৯২	১৮৭

২। আবেদন করার ৩ মাস, ৬ মাস ও তদূর্দ্ধ সময়ের মধ্যে মহকুমাভিত্তিক মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা।

জিলা	মহকুমা	৩ মাসের মধ্যে	৬ মাসের মধ্যে	১ বৎসরের মধ্যে	২ বৎসরের মধ্যে	মোট
দক্ষিণ	উদয়পুর	১৬	১৯	৭	—	৪২
ত্রিপুরা	অমরপুর	৪	২৬	৩৬	—	৬৬
	বিলোনীয়া	—	৩৭	৩৪	৮	৭৯
	সাব্রুম	৫	৫	৫	—	১৫
	(বৎসর ভিত্তিক হিসাব পাওয়া যায় নাই)					
মোট	দক্ষিণ ত্রিপুরা					২০২
উত্তর	ধর্মনগর	৮৬	—	—	—	৮৬
ত্রিপুরা	কৈলাসহর	৪	—	—	—	৪
	কমলপুর	৯	—	—	—	৯
	(বৎসর ভিত্তিক হিসাব পাওয়া যায় নাই)					
মোট	উত্তর ত্রিপুরা জেলা					৯৯

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক সময়ভিত্তিক মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স'এর সংখ্যা নির্দ্ধারণের জন্য সময় প্রার্থনা করিয়াছেন। তবে বৎসর ভিত্তিক মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স'এর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল।

জিলা	মহকুমা	১৯৭৩ সন	১৯৭৪ সন	১৯৭৫ সন	১৯৭৬ সন	১৯৭৭ সন	মোট
পশ্চিম	সদর	৬১	১১০	৮০	৮৬	১০৩	৪৪০
ত্রিপুরা	সোনামুড়া	১২	১	৩	৪	১৪	৩৪
	খোয়াই	৩	২	২	২	৭	১৬
মোট	পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা						৪৯০

By Sri Niranjan Deb Barma
Admitted Unstarred Question No. :—12

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ব্লকের মাধ্যমে যে যে সকল পাঠাগার গাঁওসভাগুলোতে স্থাপন করা হয়েছিল, তার সংখ্যা কত ?

২। ঐ সমস্ত পাঠাগারগুলির জন্য ১৯৭৭-৭৮ আর্থিক বৎসরে কত টাকা মঞ্জুর হয়েছিল ? ব্লক ভিত্তিক তার হিসাব।

উত্তর ঃ

১। ব্লকের মাধ্যমে মোট ৯ (নয়টি) ব্লকে ১৭ (সতের) টি পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে।

২। ১৯৭৭-৭৮ আর্থিক বৎসরে পাঠাগার স্থাপন করার বাবদে কোন টাকা মঞ্জুর করা হয়নি ;

Admitted un Starred Question No. 3
By Shri Niranjan Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Community Developtment Deyartment be pleased to state :—

প্রশ্ন ঃ

ত্রিপুরা রাজ্যে ব্লকের মাধ্যমে যে সকল পাঠাগার স্থাপন করা হইয়াছে তার সংখ্যা কত ? (ব্লক ভিত্তিক তার পৃথক পৃথক হিসাবে)

উত্তর :

ত্রিপুরা রাজ্যে ব্লকের মাধ্যমে মোট ৩৮টি পাঠাগার স্থাপন করা হইয়াছে। তার ব্লক ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

ব্লকের নাম	পাঠাগার সংখ্যা	ব্লকের নাম	পাঠাগার সংখ্যা
১। অমরপুর	১টী	১০। জিরানীয়া	১টী
২। রাজনগর	১টী	১১। খোয়াই	৬টী
৩। উদয়পুর	৫টী	১২। তেলিয়ামুড়া	১টী
৪। সাতচাঁন্দ	১টী	১৩। কাঞ্চনপুর	১টী
৫। ডম্বুরনগর	১টী	১৬। ছামনু	১টী
৬। বগাফা	২টী	১৫। সালেমা	১টী
৭। মেলাঘর	৩টী	১৬। কুমারঘাট	নাই
৮। মোহনপুর	১১টী	১৭। পানিসাগর	রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই।
৯। বিশালগড়	২টী		

ASSEMBLY UN-STARRED QUESTION NO. 43

By—Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১) পুলিশ দপ্তরে কতজন পুলিশ কর্মচারীর পাঁচ বছরের উপর এবং কতজন তিন বছরের উপর কাজ করেছে তার হিসাব।

২) এই সমস্ত পুলিশ কর্মচারীগণকে স্থায়ী ও অর্ধ স্থায়ী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

ANSWER

১) পুলিশ দপ্তরে ৬৩৩ জন অস্থায়ী কর্মচারী আছেন যাহারা পাঁচ বছরের উপর চাকুরী করিতেছেন অথচ স্থায়ী হন নাই। ইহা ছাড়া ১১৬ জন অস্থায়ী কর্মচারী আছেন যাহারা তিন বছরের অধিক চাকুরী করিতেছেন অথচ অর্ধস্থায়ী হন নাই।

২) হ্যাঁ মহাশয়।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 26

By Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

(ক) গ্রামীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত রাস্তাগুলি নির্মাণের সংস্কারের ক্ষেত্রে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত আছে কি ?

(১) ধর্মনগরের আলতাপুর গ্রাম হইতে বরুয়াকান্দি কলোনী ও উঃ বরুয়াকান্দি পর্য্যন্ত রাস্তা।

(২) উঃ বরুয়াকান্দি হইতে পশ্চিম চন্দ্রপুর পর্য্যন্ত রাস্তা।

(৩) ডলুকান্দি (রাখনা) হইতে পশ্চিম চন্দ্রপুর পর্য্যন্ত রাস্তা।

(৪) সাকাই বাড়ী ধর্মনগর শহর রাস্তা হইতে সাকাইবাড়ী নাথপাড়া পর্য্যন্ত রাস্তা।

(৫) রাঘনা গ্রামের যোগাযোগকারী রাস্তাগুলি।

(৬) সোনারের বাসা হইতে ভাগ্যপুর পর্য্যন্ত রাস্তা।

(৭) বরুয়াকান্দি হইতে মিশন টিলা হইয়া দেওয়ান পাশা পর্য্যন্ত রাস্তা।

(খ) ঐ রাস্তাগুলি নির্মাণ সংস্কারের সিদ্ধান্ত না থাকিলে, এগুলি সম্পর্কে কোন বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে কি ?

উত্তর

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 22

By Shri Drao Kumar Riang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state.—

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রধান ও সদস্য পদ প্রার্থী হওয়ার জন্য ফরম বিক্রয় করিয়া সরকারের কত টাকা লাভ হইয়াছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১। সমগ্র ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রধান ও সদস্য পদ প্রার্থীদের মধ্যে নোমিনেশান ফরম বিক্রয় করিয়া নিম্ন লিখিত টাকা আদায় হইয়াছে ঃ-

ব্লকের নাম	কত টাকার ফরম বিক্রয় হইয়াছে	
	প্রধান	মেম্বার
১। মোহনপুর	২,৪৭৫ টাকা	১০,৬৮০ টাকা
২। রাজনগর	১,৬৭৫ টাকা	৭,৮২৪ টাকা
৩। কাঞ্চনপুর	৩.২০০ টাকা	৮,৬২৮ টাকা
৪। কমলপুর (সালেমা)	৩,০৫০ টাকা	১২,৬১২ টাকা
৫। সাতচাঁদ	৩,৮৪৫ টাকা	১১,৩৭৬ টাকা
৬। উদয়পুর	৪,০০০ টাকা	১৫,৭৫৬ টাকা
৭। মেলাঘর	৩,৯৭৫ টাকা	১৩,৭৬৪ টাকা
৮। পানিসাগর	৪,২৭৫ টাকা	১৪,২৯২ টাকা
৯। জিরানীয়া	২,৮৫০ টাকা	১১,৯৪৬ টাকা
১০। অমরপুর	৩,০৭৫ টাকা	১১,৭৩৬ টাকা
১১। বিশালগড়	৬,৪০০ টাকা	২৩,২৬৮ টাকা
১২। খোয়াই	১,৯৫০ টাকা	৭,৪৮৮ টাকা
১৩। তেলিয়ামুড়া	২,৫০০ টাকা	৯১,২২০ টাকা
১৪। কুমারঘাট	৩,৭২৫ টাকা	১৪,৩৬৪ টাকা
১৫। বগাফা	১,৮৭৫ টাকা	৮,৩১৬ টাকা
১৬। ছাওমনু	২,৫৭৫ টাকা	৭,৯৪৪ টাকা
১৭। ডুম্বুরনগর	৭৭৫ টাকা	২,৯২৮ টাকা
মোট ঃ—	৫২,২২০ টাকা	১,৯৩.১৪২ টাকা

এখানে উল্লেখ করা যায় যে প্রধান পদের জন্য নোমিনেশান ফরম এর মূল্য মং ২৫ (পঁচিশ) টাকা এবং সদস্য পদের জন্য নোমিনেশান ফরম এর মূল্য মং ১২ (বার) টাকা ধার্য করা হইয়াছিল ।

Admitted Unstarted Question No. 33

By Shri Swarijam Kamini Thakur Sinha and Shri Rudreshwar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Community Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। "কাজের বিনিময়ে খাদ্য" প্রকল্প রাজ্যের সব ব্লকে সুরু হয়েছে কি ?

২। যদি না হয়ে থাকে, কেন হচ্ছে না ;

৩। এখন পর্যন্ত কোন কোন ব্লকে কতটুকু এবং কি কাজ হয়েছে।

৪। এখন পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পে কত টাকা খরচ হয়েছে ব্লকভিত্তিক হিসাব ;

৫। ইহা কি সত্য যে, প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট অফিসারগণ নানা অজুহাত দেখিয়ে প্রকল্পটিকে কার্যকরী করতে বিলম্ব করেছেন ; এবং

৬। যদি সত্য হয়ে থাকে, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মত প্রকল্পটিকে কার্য্যকরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। এবং ৪। তথ্য এতৎসহ দেওয়া গেল।

৫। না, পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্লক অফিসারগণ ব্যস্ত থাকায় প্রকল্পের রূপায়ণ সাময়িকভাবে স্তিমিত থাকে।

৬। প্রকল্পটি কার্যকরী করার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে ।

খাদ্যের বিনিময়ে কাজ প্রকল্পের
ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

ব্লকের নাম	প্রকল্পের সংখ্যা	সর্বমোট শ্রমদিবসের কর্মের সৃষ্টি	সর্বমোট খরচ
উত্তর ত্রিপুরা			
১। পানিসাগর	২০	২৬২৪	২১,৯৫০ টাঃ
২। কাঞ্চনপুর	২৮	৬৪৭৮	৩২,৩৯০ টাঃ
৩। কুমারঘাট	৩০	৬৬০৫	৩৩,০২৫ ,,
৪। সালেমা	২৪	৯২৪৩	৪৬,২১৫ ,,
৫। ছাওমনু	৪১	২৫০০	৪৭,৯০৬ ,,
পশ্চিম ত্রিপুরা			
৬। বিশালগড়	২১	৪৭৫৮	২২,৭৮০ ,,
৭। মোহনপুর	৯	৫০০০	২৫,৭৬৫ ,,
৮। মেলাঘর	১৪	৩০১৩	১৫,০৪৬ ,,
৯। জিরাণীয়া	৮	১৪০১৬	৭,০৮০ ,,
১০। খোয়াই	৩২	৮০০৫	৪৭,৯০৬ ,,
১১। তেলিয়ামড়া	৩১	১৮৯৪	৯,৪৭০ ,,

	দক্ষিণ ত্রিপুরা				
১২।	উদয়পুর	৪	১৫১৮	৮,১৩৩	,,
১৩।	বগাফা	১০	৪৪২০	২৩,০০০	,,
১৪।	রাজনগর	৬	৫৬১	২,৮০৯	,,
১৫।	সাতচাঁদ	৬	৫৩১	২,৬৫৩	,,
১৬।	অমরপুর	৯	৪৯৪৩	২৮,১০৫	,,
১৭।	ডম্বুর নগর	তথ্য সংগ্রাহধীন			
	মোট :	৩০১	৭৫,৩০৯	৩,৭৪,২৩৩ টাঃ	

তাহাছাড়া কৃষি. পূর্ত. শিক্ষা ও বন বিভাগের মাধ্যমে এই কাজ চলিতেছে। ঐ সব বিভাগের তথ্য সংগ্রাহধীন হচ্ছে।

Admitted Un-Started Question No. 2. By Shri Niranjan Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

১। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের রাষ্ট্রপতি শাসন পর্যন্ত কত সংখ্যক কর্মচারীকে প্রমোশন দেওয়া হয়েছিল তার দপ্তর ভিত্তিক হিসাব ?

(১) তথ্যাদি সঙ্গয় তালিকায় দেওয়া হইল।

STATEMENT SHOWING THE PROMOTION MADE DURING 1972 to 1977
(UPTO THE PERIOD OF PRESIDENT RULE)

Sl. No.	Name of offices	Class IV to Class III	Class III to Class III	Class III to Class II	Class II to Class II	Class II to Class I	Class I to Class I	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Addl. District Magistrate & Collector, West Tripura.	4	50	—	—	—	—	
2.	Directorate of Industries.	19	105	12	7	—	—	
3.	District Magistrate (South)	1	50	Nil	Nil	Nil	Nil	
4.	Diiectorate of Panchayats	1	10	Nil	Nil	Nil	Nil	
5.	Law Department.				8	2		
6.	Public Works Department	72 Nos	181 Nos.	25 Nos.	Nil	25	7 Nos.	
	(Regular Estt.) W/C. Estt.	20 Nos	8 Nos.	Nil	Nil	Nil	Nil	
7.	Secretary to Chief Minister	1	1	Nil	Nil	Nil	Nil	
8.	Directorate of Welfare for SC/ST	16	60	2	—	—	—	
9.	Special Secretary to Governor.	1	2	—	—	—	—	
10.	Inspector General of Police.	338	120	—	—	—	—	
11.	Local Self Govt.	2	13	—	—	—	—	
12.	Registrar of Co-opt. Societies	4	44	11	3	—	—	
13.	Chief Conservator of Forests	47	78	5	Nil	5	2	
14.	Directorat of Public Relations and Tourism.	6	47	3	1	—	—	
15.	District Magistrate & Collector, North.	10	15	1	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Dy. Chief Electrical Officer.	1	11	1	—	—	—	
17.	Director of Agriculture.	7	169	8	7	2	—	
18.	Director of Animal Husbandry.	9	66	13	3	—	—	
19.	Director of Food & Civil Supplies.	8	64	5	2	—	—	
20.	Director of Health Services.	10	25	Nil	—	—	—	
21.	Asstt. Commissioner of Taxes.	—	1	—	—	—	—	
22.	Town & Country Planning.	—	1	—	—	—	—	
23.	Labour Department.	4	5	2	—	—	—	
24.	Director of Fire Services.	—	24	—	—	—	—	
25.	Senior Statistical Officer. Statistical Department.	—	43	4	2	—	—	
26.	Printing and Stationary Department.	2	19	1	—	—	—	
27.	Inspector General of Prisons.	7	9	3	1	—	—	
28.	Evaluation Organisation	—	3	—	—	—	—	
29.	District & Sessions Judge.	—	68	—	—	—	—	
30.	Administrative Reforms Department.	—	1	1	—	—	—	
31.	Employment Services & Manpower Planning.	—	11	1	2	—	—	
32.	Director of Settlement & Land Records.	5	12	—	—	—	—	
33.	District Registrar, West.	1	7	1	—	—	—	
34.	Tripura Public Service Commission.	2	7	—	—	—	—	
35.	Director of Fisheries.	1	12	3	1	1	—	
36.	Secretariat Administrative Deptt. (Class IV to IV 5)		110	71	—	—	—	
37.	Appointment & Services Department.	—	—	—	97	—	18	

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 30

By Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) পানিসাগর ব্লক এলাকাধীন বিভিন্ন গ্রামের কোন্ কোন্ অঞ্চলে নলকূপ ও পাতকুয়া আছে (গাঁওসভা এলাকার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল ভিত্তিক সংখ্যা)

২) ঐ সব নলকূপ ও পাতকুয়ার মধ্যে কতটি অকেজো হয়ে পড়ে আছে। (গাঁওসভা এলাকার গ্রামাঞ্চল ভিত্তিক সংখ্যা)

৩) ঐ ব্লকের অন্তর্গত যে সকল গ্রামাঞ্চলে নলকূপ বা পাতকুয়া না থাকায় পানীয় জলের অভাব মানুষ দুর্বিষহ জীবন যাপন করে, সে সমস্ত এলাকাকে সঠিক ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কি ?

৪) এবং করা হলে, ঐ সমস্ত অঞ্চলে পানীয়জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে কি না ?

উত্তর

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 30

By Shri Samar Choudhury/Shri Rudreswar Das/Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় কোন ব্লকে কত সংখ্যক টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল ১৯৭৭ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত করা হয়েছে ;

২) এর মধ্যে কত সংখ্যক গত ডিসেম্বরে চালু ছিল ;

৩) কত সংখ্যক সামান্য মেরামতের জন্য অচল ছিল ;

৪) কত সংখ্যক বৎসরাধিক কাল অচল হয়ে পড়ে ছিল ;

৫) কত সংখ্যক তিন বৎসরেরও বেশী সময় ধরে অচল হয়ে আছে ; এবং

৬) অকেজো টিউবওয়েল ও রিংওয়েলগুলিকে মেরামত করার কোন ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন কি ?

উত্তর

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।

———

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on Tuesday the 20th June, 1978 at 11 A. M.

Present

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, Chief Minister, 10 Ministers, Deputy Speaker 46 Members.

STARRED QUESTIONS.

(To which oral answers were given)

মিঃ স্পীকার: —আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করিবেন। শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা —কোয়েশ্চান নং ১০ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব—কোয়েশ্চান নং ১০ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা রাজ্যে 'উপজাতি সাংস্কৃতি সংস্থার' সংখ্যা কত এবং তার নাম ?	১ এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তর তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
২। ১৯৭২-৭৭ সাল পর্যন্ত উপজাতি সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলিকে কত টাকা সরকারী অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছিল ? পৃথক পৃথক হিসাব ?	

মিঃ স্পীকার—শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার—কোয়েশ্চান নং ৪৮ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব—কোয়েশ্চান নং ৪৮ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বেসরকারী বিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারীগণকে গ্র্যান্ট-ইন-আইড আইনের আওতায় আনা হইবে কি ?	১। বিষয়টী সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।
২। করা হইলে কতদিনের মধ্যে করা হইবে ?'	২। যত সত্বর সম্ভব এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—কোয়েশ্চান নং ২৭ স্যার।

শ্রীদশরথ দেববর্মা—কোয়েশ্চান নং ২৭ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য, বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় পেংরা নিবাসী গুরুচরণ দেববর্ম্মা ক্রনিক পেপটিক আলসারে ভুগে ঔষধ পথ্য খরিদ করার জন্য উপজাতি কল্যান দপ্তরে সরকারী অনুদানের জন্য আবেদন করেছিল; এবং	১। হ্যাঁ।
২। মাননীয় উপজাতি কল্যান মন্ত্রী ঐ আবেদন সুপারিশ করা সত্বেও দীর্ঘ তিন মাসেও সরকারী অনুদান না জোটায় চিকিৎসার অভাবে ২১.৪.৭৮ তারিখে গুরুচরণ মারা যায়?	২। গুরুচরণ দেববর্ম্মা মারা গিয়েছেন ইহা সত্য। তবে আবেদনে মাননীয় উপজাতি কল্যান মন্ত্রীর সুপারিশ ছিল এটা ঠিক নয় এবং চিকিৎসার অভাবে মারা গিয়েছেন এ কথাটাও ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার—শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী—কোয়েশ্চান নং ৩২।

শ্রীদশরথ দেব—কোয়েশ্চান নং ৩২ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরায় মোট কতগুলি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে?	১। বর্তমানে ২০টি সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং ৫টি সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বে-সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান পদ শূন্য আছে।
২। ইহা কি সত্য যে ১৯৬৯ ইং হইতে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদটি শূন্য আছে?	২। না।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বললেন বে-সরকারী এবং সরকারী বিদ্যালয় মিলিয়ে মোট ২৫টি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। এগুলি কবে নাগাদ পূরণ করা হবে?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—এগুলি পূরণের জন্য সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদটি শূন্য আছে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলছেন যে শূন্য নেই। তাহলে আমরা যে কাগজে পত্রে দেখছি রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের যে ডেসিগনেশান ইউস করা হয় এবং ইউনিভারসিটি থেকে যে সমস্ত করসপণ্ডেন্স করা হয় তাতে একটি প্রিন্সিপাল হিসাবে উল্লেখ থাকে। তাহলে আমরা ধরে নেব যে এ্যাক্টিং প্রিন্সিপালই হলেন ডেসিগনেটেড প্রিন্সিপাল।

শ্রীদশরথ দেব—রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পরে এম. বি. বি. কলেজের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যক্ষ এস. কে. ভট্টাচার্য্য ২৬.১২.৭০ ইং তারিখে যোগ দেন এবং ৪.৬.৭১ ইং তারিখ পর্যান্ত এই পদে বহাল ছিলেন। অতঃপর কলেজের প্রসাশনিক শ্রীপি. কে. সিংহকে সাময়িক ভাবে কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করেন এবং শ্রীসিংহ এখনও অধ্যক্ষ পদে কাজ করছেন। শ্রীসিংহের নিযুক্তিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখনও অনুমোদন দেননি। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষকে অধ্যক্ষ এর পদটী পূরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখনও অনুমোদন পাওয়া যায় নি।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ইহা কি সত্য যে একটা কলেজ অধ্যক্ষের জন্য যে কোয়ালিফিকেশান দরকার হয়, যে কোয়ালিফিকেশান না থাকার দরুন ইউনিভারসিটি তাঁকে অধ্যক্ষ পদের জন্য অনুমোদন দিচ্ছেন না।

শ্রীদশরথ দেব—ইহা ইউনিভারসিটির বিবেচনাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নং ৪০ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব—কোয়েশ্চান নং ৪০ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্ত্তমানে রাজ্যে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত এবং সেগুলি কোথায় অবস্থিত, এবং	১। বর্ত্তমান রাজ্যে কোন আবাসিক বিদ্যালয় নাই, কাজেই প্রশ্নের পরবর্ত্তী অংশ উঠে না।
২। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে আরও অনুরূপ আবাসিক বিদ্যালয় খুলবার পরিকল্পনা আছে কিনা?	২। হাঁা, বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা আছে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা—যদি পরিকল্পনা থাকে তাহলে কয়টা করা হবে?

শ্রীদশরথ দেববর্ম্মা—সাব-প্লেনের টাকা থেকে দুটো খোলার প্ল্যান আছে। একটা হচ্ছে হাই স্কুল লেভেলে, আর একটা হল প্রাইমারী লেভেলে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনাতে এটা ইয়ারমার্ক করে দেওয়া আছে। কাজেই এ বছরে আমরা খোলার চেষ্টা করব। তার জন্য কিছু বাজেটও আমাদের আছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—কোন্ ডিভিশনে খোলা হবে এবং কয়টা খোলা হবে?

শ্রীদশরথ দেববর্ম্মা—বোর্ডিং হাউস কন্‌স্ট্রাকশনের জন্য এক লক্ষ টাকা ধরা আছে বাজেটে এই বছরে। আমাদের স্কীম হচ্ছে যেখানে অলরেডি হাইস্কুল আছে সেই হাইস্কুলগুলিকে কেন্দ্র করেই আবাসিক বিদ্যালয় খোলার স্কীম। আর একটা হচ্ছে জুনিয়ার বেসিক স্কুল যেখানে আছে সেটাকে কেন্দ্র করেই আমরা করব, তবে তিনটি ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে কোথায় করা হবে সেই স্থান নির্বাচনের কাজ আমরা সুরু করেছি। এখনও নির্বাচন করা হয় নি।

মিঃ স্পীকার—শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪।

শ্রীদশরথ দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় কয়টি প্রাইমারী কয়টী নিম্ন বুনিয়াদী ও কয়টী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় 'কক্-বরক' শিক্ষার জন্য অনুমোদন করা হইয়াছে?

২) উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে কক্-বরক শিক্ষাদান অব্যাহত আছে কি?

৩) কোন্ কোন্ বিদ্যালয়কে ত্রিপুরা সরকার "কক্-বরক" শিক্ষালয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব দিতে হইবে)?

উত্তর

১) ১১৩টী প্রাইমারী ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং ৫টী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে কক্-বরক ভাষায় মাধ্যমে শিক্ষা দানের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল।

২) বর্তমানে রাজ্যে ২০টী প্রাইমারী ও নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং ৫টী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ১ম ও ২য় শ্রেণীতে পরীক্ষামূলকভাবে কক্-বরক ভাষায় শিক্ষাদান অব্যাহত আছে।

৩) রাজ্যের কোন বিদ্যালয়কেই "কক্-বরক বিদ্যালয়" হিসাবে নির্বাচিত করা হয় নাই। যে সকল বিদ্যালয়ে কক্-বরক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা এখনো পরীক্ষামূলক স্তরেই আছে।

শ্রীঅবিনাশ দেববর্মা—যে কক্-বরক ভাষা ত্রিপুরার বিভিন্ন জুনিয়ার বেসিক স্কুলের সাথে জড়িত আছে এই কক্-বরক ভাষাতে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াবার ব্যবস্থা আছে। সেটাকে হাইস্কুল পর্যন্ত উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে কিনা?

শ্রীদশরথ দেব—সরকারের এই পরিকল্পনা আছে এবং কক্-বরক ভাষায় টেক্সট বুক বা পড়ার বইগুলি লেখার জন্য প্রচেষ্টা চলছে। কক্-বরক সেল তো একটা আছেই সেটাকে আরও উন্নত করার জন্য চেষ্টা চলছে। তবে কক্-বরক ভাষায় লেখক সেরকম পাওয়া যাচ্ছে না এখনও। আমরা চেষ্টা করছি যাতে কক্-বরক লেখকেরা এগিয়ে আসেন। সরকারের দিকে থেকে সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীনকুল দাস—রাজ্যে কক্-বরক ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার নাম ক'রে উপজাতি যুব-সমিতি কতকগুলি স্কুল করেছে এবং এইগুলিকে খৃষ্টান মিশনারীদের শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করে আমার দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক অপপ্রচারের চেষ্টা হচ্ছে। এটা সরকার অবগত আছেন কিনা এবং এই সম্পর্কে তাঁরা কি করছেন?

শ্রীদশরথ দেববর্মা—প্রাইভেট ভাবে যদি কেউ স্কুল করে সেটাকে সরকার থেকে বাধা দেওয়ার মত কোন আইন নেই, আমরা বাধা দিতে চাইও না। তবে সরকার থেকে কোন অনুদান তারা পাবে না। যদি সরকারের রুলস্ মত কেউ স্কুল না করে তা হলে পাবেনা। প্রাইভেটলী যদি কেউ কোন স্কুল করে তাহলে আমাদের আপত্তি নেই।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—সরকার কি আলাদা ট্রাইবেল স্কুল করার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন? জুনিয়ার এবং সিনিয়ার বেসিকের মধ্যে না করে?

শ্রীদশরথ দেব—এ ধরণের কোন পরিকল্পনা এখানে নেই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—উপজাতি যুব সমিতি যে স্কুলগুলি করেছেন সেটা নিশ্চয়ই তাদের করার অধিকার আছে। কিন্তু আমার ধারণা এর সংগে বিদেশী শক্তির ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। এই সম্পর্কে সরকার কোন তদন্ত করবেন কিনা এবং এই সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেববর্মা—এই সম্পর্কে যদি নির্দি কোন অভিযোগ আসে তাহলে সরকার তদন্ত করে দেখতে পারেন। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া তদন্ত করা যাবে না।

মি: স্পীকার—শ্রী গৌতম প্রসাদ দত্ত।

শ্রীগৌতম দত্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮।

শ্রীদশরনীরথ দেব—মান অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮।

প্রশ্ন

১) কড়ইমুড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি বিগত সরকার অধিগ্রহণ করিয়াছেন কিনা ? এবং

২) যদি না করিয়া থাকেন তবে বর্তমানে এই বিদ্যালয়টিকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১) প্রাক্তন সরকার কড়ইমুড়া হাইস্কুল ও উহার সাথে সংযুক্ত প্রাইমারী বিদ্যালয়টিকে অধিগ্রহণের আদেশ দিয়েছিলেন।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীগৌতম দত্ত—এখন এটা কিভাবে প্রস্তাবের মধ্যে আছে ?

শ্রীদশরথ দেববর্মা—এটাকে অধিগ্রহণের আগে কয়েকটা ফরম্যালিটীজ আছে। আগের অধিগ্রহণের সময়ে সেই ফরম্যালিটীজগুলি পুরোপুরি পূর্ণ হয় নি। কাগজ পত্র পড়ে দেখলাম খুব তাড়াহুড়া করে এইগুলি করা হয়েছে। কাজেই এটা সম্পূর্ণ আইন সংগতভাবে করার চেষ্টা হচ্ছে। সেটা সম্পূর্ণ হলেই পুরোপুরি অধিগ্রহণ করা হবে।

শ্রীগৌতম দত্ত—এই ব্যাপারে গেজেট নোটিফিকেশানের কপি আমার কাছে আছে এবং ঘটনাটা তাড়াহুড়া করে করল তারা কোন দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে করেছেন ?

শ্রীদশরথ দেব—সেই দৃষ্টিভঙ্গী এখানে বলা সম্ভব নয়। আগের সরকার গ্রহণ করেছেন তবে আমরা সরকারে আসার পরে দেখেছি যে বিগত সরকারের কার্যকালে কড়ইমুড়া হাই এবং উহার সংশ্লিষ্ট প্রাইমারী বিদ্যালয়টা অধিগ্রহণ করার আদেশ দেওয়া হয় ২৮/১০/৭৭ইং তারিখে এটা শিক্ষা বিভাগ থেকে যায়। এবং এই বিদ্যালয়ে প্রাইমারী শিক্ষক অশিক্ষক কর্মচারীদের চাকরী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাগুলি ঐ আদেশের মূলে পুরোপুরি রক্ষিত হয় নি, যার ফলে কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এটা পরীক্ষার কাজ চলছে। এটা সম্পূর্ণ হলেই আমরা এই অধিগ্রহণের কাজটা সম্পূর্ণ করব।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—কড়ইমুড়াতে ২৭শে অক্টোবর গভর্ণরের আদেশ বলে যে ঘোষণা করা হয়েছিল সেই আদেশটা গ্রান্ট ইন এড্ অনুসারে সেই অর্ডারটা দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব—সবগুলি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—কোয়েশ্চান নাম্বার ৭১।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, প্রশ্ন নং ৭৬।

প্রশ্ন

১) খোয়াই মহকুমার তেলিয়ামুড়া থেকে অম্পি পর্যান্ত টি, আর, টি, সির বাস সার্ভিস হঠাৎ বন্ধ করার কারণ কি ?

২) উক্ত সার্ভিস পুনরায় চালু করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

রাস্তায় চলিবার উপযুক্ত গাড়ীর অভাব।

বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি তথা পুরাতন বাস মেরামতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তারপরই চালু করা হইবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মন্ত্রী মশাই কবে থেকে এই টি, আর, টি, সির সার্ভিসটা বন্ধ করা হয়েছে, জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, ঠিক তারিখটা এখন আমার কাছে নেই, আমি পরে জানিয়ে দেব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মন্ত্রী মশাই, যে দিন থেকে এই টি, আর, টি, সির গাড়ী চলাচল বন্ধ করা হল, তখন থেকে এই রুটে চলাচলের জন্য অল্টারনেটীভ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, বলতে পারেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, আমরা নর্থের যে রুট, সেগুলি নেশানালাইজ করেছি, যার জন্য আমরা ঐখানকার রুটগুলিতে কোন গাড়ী বা বাস দিতে পারছি না, আর তার জন্যই এই অসুবিধা হচ্ছে এবং আমাদের নূতন বাস আসছে এবং পুরাতন বাসগুলিও মেরামত করা হচ্ছে। তারপরেই এই সব রুটগুলিতে আমরা বাস দেওয়ার চেষ্টা করব।

শ্রীসুবল রুদ্র—বিগত দিনে টি, আর, টী, সির কিছু কিছু আমলার দ্বারা গাড়ীর দামী দামী পার্টসগুলি চুরি করার ফলে টি, আর, টি, সির বাসগুলির এই অব্যবস্থা চলছে এবং সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে রাস্তার মধ্যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এটা সত্য কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, টি, আর, টি, সি সংস্থাকে হাতে নেওয়ার পর আমরা সরকার থেকে লক্ষ্য করছি যে এর মধ্যে অনেকগুলি অ-ব্যবস্থা চলছে। প্রথমত: হচ্ছে একটা ভাল কারখানা নেই, তাছাড়া আগে যে সব কর্মচারীদের রিক্রুইট করা হয়েছে তার মধ্যে অনেক ত্রুটি রয়েছে, ফলে টি, আর টি, সির পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যেও ত্রুটি রয়েছে। যা হউক এই সংস্থাকে হাতে নেওয়ার পর এর সব বিভাগে যাতে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে উঠে তার জন আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আর পার্টস বিক্রির যে কথা মাননীয় সদস্য এখানে বললেন সেই সম্পর্কে যদি নির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া যায়, তাহলে আমরা সেটার তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে পারি।

শ্রীঅভয় বিশ্বাস—শুধু অম্পি নগরের রুটে যে বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাই নয়, আরও অনেক রুটে এই বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাজেই এই বাসগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনে এমন কোন কিছু আছে কি যাতে টী, আর, টী, সির মধ্যে সাবোটেজ হয়েছে বলে মনে করা যায় ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, মূল কারণ যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের যে বাস আছে, তার ফিফটি পার্সেন্ট বাস অকেজো হয়ে আছে, তাছাড়া এমন অনেক আনুসঙ্গিক বিষয় আছে। তার সবগুলি মিলিয়েই এই অ-ব্যবস্থাটা চলছে।

শ্রীগৌতম দত্ত—সাবোটেজের ঘটনা আছে এই জন্য বলা যায় যে বিশালগড়ে যখন বাস বন্ধ হয়, তখন এবং গত হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার সময় স্পেশাল অর্ডার করে যে বাস দেওয়া হয়েছিল, তখন সেখানে দেখা গেল, যে বাসটা ৮ টার সময়ে পৌছার কথা, সেটা ১১টার সময়ও গিয়ে পৌছল না, পরে খুঁজে নিয়ে দেখা গেল যে বাসটা পথের মধ্যে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। এই নিয়ে পরীক্ষার্থির মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের সঞ্চার হল। কাজেই যে বাসটা স্পেশাল অর্ডার করে পথে নামানো হল, সেই গাড়ীর কোন মেরামতির দরকার ছিল কি না, সেটা আগে থেকে পরীক্ষা না করে, কি ভাবে পথে নামানো হল, আমি বুঝতে পারি না। তাই আমার মনে হয়, এর মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র আছে। অতএব এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট তদন্ত করার পর দোষীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না, আমি জানতে চাই ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—টি, আর, টি, সি সম্পর্কে এই প্রশ্নের জবাবে আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই যে টি, আর, টি, সির বাসগুলি একদিকে যেমন পুরানো হয়ে গিয়েছে, অন্য দিকে তেমনি এর মধ্যে একটা চরম অ-ব্যবস্থা চলছে। টি, আর, টি, সি সম্পর্কে যে অডিট রিপোর্ট, তার মধ্যেও এর অনেক অংশ প্রকাশিত হয়েছে, এটা হাউসের মাননীয় সদস্যদের জানা আছে। তাছাড়া, আমরা কয়েক দিন যাবত লক্ষ্য করছি যে পার্টস চুরি হচ্ছে, ঠিকমত কাজ হচ্ছে না এবং বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা, ঠিকমত গাড়ীগুলি মেরামত করার জন্য যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার দরকার, তার অভাব এবং কিছু কিছু সংস্থাকে বেশী মুনাফা করে দেওয়ার জন্য নানা রকম দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়ার বিষয় আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়েছে। আমি মনে করি এই টী, আর টী, সি সম্পর্কে আমাদের সরকার থেকে একটা তদন্ত করা উচিত, যার জন্য এই হাউসের একটা কমিটী করা হয়েছে, তারা টি, আর, টি, সির মতো অন্য যে সব পাবলিক আণ্ডার টেকিংস আছে, সেগুলির পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়ে তদন্ত করে দেখবেন এবং সেই তদন্তের রিপোর্ট তারা এই হাউসের সামনে উপস্থাপিত করবেন। তবে ইতিমধ্যে আমরা আশা করছি যে জুলাই মাস থেকে অন্ততঃ ২৫/৩০ টা গাড়ী আমরা চালু করতে পারব, যেগুলি অধিকাংশই হচ্ছে নূতন গাড়ী। উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন অঞ্চলে, এমন কি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে রুটের কথা বললেন, সেই রুটেও যাতে গাড়ী দিতে পারি, তার ব্যবস্থা আমরা করব।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—প্রশ্ন নং ৯৭।

শ্রীদশরথ দেব—স্যার, প্রশ্ন নং ৯৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ধর্মনগরের বরুয়াকান্দি গ্রামের অন্তর্গত কোপাটিলা অঞ্চলে সমাজ শিক্ষা বিভাগের কোন ফলের বাগান আছে কি ?	বরুয়াকান্দি গ্রামের কোপাটিলা অঞ্চলে অবস্থিত উত্তর বরুয়াকান্দি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে একটী ফলের বাগান আছে।

প্রশ্ন	উত্তর
২। যদি থাকে, তাহলে ঐ বাগানের জমির পরিমাণ এবং কোন সালে এ' বাগানের জমি পাওয়া গিয়েছিল ?	ঐ বাগানের জমির পরিমাণ ৫ একর ১ শতক। ১৯৬৯ সালে জমি সংগ্রহ করা হইয়াছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে ১৯৬৯ সালে বাগানের জন্য জমি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৪ সাল থেকে ঐ বাগানে কি কি ফলের গাছ লাগানো হয়েছে এবং ঐ বাগান থেকে কতটা ফল পাওয়া গিয়েছে এবং তার থেকে কোন রকম লাভ হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—ঐ ফলগুলি ঐখানে যে সব ছেলে মেয়েরা আছে, তাদের জন্যই হয় এবং তাদেরই খাওয়ানো হয় কাজেই লাভ যদি কিছু হয়ে থাকে তো ঐ ছেলে মেয়েদের পেটে গিয়েই লাভ। কিন্তু পয়সার দিক থেকে আসলে কোন লাভ নেই।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি যে, ঐ বাগানে দুই একটা কাঁঠাল গাছ ছাড়া আর কোন ফলের গাছ লাগানো হয় নি ?

শ্রীদশরথ দেব—এটা অবশ্য আমার জানা নেই। তবে মাননীয় সদস্য যখন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আমি নিশ্চয় তার খোঁজ খবর নিয়ে দেখব।

মি: স্পীকার—শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস—প্রশ্ন নং ৯১৭।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, প্রশ্ন নং ৯১৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বিলোনিয়া বনকর থেকে একিনপুর ও বিলোনিয়া বনকর থেকে রাঙ্গা-মুড়া পর্যন্ত কবে পর্যন্ত বাস সার্ভিস চালু হবে ?	বিলোনিয়া একিনপুর এবং বিলোনীয়া বনকর হইতে রাধা-নগর পর্যন্ত মিনিবাস সার্ভিস চালু করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।
২। বাস সার্ভিস বিলম্বিত হওয়ার কারণ কি ?	রাস্তা ভাল না থাকায় সম্ভব হয় নাই। পূর্ত দপ্তর হইতে অনু-মোদন পাওয়ার মিনিবাস চালু করার সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।
৩। যদি রাস্তার জন্য হয়ে থাকে তবে কত দিনের মধ্যে রাস্তা সংস্কার করা হবে ?	২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনকুল দাস—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে রাস্তা সংস্কারের প্রশ্ন, সে ব্যাপারে আমরা জানি যে বিলোনীয়া বনকর থেকে বড়পাথরী পর্যন্ত রাস্তা তৈরী করার জন্য টেণ্ডার দিয়ে কন্ট্রাক্টার পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা বলেছিলাম ছোট ছোট গ্রুপ করে দেওয়ার জন্য যাতে কন্ট্রাক্টার পাওয়া যায়। কাজেই এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় ওয়াকিবহাল আছেন কি না জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার জবাবে বলেছি যে পূর্তদপ্তর থেকে এই ব্যাপারে ক্লীয়ারেন্স পাওয়া গেছে। আমরা ওখানে ব্যবস্থা করেছি কাজ চালানোর জন্য পূর্তদপ্তর থেকে রাস্তার কন্ট্রাক্ট কাকে দেওয়া হল এবং কেন ইম্প্লিমেন্ট করা হচ্ছে না এটা সেপারেট প্রশ্ন করলে জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুমন্ত কুমার দাস।

শ্রীসুমন্ত কুমার দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৭৬, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৭৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১। সোনামুড়া মহকুমার পাসচৌমুহনী হাইস্কুলে মোট কতজন শিক্ষক	১। পাসচৌমুহনী হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকসহ বর্তমানে মোট ১৫ জন
২। যদি প্রয়োজনের তুলনায় ঐ স্কুলে শিক্ষক কম হয়ে থাকে তাহা হলে কত দিনের মধ্যে ঐ স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে?	২। শিক্ষক আছেন ঐ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক কম থাকায় সম্প্রতি যে এক হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নেওয়া হয়েছে তার মধ্য থেকে তিনজনকে ঐ বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রীষ্মের বন্ধের পর তারা কাজে যোগ দেবে।

শ্রীসুমন্ত কুমার দাস—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই তিনজনকে নিযুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু উপরের লেভেলে শিক্ষক সংখ্যা খুবই কম। পাসচৌমুহনী হাইস্কুলে উপরের লেভেলে শিক্ষকের কোটা পূরণ করার কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার স্যার, সব স্কুলেই শিক্ষকের অভাব আছে। সেগুলি পূরণ করার জন্য চেষ্টা চলছে। আপনারা দেখছেন পাঁচশো গ্রেজুয়েট শিক্ষক নিয়োগ করা হবে হাইস্কুলগুলিতে এবং আরও ৭৫০ জন প্রাইমারী শিক্ষক নেওয়া হবে যাতে নাকি প্রাইমারী স্কুলগুলিতে আরও কিছু শিক্ষক দেওয়া যায় কাজেই এগুলি আমরা করছি এবং বিভিন্ন স্কুলগুলিতে আমরা জানতে চেয়েছি যে কোন কোন বিষয়ে গ্রেজুয়েট টীচারের প্রয়োজন আছে, কোন স্কুলে কতজন, তার চাহিদা পাওয়ার সংগে সংগে আমরা এই শিক্ষক নিয়োগের কাজ সুরু করব।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১:২০ এই রেশিও অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করবেন না বিষয় অনুযায়ী করবেন, বিষয় অনুযায়ী করলে রেশিওর উপরে হতে পারে সেটা কিভাবে নিয়োগ করা হবে ?

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার স্যার, ১:২০ এইভাবে বলা যায় না তবে সবগুলি পরীক্ষা করে চাহিদা অনুযায়ী আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব।

মি: স্পীকার—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৪৫। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৪৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য উপজাতি উন্নয়ন দপ্তরটি স্বয়ং সম্পূর্ণ দপ্তর না করার ফলে তপশিল উপজাতি, তপশিল জাতির উন্নয়নের কাজ করিতে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় ?	১। হাঁ, ইহা আংশিক সত্য।
২। যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে বর্তমান আর্থিক বছরে উক্ত দপ্তরটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ দপ্তর করা হইবে কি ?	২। না, যথাসম্ভব প্রস্তুতি চলছে।

মি: স্পীকার—শ্রীতরণী মোহন সিংহ।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৬৩, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৬৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১। চলতি আর্থিক বছরে কয়টি দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় খোলা হইবে এবং কোথায় কোথায় ?	১। এই বিষয়ে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি।

মি: স্পীকার :—শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৭০, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৭০।

প্রশ্ন

১)। ইহা কি সত্য যে কমলপুর কে. সি. বালিকা বিদ্যালয় (বর্তমান দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়) এর খেলার মাঠ তৈরি করার কাজ ১৯৭১-৭২ এ শুরু হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে ?

২). সত্য হলে কবে পর্য্যন্ত ঐ কাজ সম্পূর্ণ হবে এবং

৩). এই বিলম্বর কারণ কি ?

উত্তর

১). ১৯৭১-৭২ সালে কাজ আরম্ভ হয় নাই। কাজটা ১৯৭৭-৭৮ সালে হাতে নেওয়া হয়েছে।

২). কাজটা ১৯৭৯-৮০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়।

৩). প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কমলপুরের এই বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ ভরাট কাজ কোন বছর দেওয়া হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন বছর টেণ্ডার কল করা হয়েছিল এই তথ্য আপাততঃ আমার কাছে নেই। তবে এই বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ ভরার জন্য ১৯৭৪-৭৫ আর্থিক সালে প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় অর্থ পূর্ত দপ্তরে প্লান করতে না পারায় তখন হয় নি। ১৯৭৭-৭৮ আর্থিক বৎসরে পূর্ত দপ্তরের হাতে টাকা দেওয়া হয় এবং ১৯৭৯-৮০ সালে এই কাজটার জন্য ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং এই কাজ চলছে এবং ১৯৭৯-৮০ সালে কম্পলিট হবে আশা করা যায়।

Mr. Speaker —Shri Khagen Das.

Shri Khagen Das—Question No. 208.

Shri Dasaratha Deb—Question No. 208.

Question

1. Is it a fact that after finalisation of Audit report of 1975-76 of Ranirbagar Vidyamandir the salary of few teachers amounting to Rs. 13,000/- has remain unpaid though the acquittance had been signed ?

2. If so, how much matter happend ?

3. What are the cases of financial irregularities including defalcations that have been mentioned in the Audit report of 1976-1977 of Ranirbazar Vidymandir (primary & Secondary) under the note "Special observation" ?

4. What staps are the Government thinking to bring the economic offenders to book.

ANSWER

1. It is not a fact that the teachers have not been paid though the acquittance has been signed.

2. Does not arise.

3. The financial irregularities as pointed out by the Auditors in their report for 1976-77 as special observation are furnished below —

i) Though the Books of the school shows a cash balance of Rs. 44,262,38 from 1. 4. 76 onward retained with the Ex-Secretary, N. G.

Bhowmik the school incurs a loan of Rs. 20, 000,00 on 3. 4. 76 from the self-same Secretary which is in itseld a questionable way of book keeping.

ii) The means of school were curiously diverted by refunding loans from sundry subsidy funds totally disregarding the priority of the repayment of loans taken from the provident Fund. The teachers concerned being thus deproved of their legitimate interest accruals.

iii) Means devirted from subsidy funds of the both the sections of the schools were disbursed for a building under constructions without seeking for Departmental approval and without inviting any tenders worth the name. A qualified engineer should therefore be commissioned to go into all the details in connection with this construction with a view to assessing the worth a feasibility of the existing rection.

iv) Highly irregular manner in which the Ex-Secretary retained with himself the entire sum of the A. D. A. for an unusually long period of time is really questionable.

v) Moreover the said irregular retention has deprived the teachers concerned of the interest which should have accrued, jad the sum been duly deposited.

vi) The balance sheets prepared so far on the basis of the figures furnished by the school authorities is not in keeping with the supporting records. The new Balance Sheet prepared by us the anomalies have been accounted for as far as practicable.

vii) Total cash short as shown by the Books of accounts of the High Section of the School have been shown in details in annexure "A" attached with this report.

The entire amount of cash short has since been refunded by Shri N. K. Deb Nath the clerk concerned, who has frankly admitted the diversion of all these amounts.

viii) Some payments were made directly to the Secretary who has minply mentioned the Heads of expenditure and the amounts involved without taking proper vouchers from actual payees, vouchers No. 251 for Rs. 42.00, Voucher No 252 for Rs. 65.20, Voucher No. 252 for Rs. 54.00 and Voucher No. 351 for Rs. 858.20 are only some of the cases in point.

ix) Undisbursed stipend should either be disbursed or refunded to the Department.

4) The matter is under investigation by the Adminitrator of the Schooll and a further action will depend on the report of the Administrator.

Shri Khagen Das G—Amounting to Rs. 13,000/-was made by the Government. It is true. Whether the Hon'ble Minister is aware, of the fact that the School authority required a final grant that the teacher of the Primary/Secondary of all Government aided School are put to given their sgnature without getting their money ?

Shri Dasarath Deb G--It may be a fact. But everything is now under inbestion.

Shri Harinath Deb Barma—What is the number of unpaid teachers ?

Shri Dasarath Deb—No unpaid teacher.

মিঃ স্পীকার—শ্রীনিরঞ্জন দেববর্ম্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেব। কোয়েশ্চান নং ৭৫।

শ্রীদশরথ দেব—কোয়েশ্চন নং ৩৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বিগত কোয়ালিশন সরকারের আমলে অনেক শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে বদলীর নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং

২। যদি সত্য হয় তাহলে তাদের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। ৩০৪ জন। এদের মধ্যে ১৬৪ জন জন স্বার্থে বদলী হইয়াছেন এবং অন্যান্যরা স্বীয় অনুরোধে বদলী হইয়াছেন।

মিঃ স্পীকার—শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার—কোয়েশ্চান নং ২১।

শ্রীদশরথ দেব—কোয়েশ্চান নং ২১।

প্রশ্ন

১। এ পর্য্যন্ত কয়টি বে-সরকারি বিদ্যালয় এ সরকার প্রশাসক নিযুক্ত করেছেন ?

২। দশ বৎসরের অধিক সময় ধরে কয়টী বিদ্যালয় এ প্রশাসক রয়েছেন এবং সেই বিদ্যালয়গুলির নাম কি ?

৩। এই অবস্থা চালু রাখা বা বন্ধ করা সম্পর্কে সরকার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

উত্তর

১। ষোলটি বে-সরকারী উচ্চতর মাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকার এখন অবধি প্রশাসক নিযুক্ত করিয়াছেন।

২। এমন কোন বিদ্যালয় নাই।

৩। বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে

শ্রীঅজয় বিশ্বাস --মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে, প্রশাসক যখন নিয়োগ করা হয় তখন কি কি কারণে তাকে নিয়োগ করা হয়। করাপশনগুলি দূর করার জন্যই কি প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে ?

শ্রীদশরথ দেব— অনেকগুলি কারণ আছে, তার মধ্যে করাপশনও আছে। প্রশাসক নিয়োগ করার পরে সেগুলি দূর করার জন্য চেষ্টা করা হবে। তবে মেইন কারণ হচ্ছে ম্যানেজিং কমিটী ঠিক মত স্কুল পরিচালনা করছেন না বলেই প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—এই রকম কত স্কুল আছে যেখানে প্রশাসন নিয়োগ করা হয়েছে। যেখানে হাজার হাজার টাকা কারচুপি আছে, এই যদি থেকে থাকে, আমি জানি, রামঠাকুর স্কুলের কথা। আজকে সেখানে টীচাররা বেতন পাচ্ছেন না। বিলডিং এরপরে বহু টাকা মেরে দেওয়া হয়েছে। এগুলির ব্যাপারে সরকার কি আজ পর্যন্ত কোন তদন্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? পাবলিক মানি মারবে এত হতে পারে না।

শ্রীদশরথ দেব—যেমন স্কুলগুলি এই রকম একটা পাবলিক মানি মারার অভিযোগ করেছে সেগুলি তদন্ত করা হচ্ছে।

শ্রী মতিলাল সরকার—আমি জানি ঈশানচন্দ্র নগরে যে হাই স্কুল আছে, সেখানে অ্যাডমেনিসট্রেটার নিয়োগ করা হয়েছে। এর পূর্বে সে স্কুলের ছাত্র অভিভাবকদের মধ্যে ম্যানেজিং কমিটির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিক্ষোভ ঘোষণা করেছিল এই সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব—যে সব স্কুলগুলি থেকে দুর্নীতির অভিযোগ এসেছে সেগুলি খতিয়ে দেখার জন্য সাধারণভাবে একটা ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকে করা যায় কি না, সে কথা আমরা ভাবছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এডমিনিষ্ট্রেটর নিয়োগ করে তদন্ত করা হলো অথচ কিছুই হলো না এই রকম কোন কেস আছে কি।

শ্রীদশরথ দেব— না এই ধরণের কোন কেস এখনও আমাদের হাতে আসে নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া- আপনি বলেছেন এডমিনিষ্ট্রেটর নিয়োগ করা হয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি এই সম্পর্কে মন্ত্রীমহোদয় অবগত আছেন কি?

শ্রীদশরথ দেব —তদন্তের রিপোর্ট যেটা সাবমিট করা হয় এবং যে রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, সেই তদন্তের রিপোর্ট কমপ্লিট না হওয়ার আগে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিগত কংগ্রেস আমলে ইচ্ছাকৃত ভাবে রাজনৈতিক কারণে গোলযোগ বাধিয়ে, অচল অবস্থার সৃষ্টি করে কোন কোন স্কুলে প্রসাশককে অভিষিক্ত করা হয়েছে, এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, সেটা মন্ত্রীমহাশয় জানেন কিনা?

শ্রীদশরথ দেব—এটা তো হতে পারে কিন্তু এটা তো প্রকাশ্যে জানা যাবে না, কারণ কি কারণে প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়, এই কনডিশানগুলি তো আর থাকবে না। এর ব্যাকগ্রাউণ্ডে কি ছিল, সেটা তো জানার কথা নয়। তবে প্রশাসক নিযুক্ত করে তার মাধ্যমে স্কুল পরিচালিত করা, এটা আমতঃ বামফ্রন্ট সরকারের নীতি হতে পারে না, যতদূর সম্ভব এই ব্যবস্থার হাত থেকে যাতে বাঁচা যায় এবং ঠিক ঠিক ভাবে নির্বাচিত স্কুল ম্যানেজিং কমিটির হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়, তারজন্য আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—রিপোর্ট এক মাস আগে মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে হস্তগত হয়েছে, তথাপি এখন পর্যান্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি, এই ব্যাপারে মন্ত্রীমহাশয় ইতিমধ্যে কোন ব্যবস্থা নেবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় সদস্য, মন্ত্রী মহাশয় কাছে কি রিপোর্ট আছে না আছে সেটা তো মন্ত্রীর চেয়ে অনারাবল মেম্বাররা বেশী জানেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় লাড়ি ওয়েজ ব্রীজ বসানোর পর অতিরিক্ত মাল বহনের জন্য ১৯৭৭ এর মার্চ্চ পর্যান্ত অতিরিক্ত কর হিসাবে কত টাকা আদায় করা হয়েছে? (বছর ভিত্তিক হিসাব),

উত্তর

১) মোট ১, ৮৬৩-৬৮ পয়সা (এক হাজার আটশত তেষট্টি টাকা আষট্টি পয়সা) ১৯৭২–৭৩ আর্থিক বছরে

মোট—১,৭৯১৭.০১ টাকা

১৯৭৩-৭৪	,,	,,	,,	৬৪৬.৬৭	,,
১৯৭৪-৭৫	,,	,,	,,	২০০০.০০	,,

২) লরি ওয়েজ ব্রীজ বসানোর পর ১৯৭৮ইং সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্যান্ত অতিরিক্ত মালপরিবহনের জন্য কতগুলি গাড়ী জড়িত ছিল তার বাৎসরিক হিসাব ?

সর্বমোট ১৮টি গাড়ী জড়িত বলিয়া ১৯৬৯-৭০ সালে কেবলমাত্র একবারই তাহা সরকারের গোচরে আসে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ব্রীজটা কোন সালে বসানো হয়েছিল ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—১৯৬০ সালে বসানো হয়েছিল।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খবর রাখেন কি যে, ওভার লোড যারা টানে সেটা তো মাপা হয় না এবং এর ফলে হাজার হাজার মাল চলে যাচ্ছে, কিন্তু টাকা আদায় হচ্ছে না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় সদস্য নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন ১৯৬০ সালে এই রাজ বসানো হয় এবং তারপর আর বড় কেস দেওয়া হয় নি। ১৯৭৯ সালে প্রথম সেই কেস দায়ের করা হয় এবং তারপর অনেক দিন পর্যন্ত গাড়ী ধরা হয় নি, এর থেকেই ধরে নিতে পারেন পুরাতন সরকার যে মালিকদের পক্ষে কাজ করেছেন এটা এই ষ্টেটমেন্ট থেকেই বুঝা যায়।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী—মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল এই ৮ বছরে অর্থাৎ প্রচান্ন লাল সিংহের শাসনকালে কি কারণে এই লড়িগুলির অপারেশান বন্ধ হয়ে থাকে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—এটা তো এখানে জানা নেই তথাপি স্বাভাবিক ভাবেই ধারণা করা যায় যে তখনকার সরকার সঙ্গে মালিক পক্ষের একটা যুক্তি ছিল তার জন্যই এটা কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় নি।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্ম্মা—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে টাকা আদায় হয় হয়েছে সেটা সরকারের কাছে জমা হলে সরকার এর থেকে হাজার হাজার টাকা আয় করতে পারেন, এর জন্য কোন ব্যবস্থা সরকার করেছেন কি, যাতে প্রতিটি প্রাইভেট লড়ি মাপা যায়?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—আমরা সরকার আসার পর এই ব্যাপারে বিশেষভাবে নজর দিচ্ছি এবং এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে যাতে কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার জন্য আমাদের দপ্তর থেকে ওদের তাড়া দিচ্ছি এবং সেইভাবে কাজ চলছে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে, এই লড়ি ওয়ে ব্রীজ, ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের কত লোক এখন কাজ করছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় সদস্যের সাপ্লিমেন্টারী জবাবে বলছি যে আমাদের এখানে একদল চৌকিদার কাম নাইটগার্ড আছে, এছাড়া এনফোর্স ডিপার্টমেন্টের অন্য কোন লোক নেই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে বিষয়টি এখানে উঠেছে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লরীতে যদি বেশী মাল থাকে তাহলে লরীর যে ড্রাইভার, তাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় এবং তাতে মালিকের অনেক বেশী মুনাফা হয়। সেটা বিবেচনা করে সরকার লরীতে যাতে বেশী মাল না নিতে পারে, তারজন্য সেটা রেগুলারাইজ করবেন। মেসিন যাতে ঠিক ঠিক মত কাজ করে এবং কোন রকম দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে মালিকরা যাতে বেশী মাল টানতে না পারে, সেই দিকে আমাদের সরকার নজর দেবেন।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ফর ইনফরমেশান আমি একটা কথা বলতে চাই। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি যে লরী ড্রপগেট যেখানে বসানো আছে, তার থেকে প্রায় এক ফার্লং দূরে, অর্থাৎ আশ্রম চৌমুনীর থেকে এক ফার্লং পূর্ব দিকে পুলিশের চৌকি বসানো আছে। সেখান থেকে কি করে একটা লরীকে আটকানো সম্ভব?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—ওখানে কোন চৌকি নেই।

মিঃ স্পীকার—প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া হয়নি, সেগুলির উত্তর সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার —আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল চন্দ্র রুদ্রের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য এর নোটিশের বিষয়বস্তু হল 'মেলাঘর উদ্বাস্তু মৎসজীবি সমবায় সমিতির পরিচালনায় প্রবল অব্যবস্থা ও দুর্নীতি সম্পর্কে গত ১৮, ১৯শে জুন তিন, চার শতাধিক শেয়ার হোল্ডার এর বিক্ষোভ প্রকাশ সম্পর্কে।' আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল চন্দ্র রুদ্র কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় সমবায় মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন, যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ২৬শে জুন এ সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় খাদ্য ও জনসম্ভরণ মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় খাদ্য ও জনসম্ভরণ মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅখিল চন্দ্র দেবনাথ কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো :—'চন্দ্রপুর, আগরতলার যারা ফুড ফর ওয়ার্ক কাজ করে তারা আজ প্রায় ৬ দিন যাবত রেশন সপ হইতে আটা না পাওয়া সম্পর্কে।'

শ্রীদশরথ দেব—'চন্দ্রপুর আগরতলা যারা ফুড ফর ওয়ার্ক কাজ করে তারা আজ প্রায় ৬ দিন যাবত রেশন সপ হইতে আটা না পাওয়া সম্পর্কে।' খাদ্য ও জনসম্ভরণ দপ্তর বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা অনুসারে যে সব এলাকায় কাজের পরিবর্তে খাদ্যে কাজ হচ্ছে, সেই সব এলাকায় ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলি আটা সরবরাহ করে থাকে। সদর বিভাগের চন্দ্রপুর ন্যায্য মূল্যের দোকানে আটা সরবরাহ করার কোন চাহিদা পত্র কোন দপ্তর হইতে অথবা চন্দ্রপুর ন্যায্য মূল্যের দোকান হইতে খাদ্য ও জনসম্ভরণ দপ্তরে পাওয়া যায় নি। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে যে যখনি ফুড ফর ওয়ার্কে কাজ হবে, তার আগেই নোটিশ দেওয়া হয় খাদ্য দপ্তরকে যে-আমরা এখানে ফুড ফর ওয়ার্কে কাজ করব এই পরিমাণ আটা আমাদের দরকার। সেই ধরণের কোন চাহিদা খাদ্য দপ্তরকে জানানো হয় নি। এবং এখনও পর্যন্ত না। চন্দ্রপুর গ্রামে ফুড ফর ওয়ার্কে কাজ হইতেছে কিনা এটা অনুসন্ধান করেও জানা যায় নি। এতদ প্রসংগে উল্লেখ করা যায় যে চন্দ্রপুর নিবাসী কিছু লোক আগরতলা পৌর সংস্থা দ্বারা পরিচালিত এবং কাজের পরিবর্তে খাদ্যে কাজ করেছে এবং তারা যথারীতি আগরতলা পৌর সংস্থা হইতে কুপনের মাধ্যমে আগরতলা পৌর এলাকার মোট টাগ্তশিত ১৭ নং ন্যায্য মূল্যের দোকান হইতে কোন নির্দ্ধারিত পরিমাণ আটা সংগ্রহ করে নি। উপার উক্ত ন্যায্য মূল্যের দোকানে কাজের পরিবর্তে খাদ্যের জন্য এই পর্যন্ত ২১ ১৪৫ কেজি. আটা সরবরাহ করা হইয়াছে। আর বিভিন্ন দপ্তরের কাজের পরিবর্তে খাদ্যের চাহিদানুযায়ী যাতে আমরা ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলিতে সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে পারি, তার জন্য সর্বপ্রকার এর ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করছি। তবে আগে আমাদেরকে অগ্রিম জানিয়ে দিতে হবে যে কোন কোন এলাকায় খাদ্যের বদলে কাজ শুরু হবে। কারণ আগে থেকে না জানালে ঐ সমস্ত জায়গায় এই সব জিনিষ পাঠানো যাবে না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং---পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এটা কি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নাকি গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে জানাতে হবে ?

শ্রীদশরথ দেব---ত্রিপুরাতে গ্রামোন্নয়ন কমিটি বলে কোন কমিটি নেই।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং-- পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশন স্যার গ্রামাঞ্চলে নিম্ন মানের আটা সরবরাহ করা হয়, এই ধরণের কোন সংবাদ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব---এই ধরণের কোন সংবাদ আমার কাছে নেই।

শ্রীনকুল চন্দ্র দাস---ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য রেশন দোকানের মাধ্যমে আটা দেওয়া হয় এটা আমরা জানি। কিন্তু বিগত দিনে কংগ্রেসী আমলে, অধিকাংশ রেশন সপ কংগ্রেসী মোড়লরা পেয়েছিল এবং বর্ত্তমানেও তারাই চালাচ্ছে, যার জন্য আমরা দেখেছি ফুড ফর ওয়ার্কে উনারা বাধার সৃষ্টি করছেন এবং ঠিক মত আটা দিচ্ছেন না। শুধু তাই নয়, আটা চুরিও করছেন। যেমন কিছুদিন আগে রাধানগরের রেশন সপের মালিক আটা চুরি করেছিলেন এবং তিনি এক বার প্রধান পদেও দাঁড়িয়েছিলেন। কাজেই আমি জানতে চাই ওদের রেশন সপ বাতিল করে অন্য কোন লোক নেওয়া হবে কিনা এবং ওদের এই সমস্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকার সুষ্ঠু তদন্ত করবেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব---কিছু কিছু রেশন সপের মালিক খাদ্যের বদলে কাজের যে আটা দেওয়া হয়ে থাকে, সেটা নিতে একটু গড় রাজি হন। তখন তাদের বলা হয় যে খাদ্যের বদলে কাজের জন্য তারা যদি আটা না নেন, তাহলে তাদের লাইসেন্স ক্যান্সেল করে সেখানে নূতন ডিলার নিয়োগ করা হবে।

শ্রীবিমল সিন্হা---উপজাতি অধ্যুষিত কোন অঞ্চলে যেখানে ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য আটা দেওয়া হয়, সেখানে উপজাতি যুব সমিতির কিছু কিছু লোক সেই আটাতে বিষ মেশানো, তোমরা এই আটা নিওনা, এই ধরণের অপপ্রচার চালাচ্ছেন এবং গুদাম জাত আটাগুলিকে নষ্ট করার ব্যবস্থা করছেন, সে সম্পর্কে তদন্ত করা হবে কিনা ? স্পেসিফিকেলী আমি বলছি আমবাসার গণ্ডাছড়াতে এই ধরণের ঘটনা চলছে।

শ্রীদশরথ দেব---এই সম্পর্কে খবর নেওয়া হবে। তবে আমি বলতে চাই খাদ্যের বদলে কাজের জন্য যে আটা দেওয়া হয়, তাতে বিষ মেশানো নেই। উপজাতি যুব সমিতির কোন লোক যদি এই ধরণের অপপ্রচার চালায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে আপনাদেরও দায়িত্ব নিতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আর সেই আটা খেয়ে যখন কেউ মরবে না, তখন আপনা থেকেই প্রমাণিত হয়ে যাবে, যে তারা মিথ্যাবাদী।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, গণ্ডাছড়ার ভুইছামা গ্রামের প্রধান শ্রীরাম চন্দ্র চাকমা, সি. পি. এম এর নির্বাচিত প্রধান। উনি উপজাতি যুব সমিতির কর্মীদের ফুড ফর ওয়ার্কে কাজ করতে দেন না এবং ২২ জনের নামে ফুড ফর ওয়ার্কে প্রায় ১৬৯ কে.জি. আটা এবং ২০০ টাকা আত্মসাৎ করেছেন, তার প্রমাণও আমার কাছে আছে ?

শ্রীদশরথ দেব---প্রথমতঃ কাঞ্চনছড়া এলাকাতে উপজাতি যুব সমিতির কোন সংগঠন আছে এটা আমাদের জানা নেই। দুই নম্বর কাজের বদলে খাদ্য এটা উপজাতি যুব সমিতি বলে নয়, ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বেকার, কাজ করতে যারা রাজী, তাদের সবাইকে কাজ দেওয়া হবে। উপজাতি যুব সমিতির একটা সংকীর্ণ রাজনীতি থাকতে পারে, যেমন কালকে তারা মিছিলে চীৎকার দিয়েছে বজ্রধ্বনি সবাদা কমিনস্ট পার্টি ধ্বংস হোক, বামফ্রন্ট সরকার ধ্বংস হোক। আমরা চাই তারাও কাজের বদলে খাদ্য পেতে। তবে তারা যদি সন্ত্রাসের সৃষ্টি করতে চায় তাহলে---(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য, এখানে বিতর্ক সৃষ্টির জন্য কলিং অ্যাটেনশান নোটিশের উপর সময় দেওয়া যায় না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক একটি ঘোষণা।

মিঃ স্পীকার—হাউসের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে দি ত্রিপুরা এ্যাডুকেশনাল ইনস্টিটিউশান্স (টেকিং ওভার অব ম্যানেজমেন্ট) (সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং বিলটিতে মাননীয় রাজ্যপাল বিগত তাং ৮।৪।৭৮ ইং তারিখে তাঁর সম্মতি দিয়েছেন।

কনসিডারেশন অ্যাণ্ড পাশিং অব দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং অব ১৯৭৮ ইং)

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটি প্রিভিলেজ মোশন ছিল।

মিঃ স্পীকার—আমরা দেখছি। সভার পরবর্তী বিষয় হল—

"দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং অব ১৯৭৮ ইং)" এর বিবেচনা।

আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে "দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৭৮ ইং)" হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—Hon'ble Speaker, Sir, I beg to move that the United Provinces Panchayat Raj (Tripura Second Amendment) Bill, 1978 (Tripura Bill No. 6 of 1978) be taken into consideration.

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—আমি আলোচনা করব।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, ১৯৭৮ সালে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেল এটা নির্বাচনের মাঝে একটা প্রহসন সৃষ্টি হয়েছিল। এই নির্বাচনে ব্যাপক দুর্নীতি, কারচুপি এবং ভয় ভীতি প্রদর্শন সবকিছুই হয়েছে এবং এই সমস্ত কাজে গণ কমিটী, গ্রামোন্নয়ন কমিটী, সমন্বয় কমিটী ভারপর পদা মনমরী ইত্যাদি সবই সংশ্লিষ্ট রয়েছে। আমরা দেখেছি গ্রামোন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার বীজধান তাদের মাধ্যমে টাকা ইত্যাদি বিলি করা হয়েছে, সুতো বিলি করা হয়েছে এবং ফুডফর ওয়ার্কে টাকা খরচ করা হয়েছে।

* * *

মিঃ স্পীকার—অ্যামেণ্ডমেন্টটির উপর আপনাদের বক্তব্য রাখতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—আমি বিলের উপর আমার বক্তব্য রাখছি।

* * *

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোন্ কলজের বিশ্লেষণে উনি এই কথাগুলি বলছেন আমি জানতে চাই। আমরা আইনসভাতে আইনসংগত ভাবে আলোচনা করতে চাই।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ঐ ইলেকশনের পরেও আমরা দেখেছি বামফ্রন্ট সরকারের সমর্থিত প্রধান এবং উপজাতি যুব সমিতি সমর্থিত প্রধান সমান ভোট পেয়েছে। কিন্তু ৩।৪ বার গণনার পর আমাদের ভোট অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—পয়েন্ট অব অর্ডার। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই মাননীয় স্পীকার, স্যার। মাননীয় সদস্য কি পঞ্চায়েত রাজ অ্যামেণ্ডমেন্টের উপর আলোচনা করছেন না সি, পি, এম, এর সমালোচনা করছেন সেটাই জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার—আমি বলেছি মাননীয় সদস্যকে ঐ সব বললে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনে বলতে হবে।

* * *Expunged as ordered by the Chair

শ্রীবীরেন দত্ত—আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি যে সব কথা বিলের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় সেগুলি প্রসিডিংস থেকে বাদ দেওয়া হোক।

মিঃ স্পীকার—যেগুলি রিলেভেন্ট নয় সেগুলি এক্সপাঞ্জ করা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা তো ভোটের বেলায় এই নিয়মটা করেন নি তাদের বেলায় পাইকারী হারে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, তারপরে আমরা দেখছি যে গাঁও প্রধানকে ২০০ টাকা করে দেওয়া হবে, কিন্তু যারা গাঁওসভার সদস্য, তাদেরকে কিছুই দেওয়া হবে না। কিন্তু আমি দাবী করছি যে শুধু গাঁও প্রধানকে কেন? দিতে যদি হয়, তাহলে সদস্যদেরও দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। তারপর নির্বাচনের সময়ে ভোটের যে কারচুপি হয়েছে, এবং অন্যান্য যে সব অভিযোগ এসেছে, সেগুলির জন্য একটা পূর্ণ তদন্ত করা হউক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেটা হচ্ছে এই যে মাননীয় সদস্য এখানে পঞ্চায়েত রাজ বিলের আলোচনা করতে গিয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন- তার সঙ্গে এই বিলের মধ্যে যে সব এ্যামেণ্ডমেন্ট আছে, সেগুলির সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের কোন মিল নেই। কাজেই আমি অনুরোধ করব যে উনার এই সব অসঙ্গতিপূর্ণ বক্তব্য যেন এই হাউসের কার্য্য বিবরণি থেকে বাদ দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার- মাননীয় সদস্য, আপনি যা বলেছেন, আমি তার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কাজেই মাননীয় সদস্য এর অসঙ্গতিপূর্ণ এই হাউসের কার্য্য বিবরণি থেকে বাদ দেওয়া হবে।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিংহকে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এবং এই সঙ্গে আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব তিনি যেন তাঁর বক্তব্য শুধু বিলের এ্যামেণ্ডমেন্টগুলির উপর সীমাবদ্ধ রাখেন, অন্যথায় আমি অসঙ্গতিপূর্ণ অংশ এক্সপাঞ্জ করে দিতে বাধ্য হব।

শ্রীবিমল সিংহ—অনারেবাল স্পীকার, স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে পঞ্চায়েত রাজ (সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট) যে বিল এনেছেন, আমি তাকে সমর্থন করি। প্রথমে এই বিলের মধ্যে বয়স কমানোর ক্ষেত্রে, ৩০ বছর থেকে কমিয়ে ২৫ বছর করতে চেয়ে যে প্রস্তাব এসেছে, সেটা আমাদের প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষের কাছে একটা নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এত দিন ধরে যে ব্যবস্থা ছিল, তাতে পঞ্চায়েত নির্বাচন হত, তার মধ্যে কেবল মাত্র গ্রামের সেই সমস্ত সুযোগ সন্ধানি অথবা গ্রাম্য টাউটদেরই নির্বাচিত হওয়ার একটা আকাংখিত অধিকার ছিল, যার ফলে নূতন জেনারেশনের যারা গণতান্ত্রিক চেতনায় উদবুদ্ধ তাদের সেই অধিকার ছিল না। কংগ্রেস বিগত ৩০ বছর ধরে ইচ্ছাকৃত ভাবে এই সব কাণ্ডকারখানা চালিয়ে আসছিল। তার পরিবর্তে আজ থেকে ৩০ বছরের পরিবর্তে ২৫ বছর বয়ঃসীমা করা হয়েছে, তার মানে হচ্ছে নূতন যোগের যুবকদের রাজনীতিতে অর্থাৎ দেশ গঠনের কাজে সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে তাই আমি এই সংশোধনী প্রস্তাবকে সমর্থন করি। তারপর সংশোধনী প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে যে এ্যাকসজিষ্টি যে সব গাঁও সভাগুলি আছে, সেগুলিকে ভাগ করে নূতন নূতন আরও অনেকগুলি গাঁও সভার সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট ৬৮৯ টি গাঁও সভার সৃষ্টি করা হয়েছে, যার ফলে দেখা যায় যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাদের নিজেদের পছন্দ মত মানুষকে মনোনীত করে নিতে পারছে। কিন্তু এর আগে যে ব্যবস্থা ছিল, তা ছিল অন্য রকম। যেমন ধরুন একটা কনষ্টিটিউন্সীর ট্রাইবেল পপুলেশান ছিল সংখ্যালঘু এবং সেখানকার ট্রাইবেল পপুলেশান থেকে কখনও গাঁও প্রধান হতে পারতো না, কারণ তারা ছিল সংখ্যালঘু। এবার নূতন নূতন কনষ্টিটিউন্সী ভেঙ্গে করার ফলে সেই জায়গায়

মধ্যে যে সমস্ত ভাষাগত বা জাতিগত সংখ্যালঘু আছে, তারা সমস্ত একম দিক দিয়ে তাদের নিজেদের পছন্দ মত লোককে মনোনীত করতে পারছেন। দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত কংগ্রেস আমলে আমরা দেখে এসেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের ৫২টা চা বাগানের মধ্যে যে সমস্ত মানুষ বসবাস করত তাদের ভোটাধিকার বলে কোন কিছু ছিল না, তারা সেখানে ক্রীতদাসের মত ছিল। ভাবতে অবাক লাগে যে কেমন করে আগের সরকার এতগুলি লোককে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। কিন্তু এই নূতন পঞ্চায়েত গঠনের পরে দেখা যাচ্ছে যে চা বাগান অঞ্চলের এত দিনের বঞ্চিতদেরও পঞ্চায়েতের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার আজকে গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে সত্যিকারের একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য এই পঞ্চায়েত বিলের মধ্যে এই সব সংশোধনীগুলি একান্ত প্রয়োজন। তারপর বিলের এ্যামেণ্ডমেন্টগুলি আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী গ্রুপ এর সদস্যরা ফুড ফর ওয়ার্ককে একটা নির্বাচনী প্রদর্শন বলে আখ্যা দিয়েছেন, তারপর ভীতি প্রদর্শন এবং কো-অর্ডিনেশান কমিটিকে নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করেছেন বলে যে সব বক্তব্য তারা রেখেছেন, সেগুলি সম্পূর্ণ অসত্য। এতদিন ধরে গণতান্ত্রিক মানুষের যে অধিকার, তাদের সেই অধিকারগুলিকে পদদলিত করে রাখা হয়েছিল, সব কিছুই যে তাদের কাছে এক তরফা ছিল। তখন নির্বাচনের সময় গ্রামের মানুষেরা লাইন দিয়ে দাঁড়াতো এবং এই লাইন দিয়ে দাঁড়ানোর মধ্যে বড় বড় জোতদার যারা সামন্ত তন্ত্রের স্বার্থে নির্বাচনে দাঁড়াতো, তাদের সামনে তাদের ইচ্ছা না থাকলেও একটা হাত তুলে দাঁড়াতে হত। তারা গ্রামের মানুষ, অধিকাংশই গরীব, কাজেই বাধ্য হয়ে ভয়ে তারা দুই হাত তুলে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর হয়ে সেজে থাকতেন এবার কিন্তু সেই আগেকার নিয়ম পাল্টে দেওয়া হয়েছে, নূতন বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সেই পুরানো নিয়মকে সংশোধন করা হয়েছে। এতে মানুষ নির্ভয়ে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে, তাদের মধ্যে ভয় ভীতির আর কোন কিছু থাকবে না। অথচ তাদের এই পবিত্র অধিকারকে খর্ব করার জন্য উপজাতি যুব সমিতির কিছু কিছু লোক মরিয়া হয়ে উঠেছে তারা কমলপুরের কমলনগরের গাঁও প্রধান প্রার্থী সিংহ ভাগা মরশুমকে রাস্তায় আটকে মারধোর করতে চেয়েছিল, কিন্তু গ্রামের মানুষ তাদের সেই সমস্ত ভয় ভীতিকে উপেক্ষা করে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে, আমাদের বামফ্রন্টের প্রার্থী সিংহ ভাগা মরশুমকে জয়যুক্ত করছেন। এতেই বুঝা যায়, বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত বিলের মধ্যে যে সংশোধনী এনেছেন, সেটাকে কেবল মাত্র হাউসেই সমর্থন করছে না, ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষই দুই হাত তুলে সমর্থন করছেন এবং আমরাও ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে সেটাকে সমর্থন জানাই এবং অভিনন্দন জানাই।

শ্রীকেশব মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী যে পঞ্চায়েত রাজ এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল এখানে এনেছেন, আমি তাকে পুরোপুরি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে এই এ্যামেণ্ডমেন্টের মধ্যে একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে বিগত ৩০ বছর ধরে পঞ্চায়েত রাজ আইনে আমাদের এখানে যে সব নির্বাচন হয়েছে, তার মধ্যে আমরা দেখেছি যে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত হয় নি। এমন কি কংগ্রেস রাজত্বে কেন্দ্র থেকে রাজ্য পর্যন্ত যে একটা মিল গত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, গণতন্ত্রের নাম করে স্বৈরতন্ত্র/একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার যে ঝোঁক ছিল সেই জিনিসটাই পুরোপুরি বজায় ছিল তাদের এ আইনের মধ্যে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের নূতন বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত রাজ এ্যাক্ট যে সংশোধনী প্রস্তাব এখানে এনেছেন, তার মধ্যে আগেকার দৃষ্টি ভঙ্গিকে ভেঙ্গেচুরে দিয়ে নূতন একটা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ পুরোপুরি গ্রামের মধ্যে, গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদের অধিকার যাতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে নিজেরা কি ভাবে চলবে এবং গ্রামের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান কি ভাবে করবে, এই যে নূতন দৃষ্টি ভঙ্গি এবং এই যে

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, এই বিলের সেই দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি রয়েছে। সুতরাং সে দিক থেকে বলা যেতে পারে, এই যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিলটা এখানে এসেছে, এটা ভারতের মধ্যে একটা নূতন জিনিস এবং এই নূতন জিনিসকে আমরা স্বাগত জানাই। এর মধ্যে আর একটা দিক যেটা রয়েছে, সেটা হচ্ছে বয়স কমিয়ে দেওয়ার ব্যাপার। আমি বলব, এটা ঠিক এবং এটা করার দরকার ছিল। বর্তমানে যে যুবশক্তি রয়েছে, তাকে যদি জাগানো না যায়, যেমন গত ৩০ বছর ধরে কংগ্রেসী অপশাসনে আমরা দেখেছি যে সারা ভারতবর্ষের গোটা যুব শক্তিকে যে ভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল এবং যুবশক্তিকে বিপথে পরিচালনা করার জন্য যে সব চক্রান্ত করা হয়েছিল, সেই চক্রান্তের ফলে একটা বিরাট অংশের মানুষ, একটা বিরাট অংশের যুবশক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থার থেকে তাদেরকে রক্ষা করা দরকার এবং তারা যাতে দেশের কথা চিন্তা করতে পারে, দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে, সেই দৃষ্টীভঙ্গি নিয়ে এই যে সংশোধন বিলটা এসেছে, বয়স কমানোর যে সংশোধনী বিলটা এসেছে, তাকে আমি সমর্থণ জানাই। এছাড়া পঞ্চায়েতকে ছোট করাই শুধু নয়, তার মধ্যে ভোটের পদ্ধতি থেকে আরম্ভ করে কাজের পদ্ধতি পর্যান্ত সমস্ত জিনিসটাকে যে ভাবে এই সংশোধনী বিলের মধ্যে উপস্থিত করা হয়েছে এবং তার মধ্যে যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের জন্য, গ্রামের মানুষের কাছে ক্ষমতাকে নিয়ে যাওয়া বা তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার, তাকে আমি অভিনন্দন জানাই।

গত ৩০ বৎসর কংগ্রেসী রাজত্বে মানুষের জীবনের মূল্য বোধ হারিয়ে গিয়েছিল। গত ৩০ বছর কংগ্রেসী অপশাসনে, সাধারণ মানুষও যে দেশ গড়ার কাজে অংশ নিতে পারে, তাদেরও যে সহযোগিতার দরকার, এটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কাজেই সাধারণ মানুষ, ঐ অবহেলিত উপজাতীরা যারা রয়েছে তারা যাতে দেশ গড়ার কাজে অংশ নিতে পারে, এই দৃষ্টিভংগী নিয়ে সাধারণ মানুষের শক্তি যাতে দেশের কাজে ব্যবহার করা যায়, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই বিল এখানে উত্থাপিত করা হয়েছে। সেই জন্য এই বিলকে আমি পুরোপুরি স্বাগত জানাই। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিলকে ত্রিপুরার কিছু প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী এবং তার কিছু অংশ এর বিরুদ্ধে যাচ্ছে। বিরুদ্ধে যাচ্ছে এই কারণে যে এরা ত্রিশ বৎসর যাবত তাদের বিভিন্ন শক্তি যেভাবে সাধারণ মানুষকে দমিয়ে রেখেছিল তারা আজকে ভয় পাচ্ছে। ভয় পাচ্ছে এই কারণে যে আজকে এই বিধানসভাতে যেভাবে গণচেতনাকে জাগ্রত করার জন্য আইন তৈরী হচ্ছে, সেই বার্তা গ্রামেগঞ্জে পৌঁছে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে, সেই জন্য এই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি ভীত সংত্রস্থ। সুতরাং যে বিল এখানে এসেছে আমি তাকে পুরোপুরি সমর্থন করি। কারণ এই পঞ্চায়েত আইনের দ্বারা সাধারণ মানুষের কিছুটা সুযোগসুবিধা হবে সেইজন্য আমি বিলকে সমর্থন করি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে যে পঞ্চায়েত রাজ অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল এসেছে, সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল, এটাকে পুরোপুরি সমর্থন করতে পারছি না। তার কারণ এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিলে কতকগুলি অভাব রয়েছে। যেমন সেকশন—২, সেখানে যে ৫ (ক) যেখানে অ্যামেণ্ডমেণ্ট করা হয়েছে সেখানে ৭০ বছর ছিল বয়স এখন সেখানে ১৫ বছর করা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় ২৫ বছর বোধ হয় প্রধানের বয়স ধরা হয়েছে কিন্তু তার কোন উল্লেখ নাই বিলে। তার সাথে সাথে মেম্বারদের বয়স কত হবে তাও এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিলে উল্লেখ থাকার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা নেই। কাজেই আমি সমর্থন করতে পারছি না। এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিলকে ১৯৪৭ সনে যে পঞ্চায়েত রাজ অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল ছিল,

পঞ্চায়েত রাজের যে নীতি ছিল ১৯৭৭ এ সেই নীতি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না। সেটা হল সেকশন ২, সাবক্লজ ২, এখানে আছে মিউনিসিপ্যালিটি টাউন এরিয়া অ্যাণ্ড নোটিফাইড এরিয়া আনর্ডার অ্যানি ল ফর দি টাইম বিয়িং ইন ফোর্স। এটা একটা জিনিস নতুন দেখছি টাউন এরিয়া নোটিফাইড এরিয়া আগে ১৯৭৭ এর পঞ্চায়েত রাজের যে আইন, সেখানে এটা ছিল না কিন্তু নোটিফাইড এরিয়ার একটা গাইড লাইন দেওয়া হয় নাই, কিভাবে নোটিফাইড এরিয়া হবে সেটা দেয়া উচিত ছিল। তাই আমরা অন্ধভাবে এই নোটিফাইড এরিয়া যে দেওয়া হল, এটাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। আর যে উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত রাজ অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল আনা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যে এখানে পুরোপুরি বজায় রাখতে পারছি না। বিশেষভাবে আমরা বলতে চাই যে আগে বড় বড় যে সমস্ত গাঁওসভা ছিল, সেগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে ছোট ছোট গাঁও-সভা করে, যেসব সিডিউল কাস্ট ও সিডিউল ট্রাইবস যে সমস্ত আগের গাঁওসভাগুলিতে ছিল এবং এই সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবসের জনসংখ্যা অনুপাতে সংবিধানের প্রভিশন অনুযায়ী, সিডিউল কাস্ট ও সিডিউল ট্রাইবসের যে সমস্ত পাওনা ছিল, এই দিকে লক্ষ্য রেখে এই সংশোধন করার কথা ছিল এবং গাঁও সভাগুলিকে ভাগ করার কথা ছিল। এখানে অবশ্য সংশোধন করা হয়েছে ও গাঁওসভাগুলিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করা হয়েছে অথচ এই সমস্ত উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও বাস্তব দিক থেকে দেখা গেলে দেখা যাবে অনেক ক্ষেত্রে অবিচার করা হয়েছে। তার একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি, যেমন ভুজংনগর গাঁওসভা যেখানে চার হাজার পপুলেশন আছে, যে ভোটার আছে, সেখানে অন্ততঃ ৪টা গাঁওসভা হতে পারে। আমি এবং আমার দলের লোকেরা ভুজংনগর গাঁওসভা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য প্রপোজেল দিয়েছিল, কিন্তু সেই প্রপোজেল নাকচ করা হয়েছে। সেই ভুজংনগর গাঁওসভাতে ৯২ শো নন্ ট্রাইবেল ছিল এবং তিন হাজারের বেশী ট্রাইবেল ছিল এবং নন্ ট্রাইবেলরা অন্তত: পক্ষে দুটো গাঁওসভা তারা পেতে পারে এবং ট্রাইবেলরা কম করে হলেও তিনটা গাঁওসভা পেতে পারে। কিন্তু এই ধরণের প্রপোজেল দেওয়া সত্ত্বেও সেখানে কার্যকরী করা হল না এবং সেটাকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই অ্যামেণ্ডমেন্ট বা সংশোধন আনা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য এখানে সার্ভ করছে না। কাজেই উদ্দেশ্য ভাল হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে যে অন্যায় অবিচার করা হয়েছে, সেইজন্য এটাকে সমর্থন করতে পারছি না। আমরা এখানে দেখলাম খেয়ালখুশি মত অ্যামেণ্ডমেন্ট বা সংশোধনী বিলকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য এখানে আনা হয়েছে। যেখানে দলীয় স্বার্থ বজায় থাকছে সেখানে দলের সুবিধা অনুসারে ডিমারকেট করা হয়েছে, গাঁওসভাগুলিকে টুকরো টুকরো করা হয়েছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখলাম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হল, এই প্রথম নির্বাচন সেখানে গণতন্ত্রের নীতি বজায় থাকবে কি না তার প্রথম পরীক্ষা সেখানেই হবে। আমরা আশা করেছিলাম এই বামফ্রন্ট সরকার যখন বিরোধী দল হিসাবে ছিল, তখন তারা বলেছিল কংগ্রেস সরকার টাকা দিয়ে, ঘুষ দিয়ে ভোট কিনেছে, ভয় ভীতি দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে ভোট আদায় করার চেষ্টা করেছে।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার:—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় সদস্য আপনি একটু বসুন। উনি পয়েন্ট অব অর্ডার এনেছেন ওকে বলতে দিন।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার: —মাননীয় সদস্য যে বলেছেন, আমরা নিজেদের সুবিধামত পঞ্চায়েৎ ভাগ করেছি তা ঠিক নয়। অফিসারদের সঙ্গে বসে আলাপ আলোচনা করেই এই ডিমারকেসান করা হয়েছে। তাই মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তা ঠিক নয়। তাছাড়া উনি যে ভয় ভীতি কিংবা টাকা পয়সার কথা বলেছেন তাও ঠিক নয়। তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি এই কথাগুলি বাদ দিন।

মিঃ স্পীকার: —মাননীয় সদস্য মহাশয় আপনি বিলের ধারার সংগতি রেখে কথা বলুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া: —যিনি পয়েন্ট অব অর্ডার এনেছেন তিনি নিজেই জানেন না এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হবে কিনা?

মিঃ স্পীকার: —শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা: —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে পঞ্চায়েৎ রাজ বিলটি এখানে আনা হয়েছে আমি এটাকে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে, ত্রিপুরা রাজ্যে এর আগে যে কংগ্রেসীরা শাসন করতেন, তখন যে পঞ্চায়েৎ আইন ছিল, এবং তার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী পদ্ধতি চালু করা ছিল, তাতে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষিত হয় নি। তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছামত গ্রামের প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারেন নি। তাই আমি বলছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার, সেই অধিকারকে তারা পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারে নি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, তাঁরা পঞ্চায়েৎ নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক নিয়মে করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই পঞ্চায়েৎ নির্বাচনকে হাতে নিয়ে তাঁরা ঠিক করেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষের উন্নয়নমূলক কাজ করার দায়িত্ব গ্রামবাসীর মনোনীত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে, যে ভাবে পঞ্চায়েৎ নির্বাচন হয়ে এসেছে, তা ছিল অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি। তখন নির্বাচন হতো হাত তুলে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে সেটাকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে করার প্রস্তাব নিলেন। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসী আমলে পঞ্চায়েৎ ইলেকশানের বয়স সীমা নির্দিষ্ট ছিল ৩০ বছরের কম হবে না। কিন্তু এখানেও বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার যুবক সমাজকে, যারা ত্রিপুরাকে গড়ে তুলবে তাদের সুযোগ দেবার জন্য বয়স কমানো হয়েছে। সে দিক থেকে দেখতে গেলে আমরা কি দেখি? আমরা দেখি আগে যে নির্বাচন হতো তা ছিল কায়েমী গোষ্ঠিকে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত করা হতো এবং তাদের হাতে গ্রামের সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা থাকতো। আমার মনে হয় বিরোধী দলের সদস্যরা বোধ হয় খুব বিচলিত হয়েছেন, আজকে কায়েমী শক্তির চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাদের যে স্বপ্ন ছিল, ঐ কায়েমী শক্তির সহায়তা তারা পাবেন, সেটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। অবশ্য সেদিক থেকে তাঁদের বিচলিত হবার কারণ আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি, গ্রামের সাধারণ মানুষের দীর্ঘ দিনের যে আশা তা পূরণ করার জন্য তাদের মনোনীত প্রতিনিধি নির্বাচিত করার ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার এসে করেছেন। কাজেই আমি একথা বলতে পারি আসুন আমরা সকলে একনিষ্ঠ হয়ে গ্রামের কর্মনীতিকে সফল করে তুলি। এইখানে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে, কংগ্রেসী আমলে যেমন টাকা, পয়সা এবং ভয় ভীতি দেখিয়ে ভোট আদায় করা হতো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই, যদি এ ধরণের

কোন ঘটনা ঘটেই থাকে, তাহলে সেটা তাঁরাই করেছেন আমার দলের তরফ থেকে এরকম কোন ঘটনা ঘটেছে, একথা তাঁরা বলতে পারবেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মনে করি এখানে যে কথা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অবাস্তব, কাল্পনিক বক্তব্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তর প্রদেশের আইন এখানে পুরোপুরি চলতে পারে না। আমরা আশা করবো। আগামী দিনে এই আইনকে পুরোপুরি বাতিল করে, নুতন আইন তৈরী করা হইবে ত্রিপুরার জন্য। তবে ত্রিপুরার মানুষকে আশার বানী এই বামফ্রন্ট সরকারই প্রথম শুনিয়েছেন। তাই আমি এটাকে স্বাগত জানাই—এবং গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য এই পঞ্চায়েৎ রাজ আইন গড়ে উঠুক, সেটাকে আমি স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার:—শ্রীনিরঞ্জন দেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :-মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় পঞ্চায়েৎ মিনিষ্টার এখানে যে, ইউনাইটেড প্রভিনসেস পঞ্চায়েৎ রাজ (ত্রিপুরা সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৮ এই হাউসে উপস্থিত করেছেন, এটাকে আমি সম্পূর্ণ রূপে সমর্থন করি। এর আগে যে পঞ্চায়েৎ রাজ বিল ছিল, সে বিলে আমরা দেখেছি, সেখানে ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে না এবং সেখানে আগে যে পঞ্চায়েতে নির্বাচন হতো, সেই নির্বাচনের মধ্যে অনেক কারচুপি হতো। পূর্বে যেখানে ৩০ বৎসর বয়সের বয়সের সীমা রেখে দেওয়া হয়েছিল, সেটাকে কমিয়ে এখন এই বামফ্রন্ট সরকার ২১ বৎসর করেছে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরাই সবচেয়ে প্রথম এটা অনুধাবন করছে—কারণ আজকে যে যুবক সমাজ তারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তারা দেশের ভাল ভাল কাজ করবে, সমাজকে এমন একটা দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে যে সমাজে থাকবে না কোন দুর্নীতি, যে সমাজে থাকবে না কোন রকম অশান্তি এবং আমরা যাতে দেশে একটা সুষ্ঠু ও সুন্দর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি, সেই উদ্দেশ্যই আজকে এই সংশোধনী বিল আনা হয়েছে। এই সংশোধনী বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে ভাবে আলোচনা করেছেন, কোন কোন সদস্য আবার বলেছেন উদ্দেশ্য মহৎ। উদ্দেশ্য যদি মহৎই হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁরা কতদূর উদ্যোগ নিতে পারেন, কতটুকু সাহায্য করতে পারেন সেটা দেখতে হবে। কারণ আজকে আমরা ত্রিপুরাতে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই, ত্রিপুরার মানুষকে সুশৃংখলভাবে আমরা গড়তে চাই এবং আমরা যারা শাসক দলে আছি বা বামফ্রন্টে যারা আছি, আমাদের পুরোপুরি উদ্যোগ থাকলেই সেটা বাস্তবে পরিণত করা যাবে তা নয়, এর মধ্যে যদি মাননীয় বিরোধী সদস্যরা অংশ গ্রহণ না করেন, তাহলে এখানে আমরা একটু সুষ্ঠ এবং সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে পারবো না, গণতন্ত্র আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো না। মাননীয় বিরোধী সদস্য আলোচনা করতে গিয়ে নানা রকম অপলাপ করেছেন, মাননীয় সদস্য বলেছেন যে নির্বাচন করতে গিয়ে যদিও এমেণ্ডমেন্টের ভিতর এটা পায় না তবুও উনি সেটা আলোচনা করেছেন।

মিঃ স্পীকার—এই দিকে আর যাবেন না আপনি এমেণ্ডমেন্টের উপর আলোচনা করেন।

শ্রীনিরঞ্জন দেব -আমি বলবো উনি যে ভাবে বক্তব্য এখানে উপস্থিত করেছেন, এই বক্তব্যের সঙ্গে এমেণ্ডমেন্টের কোন সম্পর্ক নেই সুতরাং আজকে যে এমেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে, এই এমেণ্ডমেন্ট এর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। এই এমেণ্ডমেন্ট ১৭ লক্ষ মানুষের স্বার্থে আনা হয়েছে। আমরা আশা করবো এটা শুধু এই হাউসে নয়, ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ তাকে স্বাগত জানাবে এবং তাতে ত্রিপুরার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষিত হবে এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ইনক্লাব-জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার —মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই এমেণ্ডমেন্টকে আমরা এক কথায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত এবং সুগার কোটের এমেণ্ডমেন্ট বলতে পারি। সুগার কোটের এমেণ্ডমেন্ট কেন বলছি তার কারণ হলো এবার বামফ্রন্টের এম. এল. এ. হয়েছেন ৫৬ জন উনারা মনে করছেন এখনই সময় সারা ত্রিপুরাতে ছোট ছোট গাওসভা করে সেখানে সি. পি. এম.এর দুর্গ তাঁরা তৈরী করবেন এবং তৈরী করে আগামী দিনের জন্য বিপ্লবের কাজ হিসাবে সেটাকে গ্রহণ করবেন, আমরা তারই কিছু কিছু ফল পেতে শুরু করেছি ছোট ছোট গাওসভা করা হয়েছে, প্রধানের বয়স কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, ২৫ বছর করা হয়েছে কারণ সি. পি. এর জন্য তা না হলে হাটাহাটি করে কাজ করতে পারবেন না এবং ছোট ছোট গাঁওসভা করে তাদের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য কার্যকরী করার জন্য চেষ্টা করছেন। আমরা দেখেছি গাঁওসভার ইলেকশানে সি. পি. এম. এর কর্মীরা ঘরে ঘরে গিয়ে বলে বেড়াচ্ছেন আমরা সরকারে আছি, আমাদের সঙ্গে যদি না থাক, আমাদের প্রধানকে যদি ভোট না দাও তাহলে কিছুই পাবে না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য আপনি অন্য দিকে চলে যাচ্ছেন, এমেণ্ডমেন্টের উপর আপনি বক্তব্য রাখেন।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং—এই এমেণ্ডমেন্ট যদিও সি. পি. এম. এর পক্ষে ভাল কিন্তু আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয় এই কারণে যে, এর ভিতর একটা সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে তাই আমরা এই এমেণ্ডমেন্টকে সমর্থন করতে পারছি না। এখনই গাঁওসভাগুলিতে গণ্ডগোল হচ্ছে কারণ সি. পি. এম. এর প্রধানরা তাদের এলাকাবাসীদের বলছে যে তোমরা আমাদের ভোট দাও নি, এতএব আমরা তোমাদের কিছু দেব না এবং অন্য আর একজন বলেছেন তোমরা উপজাতি যুব সমিতিকে ভোট দিয়েছ, কাজেই তোমরা কিছু পাবে না। আমি আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই, গতকাল বলেছি পুরাতন গোয়াইয়ের খান দাম...ন ...ন ব্লকে গিয়ে ...ফুড ফর ওয়ার্কের জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

মিঃ স্পীকার —মাননীয় সদস্য আপনি ঘটনা না বলে আপনার বক্তব্য রাখুন।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং—আমি আর কিছু বলতে চাই না, এই যে সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত যে এমেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে, তাকে আমরা পুরোপুরি সমর্থন করতে পারছি না। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকের এই সভায় যে বিল এসেছে আমি সেই বিলকে পুরাপুরি সমর্থন করি এবং সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই বিল আনা হয়েছে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বিরোধী দলের বক্তারা এই বিলের বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা দেখেছি গ্রামের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল, কায়েমী স্বার্থবাদীদের নিয়ে একটা চক্র গড়ে তোলার যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, বর্ত্তমানে বিরোধী গ্রুপের মধ্যেও সেই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হচ্ছে। কারণ যুবশক্তিকে তাঁরা অবমাননা করছেন। দেশের উন্নতির জন্য তারাই দেশকে সবচেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ করেছিল। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিরোধীরা একই সুরে, একই গলায় গলা মিলিয়ে তারা আজকে বিরোধীতা করছেন। ঐ যুব শক্তিই বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছে। স্বাধীনতার আন্দোলনে তারাই সবচেয়ে বেশী কষ্ট করছেন, তাই তো তারা আজকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু বিগত ৩০ বছর ধরে এই যুব শক্তিকে কংগ্রেসীরা আটকে ধরে রেখেছিল এবং তাদের অবনত করে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। আজকে বামফ্রন্ট সরকার এই পঞ্চায়েত চালাতে গিয়ে এবং দেশকে উন্নতি করতে গিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের বয়ঃসীমা ৩০ বছর থেকে ২৫ বছর ক্রমে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমি সেটাকে অভিনন্দন জানাই। আগামী দিনে এই পঞ্চায়েতগুলিকে, ঐ কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাত থেকে মুক্ত করে, এই যুব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে, পঞ্চায়েতের জন্য আরো উন্নয়ন মূলক কাজ যাতে করা যায় সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং সেই পঞ্চায়েৎকে ভেঙ্গে নূতন করে গড়ার চেষ্টা হচ্ছে! আগে আমরা দেখেছি রেভিনিউ মৌজা ভিত্তিক গাঁওসভা গঠন করা হতো। আগে রেভিনিউ মৌজা যে সমস্ত ছিল সেগুলি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল, তার কোন দিক ছিল না অর্থাৎ কত মাইল হবে, তার কোন নির্দিষ্ট সীমা পরিসীমা ছিল না এই অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মিঃ স্পীকার—আমাদের সময় শেষ, আপনি আবার মধ্যাহ্ন বিরতির পর আপনার বক্তব্য রাখবেন। হাউস বেলা দুটো পর্য্যন্ত মুলতবী থাকবে।

(মধ্যাহ্ন বিরতির পর)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : -আমি শ্রী বাদল চৌধুরীকে তাঁর অসমাপ্ত বক্তব্য সমাপ্ত করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি রেভিনিউ মৌজা সম্পর্কে বলছিলাম। অতীতে যে জরীপ করা হত, সেগুলি রাস্তার ভিত্তির উপর করে করা হত না। ফলে আইনে আগে যে সুযোগটা ছিল, রেভেনিউ মৌজা কর্ত্তৃক গাঁও সভা তৈরী করা, সেটা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি সেই গাঁও সভার যারা প্রধান হতেন, মেম্বার হতেন তারা ঠিক ঠিক ভাবে তার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারতেন না। কিন্তু আজকের এই আইনে সেই সুযোগটা করে দেওয়া হয়েছে। রেভেনিউ মৌজাকে ভেংগে, কি ভাবে সুন্দর গাঁওসভা তৈরী করা যায় এবং গাঁওসভার যারা প্রধান হবেন, মেম্বার হবেন তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট এরিয়া দিয়ে এবং সেই এরিয়ার যারা সংখ্যা লঘু অনুন্নত সম্প্রদায় আছে, তাদের স্বার্থকে

কি করে রক্ষা করা যায়, সেই জিনিষটাই এই আইনের মধ্যে রাখা হয়েছে। সেইজন্য আজকে যে এমেণ্ডমেন্ট হাউসে এসেছে, সেই এমেণ্ডমেন্টকে আমি সমর্থন করছি। আজকে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে কথা বলছেন যে হ্যাঁ, আইনে ভাল জিনিষ থাকলেও সেটা আমরা সমর্থন করব না। আমরা জানি উনারা বিরোধিতা করার জন্যই বিরোধি মনোভাব নিয়ে এখানে এসেছেন। উনারা যদি ভাল জিনিষেরও বিরোধিতা করেন তাহলে অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। দীর্ঘ ২৫ বৎসর পরে নূতন করে পঞ্চায়েতকে গঠন করার জন্য পঞ্চায়েত আইনের ২য় সংশোধনী আনা হয়েছে। সেই নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে যারা থাকেন, তারা যাতে প্রধান বা মেম্বার পদের জন্য নোমিনেশান সাবমিট করতে পারেন, পঞ্চায়েত রেজিষ্টারে যাতে ভোটার হিসাবে নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন, এই সমস্ত পঞ্চায়েত আইনের মধ্যে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। উত্তর প্রদেশের পঞ্চায়েত আইনের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলে যে আইন তৈরী করা হয়েছে, সেই আইন দ্বারা সমস্ত মানুষের স্বার্থ রক্ষিত হয় না। আমরা জানি উত্তর প্রদেশে যে আইন করা হয়েছে, সেটা সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী নিয়েই করা হয়েছে, গ্রামের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য। আর গ্রামের যারা শোষিত মানুষ, নিপীড়িত মানুষ, বঞ্চিত মানুষ তাদের স্বার্থকে কোন ভাবেই দেখা হত না। তাই এই বামফ্রন্ট সরকার আজকে যে পঞ্চায়েত আইন এখানে চালু করেছেন তাতে শতকরা ৯৫ জন মানুষের কথাই বলা হয়েছে। আগামী দিনে আমার সরকার, আরও নূতন করে যে পঞ্চায়েত আইন তৈরী করবেন, তাতে সমাজের বেশীর ভাগ অংশের মানুষের অধিকারটা যাতে স্বীকৃত হয়, তাদের দাবীটা যাতে স্বীকৃত হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। আজকে গ্রামের মানুষ পঞ্চায়ত নির্বাচনে যে রায় দিয়েছে যে এই পঞ্চায়েত আমাদের মংগল করবে এবং অপরদিকে কায়েমী স্বার্থের উপর আঘাত হেনেছে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আগামী দিনে আরও সুন্দর করে পঞ্চায়েত আইন তৈরী করবেন এবং আমরা নিশ্চয়ই উভয় বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের সমর্থন পাব। আজকে যে সংশোধনীটা এখানে আনা হয়েছে তার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে যে, আজকে পঞ্চায়েত আইনে যে অধিকারটা স্বীকৃত আছে, সেটাকে সামনে রেখে আগামী দিনে কি ধরনের আইন হতে পারে তার একটা প্রতিচ্ছবি এই পঞ্চায়েত আইনএ রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি আগামী দিনে যে পঞ্চায়েত আইন তৈরী হবে, সেই আইনে কায়েমী স্বার্থের হাত থেকে, প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত থেকে মুক্ত থাকবে। গ্রামের যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ, তারা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কথা বলার সুযোগ পাবে এবং সংখ্যালঘু তপশিলী জাতি, উপজাতিরা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাবে। পরিশেষে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে হাউসে পঞ্চায়েত রাজ আইনের যে দ্বিতীয় সংশোধনী এসেছে সেটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রী দীনেশ চন্দ্র দেববর্মাকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী দীনেশ চন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি হাউসে যে ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল, ১৯৭৮, উত্থাপন করেছি সেটা হচ্ছে, উত্তর প্রদেশের পঞ্চায়েত আইন এর অনুকরণে যে আইন এতদিন আমাদের এই রাজ্যে ছিল, তার কতগুলি ধারা এখানে সংশোধন করার প্রয়োজন ছিল। প্রথমে আমি বলব যে এই

উত্তর প্রদেশের আইনে লেখা আছে ৩০ বছরের উর্দ্ধে হলে তিনি ইলেকশানে কনটেষ্ট করতে পারবেন। কিন্তু আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ধারাটা সংশোধন করে যুব শক্তিকে দেশ গঠনের কাজে, সমাজ সংস্কারের কাজে নিয়োগ যাতে করা যায়, ত্রিপুরাকে সর্বাংগীন উন্নত করা যায়, ত্রিপুরার গ্রামগুলিকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলা যায়, তজ্জন্য আমরা বয়স সীমাটাকে কমিয়ে দিয়েছি। একটা ইলেকশান করতে গেলে তার অনেক কাজ আছে। ইলেকশানকে পরিচালনা করা. ইলেকশানের পূর্বে প্রাথমিক কাজ হিসাবে গাঁওসভা এলাকাগুলিকে নির্ধারণ করা। উত্তর প্রদেশের পঞ্চায়েত আইনের যে বিধান আছে, তার সংগে ত্রিপুরার যে প্রাকৃতিক অবস্থা তার সংগে কোন সামঞ্জস্য নেই। কারণ উত্তর প্রদেশের ভৌগোলিক অবস্থা এক রকম, আর ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থা আর এক রকম। কারন উত্তর প্রদেশের একটি গ্রামে ১০ হাজার, ১৫ হাজার লোকের বসতি। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের একটা গাঁওসভাতে, বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চলগুলিতে যে গাঁও সভা এত দূর ১০ মাইল, ১২ মাইল পর্যান্ত একটা গাঁও সভার দূরত্ব। কাজেই পঞ্চায়েত প্রধানের সংগে যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ সেটা রক্ষা করা সম্ভব না। কাজেই তার জন্য আমরা চিন্তা করেছি এই গাঁওসভার যে এরিয়া এই এরিয়া কি আরও ছোট করে যাতে বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীকে বর্দ্ধিত করে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে পারি, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এইখানে এ সমস্ত সংশোধনী এনেছিলাম, তার পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কি করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুষ্টভাবে কাজে লাগানো যায়।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষ থেকে একটা কথা বলেছিলেন যে এই বয়ঃসীমা কমানো কি অন্যায় হয়েছে। আমি একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিই যে বিগত বিধান-সভা নির্বাচনে আমার বিরুদ্ধে উপজাতি প্রার্থী যাকে দেওয়া হয়েছিল, তিনি কনটেস্ট করতে পারেননি। কারণ তার বয়স কম ছিল। কাজেই তারা কেন বিরোধিতা করবেন আমি বুঝি না। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার যাতে রক্ষিত হতে পারে, তারই উদ্দেশ্যে এটা করেছে। আমাদের দেশে একজন যুবক, যে কায়িক শ্রম করতে পারে, একজন ৬০ বৎসরের বুড়ো সেটা করতে পারে না। কাজেই আমরা একজন সক্ষম ব্যক্তিকে গ্রাম গড়ার কাজে নিয়োগ করতে চাই। সেই উদ্দেশ্য আমি বাস্তব অবস্থার সংগে সংগতি রেখে এই সংশোধনীটা এখানে উপস্থিত করছি।

এখানে ১২ (জি) ধারাতে বলা হয়েছে যে ইলেকশান কি ভাবে পরিচালিত হবে, কারা পরিচালনা করবেন, কারা অথরিটি হবে. এবং সেই সমস্ত ব্যাপারে আগে এখানে যাদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার কি এটাকে নিজের খেয়ালখুশীমত পরিচালনা করবেন, না কি ইলেকশান ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী যাকে আমরা ইলেকশান কমিশনার বলি তিনি কিভাবে তাঁর আইন হবে, সেগুলি সংশোধনের জন্য এবং ইলেকশানে কি কি কাজের দরকার পড়ে সেগুলি সুষ্ট ভাবে পরিচালনার জন্য তাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে? তারা কি চান না যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র লোকের সুবিধার জন্য এই ইউ, পি, পঞ্চায়েত অ্যাক্ট না রেখে, তাকে সংশোধন করা হোক: শুধু তাই নয়, আজকে সংশোধনের মধ্যে আমি শুধু পঞ্চায়েত নয়, যেখানে মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া ঘোষণা করা আছে, সেগুলিকে বর্তমান যে বিধান সংশোধন করা হয়েছে সেই সংশোধিত পদ্ধতিতে যাতে ইলেকশানের কাজ পরিচালনা করতে পারে সেটাই এই সংশোধনের উদ্দেশ্য।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথা বলতে চাই এই কারণে যে বামফ্রন্ট সরকার গঠন করার সাথে সাথে আমরা এই কথা বলেছিলাম, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কিভাবে মৌলভাবে প্রয়োগ করতে পারে, তার জন্য আমরা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে যে ভাবে নির্বাচন সাফল্য লাভ করেছিল তা দেখে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যারা আছে, সুষ্ঠুভাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে যাতে সেটা না হতে পারে, ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল-খুশির উপর যাতে নির্ভর করে সেজন্য তারা এই কথা বলছেন। কিন্তু আমরা এটা চাই না। ৬৮৯টা কেন্দ্রে যে নির্বাচন হয়েছিল সেটা উপজাতি, সি. এফ, ডি, বা সি, পি, এম, হোক সব দলের যুবকেরাই কন্টেষ্ট করেছে, সেখানে কি শুধু সি, পি, এম, এর যুবকেরাই কন্টেষ্ট করেছে? কাজেই আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের তাজা মন নিয়ে যাতে কাজ করতে পারে, সেজন্য আমাদের সমাজের মধ্যে যুবশক্তি অপরিহার্য। সেজন্য আমি এই বিল হাউসে পেশ করছি। আমি আশা করছি আমার এই সংশোধনী সর্বসম্মতিক্রমে হাউস পাশ করবেন। ইনকুলাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যগণ, আমি এখন মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো "দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৭৮ ইং)" বিবেচনা করা হউক।

যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা হাঁ বলবেন।

(ধ্বনি—হাঁ)

যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা 'না' বলবেন।

(ধ্বনি—না)

আমি মনে করি যারা 'হাঁ' বলেছেন তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

অতএব প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি—

বিলের অন্তর্গত ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫ নং ধারাগুলো এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা 'হাঁ' বলবেন।

(ধ্বনি—হাঁ)

যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা 'না' বলবেন।

(ধ্বনি—না)

মিঃ ডেঃ স্পীকার—আমি মনে করি যারা হাঁ বলেছেন তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

উক্ত ধারাগুলো বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হল।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—এখন সভার সামনে পরবর্তী প্রশ্ন হল।

বিলের শিরোনামটি বিলের এক অংশরূপে গণ্য করা হউক।

যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা হাঁা বলবেন।

(ধ্বনি—হ্যাঁ)

যারা প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা 'না' বলবেন।

(ধ্বনি—না)

আমি মনে করি যারা 'হ্যাঁ' বলেছেন তাঁরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ।

অতএব বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—সভার পরবর্ত্তী বিষয় হল– "দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং, (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৭৮ ইং)" হাউসে পাশ করার জন্য প্রস্তাব। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে "দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৭৮ ইং)" হাউসে পাশ করার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, 'দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৭৮ ইং) পাশ করা হউক।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। ইহা আমি এখন ভোটে দিচ্ছি—প্রস্তাবটি হলো—'দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা সেকেণ্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৭৮ ইং)" পাশ করা হউক।

যারা প্রস্তাবটির পক্ষে আছেন তাঁরা হ্যাঁ বলবেন।

(ধ্বনি—হ্যাঁ)

যারা প্রস্তাবটির বিপক্ষে আছেন তাঁরা না বলবেন।

(ধ্বনি—না)

মিঃ ডেঃ স্পীকার—আমি মনে করি যারা হ্যাঁ বলেছেন তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং বিলটি সভা কর্তৃক পাশ হলো।

জেনারেল ডিস্কাশন অব দি বাজেট এষ্টিমেট ফর দি ইয়ার ১৯৭৮-৭৯ ইং।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—এখন সভার পরবর্তী বিষয় হচ্ছে ১৯৭৮-৭৯ ইং সালের বাজেট এষ্টিমেটস্ এর উপর সাধারণ আলোচনা। প্রথমে আমি মাননীয় সদস্য খগেন দাসকে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রীখগেন দাস—মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, গত ১৬ই জুন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী তথা ভারপ্রাপ্ত অর্থ মন্ত্রী ১৯৭৮-৭৯ সালের যে বাজেট এই বিধান সভায় পেশ করেছেন, আমি তাকে সমর্থন জানাচ্ছি। সমর্থন জানাচ্ছি এই কারণে যে গত বিধান সভার নির্বাচনের পূর্বে বামফ্রন্ট ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯০ জন গরীব মানুষের কাছে এই আবেদন করেছিলেন যে, যদি

বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় বসানো হয়, তাহলে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯০ জন গরীব মানুষের স্বার্থে কাজ করে যাবে। কাজেই দীর্ঘদিনের অবহেলিত মানুষের যে সমস্যা, সেই সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ বর্তমানে যে ব্যবস্থা নেওয়া সেটা এই বাজেটের মধ্যে পরিস্কার-ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিগত ৩০ বছরের মধ্যে এই প্রথম বার ত্রিপুরা রাজ্যের বিধান সভায় এমন একটা বাজেট পেশ করা হল, যে বাজেটের জনকল্যাণমূলক প্রত্যেকটা খাতে বাড়ানো হয়েছে। জনকল্যাণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় যে কয়টা ক্ষেত্র আছে, তার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই প্রায় ৩০ থেকে ৫০ ভাগ ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। যেমন, চিকিৎসা, শিক্ষা, সেচ, বিদ্যুত কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন, শিল্প এবং মৎস্য ইত্যাদি বিভাগে খরচ বাড়ানো হয়েছে, আর অন্য দিকে ভূমি রাজস্ব, বৃত্তিকর ইত্যাদি ক্ষেত্রে কংগ্রেস রাজত্ব থেকে ২০ থেকে ৭০ ভাগ খরচ কমানো হয়েছে। এবারকার প্রস্তাবিত বাজেটের যেটা উল্লেখযোগ্য, সেটা হচ্ছে আমরা দেখে আসছি যে কংগ্রেস আমলে যেখানে ৫০ লক্ষ টাকা ভূমি রাজস্ব খাতে ছিল, সেটা এবারকার বাজেটে ২৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, এটা কি ত্রিপুরার গরীব কৃষকদের স্বার্থে করা হল, না ধনিক কৃষকদের স্বার্থে করা হল? দ্বিতীয় বে-সরকারী ক্ষেত্রে যেখানে কংগ্রেস রাজত্বে ৯৭ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছিল, এবারে বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে সেখানে মাত্র ১০ লক্ষ টাকা আদায় করা হবে। তৃতীয়তঃ কৃষি আয় কর যেখানে কংগ্রেস রাজত্বে ২ কোটী টাকা আদায় করা হয়েছিল, এবার বাজেটে সেখানে ১ কোটী টাকা আদায়ের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এবার বাজেটে করের কোন প্রস্তাব নাই এবং কর আদায় করার ক্ষেত্রে কোন গরীব মানুষের উপর কোন রকম চাপ সৃষ্টি করারও প্রস্তাব নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু কিছু পত্রিকা, যারা ধনিক শ্রেণীর দালালী করে, বিরোধী গ্রুপে যারা বসে আছেন, তারাও ঐ সুরে কথা বলছেন যে কোন নূতন কর বসলো না, কেন্দ্রের উপর এই বাজেট নির্ভরশীল। তাঁরা বলতে চাইছে যে ৩০ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে বিশেষ করে ১৯৭৬ সালে সুখময় বাবু ৮৮টা আইটেমের উপর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর, কর বসিয়েছিলেন। আমরা তাদেরকে বলতে চাই যে বামফ্রন্ট সরকার গত নির্বাচনে মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯০ জন গরীব মানুষের স্বার্থ দেখবেন, এটা পরিস্কার এই বাজেটে বলা হয়েছে। সুতরাং গরীব মানুষের উপর বামফ্রন্ট সরকার কোন নূতন কর বসাবেনা। পত্র পত্রিকায় যারা ধনিক শ্রেণীর দালালি করেন, এতে তাঁদের আশা ভঙ্গ হল, আর কি? কারণ তারা ধনীক শ্রেণীর দালালি করেন, [illegible] এবং গরীব মানুষদের যে এক দিন [illegible] করেছেন এখন তাঁরা [illegible] এবং বলতে শুরু করেছেন যে নূতন কর বসলো না, কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। তাই আমি তাদেরকে বলতে চাই যে আপনারা একবার সংবিধানটা ভারতের সংবিধানটা ভাল করে পড়ে দেখুন, সেখানে পরিস্কার বলা আছে যে ভারতবর্ষের কোন উন্নত রাজ্যকে, উন্নত করার দায়িত্ব এবং তার উন্নতির জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার দিতে বাধ্য থাকবে। এটা ভারতের

সংবিধানে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে। তাই ত্রিপুরা রাজ্যের যতটুকু সম্পদ, সেই সম্পদকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করে, ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষদের জন্য ব্যয় করা হবে। আর এটাই আমাদের বামফ্রন্ট সরকার চায়। চতুর্থতঃ ঘাটতি বাজেটের ব্যাপারে একজন সাংবাদিক বলেছিলেন, যে এটা এমন কিছু নয়। তারা যারা ধনিক শ্রেণীর দালালি করেন, তাদের কাছে এটা নূতন কিছু নয়। কিন্তু ওরা কি বলতে পারেন, যে এই রকম একটা বাজেট, যার প্রতিটি খাতে গত ৩০ বছরে কোথাও ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই রকম নেই, ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে এই রকম নজির নেই। ১১ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট, এই সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে মূলধনীখাতে সম্পদ বিনিয়োগের জন্য, এই ঘাটতি বাজেট। কাজেই সম্পদটাকে যদি ঠিক ঠিক ভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক উন্নতি হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যার সমাধানেরও একটা পথ খুলে যাবে। তাই হাউসের সবার কাছে আবেদন করছি, বিরোধী গ্রুপে যারা আছেন তাদের কাছে এবং ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের কাছে আবেদন করছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক উন্নতির জন্য এই বিধানসভায় ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী যে ১১ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেই টাকা আদায় করবার জন্য, কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করবার জন্য তাঁরা আমাদের সমর্থন করবেন। আমলারা যদি সুষ্ঠুভাবে কাজ না করেন এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা না করা যায়, তাহলে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে যে আবেদন করেছেন যে, যদি কোন আমলা বা যদি কোন দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারী, সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে বাধার সৃষ্টি করেন, তাহলে তাদের ধরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব ঐ ত্রিপুরার জনগণের, কারণ ওরাই জনগণের শত্রু। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই ৬ মাসের মধ্যে যে কাজ বামফ্রন্ট সরকার করেছেন, আমরা বলতে পারি যে গত ৩০ বছরের ঐ কংগ্রেসী রাজত্বে, সেই কাজ তারা করতে সক্ষম হয়নি। প্রথমতঃ কাজের বিনিময়ে খাদ্য নিয়ে বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা আজ ২ দিন যাবত এই বিধানসভায় যে রকম আলোচনা করছেন, ওরা কি জানেন না যে ৩০ বছর বলতে গেলে প্রত্যেক বছরই এই জুন এবং জুলাই মাসে, ত্রিপুরা রাজ্যে একটা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং সেই দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে শুধু পেটের দায়ে মায়েরা দেহ বিক্রি করে, বোনেরা দেহ বিক্রী করে এবং হাজার হাজার লোক কি পাহাড়ে কি সমতলে না খেয়ে মারা যায়। তাই বামফ্রন্ট সরকার গদীতে বসেই পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করলেন যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে কাউকে না খেয়ে মরতে দেবনা এবং সেই সঙ্গে আরও ঘোষণা করলেন যে তাদের খাইয়ে বাঁচানোর জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করা হবে এবং গরীব মানুষের দুরবস্থার দিনে তাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা হবে। সেই অনুসারে গ্রামের যে ৮ লক্ষ ভূমিহীন গরীব মানুষ, যাদের না খেয়ে মরতে হচ্ছে, তাদের জন্য এই বামফ্রন্ট সরকার কাজ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কাজেই এটা পঞ্চায়েত নির্বাচন বা পৌর নির্বাচনের প্রশ্ন নয়। এটা আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। তাই তো তারা ঘোষণা করলেন যে ১ কোটি শ্রম দিবসের কাজ এই ত্রিপুরা রাজ্যে সৃষ্টি করা হবে। যে ৮ লক্ষ ভূমিহীন ঐ কংগ্রেস রাজত্বে সৃষ্টি হয়েছিল, যে গরীব মানুষগুলি যে না খেয়ে মরতে হয় তারা যাতে দুই মুঠো খেতে পারেন, তার জন্য চেষ্টা করছেন এই বামফ্রন্ট সরকার। এটা পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রশ্ন নয়, এটা পৌর নির্বাচনের প্রশ্ন নয়। এটা অনেক আগেই

ঘোষণা করেছিলেন। তাই তো ওদের গাত্রদাহ হয়েছে যে, ঐ গরীব মানুষগুলি খেতে পাচ্ছে, আর ওরা ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র করছে গরীব মানুষগুলিকে ক্ষেপিয়ে দেওয়ার জন্য, গরীব মানুষগুলিকে বিপথে পরিচালিত করবার জন্য। কিন্তু ওদের কথা তারা শুনছে না। তাই তো তারা এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য এখানে পেশ করেছেন। তারপর এটাও তারা জানেন কংগ্রেস, সি, এফ, ডি এবং জনতা, তাঁরা সবাই জানেন যে খাদ্য প্রকল্প যেটা শুরু করা হয়েছে, সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষদের জন্য, যারা ভূমিহীন, ক্ষেত মজুর, যাদের দুটো হাতই সম্বল, তাদের জন্যই এটা শুরু করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করলাম গত ৭/৮ দিন যাবত মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ দেওয়ার নাম করে, কাজের বিনিময়ে যে খাদ্য প্রকল্পের কাজ হচ্ছে, কিছু কংগ্রেসী বাটপার, কিছু সি, এফ, ডির বাটপার, কিছু জনতা পার্টির বাটপার, বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসছে, কাজ দেবে বলে। গরীব মানুষগুলিকে কাজ দেবে, আটাও দেবে। তারপর রাত ১/২ টার সময় বাচ্চাগুলি, মেয়েগুলি কি করলো, না আমরা লক্ষ্য করলাম এবং পুলিশকে আমরা জানালাম যে তারা গরীব মানুষদের কাছ থেকে ৪ আনা ৮ আনা করে কমিশন আদায় করছে। কিন্তু আমরা জনসাধারণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে অন্যায় যেমন আমরা করব না, তেমনি দোষীকেও আমরা প্রশ্রয় দেবনা। আমাদের জনগণই তাদেরকে ধরিয়ে দেবে। তাই তো আমরা তাদেরকে ধরিয়ে দিলাম এবং পুলিশের হাতে দিয়ে দিলাম। কাজেই সেই টাউট আর বাটপারদের এখন আর খোঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই কাজ তো কংগ্রেস রাজত্বে ৩০ বছর হয়নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, খাজনা মুকুব, ৫ কাণি জমির খাজনা মুকুব সমতল এলাকায়, আর ১৫ কাণি টিলা জমির খাজনা মুকুব গত ৩০ বছর ধরে এই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শরিকদলগুলি ঐ শচীনবাবুর বিরুদ্ধে, ঐ সুখময় বাবুর বিরুদ্ধে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষ, গরীব ক্ষেত মজুর, ছোট কৃষক, মাঝারী কৃষক এই খাজনা মুকুব করার দাবীতে অনেক লড়াই করেছে, সংগ্রাম করেছে এবং সেই সুখময়বাবু, শচীনবাবুর হিংস্র পুলিশ আমাদের মায়েদের গুলি করে মেরেছে. আমাদের বোনদের গুলি করে ছেলেদের গুলি করে মেরেছে। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাত্র ২ মাসের মধ্যে তারা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিয়েয়েছেন এই সমতল এলাকায় ৫ কাণি জমির খাজনা মুকুব আর টিলা জমির ১৫ কাণির খাজনা মুকুব, ৩০ বছরের কংগ্রেস রাজত্বে তারা সেটা করতে পারেনন কি। প্রায় ৯৪ হাজার পরিবারকে আর খাজনা দিতে হবে না। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার গরীব মানুষের জন্য যে কাজ করেছেন, তারা এই বাজেটকে অভিনন্দন জানাবেন। আর যারা দালাল, যারা ঐ কংগ্রেস, সি, এফ, ডি'র দালাল তারাই বলছেন যে নূতন কিছু হয় না। ত্রিপুরা অর্থ-নৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর। আমরা লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা রাজ্যের চেয়ে ছোট না হলেও, টাকার দিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্য সব চেয়ে কম টাকা পায়। এই অর্থ-নৈতিক সংকট তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা এবং তার উপর কংগ্রেসের ৩০ বৎসরের যে জঞ্জাল, এই ৩০ বৎসর কংগ্রেস গরীব মানুষদেরকে একটা চরম দুঃখ দারিদ্রের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, তারমধ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে তার প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে ১২ ক্লাশ পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে পড়তে কোন মাইনা

দিতে হবে না। আমরা জানি, আমি মাষ্টার ছিলাম, না খেয়ে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়, যেযে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ৯০ ভাগ ছেলেমেয়ে ছেড়া জামা কাপড় পড়ে স্কুলে যায়। নভেম্বর মাস চলে যায় বইপত্র কিনতে পারে না। স্কুলে যাবার আগে মাঠে কাজ করতে হয় এবং স্কুল ছুটি হলে দোকানদারী করে কিন্তু তৎসত্বেও পেটের ভাত জুটে না। কাজেই স্কুলের মায়না দেবে কোথা থেকে? তাই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে যে শতকরা ৯০ জন মানুষ এবং শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ আছে দারিদ্র সীমার নীচে, বামফ্রন্ট সরকার এই গরীব মানুষদের ছেলেমেয়েরা যাতে স্কুলে পড়াশোনা করতে পারে, তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসার জন্য যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন, তার জন্য আমি অভিনন্দন জানাই এবং সেইজন্য এই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। তাছাড়া কলেজে যারা পড়েন, তারা যদি একটা সাবজেক্টে ৩৫ নম্বর পান, তারা স্টাইপেণ্ড পাবেন এবং বৎসরে যাদের আয় দেড় হাজার টাকার বেশী নয় তাদেরকে বেতন দিতে হবে না। বলতে গেলে কলেজ পর্য্যন্ত গরীব মানুষের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করতে কোন পয়সা দিতে হবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ গরীব মানুষদের কাছে। যারা খাস জমি দখল করে আছেন আমরা বিনা নজরানায় দিয়ে দেব জমির স্বত্ব এর মধ্যে কয়েক হাজার ভূমিহীনকে খাস জমির স্বত্ব দেওয়া হয়েছে যারা ভূমিহীন আছেন, আগামী সেপ্টেম্বর থেকে জরিপ আরম্ভ হচ্ছে, খাসজমি খোঁজে বের করার জন্য এবং খোঁজে বের করে তাদেরকে দেওয়া হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ৩০ বৎসর কংগ্রেসী রাজত্বে যা করে নি, ছয় মাসে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার গরীব মানুষের জন্য যা করেছেন সেটা অবশ্যই অভিনন্দন যোগ্য। বেকারের চাকুরীর কথা মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলেছেন। বামফ্রন্ট সরকার বলেছেন যে এই সমাজ ব্যবস্থার বলি হল যুব সমাজ। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শোষণের উপর ভিত্তি করে কংগ্রেস সরকার ৩০ বৎসর রাজত্ব করেছেন। এই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার গ্রামে যে প্রায় এক লক্ষ ভূমিহীন আছে, তাদেরকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প সুরু করে ওদেরকে অন্ততঃ অনাহারে যাতে মরতে না হয়, তার প্রচেষ্টা নিয়েছেন। আমরা ৩০ বছর দেখেছি কংগ্রেস সরকার ওদের মন্ত্রী, এম. এল. এ তাদের আত্মীয় স্বজনকে চাকুরী দিয়েছে, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার চাকুরীর ক্ষেত্রে একটা নিয়োগ নীতি ঘোষণা করেছেন এবং সেই নিয়োগ নীতির পরিপ্রেক্ষিতে এই সরকার চাকুরী দেবেন। ত্রিপুরা রাজ্য এমন কি ভারতবর্ষে এমন নজীর নেই যে চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা সরকার দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। কিন্তু ত্রিপুরাতে যাদের চাকুরী হয়েছে তাদের নামের তালিকা বিভিন্ন শিক্ষা দপ্তরে টাংগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে কারও যদি কোন অভিযোগ থাকে তারা জানাতে পারেন। দ্বিতীয় কোয়ালিশন সরকারের আমলে ২০ বিশ হাজার যুবক যুবতী, যারা ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন, তাদেরকে একটা রাস্তা খোলে দেওয়া হল। এর প্রতিবাদ করুন। ভারতবর্ষে একটা নজীরবিহীন ঘটনা। রাতারাতি সব কাজ করে ফেলবেন বামফ্রন্ট সরকার ঐ কথা ত্রিপুরার মানুষকে বলেন নি, এটা সম্ভব নয়। আমি এই বাজেটকে এই কারণে সমর্থন করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকার এই জনকল্যাণমূলক কার্য্যসূচি বাস্তবায়িত

করার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি যে এক শ্রেণীর আমলা এই কাজে বাঁধা সৃষ্টি করছেন এবং আমার কাছে স্পেসিফিক উদাহরণ আছে যে, গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী কেবিনেট সিদ্ধান্ত হয় যে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে যে রাস্তাঘাট করার কথা, সেটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, এই আর্থিক বৎসরের মধ্যে শেষ করতে হবে। ১৬ই ফেব্রুয়ারী সব বি. ডিও, পি. ই. ওকে ডাকা হয় এবং মন্ত্রীদের মধ্যেও কেউ কেউ উপস্থিত ছিলেন যেখানে মন্ত্রীগণ কেবিনেট সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে উত্তর ত্রিপুরার জন্য সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা, দক্ষিণ ত্রিপুরার জন্য সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং পশ্চিম ত্রিপুরার জন্য সাড়ে চার লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে এবং মন্ত্রীরা বলেছিলেন যে ২৮শে ফেব্রুয়ারী মধ্যে যদি কাজ শেষ করতে পারেন, তাহলে আরও ৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে, ১৫/২০ দিন চলে গেল, সদরে কিছু কিছু কাজ সুরু হয়েছিল, কিন্তু দক্ষিণ ত্রিপুরার এম. এল. এরা এসে বললেন যে আমাদের কাছে সেই সিদ্ধান্ত যায় নি। এই হল অবস্থা। মাননীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা ডেভেলাপমেন্ট কমিটির কথা বলেছেন। আমরা চেলেঞ্জ করতে পারি যে গত ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ মাস পর্য্যন্ত যে কাজ হয়েছে তার থেকে একটা পয়সাও কোন ডেভেলাপমেন্ট কমিটির সদস্য অথবা কোন এম. এল. এ বা মন্ত্রী মেরেছেন। এ রকম কোন উদাহরণ তাঁরা দিতে পারবেন না। ত্রিপুরা রাজ্যে এই দুমাসে যে রাস্তা ঘাট হয়েছে সেই কাজে জনসাধারণ সহযোগিতা করেছেন। আমি আমলাদেরকে হুঁশিয়ার করতে চাই যে, এই মন্ত্রিসভা যে উন্নয়ন মূলক কাজ নিয়েছেন—মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যকে আমি বলতে চাই, এখানে এই বইতে যে ৫০টা কাজের বা সিদ্ধান্তের কথা বলা বলা হয়েছে

(এট দিস ষ্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

আমাকে আর দু মিনিট সময় দিন। আপনারা পড়ে দেখবেন বিগত কংগ্রেসীদের ৩০ বছরের শাসনে যা হয়নি, এই ৬ মাসের মধ্যে তা করা হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা মন্ত্রিসভার কাছে আবেদন করব যে, মন্ত্রিসভা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাতে ত্রিপুরার শতকরা ৯0 জন লোকের স্বার্থের দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। এই কাজকে রূপায়িত করার জন্য আমলা চক্র যদি বাঁধার সৃষ্টি করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানাবো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিধান সভায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত ১৬ই জুন যে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি এই কথা বলছি, ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯০ জন লোকের আশা আকাঙ্খাকে রূপ দেবার প্রাথমিক প্রতিফলন এতে স্পষ্ট ভাবে দিয়েছেন। এটা প্রাথমিক পর্য্যায়ের হলেও এটা রূপ পাবে বলে আমি আশা করি। আমি এই মন্ত্রিসভাকে এও জানাতে চাই যে, এই কার্যসূচীকে রূপ দিতে হলে, আমরা ত্রিপুরার শতকরা ৯০ জন লোককে নিয়ে সহযোগিতায় এগিয়ে আসব। এই কথা বলেই আমি বাজেটকে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীরসিরাম দেববর্মা।

শ্রীরসিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে যে ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেট পেশ করেছেন, তাতে মনোগতভাবে আমি দেখতে পেয়েছি যে কংগ্রেসীদের ৩০ বছরের শাসনকালে যে বাজেটগুলি এই বিধানসভায় পেশ করা হতো, সাধারণ মানুষের উপর যে করের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে মানুষকে নিপৃষ্ট করা হতো, এবারে তার পরিবর্ত্তণ হয়েছে। কাজেই

আমি ব্যক্তিগতভাবে এই বাজেটকে সমর্থন করি। বাজেটে যে অর্থ ধরা হয়েছে বিভিন্ন খাতে, তাকে আমরা যাতে সঠিক ভাবে জনসাধারণের কাজে খরচ করতে পারি তার জন্য আমরা সচেষ্ট থাকব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটকে বিরোধী দল থেকে সমর্থন জানাতে উঠে অসমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। তাঁদেরকে আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই, আজকে বামফ্রন্ট সরকার যে, অল্প সময়ের মধ্যে যে বাজেট উপস্থিত করেছেন, এই বাজেটের মধ্যে সাধারণ মানুষকে যে কর ধার্য্যের হাত থেকে রেহাই দিয়েছেন তাহলে কি তাঁরা এটাকে সমর্থন করতে পারছেন না। তারা কি আবার ৩০ বছরের কংগ্রেসী অপশাসন ফিরিয়ে আনতে চান। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা এটা তাঁদের কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়েই দেখতে পাচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে তাঁরা উপজাতির জন্য মিছিল করে, মিটিং করে, প্রচার করে চলেছেন। কিন্তু আজকে উপজাতিদের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বাজেটের মধ্যে, তাঁরা সেটা সমর্থন করতে পারছেন না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের জন্য যে বাজেট ধরা হয়েছে, এখানে তাঁরা তার বিরোধিতা করছেন। আজকে আমি তাঁদের অনুরোধ করছি তাঁরা তাঁদের নিজেদের বিবেক দিয়ে অনুভব করুন, তাঁদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বিরাজ করছে না। এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দ্বারা আজকে ত্রিপুরার উপজাতিরা প্রতারিত হচ্ছেন। কাজেই এই বাজেটকে তাঁরা সমর্থন করতে পারেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে এনেছেন তাকে সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ১৯৭৮-৭৯ সালের যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে, এই বাজেটকে আমি সমর্থন জানাতে পারছি না। আমি এই কারণে একে সমর্থন করতে পারিনা, যেহেতু এখানে ধরা পড়েছে, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বলছেন জনগণের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু এখানে তার কোন প্রতিশ্রুতি দেখতে পাচ্ছিনা। কাজেই এটার সঙ্গে বাস্তব কার্য্য কলাপের মধ্যে অসামঞ্জস্য রয়েছে। সেই জন্যই আমি এটাকে সমর্থন করতে পারি না। কংগ্রেসী আমলে যে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে বা হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল, এবং সেই সঙ্গে বলা হয়েছিল যে, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এই প্রতিশ্রুতি আমরা এখানে দেখতে পাই না। পঞ্চায়েত নির্বাচন গুলিতে বিভিন্ন ভাবে ভয় ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। সেটা কি গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার লক্ষণ? গণতন্ত্রকে হত্যা করার অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটে বড় বড় কথা কিংবা বড় বড় আওয়াজ থাকলেই গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনা হয়েছে বলে তাঁরা দাবী করতে পারেন না। কিংবা আমরাও তা বলতে পারি না। তাছাড়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বলা হয়েছে, কাজের বদলে খাদ্য নীতির দ্বারা যাতে নিরীহ গ্রামবাসীদের অনাহারে না থাকতে হয় তার ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছেন। কিন্তু এই কাজের বদলে খাদ্যের নীতি বামফ্রন্ট সরকারের নয়। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি। সেটা রাজ্য সরকার এর রূপ দেওয়ার কথা। কিন্তু দেখা গেছে কাজের বদলে যে খাদ্য নীতির যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা ঠিক ভাবে আজও

সরকার চালু করতে পারেন নি। কারণ যদিও আমরা দেখেছি বিভিন্ন ব্লকের মাধ্যমে, গাঁওসভার মাধ্যমে চালু করার কথা, সেটা হয়নি। আমি আমার নির্ব্বাচনী এলাকা চড়িলামের কথা বলতে পারি। সেখানে কোন গাঁওসভাতে চালু হয়নি। অথচ পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন ভাবে আমরা শুনেছি, ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্লকে, গাঁওসভাতে, এটা চালু করে দিয়েছেন এবং জনগণকে তাই বুঝিয়েছেন। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বামফ্রন্ট সরকারের জনৈক সদস্য গতকাল এক দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব এনেছেন। তাতে দেখা যায় কৈলাসহর এলাকায় একটি ১২ বৎসরের বালিকার মৃত্যু হয়েছে। এটা অসত্য নয়। আপনাদেরই এক মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবে জানা গেছে। আপনাদেরই এক বিধায়ক তা প্রমাণ করেছেন। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কাজের বদলে খাদ্য নীতি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি জানতে চাই খাদ্যের বদলে কাজের দ্বারা বামফ্রন্ট সরকার জনগণকে বাঁচাবার জন্য যে সমস্ত বড় বড় কথা বলছেন সেটা ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে, শুধু তাই নয় আমি জানি কৈলাশহরে দুই ব্যক্তি এই ভাবে অনাহারে দিন যাপন করতে করতে মারা গেছেন সেই প্রমাণ আমার কাছে আছে যদি প্রমাণ দেবার প্রয়োজন হয় তাহলে আমি প্রমাণ এনে দিতে পারি। যদিও বাজেট ভাষণে খাদ্যের বদলে কাজের দ্বারা জনগণকে বাঁচাবেন বলেছেন, কিন্তু সেটা সম্ভব হবে না আমরা সেটা বুঝতে পেরেছি।

মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে বামফ্রন্ট সরকার আসার সাথে সাথে মূল্যবৃদ্ধি কমানো সম্ভব হয়নি তা আমরা এই ৬ মাসের মধ্যে দেখেছি। ভবিষ্যতে মূল্যবৃদ্ধি যে বামফ্রন্ট সরকার কমাতে পারবেন সেটা আমাদের ধারনার মধ্যে নেই কারণ ৬ মাসের মধ্যে যেখানে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে পারেনি, সেখানে পরবর্ত্তী বছরে বা সামনের বছরগুলিতে যে পারবে না সেটাই আমাদের মনে হচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধি যে কিভাবে রোধ করা যাবে তার কোন পন্থা, তার কোন নির্দেশ বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটর মধ্যে রাখতে পারেনি, কাজেই আজকে আমরা এই বাজেটকে পূর্ণাঙ্গ বাজেট অথবা জনগণের কল্যাণমূলক বাজেট বলে ধরে নিতে পারছিনা। কারণ মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা মূল্যবৃদ্ধি। এই মূল্যবৃদ্ধি ত্রিপুরার জনগণের পক্ষে দুঃখজনক সমস্যা কারণ ত্রিপুরার মানুষ সবচেয়ে অনুন্নত, অশিক্ষিত এবং দারিদ্র কাজেই এই দরিদ্র জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য যদি মূল্যবৃদ্ধি কমানো সম্ভব না হয়, তাহলে অল্প আয়ী, অল্প সঞ্চয়ী জনগণ কোনক্রমেই সেই মূল্যবৃদ্ধির সাথে তাল রেখে জীবন-যাপন করতে পারবে না। বামফ্রন্ট সরকার আয় অনুসারে জনগণকে রক্ষা করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটা কোনক্রমেই সম্ভব হবেনা।

আর একটি কথা সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীলে যে বিধান ত্রিপুরাতে চালু করবার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীলে স্বয়ং শাসিত এলাকা চালু করা হবে কিন্তু আমাদের দাবী ছিল, বামফ্রন্ট সরকারের দাবী স্বয়ং শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হোক, কিন্তু সেটাকে এমনভাবে চাতুরিপূর্ণ ভাষায় প্রয়োগ করা হয়েছে, সেটা ঐ জেলা পরিষদকে বাদ দিয়ে একটা অটোনমাস এরিয়া আজকে সেখানে গঠন করা হবে, তাই আমরা এই বাজেটের আগাগোড়া সমর্থন করতে পারছি না কারণ যেটা যুব সমিতির সবচেয়ে মেজর দাবী ছিল।

আমরা দেখেছি বে-আইনী জমি, হস্তান্তরিত জমি, ফেরৎ দেবার কথা এই বিধানসভার বিগত দুটি সেসনে মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী আমাদের কথা দিয়েছিলেন যে, আমাদের ভূমি ফেরৎ দেবার যে দাবী, সে দাবীতে আমরাও রাজী। কিন্তু বাজেটের মধ্যে এই ধরণের কোন ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। বিশেষ ভাবে ১৩৮৪ সনের ৩১শে চৈত্র ভূমি ফেরৎ দেবার একটা আদেশ দেওয়া হয়েছিল, সেই আদেশকে পূরণ করার জন্য বিবেচনা করেছেন মাত্র, কিন্তু তাতে আমরা দেখলাম বামফ্রন্ট সরকার নিজে ইচ্ছা করে, ভূমি ফেরৎ দানের কোন ব্যবস্থা নেবেন না, কারণ সেটাকে এড়িয়ে চলবার একটা পরিকল্পনা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বাজেটের মধ্যে। ১৩৮৪ সনের ৩১শে চৈত্র ভূমি ফেরৎ দানের যে ব্যবস্থা ছিল তাতে ১,৪৮০টি দরখাস্ত পড়েছিল, সেটা শ্রীসুখময় সেন মন্ত্রিসভা থাকবার সময় আদেশ দিয়েছিলেন গত ১৯৭৭ সালে ১লা বৈশাখ থেকে বৈশাখ মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সে সমস্ত জমি প্রত্যার্পনের কথা ছিল, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার প্রথম কোয়ালিশান মন্ত্রিসভায় এসে শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাসের সাথে মন্ত্রিসভা গঠন করে, শ্রীসুখময় সেনের আদেশ বলে জমি ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়ে নূতনভাবে সেই বাতিল করা ভূমি ফেরতের আদেশ বলে আবার কিছু কিছু গ্রহণ করবার কথা চিন্তা করছেন। আমরা বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আগে বক্তৃতা রেখেছিলাম যে ত্রিপুরায় সাড়ে ৭ হাজারটি ভূমি ফেরতের দরখাস্ত পড়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ১ হাজার ৫০টি দরখাস্ত বিবেচনাধীন আছে এবং বাকী যে সমস্ত দরখাস্ত আছে সেগুলি বিবেচনা করে দেখবার মত কোন চেষ্টা দেখতে পাচ্ছিনা।

বাজেট ভাষণে উল্লেখিত হয়েছে যে বীজ ধানের জন্য ব্যাংক খোলা হবে, তার নমুনা আমরা এরই মধ্যে পেয়েছি এবং তার প্রমাণও পেয়েছি। ভবিষ্যতে বামফ্রন্ট সরকার ছোট ছোট ব্যাংক খুলে জনগণের উপকার সাধন করবেন। গত অধিবেশনে তাঁরা বলেছিলেন, বীজ ধানের কোন অভাব হবেনা শুধু জুমিয়া নয়, যারা সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ এবং যারা দরিদ্র তাদের কাছে ঘরে ঘরে বীজ ধান এই সরকার পৌঁছে দেবেন, সরকারের কাছে তাদের আবেদন করতে হবেনা, সরকারের কাছে তাদের আসতে হবেনা, কিন্তু এই বীজ ধান বিতরণ করতে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকার তার ব্যর্থতার প্রমাণ প্রতি পদে পদে দিয়েছেন। আমি জানি আমাদের এক একটা গাঁওসভাতে, যেখানে তিন হাজার জনসাধারণ আছে, তার মধ্যে অন্ততঃ আড়াই হাজার জুমিয়া আছে, তাদের মধ্যে কতজনকে এই বীজ ধান দেওয়া হয়েছে? ১৫ জনকে মাত্র দেওয়া হয়েছিল, রামনগরে, যেখানে তিন হাজার জুমিয়া পরিবার আছে, সেখানে মাত্র ২১ জনকে দেওয়া হয়েছে এবং প্রমোদনগরে যেখানে দুই হাজারের উপর পরিবার আছে, সেখানে মাত্র ১০ জনকে দেওয়া হয়েছে, এইভাবেই বীজ ধান বিতরণ করা হচ্ছে অর্থাৎ একটা প্রহসন চলছে। কারণ বামফ্রন্ট সরকার বলবে যে আমরা বীজ ধান দিয়েছি কিন্তু বীজ ধান দেওয়ার মানে হচ্ছে জনগণকে প্রতারণার মধ্যে নিক্ষেপ করার একটি অপকৌশল। কাজেই বাজেটের মধ্যে বীজ ধানের ব্যাংক খোলা হবে বলে যে প্রতিশ্রুতি বামফ্রন্ট সরকার রেখেছেন, সেটা ব্যর্থ হবে।

আর একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, গড়িয়া পূজার নাম করে এই ত্রিপুরাতে যে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর আছে, সেখানে ফেষ্টিবলের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা হয়ে থাকে, এই আশ্বাস পেয়ে মাননীয় উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে প্রায় ৪ হাজার শিশু, নরনারী, আবাল-বৃদ্ধ বনিতা, কোলে শিশু বহন করে, তারা সামান্য অনুদানের জন্য এই ত্রিপুরায় এসেছিল এবং তারা আগরতলায় তিন দিন থেকেছিল, এই তিন দিনে খরচ করে তারা কত টাকা পেয়েছিল। সেটা আমরা জানতে পারি কি? অনেক দূর দূরান্ত থেকে

আগরতলায় এসেছেন ৪।৫ দিন নিজের খরচ করে খেয়েছেন। তারপর তাদেরকে ৩০।৪০ টাকা করে দেওয়া হল। শেষ পর্য্যন্ত তারা ৩০।৪০ পয়সাও ঘরে নিয়ে যেতে পারে নি। তারা সর্বস্বান্ত হয়ে ঘরে ফিরে গেছে। এই ভাবে তাদেরকে হয়রানি করা হয়েছে। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের নামে তারা যে উপজাতিদের অকল্যাণ করছেন, তার চেয়ে সেটা বন্ধ করে দেওয়া ভাল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা বিষয় হলো ভুমি সংস্কার। ভূমি সংস্কারের মধ্যে বলা হয়েছে উপজাতি, অ-উপজাতি যারা ভূমিহীন আছেন, তাদেরকে ভূমি দেওয়া হবে। কিন্তু কার্য্যত দেখালেন যে উপজাতি, অ-উপজাতি যারা আছে, তাদেরকে সামান্যতম ভূমি থেকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। এই বামফ্রন্ট সরকার ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৩১শে মার্চের মধ্যে যারা যারা ভুমিহীন আছে, তাদেরকে দরখাস্ত করার জন্য বলেছিলেন। সেইমত উপজাতিরা যারা ভূমিহীন আছে তারা সবাই পিটিশান করেছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেছে অ-উপজাতিরা যারা ভূমির এ্যালটমেণ্ট এর জন্য দরখাস্ত করেনি, তারাই অধিকাংশ ভূমির এ্যালটমেণ্ট পেয়েছে, আর ট্রাইবেল এর মধ্যে শতকরা মাত্র ২ জন এ্যালটমেণ্ট পেয়েছে। তাদের পিটিশানগুলি অগ্রাহ্য করা হয়েছে স্থানীয় তহশীলদার এবং কাননগোর দ্বারা। এই বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কার নীতিতে, যারা ভুমিহীন উপজাতি, অ-উপজাতি আছে তাদেরকে রক্ষা করা হবে বলে তাঁরা বলেছিলেন এবং বাজেটের মধ্যেও তাদের নীতি স্থান পেয়েছে, কিন্তু বাস্তবের সংগে তাঁদের এই নীতি কতদুর সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেই সম্পর্কে একটু ভাবতে হয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষি সম্পর্কে দু একটি কথা আমি বলতে চাই। এই বামফ্রনট সরকার বিগত সাপ্লিমেনটারী বাজেটে বলেছিলেন যে এই ৪ মাসের মধ্যে উপজাতি, অ-উপজাতি কৃষকদের জলসেচের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং সার, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করা হবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই রয়ে গেছে, বাস্তবায়িত আর হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সেটা অত্যন্ত সীমিত। আমি ভি. এল. ডাবলিউর একটি অফিসে গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে দেখি প্রয়োজনীয় সার, কৃষি সাজ সরঞ্জাম নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম এখানে সার পাওয়া যায় না কেন? কৃষি যন্ত্রাদি পাওয়া যায় না কেন? তারা বলেছে এই সমস্ত জিনিষ কনডেম হয়ে গেছে। আমাদের কাছে সার নেই, সরকার আমাদেরকে সার সরবরাহ না করলে আমাদের পক্ষেতো কৃষকদের সার দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই এই বাজেটে কৃষিকাজে কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেবার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে সেটা কতদূর প্রতিফলিত হবে সে সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা কথা হচ্ছে, উনারা বলেছিলেন যে প্রশাসনকে গণমুখী করা হবে। কিন্তু সে প্রশাসন গণমুখী না ক'রে মন্ত্রীমুখী করা হয়েছে। আমরা জানি ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে অনুন্নত অঞ্চলগুলিতে রাস্তাঘাট নেই। সেই সমস্ত অঞ্চলগুলিতে নূতন করে রাস্তাঘাট করার এবং পুরানো রাস্তাকে সংস্কার করার কোন কিছু পরিকল্পনা এখানে নেই। শুধুমাত্র বড় বড় বাজেট ধরা হয়েছে, বড় বড় টাকার অংক ধরা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত রাস্তাঘাটের সম্প্রসারণ এর কথা আমরা দেখতে পাই না। এই বাজেটে ১৯৭৮-৭৯

সালের জন্য ৮১ কোটি টাকা ধরা হয়েছে, আর ১১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই ঘাটতি কিভাবে পূরণ করা হবে, তার কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ এই বাজেটের মধ্যে আমরা দেখতে পাই না। বাজেট করতে হবে, তাই উনারা করেছেন। কিন্তু এই বাজেটকে বাস্তবের সংগে সামঞ্জস্য রেখে তৈরী করা হয়নি। শুধু ৮১ কোটি টাকা কেন, আপনারা ২০০ কোটি টাকাও ধরতে পারেন। কতগুলি কাগজে লিখে গেলেইত হল। কেন্দ্রীয় সরকারের কতটুকু কেপাসিটি আছে একটা রাজ্য সরকারকে বরাদ্দ করার, এই ধরনের কোন দৃষ্টিভংগী না রেখেই উনারা বাজেট তৈরী করেছেন। বাজেট করতে হবে তাই উনারা করেছেন। কাজেই এই বামফ্রন্ট সরকার যারা গদীতে আছেন, তাঁরা অনেকটা ইমোশানেলী বাজেট তৈরী করে বসেছেন। যার ফলে এতবড় একটা বিরাট অংকের ঘাটতি বাজেটে দেখানো হল. সেই ঘাটতি ভবিষ্যতে কিভাবে পূরণ করা হবে, সেই ধরনের কোন পথ নির্দেশ নেই। উনারা জনগনকে দিতে চাইছেন যে তোমাদের জন্য আমরা বাজেটে ৮১ কোটি টাকা ধরেছি, কিন্তু পরে বলবেন যে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদেরকে টাকা দিলেন না তাই আমরা আপনাদের দিতে পারলাম না। বাহবা অর্জন করার জন্য, জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য, নিজের দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু আমরা এই বাজেটে দেখতে পাচ্ছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশেষ করে পুলিশী বাজেট সম্পর্কে আমি বলতে চাই। মূখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে সমস্ত পুলিশ গুণ্ডাদের প্রশ্রয় দিয়েছিল কংগ্রেস আমলে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু গতকাল আমি একটি প্রশ্ন করেছিলাম যে—রবি ঘোষ নামে, জনৈক গরু চোর, গরু চুরি করে মেলাঘরে বিক্রি করতে গিয়েছিল। তখন রংমালা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুগল দেববর্মা তাকে ধরিয়ে দিলে, পুলিশ রাত বারোটায় সময় তার ঘরে প্রবেশ করে তাকে প্রশ্ন করে যে তুমি তাকে ধরিয়ে দিলে কেন? এস. পি. কে দেখলাম যে রবি ঘোষকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য যুগল দেববর্ম্মাকে কিভাবে লাঠি পেটা করে তার বুক ভেংগে দেয়, সে সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে চড়িলাম হাসপাতালে ছিল। গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছেন পুলিশকে বাঁচানোর জন্য, পুলিশকে আরও অত্যাচারী হওয়ার সুযোগ দেবার জন্য। যে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে পুলিশী জুলুম এখানে চলবে না, সেই মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে প্রশ্রয় দিয়ে, পুলিশের ঔদ্ধত্যকে বাড়িয়ে দিচ্ছেন। সেই পুলিশের জন্য বাজেটে সারে ছয় কোটি টাকা ধরা হয়েছে. আমি দাবী করছি সে বাজেট বরাদ্দ কমানো হোক। যে পুলিশ দেশের শৃঙ্খলা রাখতে পারে না, নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করতে পারে না, অসহায় মানুষদের রক্ষা করতে পারে না, তাদের জন্য তো এই সারে ছয় কোটি টাকা অপচয়। একজন এম. এল. এ সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে আই. জি. পি. এবং বিধান সভার সামনে উপস্থিত করেছেন, তাঁর সেই তথ্য অসত্য হয়ে গেল। এই বিধান সভাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন বিরোধী নেতা ছিলেন তখন একদিন বলেছিলেন, এখানে একজন এম. এল. এর কোন দাম নেই। আমরা চাই এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। আমরা চাই ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধি। কাজেই আমার শেষ বক্তব্য হল, এই যে ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে, সে বাজেট পূর্ণাংগ বাজেট নয় এবং জনকল্যানমুখী বাজেট নয় এবং অতিরিক্ত যে ঘাটতি দেখানো হয়েছে সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের সংগে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়নি, তাই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছিনা। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৮-৭৯ সালের যে ব্যয় বরাদ্দ এই হাউসে পেশ করেছেন, এই ব্যয় বরাদ্দকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি। সমর্থন করি এই জন্য যে ১৯৭২ থেকে আজ ১৯৭৮ ইংরেজী, আমি লক্ষ্য করেছি যে, ১৯৭২ ইং সনে কংগ্রেস আমলে যে বাজেট তৈরী করা হত, আজ ১৯৭৮ ইং সনে আমরা দেখেছি যে, তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কংগ্রেস আমলে আমরা যে বাজেট দেখেছি, সেটা ত্রিপুরার মানুষের যারা বঞ্চিত, অবহেলিত গ্রামের গরীব, তাদের আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে পারে নি। কাজেই ঠিক ভাবে কিভাবে বাজেট হয়, সেটা সেই সময়ে আমরা আলোচনা করেছি, কনস্ট্রাকটিভ-ভাবে। আমরা দেখেছি, যে বাজেট তৈরী করা হয়েছে, এই বাজেটের মধ্যে কোন অংশ বাদ আছে বলে আমার মনে হয় না। যখন আমরা বিধান সভা নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছি এবং ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে নির্ব্বাচনী ইস্তাহার দিয়েছি এবং তাতে যে প্রতিশ্রুতি ছিল, সেগুলি বামফ্রন্ট সরকার রূপায়িত করতে সংকল্পবদ্ধ এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলি করেছি, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যে ৩০ বৎসরে কংগ্রেস সরকার তা করতে পারে নি। আমরা পাঁচ কানি পর্যন্ত খাজনা মকুব করেছি। কংগ্রেস পাঁচ গণ্ডা পর্যন্ত খাজনা মকুব করতে পারে নি। যেমন দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বেতন দিতে হবে না, যেখানে সরকারের ৭০ লক্ষ টাকা আয় কমে যাচ্ছে। এইসব সিদ্ধান্তগুলি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যেসব কথা বলেছেন উনারা বাজেটটা ভাল করে পড়ে দেখেন নি এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে কি কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং সেগুলি কিভাবে কার্য্যকরী করা হয়েছে সেগুলি তারা দেখেন নি। কেউ যদি দেখতে চেষ্টা না করে, তাকে জোর করে দেখানো যায় না। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে গণতন্ত্রের কথা বলছেন, সেই গণতন্ত্র আমরা দেখেছি। ১৯৭৮ পর্যন্ত আমরা দেখেছি কোন গণতন্ত্র চালু ছিল, কোন গণতন্ত্র তারা চান। ত্রিপুরার মানুষ সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছে।

সুতরাং এখানে সরকারের পক্ষ থেকে গত বিধান সভায় আমরা দেখেছি এইভাবে বাজেট বক্তৃতার মধ্যে এরকম কথা উল্লেখ থাকতো না এবং আমার সরকার সংবিধান সম্মতভাবে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই কথাগুলি গত বিধান সভায় যে বাজেট তৈরী করা হয়েছিল, সেই বাজেট পড়ে দেখুন এই কথাগুলো আছে কিনা। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার মানুষের জন্য কি করবেন, এই যে রূপরেখা তৈরী করা হয়েছে সেটা বিধানসভায় বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে যথেষ্ট নয়, আমরা অনুরোধ করব বিরোধীদলের সদস্যদের যে আমাদের সঙ্গে তারা সহযোগিতা করুন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ৬ মাসের মধ্যে যেসব সিদ্ধান্তগুলি বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করেছেন, এরমধ্যে ৫০টি সিদ্ধান্ত আছে। গত বিধানসভাতে আমি প্রশ্ন দিয়েছিলাম, যে মুসলমান ছাত্রদের জন্য হোস্টেল খোলার জন্য। আমরা কংগ্রেস শাসনে বার বার দাবী করেছিলাম যে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু হিসেবে পরিচিত এবং তাদের জন্য আলাদাভাবে সুযোগ দেওয়া হোক। লেখাপড়া এবং তাদের আলাদাভাবে চাকরীর একটা সুযোগ করে দেওয়া হোক। বামফ্রন্ট সরকার সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুসলমান-দের জন্য হোস্টেল স্থাপন করবেন।

আর একটা জিনিষ নিবাচনী কর্মসূচীতে ছিল। লক্ষ্য করেছেন আপনারা যে, ত্রিপুরাতে কোথাও কোথাও ১০ বছর ১৫ বছর হয়েছে, গাঁও সভাগুলিতে নির্বাচন হচ্ছে না। কংগ্রেস সাহস পাচ্ছেনা। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আমরা যদি ক্ষমতায় যাই, যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি গাওসভাগুলি ভেঙ্গে দিয়ে নিবাচন করব এবং ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার সেটা করেছেন। নির্বাচন করতে গিয়ে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমরা দেখেছি, কংগ্রেস, সি, এফ, ডি, এবং কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন প্রতিক্রিয়াশীল চক্র তারা একজোট নির্ব্বাচনটাকে একটা প্রহসনে এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এর ইতিহাস আমি উপস্থিত করতে চাই।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যারা গণতন্ত্রের কথা বলেন, উপজাতি যুবসমিতির যারা ভদ্রলোক তাঁরা কি শ্রীমতী গান্ধীর গণতন্ত্র চান না কি জন্য কিছু চান, তা জানি না। উনারা এখন শ্রীমতী গান্ধীর স্বপ্ন দেখছেন যেখানে ভারতবর্ষের লোকেরা তাদের ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে আমি জানি না এই ভারতবর্ষের ৭০|৭৫ কোটি মানুষ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যেভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিলেন, এমারজেন্সী জারী করে যার জন্য তাকে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, কিন্তু উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা তাঁকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। ৩১।৫।৭৮ ইং নির্ব্বাচন করতে গিয়ে হাদু চরণ বাজারে উপজাতি যুব সমিতি দেবসেনা দেববর্মাকে মারধোর করে, এ সম্পর্কে জিরানীয়াতে কেস দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, কিছু কিছু কর্ম্মচারী আজকেও পুরনো স্বপ্ন দেখছেন, সেই পুলিশ। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলছেন তারা নাকি আমাদের মদত দিচ্ছেন, কিন্তু কিছু কিছু পুলিশ রয়ে গেছেন যারা আগে আপনাদের সেবা করতেন সেই পুলিশ কিছুই করলেন না। যদি এটাই উদ্দেশ্য থাকত সরকারের যে উপজাতি যুব সমিতিকে পেটানো হবে তা হলে এই ছয় মাসের মধ্যে অনেক ঘটনাই ঘটত। ৮.৬.৭৮ এ রাইমা শর্মার কোবরা বাড়ীতে মংগল দেববর্মাকে ডেকে নিয়ে উপজাতি যুব সমিতির সুনীল দেব মারাপট করে এবং নরেন্দ্র দেববর্মা এবং সুরেন্দ্র দেববর্মাকে উপজাতি যুব সমিতি নদের হরি মরসুম উপজাতি যুব সমিতির প্রধানের পদ দেওয়া হবে বলে সাদা কাগজে সই নিয়েছে। এরপর প্রচার করা হয়েছে যে সে উপজাতি যুব সমিতিতে যোগ দিয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ৩/৭/৭৮ ইং তারিখে ঘটনা বিশালঘর থানার অন্তর্গত বংশীবাড়ী গাঁও সভার প্রধান শ্রীনন্দলাল দেববর্মাকে রাত ১২টার সময় ডেকে নিয়ে মারপিট করা হয়। এই সম্পর্কে বিশালগড় থানাতে একটা কেস দায়ের করা হয়েছে। ৯/৬/৭৮ইং তারিখে বিলোনীয়ার ইছাচাড়ি গাঁও সভাতে যুব সমিতির লোকেরা সেখানকার নিরীহ ট্রাইবেলদের উপর অত্যাচার করেছে, কারণ, কেন তাদেরকে ভোট দেওয়া হল না। ১০/৬/৭৮ ইং তারিখে কল্যাণপুরের এম, এল, এ মাখন চক্রবর্ত্তীর কর্ম্মচারীকে মাঠের মধ্যে পেয়ে, তাকে বেদম ভাবে মারপিট করে এবং সেই লোকটা এখন হাসপাতালে আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে শুধু উপজাতি যুব সমিতিই নয় তাদের সঙ্গে ঐ কংগ্রেস দল এবং আর যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি আছে, তারা সবাই মিলে মিশে বামফ্রন্ট সরকারের যে কর্ম্মসূচী যেটাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য জনসাধারণ এগিয়ে আসছে, তাকে বানচাল করবার জন্য, তারা ষড়যন্ত্র করছে। ১৮/৬/৭৮ ইং তারিখে কাঞ্চনমালাতে বামফ্রন্টের প্রধান সুনীল

দেবনাথকে ঐ কংগ্রেস (আই) এর পাণ্ডা রবি দে, দুলাল দে, জহর দে এবং সত্যব্রত দে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং এটা তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে। আর অন্য দিকে গোলাঘাটির দয়ারাম পাড়াতে বামফ্রন্ট প্রার্থী যিনি জয়লাভ করেছেন তাকে হত্যা করবার জন্য অনিল দাস এবং অগ্নিদাস যে ষড়যন্ত্র করেছিল এবং তাদের যখন ষড়যন্ত্রের আলাপ আলোচনা চলছিল, তখন টাকার জলার ও, সি সেই ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন এবং ও, সি নিজেও সেটা শুনেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ও, সি তাদেরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছেন। আজকে দেখা যাচ্ছে যারা উপজাতিদের কথা বলছেন এবং উপজাতিদের জন্য চোখের জল ফেলছেন, পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের সময়, মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির যারা তারা বাঙ্গালীদের সংগে মিলে মিশে আন্দোলন করেছিলেন, তখন কিন্তু তারা সেই সংগ্রাম কমিটিতে ছিলেন না। তারা সংগ্রাম কমিটি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তাই লক্ষ্য করা গেছে যে পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের সময়, ঐ জম্পুই জলার মতো গাঁও সভাতে কংগ্রেস প্রার্থীকে তারা সমর্থন জানিয়েছেন এবং কোথাও তারা বাঙ্গালী প্রার্থীদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা বলেছিলেন যে তারা বিশুদ্ধ ট্রাইবেল, এবং বিশুদ্ধ ট্রাইবেলদের নিয়েই তারা আন্দোলন করবেন, আমাদের উপজাতিদের অ-উপজাতিদের সংগে, বাঙ্গালীদের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু দেখা গিয়েছে ঐ নির্ব্বাচন এর সময় তারা কংগ্রেস এবং সি, এফ, ডির মত প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের যারা আছে, তাদের সঙ্গে মিলে মিশে নির্ব্বাচন করতে গিয়েছিল। এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা। কালকেও এই আগরতলা শহরে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর দীর্ঘ বক্তৃতা করব না। আমি এই সরকারকে বিশেষ করে মন্ত্রী মহোদয়দিগকে অনুরোধ করব যে গাঁও সভার নির্ব্বাচনের সময় কিছু কর্মচারী এবং কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল যে চক্র, তাদের সংগে মিলে মিশে এত চেষ্টা করেছিল, যাতে বামফ্রন্টকে পরাজিত করা যায়। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক মানুষ, তাদের সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। কারণ তারা গণতন্ত্রের সাধ পেয়েছে। তাই আজকে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে ভোট দেয়নি, বামফ্রন্টের প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করা গেছে, সেটা হচ্ছে এই যে সব আমলা আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের কর্ম্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে গাফিলতি করছে, কারণ এটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে, যেমন রাস্তার ক্ষেত্রে পি, ডব্লিউ, ডি এবং আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতিপয় আমলা এবং কতিপয় কর্মচারী বামফ্রন্টের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করবার ক্ষেত্রে গাফিলতি করছে এবং তারা সেটাকে বানচাল করবার চেষ্টা করছে, আমি অনুরোধ করব যে যারা এই সব কাজে লিপ্ত, যারা এভাবে আমাদের কর্মসূচীকে সাবোটেজ করার জন্য চিন্তা করছেন, তারা যেন সংশোধন হন। আর তা না হলে আগামী দিনে তাদের বিরুদ্ধে যাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তার জন্য আমরা গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে এই সব ঘটনা তুলে ধরতে বাধ্য হব। ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যেটা নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের কল্যাণের জন্য, যেটাকে কিছু আমলা এবং প্রতিক্রিয়াশীল চক্র বানচাল করবার জন্য চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা যেন ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—শ্রীসুবল রুদ্র।

শ্রীসুবল রুদ্র :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৬ই জুন তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন, সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করি। সমর্থণ করি এই কারণে যে এই বাজেটটা নূতন ধরণের। বিগত দিনগুলিতে কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকা কালীন যে সমস্ত বাজেট তৈরী করেছিল, সেই সব বাজেট থেকে এবারের বাজেট সম্পুর্ণ আলাদা ধরনের। এবার বাজেটের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছে বলে আমি মনে করি এবং বাইরের সাধারণ মানুষও এটা মনে করেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এটা একটা লক্ষ্যণীয় ব্যাপার, যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে, সেই বাজেটের মধ্য দিয়ে, এটা আমরা পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারছি এবং সাধারণ মানুষও এটা উপলব্ধি করতে পারছেন এবার যে বাজেট তৈরী করা হয়েছে, সেই বাজেটের মধ্যে প্রত্যেকটি জিনিসের উপর বিশেষ করে বিগত দিনগুলিতে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট যেগুলিকে অবহেলা করে রেখেছিল এবং তাদের বাজেটে গরীব মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটতে পারে নি। কিন্তু এবারের বাজেটের মধ্যে প্রত্যেকটি আইটেম যে ভাবে করা হয়েছে, তাতে আমাদের নূতন বামফ্রণ্ট সরকার গরীব মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছে। আমরা এটাও লক্ষ্য করছি যে আমাদের যারা বিরোধী গোষ্ঠী আছেন, সেই বিরোধী গোষ্ঠী এবারের বাজেটের উপর বক্তৃতা করতে গিয়ে, তাকে অসমর্থণ জানিয়েছেন, এবং এই বাজেট তাদের মতে অগণতান্ত্রিক বাজেট, এতে গরীব মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেনি বলে তারা বলেছেন। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট ভাষণ দিয়েছেন, তাতেও তারা এমন কিছু লক্ষ্য করতে পারেন নি, যার মধ্য দিয়ে এটা একটা বাস্তব সম্মত বাজেট হতে পারে নি। আর এরজন্যই তাঁরা এটাকে সমর্থন করতে পারেন নি তার সাথে সাথে তাঁরা এই কথাও বলেছেন যে বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা যেটা কংগ্রেসের আমলে ছিল, তাও নাকি আরও খর্ব হয়েছে। এসব কথাই মাননীয় সদস্যদের বক্তৃতার মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। এটা নিশ্চয় আজকে উপলব্ধি করার প্রশ্ন, কারণ একটা পরিবর্তিত অবস্থায় যখন বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে এবং তাদের উন্নয়নমূলক কাজ কর্মের যে পরিকল্পনা, যেগুলি তারা হাতে নিয়েছেন এবং আন্দোলন করার যে অধিকার, সেটা দেওয়ার জন্য, প্রয়োজনীয় সংশোধন করার যে চেষ্টা, তারও প্রতিফলন ঘটেছে অথবা ঘটতে যাচ্ছে। এটা নিশ্চয় কোন গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ বলতে পারবে না যে, মানুষের আন্দোলনকে এখানে স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। অন্য দিকে আমরা লক্ষ্য করছি যে বিরোধী গোষ্ঠী এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না তার কারণ এই বাজেটে অনেক ক্ষেত্রে কর রেহাই দেওয়া হয়েছে আবার নূতন কর বসানোরও কোন প্রস্তাব নেই, কেন সেই রকম প্রস্তাব নেই অথবা কিভাবে ঘাটতি পূরণ করা হবে, এই সব কথাই তাঁরা তাঁদের বক্তৃতার মধ্যে বলে গিয়েছেন। কিন্তু এই বাজেটের মধ্য দিয়ে গরীব মানুষের জন্য চিন্তা ভাবনা যে করা হয়েছে, সেটা তারা উপলব্ধি করতে পারেন নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা লক্ষণীয় যে গত ৩০ বৎসর কংগ্রেস সরকার এখানে যে বাজেট করেছেন সেই বাজেটের মধ্যে গরীব মানুষের উপর কর চাপিয়ে দিয়েছে এবং গরীব মানুষের গোলা থেকে ধান আনার জন্য আইন করেছে এবং সেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের

উপর অত্যধিক কর চাপানোর জন্যই জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেখানে নূতন কর প্রস্তাব করে নি। গরীব মানুষ যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই বাজেট করা হয়েছে। বিরোধী দল প্রশ্ন তুলেছেন যে নূতন কর প্রস্তাব না থাকলেও জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে। জিনিস পত্রের দাম কেন বেড়েছে এই সম্পর্কে আমি বলব যে আপনাদের পড়াশুনা করা দরকার। কারণ উনাদের রাজনীতিক জ্ঞান সীমিত এবং এই সীমিত জ্ঞান নিয়ে রাজনীতি করা যায় না। জিনিসপত্রের দাম বাড়ার জন্য কংগ্রেস সরকার দায়ী এবং কেন্দ্রে যে সরকার আছে, সেই জনতা সরকার তারা একচেটিয়া পুঁজিপতিদেরকে মুনাফা লুঠার সুযোগ করে দিয়েছেন, তাই তারা গরীব মানুষকে শোষণ করছে, যার ফলে জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে। কোম্পানীর মালিকদেরকে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এবং অসাধু ব্যবসায়ী যারা দীর্ঘ দিন ধরে কংগ্রেস সরকারের সংগে যোগ সাধন ছিল, তাদেরকে বেশী দামে জিনিসপত্র বিক্রি করার জন্য সুযোগ করে দিয়েছে। এই জনতা সরকার যেটা কংগ্রেস সরকার দীর্ঘ্য দিন যাবত করে আসছিল সেটাই করছে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা দেখেছেন এই বিধানসভায় প্রস্তাব আনা হয়েছে যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যাতে কনজিউমার্সের মাধ্যমে বিক্রী হয় সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকারেরর কাছে আমরা প্রস্তাব রেখেছি, এই বিধানসভায় সেই প্রস্তাব এসেছে। কাজেই জিনিসপত্রের দাম বাড়ার জন্য এই বামফ্রন্ট সরকার দায়ী নয়। তাঁরা দায়ী যারা জনতা, কংগ্রেস, সি, এফ, ডি এদের ধারক বাহক, যারা যারা এই সমস্ত অসাধু ব্যবসায়ীদের পক্ষ অবলম্বন করছেন, যারা টাটা, বিড়লাদের পক্ষ অবলম্বন করছেন তাঁরা জনগণের শত্রু। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটকে আমরা মনে করি যে এটা পূর্ণাংগ বাজেট। আগে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পাশ হয়ে গেছে। উনারা বার বার একটা কথা বলেছেন যে, ছয় মাস বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, উন্নয়ন মূলক কোন কাজ করে নি। আমি বলছি যে আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন, মাঠে ময়দানে যান। আজকে এই আগরতলায় বসে, গ্রামে কোথায় রাস্তাঘাট হয়েছে, কোথায় জলের ব্যবস্থা হচ্ছে, সেটা গ্রামে গিয়ে দেখুন, গত ছয় মাসে বামফ্রন্ট সরকার কি কাজকর্ম করেছেন। সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এই বিধানসভায় পাশ হয়ে গেছে এবং সেই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যে সীমিত অর্থ রাখা হয়েছিল, সেই অর্থ দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার যে কাজকর্ম করেছে, সেই কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে বর্তমান বাজেটের প্রতিফলন ঘটেছে। এটা সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছে এবং বুঝতে পেরেছে এই সরকার যাতে আরও বেশী দিন ক্ষমতায় থাকতে পারে এবং সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা বামফ্রন্ট সরকারকে জয়যুক্ত করেছে। সেখানে কংগ্রেস, সি. এফ. ডি, জনতা এবং উপজাতি যুব সমিতিকে এবং ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসকে পরাজিত করে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য সেখানে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে ভোট দিয়েছে। উপজাতি যুব সমিতির নেতৃবৃন্দ, উনারা সমালোচনা করেছেন যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কারচুপি করা হয়েছে। সেখানে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা হয় নি। আপনারা একমাত্র এই উপজাতি যুব সমিতি, যাঁরা গ্রামের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেন, ভয় সৃষ্টি করেন সেখানে গাঁও পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিজেদের প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার জন্য, তাঁরা গুণ্ডামীর রাজত্ব কায়েম করেছে। আপনারা উপজাতিদের ঘরে

গিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়েছেন এবং বলেছেন যে এই উপজাতি যুব সমিতির সমর্থককে যদি তোমরা ভোট না দাও, তাহলে গ্রাম ছাড়া করা হবে। এইভাবে আপনারা গ্রামে গ্রামে এই অমরপুর থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন মহকুমাতে এই সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছেন। পঞ্চায়েৎ আইন, যেটা আমরা সংশোধন করেছি তারা এটারও বিরোধীতা করেছে। এখানে তাঁরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রশ্ন তুলেছেন। আমরা বলেছি যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানুষ ভোট দেবে এবং হাত তুলে ভোট নয়। আগে কংগ্রেসী সরকার যেটা করেছেন, জনতা যেটা করেছেন মানুষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে সেখানে নির্বাচন করবে এবং অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন করবেন এটা হতে পারে না। আমরা গণতন্ত্রকে রক্ষা করেছি, আমরা মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছি এবং যে পঞ্চায়েত অবৈধভাবে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় বসেছিল, সেই পঞ্চায়েতকে এই বামফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে দিয়ে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করেছি। আমরা দেখেছি কতকগুলি মিছিল করে গুণ্ডামীর রাজত্ব ওরা কায়েম করেছে। এই উপজাতি যুব সমিতি, এই কর্নেল চৌমোহনীতে এক ভদ্রলোকের জামাকে ছিঁড়ে ফেলেছে, ঘুষি মেরেছে। এই পোস্টঅফিস চৌমোহনীতে ১২ বৎসরের ছেলেকে ধরে তাঁরা মার পিট করেছেন। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মা বোনদের উপর টিটকারী করেছে ওরা। ওরা আজকে গণতন্ত্রের কথা বলছে, ওঁরা আজকে বলছে যে এই বামফ্রন্ট সরকার গুণ্ডামীর রাজত্ব কায়েম করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার আইন করবে, গুণ্ডা আইন চালু করবে কারণ এই বামফ্রন্ট সরকারকে মানুষ ভোট দিয়েছে এবং এই গুন্ডামীর রাজত্ব কায়েম হোক এটা বামফ্রন্ট সরকার চান না। বামফ্রন্ট সরকার নূতন আইন করার জন্য চিন্তা করছেন। গুন্ডা আইন করে কিভাবে গুন্ডাদেরকে দমানো যায়। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। কংগ্রেসের আমলে যে বাজেট এই হাউসে পেশ করা হত, সেই বাজেট থেকে এই বাজেটের অনেক পার্থক্য। রাত দিন পার্থক্য। এই বাজেট সেই বাজেট নয়। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদেরকে অনুরোধ করব তাঁরা যেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন নূতন চিন্তা চেতনা নিয়ে এটাকে ভালভাবে পড়ার চেষ্টা করেন এবং উপলব্ধি করেন এটাতে কি লেখা আছে। বিরোধীতা করতে হবে বলেই বিরোধীতা নয়। আসুন, বাজেট ভাল করে পড়ুন। দেখুন কোথায় ত্রুটি আছে। এসব দেখে সমালোচনা করুন এবং বলুন যে, এই কারণে না এই বাজেট গ্রহণযোগ্য নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন, সেটাকে আমি সমর্থন করছি এবং এই বাজেটের মধ্য দিয়ে আগামী দিনে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটিয়েছে এটা আমি বলতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য গৌতম দত্ত আপনি আপনার বক্তব্য বলুন।

শ্রীগৌতম প্রসাদ দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৬ তারিখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৭৮-৭৯ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেটকে সমর্থন করতে গিয়ে যে কথাটা বলতে চাই, এটা মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতার সময়ে উল্লেখ করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট কোন গতানুগতিক বাজেট নয়। এই বাজেটকে আন্তর্জাতিক এবং দেশীয়

রাজনৈতিক পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বিচার বিবেচনা করতে হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি। ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে, সাধারণ নির্বাচনের সময় ত্রিপুরা রাজ্যের ৭০ শতাংশ মানুষ বামফ্রন্টকে বিপুল ভোটে জয়ী করে সরকারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের সময়েও বামফ্রন্টকে বিপুল ভোটে জয়ী করেছেন। বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময় বামফ্রন্টের যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, এই বাজেটের মধ্যদিয়ে এই প্রতিশ্রুতিকে রূপায়িত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই বাজেটের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার, ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষের স্বার্থে, ত্রিপুরা রাজ্যে তাঁদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিকে যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন, এবং বিগত ৬ মাসের কার্যাকলাপের মধ্যে তা পরিলক্ষিত হয়েছে। আগামী দিনে যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে, ত্রিপুরার ৯০ শতাংশ মানুষকে আরো বেশী বেশী করে উপকৃত করা যায়, সুযোগ দেওয়া যায়, গত ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনের কলঙ্ককে, যত তাড়াতাড়ি ধুয়ে, মুছে, গরীব মানুষকে উপকৃত করা যায়, এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই বাজেট রচিত হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, গত ৩০ বছরের মধ্যে, সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের উপর কি ধরণের অত্যাচার সংঘটিত হয়েছিল। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে, শুধু কংগ্রেস সরকার ক্ষান্ত হননি, সাধারণ মানুষের উপর অর্থনৈতিক সংকটের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের উপর থেকে এই সংকটের বোঝা লাঘব করার জন্যই বামফ্রন্ট সরকার সর্বতো ভাবে প্রয়াসী হয়েছেন এবং গত ৬ মাসের কাজকর্মের মধ্যদিয়ে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমরা সরকারে আসার পর, যে সব সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করেছি, তা গত ৩০ বছরে কংগ্রেসী আমলে হয়নি। আমরা প্রথমে ৫ কানি জমির খাজনা মকুব করেছি, এবং সেই সঙ্গে ১৫ খানি টিলা জমির খাজনা মকুব করেছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এছাড়া অন্যান্য যেসব কাজ কর্ম করা হয়েছে, তা ত্রিপুরা রাজ্যের ঐতিহাসিক কাজ বলেই মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের আশা আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করার যে উদ্যোগ বামফ্রন্ট সরকার ইতিমধ্যেই নিয়েছেন, এটা আজকে সাধারণ মানুষের মধ্যে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তারই প্রতিফলন সাম্প্রতিক পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে আমরা লক্ষ্য করেছি, যে একদল আর এক দলের বিরুদ্ধে সাধারণ নির্বাচনের সময় কুৎসা রটনা করেছিলেন, একনেতা, আর এক নেতার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছিলেন, তাঁরাই বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীকে বিঘ্নিত করার জন্য একই মঞ্চের, একই সারিতে দাঁড়িয়ে, বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমেছিলেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষ এই ৬ মাসের কাজের মধ্যদিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, এই অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়েই, সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল অপপ্রচারের বিরুদ্ধে, চক্রান্তের বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট সরকারকে নূতন করে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন এবং কায়েমী শক্তির বিরুদ্ধে, গ্রামের জোতদার, মহাজনদের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয় যুক্ত করেছেন। অথচ পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যেও পঞ্চায়েৎ নির্বাচন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক বিহারের পঞ্চায়েৎ নির্বাচন-এর উল্লেখ করতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি, বিভিন্ন কাগজে পত্র পত্রিকায় মধ্যে আমরা দেখেছি সেখানে ৫০০ শত এর মত লোক নিহত হয়েছে। অথচ মাত্র এক বছর আগে, যেখানে সাধারণ নির্বাচনে জনতা পার্টিকে সেখানকার মানুষ বিপুলভোটে

জয়যুক্ত করেছিল, সেখানেই আজকে পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেসকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করেছে। এই বিহারের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের পাশাপাশি তুলনা করলে, এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে, দিল্লী এবং অন্যান্য রাজ্যে যে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই জনতা সরকার বিগত সময়গুলির মধ্যে তাঁদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য কোন কর্মসূচী গ্রহণ করেন নি। তাঁরা গ্রামের মানুষের আশা আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করতে পারেন নি। ত্রিপুরা সেই ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশ মানুষের স্বার্থে জনকল্যাণমুখী কাজ করার জন্য চেষ্টা করছেন, এটা দেখেই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আজকে উৎসাহিত বোধ করছেন এবং তারই জন্য বামফ্রন্টের পক্ষে মানুষ বিপুল ভোটে সাড়া দিয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি বামফ্রন্ট সরকার গণতন্ত্রকে পুন: প্রতিষ্ঠা করার জন্য বদ্ধপরিকর। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থ-নৈতিক অনগ্রসরতা থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে রিলিফ দেওয়ার জন্য, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অভাব অভিযোগ দূর করার জন্য, সরকার যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, তাস আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্য সরকারের উদ্যোগ থাকা সত্বেও, যাঁরা ত্রিশ বছরের আমলাচক্র, যারা গত ত্রিশ বছর ধরে কংগ্রেসী শাসনে লালিত পালিত হয়েছেন, তাঁরা এই বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীকে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছেন। কর্মসূচী যাতে বাস্তবায়িত না হতে পারে তারজন্য তাঁরা বিভিন্ন প্রচেষ্টা নিয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, খাদ্যের বদলে কর্মসূচী, যেটা বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে চালু করেছেন, এই কর্মসূচীকে বানচাল করার জন্য বিভিন্ন ষড়যন্ত্র হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার বিরোধী দলের থেকে উঠেছে এবং এটা অতি সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য যে এই প্রকল্প হতে সঠিক ভাবে রূপায়িত না করা যায়, এবং যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ না খেয়ে মরতে পারে, তারই চেষ্টা করা হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকারকে মানুষ যাতে কংগ্রেস এবং জনতার মত দূরে ঠেলে দিতে পারে, তারই জন্য ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে! ঐ কর্ম্মসূচীকে বানচাল করার জন্য যে আওয়াজ তুলছেন, তা উপজাতি যুব সমিতির আওয়াজ নয়, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আওয়াজ। কংগ্রেস, সি. এফ. ডি. এবং জনতার আওয়াজ। কিন্তু তাঁদের মনে রাখা উচিত, যে কংগ্রেস, সি. এফ. ডি এবং জনতাকে ত্রিপুরার মানুষ ধুয়ে মুছে দূরে ফেলে দিয়েছে, সেই দূরে ঠেলে ফেলে দেওয়া মানুষেরই কণ্ঠে আজ আওয়াজ। তাঁরা বামফ্রন্ট সরকারের অগ্রগতি, বামফ্রন্ট সরকারের কল্যাণ মুখী কাজকর্ম দেখে আজকে আতংকগ্রস্ত। আতংক এই কারণে, ত্রিপুরার সর্বত্র আজকে যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে, তাঁদের কাজকর্মে গরীব মানুষের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, এই আলোড়ন আগামী দিনে শুধু ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা ভারতবর্ষের মানুষকে প্রভাবিত করবে। আগামী দিনে সারা ভারতবর্ষে ৩০ বছরের কংগ্রেস শাসনের প্রকৃত বিকল্পকে চিনতে পারবে। প্রকৃত বিকল্পের দিকে মানুষ ধাবিত হবেন। এটা দেখেই তাঁরা আজকে আতংকগ্রস্ত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিরোধী দলের মধ্যে সেই আতংক উপলব্ধি করা যাচ্ছে। সেই জন্যই তাঁরা আজকে ঐ কংগ্রেস, জনতা এবং সি. এফ. ডি. প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আজকে তাঁরা জনকল্যাণমুখী কর্ম্মসূচীকে বানচাল করতে চাইছে। গ্রামের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। গ্রামের সাধারণ মানুষকে মিথ্যা, অসত্য ভাষণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিপথগামী করার চেষ্টা করছেন। বিরোধী পক্ষের এটা জেনে রাখা উচিত, ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের দীর্ঘ আত্মত্যাগের মাধ্যমে যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে,

এই বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কোন রকম চক্রান্ত, কোন রকম দুর্নামই তারা বরদাস্ত করবে না। এটা আজকে উপজাতি যুব সমিতির বোঝা উচিত যে, এটা সন্ত্রাস এর রাজত্ব নয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীকে বাস্তবায়নের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে আমলারা, তাদের সেই প্রচেষ্টাকে দূর করার জন্য ত্রিপুরার জনগণ বামফ্রন্ট সরকারের সহায়তায় এগিয়ে আসবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার তাঁর কার্য্যসূচীর যে রূপরেখা তুলে ধরেছেন এটা আমরা সবাই লক্ষ্য করেছি। সরকার শিক্ষা এবং উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য বলিষ্ট নীতি গ্রহণ করেছেন। টুয়েল্ভ ক্লাস পর্য্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছেন। কলেজের ছাত্রদের ও স্কুলের ছাত্রদের স্টাইপেণ্ডের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কৃষি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও সরকার বিভিন্ন ব্যয় বরাদ্দ যে ভাবে মঞ্জুর করেছেন, এই ব্যয় বরাদ্দ যাতে ঠিক ঠিক ভাবে প্রতিফলিত হয় তার জন্য সরকারের যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি সাথে সাথে বিরোধী পক্ষেরও দায়িত্ব রয়েছে।

ত্রিপুরারাজ্যে আমরা নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছি। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণকে গণতান্ত্রিক চেতনায় উদবুদ্ধ করে আগামী দিনের সংগ্রামে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে শুভ উদ্যোগের সূচনা করেছেন, তাকে আমরা আরো অগ্রসর করে নিয়ে যেতে চাই বাজেটের মধ্য দিযে সেটাই প্রতিফলিত হয়েছে।

কৃষি ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি বাজেটের মধ্যে জলসেচ এবং অনান্য ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন মঞ্জুরি রেখেছেন এবং এটা সত্য যে ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। গত ৩০ বছর ধরে গ্রামের চেহারা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, গ্রামের মধ্যে কোন স্কুল ছিল না, শিক্ষার কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না, কৃষি ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল ছিল এবং গ্রামের সাধারণ কৃষক সার এবং বীজ থেকে বঞ্চিত ছিল। বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার গ্রামে দরিদ্র কৃষককে সার এবং বীজ দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন এবং আগামী দিনে যাতে আরো বেশী করে গরীব মানুষের কাছে এই সার এবং বীজ পৌছে দেওয়া যায় তার জন্য সরকার বেশী নজর দেবেন এটাই বাজেটের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে এবং এই বাজেট থেকে আমরা এটা আশা করতে পারি যে ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষের যে আশা-আকাংখা নিয়ে এই বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন সেই আশা-আকাংখা বাস্তবায়িত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার অত্যন্ত: সজাগ রয়েছেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ৯০ ভাগ মানুষের আশা-আকাংখাকে বাস্তবায়িত করার জন্য এই নূতন বাজেট এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের অনান্য বাজেট থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এই কারনেই ত্রিপুরা রাজ্যের ৯০ ভাগ মানুষের স্বার্থে এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করি। আমি এই কথা বলেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ইনক্লাব-জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় উপাধ্যক্ষমহাশয় গত ১৬ ই জুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এই হাউসে পেশ করছেন, সেই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য আরম্ভ করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় বিগত কংগ্রেস আমলে আমরা যারা এম.এল,এ ছিলাম, প্রত্যেকেই লক্ষ্য করেছি যে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না, এমন কি কোন স্কুল ঘরের চিহ্ন সেখানে

ছিল না, রাস্তাঘাট ছিল না, পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল না, এই অবস্থায় আমাদের চলতে হয়েছে। শুধু তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতিও হয়েছে কাজেই এই অবস্থায় আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এই অল্প সময়ের মধ্যে জনকল্যানের জন্য যে সমস্ত কাজ করেছেন, জনপ্রিয় সরকার বলেই তা করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের সরকারকে অল্প সময়ে মধ্যে বিভিন্ন কাজকর্ম নূতনভাবে করতে হয়েছে এবং যে বাজেট এই হাউসে পেশ করা হয়েছে, গত ৫ বছরের মধ্যে আমি বিধানসভায় দেখি নি। বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা এখানে যেভাবে বিরোধীতা করছেন, আমি জানি না তাঁরা কোন সুনির্দ্দিষ্ট নীতি বা পদ্ধতিকে অবলম্বন করে তার বিরোধীতা করছেন। পূর্বে অনেকেই বলেছেন যে সুখময়ের সঙ্গে এম.এল. এ গিরী করে ট্রাইবেলদের কোন স্বার্থ রক্ষা হবে না।

(গণ্ডগোল)

জানি না ট্রাইবেলদের জন্য তাঁরা কি চিন্তা করেছিলন, কি আন্দোলন করেছিলেন। যেখানে ট্রাইবেলরা নিজের খরচায় লেখাপড়া করার মত কোন সুযোগ করতে পারে নি অর্থ সংকটের জন্য, সেই জায়গায় ইংলিশ হরফে ট্রাইবেল লেখাপড়া করে, ত্রিপুরা ভাষায় ইংলিশ শিক্ষা দেবেন প্রাইভেট স্কুল করে। পূর্বতন সরকার স্কুলগুলিকে শেষ করে দিয়েছে।

(গণ্ডগোল)

তাঁদের মাথার মধ্যে কি আছে সেটা কল্পনাও করা যায় না। মাননীয় সদস্য শ্রীহরি নাথ দেববর্মা বলেছেন যে বাজেটের মধ্যে ট্রাইবেল ভাষা সম্প্রসারনের কোন উল্লেখ নেই, তিনি জানেন না কারণ তিনি বাজেট ভাষন পড়েন নি, পড়লে সেটা বুঝতে পারতেন।

(গণ্ডগোল)

শুধু রোমান হরফ নাই আর সব আছে। আবাসিক স্কুলের কথা তিনি বলেছেন যেটা পূর্বে ছিল না এখন সেটা আমরা বাজেটে রেখেছি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে যখন আমরা রিজলিউশান এনেছিলাম, তখন তাঁরা বিরোধীতা করেছেন কাজেই আমরা বুঝতে পারছি না তাঁরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পক্ষে না বিপক্ষে। মাননীয় বিরোধী সদস্যদের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা যাদের কথায় উঠেন বসেন এবং বিধানসভায় এসে কথা বলেন তাঁরা ট্রাইবেলদের জন্য সামান্যতম যে সুযোগ সুবিধাগুলি ছিল সেগুলি ধুলিসাৎ করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে বিরোধীদের কোন অভিযোগ নেই, সমস্ত অভিযোগ হচ্ছে বর্ত্তমানে যে মাকর্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি, ৬ মাস আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। অত্যন্ত লজ্জার কথা কারণ তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন, এমন কি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গেও দেখা করেছেন।

(গণ্ডগোল)

তার জন্য অপচয় কিছু করেছেন। তাঁদের কাছে তাই আমার অনুরোধ তাঁরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন, তাঁদের সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করুন, কিংবা আমাদের সঙ্গে আসুন, ডাণ্ডাবাজী করে আর কত দিন চলবেন। আপনারা দিনে এক কথা বলেন এবং রাত্রে আবার অন্য কথা বলেন ট্রাইবেলরা আপনাদের কাছে গেলে বলেন যে বাঙ্গালীরা আর কতদিন থাকবে তাদের চলে যাওয়ার সময় হয়েছে, আর যদি বাঙ্গালীরা যায়, তাহলে বলা হয় যে আমরা সবাই এক অর্থাৎ এ্যাসেম্বলীতে আসলে তাঁরা ট্রাইবেলদের কথা বলেন এবং

বাইরে যখন যান তাঁদের তখন সে কথা মনে থাকে না। পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখা গেছে যে যেখানে তাঁদের কোন সুবিধা নাই, সেখানে সি. এফ. ডি. জনতা, কংগ্রেসদের সংগে জোট বেঁধেছেন। আর যেখানে তাঁদের সুবিধা আছে, সেখানে তাঁরা একা। আবার তাঁরা ট্রাইবেল বিশুদ্ধ আন্দোলন করেন। মহারাণী পুরে তাঁদের নেতা শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং গিয়েছেন। গিয়ে ...

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য বক্তব্য রাখার সময় সব সময় চেয়ারকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্ম্মা—যেখানে আমরা আমাদের কমিটির তরফ থেকে জায়গাটাকে ফেরৎ দিয়ে দিয়েছি. সেখানে দ্রাউ কুমার রিয়াং এর মিটিং এর পরের দিন জায়গাটা আবার হস্তান্তর হয়ে যায়। এই হল তাঁদের হস্তান্তর জমি উদ্ধারের কাজ। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আর একটি ঘটনা হল.—উনাদের আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী তেলিয়ামুড়াতে চাকুরী করেন। আমি জানি আমাদের মন্ত্রীসভা থেকে সময় মত বীজ ধান যাতে জুমিয়ারা পায়, তার জন্য মন্ত্রীদের যা যা কর্ত্তব্য তা করেছেন। কিন্তু গত মে মাসের ২৯/৩০ তারিখ পর্য্যন্ত সেখানে বীজ ধান বিলি করা হয় নি। আমি তখন বি.ডি.ও সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম এত দেরী হবার কারণ কি? তখন বি. ডি. ও সাহেব বলেন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমেই তো সমস্ত টাকা পয়সা যায়, আমার তো সেটা জানার কথা নয়। তখন তিনি ডাকলেন উনার অধীনস্ত লোকগুলিকে। তারা এসে বলল—ঠিকইতো এত দেরী হবার কারণ কি, আমরা তো জানিনা এই বলে ভি. এল. ডাবলিউ এর উপর দোষ চাপিয়ে দিলেন। আমি তখন ভি. এল. ডাবলিউর কাছে গেলাম, গিয়ে ভি. এল. ডাবলিউকে জিজ্ঞেস করলাম বীজধান বিলির দেরী হবার কারণটা কি? কারণ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের টাকা তো ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে বিলি হবে। তখন উনি বললেন—আমি কি করব, উনি টাকা না দিলে, আমি কোথা থেকে দেব। ঠিক এই সময় ঐ এলাকার ১৮ মুড়া থেকে কিছু জুমিয়া এখানে এসে হাজির হলো। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, কারণটা কি? তারা বলেন আমরা উনার কাছে ৩ বার এসেছি। উনি টাকা দিতে চান না। আমরা ধান কালেকশান করে রেখেছি যে দাম চায় দেব। তারপর উনাকে জিজ্ঞেস করলাম ধান কি বিলি হয়ে গেছে? আমি সমস্ত তেলিয়ামুড়া ব্লকে খবর নিয়েছি ধান কোথাও পাওয়া যায় না। পরের দিন উনার সংগে আমার ঝগড়া হয়, এর পরের দিন সেখানে গিয়ে তিনি এক দিনের মধ্যে ধান বিলি করে দিয়েছেন। এই হল তাদের ট্রাইবেল বিশুদ্ধ আন্দোলন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী (অনুপস্থিত) শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৬ই জুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৭৮-৭৯ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি তাকে সমর্থন জানাচ্ছি। সমর্থন জানানোর কারণ হল, বাজেটে যে বিষয়বস্তুগুলি রাখা হয়েছে, সেটা গরীব মানুষের মনে একটা আশার সঞ্চার করবে, এটা নিঃসন্দেহ। বাজেটের বহু দিক আছে। তার মধ্যে বাজেট ভাষণের ৩ নম্বর পৃষ্ঠায় ১ থেকে ৪০ পয়েন্ট পর্য্যন্ত যে কতগুলি প্রস্তাব রাখা হয়েছে, এগুলি পূর্ণভাবে বিগত ৩০ বছরের বাজেটকে ছাড়িয়ে গেছে। বামফ্রন্ট সরকার যে কর্মপদ্ধতি সেটা বহিঃজগতেও ছড়িয়ে পড়ছে রেডিও, পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে। ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ হয়তো সে খবর শুনেছেন। কাজেই শুধু ত্রিপুরাতেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেও এর প্রতিফলন ঘটবে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ত্রিপুরার গরীব মানুষের যে দীর্ঘ দিনের আশা, আকাঙ্খা, যা কংগ্রেস আমলে পূরণ হয়নি, যে গুলি নিয়ে আমরা আন্দোলন করতাম, সে বিষয়গুলি আজকে বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। সেটা অভিনন্দন যোগ্য। সেই জন্য আমি এই বাজেটকে সর্ব্বতো ভাবে সমর্থন করি। বাজেটের প্রারম্ভেই বলা হয়েছে—সাম্রাজ্যবাদ

(গণ্ডগোল)

সমন্তবাদ, পুঁজিবাদের বুকে কাঁপন ধরেছে এবং গরীব মানুষের বুকে আশা যোগাচ্ছে। এদিক থেকে আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই—আমরা দেখেছি সেই জমিদারদের আমলে, সেই ব্রিটিশ রাজত্বে, আমাদের পূর্ব পুরুষরা যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত হয়েছিলেন এবং আরও আমরা দেখছি যে খাজনার জন্য গরীব মানুষকে বেঁধে রাখা হত। আর জমি নিলাম করার ইতিহাস ত্রিপুরা তথা ভারতবর্ষের বুকে বহু আছে এবং তারই জন্য গরীব মানুষের যে আন্দোলন চলছিল, সেই ৪৭ইং সন থেকে যে জমিদারীর প্রথার উচ্ছেদ চাই, ব্রিটিশ শাসনের অবসান চাই, শুধু সেদিনই নয় ৪৭ইং সনের পরেও কংগ্রেসী রাজত্বে এই খাজনা আদায়ের জন্য কি ধরণের অত্যাচার হত তার বহু নজীর আছে।

হাজার হাজার মানুষের উপর খাজনার জন্য জুলুম হয়েছে এবং হাজার হাজার কৃষক, নিজের জোত স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তার প্রতিরোধ করতে, আমরা যারা আন্দোলন করেছি আমাদের মিসায় আটক রাখা হয়েছে। বহু দিনের, যুগযুগ ধরে নিপীড়িত মানুষ, এই বাজেটে খাজনার জুলুম থেকে রেহাই পেয়েছে। ত্রিপুরার ইতিহাসে এটা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই দিক দিয়ে আমি এই বাজেটকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে সংগ্রাম করে আসছিলাম, শিক্ষা, পানীয়জল, শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে গরীবদের কিভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, তারজন্য বাজেটে তার সমস্ত প্রতিফলন ঘটেছে। এটা বক্তৃতার অপেক্ষা রাখেনা। এটা সমস্তই লিপিবদ্ধ আছে। কিছুদিন আগে আমারা দেখেছি ট্রাইবেল এবং তপশীলির জাতি যারা শিক্ষায়, দীক্ষায় অনুন্নত ছিল, বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সমস্ত মানুষকে সে শিক্ষার অধিকার দিয়েছে। কাজেই আমি এই দিক দিয়ে বাজেটকে সমর্থন জানাচ্ছি। আর অন্যদিকে আমাদের যে বিরোধী গ্রুপের নেতারা, উনারা যে দৃষ্টিভংগীতে এই বাজেটকে দেখছেন, আমি ভাবছি যে উনারা কার প্রতিনিধিত্ব করছেন? তাঁদের আমরা চিনি। আমরা দেখেছি যেখানে ঘরচুক্তি আড্ডার জন্য, জুম চাষ করার অধিকার রক্ষার জন্য যেখানে কংগ্রেস সরকারের আমলে সেই মোহিনী ত্রিপুরা, সেই জুমিয়া ঘরচুক্তির আড্ডার জন্য সংগ্রাম করত, আজ সমস্ত ঘরচুক্তির আড্ডার খাজনা বন্ধ। কজেই আমরা জানি তাঁরা কার প্রতিনিধিত্ব করছেন। অনেক পত্রপত্রিকা বলছে যে এই বাজেটে আশার আলো নেই। কোন্ আশার আলো নেই? আমরা দেখছি গ্রামের মহাজন, সুদখোর, তাদের মহাজনেরা, কনট্রাকটর তারা এখানে থাকবে না। জাগরণ, জনপদ তারা কার প্রতিনিধিত্ব করছেন? সেজন্য তারা বলছেন আশার আলো নেই। আমরা দেখেছি এই বাজেট হওয়ার সংগে সংগে যেখানে পি, ডবলিউ, ডি, কনট্রাকটরা দিত, তারা বলছেন এখন আর কনট্রাকটরা নয় আমরা ফুড ফর ওয়ার্ক দিয়ে গ্রামের গরীবদের দিয়ে কাজ করাব। শিক্ষা বিভাগ থেকে বলছে, না এখন আর কনট্রাকটরা নয়, স্কুলগুলিতে ম্যানেজিং কমিটি বসিয়ে সুন্দরভাবে কাজ করুন। কাজেই তারা কার প্রতিনিধিত্ব করছেন? জনগণ তাদের রেহাই দেবেন না। সেখানে তাঁরা ধনিক গোষ্ঠীর টাটা, বিরলার মত ধনিক গোষ্ঠীর লেজুড় হয়ে ওকালতি করবেন, এটা স্বাভাবিক। কাজেই বন্ধুগণ, আমি এই কথা বলতে চাই, এই উপজাতি যুব সমিতি সম্পর্কে

কারণ বিধায়ক নিরজন দেববর্মা একটা ঘটনা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন আমার সম্পর্কে। আমি সেই দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই ১০ তারিখ রাত্রে ঘটনা হয়, ১১ তারিখ হরিনাথ দেববর্ম্মাকে কল্যানপুরে দেখা যায়। আমি মনে করি উনি কল্যানপুরে ১১ তারিখ ছিলেন এবং উনি চেয়েছিলেন একটা মিছিল করতে অন্যভাবে রূপ দিয়ে। কিন্তু মার্কসবাদী গণতান্ত্রিক শক্তি এটাকে প্রতিরোধ করেছেন। কাজেই হরিনাথ বাবুকে বলি এটা কি ধরণের ব্যাপার আমরা সেটা বুঝতে পারলাম না। কারণ সেদিন ১১ তারিখে তাঁরা উপস্থিত ছিলেন। কাজেই এইগুলি কি প্রমাণ করে? গত ২২শে এপ্রিল সূর্যমণি জমাতিয়া বাড়ীতে যাত্রাগান দেওয়া হয়। সেই যাত্রাগান দেখতে গিয়ে সেখানে একটা বাঙগালীযুবককে সাঙঘাতিকভাবে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা মারধোর করে হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে একটা ঘটনা ঘটে এবং সেখানে মুহুরীছড়ায় মিজোরামের এক মাষ্টার, তার নেতৃত্ব করে এবং সেখানে এখন এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আমি অনুরোধ করছি এই নীতি পরিবর্তন করে যে চেতনা নিয়ে ত্রিপুরার মানুষ জেগেছে সেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসুন। আমরা বামফ্রন্ট সরকারের যে কর্মসূচী এই বাজেটের মধ্যে ধরা হয়েছে সেটা আমরা রূপায়িত করে গরীব মানুষকে সাহায্য করি। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তৃতা শেষ করলাম। ইনকলাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রী অজয় বিশ্বাস

শ্রী অজয় বিশ্বাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৬ই জুন মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করছি। আমি সমর্থন করছি এই জন্য যে এই বাজেট জনগণের আশা আকাঙখা প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা আগের বাজেটও দেখেছি এবং এই বাজেট প্রসঙ্গে এই কথা বলতে চাই যে বামফ্রন্ট কোথায়ও বলেনি যে মৌলিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বিশেষ করে ত্রিপুরা একটি ছোট রাজ্য, সীমিত আয়। এর অনেক কিছুই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করছে। এই পারিস্থিতিতে যে একটা মৌলিক সমস্যার সমধান বামফ্রন্ট সরকার করে দেবে, এটা নিশ্চয়ই বামফ্রন্ট বলেন নি। টাটা থাকবে, বিড়লা থাকবে, আর সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এই কথা আমরা বলি না। কেন আমরা বলব? আগের বাজেট দেখেছি, ৩০ বছরের বাজেট দেখেছি। এই দুটোর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। একটা হচ্ছে জনগণ বিরোধী বাজেট, অপর একটা হচ্ছে এই সীমিত ব্যবস্থার মধ্যে যতটা সম্ভব এই অর্থ জনগণের মধ্যে নিয়ে যেতে যে প্রচেষ্টা, এই প্রচেষ্টার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ রয়েছে। আজকে এই কথা বলতে চাই যে বামফ্রন্ট আসার পর, আমার উপর কোন ট্যাকস্ বসবেনা, নতুনভাবে অত্যাচার হবে না, এই কথা কিন্তু জনগণ জানে এই বিধান সভায় কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য যিনি অর্থমন্ত্রী ছিলেন যিনি একথা বলেছিলেন যে এমারজেন্সীর মধ্যে এটা আমাদের একটা কীর্তি, সেই কীর্তি হচ্ছে এক কোটি টাকায় খাজনা আমরা আদায় করেছি এই এমারজেন্সীর মধ্যে। বিরোধী পক্ষ বলুন বাজেটের কোন পথটা বেছে নেবেন? এটাই পথ, না কি বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর দুই বছরের খাজনা মকুব করে, অন্তত তিন শ' থেকে ৪ শ' কোটি টাকা গরীব মানুষের খাজনা মকুব করবে, সেটাই পথ। সেটা আজকে বিরোধী পক্ষকে বুঝে নিতে হবে। এইটাই হচ্ছে সত্যিকারের পথ। এইটা আপনাদের বুঝতে হবে। ৩০ বছর উপজাতিদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে, নিপীড়ন করা হয়েছে, চাকরী ক্ষেত্রে সিডিউলড কাস্ট বা সিডিউলড ট্রাইবস্‌দের ক্ষেত্রে।

আমাদের এটা দায়িত্ব এবং আমরা এটা পালন করব এবং আমরা পাঁচ মাসের মধ্যে সিডিউলড কাস্ট, সিডিউলড ট্রাইবের যতটা স্বার্থ রক্ষা করতে পেরেছি, ৩০ বছরেও তাদের সেই স্বার্থ রক্ষা করতে পারে নি। নূতন আলোক, নূতন চিন্তাধারা এনেছে উপজাতির মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার। ঐ পথটা হচ্ছে গরীব মারার পথ। ওদের পথটা ঠিক নয়। জনগণ কি বলতে চাইছে? ৩০ বছরের যে রাজত্ব ছিল, ৩০ বছরের যে বাজেট ছিল, ৩০ বছরের যে প্রশাসন ছিল, সেই প্রশাসন জনগণের প্রশাসন ছিলনা বামফ্রন্ট যে পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছে, তার মধ্য দিয়েই সেটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। এখানে গণতন্ত্রের কথা বলছেন? পুলিশ? আমরা দেখেছি আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতায়। তখন তো বাজেট ছিল, আর এক প্রশাসন ছিল কিন্তু ৩১১ ধারা হয়েছে ২১ জন কর্মচারীর উপর, ১১০ জনকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে, মিসা প্রয়োগ করা হয়েছে, অর্থাত যেন একটা অন্ধকারের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে, যত যেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল, তাকে টুঁটি টিপে মারার চেষ্টা করা হয়েছে। ঐসব পথ কি ঠিক, অগণতান্ত্রিক পথ কি ঠিক, ফ্যাসিষ্ট পথ কি ঠিক। আপনারা কি এ'সব পথে চলতে চান? কিন্তু জনগণ বলে দিয়েছে যে এ' পথ ঠিক নয়। বামফ্রন্ট আসার পর সমস্ত লোক যারা কর্মচারী আছে, শুধু সরকারই নয়, বে-সরকারী যে সমস্ত কর্মচারী আছে, তারা সবাই কাজে ফিরে গিয়েছে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তারা মিছিল করছে। আগের দিনগুলি হলে কি তারা মিছিল করতে পারতেন? ঐ ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বকালে যে কণ্ঠস্বর এখানে ছিল, এই বিধান সভায় যে কণ্ঠস্বর ছিল, সেই কণ্ঠস্বর কি বাইরে যেতে পারত? তা পারত না। কাজেই ঐ পথটা কি ঠিক? এ পথ ঠিক নয় বলে আমরা মনে করি এবং কেবল তাই নয় বামফ্রন্ট আসার মাত্র তিন দিনের মধ্যে ৩ হাজার পুলিশ কর্মচারী ঐ চিলড্রেন পার্কে মিলিত হয়েছিল কি করতে? না ৩০ বছর একটা কুপের মধ্যে পড়ে তারা বলছিল, তারা একটা সমিতি করবে। একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে তাদের সামান্য যে একটা সমিতি করার অধিকার ছিল, সেই অধিকারটুকু তারা এতদিন পায়নি। আজকে বামফ্রন্ট এসেছে, আমরা কি দেখছি আমরা দেখছি যে ৩ হাজার পুলিশ কর্মচারী মিলিত হয়েছে, তাদের সমিতি করার অধিকার নিয়ে। ঐ ইন্দিরার রাজত্বে, ৩০ বছরের মধ্যে কোন পুলিশ কর্মচারী সমিতির কথা বললে, তাদের ছাটাই হতে হত। আর বামফ্রন্ট আসার সাথে সাথে সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে দলে দলে পুলিশ এসেছে, ৩ হাজার পুলিশ, তারা সভা করেছে এবং সভা করে তারা সমিতি করেছে। কাজেই কর্মচারী, শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়নের কথাই আমি বলব না, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কথাই আমি বলব না, জেল ওয়ার্ডার, তারাও সমিতি তৈরী করেছে। তাহলে এই বামফ্রন্ট আসার পর ঐ ছিনতাই পার্টি কোথায় গেল? সুখময় বাবু আর শচীন্দ্র বাবুর যারা চেলা চামুণ্ডা, তাদের তো আমরা দেখেনি কিছুকালের জন্য চুপ করে থাকতে। ভারতের মধ্যে আজকে দুইটি রাজ্য সব চাইতে শান্তি শৃঙ্খলাপূর্ণ, তারা প্রথম স্থান অধিকার করে আছে, সেগুলি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ আর ত্রিপুরা রাজ্য। তারা আজ এখানে পুলিশের সমালোচনা করছেন, কিন্তু গুণ্ডাদের সমালোচনা করছেন না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন যে ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ রাজ্য। এ কথাই তো বামফ্রন্ট বলছে যে গত ৩০ বছর তারা যে পথে চলেছিল, আমরা এখন তার উল্টো পথে চলবো। ৩০ বছর খাজনা নিয়ে জুলুম, অত্যাচার, গণতন্ত্র হত্যা, আমরা যেখানে গণতন্ত্রের ফাঁসটা আছে, যেখানে শেঁকল আছে, সেই শেঁকলটা টেনে ছিড়ে ফেলে দিয়ে মানুষকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে, গণতান্ত্রিক ময়দানে এনে সামিল করব এবং বামফ্রন্ট ৪ মাসের মধ্যে সেটা করেছে। কাজেই এই কথা আপনাদের বলতে হবে এবং বুঝতে হবে যে আপনারা এখানে কি কথা বলতে চাইছেন? আপনারা বলতে চাইছেন যে ৩০ বছর ধরে যে রাজত্ব এখানে ছিল, সেটাকে আবার ফিরিয়ে আনা হউক। এমন কি কর্মচারী এবং সাধারণ মানুষ এর গণতান্ত্রিক অধিকারকে হত্যার যে শাসন ব্যবস্থা ছিল, সেটাকে আবার ফিরিয়ে আনার যে কথা এখানে বলছেন, ময়দানেও সেই একই কথা

আপনারা বলছেন। আপনারা ৪ জন কার প্রতিনিধি আর এখানকার ৫৬ জন কার প্রতিনিধি আপনারা ৪ জন প্রতিনিধি আছেন সেই অংশের মানুষের, ঐ সুখময় সেনগুপ্ত, ঐ শচীন্দ্র সিংহ ৩০ বছর যে, কংগ্রেস রাজত্ব, ফ্যাসিষ্ট রাজত্ব কায়েম করে গেছেন, তাদেরই প্রতিনিধিত্ব আপনারা এখানে করছেন· তাদের কণ্ঠস্বরই আপনাদের গলার মধ্য দিয়ে শুনি। আর ৫৬ জন যারা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁরা ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ শোষিত বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধি হয়ে, তাদেরই কণ্ঠস্বর এই বাজেট বক্তৃতার মধ্য দিয়ে আজকে এখানে প্রকাশ পাচ্ছে। তাই এই কথা আমি বলব। বিরোধী দল থেকে আপনারা ১১ কোটি টাকা ঘাটতির কথা বলেছেন বাজেটে ১১ কোটি টাকার ঘাটতি দেখানো হয়েছে, সেটা কোথা থেকে আসবে? এটা তো আমরাও চিন্তা করছি, আপনারাও ওয়ে আউট করুন। আপনারা কি বলবেন যে ১১ কোটি টাকার ট্যাক্স বসবে ঐ গরীব মানুষের উপর, নিশ্চয় তা আপনারা বলবেন না। যেখানে শতকরা ১০ ভাগ আমাদের আয় নয়, সবই কেন্দ্রকে দিতে হয়, আপনারা জানেন যে মনিপুরের আরও বেশী পাওয়া উচিত, নাগাল্যেণ্ডের আরও বেশী পাওয়া উচিত, কিন্তু ত্রিপুরার যেখানে ১৭ লক্ষ মানুষ সেখানে তুলনামূলক ভাবে ত্রিপুরার আরও বেশী পাওয়া উচিত। মনিপুর গত বছর ২৪ কোটি টাকা পেয়েছে, আর আমরা পেয়েছি ১৫ কোটি টাকা। আমাদের আর কোন উপায় নেই। আজকে জনতা সরকার যেখানে আছে, আজকে তারাও বলছে, সারা ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন, সমস্ত শ্রমিক কর্মচারী তারাও বলছে যে কেন্দ্রকে দায়িত্ব নিতে হবে। আমার মনে পড়ে ১৯৭৪ সালে আমরা পার্লামেন্টে রাজ্য সরকারী কর্মচারীর ২০ লক্ষ সই নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল যা তখন ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারী পার্লামেন্টে গেল কেন, তখন তো সুখময় বাবুর রাজত্ব ছিল, তখন তো আমরা এই কথা সুখময় বাবুকেও বলতে পারতাম যে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু দিতে হবে, ট্যাক্স বসাতে হবে। আমরা মনে করেছিলাম যে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্র থেকে যদি অধিক ক্ষমতা না দেওয়া হয়, কেন্দ্র যদি তার দায়িত্ব না নেয়, তাহলে রাজ্যের সমস্যা মিটতে পারে না। সুখময় বাবুর রাজত্বে আমরা বিরোধী দলে ছিলাম, বিরোধীতা করার জন্যই বিরোধীতা করি নি। তাঁর রাজত্বেও আমরা ২০ লক্ষ সই নিয়ে মিছিল করে এ পার্লামেন্টে গিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে কেন্দ্রীয় সরকার তোমার যে সুখময় বাবুর রাজত্ব, সেটা কংগ্রেস রাজত্ব হলেও তোমাকেই সাহায্য করতে হবে। কারণ সেখানকার যে রাজ্য সরকার, সেই সরকার এই সব সমস্যার সমাধান করতে পারে না। তাই আজকে আমি এই কথাই বলব যে দুইটি অংশের মধ্যে লড়াই হচ্ছে, একটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের যে চিন্তাধারা এবং পশ্চিমবঙ্গের ৭ কোটি মানুষের যে চিন্তাধারা তাতে শোষিত মানুষের যে একটা অবস্থা, সেই অবস্থা থেকে তাদের মুক্তি দেওয়ার চিন্তাধারা, সেই পরিধিকে বিস্তার করার জন্য ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার, একটা পক্ষে আছে, আর একটা হচ্ছে জনতা কংগ্রেস, সি, এফ, ডি যে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী, যে গোষ্ঠী তাদের সেই পুরানো রাজত্বকে এবং তাদের পুরানো শাসন ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে চায়, তারা হচ্ছে আর একটা পক্ষ এবং আপনারা তাদের হয়ে এখানে কথা বলছেন। কাজেই তাঁদের কথা না বলে আপনারা অন্য কথা বলতে পারেন না। আপনারা তো শচীন বাবুর কাছে যান, শচীন বাবুর বাড়ী থেকে আপনাদের বেরিয়ে আসতে দেখেছি। সুতরাং আপনাদের বক্তব্য হচ্ছে ঐ প্রতিক্রিয়াশীল সৃষ্টি গোষ্ঠী বক্তব্য। আমি এই কথা বলব যে, যারা উপজাতি প্রতিনিধি আছেন এবং আপনারা যে পথে যাচ্ছেন, সেই পথে উপজাতির সমস্যার সমাধান নয়। মিছিল করেছেন? হ্যাঁ, উপজাতি ভাইরা মিছিলে এসেছে, জাতীয়তাবাদের কাছে মানুষ এক সময় বিভ্রান্ত হয়, কিন্তু চিরকাল বিভ্রান্ত হয় না। কাজেই এই যে শোষিত মানুষ, বঞ্চিত মানুষ, গরীব মানুষ তাদের একটা অংশকে আমাদের বেছে নিতে হবে এবং গরীব মানুষদের মধ্যে থেকে গরীব মানুষদের জন্য লড়াই করতে হবে, আর তা নাহলে ঐ ধনিক শ্রেণী দালালী করতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমি বলব

যে বামফ্রন্ট মন্ত্রী সভায় যারা এসেছেন, তারা অনেকে ভাল কাজ করেছেন। আমরা দেখেছি যে অনেক ক্ষেত্রে এক একটা দপ্তরের কাজ ৫ থেকে ৬ গুণ বেড়ে গিয়েছে। আমি জানি লেবার দপ্তরের কাছে গত বছরে ১৫ হাজার পিটিশন ছিল, এবার সেটা ৫০ হাজার হবে। মানুষের কত উৎসাহ। এইজন্য তারা মনে করেছিল লেবার দপ্তর হচ্ছে ধনীদের মালিকদের, আর এখন তারা কাজ করছে না, আমি কিছুটা সুবিধা পেতে পারি, কারণ আমার লোক সেখানে এসেছে। আর রেভিনিও দপ্তর, তারও কাজ ৫ থেকে ৬ গুণ বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু বক্তৃতা দিয়ে বিরোধীতা করছেন না। আপনারা জানেন যে যুদ্ধ হওয়ার পর দখলদার সৈনিক যুদ্ধে হেরে গিয়ে যখন দেশ থেকে চলে যায়, তখন তারা দেশের অভ্যন্তরে সাবোটেজের সমস্ত ব্যবস্থা রেখে যায়, তারা মাইন পেতে যায়। ৩০ বছর ধরে যে প্রশাসন ব্যবস্থা চলে আসছিল, যুদ্ধে হেরে গিয়ে চলে যাওয়ার সময় তারা বিভিন্ন ভাবে সাবোটেজ করার জন্য অনেক রকম ব্যবস্থাই এই প্রশাসনের মধ্যে রেখে গিয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, কেবিনেট সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আমলাদের থেকে ডিপার্টমেন্টে ফিরে আসছে, কেবিনেটের সিদ্ধান্তের কোন সার্কুলারই নীচের তলায় পাচ্ছে না এবং একটা অংশের আমলা যারা মেনে নিতে পারছে না যে গত ৩০ বছর আমাদের যে দায়িত্ব ছিল গ্রামে গিয়ে শুল্ক আদায় করা, আর এখন বামফ্রন্ট বলছে, দেশ গরুর দিকে গেলে তোমার হাত ভেঙ্গে দেব। আগে ব্যবস্থা ছিল সরকারী কর্মচারীরা শ্রমিকেরা আন্দোলন করলে পর লাঠি নিয়ে তাদের ঠেঙ্গানো! আর এখন বলতে হচ্ছে যদি ঠেঙ্গাও, তাহলে তোমারও শাস্তির ব্যবস্থা হবে, ঐ দিকে তুমি যেও না। বৃটিশ এই ব্যবস্থা তৈরী করে গিয়েছিল, বৃটিশ প্রশাসন ছিল টু সাপ্রেস দি পিপল। কংগ্রেস এসে জনগনের সেই প্রশাসনকে ঢেলে সাজিয়ে আরও জনগণ বিরোধী করে তুলেছে। সেখানে আমলা গোষ্ঠীর একটা অংশ যে এই যে একটা পরিবর্তন হল সেই পরিবর্তনকে তারা মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু আমাদের মন্ত্রী যারা সেখানে আছেন, আমি তাদের বলব যে আরো দেখছি একটা অংশের কর্মচারী ৫/৬ গুণ কাজ বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু একটা কাজ হচ্ছে না। অর্থাৎ একটা অংশের কর্মচারী কাজ করছে না উনারা আজকে এই কথা বলছেন যে কৃষকদের বীজ দেওয়া হয় না। আমার এবং একটা অংশের কর্মচারী মিলিতভাবে বাইরে যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আছে তারা যে শ্লোগান দিচ্ছে, ঐ সুখময় বাবু এবং শচীন বাবুর ৩০ বছরের কংগ্রেস রাজত্বের যে শ্লোগান, সেই শ্লোগানের বিরুদ্ধে বাইরে শুধু আন্দোলন নয়, প্রশাসনের মধ্যে সমস্ত কাজকে বানচাল করে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা চলছে সেটা যদি দূর করতে না পারি, তাহলে আমাদের কোন মত করা সম্ভব হবে না। বামফ্রন্টে যারা আছে, মন্ত্রীত্বে যাঁরা আছেন, আমার মনে হয় তাদের আরও কঠোর হতে হবে। সেই বাঁধা আমরা শুনব না, ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের জন্য এটাকে দূর করতে হবে। আজকে প্রশাসনের মধ্যে যতটা গতিশীল হওয়া দরকার ছিল, সেটা হচ্ছে না। আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেই সিদ্ধান্তকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। আজকে সিদ্ধান্ত নিলাম, সে সিদ্ধান্তকে কার্য্যকরী করবে আমরা এবং কর্মচারীরা. সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছে গতিশীল তা আসছে না। তার কারণ হচ্ছে এই, যারা সাবজেট করছে যে আমলা গোষ্ঠী এবং কর্মচারীর একটা অংশ, যারা মনে প্রাণে এই সরকারকে মানাতে পারছেন না, তারাই বাঁধার সৃষ্টি করছে। বাইরের যে শক্তি এই দুটো শক্তি মিলে আজকে এটা করার চেষ্টা করছে। আজকে আমাদের যে কর্মসূচী, সেটা সফল করার উপর নির্ভর করছে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের উপকার করতে পারব কি, পারব না এবং পশ্চিম বংগ এবং ত্রিপুরায় এই সফলতার উপর নির্ভর করছে ভারতবর্ষের ৬০ কোটি মানুষের লড়াই কতটা হবে। ভারত-বর্ষের ৬০ কোটি মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মোড় ঘুরবে কি, ঘুরবে না। সেই জন্য আমি বলব কাজ করতে গিয়ে যদি আরও কঠোর হওয়ার প্রয়োজন হয়, আমরা আরও কঠোর হব এবং এই বাধাঁকে ভেংগে চুড়মার করে আমাদের কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই বাজেটকে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এ কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী এখন তার বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীবীরেন দত্ত :— শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বাজেট আলোচনায় ইনটারভেন করতে গিয়ে প্রথমে আমি এটা বলতে চাই অ্যাপ্রোচের দিক থেকে আমাদের বাজেটের দৃষ্টি-ভংগীর দিক থেকে বক্তব্যের অনেকটা ইতিপূর্বে আমরা শুনেছি এক্ষণে আমার সামনে মাননীয় সদস্য অজয় বাবু কিছুটা পরিষ্কার করেছেন। পারফরমেনসের দিক থেকে, কাজ করার দিক থেকে সমস্যার কথা তিনি বলেছেন। বাজেট সম্পর্কে অসুবিধা, সুবিধার কথা কিছুটা উল্লেখ করেছেন। আমি সংক্ষেপে বলতে চাই যে আমি তার সংগে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী কমরেড নৃপেন চক্রবর্ত্তী তিনিও এই কথা উল্লেখ করেছেন যে আমরা বর্ত্তমানে যে ধনতান্ত্রীক রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে আছি, তার ভিতরে থেকে একটা দ্রুত গুণগত পরিবর্ত্তন সাধন করতে পারব, এটা কখনও বিশ্বাস করি না এবং এই রকম একটা ভুল ধারণা কোথাও আমরা চালিয়ে দিতে চাই না। কিন্তু আমরা জনগণের সমর্থনে আজকে সরকারে এসে, এটা বিশ্বাস করি যে বর্ত্তমানে ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে কতকগুলি স্থূল সামন্ততান্ত্রিক শোষণের যে পদ্ধতি বর্ত্তমান রয়েছে যদি ধনতান্ত্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধক সেগুলিকে আঘাত করা যায়, তাকে কিছুটা শিথিল করা যায় এবং সেটা করা সম্ভব এক মাত্র শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব। যে ব্যাপক কৃষক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে সরকারের এই পরিবর্ত্তন করার যে কর্ম্মসূচী বর্ত্তমান বাজেটের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, সেই কর্ম্মসূচীকে যদি গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়া যায়, তবে কিছুটা পরিবর্ত্তন সম্ভব হবে। সংক্ষেপে বলতে চাই গ্রামাঞ্চলে যে সামন্তবাদী মহাজনী শোষণ বর্ত্তমান, যার ফলে কৃষকদের কঠোর পরিশ্রমের ফসল তার উৎপাদন যন্ত্র, তার বাজার, সবগুলি মুষ্টিমেয় পরগাছা শোষক শ্রেণী, তারা দখল করে রেখেছেন, তাদের হাত থেকে যদি আমরা কৃষকদেরকে কিছুটা মুক্ত করতে পারি এবং কৃষক যদি তার নিজের উৎপন্ন ফসল প্রায় অনেকটা বর্ত্তমানে যা পেয়েছেন তার চেয়ে বেশী পান তবে আমাদের প্রাথমিক পদক্ষেপ কার্য্যকরী হবে। যারা আমাদের এই বাজেটকে আলোচনা করেছে, এই হাউসের সামনে বিরোধী পক্ষ থেকে, অন্ততঃ তারা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে পারেন নি যে কোথায় শাসকদের পক্ষ থেকে ভুল বক্তব্য বা প্রস্তাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে আমরা কৃষকদের সম্পর্কে আমরা আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছি। ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমিহীন কৃষকদের সম্বন্ধে আমরা আসার পর নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছি, কোথায় ভূমিহীন আছেন আমরা তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারি কি না। এবার তার একটা প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি এবং এই ভূমিহীনদের আয়ের উৎস কিভাবে বাড়ানো যায় সে দিক থেকে আমরা বাজেটকে রূপায়িত করার জন্য বাজেটের অর্থবরাদ্দ সম্বন্ধে বিবেচনা করেছি। আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন বাজেটের রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকের দিক থেকে আমরা উল্লেখ করেছি যে দুর্নীতি মুক্ত একটা প্রশাসন যদি না করা যায় তবে আমরা আমাদের দিক থেকে আশানুরূপ ফল পেতে পারি না। যে অর্থ আমাদের কাছে সেই অর্থ যদি আমরা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে না পারি তবে ত্রিপুরায় আমাদের প্রাথমিক পদক্ষেপকে রূপায়িত করা যাবে না। সে দিক থেকে আমরা আমাদের লক্ষ্যটা নিবদ্ধ করে সেই সব লোকদের আয়ের উৎস বাড়ানোর দিকে। যারা ভূমিহীন যারা গ্রামের উপর নির্ভর শীল সেই সব কৃষক তারাই ত্রিপুরা রাজ্যের উৎপাদ যন্ত্রটাকে বাস্তবে চালাচ্ছেন।

সঙ্গতি বাড়ানোর জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত ভূমিহীণদের নাম রেজিষ্ট্রি করে, জরিপী পুনরায় শুরু করে, তাদের হাতে যতটুকু জমি দেওয়া সম্ভব, সে জমি তাদের হাতে আমরা তুলে দিতে চাই। এবং এই জমি দেওয়ার কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য, ইতিমধ্যেই জরিপী কাজ শুরু করার জন্য, আমাদের এই বাজেটে বরাদ্দ রেখেছি। এবং চার বছরের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ জরীপ শেষ করার জন্য দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেছেন। সাথে সাথে আমরা জানি আমাদের রাজ্য কৃষি প্রধান রাজ্য। কাজেই কৃষকদের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও ভুলতে চাই না যে, এই ত্রিপুরা রাজ্যের সম্পদের শ্রষ্টা হিসাবে আরো একটা অংশ রয়েছে, যারা শিল্প উৎপাদন করছে। এখানে চা বাগিচা আছে, ফরেষ্ট আছে, রাবার কারখানা আছে। ঐ শিল্প শ্রমিকদের আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে যে ফাঁরাক আছে, সেটাকে কিছুটা পূরণ করা যায় কিনা, তাদের হাতে ক্রয় শক্তি দেওয়া যায় কিনা, এই দিকেও আমরা চিন্তা করে দেখছি। তাদের যে ন্যুনতম মজুরী, সেটা যাতে একটা নির্দিষ্ট হারে গিয়ে পৌছয়, এবং যাতে সত্যিকারের প্রশাসনিক সহায়তায় মজুরী পেতে পারে, তার জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমরা আরো দেখতে পাই, ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে ৩।৪।৫ মাস কোন কাজ থাকে না। এমন কি কোন কোন সময় ৬ মাস পর্য্যন্ত কোন কাজ থাকে না। এই সময়ে এক টাকা দেড় টাকায় একটা মানুষের সারাদিনের শ্রম ক্রয় করা যায়। কোন কোন সময় তার শ্রম বিক্রীই হয় না। এই অবস্থায় শতকরা ৯০ ভাগ শ্রমিক, কৃষকের যদি কোন জিনিস ক্রয় করার ক্ষমতা না রাখে, তাহলে শিল্পই বা কি করে গড়ে উঠবে। দোকান পাট, ব্যবসা বানিজ্য, পরিবহনের কাজে তার আনুসাঙ্গিক যে জিনিস, সেগুলিই বা কি করে গড়ে উঠবে, কি করে ত্রিপুরার অগ্রগতি হবে, যদি বাজারে ক্রয় শক্তি না থাকে, তবে কি করে বর্তমান যে অবস্থা তার পরিবর্তন করতে পারবে। সেই দিক থেকে আমরা বিশেষ করে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, বর্তমানে ভূমি সংস্কারের কাজ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে এই সরকার একটি বলিষ্ট নীতির ঘোষণা দিয়েছেন যে, সমগ্র ভূমি সংস্কারের পরিবর্তন সাধন করবেন। সব পারফরমেনসের দিক থেকেও বলছি, কাজ করার দিক থেকেও বলছি যে আমরা পাঁচ মাস-এর মধ্যে সব কিছু করতে পারব না। তবে ইতিমধ্যে সততা এবং নিষ্ঠার দিক থেকে আমরা বলতে পারি, আমরা এখানে আসার পর, এই কয়েক দিনের মধ্যে ২৪৮৪২ টি ভূমিহীন উপজাতি পরিবারকে ২৯৬৩৫'৭৭ হেক্টার এবং ৮৮৫টি গৃহহীন উপজাতি পরিবারকে ৪৫৫'৪৭ হেক্টার ৬৭৪৩টি ভূমিহীন তপশিলী জাতি পরিবারকে ৬৬৬৪'২৫ হেক্টার ৭৪৩০টি গৃহহীন তপশিলী জাতি পরিবারকে ৪৬৩'১৯ হেক্টেয়ার, অন্যান্য ভূমিহীনদের ১৬১৭৭'৬২ হেক্টার ও গৃহহীনদের ১৫৯৬'৩৩ হেক্টার জমি এবং বাসস্থানের বন্দোবস্ত দিতে পেরেছি। দীর্ঘ দিন ধরে জমিতে যারা আছেন, অথচ কোন স্বত্ব পান নাই সেই সব জমিতে আমরা তাদের স্বত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যাপক ভাবে প্রতিটি বিভাগে প্রচেষ্টা নিয়েছি। আমাদের বিরোধী পক্ষের বক্তারা অনেক কিছুই বলেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, আমাদের ফাঁকা বুলি এবং আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই করছি না কিন্তু আমরা তাঁদের বলতে চাই এই কথা যে, আমরা ইতিমধ্যে ভূমি সংকারের জন্য যে আইন আছে, তাকে সংশোধন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। লেজিসলেটিভ কমিটি। সেখানে উনারাও থাকবেন। আজকে উপজাতিদের একটা মস্ত বড়

দাবী হচ্ছে, উপজাতিদের জন্য আলাদা স্বায়ত্ব শাসন। এই দাবীর মধ্যে আমাদের কোন মত পার্থক্য নেই। উপজাতিদের যে অঞ্চলে স্থায়ী জমির উপর স্বত্ব বা অধিকার, সেটাসুস্পষ্ট থাকবে। এবং সে অঞ্চলে একটা স্বায়ত্ব শাসনমূলক সংস্থা গড়ে উঠবে। উপজাতি ভাইদের যে আশা আকাঙ্খা তা রূপায়িত করা জন্য ঐ কমিটির কাছে আমরা সমস্ত টার্মস অব রেফারেন্স আছে, তা কমিটির থাকবে। মুখে বলা, আওয়াজ তুলা, মিটিং করা, মিছিল করা এক জিনিস, আর ক্ষমতায় আসা আর এক জিনিস। এবং ক্ষমতায় আসার পরে তাকে কার্য্যকরী করা খুবই কঠিন। কিন্তু যদি দৃষ্টী ভঙ্গী থাকে, সদিচ্ছা থাকে, তাহলে কার্য্যকরী করা যায়। আমি আমাদের বিরোধী পক্ষকে অনুরোধ করব, তাঁরা প্রমাণ দিন, আমি তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই না

গত ৩০ বৎসরের হিসাব নিয়ে দেখুন, আমরা যে প্রকৃতি উপজাতিদের হাতে কতটুকু জমি দিয়েছি এই কয় মাসের মধ্যে, আর উনারা কতটকু দিয়েছেন এত বৎসরের মধ্যে। তার সঙ্গে তুলনা করে দেখুক। এটা যদি করেন তাহলে আপনাদেরও লাভ হবে, আমাদেরও লাভ হবে। আমরা এই জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তখন আমরা পূর্বে এখানে যারা এখানে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে, তাদেরও জমি দেওয়া হয়েছে। তাদেরও পরিকল্পনা অনুসারে ১৪০০ টাকা, ১২০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। জুমিয়া পুনর্বাসনে অনেক স্কীম নেওয়া হয়েছে। তার থেকে আমরা একটা শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, স্কীম করলেই হয় না। সেই স্কীমকে বাস্তবায়িত করা এবং সেই স্কীম অনুযায়ী যদি প্রতিটি পরিবারকে দুই ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর জমিও যদি দেই, তাহলে সে জমি থেকে মাসে ৩০০ টাকা রোজগার করতে পারে। এবং তাদের যদি জমিতে বৈজ্ঞানিক, কারিগরী সাহায্য আমরা দিতে পারি, তাহলে সে জমি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ জমি ছেড়ে চলে যাবে না উপজাতিদের জমি আর হস্তান্তরিত হবে না। আমরা যখনই ভূমি সংস্কারের পথে পা বাড়িয়েছি, তখন এটা বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা বাজেটে প্রতিশ্রুতি রেখেছি, যে ভূমি সংস্কারের সাথে সাথে উদ্বাস্তু বা উপজাতি জুমিয়া, ভূমি পাবার পরে আবার ভূমি হারা হয়ে যায় সেই যে ধারা, সেই ধারাকে বন্ধ করে দিয়ে, তাকে স্থায়ী ভাবে উৎপাদন কাজে লাগিয়ে, লাভজনক কাজে নিয়োগ করার জন্য, আমরা কৃষি বিভাগের মধ্যে নানা পরিকল্পনা ধরেছি। আপনারা কৃষি খাতে খরচের দিকটা লক্ষ্য করুন। লক্ষ্য করলেই দেখবেন, আমরা ভূমিতে রাজস্ব বাড়ানোর যে প্রয়োজন সেটা অনুভব করেও, ভূমি রাজস্ব না বাড়িয়ে কৃষকদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, তাতে ভূমি রাজস্ব কিছুটা কমে যাচ্ছে। আমরা শুধু ভূমি রাজস্ব নয়, সুদ এবং আসল সহ দেনার দায়ে জর্জরিত হাজারো হাজারো কৃষককে, তাদের দীর্ঘ দিনের ৩০ বছরের যে ঋণের দায় সেটাকে পর্য্যন্ত হালকা করে দিয়ে নতুন ভাবে তাদের কাজে সহায়তা করার জন্য আজকে বাজেটে আমাদের কর্মসূচী পরিস্কার ভাবে তুলে ধরেছি। গ্রামাঞ্চলে যখন কৃষক বিপন্ন হয় তখন যাতে তাদের কাজ দেওয়া যায় তারও বন্দোবস্ত সরকার করছেন এবং ৬ টাকার নীচে যেন কেউ মজুরী না পায়, তার জন্যও চেষ্টা চলছে। ব্যক্তিগত যে সব মহাজন গোষ্ঠি আছে, বলতে গেলে দুঃখই হয়, আমি তো আশা করেছিলাম উপজাতিদের ত্রিপুরারাজ্যে আজকে যে চরম অবস্থা, তাতে উপজাতির নাম করে যারা সংগঠন করছে, তাঁরা এই দিকটা লক্ষ্য করবেন যে উপজাতিদের জন্য, বিশেষভাবে সাবপ্ল্যান এরিয়াতে কাজ করা এবং সমস্ত উপজাতিদের কাজে কতগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে,

যে জমি উপজাতি নিজে স্বেচ্ছায় আর একজন অউপজাতির হাতে ছেড়ে দিয়ে, বিক্রি করে চলে গেছেন, সেগুলি অবৈধ বিক্রি হয়েছে, সে জন্য তাদের আমরা সে জমি ফিরিয়ে দেওয়ার দেওয়ার চেষ্টা করছি। শুধু তাই নয়, ফিরিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে আমরা এই কথা ভাবি নি, যে তুমি তো বড় খারাপ লোক তোমাকে সরকার জায়গা দিয়েছিল, তুমি সেটা ছেড়ে চলে গেছ তোমাকে কেন এখন আবার ফিরিয়ে দেব? একথা আমরা তো বলি নি বরং আমরা উল্টো বলেছি যে তাদের এক হাজার টাকা বেশী দিতে হবে, কারণ অভাবে পড়ে তারা জায়গা বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল, অতএব তাদের পুনর্বাসিত করার জন্য আরো এক হাজার টাকা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিতে হবে যাতে সেই জমি আবার অন্য কারো কাছে বিক্রি না করে। ১৭ লক্ষ লোকের মধ্যে এই যে নিম্নতম অংশ উপজাতি জনগণ, তাদের তাদের রক্ষা করার জন্য আমরা এই বাজেটে সংকল্প নিয়েছি এবং আশা করবো বিরোধী পক্ষ আমাদের সব কাজে সাহায্য করবেন, সহযোগিতা করবেন। সমালোচনা করা ভাল কারন সমালোচনা না করলে আমাদের ভুলত্রুটি আমরা বুঝতে পারবো না, তার জন্য এই বিধানসভা রয়েছে কিন্তু যেখানে কাজের ব্যবস্থা আছে সেটাকে যদি লক্ষ না করেন, তাহলে আপনি যে উপজাতি ডেমনোষ্ট্রেশান নিয়ে এসেছেন সেই উপজাতি ভাইরা আমাদের যে পরিকল্পনা নিজের জমিতে পুনর্বাসিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া, সেই পরিকল্পনাকে হেয় বলে মনে করবে, ফলে সেটাকে গ্রহণ করতে পারবে না, যাযাবর হিসাবে তারা দীর্ঘ দিন কাটিয়েছে, আবারও এরা যাযাবর হিসাবে ঘুরে বেড়াবে কারণ তারা আমাদের পরিকল্পনাকে নিজেদের পরিকল্পনা হিসেবে সমর্থন করতে, নিজেদের পুনর্বাসিত করতে উৎসাহ বোধ করবে না। এই বিপথে পরিচালনা না করার জন্য আমি বলবো। আমাদের এই বাজেট আলোচনায়, আমি আশা রাখবো যে, আমাদের যে চারজন বিরোধী সদস্য আছেন, তাঁরা যেন এটা ভালভাবে লক্ষ্য করেন, যে সুযোগসুবিধাগুলি এই বাজেটে রয়েছে, সেগুলি যেন তাঁরা সমর্থন করেন। কারন শ্রমিকদের সম্পর্কে বলছি আজকে উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা যতই বলুন না কেন, সমস্ত রাস্তাঘাটে আজকে দেখা যায় যে, যে রোড দিয়েই আপনারা আসুন, দেখবেন সমস্ত রাস্তায় উপজাতি ছেলে-মেয়েরা পাথর ভাঙ্গছে। মোটর গাড়ীতে অনেক ট্রাইবেল ভাই ড্রাইভার আছে এবং অন্যান্য অনেক কাজ যেমন ধরুন মাটি কাটা এবং রাস্তার কাজ ইত্যাদি তাদের করতে হয়, তার জন্যই তাদের সম্পর্কে আজকে আমরা বলছি যে একটা পরিষ্কার শ্রম-নীতির ভিত্তিতে, শ্রমদান প্রথা বিলোপ করে যাতে তারা মানুষের মত মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারে এবং তারা তাদের মজুরী হার ঠিক রাখতে পারে, তারজন্য আমরা সংকল্প নিয়েছি। আমাদের শ্রম এবং কৃষি ক্ষেত্রে আমি শুধু কৃষকদের কথাই উল্লেখ করছি, কারণ আমাদের চক্ষে এই শ্রমিক মানুষটি এবং কৃষক মানুষটি সর্ব্বাগ্রে স্থান পায় এবং তারজন্য আমরা চেষ্টা করছি, এটাই বোধ হয় ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম যে সার্ভের মাধ্যমে ত্রিপুরারাজ্যের প্রতিটি এলাকায় কোথায় কি ধরনের ফসল হতে পারে এবং মৃত্তিকার চরিত্র কি সেটা সার্ভে করে, রিপোর্ট সংগ্রহ করে ৫ কানি জমিতে কি ধরনের কতটুকু ফসল হতে পারে, ২০ হেক্টার জমিতে রাবার চাষ, অন্যান্য ফসল এবং তার সাথে জুম যদি থাকে সেগুলিকে ব্যবহার করে আমাদের সবুজ ত্রিপুরার মাঝখানে যে জলাশয় আছে, সেই জলাশয়গুলিকে বাধ দিয়ে সেখানে যদি তরকারী করাতে পারি, ফলের

বাগান করতে পারি, রেশম শিল্প করতে পারি, তাহলে কৃষকরা শুধু ধান চাষ নয়, খাদ্য শস্য নয়, তার সাথে সাথে অন্যান্য জিনিষ পত্র বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে পারে। সে দিক থেকে কতগুলি পদ্ধতি আমরা তাদের হাতে তুলে ধরতে চাই, তারজন্য আমরা ভাবছি সেখানে কিভাবে ফসল উৎপাদন করবো। যে আনারস আজকে বাজারে পঁচে যায়; সে আনারস রক্ষনের জন্য আমরা যদি এয়ার কন্ডিশান ঘর করে, অন্তত: কলিকাতায় নিয়ে যেতে পারি তারজন্য আমরা চেষ্টা করবো এবং কৃষক ভাইদের অর্থনীতিতে পরিপুরক হিসাবে একাজ করতে আমরা সাহায্য করবো বাজেটে আমরা সেটাই উল্লেখ করেছি। কেবল তা নয় উপজাতি মা, বাবা, ভাই, বোন প্রত্যেকের মধ্যে একটা গুণ আছে তারা সবাই শিল্পের কাজ জানেন। যেমন ধরুন বাঁশের শিল্প, কাঠের শিল্প ইত্যাদি জানেন। আপনারা দেখবেন এবারে এই শিল্পগুলিকে উন্নত করে সেই শিল্পের সাহায্যে যাতে তারা পন্য উৎপাদন করে অর্থকরী, আয় বাড়াতে পারে সে দিক থেকে আমরা আমাদের বাজেটে বরাদ্দ রেখেছি। আমাদের বাজেটকে দেখার সময় আমি আশা রাখবো, আপনারা ভাল দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটা দেখবেন যে সব কৃষক-শ্রমিক ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মাঠগুলিতে ফসল উৎপাদন করে তাদের আয়, তাদের সহ এবং তাদের নিরাপত্তা নির্বিঘ্ন করার জন্য এই বাজেটে আমরা আমাদের যথাসাধ্য আয়াস করেছি, যে সব শ্রমিককে প্রতিদিন হাটে-বাজারে গিয়ে নিজেকে বিক্রয় করে অন্নের রোজগার করত, তারা যাতে সকল সময় অন্ন পায়, তার জন্য তাদের মজুরীর মান একটা নির্দিষ্ট স্তরে উন্নতি করা যায়, তার একটা বিধান আমাদের বাজেট সংশোধনীর মধ্যে রেখেছি, তার ফলে আমাদের যে সাবান শিল্প এবং অন্যান্য ছোট ছোট শিল্প আছে, সেগুলির বাজার সৃষ্টি হতে পারে। কৃষকের এবং শ্রমিকের আয় যদি বৃদ্ধি করতে চাই তাহলে কুটির শিল্পকে বিকাশ করানো আমাদের একান্ত প্রয়োজন, সে দিক থেকেও আমাদের একটা পরিকল্পনা এই বাজেটের মধ্যে আছে অর্থাৎ আমাদের যে কাজ আছে সে কাজে যাতে টাকাগুলি সুবিন্যস্তভাবে খরচ করতে পারি, তার জন্য আজকে আপনাদের কাছে এই বাজেটটা উপস্থিত করেছি। আমি আশা করবো বাজেটের মৌলিক নীতিগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে, বাজেট সমালোচনাতে যদি ভুলত্রুটি এবং দুর্বলতা থাকে সেগুলি সম্পর্কে আপনারা উল্লেখ করবেন। আমি আবার বলছি আমাদের বাজেটে একটিমাত্র লক্ষ্য যে, শ্রমজীবি মানুষ এর নেতৃত্বে কৃষক সমাজকে সংঘত করে, সামন্তবাদী শৃংখলাকে চূর্ণ করে দিয়ে, আমরা অন্তত: পক্ষে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার স্তরে সমাজকে কিছুটা অগ্রসর করে নিতে পারি, সেদিক থেকে সমস্ত বাজেটকে প্রস্তুত করে আমাদের পারফরমেন্সেরও যত আয়াস আছে, সেদিক থেকে এই বাজেটের মূল দিকটা লক্ষ্য করে, আমি আশা করবো হাউসে বিনা বাধায় সমগ্র বাজেটকে সবাই সমর্থন জানাবে।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—হাউস আগামী ২১শে জুন, ১৯৭৮ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী থাকবে।

Annexure—A

PAPERS LAID ON THE TABLE

Starred Question No. 30

By Shri Tapan Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to state—

১। ত্রিপুরায় সরকারী পরিচালনায় কয়টি সংগীত শিক্ষা কেন্দ্র আছে ?

২। রেজিষ্ট্রিভুক্ত অথচ বেসরকারী এমন সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র কয়টি ?

৩। বেসরকারী সংগীত শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে সরকারের আর্থিক সাহায্য দানের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। একটি

২। জানা নাই।

৩। হাঁ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 34

By—Shri Niranjan Deb Barma.

Will the Hon'ble Ministre-in-Charge of the Education Department be Pleased to state—

১। গত ২য় কোয়ালিশন সরকারের সময় "কক্ বরক" শিক্ষক পদে কতজনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছিল ?

২। তন্মধ্যে কতজন চাকুরীতে যোগ দিয়েছিল ?

উত্তর

১। ১০০ জন ?

২। ৮০ জন ?

Admitted Starred Question No.—37

By—Sri Harinath Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state.

১। বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত ধারিয়াথল সিনিয়ার বেসিক স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নীত করার জন্য স্কুলে কমিটির কোন আবেদন পত্র শিক্ষা দপ্তর পেয়েছেন কিনা ?

২। যদি পেয়ে থাকেন তাহলে এই সম্পর্কে কি কোন কার্যাকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—41

By—Shri Drao Kumar Riang.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Educarion Department be pleased to state.

১। সদর মহকুমার অন্তর্গত পাথালিয়াঘাট সিনিয়র বেসিক স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি ? এবং

২। যদি অবগত থাকেন তাহলে অবিলম্বে উক্ত স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করা হবে কি ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

STARRED QUESTION No. 42.

By Shri Drao Kumar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge-of the Education Department be pleased to state—

১। সদর মহকুমায় কয়টি জুনিয়র বেসিক স্কুল ভগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে, এবং

২। উক্ত স্কুলগুলিতে মেরামতের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

ANSWER

১। ৮০ টি জুনিয়র বেসিক স্কুল।

২। উক্ত স্কুল ঘরগুলি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

STARRED QUESTION No. 43.

By Sri Harinath Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস গুলিতে পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য উপজাতি ছাত্রছাত্রীকে দু বছর পর্য্যন্ত থাকার সুযোগ দানের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি না থাকে তাহলে বর্ত্তমান আর্থিক বছরে তা কার্য্যকরী করা হবে কি ?

ANSWER

১। না।

প্রশ্ন উঠে না।

Starred Question No. 47

By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। এই পর্যন্ত কতজন সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষক এখনও সংশোধিত বেতনক্রম অনুসারে বকেয়া টাকা পাননি (সরকারী ও বেসরকারী আলাদা হিসাব)

২। যারা ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত ট্রেনিং নিতে পারেন নি, সে সকল আনট্রেণ্ড শিক্ষকগণকে সংশোধিত বেতন হার অনুসারে বকেয়া সহ বেতন দেওয়া হবে কি ?

ANSWER

১। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

২। বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 52.

By—Sri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। উদয়পুর মহকুমার নোয়াবাড়ী উচ্চবুনিয়াদী ও পত্রা উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয় দুইটিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করার সরকারের পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২। যদি পরিকল্পনা থাকে তবে তাহা কোন্ শিক্ষাবর্ষে করা হইবে ?

ANSWER

১। এখনো এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Starred Question No. 53

By—Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department b pleased to state.

১। গত ১৯৭৭ সালের শিক্ষাবর্ষ সমাপ্তিতে কক্-বরক বার্ষিক পরীক্ষা সমস্ত বিদ্যালয়ে নেওয়া হইয়াছে কিনা।

২। যদি বার্ষিক পরীক্ষা না নেওয়া হইয়া থাকে তাহার কারণ কি ;

৩। কোন্ কোন্ বিদ্যালয়ে নেওয়া হয় নাই (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) ?

ANSWER

১। না।

২। কক্-বরক শিক্ষকের অভাব।

৩। উদয়পুর মহকুমায় :—(১) চম্পাপর্শা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও (২) বড়বাড়ী বিশমনি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।

বিলোনীয়া মহকুমায় :—(১) বৈকুণ্ঠ প্রাইমারী স্কুল ও (২) পিত্রাই নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়।

খোয়াই মহকুমায় :—(১) সরধু দেববাং বাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, এবং

সদর মহকুমায় :— (১) বংশী বাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কক্-বরক ভাষার মাধ্যমে ১৯৭৭ সালের বার্ষিক পরিক্ষা নেওয়া সম্ভবপর হয় নাই।

Starred Question No. 69.

By—Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য যে শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা শ্রীজগদীশ ব্যানার্জী সরকারী অর্থ ঋণ হিসাবে গ্রহণ করে বাসগৃহ নির্মাণ করা সত্বেও বর্তমানে সরকারী কোয়ার্টারে বসবাস করছেন ?

২। যদি সত্য হয়, তাহলে এ-ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন ?

ANSWER

১। শিক্ষা অধিকর্তা শ্রীজগদীশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বাড়ী করার জন্য নিজে সরকার থেকে কোন ঋণ গ্রহণ করেন নাই, তবে বর্তমানে তিনি সরকারী কোয়ার্টারে আছেন।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Starred Question No. 70

By—Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to State.

QUESTION

১। ১৯৭০ সাল থেকে ৭৭ সাল পর্যন্ত ফুড ইন্সপেক্টর পদে মোট কতজনকে নিয়োগ করা হয়েছিল ; এবং

২। এদের মধ্যে কতজন তপঃ উপজাতি ও তপঃ জাতি রয়েছেন।

ANSWER

১। ১১ জন।

২। এদের মধ্যে তপ: উপজাতি ২ জন ও তপঃ জাতি ২ জন রয়েছেন।

Starred Question No. 77

By—Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ধর্মনগর মহকুমায় অবস্থিত নিম্নলিখিত বিদ্যালয়গৃহ সংস্কার বা নূতন করে নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি ?

(ক) রাজবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়। (খ) নয়াপাড়া উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয়। (গ) ভাগ্যপুর ইন্দ্রমণি নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়। (ঘ) বাঘনা বালিকা নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় (ঙ) বাঘনা উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয়। (চ) উত্তর বরুয়াকান্দি নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়। (ছ) পশ্চিম চন্দ্রপুর নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়। (জ) আলগাপুর নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়। (ঝ) দক্ষিণ বরুয়াকান্দি নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়।

২। ঐ বিদ্যালয়গুলির গৃহ নির্মাণ/সংস্কারের ব্যবস্থা গৃহীত না হলে তার কারণ, এবং কবে পর্য্যন্ত তা গৃহীত হবে ?

ANSWER

১। ভাগ্যপুর ইন্দ্রমণি নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং বাঘনা উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের গৃহ সংস্কারের জন্য ১৯৭৭-৭৮ সনে প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং মঞ্জুরীকৃত অর্থে সংশ্লিষ্ট স্কুলগৃহের সংস্কার করা হয়েছে।

রাজবাড়ী নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়, রাঘনা বালিকা নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়, দক্ষিণ বরুয়াকান্দি নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়, পশ্চিম চন্দ্রপুর নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং আলগাপুর নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় গৃহ মেরামতের জন্য এষ্টিমেট ও প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে এবং সেগুলি বিবেচনাধীন আছে।

উত্তর বরুয়াকান্দি নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় নামে কোন বিদ্যালয় নাই। নয়াপাড়া উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয় নামেও কোন বিদ্যালয় নাই। তবে নয়াপাড়া এলাকায় ধর্মনগর ২নং উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় আছে এবং সেটির গৃহ সংস্কারের জন্যও এষ্টিমেট ও প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের প্রথমাংশ উঠেনা, তবে সংশ্লিষ্ট স্কুল গৃহগুলি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুরের কাজ ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 123

By—শ্রীনকুল দাস

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribalo Welfare Department be Pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে তপশিলী জাতির বর্তমান লোক সংখ্যা কত? তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

২। এই তপশিলী জাতির লোকসংখ্যা রাজ্যের মোট জন সংখ্যার কত শতাংশ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় তপশিলী জাতির সংখ্যা (১৯৭১ ইং সালের সেন্সাস অনুসারে) ১,৯২,৮৬০ জন।

বিভাগ ভিত্তিক হিসাব

১।	সদর	৫৪,১১৬
২।	খোয়াই	২৪,৮০১
৩।	সোনামুড়া	২০,০০৮
৪।	কমলপুর	১৪,৫৪৭
৫।	কৈলাশহর	১৬,৪৮৪
৬।	ধর্ম্মনগর	১৩,২৫৯
৭।	উদয়পুর	১৯,১৭৬
৮।	অমরপুর	৭,৪৭২
৯।	বিলোনীয়া	১৬,৮০৫
১০।	সাব্রুম	৬,১৯২

মোট ১,৯২,৮৬০ জন।

২। তপশিলী জাতির লোকসংখ্যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ১২.৩১% ।

ADMITTED STARRED QUESTION—124.

By—Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state.

১। সাম্প্রতিক ফিজিকেল ইনস্ট্রাক্টর পদে কতজনকে নিয়োগ করা হয়েছে।

২। তাতে তপশীলি জাতির জন্য কতটি আসন সংরক্ষিত ছিল এবং তা পূরণ করা হয়েছে কিনা,

৩। যদি পূরণ করা না হয়ে থাকে তার কারণ ?

ANSWER

১) ১৬০ জন।

২) এরমধ্যে তপশীলি জাতির জন ২৯টি পদ সংরক্ষিত ছিল এবং তা পূরণ করা হয়েছে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred question No. 137

By—শ্রীসুমন্তকুমার দাস

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribale Welfare Department be please to state.

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমার তকছাপাড়া, দুর্লভ নারায়ণ সাবগ্রাম এরিয়ায় ভূমিহীন উপজাতিদের পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে কি?

২। না দেওয়া হয় তাহলে উক্ত অঞ্চলের ভূমিহীন জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত তকছাপাড়া ও দুর্লভ নারায়ণ গ্রামগুলি সাব-প্লেন এলাকা ভুক্ত নহে। তথাপি, তকছা পাড়ায় ৩৮ জন এবং দুর্লভ নারায়ণে ১২ জন ভূমিহীন উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসনের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 139.

By—Sri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। চলতি আর্থিক বছরে বেহালাবাড়ী হাইস্কুল গৃহটিকে পাকা ঘর করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? এবং

২। যদি থাকিয়া থাকে তাহা হইলে কবে পর্য্যন্ত এই স্কুল গৃহটিকে পাকা করা হইবে ?

ANSWER

১। হাঁ। চলতি আর্থিক বছরে নির্মান কার্য্য আরম্ভ করার প্রস্তাব আছে।

২। চলতি আর্থিক বছরে এই গৃহটির নির্মান কার্য্য অংশত সমধা করার প্রস্তাব আছে।

Admitted starred question No. 171.

By—Sri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীগন নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না ; এবং

২। যদি তা সত্য হয়ে থাকে, তবে সরকার এ ব্যপারে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

ANSWER

১। বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীগনকে বেতন দেওয়ার জন্য স্কুল পরিচালন কর্তৃপক্ষকে সরকার নিয়মিত অগ্রিম অনুদান দিয়ে যাচ্ছেন।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted starred question No. 209

By—Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department pleased to state :--

QUESTION

1. How far the reported allegation that the management of Ranirbazar Vidyamandir played ducks and drakes with a huge amount of provident fund money, is true ?

2. If so, what is the actual amount thus squandered away ?

3. What action is the Govt. contemplating to fix up liabilities and to make good the loss of the affective persons ?

ANSWER

1. Complaints received in this respect are being sifted and investigated into.

2. The actual amount of money involved, if any at all, will, be available when the full investigation is completed.

3. It depends on the result of the investigastion.

Starred Question No. 212

By—Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be selape to state—

১। ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে জি, বি, হাসপাতাল পর্য্যন্ত সকালবেলার দিকে একটী বাস চালু করার কথা সরকার চিন্তা করছেন কি ?

২। ইহা কি সত্য যে আগরতলা থেকে চম্পকনগর পর্য্যন্ত দিনের বেলায় প্রচুর বাস চলাচল করা সত্বেও সন্ধ্যার পর অধিকাংশ বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় ?

উত্তর

ত্রিপুরা পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পরিবহন মন্ত্রী।

১) ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে জি, বি, হাসপাতাল পর্য্যন্ত সকাল বেলার দিকে একটি বাস সার্ভিস চালু করার কথা সরকার এখনই চিন্তা করিতেছে না।

২) সন্ধ্যার পর দুইটি বাস সার্ভিসের ব্যবধান বৃদ্ধি পায়।

Annexure—B

PAPERS LAID ON THE TABLE

Admitted Unstarred question No. 4

By—শ্রীহরিনাথ দেববর্মা

—(শ্রীদ্রাও কুমার রিয়াং)

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত গড়িয়া পূজা (২১শে এপ্রিল, ১৯৭৮ ইং) উপলক্ষে সদর মহকুমা সহ বিভিন্ন মহকুমার কতজন উপজাতিকে সরকার থেকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। গত গড়িয়া পূজা (২১শে এপ্রিল, ১৯৭৮ ইং). উপলক্ষে সদর মহকুমা সহ বিভিন্ন মহকুমায় মোট ৪২১টি পূজা কমিটিকে সরকার থেকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেখান হইল :—

মেলাঘর ব্লক—	৮টি কমিটি
বিশালগড় ব্লক—	৪৭টি ,,
মোহনপুর ব্লক—	১৫৭টি ,,
জিরানিয়া ব্লক—	১৫১টি ,,
তেলিয়ামুড়া ব্লক—	২৮টি ,,
খোয়াই ব্লক—	২০টি ,,
অমরপুর ব্লক—	৪টি ,,
উদয়পুর ব্লক—	২টি ,,
কুমারঘাট ব্লক—	৪টি ,,
	মোট ৪২১টি কমিটি

তদুপরি—(১) পানিসাগর ব্লক (২) ছামনু ব্লক (৩) বগাফা ব্লকের তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No.—6

By—Sri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to State :—

১। গত ১৯৭৭ সালের শিক্ষাবর্ষ সমাপ্তিতে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে কতজন ছাত্রছাত্রী পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব দিতে হইবে)

২। ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ এইসব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কতজন বিভিন্ন উচ্চ বুনিয়াদী বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে কতজন তপশীলি জাতি কতজন তপশীলি উপজাতি এবং অন্যান্য কতজন। (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব দিতে হইবে)

উত্তর

১ এবং ২ তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হইতেছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 7

By—Shri Niranjan Deb Barma ,M. L A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৭৭ ইংরাজীর ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত কত পরিমাণ লেভির ধান্য সংগৃহিত হইয়াছিল।

২। ব্লক ভিত্তিক সংগৃহিত ধার্যের হিসাব।

উত্তর

১।
২। } তথ্য সংগ্রহাধীন।

Unstarred Question No. 8

By—Shri Ram Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be pleased to state :—

১। পাবিয়া ছড়াতে টি, আর, টি, সি, এর বাস ষ্টপিজ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কত দিনের মধ্যে তা করা হইবে ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহন মন্ত্রী

১। আপাতত কোনও পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Un-Starred Question No, 9.

BY—Shri Ran Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে আমবাসা হইতে তেলিয়ামুড়া ৪৫ কি: মি: দূরত্বের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কোন টি. আর, টি. সি ষ্টপেজ নাই।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ঐ দূরত্বের মধ্যবর্ত্তী স্থানে টি, আর টি. সির ষ্টপেজ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

৩। টি, আর, টি. সি বাস অপেক্ষা বেসরকারী বাসগুলিতে বেশী ভাড়া আদায় করা হয়, ইহা কি সরকার অবগত আছেন ?

৪। থাকিলে টি, আর, টি, সির বাস ও বেসরকারী বাসের ভাড়ার মধ্যে সমতা আনা হইবে কি ?

৫। দূরবর্ত্তী ষ্টপিজের মধ্যবর্ত্তী জায়গার জন্য বিভিন্ন হারের টিকেটের ব্যবস্থা করা হবে কি ?

উত্তর

১) পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী : পরিবহন মন্ত্রী।

আমবাসা হইতে তেলিয়ামুড়ার মধ্যে আগরতলা—কমলপুর রুটে ১টি ষ্টপেজ আছে। তাহা ছাড়া তেলিয়ামুড়া আমবাসা পথে চলাচলকারী টি, আর, টি, সির অন্যান্য বাসগুলি ৩৭ মাইল, ৩৯ মাইল এবং ৪৪ মাইল স্থান গুলিতে "অনুরোধে" থামিবার ব্যবস্থা আছে। পূর্ব্বে ডলুবাড়ী ষ্টপেজ ছিল কিন্তু ডলুবাড়ী হইতে ১ মাইল দূরে আমবাসাতে ১টি টি. আর, টি, সির নিজস্ব স্থানে অফিস অবস্থিত থাকা কিধায় ডলুবাড়ী ষ্টেজ (ষ্টপেজ) পৃথকভাবে গণ্য করা হইতেছে না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) ধর্মনগর রাণীবাড়ী রুটে ধর্ম্মনগর হইতে বাগপাশা পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি, এবং বেসরকারী বাসভাড়ার তারতম্য থাকার কথা সরকার অবগত আছেন।

৪) বাস ভাড়ার মধ্যে সমতা আনয়নের বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৫) বিষয়টি সরকারের পরীক্ষাধীন আছে।

Unstarred Question No.—16.

By—Shri Niranjan Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be pleassed to state—

১) ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রাজ্য সরকার কতজনকে মটোর সাইকেল ও স্কুটার ক্রয়ের জন্য পারমিট প্রদান করিয়াছিলেন ?

২) তন্মধ্যে এম, এল, এর সংখ্যা কত ? নাম সহ তার সম্পূর্ণ হিসাব ।

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহন মন্ত্রী।

১। ক) মটর সাইকেলের জন্য এ সময়ের মধ্যে কোন পারমিট দেওয়া হয় নাই।

খ) ১৯৭২ ইং হইতে ১৯৭৭ ইং পর্য্যন্ত সর্ব্ব মোট ১৯৪ টী পারমিট স্কুটারের জন্য দেওয়া হইয়াছে।

২। মোট ১৮ জন এম, এল, এ কে স্কুটারের পারমিট দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে নাম দেওয়া গেল :—

১। শ্রীসমীর বর্ম্মন, M. L. A.
২। শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান, M. L. A.
৩। শ্রীঅজিত ঘোষ, M. L. A.
৪। শ্রীমতি লক্ষ্মী নাগ, M. L. A.
৫। শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা, M. L. A.
৬। শ্রীরাইমনি রিয়াং চৌধুরী, M. L. A.
৭। শ্রীতাপস দে, M. L. A.
৮। শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস, M. L. A.
৯। শ্রীসুশীল সাহা, M. L. A.
১০। শ্রীআচাইহ্রি মগ, M. L. A.
১১। শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত, M. L. A.
১২। শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার, M. L. A.
১৩। শ্রীবিচিত্রমোহন সাহা, M. L. A.
১৪। শ্রী চন্দ্রশেখর দত্ত, M. L. A.
১৫। শ্রীকালীপদ ব্যানার্জ্জি, M. L. A.
১৬। শ্রীমধুসূদন দাস, M. L. A.
১৭। শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, M. L. A.
১৮। শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া, M. L. A.

Admitted Un-starred Question No. 20

By—Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। চলতি আর্থিক বছরে ত্রিপুরায় নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় অথবা প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নতি করার সরকারের পরিকল্পনায় আছে কিনা ; এবং

২। যদি থাকে কোন্ কোন্ বিদ্যালয় গুলোকে উচ্চ-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হবে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। এই সম্বন্ধে যথা সময়ে সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে।

———

PROCEEDING OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on Wednesday the 21st June, 1978 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, Chief Minister, Ministers, Deputy Speaker, 45 Members.

STARREDUESTIONS

(To which oral answers were given)

মিঃ স্পীকার :— আজকের কর্ম্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়, কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করিবেন। শ্রী তপন কুমার চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চান নং ৬ স্যার।

শ্রীআবেদের রহমান — কোয়েশ্চান নং ৬ স্যার।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮-৭৯ সালে ত্রিপুরায় মোট কত পরিমাণ জমিতে রাবার চাষ করা হবে?

উত্তর

১। ১৯৭৮-৭৯ সালে "ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলাপমেণ্ট এণ্ড প্ল্যাণ্টেশান কর্পোরেশন লিমিটেড" এর আওতায় ৫০০ হেক্টর জমিতে রাবার চাষ করার প্রস্তাব আছে।

প্রশ্ন

২। বর্তমানে কত পরিমাণ জমিতে রাবার চাষ হয়?

উত্তর

২। ১৯৭৭-৭৮ ইং সাল পর্য্যন্ত বন দপ্তর ও কর্পোরেশনের তত্বাবধানে মোট ৯৪৬.৪৮ হেক্টর জমিতে রাবার চাষ করা হইয়াছে।

৩। ত্রিপুরায় ১৯৭৮ এর মার্চ পর্য্যন্ত রাবার উৎপাদনের বাৎসরিক পরিমাণ কত?

৩। ত্রিপুরায় ১৯৭১-৭২ সাল হইতে রাবার উৎপাদন আরম্ভ হয়। বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ।

বৎসর	উৎপাদনের পরিমাণ
১৯৭১-৭২	৬১৭ কিঃ গ্রাঃ
১৯৭২-৭৩	৩,৭৪৬.৬১ কিঃ গ্রাঃ
১৯৭৩-৭৪	৭,৫২৪.০০ কিঃ গ্রাঃ
১৯৭৪-৭৫	১১,৪৫০.০০ কিঃ গ্রাঃ
১৯৭৫-৭৬	১৪,৮৫৮.৫০ কিঃ গ্রাঃ
১৯৭৬-৭৭	২০,২০৪.০০ কিঃ গ্রাঃ
১৯৭৭-৭৮	২৮,১৮৩.০০ কিঃ গ্রাঃ

৪। প্রতি একর উৎপাদনশীল রাবার বাগানে গড়ে কত জন শ্রমিক কাজ করে ?

৪। গড়ে আনুমানিক ৩.৮ একর অর্থাৎ ১.৫০ হেক্টর রাবার বাগানে ট্যাপিং করার জন্য ১ (এক) জন ট্যাপারের প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া রাবার বাগান পরিচর্য্যার জন্য গড়ে ৬.২ একর অর্থাৎ ২.৫ হেক্টরের জন্য একজন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

শ্রী তপন কুমার চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়, তাদেরকে কি নিয়মিত হিসাবে নিয়োগ করা হয় ?

শ্রী আরবের রহমান :— না, নিয়মিত ভাবে নয়।

শ্রী তপন কুমার চক্রবর্ত্তী ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন নিয়মিত নয়, পার টাইম নিয়োগ করা হয়। তাহলে তাদেরকে নিয়মিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রী আরবের রহমান ঃ— ভবিষ্যতে সরকারের বিবেচণাধীন আছে।

শ্রী বিধু ভুষণ মালাকার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রাবার প্ল্যাণ্টেশান গুলিতে, রাবার শ্রমিকদের জন্য যে কলোনী করা হয়েছে, তার সংখ্যা কত ?

শ্রী আরবের রহমান :— রাবার শ্রমিমদের জন্য কোন কলোনী করা হয় নাই।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে রাবার শ্রমিকদের জন্য কোন কলোনী করা হয়নি। তাহলে পূর্ব রাজার ছড়া এই রাবার কলোনী কি কোন উপজাতি কলোনী নয় ?

শ্রী আরবের রহমান :— এটা ফরেষ্টের কলোনী।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যদি বে-সরকারী ভাবে রাবার বাগান করার জন্য কেউ উদ্যোগ নিতে চান, তাহলে সরকার তাদেরকে এই ব্যাপারে সাহায্য দেবেন কি ?

শ্রী আরবের রহমান :— দেওয়া হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বে-সরকারী উদ্যোগক্তাদের সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে, এ কথা সরকার মনে করেন কি না ?

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই প্রশ্নটা এখানে আসে না। কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন দেওয়া হবে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যা, এই প্রশ্ন যখন এসেছে তখন আমি বলতে চাই যে, আমাদের সরকার নূতন করে জমিদার সৃষ্টিকরবেন না। বে-সরকারীদের মধ্যে যারা বড় বড় ব্যবসা করেন বা যারা চাকুরী করেম বা যারা বড় বড় জমিদার আছেন তাদেরকে

রাবার বাগান করতে দেওয়া হবে না। আমরা ছোট ছোট যারা কৃষক আছে, বা মাঝারি কৃষক আছে, অর্থাৎ সিলিং এর মধ্যে যাদের জমি আছে তাদেরকে দেওয়া হবে। গাছ লাগানোর জন্য, লালন পালনের জন্য বোর্ডও সাহায্য দেবেন এবং আমাদের সরকারও সাহায্য দেবেন। ট্যাকনিক্যাল যে সমস্ত সাহায্যের দরকার হয়, সেগুলি দিতে বোর্ড প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আমাদের সরকারও যথাসম্ভব তাদেরকে সাহায্য দেবেন।

মিঃ স্পীকার—শ্রীগোপাল দাস এবং শ্রীমতিলাল সরকার (ব্রেকেটেড)

শ্রীগোপাল দাস—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯

প্রশ্ন

১) সারা রাজ্যে ভূমিহীন হিসাবে সরকারী তালিকায় কতজনের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছিল ?

২) এর মধ্যে কৃষক ভূমিহীন ও অকৃষক ভূমিহীনের সংখ্যা (পৃথক ভাবে) কত এবং

৩) গৃহহীনের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১) ১,৫৭,৮৬০ জন

২) কৃষক ও অকৃষক ভূমিহীনের সংখ্যা অনুসন্ধানের কাজ শেষ হয় নাই।

৩) ৩৬,৯৮৩ জন। কৃষক ও অকৃষক ভূমিহীনের সংখ্যা নিরূপন করবেন পঞ্চায়েতগুলি। তাদের নামের রেজিষ্ট্রির পর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সেটা আমরা নিরূপণ করব।

শ্রীগোপাল দাস—যে সকল ভূমিহীন তাদের নাম সরকারের তালিকায় লিপিবদ্ধ করেছেন, তাদের ভূমি বণ্টনের কাজ কবে থেকে সুরু হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত—ইতিমধ্যে কিছু হয়েছে। তাছাড়া জরীপের কাজ চলছে। যারা বর্তমানে ভূমিহীন এবং খাস জমিতে আছেন, তাদের সেই জমিতে বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজ এখনও প্রতি বিভাগে চলছে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যারা খাস জমিতে আছে, ভূমিহীন, তাদের বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজ চলছে। শহর এলাকায় বিভিন্ন খাস জমিতে অনেকে ভূমিহীন হিসাবে জায়গা দখল করে আছে, সেই সমস্ত জায়গা কি ভূমিহীনদের বন্দোবস্ত দেওয়া হবে ?

শ্রীবীরেন দত্ত—শহর এলাকায় সরকারী এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এবং দপ্তরের যে জায়গা দরকার হবে তা রেখে অতিরিক্ত যে জমি থাকবে, সেটা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে. কিছু কিছু ভূমিহীনদের জমি দেওয়ার কাজ সুরু হয়েছে এবং যাদের দখলে খাস জমি আছে তাদের ভূমি দেওয়া হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, যাদের দখলে কোন ভূমি নেই, অথচ তারা ভূমিহীন, তাদের কিভাবে ভূমি বণ্টন করা হবে ?

শ্রীবীরেন দত্ত—নূতনভাবে সার্ভে সুরু হবে, তার মধ্যে দিয়ে আমাদের হাতে যে জমি আসবে, সেই খাস জমি আসার পরেই তাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

শ্রীমতিলাল সরকার—কংগ্রেসী রাজত্বের সময়ে এমন ঘটনা ঘটেছে যে, যারা সত্যিকারের ভূমিহীন নয় অথচ ভূমিহীন হিসাবে নাম লিখিয়েছে. তাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। এখন নূতন ভূমি বণ্টন করতে গিয়ে সেইগুলি তদন্ত করা হবে কিনা এবং সুরাহা করা হবে কিনা।

শ্রীবীরেন দত্ত—জমির স্বত্ব সম্পর্কে যেখানে সন্দেহ করা হবে, সেই সন্দেহ নিরসনের জন্যই রিভিশন অব সেটেলমেন্টের যে ওয়ার্ক সেটা আরম্ভ হচ্ছে। তখন অভিযোগের স্থানীয়ভাবে তদন্তের ভিত্তিতে প্রত্যেকটি জমির যে স্বত্ব তা নির্ধারণ করা হবে।

শ্রীবিমল সিনহা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে, অকৃষক ও অন্যান্য বিরাট ব্যবসায়ী আছে, যাদের জমি ইণ্ডাষ্ট্রির আওতায় পড়ে না তাদের প্রচুর পরিমাণ খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে এবং সেটার দখলকার হচ্ছে শ্রমিকেরা, তবুও অ্যালটমেন্ট অর্ডারটা শ্রমিকদের না দিয়ে একজন বিরাট ব্যবসায়ীকে দেওয়া হয়েছে। এইরকম ক্ষেত্রে সরকার কোন ইমিডিয়েট এনকো-য়ারী বা ষ্টেপ নেবেন কিনা ?

শ্রীবীরেন দত্ত—প্রত্যেক ক্ষেত্রে যারা জমির উপর ব্যবসা করে তারা ইতিমধ্যে অভিযোগ করতে সুরু করেছেন। আমরা সেই ভিত্তিতে সেগুলির তদন্ত সুরু করেছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭।

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বর্তমান গণ্ডাছাড়া থানা অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর গ্রামের বাসিন্দা শ্রীহামচন্দ্র রিয়াং পিতা মৃত রামানন্দ রিয়াং এর গণ্ডাছাড়া তহশীলা জগবন্ধুপাড়া মৌজায় হোল্ডিং ৪ খতিয়ান নং ১৫ এর অন্তর্গত মোট ২১৫ একর জোত জমি স্থানীয় ট্রাইবেল কলোনীর সুপার-ভাইজার শ্রীপরেশ ধর জোরপূর্বক সরকারী খরচে মৎস্য চাষের জন্য দখল করেন ?

উত্তর

১) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে। আমরা বিশেষভাবে তাড়াতাড়ি আসার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। আসার পরেই জানাব।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

প্রশ্ন

১) ১৯৬৫ সালের জুন মাস থেকে ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত নামজারীর (মিউ-টেশান) জন্য কতজন আবেদন করিয়াছিল ?

২) তন্মধ্যে কতজনের নামজারী কাজ সম্পন্ন হইয়াছিল ? আর হিসাব।

উত্তর

১) ২,৪৭,৮৫৫টি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছিল।

২) ২,১৫,৯৪১টি দরখাস্ত নিষ্পত্তি হইয়াছিল। অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন হইতেছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জানাবেন কি, সেনগুপ্ত মন্ত্রিসভার আমলে, নামজারীর নাম করে কৃষকদের কাছ থেকে প্রচুর খাজনা আদায় করেছিল এবং অনাদায়ে গরু-বাছুরে ও ঘরের আসবাব পত্র ক্রোক করা হয়েছিল ?

শ্রীবীরেন দত্ত—এই তথ্য আমরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখেছি। এটা আমাদের এই প্রশ্নের অন্তর্গত নয় বলে, এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিনি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—এই যে ২ লক্ষের উপর নামজারী হয়ে গেল, যাদের নামে নামজার হয়েছে৷ তাহা কোন কাগজপত্র পায়নি। এটা ইন্দিরা গান্ধীকে দেখাবার জন্য তাড়াহুড়া করে কাজটা করেছে, এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় সদস্য, আমরা সরকারে আসার পর, জরীপ বিভাগকে পুনর্গঠন করে, এই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দিই। যে সব নামজারীর পর হ্যাণ্ডরাইট ম্যাপে উঠে নাই ও পরচা হয় নাই, সেগুলিকে টাইম বাউণ্ড প্রোগ্রাম নিয়ে জুন মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সেগুলিকে সম্পন্ন করতে হয়। এখনকার যে আমার কাছে তথ্য, তাতে কোন কোন তহশীলে এখনও পূর্ণ হ্যাণ্ডরাইট উঠা এবং ইনকরপোরেশান সম্পন্ন হয় নাই। তারা ১৫।২০ দিন সময় চেয়েছে। তখন দেখেছি প্রতি বিভাগে, মুখে বলা হয়েছে নস্তত করা হয়নি। এইন এই জন্য জরীপ বিভাগকে আরও ষ্ট্রেন দেন করা হয়েছে। তা না হলে পর রিভিশান সেটেলমেন্ট গেলে পর আমাদের রেকর্ডের অসুবিধা হবে। সেজন্য আমরা সেটা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে করছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে প্রায় ২ লক্ষ নামজারী হয়েছে। এটা হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে কংগ্রেসের রেকর্ড। আর এটা যদি রেকর্ড না হত এবং সবাই যদি পয়চা না পায়, তাহলে নামজারী হয় নি এবং আমাদের সরকার এটা কারার চেষ্টা করছেন, এই কথাটা তো সত্য ?

শ্রীবীরেন দত্ত— রেকর্ডগুলি ইনকরপোরেশান করার সময় ধরা পড়ে যে সেগুলি ঠিক-মত হল কি হল না। এই রকম অনেক জায়গায় অনেক রকম গণ্ডোগোল আছে যার জন্য আমাদের অবশিষ্ট কাজগুলি রয়ে গেল। এমন কি আমাদের আবার নূতন ভাবে মাঠে গিয়েও সেগুলি ঠিক করতে হচ্ছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব বর্ম্মা—যেগুলি নামজারী করা হয়েছে, সেগুলি সুষ্ঠু ভাবে হয়েছে কিনা এবং নামজারীর নাম করে যারা সেনগুপ্ত মন্ত্রী সভার আমলে খাজনা আদায়ে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তাদেরকে হাত ঘড়ি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল এবং কে কে এই পুরস্কার লাভ করেছিলেন মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনার এই প্রশ্নের তথ্য দেওয়া যাবে না, কারণ এটা একটা আলাদা প্রশ্ন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— প্রশ্ন নং ১৫।

শ্রী বীরেন দত্ত—প্রশ্ন নং ১৫, স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বহু ভূমিহীন পরিবার ভূমি এ্যালটমেন্টে পাওয়া সত্ত্বেও আর্থিক সাহায্যের অভাবে কোন চাষাবাদ করতে পারছে না ?

২। ইহা যদি সত্যই হয়, তবে সরকার তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

উত্তর

সাধারণভাবে কৃষি ঋণের জন্য আর্থিক সাহায্য রাজস্ব বিভাগ থেকে দেওয়া হয় না। কিন্তু তপশীলভুক্ত শ্রেণী, তপশীলভুক্ত জাতি বা উদ্বাস্তগণ ব্যতীত অন্যান্য কৃষকদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য একটা পরিকল্পনা রাজস্ব বিভাগের অধীনে চালু আছে। এই প্রকল্প অনুযায়ী প্রতিটি কৃষক পরিবারকে ২৫০ টাকা ঋণ হিসাবে এবং ১৫০ টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়। তার তপশীল জাতিও তপশীলভুক্ত উপজাতি এই অনুদান এবং ঋণ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট থেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী দেওয়া হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া—মাননীয় মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি যে তারা ভূমি এলটমেন্ট পেয়েছে অথচ সাহায্যের অভাবে চাষাবাদ করতে পারছেন না কারণ চাষের জন্য তারা হালের বলদ এবং বীজ ধান ইত্যাদি কিনার মতো তাদের অবস্থা নাই।

শ্রীবীরেন দত্ত—স্যার, এই রকম ঘটনা ঘটা সম্ভব। তবে যারা সাবপ্লেন এরিয়াতে বসবাস করেন এবং যারা এটলমেন্ট পেয়েছেন এবং অন্যান্য এরিয়াতে ভূমিতে অবস্থিত আছেন এবং জমি বন্দোবস্ত পেয়েছেন, তাদের জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী সাহায্য দেওয়ার কাজ ত্বরান্বিত করা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে ভূমি এলটমেন্ট দেওয়া হয়েছে কংগ্রেস আমলে তার মধ্যে ১৫ কাণি, ১৬ কাণি, ১৮ কাণি, ১ কাণি অথবা সোয়া কাণি অধিকাংশকে এলটমেন্ট দেওয়া হয়েছে কিন্তু এতে তাদের কোন নকোনাম হয় না। এই অবস্থাটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ছড়িয়ে আছে এটা মন্ত্রী মশাই অবগত আছেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত— স্যার, বাস্তহীনদের বাস্তু দেওয়ার জন্য একটা পরিকল্পনা আছে। তাছাড়া কৃষক হিসাবে যারা অল্প পরিমাণ জমি পেয়েছে, তারা যাতে দুই ষ্টেণ্ডার্ড একর পর্য্যন্ত জমি পায়, তার জন্য ভূমিহীন হিসাবে পুনঃবার নাম রেজিষ্ট্রী করার জন্য আমরা নির্দ্দেশ দিয়েছিলাম এবং তারাও রেজিষ্ট্রিভুক্ত হয়েছে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা— ১৫ থেকে ১৮ বছর আগে যারা জমির এলটমেন্ট অর্ডার পেয়েছেন এবং দখল করছেন, অথচ তাদের নামে নামজারী হচ্ছে না এবং তারা সরকার থেকে কোন রকম অনুদান আজ পর্য্যন্ত পায় নি। কাজেই তাদের সরকার থেকে কোন রকম অনুদান বা গ্রেন্ট দেওয়ার কথা সরকার চিন্তা করছেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত -- স্যার, এই রকম কেস এখন আমাদের দপ্তরে আসছে এবং প্রতিটি কেস আমরা সংগে সংগে পাঠিয়ে দিচ্ছি, কারণ একটা পরচা যদি তাদের না থাকে তাহলে তাদের সাহায্য পাওয়ার পক্ষে অসুবিধা হচ্ছে। এই ব্যাপারে আমরা প্রত্যেক মহকুমা কর্ত্তৃপক্ষকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা — খোয়াই করঙ্গিচড়ার মধ্যে রাজ কুমার তালুকদারের ৯ দ্রোণ জমি আছে এবং সেই জমিতে আজ পর্যন্ত কোন ভূমিহীনকে পুনর্বাসন দেওয়া হয় নি এবং জমি নিয়ে ট্রাইবেল এবং নন ট্রাইবেলদের মধ্যে একটা গোলমাল আছে। কাজেই এই গোলমালের সন্ধা করে ঐ জমিতে যাতে ট্রাইবেলদের পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা; মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত— স্যার, এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না। তবে মাননীয় সদস্য যদি ভিন্ন প্রশ্ন করেন, তাহলে আমরা সেটা বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখতে পারি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্বীকার করেছেন যে সরকারী সাহায্যের অভাবে গরীব চাষীরা চাষাবাদ করতে পারছে না। কাজেই এটা সম্ভব কিনা যে তাদেরকে সরকার থেকে চাষাবাদ করার জন্য সাহায্য দেওয়া হবে ?

শ্রীবীরেন দত্ত— তার জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পনা রচিত হচ্ছে এবং সেটা সম্ভব হবে। তবে এক সংগে করা যাবে না, ক্রমাগত ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী— প্রশ্ন নং ১১০।

শ্রীবীরেন দত্ত— স্যার, প্রশ্ন নং ১১০

প্রশ্ন	উত্তর
১। কল্যাণপুর বাজার সংস্কার ও সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি? এবং	হ্যাঁ।
২। যদি থাকে, তবে কবে পর্য্যন্ত তাহা কবে? কার্য্যকরী করা হবে?	বর্তমান বছরে উক্ত বাজার সংস্কারের পরিকল্পনা করা হবে।

শ্রীনকুল দাস— প্রশ্ন নং ১১৯।

শ্রীবীরেন দত্ত— প্রশ্ন নং ১১৯, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। মাণিকভাণ্ডার (কমলপুর) বাজারে মৎস্য ব্যবসায়ীদের জন্য টীন সেড করার কাজ কতদূর এগিয়েছে এবং কবে পর্যন্ত কাজ সম্পূর্ণ হইবে?	মাণিক ভাণ্ডার বাজারের উন্নয়নের কাজ বর্তমান বছরে আরম্ভ করা হইবে।

শ্রীবিমল সিন্হা— মাননীয় মন্ত্রীমশাই এর জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়েছে জানতে পারি কি?

শ্রীবীরেন দত্ত— পঞ্চায়েতের তরফ থেকে এই টাকাটা বি, ডি, ওর কাছে দেওয়া হয়েছে। টাকার পরিমাণ কত তা আমার জানা নাই। ভিন্ন প্রশ্ন করলে পরে উত্তর দিবে।

শ্রীনকুল দাস—ঐ বাজারে মাছের বাজারটা কোথায় হবে, কি উত্তরে হবে কি দক্ষিণে হবে এই নিয়ে সেখানকার কংগ্রেসী মোড়ল এবং মাতব্বরেরা দীর্ঘদিন ধরে আলাপ আলোচনা করেছেন এবং এই সংগে প্রশাসনের কিছু কিছু কর্তা ব্যক্তি জড়িত ছিলেন যার জন্য বাজারের জায়গায়টা একুইজিশান হচ্ছে, হচ্ছে বলেও কিছুই এগুচ্ছিল না। এই সম্পর্কে সরকার ওয়াকিবহাল আছেন কি?

শ্রীবীরেন দত্ত—স্যার, আমাদের কাছে এই সম্পর্কে কোন বিরোধ বা অভিযোগ উপস্থিত হয় নি।

শ্রীবিমল সিংহা—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন এই বাজারটা উন্নয়নের পরিকল্পনা পঞ্চায়েত নিয়েছেন কিন্তু সেখানে নদীর যে ভাঙ্গন চল্ছে, সেটাকে রোধ করার কোন পরিকল্পনা এর মধ্যে আছে কি?

শ্রীবীরেন দত্ত—স্যার, আমার উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীসুমন্ত দাস—প্রশ্ন নং ১৩৪।

শ্রীবীরেন দত্ত—প্রশ্ন নং ১৩৪, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) রাজ্যে রেজিষ্ট্রিকৃত ভূমিহীনের মোট সংখ্যা কত ? এবং	১,২০,৮৭৭ জন।
২) রেজিষ্ট্রীকৃত ভূমিহীনদের পুণর্ব্বাসনের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?	৫১,৪১২ জন ভূমিহীনকে ৫১,৯৭.৭৫৪ হেক্টার ভূমিতে পুণর্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে জমিতে তাদেরকে পুণর্বাসন দেওয়া হয়েছে, সেটা কি সিলিং এর উপর যে জমি নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তার উপর নাকি সরকার যে জমি দখল করেছে তার উপর ?

শ্রীবীরেন দত্ত—স্যার, সিলিং এর ব্যাপারে আলাদা একটা প্রশ্ন আছে, কাজেই ঐ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়, এটা আসতে পারে।

শ্রীকেশব মজুমদার—এই পর্য্যন্ত যাদের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে এবং যারা ঐ ভূমি ছেড়ে চলে গিয়েছে, তাদের সংখ্যা কত সরকারের এটা জানা আছে কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় সদস্য, এই সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ভূমিহীনদের নামে যে তালিকা তৈয়ার করা হয়েছে সেটা কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা সরকারে আসার পরে একটা নির্দেশ দিয়েছিলাম যে একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে প্রত্যেকটা তহশীল কাছাড়ীতে ভূমিহীনদের নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত করার জন্য। সেই নির্দেশ অনুযায়ী বর্তমানে আমরা যে রেকর্ড দিচ্ছি সেটা হল তারা স্বেচ্ছায় সেখানে গিয়ে তহশীল কাছাড়ীতে নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত করেছেন যারা তাদের তালিকা আমরা এখানে উপস্থিত করেছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে একটু বলতে চাই আপনার অনুমোদন নিয়ে যে পুরো লিস্ট হয়েছে এই কথা সরকার মনে করে না। কারণ পুরো লিস্ট করতে গেলে এটা চেক আপ করতে হবে যে সত্যি সত্যিই তারা ভূমিহীন কি না এবং যারা যায় নাই তহশীল কাছাড়ীতে তাদের নামও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সে জন্য পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার পর আমরা এই লিষ্টপূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা করব এবং তখনই এই হাউসের সামনে এই তথ্য পরিবেশিত হবে যে সত্যি সত্যিই আমাদের ভূমিহীনদের সংখ্যা কত।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ওয়াকেবহাল আছেন কিনা যে গ্রামীণ উন্নয়ন কমিটির সমর্থক না হলে কোন ভূমিহীনকে লিস্টে উঠতে দেওয়া হয়না ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্ন আসে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৬৪, রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৬৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১) রাজ্যের কোন মহকুমায় কত সংখ্যক ভাগচাষী রায়তের জমিতে নিজেদের বর্গা স্বত্ব সংরক্ষনের দাবীতে আইনানুগ স্বত্ব লিপি সংযুক্ত পরচা প্রার্থনা করছে ?	১) বর্গাদারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত দরখাস্তের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

১)	সদর	—১৭৩
২)	সোনামুড়া	—১০৮
৩)	খোয়াই	—১১৪৩
৪)	কৈলাসহর	— ৫২
৫)	কমলপুর	— ৪২২
৬)	ধর্মনগর	— ৬৩৭
৭)	উদয়পুর	— ১৪৭
৮)	অমরপুর	— ৭
৯)	বিলোনীয়া	— ২৫৮
১০)	সাব্রুম	— ২১৮
		৩১৬৫

প্রশ্ন	উত্তর
) কম সংখ্যক ভাগ চাষীকে এই পরচা প্রদান করা হয়েছে ?	২) মোট ৫৭৪ জন বর্গাদারকে তাহাদের দরখাস্তের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ভূমি প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছে।
৩) সরকার কি অবগত আছেন যে আইনমেতাবেক বর্গা স্বত্ব পাওয়ার পরও বহু ভাগচাষীকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে ?	৩) হ্যাঁ।
৪) অবগত থাকলে এই বেআইনী উচ্ছেদ বন্ধ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?	৪) বর্গদারদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার বিষয় সরকার বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন। বর্গদারদের স্বার্থ রক্ষার্থে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বর্তমান মন্ত্রীসভায় অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

১) রাজস্ব অফিসারগণ তাহাদের এলাকাভুক্ত স্থানে কোনরূপ উচ্ছেদের ঘটনা ঘটিলে তিনি বর্গাদারদেরকে কোর্টে কেস ফাইল করার ব্যাপারে সম্ভবতোভাবে সাহায্য করিবেন।

২) বর্গাদার ও উপজাতিদের আইন বিষয়ে সহায়তা করার জন্য প্রতি বিভাগে উকিল নিযুক্ত। উপজাতি উন্নয়ন বিভাগে বর্তমানে উপজাতিদের আইনের বিষয়ে সাহায্য করার জন্য একটি পরিকল্পনা চালু করা হইয়াছে। রাজস্ব বিভাগে ও বর্তমান বৎসরে (১৯৭৮-৭৯) বর্গাদারদের আইনের বিষয় আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে।

৩) আইন বিষয়ে সাহায্য করার জন্য উক্ত ব্যবস্থাদি সকল প্রকার জন সংযোগের মাধ্যমে রায়ত ও বর্গাদারদের অবগতির জন্য বহুল প্রচার করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :-- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সরকার যে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছেন সেগুলিকে বানচাল করার জন্য বিভিন্ন তহশীল অফিসে এবং প্রশাসনের ভিতরে পুরানো যারা অফিসার আছেন তারা যৌথভাবে উদ্যোগ করে জুতদারদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে বর্গাদারকে উচ্ছেদ করার জন্য চক্রান্ত করেছেন এ ব্যাপারে মন্ত্রীমশায় অবগত আছেন কি না ?

শ্রীবিরেন দত্ত :— স্বীকার স্যার, বিভি বর্গাদারদের পক্ষ থেকে এই বিভাগে দরখাস্ত আসছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এগুলি তদন্ত করার জন্য পাঠানো হচ্ছে। এটা সত্য যে বর্গাদারদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে আমরা যে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে যাচ্ছি একে আরও সুদৃঢ় করা ছাড়া বর্গাদারদের প্রতিষ্ঠা করার কাজ বেশী দূর অগ্রসর হবে না। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর আমাদের ধারণা পঞ্চায়েতের সহায়তা এবং আমাদের যে সব আমলা কর্মচারী রয়েছে আদের সহায়তা যখন রেকর্ড'স নুতনভাবে নথিভুক্ত করা হবে সেই সময় বর্গাদারদের সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হবে। সরকার মনে করে না যে যারা দরখাস্ত করেছেন তারা বর্গাদার। এর বহুগুণ বেশী বর্গাদার ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছে তাদের নামও রেজেষ্ট্রীভুক্ত করা হবে।

শ্রীবিমল সিনহা :-- অধিকাংশ ভূমিহীন বর্গাদের মজুরী সংক্রান্ত কোন দরখাস্ত রাখেন নি জোতদাররা। যাতে এই সব বর্গাদাররা, তাদের বর্গাদার হিসাবে নামজারী না করতে পারেন। এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে এ ব্যাপারে জোতদারদের শাস্তির কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— এটা বে-আইনী। তবে যদি নির্দ্দিষ্ট কোন অভিযোগ পাওয়া যায় তাহলে জোতদারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :— কত পরিমান জমি বর্গাদারী আইনের আওতা ভুক্তের মধ্যে পারবে না।

শ্রীবীরেন দত্ত :— মাননীয় সদস্য এই রকম কোন আইন নেই। জমির কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নেই। ১কানিও হতে পারে, ২কানিও হতে পারে, আবার ৫ কানিও হতে পারে। কেহ আবার বিক্রিও করে দিতে পারে। এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীবিমল সিনহা :— কিছু কিছু জোতদার আছেন, যারা অনেক সময় তাদের জমি বিক্রী করে ফেলে। এতে বর্গাদারদের অসুবিধায় পড়তে হয়। এ সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত তা কার্য্যকরী করা হয় নাই। বর্তমানে সেটাকে কার্য্যেরূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

শ্রীগোপাল দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, কি করে বর্গাসত্ব নিরুপন করা হবে ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— বর্গাদারদের বর্গাসত্ব বংশানুক্রমিক হবে। যদি মালিক বিক্রীও করে যায়, তাহলেও সেই বর্গাদারকে জমি থেকে উচ্ছেদ করার কোন ব্যবস্থা থাকবে না। এই অধিকার আইনে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এতদিন তা কার্য্যকরী করা হয় নি। বিগত দীর্ঘদিন ধরে এই আইনটা চালু করার ব্যবস্থা হয় নি। এই আইনকে বর্ত্তমানে চালু করার জন্য ভূমি রাজস্ব আইনকে পরিবর্ত্তন করে সরকার একটি প্রস্তাব নেবেন এই হাউসে। একটা কমিটি গঠন করে এই ল্যাণ্ড রেভেনিউ অ্যাক্টটাকে সংশোধন করার ক্ষেত্রে যেন সবাই সহযোগিতা করেন। বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকার বলিষ্ঠ ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকারের বর্গাদারদের সম্পর্কে কী নিতী গ্রহণ করেছেন, তা বিরোধী দল থেকে শ্রীদেব বর্ম্মা ও আরো অনেক সদস্য জানতে চেয়েছেন। আমাদের সরকার চায় না যে, বর্গাদাররা জমি থেকে উচ্ছেদ হউক। কাজেই বর্গাদারদের জমি হাতে যে জমি আছে, সে জমি বর্গাদাররা যাতে স্থায়ীভাবে মালিকানা পেতে পারে, সেটা আমাদের সরকার চায়। বর্গাদার যদি বিক্রীও করেন, তাহলে বর্গাদারের অধিকার তার থাকবে। এমন কি সরকার জমি কিনেও বর্গাদারদের দিতে পারেন। এটা আমরা চিন্তা করে দেখছি। আমরা এও চিন্তা করছি, যারা নিজেরা জমি চাষ করবার জন্য জমি নিতে চান, তাহলে জমি নিতে পারবেন। এছাড়া আমরা জোতদারদারদের সহায়তা করবো না। তেমনি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী বলেছেন, এই আইনে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে, সেগুলি যাতে সম্পূর্ণভাবে বর্গাদাররা ভোগ করতে পারেন তার জন্য চেষ্টা করা হবে। তার ফসলের অংশ, ফসল কোথায় উঠবে তা সম্পর্কেও এখানকার আইনে আছে। কিন্তু তা যাতে ভোগ করতে পারে সেটা সরকার দেখবেন। এই হচ্ছে বর্গাদারদের সম্পর্কে যে নীতি, সে নীতিকে আমরা সংশোধন করে আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— ১১৫।

শ্রীবীরেন দত্ত :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৬০ সালের পর থেকে আজ অ-বধি আগরতলা সহরে মোট ড্রেনের কাজের জন্য মোট কত টাকা খরচ হয়েছে, এবং যে ড্রেন হয়েছে তার দৈর্ঘ কত ?	মোট ৪৫,১৬০০০ (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ষোল হাজার) টাকা। ১৫'৯০৪ কিঃ মিঃ পাশ ড্রেন করা হয়েছে।
২। আগরতলা সহরের কাঁচা ড্রেনের কতকংশ আজঅবধি পাকা করা হয়েছে ?	১০৫'৪৮ কিঃ মিঃ এর মধ্যে ১০৪'৪৫' কিঃ মিঃ অর্থাৎ প্রায় ৪৩ শতাংশ।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— আগরতলা একটি ছোট শহর। এখানে ৪৫ লক্ষ টাকার কাজ হলো দেখা যাচ্ছে। যদি সত্য সত্যই ড্রেনের কাজ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সকলের চোখে পড়তো। কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অধিকাংশই হচ্ছে কাঁচা ড্রেন। দুর্গন্ধময়। এই অবস্থায় এই যে ৪৫ লক্ষ টাকার ড্রেন হলো এটা কে করেছে পৌর সভা না পি .ডাব্লু ডি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :— মাননীয় সদস্যরা হয়তো জানেন যে, ১২,০০০ টাকার কাজ করার মত ক্ষমতা পৌর সভার আছে। যদি ১২,০০০ টাকার উপরে হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত কাজ পৌর সভার অর্থ দিয়ে, স্কীম দিয়ে তা খরচ করে পি ডাব্লু. ডি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— আমরা জানি এখানে যে টাকার অংক দেখানো হয়েছে, তা প্রপারলি ইউজ্‌ড হয় নি। যদি এই টাকা খরচ হতো, তাহলে অধিকাংশ ড্রেনই পাকা হয়ে যেত। এখানে একটা করাপসান, মানে দুর্নীতি হয়েছে বলে আমি মনে করি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রী বীরেন দত্ত :— মাননীয় সদস্য আপনারা এটা অবগত আছেন যে, ২৫শে জুন এইখানে কমিশনার নির্ব্বাচিত হবেন। এবং বিশেষ করে এটা লক্ষ্য রেখেই এই নির্ব্বাচন করা হচ্ছে এবং আমরা বিশ্বাস করি পৌর নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর যে কাউন্সিলার বসবে, তাঁরা এটাকে বিচার করে এ সম্পর্কে দায়িত্ব নেবেন, যাতে এই ধরনের কোন করাপসান না হতে পারে।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রীতারিনী মোহন সিংহ।

শ্রীতবুনা মোহন সিংহ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৩।

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৩।

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরে কাঞ্চবাড়ী বাজারে শেড্‌ তৈরী করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

২। পরিকল্পনা থাকিলে কবে পর্য্যন্ত উক্ত বাজারে শেড্‌ তৈরীর কাজ আরম্ভ হইবে, এবং

৩। না থাকিলে বর্ত্তমান বৎসরে সরকারী পরিকল্পনার আওতায় আনা হইবে কি?

উত্তর

তথ্যাদি সংগ্রহ হইতেছে। আমি আগেই বলেছি এই সব বাজারগুলির একটা দায়িত্ব পঞ্চায়েৎ নিয়েছে এবং তাদের হাতে অনেকগুলি বাজার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রেভেনিউ মৌজা কিছু ছিলে সেই হিসাবে তখন আমাদের পক্ষ সেই তথ্য সংগ্রহ করতে একটু অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু আমরা অচিরেই তার সমাধানের ব্যবস্থা করবো এবং আমরা পরস্পর বলে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করে আপনাদের জানাবো।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমরা দেখলাম এই হাউসে কম করে হলেও অন্ততঃ ৭।৮ প্রশ্নের উত্তর বলা হয়েছে যে, তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে। এটা সত্যিই দুঃখজনক।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সত্যি সত্যিই দুঃখজনক এবং ভবিষ্যতে সেটা যাতে না হয় সে দিকে আমাদের সরকার নজর রাখবেন।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৯।

শ্রীবীরেন দত্ত— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২১৯।

প্রশ্ন

১। শালগড়া বাজার উন্নয়নের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কি,

২। না নিয়ে থাকলে তার কারণ কি ?

উত্তর

হ্যাঁ।

কাজেই দ্বিতীয় প্রশ্ন আর উঠে না।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি যে এই শালগড়া বাজারটি গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত এবং নদীর তীর ভেঙ্গে বাজারের দিকে ক্রমশ: প্রবেশ করছে এই সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

শ্রীবীরেন দত্ত—ইতিমধ্যেই সরকার এই ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হয়েছে এবং তার জন্য একজিকিউটিব ইঞ্জিনীয়ারের হাতে ২৪ হাজার টাকা ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে যাতে বাজারের যে জায়গাটা ভাঙ্গার সম্ভাবনা আছে সেই জায়গায় ইটের গাথনি দিয়ে সেই ভাঙ্গন রোধ করা যায় তার জন্য চেষ্টা চলছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বাজারের উন্নয়নের জন্য ১৯৭৪ সালে কিছু টাকা বরাদ্দ ছিল কিন্তু পরে দেখা গেল যে বাজারের একটা বড় অংশ ইতিমধ্যেই নদীতে ভেঙ্গে পড়ে গেছে কাজেই সেখানে ঐ টাকাগুলি খরচ করা হবে না এই সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন।

শ্রীবীরেন দত্ত—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই বাজার উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা নিয়েছেন সেই পরিকল্পনা কি ধরনের এবং কি ভাবে চলতি বছরে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত—আমি আগেই বলেছি ২৪ হাজার ৫ শত টাকা তাঁদের হাতে দেওয়া হয়েছে এবং যে সব দোকানদার এই সব ভাঙ্গনের ফলে বিপন্ন হয়েছেন তাদের সরকারী টাকায় ঘর তৈরী করে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ঐ সব দোকানের মালিকদের সঙ্গে চীফ মিনিষ্টার আলাপ-আলোচনা করেছেন এবং সে ভাবে কাজ অগ্রসর হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীসরাইযম কামিনী ঠাকুর সিংহ।

শ্রীসরাইযম কামিনী ঠাকুর সিং—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২২১।

শ্রীবীরেন দত্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ২২১।

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহারাজগঞ্জ বাজার উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। ইহা কি সত্য জরুরী অবস্থার সময় বাজারে দরিদ্র ব্যবসায়ীদের দুচালা বিশিষ্ট ঘরগুলি ভেঙ্গে দিয়ে তাদের থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল ?

৩। সত্য হইলে উচ্ছেদপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ২ টি খোলা চালাঘর তৈরী করা হইয়াছে।

হ্যাঁ,

উচ্ছেদপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীকে উক্ত ২টি খোলা চালাঘরে তাদের ব্যবসার জন্য স্থান করে দেওয়া হইয়াছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১।

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েচান নাম্বার ৩১।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার চা বাগানগুলির শ্রমিকরা মজুরী, বোনাস ও অন্যান্য পাওনা বাবদ মোট কত টাকা মালিকদের কাছে এ পর্য্যন্ত প্রাপ্য আছে ?

উত্তর

ত্রিপুরাস্থিত চা-বাগান মালিকদের কাছে চা-বাগান শ্রমিকরা এ পর্যন্ত মজুরী, বোনাস ও অন্যান্য পাওনা বাবদ প্রাপ্য টাকার হিসাব অপর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

প্রশ্ন

২। ১৯৭৭ সনের মার্চ থেকে ১৯৭৮ সনের মার্চ পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় কতগুলি চা-বাগান বন্ধ ছিল ?

উত্তর

(ক) মজুরী—২,৬২,৮৫৪·৩৫

(খ) বোনাস—১,৩০,৯৬৭·৩৫৩,

(গ) অন্যান্য—২৬,৬২৫·৮৬।

১৯৭৭ সনের মার্চ থেকে ১৯৭৮ সনের মার্চ পর্য্যন্ত ৮টি চা-

বাগান বন্ধ ছিল।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বকেয়া ঋণের যে হিসাব দিয়েছেন সে টাকার ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন।

শ্রী তপন কুমার চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বকেয়া টাকায় যে হিসাব এখানে দিয়েছেন, সে টাকা আদায়ের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন 'ক ?

শ্রী বীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কয়েকটা নামে বলছি নথীন ছড়া, গলাই-ছড়া, মতিছড়া, রাংগাছড়া এই কয়েকটা বাগানের নামে আমরা মামলা দায়ের করেছি এবং এই মামলাগুলি এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই এবং আরও ১৮টি বাগানের বিরুদ্ধে মামলা এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই। এছাড়া আরও কয়েকটা বাগানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত এবং তারকা চিহ্নি বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয়নি, সেগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

SPEAKER'S RULING

·Mr. Speakr :—
Hon'ble Members,

I have received two notices from the following members of the House namely Shri Nagendra Jamatia and Shri Samar Choudhury on the question of alleged breach of privilege.

The question of Shri Nagendra Jamaiia. member is that the Editor, printer & publisher of Tripura Darpan, a local daily have committed breach of privilege of the House by publishing contents of the budget before the budget has been presented to the House. The member concerned has also submitted alongwith his notice a copy of the said Tripura Darpan dated the 12th June, 1978.

I have examined the case with reference to precedence of similar cases in Indian Parliament and British Parliament. On March 3, 1956 when notices of adjournment motions were given by two members in connection with the alleged leakage of budget proposals, another member contended that ii constituted an expross breach of privilege of the House. In this connection the then Speaker of Lok-Sabha gave the following ruling :

"The precedents of the United kingdom should guide us in datermining whether any breach of privilege was in fact comitted in the present case. So far as I can gather, only two cases occured in which the house of commons took notice of the leakage of the budget proposals. They are known as the Thomas case and the Dalton case. In neither of these casas was the leakage trealed as a breach of privileges of the Honse nor were the casses sent to the Committee of privileges for euquiry. The prevailing view in the Houe of Commons is that until the financial proposals are placsd before the Honse of Commons, they are an official secret. A reference of the present Leakage to the Committee of Privilege dose not, therefore arise."

Referench mny also be gtven to lok sabha dated the 18th April, 1954 when Shri S. M. Banerjee. M. P. complained that budged concession had been published in advance in the Economic Times. The then Speaker ruled that it was not a question of privilege but coule be raised during the debate of the Finance bill of the House in question on that day.

I have also gone through the Tripura Darpan dated 12th June, 78 and the budget proposals and I found that the publications contained in the said daily are conjectures and speculative in nature.

Having regard to the above I am of the opinion that the alleged leakage of the budged leakage of the budged proposals in this instant case does not form any basis for privilege I, therefore, rule gut the contentiong of the Shri Nagendra Jamatia and do not find any prima facie materials to allow to bring the case to the House and refer to the Committee.

QUESTION OF BREACH OF PRIVILECE

The next question raised by Shri Samar Choudhury, Member is the alleged question of breach of privilege committed by the Editor, Nagarik, a local daily through his column dated the 17th June, 1978. I have also examined this case. In this connection, I may refer to the proceedings of the 16th June 1978 of this House when Shri Nagennra Jamatia, member raised a question that the Chief Minister leaked out the budget to a local daily before its presentation to the House. The Chief Minister while categorically denying the allegation stated that if was absolutely bascles and false and the House did not like to procehd further. From this it is clear to me that the House accepted the contention of the Chief Minister. Editor Nagarik in his publication stated that other stares and in Centre for this act of leaking out the budget proposal in this way, the Minister would have resigned but the Chief Minister. who is the Finance Minister also here, not having slighttest respect for democracy and parliamentary politics has not resigned. According to the Editor, Nagarik the responsibility of leakage of budget solely rests on the Chief Minister and his Council of Ministers. The Chief Minister here for his unpardonable offence did not express slightest regret. The Editor further anded that this arrogance is impardonable. The other remarks of the Editor demanded that to give prestige and respect to democracy and Parliamentary usages and customs the finance Minister who is also the Chief Minister should have resigned and thus show his respect and dignity to Parliamentary democracy.

After Chief Minister's categorical denial as above and the House having accepted his statement of denial by not prrceedings further in the matter, all those impulations of the Editor Nagarik appear to have crossed the limit of fair caiticism and appear to have the effect tendency or design to cast indecoaous reflection upon the Chief Minister, who is a member of the House.

In view of the acove, under Rule 191 of the Rules of Procedure I consiper it fit and appropriate to refer the case to the Committee on privileges for axamination, investigation and report to tha House in the next Session.

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটি বক্তব্য আছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, স্পীকারের রুলিংএর উপর আর কোন আলোচনা হতে পারে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার আমাদের কিছু বলতে হোক।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, স্পীকারের রুলিংএর পর আর কোন আলোচনা চলে না। আপনি বসুন।

শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া :—হাউসের মধ্যে বাজেট রেখেছে, সাধারণ মানুষ অনেকেরা অসুবিধা হচ্ছে এবং যারা আমরা শতকরা ৯০ জন ইংরেজী জানিনা, কি লিখেছে না লিখেছে আমাদের ত্রিপুরাতে অফিসে বাংলায় করা হোক। এই বলে আমি দাবী রাখছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আমি বাংলা অনুবাদ আপনারাদের কাছে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা পেয়ে যাবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার. উনি বলছেন. অ্যাসেমব্লীতে সমস্ত প্রসিডিং ইত্যাদি বাংলাতে দিতে। এমন কি বাজেজটা উনি বুঝতে পারছেন না। তিনি সমস্ত অফিসে বাংলা চাইছেন।

মিঃ স্পীকার :—আমরা চেষ্টা করছি বাংলায় সবকিছু করতে।

Calling Attention

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরীর কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"শ্রীনগর (করিমা টিলা) শঙ্কর মল্লের বাড়ীর ১৮ই জুন রাত্র ৩টা ও সাম্প্রতিক শ্রীনগরে ডাকাতির ঘটনা সমূহ সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

নৃপেন চক্রবর্তী :—আমি আগামী ২৬শে জুন এই ব্যাপারে একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পিকার :—মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ২৬শে জুন এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিবেন। আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া, শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ও শ্রীমাতাহরি চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—"বাংলাদেশের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়ে ত্রিপুরায় আগত শরণার্থীদের সম্পর্কে"।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের নেতা হিসাবে যে প্রিভিলেজ মোশনটা আনা হয়েছে এই সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করতে চাই।

মিঃ স্পীকার—রুলিং হয়ে গেছে। রুলিং কি আপনারা মানেন না ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মানি কিন্তু আমাদের একটা সুযোগ দেওয়া হোক।

মিঃ স্পীকার—না, এখন বলতে পারবেন না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এখন আমি অনুরোধ করছি তাঁর বিবৃতিটি দিতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার বিষয়টার উপর দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ দেওয়া হয়েছে এটা এমন একটা বিষয় যার সংগে একটা অন্য রাষ্ট্র জড়িত। স্বভাবতই এই ধরণের বিষয় সংবিধানের বিধান অনুসারে এবং আমাদের বিধানসভার যে কর্মপদ্ধতি সেই অনুসারে এই হাউসে আলোচিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তবু যেহেতু একটা দুঃখজনক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ থেকে কিছু বাংলাদেশের নাগরিক আমাদের এখানে অনুপ্রবেশ করেছেন যার ফলে আমাদের রাজ্যে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেজন্য আমি আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে কিছু বক্তব রাখছি। এই বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন বাংলাদেশ থেকে কিছু বাংলাদেশের নাগারিক অনুপ্রবেশ করেছে ত্রিপুরায় তার একটা ব্যাকগ্রাউণ্ড মাননীয় সদস্যদের জানা আছে, সেটা হচ্ছে বার্মা থেকে কিছু মুসলিম বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং ঠিক তার পরেই দেখা গেল যে বার্মা সীমান্তে যে চট্টগ্রাম সেই চট্টগ্রামে আমাদের ত্রিপুরা সীমান্ত থেকে উপজাতির একটা অংশ বিশেষ করে মগ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত অংশ তারা সাব্রুমের কয়েকটা গ্রামে অনুপ্রবেশ করেছে। তারা যে এলাকা থেকে এসেছে সেই এলাকাগুলি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা বলা চলে এবং যে এলাকায় তারা এসেছে সেটাও একটা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা। কত সংখ্যায় তারা এসেছে এটা সঠিকতা জানা মুসকিল এই জন্য যে এ' সীমান্তে মগ সম্প্রদায়ের ভারতীয় নাগরিক আমাদের ত্রিপুরাতে বাস করে। কাজেই তাদের মধ্যে কারা বাংলাদেশের নাগরিক (অনুপ্রবেশকারী) এবং কারা আমাদের ভারতীয় নাগরিক এটা আইডেনটিফাই করা অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছে। এবং তারা একদিনে ঢুকেননি, একটা দীর্ঘ সময় নিয়ে তারা ঢুকেছেন। আমরা যতটুকু হিসেব পেয়েছি, তাতে দেখা যায় তাদের সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার হবে। ৩০৫টি পরিবার, যার সংখ্যা হচ্ছে ১৭৪১ জনসংখ্যার দিক থেকে, তাদের নাম আমরা রেজিষ্ট্রিভুক্ত করতে পেরেছি। এরা বে-আইনী অনুপ্রবেশকারী হিসাবে গণ্য হবেন, না উদ্বাস্তু হিসাবে গণ্য ঢুকেছেন। আমরা যতটুকু হিসেব পেয়েছি, তাতে দেখা যায় তাদের সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার হবে। ৩০৫টি পরিবার যার সংখ্যা হচ্ছে ১৭৪১ জনসংখ্যার দিক থকে, তাদের নাম আমরা রেজিষ্ট্রিভুক্ত করতে পেরেছি। এরা বে-আইনী অনুপ্রবেশকারী হিসেবে গণ্য হবেন, না উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য হবেন সেটা কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করবেন এবং এই উদ্দেশ্য নিয়ে যাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই সম্পর্কে জানানো যায় আমি চিঠিপত্র লিখি আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে। প্রধান মন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎকার, বৈদেশিক মন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎকার এবং পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় বৈদেশিক দপ্তর থেকেও এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তদন্ত হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার এবং আমরা এবং বিরোধী গ্রুপ যারা এখানে আছেন তারা, আমরা সবাই মিলে এই ব্যাপারে একমত হইযে ত্রিপুরার পক্ষে নুতন কোন উদ্বাস্তু গ্রহণ করা সম্ভব নই। এই ব্যাপারে ত্রিপুরার কোন দ্বিমত নাই। কিন্তু প্রশ্ন হল কি ভাবে যারা অনুপ্রবেশকারী তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো যায়? এই দিক থেকে ভারত সরকার এবং বাংলাদেশ সরকার তাদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তারা যাতে ফিরে যেতে পারেন, সেই রকম একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়। আপনারা দেখেছেন যে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একটা বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, সেখানকার বিদেশ দপ্তরের প্রবীন সদস্য মি: তোবারক হোসেন, তিনি কলকাতায় ৮ই

জুন যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তিনি বলেছেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগণ একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছেন এবং বার্মা থেকেও বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তিনি রেঙ্গুন যাওয়ার পথে কলকাতা বিমান বন্দরে এই কথা বলেন যে অনুপ্রবেশকারী উপজাতি যারা ত্রিপুরায় রয়েছেন, তাদেরকে বাংলাদেশ সরকার ফিরিয়ে নিতে প্রস্তুত এবং তারপর কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সরকারকে লিখেছেন যে বাংলাদেশ সরকার ফিরিয়ে নেওয়ার যে ব্যবস্থা সেটা সম্পূর্ণ করেছেন, তারা অনুপ্রবেশকারীদের সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করি। এই কাজটা আমাদের সরকারকে শুরু করতে হবে এবং বাংলাদেশের সংগে ঘনিষ্ট যোগাযোগ করে, তারা যাতে কোন রকম অসুবিধা না পড়ে এবং দরকার হলে উদ্বাস্তু শিবিরে রেখে, তাদের যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয়, সেই সমস্ত ব্যবস্থা করে তাদের বাংলা দেশে ফিরে যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থাই আমাদের সরকার করবেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা করে তাদের বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থাই আমাদের সরকার করবেন। এই সমস্ত জিনিসটাই কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে এবং আমাদের সরকারের সহযোগীতায় করা হচ্ছে। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব, এই কাজটা যাতে সহজে হয়, সেজন্য তারা কেন্দ্রীয় সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের সঙ্গে সহযোগীতা করেন। অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করার জন্য আমাদের গাঁও সভা রয়েছে, তারা চেষ্টা করলেই তাদেরকে চিহ্নিত করতে পারেন। তারা যে কয়দিন আমাদের এখানে ছিলেন তার জন্য আমরা টাকা বরাদ্দ করেছিলাম এবং সেই টাকার একটা অংশ খরচ হয়েছে। তাদের জন্য আশ্রয় শিবির গড়ে তোলার জন্য আমরা কাজ শুরু করেছিলাম কিন্তু সেই কাজ আমরা এখন স্থগিত রেখেছি। আমরা আশা করছি যে আমাদের এখানে আর আশ্রয় শিবির করার দরকার নাই। আমাদের সরকার গত ২৯/৫/৭৮ইং তারিখে ১,৪৮,৩০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন তাদের রিলিফ কাজের জন্য। কিন্তু আপনারা জানেন যে বর্ষা চলছে, সেখানে ফ্লাড হয়েছে, তাই আমরা স্কুলে তাদের থাকার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাদের অধিকংশই ক্যাম্পে আসতে রাজি হয়নি। আমরা টাকা পয়সা খরচ করার জন্য মহকুমা শাসকে নির্দেশ দিয়েছি এবং সাব্রুমে যথেষ্ট পরিমানে খাদ্যও মজুত করা আছে, কাজেই অনুপ্রবেশকারীদেম এই দিক থেকে কোন অসুবিধা হওয়ার কারণ নাই। তারা যাতে সুশৃঙ্খলভাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে বাংলাদেশে তাদের বাড়ী ঘরে ফিরে যেতে পারেন, সে দিক থেকে শুধু সরকারই নয়, অন্যান্য বে-সরকারী যেসব প্রতিষ্টান আছে, তাদের সহযোগীতাও আমরা গ্রহণ করব। এই কথাগুলি বলে আমি আমার বিবৃতি এই হাউসের সামনে রাখছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া—স্যার, অন পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান। স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই ব্যাপারটা হাউসের সামনে আলোচনা করা উচিৎ নয়। এমন একজনের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের একজন সদস্য এই যে কলিং এটেন্শান প্রস্তাবে যোগ দিয়েছেন, তা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। স্যার, ১৬ই জুন তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বলেছেন যে ১৯৭১ সালে আমরা লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুকে জায়গা দিতে পেরেছি, কিন্তু এখন আর দিতে পারব না। কেন নয়, এখানে মাত্র ৩ হাজার উপজাতি উদ্বাস্তু এসেছে, তখনকার সরকার থাকলে নিশ্চয় দিতে পারতেন, কিন্তু এই সরকার দিতে পারছেন না। ১৯৭১ সালে আমরা লক্ষ লক্ষ

উদ্বাস্তুকে খাওয়ার দেওয়া হয়েছিল. এটা বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার দেন নাই, কাজেই এই সংবাদ এখন তারা দাবী করতে পারেন না। কারণ এই সরকার তখন ক্ষমতায় ছিলেন না। গত মার্চ্চ মাসে এই উপজাতি উদ্বাস্তুরা এসেছে, তাদের জন্য এখন পর্য্যন্ত একটা শিবির খোলা হল না, তারা খোলা আকাশের নীচে দিন যাপন করছে। কাজেই মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন, তা অসত্য। (ইন্টারেপশান)

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য, আপনি পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান চেয়ে এই ধরনের বক্তৃতা দিতে পারেন না।

শ্রীতপন চক্রবর্তী— স্যার, এখানে একটা পত্রিকা আছে, সেটা হচ্ছে গণরাজ পত্রিকা। তার মধ্যে মাননীয় ত্রাণ মন্ত্রী শ্রীব্রজ গোপাল রায়ের সংগে একটা সাক্ষাৎকারের কথা তুলে ধরা হয়েছে। তাতে পরিস্কার লেখা আছে যে বাম পন্থীদের উস্কানিতে শরণার্থীরা ত্রাণ শিবিরে আসছে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— মননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন যে মাত্র ৩ হাজার শরনার্থী এসেছে এবং আমরা রেজিষ্টি করেছি মাত্র ১,৬৬১ জন। কিন্তু যাদের রেজেষ্ট্রী করা হয়েছে, তাদের জন্য আজ অবধি একটা শিবির তৈরী করা হল না এবং তাদের বৃষ্টিপাতের মধ্যে খোলা আকাশের নীচে রেখে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য, আপনি যদি কোন ক্লারিফিকেশান চান, তাহলে স্পেসিফিক বলুন, কিন্তু বিবৃতির উপর কোন রকম বক্তৃতা দিবেন না।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা— অন এ পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান, স্যার। বাংলাদেশ থেকে আগত উপজাতি শরণার্থীদের সম্পর্কে আমি দুটো কথা বলতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— স্যার, উনিও আবার দুটো কথা বলতে চাইছেন ?

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা— স্যার, আমি জানতে চাইছি, কারণ মননীয় মুখ্য মন্ত্রী সংগে এই ব্যাপারে আমাদের একটা আলোচনা হয়েছে এবং তিনি আমাদের বলেছেন যে শরণার্থীদের জন্য ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা শুনেছি যে আজ অবধি পয়সাও পায় নি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কিছুটা কম বলেছি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা তাদের জন্য ১ লক্ষ কয়েক হাজার টাক বরাদ্দ করেছি এবং এই টাকাটা এ, সি বিলের করা হয়েছে। তবে মাননীয় সদস্যদের বিক্ষোভের কারণ আছে। আমাদের দপ্তর থেকে তাদের হাতে টাকাটা পৌছে দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তারা একটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে, যে উদ্বাস্তুরা টাকা নেওয়ার জন্য ভয়ে আসতে চায় নি, কারণ যদি তারা টাকা নিতে আসে, তাহলে চিনে ফেলা হবে এবং তাদের আবার বাংলাদেশে ফেরত দেওয়া হবে। আমাদের সরকার থেকে তাদেরকে এক জায়গায় আনার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু উদ্বাস্তুরা এক জায়গায় আসতে চায় নি। সরকারী কর্মচারীরা যতটুকু তাদের জন্য করতে পেরেছেন, তাতে মাত্র ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা খরচ করা সম্ভব হয়েছে, বাকী টাকা তারা খরচ করতে পারেন নি।

মাত্র একটা জায়গাতে সম্ভবত: রিলিফটা চালু হয়েছিল। কাজেই যাতে কোন অনু-প্রবেশকারী মাননীয় সদস্যদের কাছে যদি বলে থাকেন পায়নি এটা খুব সম্ভব। এরকম লোক নিশ্চয়ই আছেন যারা টাকা পান নি। সম্ভবত: তারা ক্যাম্পে সুযোগ সুবিধা নিতে চায় নি। এটাও তারা চান অনুসন্ধান করে দেখুন। এখন যখন একটা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার করেছেন এই দিক থেকে বেশী জোর না দিয়ে তাদেরকে তাদের বাড়ীঘরে ফিরে যেতে পারে সে দিকে যেন তারা নজর রাখেন। আমি নিজেও বিক্ষুব্ধ এই কারণে যে এদেরকে আরও তাড়াতাড়ি ত্রাণ সমেগ্রী পৌঁছানো উচিত ছিল। একটা মেডিকেল ইউনিট পাঠাবার কথা ছিল সেই মেডিকেল ইউনিট নিতে পারে নি। এই সমস্ত ব্যপারে মাননীয় সদস্যদের সংগে আলাপ আলোচনা হয়েছে। এখন মেডিকেল ইউনিট গেছে। এখানে যতদিন তারা থাকেন ততদিন তাদের কোন অসুবিধা হবে না এই প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি। কিন্তু আশা করছি যে তাড়াতাড়ি তাদেরকে বাংলাদেশ যে রিসেপশন সেন্টারগুলি করেছেন সেখানে তাদেরকে ফেরত পাঠাতে পারব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—পয়েট অব ক্লারিফিকেশন স্যার, আমি যতটুকু জানি, এই মহকুমা শাসকের উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েয়েছিল, এই টাকাটা মহকুমা শাসকের হাতে যায় নি এবং যেখানে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে যে বলা হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে যে সেখানে আদৌ ত্রাণ শিবির খোলা হয় নি। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেখেশুনে, কি বিবৃতি দিচ্ছেন, সেটা আমাদের মাথায় আসছে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সব জায়গায় গিয়ে দেখে বিবৃতি দেন না, কিন্তু যারা অনেক দায়িত্বশীল মন্ত্রী সভার সদস্যরা আছেন, তারা গিয়েছেন সেখানে এবং তারা যে তথ্য পরিবেশন করেছেন, তার ভিত্তিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই তথ্য পরিশেন করেছেন, তার পক্ষে সব জায়গা দেখে এসে বিবৃতি দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে পুনর্বাসন দপ্তর আছে সেটা যদি কোন কাজে না আসে তাহলে সেটা রাক্ষার কোন দরকার আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—স্যার, পুনর্বাসন দপ্তর এখন গোটানো হয়েছে। এখন কিছু ক্যাম্প আছে সেগুলির দায়িত্ব পুনর্বাসন দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে। আমাদের মনে হচ্ছে যে কাজের জন্য পুনর্বাসন দপ্তর খোলা হয়েছিল সেটা আর থাকবে না।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফি কেশন স্যার, ত্রিপুরায় যে জন সংখ্যা আছে সেই অনুসাতে এখানে আর উদ্বাস্তুকে জায়গা দেওয়া যায় না এবং বাঙলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু শরণার্থী যারা এখানে এসেছে আমরা চাই না যে তারা এখানে থাকুক। মাননীয় পুনর্বাসন মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যে ৩০ হাজার অউপজাতি উদ্বাস্তু আছে তাদেরকে ত্রিপুরায় স্থান না দিয়ে অন্যত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক এবং যে সমস্ত উদ্বাস্তু নূতন এসেছেন তাদেরকে অন্যত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করা হোক।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে হাউসের সামনে এর আগেও আলোচনা হয়েছে যে সরকার একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে যারা ত্রিপুরায় এসেছেন তাদেরকে ত্রিপুরায় জায়গা দেওয়া হবে না এবং তারা যাতে বাঙাদেশে ফিরে যান অনুপ্রবেশকারী হিসাবে ব্যবহার করে সেই ব্যবস্থা সরকার করতে চান।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা :—স্যার, আমি জানি পশ্চিম বংগে যে সমস্ত উদ্বাস্তু দনডকারণ্য থেকে এসেছেন, সেখান থেকে কিছু উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় প্রবেশ কচ্ছেন এবংযারা ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছেন তাদের অনুসন্ধান করে বের করা হবে কি না এবং তাদেরকে ত্রিপুরা থেকে বের করে দেওয়া হবে কি না আমি জানতে চাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফেকোসান, মাননীয় মন্ত্রী আমাদের যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, ২০ হাজার শরণার্থী ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে। তাদের কি সাহায্য করা হচ্ছে সরকার থেকে। ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন সেটা ভাল কথা। কিন্তু ফেরৎ পাঠাবার আগে তাদের কি কোন সাহায্য করছেন সরকার থেকে ?

মিঃ স্পীকার ঃ—আপনি বসে পড়ুন। আর সময় দেয়া যাবে না। আমি আগেই বলেছি এই পর্য্যায়ে আলাপ এখানেই শেষ। এখন সভার সামনে পরবর্ত্তী বিষয় হলো ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেট এ্যাষ্টিমেট-এর উপর সাধারণ আলোচনা। আপনারা যাঁরা আজকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে চান তাঁদের নামের লিষ্ট আমার কাছে পাঠান।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকেশব মজুমদারকে আহ্বান করছি এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য।

শ্রীকেশব চন্দ্র মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৬ই জুন এই সভার সামনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট উপস্থাপিত করেছেন আমি সে বাজেটকে পুরোপুরি সমর্থন করছি। এই বাজেটকে সমর্থন করে এইখানে যে গত ৩০ বছর ধরে যে কংগ্রেসী রাজত্ব আমাদের দেশে চলছিল, সে রাজত্বে আমরা দেখেছি, বার বার যে বাজেট গুলি পেশ করা হয়েছে, বা যেগুলি এসেছে, সে বাজেটগুলি একটি বিশেষ দৃষ্টি কোন থেকে, ত্রিপুরার মাত্র ১০ ভাগ মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্যই রচিত হয়েছে। কিন্তু এইবারের যে বাজেট তৈরী হয়েছে, সেই বাজেট এতকালের কংগ্রেসী রাজত্বে যে মানুষ, গ্রামে গঞ্জের মানুষ, শহরের গরীব মানুষ, যারা উপেক্ষিত হয়েছিল কংগ্রেসী শাসনে, বঞ্চিত করা হয়েছিল, সেই মানুষের কথা বাজেটে উপস্থাপিত করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটকে সমর্থন করছি এই জন্য যে, গত ৩০ ৩০ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে আমরা দেখেছি, কংগ্রেস একটা সুপরিকল্পিত ভাবে মানুষকে অজ্ঞানতার দিকে, অন্ধকারের দিকে রেখেও দেবার চেষ্টা করেছে। শিক্ষা সংকোচনের নীতি গ্রহণ করেছে। আজকে সেই নীতি থেকে বেড়িয়ে

আজকে সেই নীতি থেকে বেড়িয়ে সাধারণ মানুষ যাতে শিক্ষার সুযোগ পায়, অজ্ঞানতার, অন্ধকারের থেকে মুক্তি পেয়ে যাতে মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পারে সেই ব্যবস্থা আছে বলেই সমর্থন করছি। তারা যাতে নিজেদের অবস্থা বুঝতে পারে সেই জন্যই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত ৩০ বছরে ধরে শোষিত অগণিত মানুষ,—গ্রামের গরীব মানুষের স্বার্থ কখনো লক্ষিত হয়নি। যারা ঐ কংগ্রেসী অত্যাচারে, অবিচারে নিজেদের জীবনের মূল্য বোধকে হারিয়ে ফেলেছিলেন এই বাজেটে আমি বিশ্বাস করি, যদিও ক্ষমতা সীমিত, তথাপি এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু পারা যায়, যাতে সাধারণ মানুষগুলি উপকৃত হবে, যারা ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে বঞ্চিত হয়েছেন তারা উপকৃত হবেন। এই কারণেই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটে কতকগুলি দিক রয়েছে। এই দিকগুলির জন্য আজকে বাজেটকে পুরোপুরি সমর্থন করা যায়। সেটা হচ্ছে আমরা দেখেছি, শিক্ষার দিক, জনস্বাস্থ্যের দিক। যেগুলি বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যখনই বাজেটে কাট ছাট করার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তখনই আমরা দেখেছি, গোটা ভারতবর্ষে, এমনকি ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে যে বাজেট উপস্থাপিত করা হয়েছে, সেই বাজেটে যদি কাট ছাট করতে হয়, তাহলে সেই কাট ছাট করা হয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে, কাট ছাট করা জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে। যাতে করে সাধারণ মানুষ উপকৃত না হয়। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকার এর দিক থেকে মুখ্যমন্ত্রী সরকারী যে বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেটে আমরা লক্ষ্য করেছি, শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যের খাতগুলির মধ্যে ব্যয় শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছে, বাজেটে প্রভিসান রাখা হয়েছে। আমরা আরো দেখেছি যে, উন্নয়ন মূলক কাজে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যেটা অন্যান্য বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, এতকাল ধরে যে যন্ত্র দিয়ে ঐ কংগ্রেসী, ঐ উপজাতি যুব সমিতির যারা এইখানে বসে আছেন, যাঁরা চেচামেচি করছেন, ওদের যাঁরা শিক্ষা গুরু, ওদের যাঁরা জন্মদাতা সেই কংগ্রেস গত ৩০ বছর ধরে যে বাজেট এখানে পেশ করেছিলেন, সেই বাজেটে আমরা দেখেছি, শিক্ষার খাতে বরাদ্দ বাড়েনি। বরাদ্দ বেড়েছে পুলিশ খাতে।

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :—জন্মদাতা দশরথবাবু)

কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেই বাজেটে পুলিশ খাতে বরাদ্দ বাড়েনি। বিরোধী সদস্যরা বার বার পুলিশের কথা উচ্চারণ করছেন বা এতদিন ধরে বলে আসছেন। তাঁদের আমি বলব বাজেট সম্পর্কে যদি কোন জ্ঞান থাকে, বাজেটকে পড়ার যদি কোন রকম বিদ্যাবুদ্ধি থেকে থাকে, তাহলে ঐ বাজেট পড়ে দেখুন তার মধ্যে দেখুন, পুলিশ

সম্পর্কে আপনাদের যে কথা সে পুলিশ বাজেট কত বৃদ্ধি পেয়েছে। আর অন্যান্য ক্ষেত্রে ঐ সাধারণ মানুষ যারা এতদিন ধরে বঞ্চিত হয়েছিল, যারা কোন সুযোগ পায়নি শিক্ষার জন্য, আমায় দেশের নীচু তলার মানুষ তাদের জন্য কতটা ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিগত ৩০ বছর ধরে এই ত্রিপুরাকে গড়ার জন্য যে বাজেট পেশ করা হয়েছিল সেই বাজেটে কত টাকা উন্নয়ন মূলক খাতে বরাদ্দ করা হয়েছিল, এবং এইবারের বাজেটে কতটা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সব দিক দেখে তারপর বাজেটকে বিচার করতে হবে। দেখুন এই বাজেট কার স্বার্থে করা হয়েছে। এতদিন যে বাজেট কংগ্রেস থেকে পাশ করা হতো তা ত্রিপুরার ১০ ভাগ লোকের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে। আর আজকে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার ৯০ শতাংশ মানুষের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে সেইজন্যই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি যে, বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কর্মধারা গ্রহণ করেছেন সেইসব কর্মধারাকে বিনষ্ট করার জন্য গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের একটা চক্রান্ত হচ্ছে। আমি সরকার পক্ষকে বলব, যাঁরা মন্ত্রিসভায় রয়েছেন তাদের কাছে আমি অনুরোধ রাখব যে কোন চক্রান্তই হোক না কেন এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে দৃঢ় ভাবে দাঁড়াতে হবে। কারণ এই চক্রান্ত মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে নয়। আমি মনে করি এই চক্রান্ত গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের বিরুদ্ধে। কারণ ত্রিপুরাবাসী গত নির্বাচনের সময় বিপুল ভোটাধিক্যে এই বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে বর্জন করেছেন। আর সে জন্যই আজকে আমরা দেখছি গত ৩০ বছর ধরে যারা বিধানসভার শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেছিলেন তাঁদের আজকে দেখা যায় না। পরিবর্তে তাঁদের ভূত হয়ে ঘাড়ে চেপে বসে আছে ঐ উপজাতি সমিতির লোকদের। 'গুটি চালের বেহাড়া। যারা বয়ে নিয়ে আসছে দিল্লী থেকে পাল্কীটা 'ঐ' ইন্দিরা কংগ্রেসের কর্মীদের। "সুতরাং এই চক্রান্তের হাত থেকে বাঁচাতে হবে ত্রিপুরাকে, বাঁচাতে হবে বামফ্রন্ট সরকারকে। তারজন্য অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। আজকে বামফ্রন্ট সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন, দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত নীচু তলার মানুষের জন্য, তা আমলা চক্র বাঞ্চাল করার চেষ্টা করছে। কিছু সংখ্যা আমলা চক্র। প্রত্যেকটি জনকল্যাণমুখী সিদ্ধান্তের মধ্যে বাঁধার সৃষ্টি করছে এবং এরই ফলে সাধারণ মানুষের জন্য যে কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে, তা তাদের কাছে পৌছুতে দেরী হয়ে যাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু এ দিকেই নয়, সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার অন্যান্য দিকগুলির কথাও আমি উল্লেখ করছি। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা অনশনের জোয়ার এসেছে। ১৯৭১ সালে শচীনবাবু, সুখময়বাবুর আমলে যে সব কর্মীরা ছাটাই হয়েছিলেন তখন তারা কিছুই করেন নাই। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গেই অনশনে বসছেন। এক এক করে ঘটনাগুলি ঘটে যাচ্ছে। তাই আমি মনে করি এটা বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করাই উদ্দেশ্য। কারণ আজকে গোটা ভারতবর্ষের চিত্রের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে

দেখতে পাব সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা হচ্ছে। আইন শৃঙ্খলা চরম অবনতির দিকে নেমে গেছে। কিন্তু গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে দুটি মাত্র রাজ্য আছে, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আরম্ভ করে গোটা ভারতবর্ষের পত্র পত্রিকায় স্বীকার করছে তা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা যাতে আইন শৃঙ্খলার কোন অবনতি ঘটেনি। কাজেই এই ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবাংলা সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে বামফ্রণ্ট সরকার কাজ করে চলেছেন তা আজকে প্রতিক্রিয়াশীলদের সহ্য হচ্ছে না। তাই বামফ্রণ্ট সরকারের অগ্রগতিকে বাধা দেওয়ার জন্য আজকে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা ঐ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে এক কাট্টা আইন শৃঙ্খলাকে বিপন্ন করার জন্য অপপ্রচার চালাচ্ছেন। আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়ে সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার এই চক্রান্তের উদ্দেশ্য। এখানে আমি একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করতে চাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। আজকে উপজাতির যুব সমিতির সদস্যরা জানতে চাইছেন ডেভলাপমেণ্ট কমিটি কি কাজ করছে? সেটা তাঁদের জানা নেই।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে একটা ঘটনার উল্লেখ করতে চাই সোনামুড়ার সাবডিভিশনে মেলাঘরে আমরা দেখেছি দেড় মিটার একটা রাস্তা হয়েছে, কংগ্রেস আমলের কনট্রাকটার দিয়ে সেই দেড় কিলোমিটার রাস্তা করতে ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। আর আমাদের ডেভলাপমেণ্ট কমিটির আড়াই কিলোমিটার রাস্তা তৈরী করতে মাত্র ১২ হাজার টাকা খরচ হয়েছে, ঐ রাস্তা থেকে অনেক ভাল রাস্তা তৈরী হয়েছে। বিশালগড় ব্লকের একটা হিসাব আমি এখানে উপস্থিত করছি তাহলে ত্রিপুরাবাসী জানবেন এবং বুঝতে পারবেন যে বিরোধীরা বিরোধীতার জন্যই বিরোধীতা করছেন।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—পয়েণ্ট অব অর্ডার, আপনি কি কেবল ঘটনারই উল্লেখ করবেন নাকি বাজেটের উপর আলোচনা করবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার :—আমরা দেখেছি গত ৩০ বছরে যে সমাজ সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে কোন কাজই হয়নি। ২৫টি টিউব-ওয়েলের জন্য যে টাকা বরাদ্দ ছিল আমাদের ডেভলাপমেণ্ট কমিটি মধ্য দিয়ে ২৫টি করিয়েও তার থেকে যে উদ্বৃত্ত হয়েছে সেই উদ্বৃত্ত দিয়ে আমরা আরো ১০টি বেশী করতে পেরেছি। এখানে বিশালগড়ের যে কথা বলছি সেখানে ৮টি টিউব-ওয়েলের জন্য ২ হাজার টাকার স্যাংশান ছিল, সেখানে গ্রামের মানুষ এবং ডেভলাপমেণ্ট কমিটির নেতৃত্বে আমরা কাজ করেছি, কাজ করতে গিয়ে ৮টির জায়গায় ১২টি করেছি কাজেই এই কাজগুলি নিশ্চয়ই উন্নয়ন মূলক কাজ এবং এ ধরনের কাজ ত্রিপুরাতে আর হয়নি, তাই বিরোধীরা যখন বুঝতে পেরেছে যে সে কাজগুলি সমাধা হয়ে যাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ কাজে অংশ গ্রহন করছে এবং যে কাজ ৩০ বছরে হয়নি সে কাজও হয়ে যাচ্ছে তারই জন্য উপজাতি যুব সমিতির কমিটি বাহক তাদের যে রাজনীতি গুরুরা আছে ঐ কংগ্রেস দল সেখানে তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে. সুতরাং তারই জন্য আজকে তাঁরা বিরোধীতা করছেন। তাঁরা যে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন আমি

সেটা বলছি, তাঁরা জোর করে আইন শৃঙ্খলাকে বিপন্ন করার যে চেষ্টা উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা চালিয়েছেন সেই চেষ্টার অঙ্গ হিসাবে গত ১৯ তারিখ যে মিছিল আগরতলায় করেছিলেন সেই মিছিল থেকে রুমু দেববর্মা নামে ১২ বছরের একটি শিশুকে ধরে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে এই ধরনের পাশবিকতা এই উপজাতি যুব সমিমির দ্বারাই সম্ভব। এছাড়া পোষ্ট-অফিস চৌমুহনীতে এক বৃদ্ধাকে মিছিল থেকে ধরে মারধোর করা হয়েছে। এখানে আমি আর একটি তথ্য উল্লেখ করছি।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—পয়েন্ট অব অর্ডার, উনি কি কেবল ঘটনারই উল্লেখ করবেন না বাজেট নিয়ে আলোচনা করবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার আমি যে কথা বলছিলাম সে চক্রান্তের আর একটি দলিল আমার কাছে আছে। গত ১৩ তারিখ যুব সমিতির সদস্যরা একটি মিটিং করেছিল সে মিটিং-এ শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া উপস্থিত ছিলেন।

(গণ্ডগোল, বিরোধী পক্ষ থেকে—পয়েন্ট অব অর্ডার)

মিঃ স্পীকার :—আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে আরো দু মিনিট সময় দিন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আরো অনেক সদস্য বাকী আছেন, প্রত্যেকই কিছু না কিছু বলতে হবে তাই আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীকেশব মজুমদার :—এই সরকারের বিরুদ্ধে এবং বামফ্রন্ট কর্মীদের ভয় দেখিয়েছেন। সে চক্রান্ত যাতে আর না হয় সেইজন্য আমি সরকারের কাছে আবেদন রাখব, সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধে যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এখানেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করে ২।৪টি কথা বলতে চাই। প্রথম কথা হচ্ছে বিগত দিনে আমরা যে সব বাজেট ত্রিপুরারাজ্যে দেখেছি সেই বাজেটে মুষ্টিমেয় কতগুলি লোকের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে। আজকে যে বাজেট এখানে উপস্থিত করা হয়েছে সে বাজেট ত্রিপুরারাজ্যে ৯০ পারসেন্ট লোকের উন্নতি বিধানকল্পে বিভিন্ন খাতে ব্যয়-বরাদ্দ করে বাজেটকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে সেই জন্য এই বাজেটকে আমি সমর্থন করি। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটা আমি স্বীকার করছি যে এই বাজেট-এ ত্রিপুরার সার্বিক কল্যাণ হবে এ কথাটা ঠিক নয় তবে সার্বিক কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটা একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এটা যে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তার প্রমাণ আছে। প্রমাণটা হচ্ছে যে, ত্রিপুরারাজ্যে জনকল্যাণমূলক যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে সেই সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে ব্যয়-বরাদ্দ বেশী ধরা হয়েছে এবং যে পুলিশ প্রশাসন তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে। সেই পুলিশ প্রসাশনে তার' যে বরাদ্দ সেই বরাদ্দের টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার—এইভাবে ডিসটার্ব্ব করবেন না।

শ্রীসুনীল চৌধুরী—অন্যান্য যে সব দপ্তরগুলি আছে তার মধ্যে যে ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেই ব্যয়-বরাদ্দের পারসেন্টটেইজ দেখতে গেলে এই পুলিশ বরাদ্দে পারসেনটেইজ বাড়াতে হয় কিন্তু সেখানে বাড়ানো হয়নি, কমানো হয়েছে কাজেই এই জিনিষটাও তাদের বুঝতে হবে কারণ বিরোধীরা বলছেন যে পুলিশ খাতে টাকা বাড়ানো হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আর একটা জিনিষ আমরা বাজেটে দেখেছি সেটা হচ্ছে এই বামফ্রন্ট সরকার সাধারণ গ্রামীন মানুষের কাজ করবার জন্য যখন নাকি কাজ থাকে না সেই সময় কাজ করবার জন্য ফুড ফর ওয়ার্ক প্রোগ্রাম চালু করেছেন তার ফলে গ্রামে যে সকল মানুষ যখন তাদের কোন কাজ থাকে না সেই কাজের যাতে সাশ্রয় হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেট রচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় কৃষি যোগ্য যে জমি আছে সেই জমিকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করে, বিভিন্ন জায়গায় ফ্লাড প্রটেকশান স্কীম করে জমিতে যাতে নাকি ফসল উৎপাদন করা যায় তার ব্যবস্থাও এই বাজেটে রয়েছে। রাস্তাঘাট, গ্রামীন রাস্তাঘাট করার ব্যবস্থাও এই বাজেটের মধ্যে রয়েছে। অতীতে আমরা কি দেখেছি ? অতীতে আমরা দেখেছি যে, বাজেট সাধারণত শহরকে কেন্দ্র করে গঠন করা হতো। সেই দিক থেকে আজকে দেখা যাচ্ছে যে গ্রামের মানুষের সুখ সুবিধা করার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থাই বলুন এবং স্বাস্থ্যের দিক থেকেই বলুন বিভিন্ন জায়গায় এই বাজেটের মধ্যে ব্যয়-বরাদ্দ রেখে তাকে শক্তিশালী করে গ্রামের মানুষকে আরো বেশী করে যাতে সাহার্য্য করা যায় এই বাজেটে সেটাও রয়েছে। অতীতে আমরা দেখেছি গ্রামের মানুষের জন্য মাথাপিছু ১০ পয়সাও বরাদ্দ ছিল না কিন্তু আজকে এই বাজেট হিসাব করলে দেখা যায় ১০ পয়সা প্রায় ১০ টাকায় পরিণত হয়েছে কাজেই বিরোধীরা যে বলেছেন গ্রামের মানুষের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়নি সে কথাটা ঠিক নয়। এই বাজেট অনেক ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বাজেট এবং এটা একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আমি শুধু এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই বিগত ৫ তারিখে সাব্রুমে একটা বিধ্বংসী বন্যা হয়ে যায় সেই বন্যার ফলে বিভিন্ন জায়গায় যে সব যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল, রাস্তাঘাট ছিল সে স্থানের পুলগুলি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায় তার ফলে কালাপানিয়াতে একজন লোক মারা যায়। ফ্লাডের কল্যাণে বিভিন্ন জায়গায় যেমন ধরুন রূপাইছড়ি, সোনারছড়ি, কালাপানিয়া, সিন্দুক পাথর, মালব নগর এই সব জায়গায় হাজার হাজার কানি জমি বালির তলায় ডুবে যায় ফসলসহ তার জন্যই আমি মনে করি বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার যেহেতু জনকল্যাণ মূলক কাজ করছে সেই হেতু অবিলম্বে এই সব বালি সড়ানো এবং ফ্লাড প্রোটেকশানের ব্যবস্থা কিছু কিছু করছে। গত ৫ তারিখ আগরতলা এবং সাব্রুমের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়ে।

মি: স্পীকার—আমাদের সময় শেষ রিসেসের পর আপনি আবার সময় পাবেন। হাউস ২টা পর্য্যন্ত মুলতবী থাকবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরীকে উনার অসমাপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুনীল চৌধুরী :—অনারেবল ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি যে কথাটা বলছিলাম, সেটা হচ্ছে—৫ তারিখ বন্যা হয়ে গেল সাব্রুমে। সে বন্যার ফলে আগরতলা সাব্রুমের যে লাইফ লাইন, সেই লাইফ লাইনের মনু ব্রিজ উড়ে গেল। কিন্তু অদ্যাবধিও সেখানে যোগাযোগের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে উঠে নি। কাজেই এই যে অবস্থা, সেই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে তো ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হবে। সাব্রুম থেকে শ্রীনগর পর্য্যন্ত যে রাস্তাটা, সেই রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় ধ্বস পড়ে, ব্রিজ ভেংগে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। সাব্রুম থেকে ঘোড়াকাপ্পা রোড, তারও ব্রিজ উড়িয়ে নিয়ে গেছে রাস্তাঘাট ভেংগে চুরমাচুর হয়ে গেছে। শ্রীনগর সমরেন্দ্র বণিক রোডটি ভেংগে গেছে। শ্রীনগর থেকে আমলীঘাট, তারও রাস্তাঘাট ভেংগে গেছে। কাজেই এই যে অবস্থা, এই অবস্থার আর কোন মতেই চলতে দেওয়া সম্ভব নয়। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য জুরুরী ভিত্তিতে এই কাজগুলি শুরু করা অবিলম্বে প্রয়োজন। আমি বলেছি আমার এলাকায় হাজার হাজার কাণি জমি বালি চাপা পড়েছে, হাজার হাজার কাণির জমির ধান নষ্ট হয়ে গেছে। কোন রাস্তা ঘাট নাই। কাজেই ফুড ফর ওয়ার্কে কোন কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। কারণ দুর্গম অঞ্চলগুলিতে আটা এবং কুপন নিয়ে যাওয়া যাচ্ছেনা রাস্তাঘাটের অভাবে। কারণ সমস্ত রাস্তাঘাট ভেংগে চুরমার হয়ে গেছে। বগাচতল এন্টায়ার এলাকাটা হচ্ছে একটা জুমিয়া এলাকা। সেখানে জুম ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নাই। সেখানে বিগত ৩০ বছরে রাস্তাঘাটের কোন চিহ্ন ছিল না। এমন কি সেখানে সরকারী প্রতিষ্ঠান বলিতে কিছু ছিল না। যা কিছু রাস্তাঘাট করা হয়েছিল, সেগুলি বন্যা নিয়ে গেল সেই বন্যার ফলে সমস্ত ভেংগে চুরমার হয়ে গেছে। কাজেই আজকে সেখানকার লোকগুলিকে বাঁচাতে হলে জরুরী ভিত্তিতে রাস্তাঘাট করা, খাদ্য সামগ্রী সেইসব জায়গায় প্রেরণ করা আশু কর্ত্তব্য। আর একটা কথা হচ্ছে, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টগুলি ঠিক ঠিকভাবে টাকা প্রেস না করার ফলে, ফুড ফর ওয়ার্কের যে প্রগ্রাম, সে প্রগ্রামকে কাজে পরিণত করা যাচ্ছে না। কারণ ঠিক ঠিক ভাবে টাকা প্রেস হচ্ছেনা, আটা নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না, কুপন নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না, এই যে অবস্থা সে অবস্থার প্রতিকার করার জন্য, আমি বলব এই যে আমলা যে একটা অচল অবস্থা সৃষ্টি করে রেখে দিয়েছে, তার একটা সুষ্ঠু তদন্ত করে যারা দোষী তাদেরকে অবিলম্বে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। নাহলে গরীব মানুষকে বাঁচানো যাবে না। এই যে একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সে অবস্থা সম্পর্কে মন্ত্রী সভাকে একটা সুনির্দিষ্ট দৃষ্টি দিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। এটা আস্তে আস্তে করলে হবে না। জরুরী ভিত্তিতে করতে হবে। এই হচ্ছে আমার মোটামুটি কথা। তাছাড়া আমি আর একটা জিনিষ বলতে চাই যে বাজেটে যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যাবে না, তজ্জন্য মন্ত্রী সভায় কতগুলি বলিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছেন, সে পদক্ষেপ গুলির কথা আমি কিছু কিছু উল্লেখ করতে চাই। ১ নম্বর হচ্ছে যে বিগত ৩০ বৎসর সাধারণ মানুষ তার ৫ গণ্ডা জমির বা ১ গণ্ডা জমির খাজনা না দিলে তার জমি নিলাম হয়ে যেত, এই জিনিষটা আমরা কোথাও দেখিনি। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সংঙ্গে সংগে ২ ষ্টাণ্ডার্ড একর

অর্থাৎ ৫ কাণি নাল জমি এবং ১৫ কাণি টিলা জমির খাজনা আর কাউকে দিতে হবে না। এবং যারা ১৯৭১—৭২ সালের, যত জমির মালিকই হোক না কেন তারা যদি খাজনা দিয়ে থাকে তাহলে সে খাজনাটা পরবর্তী ২ বছর আর তাকে দিতে হবে না। আর যারা দেননি তাদের মুকুব করে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি যে সরকার ১২ ক্লাশ পর্যন্ত কোন বেতন নিচ্ছেন না। এ ছাড়া এল. আই. জি. ষ্টাইপেণ্ডের ক্ষেত্রে যেখানে ৪০ নম্বর ছিল, সেখানে ৫ নম্বর পেলেও ছাত্ররা এল. আই. জি. ষ্টাইপেণ্ড পাবে। কাজেই সার্বিক দিক থেকে বিচার করলে জমির দিকেই বলুন, শিক্ষার দিকেই বলুন ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯০ জন লোক সুবিধা পাচ্ছে। কাজেই শতকরা ৯০ জনের স্বার্থে যে বাজেট এখানে উত্থাপন করা হয়েছে, সে বাজেটকে আমি সমর্থন করি এবং এই যে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, সেই পদক্ষেপে আমি আশা করব আমাদের বিরোধী গ্রুপের যারা বন্ধু আছেন তারা সেটা সমর্থন করবেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীতরনী মোহন সিনহা।

শ্রীতরনী মোহন সিনহা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৬ জুন মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক আনীত যে বাজেট সে বাজেটকে আমি সমর্থন করি এবং এটা একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত বাজেট বলে আমি মনে করি। কারণ বাজেটে জলসেচ, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা উপজাতি উন্নয়ন, কো-অপারেটিভ উন্নয়ন ইত্যাদি যে সমস্ত বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখানো হয়েছে। এতে শতকরা ৯০ জন এতদিন পিছিয়ে পড়া, সমাজ থেকে বঞ্চিত, শাসন থেকে যারা বঞ্চিত, আজকে সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর যারা সামান্য উপার্জন করেন, এই বাজেট তাদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে রচিত হয়েছে। বাজেট ভাষণের প্রথম পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে। এসব লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য একটি ভাল প্ল্যান অথবা একটি বড় বাজেট যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন শাসন ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ। এবং সেটা সম্ভব হবে যদি শাসন যন্ত্রে যারা রয়েছেন, তাঁদের সহ সমগ্র কৃষক শ্রমিক কর্মচারী শ্রেণীর গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থাকে জোরদার করে তোলা যায়। এটা পরিস্কার যে শাসন যন্ত্রের মধ্যে ৩০ বছর যে মরিচা ধরে আছে, তাকে পরিস্কার করতে হবে। তা না হলে প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে এটা করতে গেলে জনগণের সাহায্য ছাড়া করা সম্ভব নয়। তাই এই বাজেট আজকে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের পথ প্রদর্শক এবং মুক্তির পথ। শুধু তাই নয়, এতদিন ত্রিপুরার মানুষকে কংগ্রেস নরক কুণ্ডের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে। স্বাস্থ্যের জন্য, পানীয় জলের জন্য খাদ্যের জন্য জনগণ লড়াই করেছে। কংগ্রেসী মজুতদাররা এসে তাদের উপর আক্রমণ করেছে। জুম কাটায় দাবীতে মোহিনী ত্রিপুরা, খাদ্যের দাবীতে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন আজকে তাদের মুক্তির পথ, তাদের ইচ্ছাকে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিফলিত করতে চাইছেন। সেটাই হল এই বাজেটে প্রমাণ। এবং এই বাজেট আজকে শুধু ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের মুক্তি করছে না, উপরন্তু ভারতবর্ষের হাজার হাজার মানুষ কংগ্রেসী শাসনে ৩০ বছরের যে যাঁতাকলে পড়ে নিষ্পেষিত হয়েছিল তাদেরকে আজ এই বাজেট আলোর পথ দেখাবে।

বাজেট ভাষণের ৪র্থ পৃষ্ঠায় ১২ নং প্যারাগ্রাফে বলেছেন যে— 'পূর্ণরাজ্য হিসাবে ঘোষিত হওয়ার পর থেকে, এই রাজ্যের বার্ষিক পরিকল্পনার আকার ছিল অত্যন্ত ছোট। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের পঞ্চম যোজনার জন্য মোট বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬৯.৬৮ কোটি টাকা।' সেই পরিকল্পনার ছোট আকারকে বড় করার জন্য এই বাজেটের মধ্যে যেটা ধরা হয়েছে, তা আমাদের পক্ষে অল্প। কিন্তু সে অল্পকে পূরণ করতে গেলে আরও আমাদের টাকা পয়সার দরকার। তার জন্য এই বাজেটের মধ্যে দাবী করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে আরও কিছু টাকা সাহায্য আমাদের পেতে হবে। অতএব এই সাহায্য না পেলে আমাদের যে পথ, আমাদের যে পথ, আমাদের যে কার্য্যকলাপ সেটা আমাদের পূর্ণ করতে নিশ্চয়ই সময় লাগবে। তাই এই বাজেটকে অভিনন্দন জানিয়ে কেন্দ্রের কাছে দাবী রাখছি যে সত্বর আমাদের দাবী পূরণ করার জন্য বাকী টাকার সংস্থান করে দেন।

বাজেটে ভাষণের ৭ পৃষ্ঠায় কৃষি সম্পর্কে লেখা আছে। আমাদের ত্রিপুরা কৃষির উপর নির্ভরশীল। সেই কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা এই বাজেটে রয়েছে সেটা কৃষককে আগামী দিনে স্বতস্ফূর্তভাবে খাদ্য শস্য উৎপাদনে উৎসাহিত করবে। এটা এই বাজেটে স্পষ্ট। তাই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করি।

গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্পের কথা বলতে গিয়ে বলতে হয় যে ত্রিপুরার ৩০ বৎসরে কোনদিন কুটির শিল্প ছিল না। আজকে এই বাজেটের মধ্যে গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জন্য কুটির শিল্পের উন্নীত করে বেকার সমস্যার সমাধান করার কথা অধিক দ্রুত গতিতে করার চেষ্টা আমি এখানে দেখছি। তাই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে সমর্থন না করে বাধা দিচ্ছেন তাদের সেই বক্তব্যের সমালোচনা করে আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না। কারণ কে না কি খায় না। কে নাকি বলে। তাই তারা বলছে। অতএব এই প্রলাপ বাক্যের মধ্যে আমি এই মূল্যবান সময় নষ্ট করতে রাজী নই। অতএব তারা লংতরাই বড়মুড়ার মত উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষকে এই দালানটা তোমায় দিয়ে দেব, এই রাস্তাটা তোমায় দিয়ে দেব—এই জাতীয় প্রলোভন দেখিয়ে উপজাতী ভাই বোনদের নিয়ে মিছিল করেছে এবং গ্রামের মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। এই বিভেদ সৃষ্টি করার সংগ্রাম যে তারা করছে সেটা কালনেমীর লঙ্কা ভাগের মত। তাতে নিশ্চয়ই জনগণ বাধা দেবেন।

এই বাজেটের মধ্যেও উপজাতিদের জন্য জনকল্যাণমূলক কাজ এবং জনহিতকর কাজ যেমন খাদ্য সমস্যার সমাধানের কথা আছে। গত ৩০ বছরে আমি নিজেও সেই আন্দোলনে জড়িত ছিলাম। খাদ্যের জন্য যখন আমরা আন্দোলন করেছিলাম তখন আমাদের গরু খেদানোর মত করে সুখময় সরকার আমাদের জেলে পাঠিয়েছে এবং দীর্ঘদিন আমরা জেলে ছিলাম। কিন্তু আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে খাদ্যের সংকট নেই। কারণ আমরা জানতাম ত্রিপুরা রাজ্যে লেভীর নামে যে দুর্নীতি চলছিল আজকে আমরা বামফ্রন্ট সরকার জনগণের ধান তাদের হাতে দিয়ে দিয়েছি। আমরা দেখেছি অনাহারে মৃত্যুর মিছিল চলেছে যে মিছিলের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ মারা যেতেন। আমি দেখেছি ধুমাছড়া বাজারের মধ্যে একটা মা তার তিন বছরের শিশুকে মাত্র তিন টাকায় বিক্রি করেছে। কবমছড়ায় একটা ১২ বছরের মেয়েকে বিক্রি করেছে।

এই রাজ্যটাকে মানুষ বিক্রির রাজ্যে পরিণত করা হয়েছিল কংগ্রেস শাসনের সময়ে। মাত্র ৪ মাস শাসনের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে আলো বিস্তার লাভ করেছে সেই আলো সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পথ দেখাবে এবং এই যে বাজেট তৈরী হয়েছে সেই নির্বাচনের সময়ে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তার সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গীত রেখে এই বাজেট তৈরী হয়েছে। এই বাজেট ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে রচিত হয়েছে। অতএব আমি এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে বামফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে আমরা বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস— মাননীয় উপাধ্যায় মহাশয়, গত ১৬ই জুন এই হাউসে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় ত্রিপুরার যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি আমার দল আর, এস, পির পক্ষ থেকে তাকে পূর্ণ সমর্থণ জানাচ্ছি। আমি এই বাজেটকে সমর্থণ জানাচ্ছি এই কারণে যে বামফ্রন্ট সরকার এই প্রথম একটা পূর্ণাঙ্গ বাজেটে এই সভায় পেশ করলেন যার মাধ্যমে জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছে। আমরা দেখতে পাই এই বাজেটের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে কায়েমী স্বার্থের শোষণ বন্ধ করে রাজ্যের প্রাকৃতিক জনসম্পদ, রাজ্যের আর্থিক উন্নয়নে পুনর্বিনিয়োগ করে কৃষক ও শ্রমিকের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে তাদের যে দায়িত্ব এবং কর্তব্য করবার সম্পর্কে রাজনৈতিক দিক থেকে তাদেরকে রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করে তোলার এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করা। কাজেই আমরা দেখতে পাই এই বাজেটের মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে সমস্ত কিছু বক্তব্যই প্রতিফলিত হয়েছে। কাজেই আজকে এই যে বাজেট আমাদের সামনে পেশ করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি আগের বাজেটগুলি যেগুলি বিগত বিধান সভায় পেশ করা হত, সেগুলি জনগণের কল্যাণের দিকে চেয়ে করা হত না। কিন্তু আমরা দেখছি এই বাজেটে ঘাটতি থাকা সত্বেও, এখানে যে ১১ কোটি টাকার উপর ঘাটতি রয়েছে, তার মধ্যে কোন কর বসানো হয়নি। কাজেই আমরা জনগণের উপর বিশ্বাস রাখি এবং জনগনের উপর আমাদের আস্থা আছে এবং জনগণকেও আমরা ভালবাসা সেজন্য বামফ্রন্ট সরকার আজকে দরিদ্র জনসাধারণের জন্য এই বাজেট পেশ করেছেন তাতে দেখতে পাই যে কোন কর বসে নি। কিন্তু আমরা দেখছি যে এর আগে কোন সরকার কোন কংগ্রেসী সরকার এই বক কোন বাজেটেই পেশ করতে পারে নি, তাদের নিয়ে এন কিছু জোর ছিল না যে তারা এই রকম বাজেট পেশ করতে পারে নূতন কর ধার্য্য না করে। তাই দেখা গিয়েছে যে এবার কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন, তাতে জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর করে বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের কল্যাণের কাজ করছেন না, তারাও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই সমর্থণ করছেন। আমরা জানি যে এই বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতা সীমিত, কেননা, রাজ্যের যে অর্থনৈতিক অবস্থা, আমরা দেখছি, তা একটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে। কাজেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এই বামফ্রন্ট সরকার যে একটা সুষ্ঠ এবং সুন্দর বাজেট তৈরী করেছেন তার মধ্যে যদিও কোন পুঁজিবাদী শক্তি কায়েম করা সম্ভব নয় তবু তার সীমিত পেশ করেছেন, ক্ষমতার মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন তা সত্যি অন্যান্য বারের বাজেটের তুলনায় অনেক প্রশংসনীয়। আমরা দেখতে পাই যে সিদ্ধান্তগুলি নিয়েছেন কৃষকদের জন্য বা ভূমিহীনদের জন্য তা অন্য কোন পুঁজিবাদী সরকার বা কংগ্রেস সরকা সেটা করতে পারেন নি। পারেন নি এই কারণে যে তারা জনগণের কোন কল্যাণ চান্ না, তারা দেখবেন ঐ মুষ্টিমেয় পুজি পতি ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে; কিন্তু আমাদের

বামফ্রন্ট সরকার সেই ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ দেখেন না, তারা গ্রামের মধ্যে যে ৯০ শতাংশ লোক আছে, যারা দরিদ্র মানুষ, যারা গরীব, যারা খেটে খাওয়া মানুষ, তাদের স্বার্থেই এই বাজেট তৈরী হয়েছে এবং তাদের যে, স্বার্থ, তা সম্পূর্ণভাবে এই বাজেটের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা দেখছি এই বামফ্রন্ট সরকার ৫ কানি জমির খাজনা মুকুব করে দিয়েছেন, এবং ১৫ কাণি টিলা জমির খাজনা মুকুব করে দিয়েছেন। আর এই যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে রাজ্যের শতকরা ৯০ শতাংশ মানুষ উপকৃত হয়েছে। আমরা আরও দেখতে পাই যে বামফ্রন্ট সরকার দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে। কাজেই এটা একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। কেন না, গ্রামের মধ্যে যে শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ দরিদ্র মানুষ বাস করে আমরা দেখি তাদের ছেলে মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে না, কারণ তাদের সেই রকম আর্থিক সচ্ছলতা নাই। আর তার জন্যই তাদের ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া প্রথম দিক থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। এখন অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার ফলে গ্রামের লোক উপকৃত হবেন, কারণ তাদের ছেলে মেয়েরা আরও বেশী করে শিক্ষিত হয়ে উঠবে। আজকে শিক্ষা ব্যবস্থা সংকুচিত হওয়ার ফলে দেশের মধ্যে যে দুরাবস্থা, উপশাসন, যে দুর্নতি চলছে, তাদের বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষ আরও ব্যাপকভাবে রুখে দাঁড়াবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছে না। পারছেন না কেন তাও আমরা বুঝতে পারছি। কারণ যারা আজকে বিরোধী দলে রয়েছেন, তারা আমাদের গরীব মানুষগুলির সমর্থণে আসবেন না, তারা সমাজের মধ্যে যে মোষ্টিমেয় পুঁজিপতি গোষ্টি রয়েছে, মুষ্টিমেয় মজুতদার রয়েছে বা জোতদার রয়েছে তাদের স্বার্থকে তারা বড় করে দেখছেন। অথচ এই বাজেটে গরীবদের স্বার্থ প্রতিফলন হলে, তারা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না, এটা অন্ততঃ দুঃখজনক ঘটনা। এই বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট পেশ করল, তাতে জনগণের যে সত্যি কারের চাহিদা, সেই চাহিদাকে রুপ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে, তা সত্বেও আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা তাকে সমর্থন জানাচ্ছে না। তার অধিক আর একটা কথা বলছি, সেটা হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসুচী চালু করেছেন, তাতে করে গ্রামের মানুষ তাদের কাজের বিনিময়ে খাদ্য পেতে পারেন, তার জন্যই এই প্রকল্পটা চালু করা হয়েছে। গত ৩০ বছর আমরা দেখছি যে গ্রামের মানুষ বেকার হয়ে বসে থাকত, তারা বছরে ২/৩ মাস কৃষিতে কাজ করত, আর কোন কাজই তাদের থাকত না। কিন্তু এখন কাজের বিনিময় খাদ্য কর্মসুচী চালু করার ফলে গ্রামের মানুষ কাজ করে দুই বেলা দুই মোঠো ভাত খাওয়ার সংস্থান হবে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের এই যে সিদ্ধান্ত, তার মাধ্যমে সত্যিই গ্রামের গরীব মানুষের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হবে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে দেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা দেখতে পাই যে দীর্ঘ ১০/১৫ বছর ধরে ধরে পঞ্চায়েত নির্বাচনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না, আজকে কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে সেই পঞ্চায়েত নির্বাচন করিয়েছেন। কেন করিয়েছেন, কারণ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আমরা চাই, জনগণের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দিতে হবে। তাই আমরা জানি যে জনগণই হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের সত্যিকারের রক্ষক এবং বামফ্রন্টকে তারাই টিকিয়ে রাখতে পারেন, কাজেই আমরা

তাদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে চাই এবং তাদের হাতে ক্ষমতা দিতে আমরা কোন ভয় পাই না কিন্তু অন্য দিকে আমরা দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত ক্ষমতা তার মধ্যে কুক্ষিগত করে রেখেছেন, আজকে রাজ্যগুলির হাতে তারা কোন ক্ষমতাই দিতে চাইছেন না। তারা মুখে মুখে ক্ষমতার বিকিন্দ্রীকরণের কথাই বলেছেন, কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি রাজ্য সরকারগুলির হাতে তারা কোন ক্ষমতাই দিচ্ছে না। অথচ উল্টা দিকে আমরা আজকে দেখছি আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের বিশ্বাসী, আর তারই পাশাপাশি ঐ পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের পর পৌর নির্ব্বাচনের কথাও ঘোষণা করবেন। কাজেই আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী এবং আমরা গণতান্ত্রিক এর পথেই চলব। তাই বামফ্রন্ট সরকার গণতান্ত্রিক ব্যবসায় জনগণের হাতে সমস্ত ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে চান। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে বক্তব্য আমি এই হাউসের সামনে তুলে ধরলাম, তাতে বুঝা যাচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের যে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য, সেটা ঠিকই আছে। তারপর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে আর একটা জিনিষ যেটা করেছেন, সেটা হচ্ছে সুষ্ঠ নিয়োগ নীতি আমরা লক্ষ্য করেছি যে গত যে গত ৩০ বছরে এই ধরনের কোন নিয়োগ নীতি বলে কোন কিছু ছিল না। মুষ্টিমেয় আমলা কর্ম্মচারী তারা তাদের নিজেদের আত্মীয় পরিজনদের চাকুরী দিয়েছেন, তাদের পিছনের দরজা দিয়ে চাকুরী হয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এসেই, এই অপব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন এবং এই বামফ্রন্ট সরকার সুষ্ঠনীতি চালু করার ফলে এই পর্য্যন্ত ২ হাজারের কিছু উপর চাকুরী হয়েছে। তার মধ্যে সত্যিকারের ৯৯ শতাংশ নিয়োগই সুষ্ঠ হয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমরা এই কথা জোর দিয়ে বলতে পারি। কাজেই আজকে এই যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, তার মধ্যে বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয় রয়েছে যেগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বামফ্রন্ট সরকার গরীব মানুষের সরকার, বামফ্রন্ট সরকার গরীব কৃষকদের সরকার, বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিকদের সরকার। তাই আমি আগের দলের পর থেকে এই বাজেটকে পুর্ণাঙ্গ সমর্থন জানিয়ে আগের বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বামফ্রন্টের পক্ষে আজকে যে প্রথম বাজেট উপস্থিত করা হল, এই বাজেটের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা এবং দেশের শতকরা ৯০ জন সাধারণ মানুষ, তাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখেই এই বাজেট তৈরী করা হয়। তবে বাজেটকে কোন দিনই পূর্ণাঙ্গ বাজেট কেউ বলতে পারে না। কারণ সমাজটাকে উন্নয়ন করতে গেলে ধাপে ধাপে তাকে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। রাতারাতি সব কিছুর সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। যারা এটাকে পুর্ণাঙ্গ বাজেট নয় বলে আফশোষ করছেন, তাদের বাস্তব অবস্থার সংগে মিল নেই, স্বপ্নের রাজত্বে তারা বাস করছেন।

আর এই বাজেটে একটা মুষ্টিমেয় লোক অখুশী হয়েছে। কারণ এই বাজেটের মধ্যে টেক্সেসর কোন কোন প্রস্তাব তারা দেখতে পান নি। আশা করেছিলেন একটা বিরাট টেক্সের অংক এখানে সেখানে দেখা যাবে। তবে আমরা একথা বলবো না যে বামফ্রন্ট সরকার কোন দিন টেক্স বসাবে না। টেক্স আমরা বসাব। শতকরা দশ জন মানুষ যারা বড় লোক যাদের

খাওয়া পড়ার পরও টেক্স দেবার মত ক্ষমতা রাখে তাদের উপর নিশ্চয়ই টেক্স বসাব। আর যারা সাধারণ মানুষ শতকরা ৯০ জন যাদের টেক্স দেওয়ার মত ক্ষমতা নাই এদের উপর টেক্স বসাব না। এটা হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের নীতি। তিনটা দপ্তর আমার হাতে আছে, খুব সংক্ষেপে এই বাজেটের কিছু বিশ্লেষন আমি করব। প্রথমত: খাদ্য দপ্তর এটা তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমে যেটা হল মূল জিনিস, খাদ্য শস্য সংগ্রহ করে কেন্দ্রের কাছ এবং স্থানীয়ভাবে কিনে সংগ্রহ করে এগুলিকে জমা রাখা এবং প্রয়োজন ভিত্তিক সরকারী নিয়ন্ত্রণে এটাকে বিলিবণ্টন করা। দ্বিতীয়ত: এসময় যখন না কি অভাব হবে তখন চাহিদা পূরণের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় কতগুলি জিনিষ যেমন লবণ, চিনি, তেল ইত্যাদি এগুলিকে একটা বাফার ষ্টক করে যাতে না কি কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে ব্যবসায়ীরা নিজেদের খুশীমত দাম বাড়িয়ে না নিতে পারে সেই অভাবের সময়ে সরকার কিছু জিনিষ ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে বিলি করতে পারি এবং তাতে মূল্যটা খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করা। তারপরে রয়েছে কতকগুলি জিনিস যেমন সিমেন্ট, বেবী ফুড চিনি, কেরোসিন এগুলিকে কিছু নিয়ন্ত্রণ রাখা যাতে এটা বাহিরে চলে যেতে না পারে। এগুলি খাদ্য দপ্তর ডিল করে থাকে। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে আমরা যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করেছি এই সমস্ত জিনিসের সাপ্লাই ঠিকমত রাখতে এবং ডিষ্ট্রীবিউশনটা ঠিকমত রাখতে। কিছু লোকের অভিযোগ আছে যে জিনিষের দাম বামফ্রন্ট সরকার কমাতে পারে। আমরা বলি আমরা কমাতে পারি না তবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। জিনিষের দাম কমানো এটাতো ত্রিপুরা রাজ্যের একার ব্যাপার নয়। এই সমস্ত জিনিসের বেশীর ভাগই ত্রিপুরার বাইরে উৎপাদন হয়। কাজেই যে সোর্সে এগুলি উৎপাদন হয় সেই সোর্সে দামটা না কমলে একা ত্রিপুরা তার দাম কমাতে পারে না। তবে এই জিনিসগুলির ন্যায্য দাম যাতে বজায় থাকে তার চেষ্টা আমরা করছি। আগামী বৎসর যাতে না কি কেন্দ্র থেকে এনে এবং রাজ্য থেকে কিনে আমরা এসেনশিয়েল জিনিসগুলি মজুত রাখতে পারি, আপনারা দেখবেন এখানে তার জন্য ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে যাতে আগামী বৎসরের জন্য ফুডগ্রেন আমরা ত্রিপুরায় সাপ্লাই করতে পারি। ইতিমধ্যে চাউল ১৫ হাজার মেট্রিক টন এবং ১০ হাজার মেট্রিক টন গম যাতে আমরা রাখতে পারি। তার জন্য ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে। তারপরে স্থানীয়ভাবে যাতে আমরা কিছু ধান সংগ্রহ করতে পারি তার জন্য এক কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা এবং টারগেট হচ্ছে ১৫ হাজার মেট্রিক টন। আর এসেনশিয়েল কমোডিটিস নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ১ কোটি দুই লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বাজেটে রাখা হয়েছে যাতে এগুলি কিনে বাফার ষ্টক করে ত্রিপুরা রাজ্যে অভাবের সময় আমরা সাধারণ মানুষের কাছে বিলি করতে পারি। আর খোলা বাজারে এর দাম যাতে জনগণের নাগালের বাইরে চলে না যায় তার জন্য কিছু নিয়ন্ত্রণ। এইভাবে আমরা কতগুলি প্রোগ্রাম নিয়েছি। এবং এই বাজেটে এটা আপনারা পরিষ্কার দেখেছেন, এই হল মোটামুটি খাদ্য বাজেট। আমরা গভর্ণমেণ্টে আসার পর থেকে চেষ্টা করেছি যাতে এই জিনিসগুলির ঠিকমত সাপ্লাই হয় এবং রেশনসোপ আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রতিটা গাঁওসভায় যাতে একটা করে রেশনসোপ হয় এবং প্রয়োজন বোধে দুইটাও হতে পারে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী। আমরা সরকারে আসার পর কিছু অসুবিধায় পড়েছিলাম। কারণ সুখময় বাবুর

আসলে ১৩ হাজার মেট্রিক টন চাউল এখানে এফ. সি, আইর গোদামে ছিল। ওরা বার বার বলেছে আমাদেরকে নিতে কিন্তু পরীক্ষা করে দেখেছি এটা খাদ্যের উপযুক্ত নয়। সেই জন্য তাদের কাছ থেকে সেই চাউল নেই নি। কাজেই দিল্লী থেকে ত্রিপুরার বাইরে থেকে চাউল এনে আমরা মজুত করছি। অত্যন্ত তৎপরতা থাকার ফলে আমরা চাউল সাপ্লাইটা ঠিক রেখেছি এবং এই সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়েছে তা না হলে অসুবিধা হত। তারপর আমাদের আরেকটা দপ্তর আছে ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার। উপজাতী কল্যাণ দপ্তর' এটাতো জানা কথা উপজাতীরা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত এবং অনগ্রসর। তাদের সমস্যা বহুবিধ এবং পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠার পর সেই সমস্যা আরও বেশী জটিল হয়েছে। বলা যেতে পারে ত্রিপুরায় উপজাতীদের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় ভেংগে পড়েছে এবং সেই ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতিকে নূতন করে ঢেলে সাজানো চাই তার জন্য আমরা এই বাজেটে কতকগুলি প্রভিশন রেখেছি। এট প্রাথমিক কাজ মাত্র। এর মাধ্যমে পুরো কাজ কেউ আশা করতে পারে না। তবে আমাদের এবারের দৃষ্টি ভঙ্গীটা কি? গত ত্রিশ বৎসর কংগ্রেস রাজত্বের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি ভংগীর পার্থক্য কোন খানে। আমরা দেখেছি সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরার অর্থনীতিকে একই প্যাটার্ণে তারা দেখেন, একই প্যাটার্ণে তারা উপজাতীর আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন। কাজেই আমরা দেখেছি এটা ব্যর্থ হয়েছে। তাদের পেশাগত শিক্ষার যে যোগ্যতা বা তার মানসিকতাকে বিচার করে তার সঙ্গে ঠিক করে যদি ট্রাইবেলদের পুনর্বাসন স্কীম না নেওয়া যায় তাহলে সেই স্কীম পুরাপুরি কখনও সফল হতে পারে না। তাই আমরা বড় বড় কলোনী বাদ দিয়েছি। কারণ বড় কলোনী করার মত জায়গা এখন নেই। যদি আমরা ১৯৫২ সালে এই সরকারে আসতায় সেই সময় প্রচুর জমি ছিল ট্রাইবেলদের পুনর্বাসন সহজে করা যেত কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সেই ধরণের ভাল জমি পাওয়া যায় না। কাজেই আমরা বলছি যে যদি কোন ট্রাইবেল পরিবার তার ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় ভাল জমি পায় তাহলে একটা পরিবারকে আমাদের যে টাকা আছে সেই টাকা দিয়ে সাহায্য করব এবং প্রয়োজন হলে যদি জুত জমি পাওয়া যায় তাহলেও আমরা সেই পরিবারকে ঐ জোত জমি কিনার জন্য টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারি। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, এই দৃষ্টিভঙ্গী অতীতের কোন সরকার নেন নি। আমাদের বাজেটে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন যে, যেখানে গত বৎসের টাইবেল ওয়েল ফেয়ার বাজেটে ছিল এক কোটি ৯৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা এবং এবার আমরা করেছি ২ কোটি ৭০ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। টাকা আমরা কিছু বাড়িয়েছি। কাজেই আমরা বেশী সমথ্যক উপজাতীকে পুনর্বাসন দিতে পারব। তারপরে আছে ফুড অ্যাণ্ড নিউট্রেশন প্রোগ্রাম।

ত্রিপুরা রাজ্যে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরনের যে প্রগ্রাম. সেই পগ্রামের মধ্যে দেখবেন গতবছর যা ছিল, এবার তার থেকে বাড়িয়ে ৩৫ লক্ষ ৯০ হাজার করেছি। অর্থাৎ ৯ লক্ষ ৪২ হাজার আমরা বাড়িয়েছি। এই টাকা বাড়ার ফলে আরো কিছু লোককে আমরা পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করতে পারব। যদি কেহ প্রশ্ন করেন এখানে যে, এটা কি যথেষ্ট। তাহলে আমি বলব যে, না যথেষ্ট মোটেই নয়। প্রয়োজনের তুলনায় আরো করার দরকার আছে। কিন্তু সেই প্রয়োজন মেটাতে ১ বৎসরের বাজেটে এত টাকা আমরা কোথায় পাব এই কথা আমরা বলতে পারি।

জুমিয়া এবং ট্রাইবেলদের সাব—প্ল্যানের মধ্যে উপজাতি জুমিয়া এবং ভূমিহীন জুমিয়াদের পুনর্বাসনের কাজটাকে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি এবং সিড্যুল কাষ্ট—তপশিলী সম্প্রদায় ভূক্ত যারা আছে, তাদেরও পূণর্ব্বাসনের কাজকে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি। এই বাবদ টাকা হচ্ছে ৪৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা। এটা স্টেট প্ল্যান। আর সাব প্ল্যানে ৮৮ লক্ষ টাকা। মোট ১ কোটি, ৩১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা আমরা বাজেট করেছি উপজাতিদের জমিতে পূণর্ব্বাসনের জন্য। সিড্যুল কাষ্টদের জন্য আমরা এই বার টাটা রাখছি ৬১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। এখন জুমিয়া সম্পর্কে যে হিসাব তা হচ্ছে, ৫১ হাজার ৬৭৭। এদের মধ্যে আগের সরকার পূণর্ব্বাসন দিয়েছেন বলে যে হিসাব দিয়ে গেছেন তাতে দেখা যায় ৩৬ হাজার ৭৪৮টি পরিবারকে পূণর্বাসন দিয়েছেন। এখনও ১৪ হাজার ২৯ টি পরিবারের পূণবাসন বাকী আছে। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি এটা পূণর্ব্বাসন নয়। তাদের যাতে নূতন করে পুণর্বাসন দেওয়া তার জন্য অনেক কিছু রেখেছি। আমরা ধীরে ধীরে সেখানে অগ্রসর হব। সিড্যুল কাষ্টের হিসাব মত দেখা যায়, সরকারী তথ্য অনুযায়ী ৫ হাজার সিড্যুল কাষ্ট আছে যারা সম্পূর্ণ ভূমিহীন। তাদের পূণর্বাসনের প্রয়োজন। সরকারী হিসাব মতে দেখা যায়, তাদের ৩,৫৬০ জনকে পূণর্বাসন দেওয়া হয়েছে। সেই পূণর্বাসনকে আমরা খতিয়ে দেখছি, যেথামে পুণর্বাসন দেওয়া বলা হচ্ছে সেখানে সত্যি পুণর্বাসন দেওয়া হয়েছে কিনা। কাগজ থাকলেই চলবে না। অমরা তা খতিয়ে দেখছি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এই তথ্য ৩।৪ মাসের মধ্যে সংগ্রহ করেছে। তা সত্বেত আরো ১৪৪০টি পরিবার আদৌ কোন সাহায্য পায় নি। এবং এই গুলিকে সাহায্য করার জন্য বাজেটে মোটামুটি আমরা একটা অংক ধরেছি। এছাড়া উপজাতিদের মধ্যে অর্থনৈতিক ডেভেলাপমেন্টের জন্য আরো কত গুলি সাহার্য্যের প্রয়োজন আছে পূণর্ব্বাসন বাদে। তার জন্য আমরা ১২, ৭২,০০০ টাকা বাজেট করেছি। বীজ ধান, চারা কিংবা ফলের কলম, ফারটিলাইজার, সার, পাট পচানোর জন্য পুকুর তৈরী করা, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য খাল কাটা ও সংস্কার, কাজ কর্ম শেখানোর জন্য দুটি স্কীম আছে। সেই স্কীমে আমরা ১২,৭২.000 টাকা রেখেছি। আর এই বৎসরে মোট টোটাল ১৪০০ উপজাতি পরিবার এবং ৭০০ সিড্যুল কাষ্ট পরিবারকে নতুন করে জমি এলটমেন্ট করে পূণর্বাসনের জন্য একটা স্কীম নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আগে যে টাকা দেওয়া হয়েছে, সেই টাকা তারা পায় নি। এই টাকা যাতে আমরা তাদের দিতে পারি সেই ব্যবস্থা আমরা এই বাজেটের মধ্যে রেখেছি। তারপরে আমাদের যে নন প্ল্যান বাজেট এই বাজেটের ৯,৫৫,০০০ টাকা রাখছি যারা ডম্বুর থেকে উচ্ছেদ হয়েছে, যাদের ৩,৯00 টাকা সাহায্য হতো পূর্ণবাসনের জন্য। সেই টাকায় পূণর্ব্বাসন হয় নি। সেই পুণর্বাসনের জন্য ৬,৫০০ টাকা করে নতুন করে দেওয়া হবে। এবং এর জন্য ১,৫৫ ০০০ টাকার বাজেট করেছি। এই বাজেট পাশ হবার পরেই ডম্বুরের উচ্ছেদ প্রাপ্তদের পুণর্বাসনের কাজটি নূতন করে গ্রহণ করা হবে। ডম্বুর থেকে উচ্ছেদ হয়েছে ১৩১২ পরিবার। তার মধ্যে ৩,৯১০ টাকা করে যে সাহায্য করা হয়েছে সংখ্যা হচ্ছে ১১৫৮ এবং ১৫৪টি পরিবার আজ পর্য্যন্ত সাহায্য পায় নি। অন্তত এই পর্যান্ত যে তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি। আরো কিছু আছে কিনা সেটা পরবর্ত্তী সময়ে দেখা হবে। এই হচ্ছে উপজাতিদের সম্পর্কে আমরা যেসব স্কীম নিয়েছি তার হিসাব। তাছাড়া আছে হেলথ এবং হাউসিং। আমরা এইবার অনেক বেশী টাকা রেখেছি। এইটা স্বাস্থ্য কিংবা চিকিৎসার সাহায্য করার জন্য, সাহায্য

ঘর তৈরী করতে সাহায্য করার জন্য ৪,৫০,০০০ টাকার বাজেট ধরা হয়েছে। তার মধ্যে ২,৫০,০০০ টাকা হচ্ছে উপজাতিদের জন্য ইয়ার মার্ক বা নির্ধারিত করা, আর ২ লক্ষ টাকা তপশিলী জাতির জন্য আমরা রেখেছি। কাজেই এই বাজেট একটা নূতন দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে এছাড়া। নিউট্রেসান পগ্রাম যেটা আছে, সেই পুষ্টিকর খাদ্য বিতরনের জন্য ৬ বৎসর বয়স্ক শিশুর সংখ্যা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এ পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যায়, ২;৬০,১০০ এর মত। কিন্তু আমাদের যে স্কীম সেই স্কীম অনুযায়ী ৪৯,৫৫৭ জন ঐ ফিডিং সেন্টারে খাবার পেয়ে থাকে আমরা এই বার এটাকে বাড়িয়ে ৫৫,০০০ এর মত করতে পারব। এর ফলে আরো কিছু সংখ্যক শিশুকে খাদ্য দিতে পারব। সেদিকে আমাদের সরকারের লক্ষ্য আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ট্রাইবেল রিচার্সের জন্য ৩,৪৭,০০০ টাকা বাজেট ধরা হয়েছে। ট্রাইবেলদের সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে রিচার্স করার জন্য, দ্বিতীয়তঃ তাদের ল্যাঙ্গুয়েজের যাতে ডেভেলাপ করা যায় তার জন্য বাজেটে ৩,৪৭,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। এই গুলি বাজেটে নূতন জিনিস। আপনারা এখানে দেখেছেন, এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ট্রাইবেলের সাব— প্ল্যানের বাজেট। এবং এই যে বাজেটের মধ্য দিয়ে আমরা কাজ করব, এবং এই কাজ শুরু করতে গেলে হয়তো প্রশ্ন আসবে যে, ট্রাইবেলদের ডিমাণ্ড অনেক বেশী। ডিমাণ্ড বেশী তা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে। তাহলেই উপজাতিদের উন্নয়নমূলক কাজ কর্ম নুতন করে গ্রহণ করতে পারব। দ্বিতীয়ত: আপনারা বাজেট স্পীচে দেখেছেন, উপজাতি ছেলে মেয়েদের, বিশেষ করে উপজাতি গার্লস স্টুডেন্ট যারা ওরা যাতে লেখা পড়া করতে উৎসাহ বোধ করে তার জন্য ওরা যাতে শতকরা ৭৫ দিন স্কুলে উপস্থিত থাকে তার জন্য ক্লাস এইট পর্য্যন্ত স্টুডেন্টকে ১০ টাকা রিয়য়ার্ড দেওয়া হবে। এইগুলি আমরা স্কীমের মধ্যে রেখেছি। এছাড়াও আমরা এই বার শিক্ষার বাজেট সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারি। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি, এখানে আছে উপজাতিদের জন্য রেষ্ট হাউস আর

একটি বাড়ানোর জন্য বাজেটে অংক ধরা হয়েছে। এইগুলি আমরা করব। তাছাড়া ট্রাইবেল সাব-প্ল্যানের বাজেট থেকে আমরা দুটি আবাসিক বিদ্যালয় যেখানে ফুল ফ্লেজেড হবে সেখানে করা হবে। যেখানে ছাত্র থাককে, বোর্ডিং থাকবে, ওরা তাদের গার্জিয়ান হবে। তার জন্য আমাদের বাজেটে অনেক বরাদ্দ আছে। আমরা এ কতকগুলি জিনিস শুরু করতে চাই যাতে ট্রাইবেলদের মধ্যে একটা নূতন জিনিস দিতে পারে বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার। এইগুলি আমাদের স্কীমের মধ্যে রয়েছে। এখন আমি শিক্ষা সম্পর্কে আমার এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বাজেটে বক্তব্য রাখছি। আমরা শিক্ষা প্রকল্পকে ৪টি ভাগে ভাগ করব ঠিক করেছি। এগুলি হচ্ছে :— (১) সাধারণ শিক্ষা, (২) শিল্প এবং সংস্কৃতি, (৩) কারিগরী শিক্ষা এবং (৪) সমাজ কল্যাণ শিক্ষা।

প্রি-প্রাইমারী ষ্টেজে যদি শিশুদের না শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে উপরে উঠার রাস্তা ঠিক থাকবে না, তার জন্য সিঁড়িটা প্রথমে তৈরী করতে হয় গাছের উপর উঠতে হলে। সাধারণ শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি? সাধারণ শিক্ষা বলতে, প্রাথমিক শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষিতদের শিক্ষা দেওয়া, কলেজীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষা, শরীর শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি,

সবই এই সাধারণ শিক্ষার মধ্যে ধরা যায়। বর্তমান বর্ষে যে সব ব্যবস্থাগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে সেগুলি হচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, বালোয়াড়ী এবং প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার সম্প্রসারণ। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে গত বছর পর্য্যন্ত মাত্র ৭৫টি শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। বালোয়াড়ী শিক্ষার প্রথম বর্ষে আরো ৫০০টি বালোয়াড়ী শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আমাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, এটা আমরা যখন কার্যকরী করবো তাতে এক হাজার শিক্ষক আমরা নিযুক্ত করতে পারবো, এক দিকে বালোয়াড়ী শিক্ষাকে সাহায্য করা হবে অপর দিকে আরো এক হাজার বেকারকে আমরা সেখানে চাকুরী দিতে পারবো। বালুয়াড়ী শিক্ষার প্রতি আমরা কেন এত গুরুত্ব আরোপ করছি সেটা আমি আগেই বলেছি যে, সার্বিক শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করতে গেলে পর এই জিনিষটাই বেশী দরকার কারণ রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে বালুয়াড়ী বিদ্যায়তনের সংখ্যা সমান নয় এটাও আমরা জানি যার ফলে সব জায়গায় সমানভাবে এই স্কুল নেই। এবার আমরা যখন খুলবো যে বৈষম্য আছে সে বৈষম্য কিছুটা উপশম করা যায় কিনা সেই দিক থেকে ইক্যুয়েল ডিষ্ট্রিবিউশান করে বিভিন্ন জায়গায় বালোয়াড়ী সেন্টারগুলি আমরা খুলবো। নূতন বালোয়াড়ী স্কুল স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ। প্রকাশ্যভাবে আমরা বিভিন্ন জায়গায় আবেদন চেয়েছি তা. ফলে বহু আবেদন পত্র এসে গেছে, এটা বোধহয় এই প্রথম আমরা চালু করলাম কিন্তু আগে কখনও কোন দিন কে থায় প্রাইমারী স্কুল বালোয়াড়ী হবে তার জন্য আবেদন পত্র জনগণের কাছে আহ্বান করা হয়নি, সেটা আমরা করেছি এবং আবেদন পত্রও আমাদের কাছে এসে গেছে কয়েক হাজার, সেখান থেকে বাছাই করে আমরা নেব এর জন্য আমরা জনগণের সাহায্য নিশ্চয়ই নেব। এখন তো বিভিন্ন স্থানে পঞ্চায়েৎ কমিটি নির্ব্বাচিত হয়ে গেছে. সেই কমিটির সাহায্যও আমরা নেব। কোথায় কোথায় আমাদের প্রথম দিতে হবে, প্রয়োজনের তুলনায় কম হবে তাহলেও ৫০০ প্রাইমারী স্কুল নূতন খোলা হবে এটা একটা নূতন পদক্ষেপ। প্রথম স্তরে বাজেটে আমরা ঠিক করেছি ৩০০টি প্রাইমারী স্কুল আমরা নূতন খুলবো এবং এই ৩০০টি প্রাইমারী স্কুল যদি আমরা খুলি তাহলে অন্তত: আরো ৩০০ প্রাইমারী শিক্ষক আমরা নিতে পারবো তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাইমারী স্তরে লেখাপড়ার সুযোগ আরো ৩০০টি এলাকায় বেড়ে যাচ্ছে। এই কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য আমরা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছি। এখানে মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য বলি যে, আমরা যখন প্রথম সরকারে এলাম তখন দেখলালম প্রায় পৌনে দু'হাজারের মত স্কুলের ঘর নেই, ভাঙ্গা, দরজা নেই, জানালা নেই, জিনিষপত্র নেই, ছাদ নেই এই অবস্থার মধ্যে ছিল। রাতারাতি তো সেই কাজ সমাধা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় কারণ আমাদের তো মেজিক জানা নেই যে রাতারাতি আমরা সব প্রায় পৌনে দু'হাজার স্কুল ঘর আমরা মেরামত করে দিতে পারবো। ফুড ফর ওয়ার্কের মধ্যদিয়ে আমাদের প্রায় পৌনে ৩০০টি স্কুল-ঘর মেরামত হচ্ছে এবং এই স্কুলগুলির মেরামতে কাজ পূর্ণ উদ্যোগেই চলছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা মেরামত করে দেব। যে সমস্ত বাজেট ধরা হয়েছে প্রাইমারী স্কুলগুলিতে তার মধ্যে ফুড ফর ওয়ার্কের মাধ্যমে মাটির দেওয়াল দিয়ে স্কুল ঘরের পরিকল্পনাও আমাদের আছে, শিক্ষা বিভাগের জন্য সমস্ত জিনিষ এবং টাকা পয়সা যদি দিতে পারি তাহলে ধীরে ধীরে এই প্রাইমারী স্কুলগুলিকে কয়েক বছরের মধ্যেই একটা স্থায়ী রূপ দিতে পারি কিনা সে দিক দিয়ে আমাদের একটা চিন্তা ধারা রয়েছে কাজেই সে দিক

দিয়ে লক্ষ্য রেখেই আমরা কাজগুলি করে চলেছি। ত্রিপুরার সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচেষ্টার কাজ আমরা করছি অপর দিকে আরো ৫০ জন কক্‌-বরক্‌ শিক্ষক নিযুক্তের প্রস্তাব আমাদের আছে এবং তার জন্য পদ সৃষ্টি করা হইতেছে। টেকষ্ট বুক কর্পোরেশান গঠন করা হবে তার মধ্যদিয়ে যাতে নাকি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের টেকষ্ট বুক সাপ্লাই করা যায় সেই ব্যবস্থাই আমরা নেব। এটা বোধ হয় আমরাই প্রথম শুরু করতে যাচ্ছি তাই মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই যে, এই সাড়ে চার মাসে আমরা কি করতে পারলাম আর কি করতে পারলাম না, সেটা বড় কথা নয়। এই সরকার আসার পর বাজেটে কিছু করার দৃষ্টিভঙ্গি আছে কিনা সেটা আমাদের দেখতে হবে কারণ একটা কৃষক ভাল কিনা সেটা প্রমাণ হবে সে কৃষক প্রথম অবস্থায় লাউ গাছ লাগায় কিনা, প্রথমে বেগুণ গাছ লাগায় কিনা অর্থাৎ কৃষি ফসল করার মত তার টেনডেনসি আছে কিনা সেটা দেখতে হবে, যদি লাউ গাছ লাগানো যায় তাহলে লাউ ধরবে। এই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি আমরা কার্যে পরিণত করতে শুরু করেছি এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়েই জনগণের কল্যানমূলক বিস্তার করা হয়েছে কিনা, সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই বাজেট তৈরী হয়েছে কিনা এটাই বিচার্য্য বিষয় কিন্তু কেউ যদি বিচারে ভুল করে থাকেন তাহলে অবশ্য তাঁরা হতাশ হবেন। তাই আমরা বলছি মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা বিভাগগুলির কথা বলুন, এত দিন পর্যন্ত প্ল্যানিং কমিশনের ক্লাশ সিকস্‌ থেকে ক্লাশ এইট পর্যন্ত ১৫টির বেশী সিনিয়ার বেসিক স্কুলকে আপ-গ্রেড করা যেত না কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের সে অনুমোদন তাঁরা পেতেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য চেষ্টা করেছিল কিনা সেটা আমাদের জানা নেই কিন্তু এবার কেন্দ্রের কাছে আমাদের বক্তব্য জোড়ালো ভাবে উপস্থিত করার পর প্ল্যানিং কমিশান থেকে ২০টি স্কুলকে আপ-গ্রেড করার অনুমতি আমাদের দিয়েছেন। ১৫টির জায়গায় আমরা ২০টি স্কুলকে আপ-গ্রেড করতে পেরেছি এটা আমাদের গর্বের বিষয় কিন্তু পূর্বে ১৫টির বেশী বছরে দিতে পারতেন না কংগ্রেস সরকারের আমলে অনেকগুলি স্কুলকে বলি দেওয়া হয়েছে কারণ ক্লাশ নাইন খুলেও তাতে মাষ্টার দিতে পারেন নি, টাকা-পয়সা কিছুই দিতে পারেন নি কিন্তু অর্ডার হয়েছে অন্য স্টাফ দিয়ে যদি আপনারা স্কুল চালাতে পারেন তাহলে খুলতে পারেন সেখানে পরীক্ষা দিতে গেলে অন্য স্কুলের সাহায্যে দিতে হয় কারণ সেই স্কুল স্বীকৃত হতে পারে নি। তাঁরা যে বে-আইনী অর্থ গ্রহন করতেন সেটা আমরা করবো না, আমরা যখন ফুল ফ্লেজেড হব তখনই আমরা স্কুল দেব। বছরে ৫টির জায়গায় এবার ১০টি স্কুল খোলার জন্য প্ল্যানিং কমিশনের অনুমোদন নিয়েছি এবং এই বছরে আমরা আরো ১০টি হাই ক্লাশ অর্থাৎ টেন পর্যন্ত খুলতে পারবো। তাছাড়া আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে ৪ হাজার ১৭টি পদ সৃষ্টি করেছি। কংগ্রেস সরকারের আমলে বছরে ৫টা পর্যন্ত ক্লাস, ১০ পর্যন্ত স্কুল খোলার প্রভিশান ছিল। এর বেশী উনারা দিতে পারতেন না। আমরা দেখেছি কংগ্রেস সরকার অনেকগুলি স্কুলকে বলে দিয়েছে যে—আপনারা ক্লাস নাইন পর্য্যন্ত স্কুল খোলেন। কিন্তু কোন মাষ্টার দিতে পারেন নি, কোন কিছু দিতে পারেন নি। টাকা পয়সা এবং অর্ডারও হয়েছে যে এগজিসটিং ষ্টাফ নিয়ে যদি আপনারা স্কুল চালাতে পারেন, তাহলে আপনারা খোলতে পারেন। তারপর পরীক্ষা দিতে গেলে তাকে আর একটা স্কুলের সাহায্যে পরীক্ষা দিতে হয়। কারণ সে স্কুলটা স্বীকৃত স্কুল নয়। কিন্তু আমরা এই বে-আইনী ব্যবস্থা গ্রহন করব না। আমরা যখন দেব, তখন সে সেই স্কুল থেকে পরীক্ষা দিতে পারবে। আমরা এখন ৫টার

জায়গায় বছরে ১০টা করে স্কুল করার জন্য প্ল্যানিং কমিশনের অনুমোদন নিয়েছি এবং এই বৎসর আমরা আরও ১০টা ১০ ক্লাসের স্কুল করব। তাছাড়া আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে ৪১৭ টা গ্র্যাজুয়েট টিচারের পদ সৃষ্টি করেছি এবং আরও ৩০০টা পদ সাবজেক্ট টিচারের পদ আমরা সৃষ্টি করছি প্রাইমারী স্কুলগুলির জন্য। তাছাড়া ডেইলী রেটেড ওয়ার্কার বা কনটিনজেন্টদের বিরাট অংশকে রেগুলারাইজ করা হবে এবং তাদেরকে রেগুলারাইজ করার পর এই দপ্তরে এই কাজের জন্য আরও কিছু কেরানী আমরা প্রয়োজন বোধে কনটিনজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করব এবং সেই ধরনের একটা প্রভিশান বাজেটে আমরা রেখেছি। পুরো বেতন দিতে পারব, তা আমরা বাজেটে রাখতে পারিনি। কারণ আমাদের বাজেটের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। কাজেই এই সব মিলিয়ে শিক্ষা জগতে নূতন কিছু বিপ্লব আনব এটা আমরা বলিনা, শিক্ষা জগত এখন যে ভগ্ন অবস্থায় আছে, তার হাত থেকে আমরা তাকে বাঁচাব এবং দিনে দিনে এটাকে সুষ্ঠ এবং সুন্দর করে গড়ে তোলার লক্ষ্য আমাদের আছে এবং সেইজন্যই বাজেটকে আমরা সেই ভাবে তৈরী করেছি। কলেজের শিক্ষার স্তরে আমরা দেখেছি সারা ভারতবর্ষে ১ লক্ষ, ৬৫ হাজার ৭০৫ জন লোকের জন্য একটা কলেজ আছে। আর ত্রিপুরাতে ৩ লক্ষ ৯ হাজার ৯৬৭ জন এর জন্য মাত্র একটি কলেজ। আমাদের এখানে মাত্র ৬টি কলেজ আছে। আমরা সরকারী ভাবে আরও তিনটি কলেজ স্থাপনের জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের জন্য আমরা টাকাও প্লেস করে দেব পি,ডাবলিউ, ডিকে। টাকার আমরা ইউ, জি, সি, থেকে এনেছি। পোষ্ট গ্রেজুয়েট সেন্টার এখানে আগেই ছিল। পোষ্ট গ্রেজুয়েট সেন্টারটাকে আরও স্ট্রেংদেন করা হবে এবং এটাকে একটা অটোনোমাস পোষ্ট গ্রেজুয়েন্ট সেন্টার হিসাবে অনুমোদন পাওয়ার জন্য কলকাতা ইউনিভারসিটির সঙ্গে আমরা আলাপ আলোচনা চালিয়েছি। হয়তো কিছু দিনের মধ্যে আমরা কমপ্লিট করতে পারি তাহলে ৩ লক্ষ ৯ হাজার ৯৬৭টি জনের জন্য একটি কলেজ না হয়ে, প্রায় ২ লক্ষ জনের জন্য আমরা করতে পারব। তাও প্রয়োজনের তুলনায় সেটা কম। সমাজ শিক্ষার ব্যাপারে আমি বলতে চাই, আমরা একটা সমাজ শিক্ষা পর্যৎ গঠন করতে চাই এবং বর্ত্তমান আর্থিক বছরের মধ্যে আমরা এটা করতে পারব এবং এইটাকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা পদক্ষেপ নেব, যার মধ্যদিয়ে আরও ৫০০ নূতন বয়স্ক সাক্ষরতা কেন্দ্র স্থাপিত হবে। এটাও আমাদের বাজেটে রয়েছে। তাছাড়া শিল্প এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে আমরা যে পদক্ষেপ নিচ্ছি সেটা হল—বর্ত্তমানে আমাদের যে মিউজিক কলেজ আছে সে মিউজিক কলেজের কার্য্যক্রমকে নূতন ভাবে পরিচালনা করতে চাই। সেখানে যারা কাজকর্ম করেন তাদের বেতন মানের ইত্যাদির একটা নিয়মের মধ্যে নিয়ে যেতে চাই। একটা বিশৃংখলার মধ্যে নিয়োগ নীতি আমরা চাই না এবং আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে ললিত কলা একাডেমী আমরা স্থাপন করব, প্রত্নতাত্তিক বিভাগকে শক্তিশালী করাও আমরা গ্রহণ করব। এছাড়া অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে থাকবে শরীর শিক্ষা, কারিগরী প্রশিক্ষন ইত্যাদি! আপনারা শুনে খুশী হবেন যে ভারত সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা পানি সাগরের রিজিওনাল ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজ স্থাপন করছি। এবং সেটা এই বছরেই খোলা হবে। তার জন্য কয়েকজন অভিজ্ঞ শরীর শিক্ষক কেন্দ্র থেকে ডেপুটেশানে আনতে পারি তজ্জন্য আমরা লেখালেখি করেছি এবং আশা করছি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী আমাদের সে ব্যবস্থা করে দেবেন।

সরকার তাঁর সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে এটা করেছে এবং তজ্জন্য অতিরিক্ত ৮৫ লক্ষ টাকা আমাদের খরচ করতে হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কল্যাণে আমরা সেই ৮৫ লক্ষ টাকা খরচ করব। জনগণকে যারা ভালবাসেন তারা নিশ্চই এটাকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলবেন। কাজেই এই দিক থেকে বাজেটকে বিচার করতে হবে। ৩০ বছরের আবর্জনা রাতারাতি সমস্ত নির্মূল করে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যকে স্বর্গ রাজ্যে বানিয়ে তুলতে পারব, এই দৃষ্টি ভংগী নিয়ে যদি বাজেটকে বিচার করা হয় তাহলে ভূল করা হবে। স্বপ্ন বাস্তবের দৃষ্টি হবে সেটা এবং এই দৃষ্টির দ্বারা বাস্তব কোন দিন পরিচালিত হয় না। বিরোধী দলের সদস্য শ্রীহরিনাথ বাবু বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে বিরোধী দল ইন্দিরা গান্ধী গণতন্ত্র হত্যার অভিযোগ অনেক এনেছেন। কিন্তু বিরোধী দল উপস্থিত যে বাজেটে গণতন্ত্র হত্যার তিনি ষড়যন্ত্র দেখতে পেলেন তাঁর বক্তব্যের মধ্যে এই ইঙ্গিত আছে। আমি একটু মনে করিয়ে দিতে চাই. অন্ধের কাছে দিনও যা, রাতও তাই। কোন তফাৎ নেই। আর যারা স্বৈরতন্ত্রকে বিশ্বাস করে স্বৈরতন্ত্রে থাক ড়য়ে থাকতে চায়, তাদের গায়ে গণতন্ত্রের খোলা বাতাস লাগলে, তাদের অসুস্থ হবে। কাজেই গণতন্ত্রের স্বাদ তারা কোন দিন দিতে পারবেন না। বাংলা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে 'সোনায় খুঁজে সোনা, বরাহ খুঁজে কচু। 'তারপর উদারা মূল্য কমাতে পারে না বলে অভিযোগ তুলেছেন। আমি আগেই বলেছি যে মূল্য কমানোর দায়িত্ব শুধু একা ত্রিপুরা নয়। কারণ ত্রিপুরার বাইরে বহু জিনিষ উৎপন্ন হয়, কাজেই সেসে যদি মুল্য না কমে, তাহলে ত্রিপুরার পক্ষে কমানো সম্ভব নয়। আমরা চেষ্টা করছি মুল্য নিয়ন্ত্রন করতে। এটা বিরোধী দলের এাপ্রিসিয়েট করা উচিৎ— কাজের বদলে যে খাদ্য, তাতে গ্রামের বেকারদের কিছুটা আমরা রেহাই দিতে পেরেছি। পোরো আমরা পেরেছি, একথা কোনও দিনও বলব না। অন্ততঃ একবেলা খাওয়ার মতন ব্যবস্থা আমরা করতে পেরেছি। এই সময় দুর্ভিক্ষের জন্য অফিস, আদালত গুলিতে, আগরতলায় এসে ভুখা মানুষের ভীড় করত, এবার নিশ্চই আপনারা কিছুটা কম দেখেছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে বামফ্রন্ট সরকার সত্যিই জনগনের কল্যাণ করতে চায়। আর যে কথা আপনারা বলেছেন যে— বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে প্রশাসনকে গণমুখী করবে কিন্তু এখন প্রশাসনকে গণমুখী করে মন্ত্রীমুখী করা হয়েছে— প্রশাসনকে মন্ত্রীমুখী এটা ঠিক নয়। কারন প্রশাসনকে যদি মন্ত্রী মুখী করে তোলা হত, তাহলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্টের বিপুল ভাবে বিজয় লক্ষিত হত না। ত্রিপুরার জনগণ যদি মনে করত যে বামফ্রন্ট সরকার তাদের সমস্যার কোন দিন সমাধান করবেন না মন্ত্রীর দপ্তরে সমস্ত জনযটাকে কোনঠাসা করে রাখবেন, তাহলে ত্রিপুরার শত করা ৭৫ জন মানুষ বামফ্রন্ট প্রার্থীদের ভোট দিতেন না। কাজেই জনগনের রায়কোই আমরা মেনে নেব। বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের বক্তব্যকে আমরা মুল্য দেব ঠিকই, যদি সেটা কনট্রাকটিভ কোন সাজেশান হয়। জনগনের অভিজ্ঞতার বাইরে যদি সে বক্তব্য হয় নিশ্চয়ই আমরা তাকে মুল্য বেশী দেব না। বাইরের ৯৭ লক্ষ মানুষের বক্তব্যকে আমরা বেশী মুল্য দেব। আর হরিনাথ বাবু বলেছেন যে গড়িয়া পূজা নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার ছিনিমিনি খেলেছেন। ৩০।৪০ টাকা খরচ করে অনেক দূর থেকে মানুষ আগরতলায় এসেছে, কিন্তু ৩০।৪০ পয়সা নিয়ে যেতে পারে নি।

আমি খুব দুঃখিত যে— গড়িয়া পুজাতে ৩টা মুরগের দরকার হয় বেশী লাগে না, কাজেই ১০ টাকা পাবার জন্য তিনি যে ৩০,৪০ টাকা খরচ করে এখানে এসেছেন আমি বুঝতে পারছি না। তাহলে বোধ হয় এর পেছনে গড়িয়া পুজাটাই মুল লক্ষ্য ছিল না। লক্ষ্যটা ছিল সেই লোক গুলিকেএনে বামফ্রন্ট সরকারের কাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা, বিশৃঙ্খার সৃষ্টী করা। কিন্তু পরে সেটা তারা করতে পারেন নি। তারপর বিরোধী দলনেতা শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং এবং হরিনাথ বাবু ও বলেছেন যে— বাজেটে যে ১১ কোটি টাকার ঘাটতি দেখানো হয়েছে, সেটা কেন্দ্রের ঘারে চাপিয়ে দেওয়ার জন্যই উনারা করেছেন। কেন্দ্র টাকা না দিলে যাতে বলতে পারেন, করতে পারলাম না, আমাদের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কেন্দ্র টাকা দেয় নি। আমি বলছি— কেন্দ্রের প্রচুর টাকা আছে. কাজেই কেন্দ্রের ঘাড়ে চাপাবো না তো জনগণের ঘাড়ে চাপাবো ? আপনারা কি বলতে চান যে এই ১১ কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে না চেয়ে ঘাটতিটাকে কৃষক, মজুরদের উপর ট্যাক্স বসিয়ে আদায় করা হোক। আপনারা যদি সেটা বলেনও তবুও আমরা সেটা করব না। কারণ আমাদের দৃষ্টিভংগীটাই হচ্ছে' জনকল্যাণ মুখী।'

কেন্দ্রীয় সরকারের তো প্রচুর টাকা আছে। আপনারা কি চান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা না চেয়ে ১১ কোটি টাকা গরীব কৃষক শ্রমিকদের উপর ট্যাক্স বসিয়ে তাদের কাছ থেকে আদায় করব ? আপনারা যদি চানও আমরা সেদিকে যাব না।

নিরঞ্জন বলেছে মুসলীমদের চাকরীর সংস্থানের ব্যাপারে। চাকরীর সংস্থানের ব্যাপারে মুসলিমদের সম্পর্কে কিছু বিধান নেই। আমাদের একটা বাজেট আছে. আগরতলায় মুসলমান-দের জন্য একটা বোর্ডিং করা যায় কিনা, আমাদের একটা স্কীম আছে। তবে চাকরীতে সং-রক্ষণের জন্য ভারতবর্ষের সংবিধানে একমাত্র সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস্ এর ক্ষেত্রে আছে। আর শিক্ষার ইত্যাদির সুযোগের জন্য ব্যাকওয়ার্ড কলাস যারা আছে তাদের জন্য আছে। কিন্তু চাকরীতে দুইটা বাদে সংবিধান কোথায় ও ব্যবস্থা নেই। এর জন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য চাকরীতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা আইনগতভাবে ত্রিপুরা সরকার সেটা পারেনা। তবে নিরঞ্জন দেববর্ম্মা খুশী হবেন জেনে যে এবারে যখন শিক্ষক নিযুক্তি হয়েছে অন্ততপক্ষেঃ ৩০ থেকে ৪০ জন. আমার সংখ্যাটা ঠিক মনে নেই— মুসলমান চাকরী পেয়েছে। দুজন মহিলা মুসলিম প্রার্থী ছিলেন, তাদের দুজনকেই চাকরী দেওয়া হয়েছে। একজনকে কমলপুরে এবং আর একজনকে বোধ হয় সোনামুড়াতে যদিও তারা সিনিয়ারিটির মধ্যে পড়ে না। কিন্তু যেহেতু মাত্র দুজনই মুসলমান মহিলা মাত্র ছিলেন সেজন্য তাদের দেওয়া হয়েছে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার যতদিন থাকবে চাকরীর ব্যাপারেই হোক বা অর্থনৈতিক ব্যাপারেই হোক, যে কোন ব্যাপারেই হোক সমাজের মধ্যে যারা একটু অসুবিধায় আছে সিডিউল্ড কাষ্ট সিডিউল্ড হোক সমাজের মধ্যে যারা একটু অসুবিধায় আছে সিডিউল্ড কাস্টে, সিডিউল্ড ট্রাইবস এবং মুসলিম বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু মণিপুরী বা অন্যান্য যে ব্যাকওয়ার্ড অংশের সিডিউল্ড মানুষ আছে তাদের প্রতি দৃষ্টী দেবেই] এবং এবারও চাকরীর নিয়োগে ব্যাপারে আমরা তা

সমাজ কল্যান খাতে যে সব মহিলা আশ্রম, অনাথ আশ্রম, অন্ধ, মূক, বধির ইত্যাদি বিদ্যালয় আছে সেগুলিকেও আমরা একটু সম্প্রসারণ করতে চাই। তজ্জন্য শিক্ষা খাতে বাজেটে ১২ কোটি ২০ লক্ষ ৪ হাজার টাকা রেখেছি, যেটা গত বারের বাজেটের তুলনায় বেশী। কাজেই সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা এই বিষয়গুলি করে দিতে চাই। তার থেকে আপনারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন যে বামফ্রন্ট সরকার তাঁর সীমাবদ্ধ অর্থ-নৈতিক ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে রশিক্ষার ব্যবস্থাকে জনকল্যানের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে এখনও এমন কোন রাজ্য নেই যেখানে ১২ ক্লাশ পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। এই বামফ্রন্ট

দেখেছি। বিকলাঙ্গ যারা তাদের জন্য চিন্তা করা হয়েছে, অরফান যারা তাদের জন্য চিন্তা করা হয়েছে, অরফ্যান যারা তাদের জন্য চিন্তা করা হয়েছে আলাদাভাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীটা সমাজের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হবে এটা আমরা আশা করি। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য আমি প্রায় শেষ করে এনেছি। শুধু এই কথা বলতে চাই যে এই বাজেট সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে আমাদের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এনেছেন এই বাজেট জনগণের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই বাজেট তৈরী হয়েছে। এই বাজেটের মধ্যে হয়ত অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে। সেটা আর্থিক সঙ্গতির অভাবে। আমরা যতটুকু করতে চেয়েছি তা হয়ত আমরা করতে পারব না কিন্তু যতটুকু আমরা এখানে এনেছি শতকরা ৯০ জনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমরা এই বাজেট এনেছি। কাজেই আমি আশা করব এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম বাজেট এটাতে সাধারণ মানুষের সমস্যাটা সংস্থান পেয়েছে। আমি হাউসের কাছে রেকমেণ্ড করব যে আপনারা এই বাজেটকে গ্রহণ করে নিন। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা— মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বিকলাঙ্গদের সম্পর্কে বলেছেন। আমি বলতে চাই যে বিকলাঙ্গদের জন্য স্কুল ইত্যাদি শুধু আগরতলার মধ্যেই আছে। এটা যাতে গ্রামের বা অন্যান্য জায়গাতেও ছড়িয়ে দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা আশা করি করবেন।

শ্রীদশরথ দেব — এটা আমাদের স্কীম আছে।

মিঃ স্পীকার— শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া এখন বাজেটের উপর তাঁর বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া — মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৮-৭৯ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেটা আমি সমর্থন করতে পারি না বিরোধী দল বলেই আমি এটা সমর্থন করতে পারছি না তা নয়। যদি আমি বামফ্রন্ট সরকারের একজন সদস্যও হতাম তাহলেও করতাম না। কারণ এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের সার্বিক উন্নয়নের কাজেই লাগবে না। যেটা ত্রিপুরার অগ্রগতিতে সহায়ক হবে না সেটাকে সমর্থন করতে পারি না। আমি যদি সরকারী দলের সদস্য হতাম তাহলে অন্ততঃ দলীয় স্বার্থে বিরোধিতা করতাম না ঠিকই কিন্তু অন্ততঃ একটা সংশোধনী আনতাম।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি বরাবরই দেখে আসছি যখনই কোন একটা সেকশান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান তখনই এই বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের উপর তা চাপিয়ে দেন। মেডিকেল ছাত্রদের একটা আন্দোলন হল, সেটাও কেন্দ্রীয় উপর সরকারের চাপিয়ে দেওয়া হল এইভাবে উপজাতিদেরএই অবস্থা

সমস্ত দাবীই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজকে এই বাজেটের এই অবস্থা দেখছি। ১১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ঘাটতি। এটা সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল। বাজেটের মাধ্যমে দলীয় রাজনীতি স্পষ্ট। কারণ বামফ্রন্ট সরকার জানে যে তারা যে দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে, সাধারণ মানুষের যে বিক্ষোভ এটা তারা কন্ট্রোল করতে পারে না। তারা সমস্ত কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দায় দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে এটাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য।

আর একটা জিনিষ আমি এই বাজেটে দেখতে পেয়েছি যে পুলিশ বাজেটকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, পরিমাণে অনেক টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা একদিকে দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামের মানুষ যখন অনাহারে মরছে ঠিক সেই সময়ে তারা পুলিশের বাজেট বাড়িয়ে দিয়েছে এই পুলিশের খাতে যে টাকা সেই টাকা মানুষের কাজে লাগবে না। সেই টাকা দূর্গত মানুষের কাজে লাগবে না। অভুক্ত মানুষের খাদ্য কেড়ে নিয়ে আজকে পুলিশের খাতে তারা ব্যয় করতে যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইভাবে তারা আজকে পুলিশকে শক্তিশালী করতে চলছে তার কারণ সরকার পক্ষের সদস্য বলেছেন যে উপজাতি যুব সমিতির গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমাতে হবে। এর জন্য পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কথাটা ঠিক। কারণ আজকে বামফ্রন্ট সরকার দেখেছে যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাধারণ মানুষ তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছে। তখনই তারা ভোট জোর করে আদায়ের জন্য পুলিশকে কাজে লাগিয়েছিল এবং পরবর্তীকালেও এটা তাদের দ্বারা হবে। তাই পুলিশকে শক্তিশালী করা দরকার। কাজেই এই বাজেটের মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার যেমনি করে দলীয় স্বার্থ সিদ্ধান্তর একটা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার একটা প্রচেষ্টা হিসাবে চালিয়ে যাচ্ছে তেমনি করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমানোর একটা ব্যবস্থাও তারা করেছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা দেখেছি এই বামফ্রন্টের আমলে কি করে এই বাজেটের টাকা দিল্লীতে ফেরত যাচ্ছে। কাজ হয়নি। ব্যয়িত হয়নি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য বাজেট ভাষণে সেই কথার উল্লেখ করেন নি। আমরা দেখেছি এই বাজেটে আজকের উপজাতিদের যে দাবী সাধারণ মানুষের যে দাবী সেটা পূরণের কোন ব্যবস্থা তারা রাখেনি। তাই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারি না। আমি দেখেছি যে ট্রাইবেল রিসার্চ যেটা মাননীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বলে গেছেন, তার জন্য একটা বিরাট পরিমাণ বাজেট ধরা হয়েছে। আমি দেখেছি ৮৭,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল গত বছরে। তার কিছুই হয় নি। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যে আরও বাজেট বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, আরও অর্থ বরাদ্দ বেশী করে রাখা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আমরা দেখছি যে গ্রাম উন্নয়ন কমিটির মিটিং বামফ্রন্টের শরিকী মন্ত্রীরা বয়কট করতে বাধ্য হচ্ছে। অবশ্য এখানে ব্যাপারটা গোপন করার চেষ্টা হবে। এভাবে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য তারা ব্যবস্থা করছেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, রুল ফাইভ বাতিলের কথা তারা বরাবর বলে এসেছেন, কিন্তু সেই রুল ফাইভ প্রয়োগ করে তারাই তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছেন কিনা, আমি বুঝতে পারছি না। আজও পোষ্ট অফিস চৌমুহনীতে ৩ জন মহিলা সহ ছাঁটাই কর্মচারীরা অনশন করে আছে, তাদের মৃতপ্রায় অবস্থা।। তারা দুই মুঠো ভাত খেতে চেয়েছিল, তারা দুটো রুটি খেতে চেয়েছিল, কিন্তু দেখছি তার জন্যও তাদের আন্দোলন করতে হচ্ছে। আমরা দেখছি যখন ছাঁটাই কর্মচারীরা আন্দোলন করবে, তখন এই বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ তাদের

ধরে নিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করছে। এটা কি দুর্নীতি নয়? এটা কি বামফ্রন্ট সরকারের সংগ্রামের হাতিয়ারের নমুনা? কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের এই হল অবস্থা। তাই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে সাধারণ মানুষের মুখের খাদ্য কেড়ে নিয়ে ঐ পুলিশের বাজেটকে বাড়িয়ে তাদের সমস্ত দোষ ত্রুটি ঢেকে, যে বাজেট আজকে এখানে উপস্থিত করা হচ্ছে তা সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার মতোই একটা হাতিয়ার। তাই আমরা এটাকে সমর্থন করতে পারছি না, আমি এর তীব্র বিরোধীতা করছি। আমরা আরও দেখছি যে এই বামফ্রন্ট সরকার গত কংগ্রেস আমলের দোষ দিয়ে এবং আমলা আর কিছু কর্মচারীর উপর দোষ দিয়ে তাদের দায়িত্ব এড়াতে চেষ্টা করছেন। আমরা আরও জানি যে আজকে অফিস অফিসে ঐ সমন্বয় কমিটির কর্মচারীরা কাজ করতে দিচ্ছে না, অফিসারদের কোন মতামত তারা গ্রহণ করছে না। কাজেই রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে অফিস আদালতকে যেন একটা রাজনীতির আড্ডাখানায় পরিণত করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যখন সাধারণ কর্মচারী ঐ সমন্বয় কমিটির সমর্থন করছে না, তখন তাদেরকে আগরতলা থেকে ট্রেন্সফার করে ঐ সাব্রুমে, ঐ চামনুতে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া আমরা আরও দেখছি যে যখন মানুষ গ্রাম উন্নয়ন কমিটিকে সমর্থন জানাতে পারছে না, তখন গ্রাম উন্নয়নের কাজে বাঁধা দেওয়া হচ্ছে বলে কোন টাকা পয়সা খরচ না করে, ঐ সি, পি, এম প্রার্থী গাঁও প্রধান যারা আছে, তাদের নির্বাচনের ব্যাপারে টাকা পয়সাগুলি খরচ করা হচ্ছে। অর্থাৎ ঐ সব গ্রাম উন্নয়ন কমিটির চেলা চামুণ্ডারা গ্রাম উন্নয়নের যে টাকা পয়সা, সেগুলি ভোগ করছেন। এই বাজেট পেশের মুখোমুখিতে আমরা দেখছি যে এখনও আন্দোলন চলছে। এই গত পরশু দিন সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ২৫/৩০ হাজার উপজাতি তাদের চার দফা দাবীতে মিছিল করে এই আগরতলা শহরে এসেছিল। কেন, না এই বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচনের সময়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তাদের ৪ দফা দাবী পূরণ করা হবে, যদি তারা ক্ষমতায় আসে। আজকে তারা শাসন ক্ষমতায় এসেছে, কিন্তু তারা সেই উপজাতিদের কথা ভুলে গেছে, তারা সাধারণ মানুষদের কথা ভুলে গেছে। তারা ঐ কর্মচারীদের কথা ভুলে গেছে এবং তারা দুর্গত মানুষদের কথা ভুলে গেছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, সেই বাজেট সাধারণ মানুষের সার্বিক উন্নয়নের কোন কাজে লাগবে না। আমি বলব যে শুধু তাদের দলের স্বার্থেই এটা পেশ করা হয়েছে, তাই আমাদের তাদের দলবাজীকে সমর্থন করতে পারি না। আমরা চাই যে ত্রিপুরা সার্বিক উন্নয়ন তরান্বিত হউক, দল বাজীকে প্রাধান্য না দিয়ে এই বাজেটকে আবার নূতন করে গড়ে তোলার জন্য অর্থাৎ সংশোধণ করার জন্য আপনারা এখানে প্রস্তাব রাখুন, এই অনুরোধ আমি আপনাদের কাছে রাখছি। কাজেই এই বাজেটের সংশোধনের প্রস্তাব রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীফইজুর রহমান — মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৬ই জুন তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে এই বাজেটে অধিকাংশ গরীব মানুষের স্বার্থ, ত্রিপুরার শতকরা ৯০ জন গরীব মানুষের স্বার্থে এই বাজেট করা হয়েছে। দুঃখের বিষয় যে এই বাজেটকে উপজাতি নাম ধরে কংগ্রেসের যারা দালাল এই বিধান সভায় ঢুকেছেন, তারা এই বাজেটকে কেন সমর্থন করতে পারলেন না, তার

কারণ হল কংগ্রেস আমলে যারা দুই তালার মালিক, তিন তালার মালিক, তাদের স্বার্থেই বাজেটের টাকা খরচ করা হত। এই কংগ্রেস আমলে ঐ সেক্রেটারিয়েটে বসে রসগোল্লা খাওয়ার জনাই এই বাজেটের টাকা খরচ করা হত। বর্ত্তমানে বামফ্রন্ট সরকার হওয়ায়, বাজেটের টাকা ঐ সব বড়লোকদের স্বার্থে খরচ না হয়ে গরীবদের স্বার্থে খরচ হবে, এই কথা জেনেই তারা এই বাজেটকে সমর্থণ করতে পারছেন না। ৩০ বছরের মধ্যে ত্রিপুরায় এই সর্ব প্রথম গরীব মানুষের স্বার্থে এই রকম একটা বাজেট পেশ করা হয়েছে, তাকে আমি সমর্থন করি। কংগ্রেস আমলে কোটি কোটি টাকা এই বাজেটের নামে খরচ করা হয়েছে, কিন্তু সেই টাকা সাধারণ মানুষের স্বার্থে খরচ না করে যারা মন্ত্রী হয়েছিলেন, কিম্বা যারা এম, এল, এ হয়েছিলেন, তারাই সেই টাকাগুলি আত্মসাত করেছিলেন, গরীব মানুষের স্বার্থে তারা সেই টাকা খরচ করে নি। কিন্তু বর্ত্তমানে বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেটের একটি পয়সাও কোন মন্ত্রী বা এম, এল, বা অন্য কোন বড় লোকের স্বার্থে ব্যবহৃত হবে না, সেটা গরীব মানুষের স্বার্থে খরচ করা হবে, আর এজন্যই বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না। তারপর বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা চাকুরীর কথা বলেছেন, এটা আমরা কংগ্রেসী আমলেও দেখেছি যে যারা মন্ত্রী, এম, এল, এ ছিলেন, তাদের আত্মীয়স্বজনেরা চাকুরী পেয়েছে। তখন টেলিফোনে পর্য্যন্ত চাকুরী হয়েছে। যেমন যারা এম, এল, এ ছিলেন, তারা বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীদের কাছে টেলিফোন করে বলেছেন আমার ভাতিজার চাকুরী হউক, আর অমনি চাকুরী হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার নিয়োগ নীতির মাধ্যমে যে চাকুরী দিয়েছেন, তা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আর কোথাও এই ধরনের চাকুরী হয় নাই। ঐ কংগ্রেস আমলে আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত কোন গরীব মানুষের স্বার্থে কোথাও কোটি টাকা তারা খরচ করেন নি, যারা বড় লোক, রাজা, জমিদার, লক্ষপতি বা কোটিপতি তাদের স্বার্থেই বাজেটের টাকা খরচ করা হয়েছে। বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার অল্প দিনের সরকার, তারা ৫ মাসের মধ্যে যা করেছেন, ঐ বিগত ৩০ বছরে কি সুখময় বাবুর আমলে, কি শচীন বাবুর আমলে, সেই কাজ তারা করতে পারে নি। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ৫ মাসের মধ্যে তাদের চাইতে অনেক বেশী কাজ করেছে। আজকে উপজাতি নাম ধরে কংগ্রেসী দালাল যারা এখানে এসেছেন, তাদেরকে আমি বলব যে বামফ্রন্ট সরকার যে কাজগুলি করেছে, সেগুলি আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখুন। তারপরে আমি শিক্ষার ব্যাপারে বলছি, এই ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেসী আমলে তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে যাতে গরীব করে রাখা যায়, মানুষকে যাতে অশিক্ষিত করে রাখা যায়। কারণ তাতে তাদের রাজনীতি করার সুবিধা হয়।

বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য বার ক্লাশ পর্য্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করেছেন এবং স্কুলে গেলে ছাত্রছাত্রীদের কোন বেতন দিতে হবে না। এছাড়া আমরা দেখছি ধর্মনগরে কলেজ স্থাপনের কাজ সুরু করার প্রয়োজন এবং সেই জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কদমতলী, তিলথৈ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের কাজ চালু করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দ্বিতীয়তঃ বন্যা, কুর্ত্তিবাউনিয়া রাণীর বাড়ী, উড়োয়া, কামেশ্বর গ্রাম এগুলিতে বন্যা প্রতিরোধ করার জন্য বর্তমান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এছাড়া গোটা কুর্ত্তি বাঁধ দিয়ে তারপর তারকপুর, ব্রজেন্দ্রনগর এবং কদমতলির যে বিরাট জনবসতি এলাকা

তার সঙ্গে ধর্ম্মনগরের যোগাযোগের কোন উপায় নাই। রাণীর বাড়ী হতে কদমতলী গিয়ে চোড়াইবাড়ী দিয়ে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত টি. আর, টিসির বাস চালু করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এছাড়া পানি সাগর ব্লকের বি. ডি. ও., কাজের বদলে যে খাদ্য প্রকল্প চালু হয়েছে সেখানে নানা ধরণের অজুহাত দেখিয়ে আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় গাও সভায় কাজ চালু করে নাই। নানা রকম দুর্নিতী চালিয়ে যাচ্ছে। আজকে এই বি. ডিওকে ধর্ম্মনগর পানিসাগর ব্লক থেকে সরানোর জন্য বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আমার অনুরোধ রইল। তার কারণ বেশীর ভাগ লোক তাকে সরানোর জন্য আবেদন করেছেন। এই বাজেটকে আবার অভিনন্দন জানিয়ে এবং সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—শ্রীমনদিদা রিয়াং।

কক বরক

শ্রীমন্দিতা রিয়াং—মাননীয় স্পীকার স্যার, থাঙনাই ১৬ জুন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেত প্রস্তাব খাই-অ, অ, প্রস্তাব ন আঙ পূর্ণ সমর্থন খাই-অ। আঙ তিনি বিশদ আলোচনা-অ থাঙ ইয়া, আঙ সমস্ত ত্রিপুরানি কক-ন ছা-ইয়া, কাঞ্চনপুর এলাকানি কয়েকটা কক-ন ছা-ওয়ান্য। আব বাদে-ব বামফ্রন্ট সরকারনি দৃষ্টি আকর্ষন খাই-অ, যে দীর্ঘ ৩০ বছর কংগ্রেস সরকারনি অপ-শাসন কংগ্রেস সরকারনি সাহায্যে গ্রাম্য মহাজননি শোষন চলিখা। আব তব তি ন এলাকানি বরক হুগ খলাই চানাইরগ, জুমিয়া, গরীব কৃষক বরগনি অর্থ নৈতিক দুর্বল। আবনি সাথে সাথে গত ১৬ সাল হইতে ১৭ সাল পর্য্যন্ত হুগ ওয়াক এবং ছিনজ আক্রমন খাইমানি ফসলনি উপর, আবনি বাগয় কাঞ্চনপুর এলাকা-অ খাদ্য সঙ্কট তীব্র অঙখা, আবনি বাগয় কাঞ্চনপুর এলাকানি যে দক্ষিন সীমানা, সোনারান চৌধুরী পাড়া, তুইছামা, বড়ছড়া, তছলাম পাড়া—আবরগ খাদ্য সঙ্কট তীব্র অঙখা, এবং আবনি বাগয় বামফ্রন্ট সরকার আ এলাকারগ "খাদ্য বিনিময়ে কাজ" রিনানি প্রস্তুত, অনেক জাগা-অ কাজ আরম্ভ অঙলাইা। কিন্তু যে বাজেত ই বাজেত-ন পুরাপুরি কার্যাকরী খাইনানি বাগয় চুঙ যে এলাকানি এম, এল, এ-রগ, এলাকানি ব্লক অফিস যে P.E.O. B.D.O. বরগ বাই চুঙ আলোচনা খাই-অ। আবন বিছিঙগ কিছু সংখ্যক যে আমলা বামফ্রন্ট সরকার ন হেয় প্রতিপন্ন খাইনানি বাগয় বরগ বামফ্রন্ট সরকারনি যে সিদ্ধান্ত, ই সিদ্ধান্ত-ন কার্য্যকরী খাইনানি অবহেলা এবং আব খাইনা বাগয় খুব চেষ্টা। আবনি বাগয় চুঙ এলাকা তঙগয় যে বামফ্রন্ট সরকার জনগননি এবং খেটে খাওয়া দুঃখ খাই-অয়, পরিশ্রম খাই-অয় যে ফসল উৎপাদন খাইনাইরগ, গরীব-রগনি স্বার্থে যে বাজেত-তুবুমানি, ই বাজেত-ন কার্য্যকরী খাইনানি বাগয় অত্যন্ত প্রয়োজন। যে কিছু সংখ্যক দুর্নীতিবাজ আমলানি বিরুদ্ধে চুঙ আন্দো-লন খাইনানি প্রস্তুত তঙগ। যে দীর্ঘ ৩০ বছর কংগ্রেস সরকার একটা রাস্তাঘাট খালাই মায়া কাঞ্চনপুর এলাকা-অ কাঞ্চনপুর এলাকা-অ বার বার কংগ্রেস আবনি প্রতিনিধি অঙগয় কাই-অ। যে প্রাক্তন মন্ত্রী রাজপ্রসাদ চৌধুরী, ব মন্ত্রী অঙলাহা, কিন্তু যে কংগ্রেস সরকারনি আমল কাঞ্চনপুর কোন T. R. T. C. বাস, যানবাহন বলতে আর চলাচল সুযোগ মায়া। বামফ্রন্ট সরকার গঠন অঙমানি সঙ্গে সঙ্গে, বামফ্রন্ট সরকার কাইমানি ওল তাবুক পর্য্যন্ত-ব কাঞ্চনপুর পর্য্যন্ত T. R. T, C. বাস চালু অঙলাহা। আবনি বাগয় বামফ্রন্ট সরকার-ন এলা-কানি বরক-রগ ধন্যবাদ রিয়। আবানি সাথে সাথে আঙ অমন-ব বামফ্রন্ট সরকারনি দৃষ্টি

আকর্ষন খাইঅ যে, কাঞ্চনপুর হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত T. R. T. C. বাস চালু খাইনানি বাগয়। তামানি হিনরা, কাঞ্চনপুর হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত T. R. T. C. বাস প্রয়োজন নাঙগ। কিন্তু কাঞ্চনপুর পেচারথল আচুগয় T. R. T. C, নাই-ছক তঙনা কালাই-অ। ধর্মনগয়নি T. R. T. C. বাস লোদ-খে কাইমানি আর বাথাক-ইরা। আর অনেক অসুবিধা তঙগ। ইয়তো আর কাঞ্চনপুর এলাকানি বরকরগ T. R. T.C. বাস মা-ইয়া হিনকে ধর্মনগর থাঙগয় ৫ টাকা ১০ টাকা খরচ খাই-অয় আর T. R, T, C. বাসনি টিকেট মা খাইঅ। কাজেই আগরতলা হইতে কাঞ্চনপুর T. R. T. C. বাস সার্ভিস চালু খাইনানি প্রয়োজন তঙগ। বাজেত অ তঙগ, কাঞ্চনপুর দেও নদীনি উপর পাকা পুল খাইনানি বাগয়। আবন তাড়াতাড়ি খাইনানি বাগয় সরকার ন অনুরোধ খাই-য। এই সাথে সাথে শিক্ষা খাটে অ ছানা নাইঅ। যে বিরাট এলাকা-অ একমাত্র কাঞ্চনপুর হাইস্কুল। কাঞ্চনপুর হাইস্কুল আবনি মাত্র ৫ জন শিক্ষক, তাবুক পর্য্যন্ত প্রধান শিক্ষক মায়া খ। কিন্তু দীর্ঘ ৩০ বছর কংগ্রেস সরকার দশদা-অ স্কুল মুঙছে খানা অ, তাবুক পর্য্যন্ত মায়া খ কাজেই, কাঞ্চনপুরনি বিভিন্ন সমস্যা-ন আবনি backward এলাকা-অ যে আশা খাইঅ, যে বামফ্রন্ট সরকার তাড়াতাড়ি উন্নতি খাইনানি বাগয় চেষ্টা খাইয়ানু হিনয় চুঙ আশা খাইঅ। অ বাজেত-ন পূর্ণ সমর্থন খাই-অয় আনি বক্তব্য শেষ খাইকা।

বঙ্গানুবাদ :—

শ্রীমন্দিতা রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ১৬ই জুন তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেত প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, সেই বাজেত প্রস্তাবকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। আজ আমি বিশদ আলোচনায় যাচ্ছি না- আমি সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের কথা বলতে যাচ্ছি না, শুধু কাঞ্চনপুর এলাকা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলবো। আমি এই দিক দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, দীর্ঘ ৩০ বছরের কংগ্রেসী সরকারের অপ-শাসনে কংগ্রেসী সরকারের সহযোগীতায় গ্রাম্য মহাজনরা শোষণ চালিয়েছে। এই কারনেই আজকে এলাকার যারা জুমচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে, যারা জুমিয়া, যারা গরীব কৃষক তাদের অর্থ-নৈতিক অবস্থা আরো দুর্বল হয়েছে। এর সাথে সাথে আবার গত ৭০-৭১ সালে জুম ফসলের উপরে শূয়র ও ইঁদুরের আক্রমণ চলেছিল, যার ফলে কাঞ্চনপুর এলাকায় খাদ্য সংকট তীব্র হয়েছিলো। একই কারণে কাঞ্চনপুর এলাকার যে দক্ষিণ সীমানা, সোনারাম চৌধুরী পাড়ায়, তুইছামা, বড়ছড়া, তহলাম পাড়া—সেই সমস্ত জায়গায় খাদ্য সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এবং এই কারণে বামফ্রন্ট সরকার সেই সমস্ত এলাকায় "খাদ্যের বিনিময়ে কাজ" প্রকল্প চালু করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে, অনেক জায়গায় প্রকল্পের কাজ চালু করা হয়েছে। কিন্তু এই বাজেতকে পুরাপুরি কার্য্যকরী করার জন্য আমরা যে যে এলাকার এম. এল. এ-রা এলাকার ব্লক অফিসের P. E. O. B. D. O. যারা আছেন, তাদের সাথে আলোচনা করছি। এর মধ্যে কিছু সংখ্যক আমলা আছেন, যারা বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের যে সমস্ত সিদ্ধান্ত, সেগুলিকে কার্য্যকরী করার কাজে অবহেলা করেছেন এবং বানচাল করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু আমরা এলাকায় থেকে যে বামফ্রন্ট সরকার সাধারণ মানুষের জন্যে এবং খেটে খাওয়া মানুষ, যারা দুঃখ ও পরিশ্রমের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করে, সেই সমস্ত গরীব মানুষদের স্বার্থে যে বাজেত এনেছেন এই বাজেতকে কার্যাকরী করার অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই, কিছু সংখ্যক দুর্নীতিবাজ আমলার বিরুদ্ধে আন্দোলন

করার জন্য আমরা প্রস্তুত। যে দীর্ঘ ৩০ বছরে কংগ্রেস সরকার একটা রাস্তাঘাট করতে পারেনি কাঞ্চনপুর এলাকায়। কাঞ্চনপুর এলাকায় কংগ্রেস বার বার সেখানকার প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন। প্রাক্তন মন্ত্রী রাজপ্রসাদ চৌধুরীও সেখাকার প্রতিনিধি ছিলেন তিনি মন্ত্রী হয়েছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস সরকারের আমলে কাঞ্চনপুরে T.R.T.C. বাস এবং অন্য কোন যানবাহন চলাচল হয়নি, সুযোগ পাওয়া যায়নি। বামফ্রণ্ট সরকার গঠন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বামফ্রণ্ট সরকার আসার পরে এখন কাঞ্চনপুর পর্য্যন্ত T.R.T.C. বাস চালু হয়েছে। সেই জন্য আমি বামফ্রণ্ট সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এটার সাথে সাথে আমি আমি বামফ্রণ্ট সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, কাঞ্চনপুর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত T.R. T.C. বাস চালু করার প্রয়োজন আছে। কেন কাঞ্চনপুর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত T.R.T.C. বাস চালু করার প্রয়োজন? কারণ কাঞ্চনপুরের যাত্রীদের পেচারথলে বসে T.R.T.C. বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ধর্ম্মনগরের T.R.T.C. বাস লোট হয়ে আসে এবং সেখানে থামে না, সেটা মস্তবড় অসুবিধা। এতে কাঞ্চনপুর এলাকার মানুষ যেখানে T.R.T.C. না পেলে ৫ টাকা ১০ টাকা খরচ করে ধর্ম্মনগরে গিয়ে বাসের টিকিট করতে হয় কাজেই, আগরতলা থেকে কাঞ্চনপুর T.R.T.C. বাস সার্ভিস চালু করার প্রয়োজন আছে। বাজেতে আছে, কাঞ্চনপুরে দেও নদীর উপর পাকা পুল করার পরিকল্পনা। সেটা তাড়াতাড়ি করার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করছি। এই সঙ্গে শিক্ষা খাটেও কিছু বলতে চাই। কাঞ্চন-পুরের বিরাট এলাকায় একটি মাত্র হাই স্কুল আছে। এই কাঞ্চনপুর হাই স্কুলে ৫ জন মাত্র শিক্ষক আছেন। এখন পর্য্যন্ত সেখানে প্রধান শিক্ষক নেই। কিন্তু দীর্ঘ ৩০ বছরের কংগ্রেসা আমলে দশটায় শুধু স্কুলের নাম শুনে এসেছি, এখনো হয়নি। কাজেই আমি আশা করি, বিভিন্ন সমস্যা কবলিত কাঞ্চনপুরের মত backward এলাকাকে তাড়াতাড়ি উন্নতি করার জন্য বামফ্রণ্ট সরকার চেষ্টা করবেন,—এটাই আমাদের আশা। এই বাজেতকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—শ্রীকামিনী দেববর্ম্মা।

শ্রীকামিনী দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি গত ১৬ই জুন মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এখানে উপস্থিত করেছেন, সেই বাজেটকে সমর্থন করছি। এই বাজেটকে ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতি তাঁরা সমর্থন করছেন না। তার কারণ হল তাঁরা ত্রিপুরার শতকরা ৫ জন লোকের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এই শতকরা পাঁচজন লোক হল, ধনীক শ্রেণীর লোক, যাদের স্বার্থে তাঁরা এখানে দেখতে পারছেন না। কাজেই তাঁরা এই বাজেটকে সমর্থন করেন না। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে বলতে চাই যে আমবাসা হতে গংগানগর পর্যন্ত যে দীর্ঘ ৩০/৩৫ মাইল দূরত্ব রাস্তাটা আছে, এই রাস্তাটা কয়েকদিন আগে বৃষ্টি হওয়ার ফলে রাস্তাটা নষ্ট হয়ে গেছে। যার ফলে রেশন ইত্যাদি পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রী কামিনী দেববর্ম্মা :- ৩৪ জন রেশন শপ ডিলার ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু রাস্তা খারাপ থাকার ফলে তারা আম্বাসা থেকে চাল আনতে চায় না। কাজেই প্রাইভেট যে সমস্ত জীপ মাল টানে তারা আগে যে রকম চার্জ করতো এখন রাস্তা খারাপ থাকার ফলে প্রতি

কুইন্টাল মালের জন্য ১৫ হইতে ২০ টাকা চার্জ করে। এর জন্যও ডিলাররা সেখানে চাল আনতে রাজী হয় না। এর ফলে এই দুর্গম এলাকা বাসীদের অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় সেই সব রাস্তা গুলি যাতে কিছু দিনের মধ্যে সংস্কার করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সচেষ্ট হন তাহলে এলাকাবাসীর সুবিধা হবে। আর যদি তা না করা হয়, তাহলে সেই এলাকার অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যেতে পারে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ছাওমনু ব্লক এরীয়াতে এখন পর্য্যন্ত খাদ্যের বদলে কাজ চালু করা হয় নাই। আমি গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সেখানে এই ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম। তারা বলেছেন পঞ্চায়েৎ নির্বাচন হয়ে গেলে পরেই শুরু করা হবে। কিন্তু নির্বাচনের পরে আজকে ১৫/২০ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে কিন্তু এখনও খাদ্যের বদলে কাজ প্রকল্প শুরু করা হয় নাই। কাজেই পাথরছড়া, ফুলাছড়া, ধুমছড়া দামছড়া এলাকাগুলিতে এখনই যদি কাজ আরম্ভ না করা হয়, তাহলে সেখানকার অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যাবে। দামছড়াতে পৌর নির্বাচনের আগে পুল উড়িয়ে দেওয়ার পর এখনও তা ঠিক করা হয় নি। এই পুলটা যদি পি, ডাব্লু, ডি, ঠিক করে দিতেন, তাহলে সেখানে রেশন নিয়ে যাওয়ার সুবিধা হইত। দামছড়াতে প্রায় ৫০ ফুট পুল উড়িয়ে দেওয়ার ফলে সেখানে গাড়ী যাতায়াত করতে পারছে না। ফলে সেই সব রেশন শপ গুলিতে যদি চাল এবং আটা ইত্যা দি আনতে হয় তাহলে লেবার কষ্ট অনেক বেশী পরে যায়। যার জন্য ডিলাররা আটা এবং চাল আনতে রাজী হয় না। এর জন্য খুবই অসুবিধা হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সে সব এলাকে এখনও কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প চালু করা হয় নি বলেই আমি মনে করি। এ ছাড়া যে সমস্ত এলাকাতে তা চালু করা হয়েছে, সেগুলিও সঠিকভাবে চালু করা হয় নাই। কারণ প্রায়ই শুনা যাইতেছে, সেখানে রীতিমত টাকা পয়সা দেওয়া হয় না। এর জন্য দায়ী কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মচারী। তারা বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচী রূপায়িত করতে কারচুপি করছে। সমস্ত কর্মচারী নয়। কিছু সংখ্যক কর্মচারী সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকারের এই বাজেটকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :-- শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া :—অনেক ঘষামাজা করে, অনেক কষ্ট করে দীর্ঘ ৬ মাস চলার পর গত ১৬ই জুন বর্ত্তমান মন্ত্রী সভার অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেই জন্য আমি অভিনন্দন জানাই। কেন না দীর্ঘ পাঁচ মাস পরে সাড়ে সতের লক্ষ্য মানুষ অপেক্ষা করছিল এই বাজেটের জন্য। ছয় মাস অতিক্রান্ত হবার পর এই ১৬ই জুন সেটা দিতে পেরেছেন সে জন্য আমরা খুশী। কিন্তু আমি এই বাজেটকে সমর্থন জানাতে পারি না।

(ভয়েসেস ফ্রম রুলিং বেঞ্চ :—অভিনন্দন জানিয়েছিলেন একটু আগে)

কেন না আমরা দেখেছি--ধন্যবাদ জানাতে পারি, কিন্তু সমর্থন জানাতে পারি না। কারণ অনেক কষ্টের পর এই বাজেট এখানে উপাস্থিত করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি এই সরকারের মধ্যে একই মতাদর্শের লোক নেই। এখানে সি. পি. এম. রয়েছে, আর. এস. পি. রয়েছে, ফরোয়ার্ড ব্লক রয়েছে, কিছু নির্দল প্রতিনিধিও রয়েছে। এই দিক

থেকে আমরা স্পষ্টই ভেবে নিতে পারি এই বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারণের জন্য কিছুই করতে পারবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপজাতীদের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পে যে টাকা রাখা হয়েছে তার পরিমাণও মাথাপিছু বৎসরে যা দেখানো হয়েছিল তা মাত্র ১২ টাকা। এই ১২ টাকা করে উপজাতীদের দিয়ে গোটা জাতীকে অপদস্ত করা ছাড়া আর কিছুই করা হবে না। কাজেই ঐ দিকে আলোচনা করলে এটা স্পষ্টই দেখা যায়, বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারণের উন্নতি করা দূরের কথা আরো অবনতির দিকে টেনে আনবে। বিগত কয়েক দিন ধরে এই বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে অনেক বিধায়করাই মন্তব্য করেছেন যে, উপজাতী যুব সমিতি নাকি কংগ্রেসকে স্থান দিয়েছে কয়েকটা গাঁও সভাতে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই কথাই বলব, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, উদয়পুরের ধ্বজনগর এবং রাজনগরে এইখানে এই দুটি গাঁও সভায় উপজাতি যুব সমিতির কোন লোক নেই। তথাপি এখানে কি করে চলে গেল ইন্দিরা গান্ধীরা? কারণ উদয়পুরে আমরা দেখেছি, ৫০টি গাঁও সভার মধ্যে ৪০টি গাঁও সভায় সি. পি. এম. প্রার্থী দেবার কথা ছিল, আর বাকী ১০টিতে দেবে আর. এস. পি.। কিন্তু তা না করে সেখানে আর. এস পি. প্রার্থী দেওয়া হয়েছিল, সেখানে বিক্ষুব্ধ ভাবে ঐ সি. পি, এম. এর এক দল লোক নির্দল প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করিয়েছিল। শালগড়া গাঁও সভাতে দেখেছি দেবেন্দ্র ভৌমিককে নির্দল প্রার্থী হিসাবে সমর্থন করেছিল। কারণ সেই দেবেন্দ্র ভৌমিক ছিলেন সি. পি. এম এর পৃষ্ট। কাজেই সেখানে দলাদলীর সৃষ্টি হচ্ছে—তেমনি ধ্বজনগরেও আর এস. এস. পি. পি. এম সমর্থিত নির্দল প্রার্থী। এরই ফলে কংগ্রেসের প্রার্থী সেখানে জয়ী হয়েছেন।

এখানে স্পষ্ট বোঝা যায় এই কুন্দল তারা সৃষ্টি করছে। পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে যে ভাবে তাঁরা অভিযান চালিয়েছে সে কাজের জন্যও তাঁদের সমর্থন করা যায় না কেন না পঞ্চায়েৎ ইলেকশানে নূতন করে সংশোধন এখন তাঁরা এমনভাবে তাঁরা কাজ করছে

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—অর্ডার প্লীজ

সেখানে অর্থের বৈষম্য দেখা দিয়েছে, কেন না সেখানে মেম্বার এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য কিছু বরাদ্দ রাখা হয় নি এবং তাদের জন্য কোন সিদ্ধান্ত রাখা হয় নি। আমরা যতদূর জানি কংগ্রেসী কায়দায় এখানে বামফ্রন্টের মন্ত্রীরা কতগুলি প্রশ্নের উত্তর এমনভাবে দিতে শুরু করেছেন যে কতগুলি অসত্য তথ্য এই বিধান সভায় তাঁরা উপস্থিত করছেন কারণ আমরা জানি অন্ততঃ উদয়পুরে যে সমস্ত এলাকায় কক্-বরক পড়ানো হতো গতকাল আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ঐ সমস্ত স্কুলে এখনও কক্-বরক ভাষা অব্যাবত আছে কিনা। তার উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে অব্যাহত আছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—আমাদের দলের যে সময় আছে সেটা উনাকে দেওয়া হলো।

মিঃ স্পীকার দেখুন হাতে সময় নেই। দু'জন মন্ত্রী বলবেন এবং আরো অনেক সদস্য আছেন, আপনি আর এক মিনিট বলুন, আমি সময় দিচ্ছি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া—এর মধ্যে আমরা দেখেছি নোয়াবাড়ী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়, মনুবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, সার্বিক মুড়া, শিবরাম, তৈদুপা এই সমস্ত বাড়ী হাতিছড়া, চম্পাশর্ম্মা, নয়াবাড়ী মহারাণী কলোনী, মানিকছড়া এই স্কুলগুলিতে উদয়পুরে কক্‌-বরক হতে, গতকাল শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন ঐ সমস্ত স্কুলে এখনও পড়ানো হচ্ছে কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে জানি লংতরাই বাড়ীতে এখন পর্যন্ত কোন শিক্ষক নেই। মহারাণী কলোনীতে যে শিক্ষক আছেন এসবর্ণ জমাতিয়াকে সেখান থেকে ট্রান্সফার করা হয়েছে কিন্তু আজ বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সেখানে নূতন কোন কক্‌-বরক শিক্ষক নিযুক্ত না করে ঐ শিক্ষককে বদলী করা হয়েছে কাজেই এই যে অসত্য তথ্য এখানে পরিবেশন করছেন সে জন্যই আমরা বামফ্রন্ট সরকারের তৈয়ারী বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে ১৯৭৭ সালে ডিসেম্বর মাসে বাৎসরিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে কিনা তার উত্তরে তিনি বলেছেন যে সমস্ত স্কুলে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে কিন্তু আমি যতদুর জানি এই বামফ্রন্ট সরকারের নীতি সেটা কি ধরনের নীতি যেখানে ডিসেম্বর মাসে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে যায় সে জায়গায় সেপ্টেম্বর মাসে পরীক্ষা নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন কাজেই এই যে ভুল তথ্য যেটা হাউসে পরিবেশন করা হয়েছে সেটা আর না হয় তার জন্য অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়কে বলবার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীব্রজগোপাল রায়—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৬ই জুন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এই বিধান সভায় পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি সর্বান্তকরনে সমর্থন করছি। সমর্থন করি এই কারনে যে এতে ভূমি সংস্কার, কৃষি, স্বাস্থ্য, তপশীলি জাতি-উপজাতি, রাস্তাঘাট নির্ম্মান প্রকল্প, নগর পরিকল্পনা, গৃহ নির্ম্মান প্রকল্প, জল সরবরাহ, শিল্প সম্প্রসারন, ক্ষুদ্র ও গ্রামীন শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কর্মসূচীগুলি জনসাধারণের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ত্রিপুরার জন-জীবনের স্বার্থে যে কর্মসূচী এই বাজেটের মধ্যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তাতে এই কথাটাই প্রমানিত হয় যে,
ত্রিপুরায় খেটে খাওয়া যে সাধারন মানুষ আছে সেই সাধারন মানুষের স্বার্থেই এই বাজেট পরিকল্পনা করা হয়েছে কাজেই সেই বাজেটকে আমরা সর্বান্তকরনে সমর্থন করি। আমরা সমর্থন করি এই কারনে যে এতদিন পর্যান্ত ত্রিপুরায় যে মন্ত্রীসভা গেছে সেই ৩০ বছর ধরে এখানে নির্যাতন চালানো হয়েছে কারণ জনসাধারণ সেখানে জনকল্যানমুখী কোন বাজেটের চেহারা দেখেনি কিন্তু এবার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে বাজেট রচনা করেছে সেটা ত্রিপুরার পক্ষে একটা নূতন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করেছে নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমাদের মাননীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্যদের বক্তৃতা থেকে কতগুলি জিনিষ বেড়িয়ে এসেছে, তাঁরা বলেছেন যে গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবার যে কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে বাস্তবের কোন সামঞ্জস্য নাই। 'হ্যাঁ' খুব সত্যি কথাই বলেছেন কারন এই উপজাতি যুব সমিতির যে বাস্তব আর বামফ্রন্টের যে বাস্তব সেটা এক জিনিষ নয়। এই উপজাতি যুব সমিতির বাস্তব হচ্ছে এই বাজেট তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের রক্তশোষন করা হবে, লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষকে নিষ্পেষন করে নিজেদের পুজির পাহাড় বাড়ানো তাদের সেই লক্ষতো পূরন

হয়নি তাঁদের বাস্তবের দিকে তো আমাদের বাস্তব যায় না, বামফ্রন্টের-এর বাজেট বাস্তবের উপর নির্ভর করে করা হয়েছে। সেই বাস্তবটি হচ্ছে শতকরা ৯০ জন মানুষের যে উপকার সেই উপকারের স্বার্থে আমাদের বাজেট পরিকল্পিত হয়েছে। বিরোধীরা আরো বলেছেন যে এই বাজেট রাজ্যের সাধারন মানুষের অগ্রগতির সহায়ক হবে না, সাধারণ মানুষের অগ্রগতি কিসের উপর নির্ভর করে সেই ধারনাটা যদি তাঁদের থাকত তাহলে এই কথাটা তাঁরা বলতেন না। সাধারণ মানুষের কল্যান বলতে আমরা এটাই বুঝি যে, সাধারন মানুষের কল্যানের জন্য কতগুলি কর্মসূচী নেওয়া হয়, সাধারণ মানুষকে এগিয়ে চলবার সুযোগ করে দেওয়া হয়। এতদিন ধরে সাধারণ মানুষকে শোষন করে যাঁরা রাজত্ব চালিয়েছিলেন তাদের ৩০ বছর পরে এই দৃষ্টি-ভঙ্গি আসতে পারে না এই কথাটা আমাদের মাননীয় বিরোধী গ্রুপের বন্ধুদের মনে রাখা দরকার। একদিকে ছাত্রদের আন্দোলন করবার জন্য তাঁরা বলছেন অপর দিকে দলবাজী করছেন এ থেকেই এই জিনিষটা পরিস্কার আপনারা জানেন গত ৩০ বৎসর ধরে কংগ্রেসরা বলেছিল ত্রিপুরাতে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হবে। মেডিক্যাল ছাত্রদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে। আর সে জায়গায় ছাত্রদেরকে পাঠাতে হয় বিভিন্ন ষ্টেটে। মেডিক্যাল কলেজ ত্রিপুরাতে নেই বলে, বিভন্ন ষ্টেটের কাছে আমাদেরকে অনুরোধ রাখতে হয়েছে। আমরা লোক পাঠিয়ে চেষ্টা করছি যাতে আমরা ৯০টা সীট পাই, ৯০টা না হোক অন্ততঃ ৮০টা সীট যাতে আমরা পেতে পারি। সেগুলি যদি না পাওয়া যায়, মেডিক্যাল ছাত্রদেরকে কোথায় সীট দেওয়া হবে, সে দিকটা কি মাননীয় সদস্যরা চিন্তা করে দেখেছেন? তাহলে তো অবাস্তব কথা তারাই বলছেন। তারই এই কোমলমতি ছাত্রদেরকে দলবাজী করে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য অনশনের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। কিন্তু তাদের সেই গুড়ে বালি। কারন আমাদের যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টাতে তারা অনশন প্রত্যাহার করে নেন। উনারা বলেছেন পুলিশ বাজেটকে গরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বন্ধুগন, এটা অংকের হিসাব। সেই হিসাবটাকে তো মাথায় ঢোকাতে হবে। পুলিশ বাজেট বাড়েনি, কমেছে, আপনাদের ভয় নেই। কারণ পুলিশকে গনতান্ত্রিক আন্দোলন দমাবার জন্য বামফ্রন্ট সরকার ব্যবহার করবেন না। চোর, গুণ্ডা, বদমায়েসদের দমন করে, জনগণকে রক্ষা করার জন্য পুলিশ থাকবে। কাজেই আপনারা যদি তা করতে যান তাহলে পুলিশের কাছ থেকেও আপনাদের বিপদ আসতে পারে। নতুবা আপনাদের ভয়ের কোন কারন নেই। তারপর বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন বাজেটের টাকা দিল্লীতে ফিরে গেছে? ১৬ই জুন ১৯৭৮ সনে বাজেট উপস্থিত হয়েছে, আর এরই মধ্যে টাকা দিল্লীতে ফিরে গেছে; কি অবাস্তব কথা সেটা আপনারাই ভেবে দেখুন? দলবাজী করার জন্য এটা বলা যায়। গলাবাজী করার জন্য এই সব বলা যায়। কিন্তু বাস্তব সেটা স্বীকার করে না। তারপর তিনি মৃতপ্রায় ছাটাই কর্মচারীদের অনশনের কথা বলেছেন। মুখোশটা এই বিধান সভায় একটু খুলে দেওয়া দরকার। ১৯৭১ ইং সনে বাংলাদেশের গাড়ীগুলি চালাবার জন্য সেইসব ড্রাইভার নিযুক্ত হয়েছিলেন সাময়িক ভাবে। তারা কর্মচ্যুত হয়েছিলেন ১৯৭১ ইং সনে। তারপর শচীন বাবুর সরকার গেল, সুখময় বাবুর সরকার গেল, প্রফুল্ল বাবুর সরকার গেল, রাধিকা বাবুর সরকার গেল কিন্তু কোথায় সেই আন্দোলন তো তখন সংঘটিত হয়নি? আর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সংগে সংগে আন্দোলন করার জন্য উনারা তৎপর হয়ে উঠেছেন। কাদের

স্বার্থে সেই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল? কারা সেই আন্দোলনকে পরিচালিত করে-ছিলেন? সে কথা কি আমাদের জানা নেই? ২২ দিন অনশনের পরেও তাদের পালসের অবস্থা স্বাভাবিক। তাহলে অনশনের চেহারাটা একবার চিন্তা করে দেখুন। তারপর আজকেও দেখছি এই ছাটাই কর্মচারীদের জন্য উনাদের দরদ উথলে উঠেছে। আপনারা কি বাস্তবটা জানেন? এই ছাটাই কর্মচারীরা কী দাবী করেছিলেন। মানুষের অন্নের সংস্থান করে দেওয়াটাই হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। তার জন্য আমরা তাদেরকে বলেছি যে বন্ধুগণ আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। যখন সুযোগ আসবে তখন নিশ্চয়ই আমরা আপনাদের ব্যবস্থা করব। কিন্তু তাদেরকে উসকানি দিয়ে অনশনের পথে পাঠিয়ে দিলেন নিজেদের রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য। সে কথাটা আপনাদের ভেবে দেখতে হবে। পরি-শেষে একটি কথাই আমি বলব যে উনারা বলেছেন বাজেটে জনকল্যানের কোন চেহারাই দেখতে পাচ্ছেন না। আমি কবির কণ্ঠের সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে বলছি

'বন্ধু তোমার বুক ভরা লোভ দুচোখে স্বার্থ বলি।
নতুবা দেখিতে তোমারে সেবিতে দেবতা হয়েছে কুলি।

কাজেই সে কথাটা মনে রাখার অনুরোধ জানিয়ে এবং যে বাজেট এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে, সে বাজেট ত্রিপুরার জনগণের মুক্তির পথকে প্রসস্ত করবে, এই বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক আনীত যে বাজেট, সে বাজেটকে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারনে যে দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরে কংগ্রেস রাজত্বে যে বাজেট এই বিধান সভায় পেশ হত এবং ১৬ই জুন, ১৯৭৮ সনে যে বাজেট পেশ হয়েছে, তার মধ্যে পার্থক্য আছে। যে বাজেট এই বামফ্রন্ট সরকার এখানে পেশ করে-ছেন, তার মধ্যে ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের যে অধিকার, যে চেতনা, যে প্রয়োজনীয়তা, সেই ১৬ লক্ষ মানুষের কল্যানের দিকে চেয়ে এই বাজেট পেশ করেছেন। আর সেই বাজেটকে বিরোধীতা করেছেন বিরোধী দলের যারা সদস্য তারা। উনারা বোধ হয় ভুলতে পারছেন না যে দীর্ঘ ৩০ বৎসর কংগ্রেসীরা আজকে ক্ষমতায় নেই। আজকে সাধারন মানুষ চোখ বুঝে নেই। আগের চেয়ে এখন অনেক বেশী চেতনা সম্পন্ন হয়েছে।

বিগত ৩০ বৎসর ধরে আমরা দেখেছি পেটের অভাবে মা তার ছেলেকে বিক্রি করেছে, নিজের দেহকে বিক্রি করে অন্নের সংস্থান করেছে ঐ শচীন বাবুর রাজত্বে সুখময় বাবুর রাজত্বে। আপনারা যদি জনগণের মঙ্গল চাইতেন তাহলে তাদেরকে ধীক্কার জানাতেন। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন সে বাজেটকে আমরা কেন সমর্থন করছি? কারণ এই বাজেটে শতকরা ৫ জনের কথা না বলে ৯৫ জনের কথাই বলা হয়েছে। আজকে আমাদের সরকার ফুড ফর ওয়ার্ক চালু করেছেন গ্রামে গ্রামে। আর সেখানে জোতদার, জমিদারদের কাছে গ্রামের কৃষক মজুরদের পদাবনত হয়ে থাকতে হবে না। গ্রামের কৃষককে ১০ টাকায় আর বিক্রি করতে হবে না তার জমি। তজ্জন্য আজকে যারা বিরোধী তাঁদের বুকে কাঁপন ধরেছে। তারজন্য উনারা উঠে পরে লেগেছেন পূর্বাবস্থার ফিরে যেতে। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? দীর্ঘ ৩০ বৎসর অভিজ্ঞতার পরে মানুষ রায় দিয়েছে এই বামফ্রন্ট সরকারকে। পঞ্চায়েত

নির্বাচনেও বিপুল ভোটাধিক্যে বামফ্রন্টকে বিজয়ী করেছে। কিন্তু কেন ভোট দিয়েছে? কারণ এই সরকার সামান্য কিছু দিনে যে কাজ করেছে, কংগ্রেস সরকার ৩০ বছরেও সে কাজ করতে পারে নি। আজকে আমরা বুক ঠুকে বলতে পারি বিগত ৩ দশক ধরে কংগ্রেস সরকার মানুষকে অর্থনৈতিক কোন সুযোগ সুবিধা করে দিতে পারে নি। খাজনার জন্য গ্রামের মানুষকে গরু বিক্রি করতে হয়েছে, ছাগল বিক্রি করতে হয়েছে। আর আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ২ ট্যাণ্ডার্ড একর নাল জমি বা ১৫ কানি টিলা জমির খাজনা মুকুব করে দিয়েছে। ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস সরকার তো সেটা চিন্তা করতে পারে নি। কমিউনিষ্ট পার্টি তার জন্য আন্দোলন করলে কংগ্রেস সরকার তার বিরোধীতা করত। কাজেই এই সত্য তাই প্রমাণিত হয়েছে যে এই বামফ্রন্ট যে প্রতিশ্রুতি দেয়, সেই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচনের সময় যে কার্য্য সূচী ঘোষণা করেছিলেন, আজকে তার অনেক কিছুই পালন করছেন। ১২ ক্লাস পর্য্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, যেটা শুধু কাশ্মীর ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই, আর এক হয়েছে ত্রিপুরাতে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার তাঁর সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এই যে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন, সেটাকে অভিনন্দন না জানিয়ে আমরা পারছি না। এবং ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষও সেটাকে ধন্য বাদ জানিয়েছেন। আজকে নূতন ভাবে ত্রিপুরাকে গড়ার জন্য যে বাজেটে তৈরী করা হয়েছে, সে বাজেটকে কাজের মাধ্যমে আপনারা পরিক্ষা করে নেবেন। আজকে গ্রামে গরীব মানুষকে বাঁচাবার জন্য খাদ্যের বদলে কাজের যে প্রকল্প বামফ্রন্ট সরকার চালু করেছেন। কিন্তু উনারা প্রকল্পের বিরোধীতা করেছেন এবং গ্রামে প্রচার করছেন—যে তোমরা আটা খেওনা, আটাতে বিষ মেশানো আছে। যে ৩০ বৎসর ধরে কংগ্রেসী রাজত্বে মা তার সন্তানকে বিক্রি করেছে, যে মা নিজের দেহকে বিক্রি করে পরিবার চালিয়েছে, এই বামফ্রন্ট সরকার দেশের ৯৫ জন মানুষের স্বার্থে যে বাজেট হাউসে পেশ করেছেন আজকে উনারা সেই বাজেটের বিরোধীতা করে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরে যেতে চাইছেন। যে কংগ্রেস সরকার বিগত ৩০ বৎসর ধরে গ্রাম গুলির দিকে তাকায়নি, শুধু প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি-তেই নয়, শহর সংলগ্ন গ্রাম গুলিতে আজকে রাস্তা নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, কিছুই নেই, সেখানে বামফ্রন্ট সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং যে কর্মসূচী নিয়েছেন, ব্যাপকভাবে কাজ করতে তাঁরা এগিয়ে এসেছেন এবং দেখা গিয়েছে যে সেখানে ব্যাপকভাবে কাজ চলছে। সেই দিক থেকে আজকে বামফ্রন্ট সরকারের যে অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করেছিলেন, সেই বাজেটকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করি এবং আশা করি যে দীর্ঘদিন ধরে যে স্বৈরাচারী কাজ চলেছে, তার কিছুটা সমস্যার সমাধান হবে। তবে দুঃখের বিষয় যে লোকসংখ্যা অনুযায়ী বাজেট কম। মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড ইত্যাদি জায়গায় যে পরিমাণে টাকা কেন্দ্র দিচ্ছেন, সেই পরিমাণে আমাদের ত্রিপুরাকে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছেন না, সেজন্য আমরা দুঃখিত। তবে আমাদের বা বামফ্রন্ট সরকার আসার সাথে সাথে কতগুলি পরিবর্ত্তন ত্রিপুরাতে আমরা লক্ষ্য করেছি। ত্রিপুরাতে বার ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়াশুনা করলে এখন আর পয়সা দিতে হবেনা এবং গরীবদের জন্য ত্রাণ আর মামলা মোকদ্দমার পয়সা লাগছে না। উপজাতিদের জন্য ও যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

তবে বিরোধী দলের পক্ষে এটা বুঝা দরকার যে খুনের রাজত্ব কংগ্রেস ত্রিপুরাতে করে গেছে ৩০ বছর, তার পরিবর্ত্তন হয়েছে। সাক্রমে নৃপেন দেবনাথকে খুন করেছে, মোহিনী ত্রিপুরাকে, ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে খুন করেছে। আর শান্তির বাজারে পরিমল মজুমদারকে খুন করেছে গুণ্ডা দিয়ে। উদয়পুরে গৌরাঙ্গ দাস, মেলাঘরে কাজল বর্ম্মন, এবং আগরতলায় অনেক ছাত্র শহীদ হয়েছে। কল্যাণপুরে মহেন্দ্র জমাতিয়া বলে একজন খুন হয়েছে, বাঙ্গালী পাহাড়িয়াতে সংঘর্ষ লাগিয়েছে। কৈলাসহরে রবীন্দ্র মালাকার খুন হয়েছে। যে লেভী আদায়ে বাধা দিয়েছে, তাকেই খুন করেছে। কিন্তু এই খুনী কংগ্রেস রাজত্বের বিরুদ্ধে ১৯৭৮ সনে ১০ লক্ষ মানুষ রায় দিয়েছে। আর সেটা ফিরে আসবে না। কিন্তু বিরোধী পক্ষের ঐসব চিন্তা করে দেখা দরকার। ইতিহাস করনও পেছনে যায় না। কংগ্রেসের আমলে উপজাতিরা যারা চাকরী পেয়েছেন শিক্ষক কর্মী, আশা করি তারা ককবরক দিয়ে ছেলে মেয়েদের পড়াতে পারবেন। ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী শাসনে সেটা হয় নি। আজকে উপজাতি যুব সমিতি করে যারা তারাই কর্ম্মচারীর বেশী অংশ। গত লোকসভা নির্ব্বাচনে নৃপেন বাবুর মিটিংএ তারা তার মোটরগাড়ীকে ভেঙে চুরমার করল। এটা কি গণতন্ত্র? (গণ্ডগোল) তবে তারা মনে করবে না উপজাতি যুব সমিতি ১৯৭১-৭২ সালে আপনারা কাকে মিজোরামে পাঠিয়েছেন? খগেন্দ্র জমাতিয়া, এই যে গোপী রমন জমাতিয়া আর বিজয় লাল আর কড়ইমুড়ার একজনকে আর মোহিনী ত্রিপুরার ছেলের সংগে ড্রাউরিয়াং এর দলের হয়েছে (গণ্ডোগোল)। পুলিশের হাতে পাওয়া গেছে কাগজ পত্র। ড্রাউরিয়াং করছে। (গণ্ডোগোল) এই বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে বাজেটের উপর তিন দিন ব্যাপী বক্তব্য মাননীয় সদস্যরা রেখেছেন, তাতে বাজেটের নানা দিক আলোচিত হয়েছে। আমরা খুসী হয়েছি যে, কি বিধান সভার ভিতর, কি বাইরে, এই বাজেট ব্যাপকভাবে অভিনন্দিত হয়েছে। অভিনন্দিত হওয়ার কারণ, এই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে একটি বাজেট, যা দেশের সব চাইতে গরীব অংশের দিকে দৃষ্টি রেখে রচিত হয়েছে এবং এই বাজেটে দুই দিক থেকে আমাদের যে দারিদ্রের সমস্যা, সেই সমস্যাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটা হয়েছে দীর্ঘ মেয়াদী কি কি কাজ শুরু করা যায়, আর একটা হচ্ছে স্বল্প মেয়াদী কি কি রিলিফ গরীব অংশের মানুষকে দেওয়া যায়। আমি দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারি যে প্রতি বছর এই সময়ে বৃষ্টি হয় এবং এই বৃষ্টির ফলে আগরতলা ও তার তৎসংলগ্ন এলাকায় রাস্তাঘাট জলে ডুবে যায়, তার সঙ্গে সঙ্গে ডি, এম, সাহেব নৌকা বাইর করে কিছু চিড়া গুড় বিলি করে কিছু লোককে স্কুল ঘরে নিয়ে যান। গত ৩০বছর ধরে কংগ্রেস রাজত্ব এই কাজ হয়ে আসছে। এই সময়ে নৌকা তৈরী রাখা আর চিড়া তৈরী রাখাই যেন তাদের একটা কাজ ছিল। কিন্তু যে চিড়া সাপ্লাই যারা সাপ্লাই দেন, তার ১৬ আনার মধ্যে ১২ আনাই চলে যায় যারা বিলি করেন তাদের বাড়ীতে। এই ছিল তাদের বন্যা নিরোধ ব্যবস্থা। আজকে এই বাজেটে আমরা যা দেখছি, সেখানে বন্যা নিরোধ মানে হচ্ছে একদিকে জলকে সেচের কাজে ব্যবহার করার যেমন প্রয়োজন, তেমনি কিছু রিলিফের ও প্রয়োজন। তাই দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলছি দীর্ঘ মেয়াদী এবং স্বল্প মেয়াদী এই দুটোতে বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার লক্ষ্য হচ্ছে একটা এ্যাসেটস তৈরী করা, একটা ইন্‌ফ্রাক্‌চার তৈরী করা যার উপর দাঁড়িয়ে আগামী দিনে আমরা কিছু সম্পদ সৃষ্টি করতে পারি। বাজেটের সমালোচনা নিশ্চয় করা হবে, কিন্তু বাইরের পত্রিকা, কিছু কিছু পত্রিকা যেটা

চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে ৩০ বছর কংগ্রেসী রাজত্বে যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে এবং হতাশ হওয়ার কারণ আছে, কারণ হচ্ছে গরীব অংশের মানুষের ঘরে খোরাকী নাই, তাদের শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের কাজ নাই, এক একটা ঘরে ৪/৫ করে শিক্ষিত ছেলে মেয়ে রয়েছে, এই যে সর্ব্বত্র একটা দারিদ্রের চাপ রয়েছে, সেটাকে বাইর করার চেষ্টা রয়েছে এই বাজেটকে আক্রমণ করার জন্য। এবং লক্ষ্য করা যাচ্ছে কোন কোন পত্রিকা এর সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছেন। তারা বলবার চেষ্টা করছে যে এই অবস্থা, ভখন ত্রিপুরাতেও একটা অস্থিরতা আসছে, যে অস্থিরতা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে যেখানে অন্য ধরনের সরকার রয়েছে সেখানে দেখতে পারছেন, ত্রিপুরাতেও সেই রকম একটা অস্থিরতা সৃষ্টি করার কারণ রয়েছে। দুঃখের বিষয় যে আমাদের অল ইণ্ডিয়া রেডিও যেটা আগরতলার শাখা, তারাও এই কাজে নিজেদের ব্যবহার করতে দিচ্ছেন। সরকারের বাজেটে আলোচনা করতে গিয়ে অথবা বিধান সভার তথ্য দিতে গিয়ে এই সমস্ত অসত্য, বিকৃত একটা সমালোচনা তারা উপস্থিত করার চেষ্টা করছেন অবশ্য বাস্তব বাজেটের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই। এটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, কারন খবরি কাগজে বেরিয়েছিল এখানকার অল ইণ্ডিয়া রেডিও নাকি সুকান্তের কবিতাও আবৃত্তি করতে দেন না। আমি আলোচনার মধ্যে শুনেছি যে বাজেটে নাকি পুলিশের বরাদ্দ বেশী করে রাখা হয়েছে। আমি বাজেট বরাদ্দের শতকরা কত ভাগ কোন দপ্তরের জন্য রাখা হয়েছে, তার একটা হিসাব এখানে তুলে ধরছি। পাবলিক ওয়ার্কস, তাতে সব চাইতে বেশী রাখা হয়েছে, সমগ্র বাজেটের শতকরা ২৮, ৫০, দ্বিতীয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে শিক্ষা দপ্তরের জন্য শতকরা ১২.৭০ ভাগ। তৃতীয় রা । হয়েছে ফুড এ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাই—৭.৩২ ভাগ। তারপরে রাখা হয়েছে কৃষি দপ্তরের জন্য ৫.৯৮ ভাগ, তারপর রাখা হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের জন্য তারপর রাখা হয়েছে পুলিশ বিভাগের জন্য। বলা যেতে পারে আমাদের ৫ম স্থান অধিকার করে পুলিশ দপ্তর, সেখানে রাখা হয়েছে ৫.৫০ এবং আমরা আশা করছি যে আরও কম খরচে পুলিশ চলতে পারে। কারণ বাইর থেকে যে পুলিশ এসেছে, তাদেরকে আমরা রাখছি না, আমরা তাদেরকে বিদায় দিয়ে টি, এ, পি গঠন করছি যেটা অল্প খরচে চলতে পারে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে পুলিশ আমরা যতই কমাতে চাই না কেন, সামাজিক সমস্যার যতক্ষণ না সমাধান হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুলিশ থাকবে এবং পুলিশের প্রয়োজনও থাকবে। এরপর ৬নং এ গুরুত্ব পাচ্ছে আমাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ৩.৯৯ ভাগ। তারপরেই পাচ্ছেন মেডিক্যাল ৩.১০, তারপরে পাচ্ছে ফরেষ্ট ২.৪১। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে আমাদের প্রতি জনাস্থা জানার মতো শক্তি বিরোধী দলের নাই। তাছাড়া এবার যখন পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন হয়, তখন আমরা গ্রামের শতকরা ৯০ জন, সেই গ্রামের সাধারণ মানুষকে বলেছিল যে গত ৫ মাসে আমরা কি করেছি, তার জন্য আপনাদের কাছে আস্থা ভোট চাইছি এবং সেই আস্থা ভোট গ্রাম এর সাধারণ মানুষ আমাদের দিয়েছে। তারপর উপজাতি যুব সমিতির যারা বিরোধী বেঞ্চে আছেন, তাদের বক্তব্যও আমরা খুব ধৈর্য্য সহকারে শুনবার চেষ্টা করেছি।

তারা খুব চটেছেন আফগানিস্থানের কথা বলাতে। কারণ সেখানে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ের কথা কেন বলা হল। সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় ওদের খুব উদ্বেগের কারণ হয় এবং উদ্বেগ হয় এই কারণে ওরা তাঁদের সংগে গাঁটছড়া বাঁধা আছেন। সেজন্য আফগানিস্থানের সাম্রাজ্যবাদের স্বৈরতান্ত্রিক পরাজয়ে সমস্ত পৃথিবী খুশী হলেও এরা আতংকিত হয়েছে। আতংকিত হয়েছেন ঐ ইরাণের শাহ, আর আতংকিত হয়েছেন এই সমস্ত লোক—যারা

একনায়কতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের দালাল হিসাবে কাজ করছেন তাঁরা আতংকিত হয়েছেন। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পেরেছে যে সাম্রাজ্যবাদের কি ইতিহাস। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওরা এখানে দেখছি যে ত্রিপুরার সমগ্র অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছেন। একদা হিন্দু মহাসভা বলেছিলেন যে আমরা মুসলমানদের প্রতিনিধি। আমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করি, যে ওদের সংগঠনে একজন পাহাড়ী ছাড়া লোক নেবেন? নেবেন না এবং তাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন, ষষ্ঠ তফশীল ওরা চালু করছে না। ওরা কথার খেলাপ করছেন। ষষ্ঠ তফশীল, কিসের ষষ্ঠ তফশীল? সম্ভবত: সেই খবর তাঁরা রাখেন না। সেটা সংবিধানের তফশীল এটা কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া আর কেউ চালু করতে পারে না। এই খবরটুকু তাঁদের রাখা উচিত। শুধু স্কুলের ছেলেদেরকে নিয়ে নাচালে তো চলবে না। স্কুলের ছেলেদেরকে নাচানো সহজ। পয়সা থাকলে স্কুলের ছেলেদেরকে নাচানো যায়, কিন্তু ষষ্ঠ তফশীল কি এবং ষষ্ঠ তফশীল কি ভাবে আনা উচিত, কারা আনতে পারে এটা তাঁদের বুঝা উচিত। ওদেরকে আমি কয়েকবার বলেছি আমাদের সরকার ষষ্ঠ তফশীল চালু করার জন্য কি কি করছে। বিধান সভায় প্রস্তাব পাশ করেছেন, প্রধান মন্ত্রীর সংগে আলাপ আলোচনা করেছি এবং তারপরে এখনও এই সম্পর্কে আলাপআলোচনা অব্যাহত আছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, তাঁরা বলেছেন জমি হস্তান্তরিত করতে কেন অসুবিধা হচ্ছে, কেন দেরী হচ্ছে। আমি ওদেরকে অনুরোধ করি ওদের যে নুতন বন্ধু হয়েছে কংগ্রেস, জনতা, সি, এফ, ডি এই তাঁরাই তো জমি আটকে রেখেছে। ওরা বলেন না তো তাঁদেরকে জমিটা ছেড়ে দিতে। এই নুতন বন্ধু চাকমা পতিছড়ার শ্রীঅনিল বিশ্বাস, সে সমস্ত ট্রাইবেলদের জমি খেয়ে বসে আছে এবং সেই জমি রক্ষা করার জন্য সেখানকার জুমিয়ারা জেল খেটেছেন, দশ বছর জেল খেটেছেন। অথচ সেই অনিল বিশ্বাসের হাত শক্ত করেছেন ওরা অস্বীকার করতে পারবেন? অস্বীকার করতে পারবেন না আমার কথার জবাব দিন? যত প্রতিক্রিয়াশীল যারা তারাই ট্রাইবেলদের জমি দখল করে আছেন অথচ তারাই সাম্প্রদায়িকতায় প্রচার করে ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে তাদের প্রত্যেককে সমর্থন করছেন এই বিরোধী দলের বেঞ্চে বসে আছে যারা। প্রতিক্রিয়াকে সমর্থন করছেন বাহিরে আর এখানে এসে বলছেন ট্রাইবেলের জন্য জমি দেওয়া, এটা চলে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওরা বলেছে যে আমরা নাকি রেঃল ফাইভ সমস্ত চাকুরী খতম করেছি। আমরা এই প্রথম ট্রাইবেলের কোটা রাখার জন্য যখন আমরা বেয়াইনীভাবে যারা চাকুরী পেয়েছে তাদের চাকুরী বাতিল করি তখন ওরা প্রতিবাদ করে। ওরা বলে ট্রাইবেলদের কোটা ছেড়ে দিয়ে ননট্রাইবেলদেরকে চাকুরী দিতে। আবার এখানে এসে বলে—দুমুখো কথা বলা ঠিক নয়। একটা কথা বলতে হবে। হয়তো বলতে হবে যে ট্রাইবেলদের কোটা পূরণ করতে হবে আর নতুবা বলতে হবে আগে সুখময় বাবু এবং শচীন বাবুর আমলে যা ছিল তাই থাকবে। একটা কথা বলতে হবে। দুটো কথা বললে চলবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওরা আরেকটা কথা বলছে যে পুলিশ খাতে বাজেট বেড়েছে। আরেক দিক দিয়ে আবেদন রাখছেন একটা পুলিশ ক্যাম্প পাঠান। কাজেই দুটো তো চলে না। হয় তো বলতে হবে যে পুলিশ বরাদ্দ কমান জনসাধারনের উপর একটা দায়িত্ব দিন যাতে পুলিশকে কম ব্যবহার করা যায়। মাননীয় স্পীকার স্যার, এমপলয়ি-

জদের কথা বলছেন ওরা যে ওরা না কি রাজনীতি করছে। আর নিজেরা যে এমপয়িজদেরকে নিয়ে—রাজনীতি করছেন সেই কথা তো ভুলে যায়। এমপলমিজ ছাড়া ওদের নেতৃত্বে কে আছে? একজনও নেই। আমি আপত্তি করছি না। আপনারাও করুন কি রাজনীতি করবেন তার উপর নির্ভর করে। এমপয়িজরা কি করছেন? আমাদের সরকারের প্রচেষ্টাকে রূপায়িত করার জন্য, বিভিন্ন সম্মেলনের মধ্যে তাদের প্রসতাবগুলি দেখুন গণতনত্রীকরনের উপরে-সরকারকে সাহায্য করার ব্যাপারে এই সমস্ত বোটলনেকসগুলিকে দূর করার ব্যাপারে সরকারী কর্মচারীদের সহযোগিতা আমরা চাই, আমরা গ্রহণ করব, সেই ক্লাশ ফোর থেকে আরম্ভ করে সরকারী কর্মচারী, অফিসার যারা গণতনএকে বিশ্বাস করে তাদের কাছ থেকে আমরা নিশ্চয়ই সহযোগিতা নেব। এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওদেরকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কারণ সমাজ কি নিয়মে চলছে, ধনতান্ত্রিক সমাজ কি নিয়মে চালু আছে সেইটা আমি ওদেরকে অনুরোধ করব ওরা যেন একটু বুঝবার চেষ্টা করেন। কি চেহারা দেখছেন? এক দিকে আমার দেশের খাদ্য ভিযেতনামে যাচ্ছে গম, খাদ্য রাখবার জায়গা নেই গোডাউন নেই, বাইরে এই বৃষ্টির মধ্যে থাকে আর এই বৎসর নাকি সবচেয়ে বেশী খাদ্য হয়েছে। আর ওরা বলছেন মানুষ খেতে পাচ্ছে না। এটা কি চেহারা? এক দিকে খাদ্য বাইরে যাচ্ছে আরেক দিকে মানুষের খাদ্য নেই। শুধু কি ত্রিপুরায় নেই? সারা ভারতবর্ষের মধ্যে নেই। গরীব মানুষ এক বেলা খেতে পাচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এক দিকে কাপড় গোদামজাত হয়ে আছে। কাপড় বাইরে চালান দেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীরা আরও বেশী করে উৎসাহ পাচ্ছে সরকার থেকে। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী দেড় কোটি টাকার জামা কাপড় বিলতে পাঠাচ্ছেন এবং ব্যাংকের টাকা সস্তায় পাওয়া যায় বাইরে চালান করতে পারলে এবং এটা বলেছিলেন যে যারা একসপোর্ট করতে পারবে তারা তত বেশী সরকারী সাহায্য পড়বে। আর আমাদের এখানে মেয়েরা বোনেরা বের হতে পারে না ঘর থেকে, বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারে না এই হচ্ছে চেহারা।

মাননীয় স্পীকার স্যার, ওরাত আমাদের সঙ্গে ট্রাইবেলদের জন্য আলাদা সিড্যুইল চাষী। কিন্তু মেঘালয়েতো পাহাড়ী রাজা রয়েছে। সেখানে ট্রাইবেল রাজত্ব করছে। আমি ওদের জিজ্ঞাসা করছি, ওঁরাত মাঝে মাঝে তীর্থস্থানে যান পরামর্শ করার জন্য। সেই তীর্থস্থানে কেন খেতে পায় না? সেখানে কেন জুম কাটতে হয়? তারা এখনও কেন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়? ওঁরা তার জবাব দিতে পারেন? জবাব দিতে পারেন ঐ নাগাল্যাণ্ড, ঐ অরুনাচল, ঐ মেঘালয়, ঐ মনিপুর, সমগ্র এলাকায় ট্রাইবেল, সেখানে কেন আজকে নাগাল্যাণ্ডের ট্রাইবেলরা কাপড় পরার মত অবস্থায় আসেনি? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানেত পাহাড়ীরা রাজত্ব করছে। মেঘালয়ে পাহাড়ীরা রাজত্ব করছে। কেন এখনও মেঘালয়ের মধ্যে ট্রাইবেলদের জমি রক্ষা করার জন্য বিধান সভায় আইন পাশ করতে হয়? আইন পাশ করে জমি রক্ষা করা যায় না। ধনতন্ত্র যদি থাকে. এম.এল এ. কিনে ফলতে পারেন, তারা পার্লামেন্টর মেম্বার কিনে ফেলতে পারেন, মেয়ে মানুষ কেনা যায় টাকার জোর এত বেশী। যত আইনই থাকুন না কেন, আইনে বে-আইনে যে ভাবেই হউক এই জমি নিচ্ছে, নেবে। ওঁরা দেখতে চেষ্টা করুন। ওঁরা দেখতে চেষ্টা করুন যে, কারা ঘর থেকে সমস্ত ট্রাইবেল মা, বোনদের, আজকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়েছে দু টাকা মজুরীর কাজের জন্য। বাঙ্গালীরা ছুড়ে ফেলে দেয়নি। একথা বোঝবার চেষ্টা করুন। যতক্ষণ ধনতন্ত্র থাকবে, যতক্ষণ কন্ট্রাকটার, মহাজনের রাজত্ব থাকবে, জমিদার জোতদারের রাজত্ব থাকবে, ততক্ষন পর্য্যন্ত দুটাকা মজুরীর আমার দেশের অগণিত মানুষের পরিচয় থাকবে। এটা বোঝবার চেষ্টা করুন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা বাজেটের মধ্যে কোন বিপ্লব আনার চেষ্টা করছি না

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিসান বেঞ্চ :— আপনারাইত বৈপ্লবিক বাজেটের কথা বলছেন ?)

বাজেটের মধ্যে যে সমস্ত স্কীম আছে ঐ স্কীম গুলিকে আপনারা সমর্থন করুন। এটা স্বাভাবিক যে, সামজিক পরিবর্ত্তন না আনলে সমস্ত কাজের পরিবর্ত্তন আনা যায় না। কাজেই বৈপ্লবিক বাজেট বলা হয়েছে বলে তাঁরা আতংকগ্রস্ত হয়েছেন। এটা বৈপ্লবিক বাজেট নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর একটি বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য রেখে শেষ করবো। ওঁদের কোন কোন সদস্য বলেছেন যে, পুলিশকে আমরা ব্যবহার করছি। অন্যায় ভাবে ব্যবহার করছি। মাননীয় সদস্যদের আমি জানাতে চাই, পুলিশ, চোর, ডাকাত, ক্রাইম্স ইত্যাদি ট্যাকল করবার জন্য। কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য নয়। কিন্তু ওঁরা যে ভাবে চলছে, তাতে আমি ওদের বলে রাখতে চাই, সে পথ ত্যাগ করে ফিরে আসুন। সন্ত্রাসবাদের পথে ওঁরা যায়, তাহলে শুধু ওদের অমঙ্গল হবে না ? আমাদের সবার অমঙ্গল হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইখানে চিঠি আমি আপনার কাছে পেশ করব। এখানো অনারেবল মেম্বার এম.এল.এ. অভিরাম দেবকে লেখা। থ্রেট করে। কারা লিখেছে ? কোথা থেকে লেখা ? এ চিঠির বয়ান কি ? চিঠির বয়ান হচ্ছে, তুই মেম্বারকে দেখেছি। আপনাকে দেখে নেব। লাল কালিতে লেখা। এবং শুধু ওরাই নয়, ঐ নকশাল পন্থী বলে বলে পরিচিত সি.পি এম, এর যে গ্রুপ তারাও ইস্তাহার দিচ্ছেন। সেই ইস্তাহারে লেখা আছে, জেল থেকেও ভেঙ্গে আনা যায় মানুষকে। আবার আমাদের সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। যে সুযোগ ঐ পশ্চিম বাংলায় গ্রহণ করেছিল কমরেড জ্যোতি বসুর যুক্ত ফ্রন্টের রাজত্বের— সময়। সেই সুযোগ পেয়েছে বলে তারা লাল কালিতে আবার ইস্তাহার দিতে শুরু করে দিয়েছেন। এবং তেমনি ওরা সন্ত্রাসবাদের পথ নিয়েছেন। আমি বলব বন্ধুদের, আপনারা সন্ত্রাস বাদের পথ থেকে সরে আসুন। গণতন্ত্রের পথে থাকুন। ইন্দিরা গান্ধী আর ফিরে আসবেন না এটা জেনে রাখুন। এই চিঠি মাননীয় স্পীকারকে দেওয়া হবে। উনি যে ভাবে পারেন এটা তদন্ত করে দেখুন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এর পরে আমাকে আরো একটি কথা বলতে হচ্ছে। সেটা শুধু ওরা নয়, সরকার পক্ষের থেকে সেটা সবচেয়ে বেশী এই বাজেট আলোচনায় সময়ে এসেছে। সেটা হচ্ছে, আমলাতন্ত্র বাঁধার সৃষ্টি করছে। এটা সত্যি যে, আমাদের সরকার এব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন। যে সব রিপোর্টে এখানে উপস্থিত হয়েছে, খাদ্য গুদামে পরে থাকে, অথচ সেই খাদ্য সময়মত পাওয়া যায় না। তেরপলমুড়ায় থাকলে খোয়াইতে যায় না। ভেবে দেখতে হবে যে ১লা মে আমরা খাদ্যের বদলে কাজ চালু করেছি। সেই প্রকল্প কতটুকু চালু হয়েছে। অবশ্য এখানে একখানা কাগজে লিখা হয়েছে যে," কিছুই হচ্ছে না। এসব ঢাক পেটানো আর আজকে যে. 'এত কাজ খেত হচ্ছে গ্রামে মজুরের লোক পাচ্ছে না" বোঝেন, বিরোধী পক্ষ থেকে যে বক্তৃতা তার সঙ্গে একেবারে মিলে যায়। ঐ উপজাতিদের যুব সমিতির নেতাদের বক্তৃতা আর ঐ কাগজে এডিটরিয়েল কলম একই রকমের। একখানা খবর লিখল যে, মোহনপুরে খাদ্যের বদলে কাজ চলছে তাতে প্রচুর টাকা দেওয়া হয়েছে, কাজ কিছুই হচ্ছে না। আমি বি, ডি, ও,কে ডেকে বল্লাম, মশাই একখানা দৈনিক কাগজে খবর লিখল, সে জাদরেল কাগজ, বাঘা কাগজ সে এই খবর লিখেছে। তখন তিনি বল্লেন, আমরা

টাকাই বিল করি নি। আমি এখনও পে-মেণ্টই করি নি। ওরা কি করে এ খবর পেল? তিনি বললেন, কাজ আমাদের হয়েছে। যদি এই কথা বলা হয় যে, ফুড ফর ওয়ার্কে কোন কাজ হয় নি তাহলে ভুল বলা হবে। তবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যতটুকু দেওয়া উচিৎ ছিল বলে আশা করেছিলাম সেই ভাবে হয় নি। এখানে আরো একটি কথার উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে নবাগত উদ্বাস্তুরা আসছেন তাদের জন্য টাকা বরাদ্দ করার পরেও কেন সেখানে টাকা যায় নি। কেন সেখানে ক্রাইমস্ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই খবর নেওয়া হবে। এটা একটা ওয়ার্নিং। আমার সরকারের পক্ষে ওয়ার্নিং। এই যদি হয় একটা সিদ্ধান্ত আমার মন্ত্রীসভা থেকে গ্রহণ করা এবং সেই সিদ্ধান্ত গিয়ে পেঁছুবে না নীচু তলায় তাহলে সেই ব্যবস্থার মধ্যে উলট পালট করায় প্রয়োজন। এই হাউস থেকে যদি অনুমতি আমরা পাই, তাহলে ঢেলে সাজাবার ব্যবস্থা করব। একদিকে আমাদের গাঁওসভা রয়েছেন। ওরাও রয়েছেন। গাঁওসভাকে আমরা বাদ দিতে পারি না। গাঁও সভায় সব লোক আছে। ওদের দলের লোকও আছেন। একথা মনে করবেন না, আমরা গাঁও সভায় আলদা বিচার বিবেচনা করব না। সমস্ত কাজে সমস্ত রকমের দলমত, যারা যেখানেই থাকুন না কেন সমান সুযোগ দেওয়া হবে। আমি শুধু এইটুকু আশা করব, মাননীয় সদস্যদের শুধু এই টুকু অনুরোধ করব, তাঁরা এই সরকারের কর্ম্ম সূচীকে রুপায়নে সাহায্য করুন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, খাদ্য দপ্তরের আমাদের কমরেড শ্রীদশরথ দেব নিশ্চয় বলেছেন যে, খাদ্য দপ্তরের আর একটি জায়গায় যেখানে এই প্রথম একটা বিরাট সংকট কেউ সৃষ্টি করতে পারেন নি; হ্যাঁ' আমরা যখন এসেছিলাম তখন অতর্কিতে একটা নবম সরকার সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু তারপর থেকে আমরা খুবই সতর্ক দৃষ্টী রেখেছি এবং আমরা আশা করছি যে কয়েকটি নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষ আমরা খদ্য দপ্তরের মধ্য দিয়ে ছাড়তে পারবো। সবচেয়ে আগরতলা শহরের পক্ষে যেটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে যারা মধ্যবিত্ত, তাদের একটা অভাব আছে সে অভাবটা হচ্ছে মাছ, আমরা আশা করছে যে, আগামী মাসের মাঝামাঝি থেকে আমরা আগরতলা শহরকে প্রতিদিন সরকারী মাছ অত্যন্ত কম দামে সরবরাহ করতে পারবো।

(ভয়েসস, বিরোধী পক্ষ থেকে—কত টাকার দরে)

আগামী মাস থেকে আট টাকা দরে আমরা মাছ দিতে পারবো। ডম্বুর পরিকল্পনা. যেটা আমরা করেছি, যারা সেই এলাকায় রয়েছে তারাও যাতে মাছ ধরতে পারেন. শিখেন, সেই ব্যবস্থাও সেখানে হয়েছে এবং সেখানে কোন ছোট মাছ বিক্রি করা হবে না। সেই ছোট মাছগুলি শুকানো হবে এবং সেই মাছ শুকানোর কাজেতে সেই এলাকার ট্রাইবেলদের ট্রেনিং দিয়ে আমরা সমস্ত সিদল বাসুঁটকী রেশনের দোকানের মাধ্যমে, বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকাগুলিতে সরবরাহ—এর কথা চিন্তা করছি। খাদ্যের দিক দিয়ে এই কথগুলি বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে অন্যের উপর নির্ভর করতে না হয়, যাতে বাংলাদেশের উপর নির্ভর করতে না হয়, যাতে আমরা আমাদের মাছ তৈরী করতে পারি সে জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি। মৎস্যজীবী এবং ট্রাইবেল এই দুই অংশের মানুষকে নিয়ে আমরা এই কাজটি করতে পারবো বলে আশা করছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কথা জানি বিশেষ করে যখন বেকারদের সম্মুখীন হই তখন বুঝিয়ে. সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে বেকার সমস্যা এবং সেই বেকার সমস্যা দীর্ঘ দিন ধরে জমে আছে, এটা সারা ভারতবর্ষের সমস্যা, ধনতন্ত্রের সমস্যা শুধু কি আমাদের এখানে? আমেরিকায় যেখানে প্রাচুর্য্য আছে সেখানে শতকরা ১. জন বেকার, ঐ বিলাত ঐ পশ্চিম জার্মানীতে যারা শিল্প সবচেয়ে উন্নত সেখানেও বেকার ভাতা ছাড়া বেকাররা বাঁচতে পারে না, লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে। আমরা মনে করছি শিল্প হলেই বেকার কমে যাবে 'হ্যাঁ' কিছুটা কমতে পারে কিন্তু বেকার সমস্যার সমাধান শিল্পের মধ্য দিয়ে নয়, ধনতন্ত্রের উৎখাৎ যতক্ষন পর্য্যন্ত না হচ্ছে ততক্ষন পর্য্যন্ত বেকার সমস্যার সমাধান হবে না কিন্তু যে বেকার ভাতা দেওয়া উচিত সেটা তো দিচ্ছে ধনতান্ত্রিক দেশে, আমেরিকায় দিচ্ছে, পশ্চিম জার্মানীতে দিচ্ছে, ফ্রান্সে দিচ্ছে এবং ইউরোপের প্রায় সব দেশেই দিচ্ছে তাই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলছি হয় কাজ দাও, না হয় বেকার ভাতা দাও. কাজের অধিকার সংবিধানের মধ্যে সেটা আছে তাই সংবিধানের মধ্যে কাজের অধিকার লিখে দিন।' জনতা পার্টি' তার নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতি হিযাবে নিয়েছেন, সংবিধান সংশোধিত হবে তাই আমরা ত্রিপুরা বিধানসভা থেকে জানিয়ে দিতে চাই যে, এটা আমাদেরও দাবী। এই দাবী আপনারা লিপিবদ্ধ করুন যাতে সরকার দায়িত্ব নিতে পারেন সমস্ত লোককে অর্থাৎ যারা বেকার তাদের কাজ দিতে পারেন, আমরা আপনাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবো নিজেদের শক্তিকে। এটা সবাই বুঝতে পারেন যে, আমরা যে কাজটা করতে পারি, যতটুকু করতে পারি সেই কথাটা আবার আমি এখানে বলছি যে পরিবারের মধ্যে একাধিক বেকার আছে কিন্তু একজনেরও চাকুরী নেই অথবা গরীব অংশের মানুষ যারা যাদের পরিবারে অন্য কোন জীবিকা নেই আমাদের সরকার তাদেরই অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা চিন্তা করে এই সমস্ত কর্মসূচীর ব্যবস্থা করছি। তার পাশাপাশি আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য ব্যাংকের টাকাকে আরো বেশী করে এই রাজ্যে মধ্যে আনা যায় কিনা তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

(রেড লাইট)

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করছি। এই ব্যাংকের প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মাননীয় সদস্যরাও জানেন যে ব্যাংক আমাদের রাজ্যসরকারের কথায় চলে না এই জন্যই কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের কথাটা আসে। আমরা যারা রাজ্যসরকার ভারতবর্ষের মধ্যে তারা চায়, আমরা চাই যে ব্যাংকগুলি আমাদের কথাগুলি শুনুক, আমাদের কথা মত ঐ গরীব অংশের মানুষকে তাঁরা

টাকা দিক কারণ জমি চাষ করতে হলে টাকা লাগে, আত্মনির্ভরশীল হতে গেলে টাকা লাগে, ব্যবসা করতে গেলে টাকা লাগে এই টাকার ব্যবস্থা ব্যাঙ্কের করতে হবে, সরকার সেই টাকার ব্যবস্থা করতে পারেন না যেহেতু জাতীয় ব্যাঙ্ক সে জন্য আমরা ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেছি তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে ৩ বছরের মধ্যে ধরুন ১৬।১৭ কোটি টাকা তাঁরা নিয়োগ করবেন। সেই নিয়োগের উপর আমরা আমাদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাই, এক দিকে যখন আমরা এটা চাই অন্য দিকে আমাদের গরীব অংশের মানুষ ঋণ ভারে জর্জ্জিত হয়ে আছে, এর মধ্যে আছে ব্যাঙ্কের ঋণ, কোপারেটিভের ঋণ আমরা চাই যে ঋণগুলি অনেক দিনের সেই গরীব

অংশের মানুষ কোন দিন সেগুলি পরিশোধ করতে পারবে না সেই ঋণগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাতে মুক্ত করে দেয় তার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে আমাদের বক্তব্য পেশ করতে চাই। আপনারা জানেন আগরতলা শহরে শুধু নয় অন্যান্য ছোট ছোট শহরগুলির মধ্যেও রিক্সাওয়ালারা এক হাজার টাকার মত ঋণ নিয়েছিলেন সেই এক হাজার টাকা এখন দু হাজার টাকা হয়েছে, রিক্সা শ্রমিকরা এখন সেই ঋণ দিতে পারছেন না, তাদের রিক্সা নিয়ে এখন কাড়াকাড়ি হচ্ছে, ব্যাঙ্ক তাদের রিক্সা নিয়ে গেলে তাদের ঐ রিক্সার সামান্য জীবিকাও নষ্ট হয়ে যাবে কাজেই আমি যে আত্মনির্ভরশীল হব, আমি যে নিজের উপরে দাঁড়াবো সেই দাঁড়াবার চেষ্টায় যারা আজর রিক্সা করেছেন তার সেই রিক্সা এখন নির্মূলে উঠে যাবার বন্দোবস্ত হয়েছে কাজেই

(রেড লাইট)

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কথা বলেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি যে, ঋণ-এর টাকা থেকে আমরা এই গরীব অংশের মানুষকে মুক্তি দিতে চাই এবং সেই জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আমাদের তরফ থেকে অনুরোধ রাখবো এবং আশা করছি যে বাজেটটা আমরা উপস্থিত করেছি এই হাউসে, সেই বাজেটকে রূপায়িত করতে সমগ্র অংশের যাঁরা আজকে এখানে উপস্থিত আছেন, তাদের পূর্ণ সহযোগিতা আমরা পাব। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মি: স্পীকার :— হাউস আগামী ২২শে জুন, ১৯৭৮ ইং বৃহস্পতিবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী থাকবে।

PAPERS LAID ON TIE TABLE

Annexure—'A'

STARRED QUESTION NO. 9.

By—Shri Tapan Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরায় কত জন সিলিং এর অতিরিক্ত জমির মালিক আছেন ?

২। সিলিং বহির্ভূক্ত সরকারী খাস জমিতে ভূমিহীন কৃষক দখল পেয়েছে এবং বন্দোবস্ত পেয়েছে এমন কৃষকের সংখ্যা কত ?

ANSWER.

১। ফাইনেল পাবলিকেশন ষ্টেজ পর্য্যন্ত ১৬৫ জন অতিরিক্ত জমির দখল করে বলিয়া রেকড্ করা হইয়াছে। প্রকৃত অতিরিক্ত জমির মালিকের সংখ্যা উপজাতিদের আপিল ও রিভিকে নিষ্পত্তির পর অবগত হওয়া যাইবে।

২। ৩০.৪.৭৮ পর্য্যন্ত ৩৯০ জন ভূমিহীনকে ৪২১.০৩ একর জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 18.

By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরায় খাস ভূমির পরিমাণ কত?

২। এর মধ্যে চাষযোগ্য জমির পরিমান কত?

৩। ঐ খাস ভূমির কত অংশ ভূমিহীন নহেন এমন পরিবারের দখলে আছে? এবং

৪। তা উদ্ধারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

ANSWER.

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 20

By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় ফরেষ্ট রিজার্ভের ভিতর চাষযোগ্য জমির পরিমান কত?

২) এই রিজার্ভের ভিতর বসবাসকারী পরিবার সংখ্যা কত?

৩) উক্ত জমির ব্যবহার এবং বসবাসকারী পরিবারগুলির স্থিতাবস্থা সম্পর্কে সরকারের পরিকল্পনা কি?

৪) ফরেষ্ট রিজার্ভ কমিয়ে রিজার্ভমুক্ত স্থানে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি? এবং

৫) যদি থাকে তাতে ফরেষ্টের আয়ের কিরূপ ক্ষতি হইবে?

উত্তর

১) এই সম্পর্কে বনদপ্তর থেকে কখনও কোন সার্ভে করা হয় নাই। ভূমিরাজস্ব দপ্তর ভূমিহীন পুনর্বাসন উপযোগী ভূমি চেয়ে প্রস্তাব দিয়ে থাকেন এবং সেই অনুযায়ী চাষযোগ্য জমি রিজার্ভ মুক্ত করা হয়।

২) রিজার্ভ ফরেষ্ট ও প্রোপোজড রিজার্ভ ফরেষ্টের খাস ভূমিতে দীর্ঘদিন বেআইনী দখল ও চাষাবাদ করিতেছেন এরূপ সংখ্যার নির্দ্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের জন্য তিন, চার মাস পূর্বে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩) এ সম্পর্কে ভূমি রাজস্ব দপ্তর পরিকল্পনা নিয়েছেন।

৪) বনদপ্তরের অধিনে নিজস্ব কোন পুনর্ব্বাসন পরিকল্পনা নাই তবে পুনর্ব্বাসনের কাজে সহায়তা করতে বন দপ্তর প্রয়োজনীয় ভূমি রিজার্ভ মুক্ত করে থাকে।

৫) প্রশ্ন উঠেনা।

STARRED QUESTION NO. 21

By—Shri Drao Kr. Reang

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১) পূর্ব্ব রাতাছড়া ফয়েষ্ট কলোনীর ১০০ উপজাতি পরিবারকে কোন্ স্কীমে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছিল ?

২) ইহা কি সত্য যে প্রতি পরিবারকে মাত্র একটি করিয়া চাষের বলদ দেওয়া হইয়াছিল ?

উত্তর

১) রাতাছুড়ায় ৭৫ জুমিয়া পরিবারকে এবং ঐ এলাকার নবীন চৌধুরী পাড়ায় ২৫ জুমিয়া পরিবারকে "সয়েল কন্জারভেশন (ফরেষ্ট্রি) স্কীমে" পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

২) হাঁ।

STARRED QUESTION NO. 51

By—Shri Drao Kumar Riang.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) উত্তর জিলা সদর স্থাপনের জন্য কুমারঘাটে এ পর্যন্ত কত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে ?

২) বর্ত্তমানে কুমারঘাট হইতে জিলা সদর কৈলাশহরে স্থানান্তরিত করিতে কত টাকা খরচ হইবে ?

৩) কৈলাশহরে উত্তরজিলা সদর দপ্তর সম্প্রসারনের জন্য কত টাকা ব্যয় করার প্রস্তাব করা হইয়াছে ?

উত্তর

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 76

By :—Shri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Deptt. be pleased to state—

১) ইহা কি সত্য ধর্মনগর এস.ডি,ও অফিসের—অফিসের টিলায় পূর্ব দক্ষিণ অংশে (মোক্তার লাইব্রেরীর পেছন দিক) কোন ব্যক্তি বিশেষকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে ?

২) দেওয়া হলে, কাহাকে দেওয়া হয়েছে এবং কি কারণ বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে ?

৩) দেওয়া না হলে, বন্দোবস্ত দেওয়ার কোন প্রস্তাব এস, ডি, ও ধর্মনগর অফিস থেকে পাঠানো হয়েছে-কি এবং পাঠানো হলে, কবে পাঠানো হয়েছে ?

ANSWER

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question Na—79

By Shri Amarendra Sarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self Government Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ধর্ম্মনগর টাউন মৌজাকে সম্পূর্ণভাবে নোটিফাইড্ এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি ?

২) ধর্ম্মনগর নোটিফাইড্ এরিয়া উন্নয়নের জন্য নোটিফাইড্ এরিয়া কর্তৃপক্ষের পৃথক Establishucut Staff ইত্যাদি সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১) না

২) না

STARRED QUESTION NO. 104

By Sri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Deptt. be Pleased to state :—

১) ত্রিপুরা রাজ্যে সুদখোর মহাজনদের নিপীড়ন থেকে গরীব কৃষকদের রক্ষা করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

১) দরিদ্র কৃষিজীবীদের মহাজনের শোষণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ১৯৭৫ সালে Tripura Agricultural Debtors Releif Act প্রণয়ন করা হয়। ঐ আইন প্রণয়নের তারিখে ভূমিহীন কৃষক, প্রান্তিক কার্যী এবং গ্রামীণ শিল্পকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রাপ্য অনাদায়ী ঋণ মুকুব বলিয়া গণ্য হইবে।

উপরি উল্লিখিত ঋণ গ্রহণকারীগণ ছাড়া অন্যান্যদের ক্ষেত্রে দুই বছরের জন্য ঋণ আদায় বন্ধ রাখা হয়। এবং ঋণ সংক্রান্ত বিষয় নিষ্পত্তির জন্য Tribunal স্থাপন করা হয়।

উপরন্তু Bombay Money Lenders Act এর ধারাগুলি ত্রিপুরায়ও বলবৎ করা হয়। উক্ত আইনের ধারা বলে সমস্ত অর্থলগ্নী ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ আবশ্যক। উক্ত আইনে বর্ণিত হার অপেক্ষা অধিক হারে সুদ গ্রহণ বে-আইনী।

STARRED QUESTION NO. 116

By Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Deparment be pleased to state—

১। দীর্ঘদিন ধরে যারা খাস জায়গা দখল করে বসে আছেন ঐ সমস্ত জায়গা দখল কারীদের বন্দোবস্ত দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে পর্যন্ত বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে ?

৩। এই বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য কোনরূপ নজর নেওয়া হবে কি ?

৪। নেওয়া হইলে নজরানার হার কি হইবে ?

ANSWER.

১। ও ২। হ্যাঁ। দীর্ঘদিন ধরে যারা খাস জায়গা দখল করে বসে আছেন এইরূপ প্রকৃত ভূমিহীন ও গৃহহীনদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বন্দোবস্ত দেওয়া হইতেছে।

৩। আইনের বিধান মতে নজর ধার্য্যের যোগ্য বিবেচিত হইলে নজর নেওয়া হইবে।

৪। ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার (ভূমি বন্টন) আইন ১৯৬২ এর ১১ প ও ১২শ ধারা মতে নজরানা ধার্য্য হয়।

Admitted Starred Question No. 184

By :—Shri Tarini Mohan Singh

Will the Hon'ble Minister in charge of the Forest Deparment be pleased to state :—

১। কৈলাসহর বিভাগে ১৯৭৭ইং পর্য্যন্ত বনদপ্তরের মাধ্যমে এন, এস, সি স্কীমে যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কত জনকে পুনর্বাসনের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে এবং আর ও কত জনকে দেওয়ার বাকি আছে ?

উত্তর

১। এন, এস, সি স্কীম বলিয়া কোন স্কীম আছে বলে আমার জানা নাই, মাননীয় সদস্য যদি N. E. C স্কীম বলতে চান তবে বলা যায় যে কৈলাসহর মহকুমায় ১৯৭৭ইং সন পর্য্যন্ত ৯০ পরিবারকে "নর্থ ইষ্টার্ণ কাউন্সিল স্কীমে" পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে, বন্টনীকৃত জমি ঐ সমস্ত পুনর্বাসিত পরিবারদের নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে বনদপ্তরের পক্ষে যে স্বত্ত দেওয়া সম্ভব তাহা দেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 188

By Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Forest Deptt, be leased to state :—

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে কত একর জমিতে রাবার চাষ হয় ?

২। ১৯৭৫-৭৬, ৭৬-৭৭-৭৭-৭৮ সালে রাবার উৎপাদনের হিসাব।

৩। আজ অবধি রাবার চাষে মোট কত টাকা খরচ হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৭৭-৭৮ইং সাল পর্য্যন্ত বনদপ্তর ও ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলপমেন্ট ও প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশনের তত্বাবধানে মোট ৯৪৬·৪৮ হেক্টর জমিতে রাবার চাষ করা হইয়াছে।

২। ১৯৭৫-৭৬-৭৬-৭৭-৭৭-৭৮ সালে উৎপাদিত রাবারের হিসাব নিম্নরূপ :—

বৎসর	উৎপাদনের পরিমাণ
১৯৭৫—৭৬	১৪,৮৫৮·৫০ কেজি
১৯৭৬—৭৭	২০,২০৪·০০ ,,
১৯৭৭—৭৮	২৮,১৮৩·০০ ,,
	মোট=৬৩,২৪৫·৫০ কেজি

৩। ১৯৭৭—৭৮ইং সাল পর্য্যন্ত মোট ১৮,৯০,০৪৪ টাকা ৫৫ পয়সা রাবার চাষে মোট খরচ হয়েছে।

STARRED QUESTION NO. 192.

By—Shri Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue & Settlement Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরায় মোট খাস জমির পরিমাণ কত ?

২। এর মধ্যে বনভূমি, টিলা ও নাল জমি কত তার আলাদা আলাদা হিসাব।

ANSWER.

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Annexure—B

UNSTARRED QUESTION. NO. 5.

By—Shri Ram Kumar Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য—ইটের ভাটা করে ত্রিপুরার বিভিন্ন সাবডিভিসনের বহু নালভূমি নষ্ট নষ্ট করা হচ্ছে ?

২। সত্য হইলে মোট কত পরিমাণ নালভূমি এই পর্যন্ত ইটের ভাটার জন্য নষ্ট হয়েছে ?

ANSWER

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Unstarred Question No. 21.

By—Shri Tapan Kr. Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-Charge & Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :—

১। ত্রিপুরার কোন কোন চা বাগানের শ্রমিকদের বোনাস বকেয়া রয়েছে ?

২। মোট কত টাকা বোনাসের বকেয়া রয়েছে ?

উত্তর :—

১। ত্রিপুরার নিম্নবর্ণিত চা বাগানগুলির শ্রমিকদের বোনাস বকেয়া রয়েছে :

	বাগানের নাম		সন
ক)	হীড়াছড়া চাবাগান		১৯৭৩, ১৯৭৪
খ)	নটীংছড়া	,,	১৯৭১
গ)	হালাইছড়া	,,	১৯৭৩, ১৯৭৪
ঘ)	রাঙরুং	,,	১৯৭২, ১৯৭৩,
ঙ)	মুর্ত্তিছড়া	,,	১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৪,
চ)	রামদুর্লভপুর	,,	১৯৭৬,
ছ)	লুধুয়া	,,	১৯৭৬
জ)	খোয়াই	,,	১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৬
ঝ)	কৃষ্ণপুর	,,	—

২। বকেয়া বোনাসের মোট টাকার পরিমাণ—

টাকা ১,৩০, ৯৬৭·২৩ (approx)

UNSTARRED QUESTION NO. 24.

By—Sri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। ধর্ম্মনগর বাজারের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কি কি কার্য্যক্রম বর্ত্তমান সরকার গ্রহণ করেছেন ?

২। কোন কার্য্যক্রম গ্রহণ না করে থাকলে, তার কারণ এবং গ্রহণ করে থাকলে, তা কবে নাগাদ রূপায়িত হবে ? এবং

৩। এবং ঐ সব কার্য্যক্রম রূপায়ণে মোট কত টাকা ব্যব বরাদ্দ ধরা হয়েছে ?

ANSWER

১। ধর্ম্মনগর বাজারের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নূতন কোন কার্য্যক্রম গ্রহণ করা হয় নাই।

২। বিগত ১৯৭৬-৭৭ ও ১৯৭৭-৭৮ সনে ধর্ম্মনগর বাজার উন্নয়নের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল তাহাই বর্ত্তমান বর্ষেও চলিতেছে।

৩। মোট ১,৯৫,৬০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে ?

UNSTARRED QUESTION. 27.

By—Sri Amarendra Sarma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state=

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৭৮ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কৃষকদের হালবলদ কেনার জন্য ঋণদানের কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

২। যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে তবে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ধর্মনগর বিভাগের অন্তর্গত কোন গ্রামের কয়জন কৃষক ঐ ঋণ পেয়েছেন ?

ANSWER.

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 34.

By—Sri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the L. S. G. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা সহরে ওয়াটার সাপ্লাই থেকে কত পরিমাণ জল দৈনিক সরবরাহ করা হয় ?

২। আগরতলা শহরের কত সংখ্যক লোককে পরিপূর্ণভাবে এই পরিশুদ্ধ জল সরবরাহ করা হচ্ছে ? এবং

৩। এই সংখ্যা সহরের মোট জন সংখ্যার কত অংশ ?

উত্তর

১। ১৬ লক্ষ গ্যালন।

২। প্রায় ১ লক্ষ লোক।

৩। প্রায় ৯০ শতাংশ।

UNSTARRED QUESTION NO. 37.

Shri Samar Choudhury.

Will the Honlble Minister in-charge of the Revenue Depaitment be pleased to state-

১) ১৯৭৭ ডিসেম্বর পর্যান্ত সময়ে কত সংখ্যক ভূমিহীন কৃষিজীবিকে ইকনমিক হোল্ডিংয়ের পরিমান জমিতে পুনর্বাসন দেয়া হয়েছে।

বৎসর ও মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২) এই ভাবে পুনর্বাসন প্রাপ্তদের তপশীলি জাতিভুক্ত, সাধারণ এবং উপজাতি পরিবার সমূহের সংখ্যা।

৩) পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে এই সকল পরিবারকে কোন বৎসরে মোট কত টাকা দেওয়া হয়েছে ?

ANSWER.

১)
২) } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
৩)
৪)

UNSTARRED QUESTION NO. 38.

By—Shri Tarani Mohan Singh.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। কৈলাসহর বিভাগে কোন স্কিমের কত জন ভূমিহীন ও জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে? এবং তা কোথায় কোথায় দেওয়া হইয়াছে?

ANSWER.

রাজস্ব বিভাগের অধীনে কৈলাসহর বিভাগে ভূমিহীন ও জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের কোন স্কিম চালু হয় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO.47.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Land Revenue Department be pleased to state—

১। ১৯৭৮ ইং ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কতটি উপজাতি পরিবারকে তাদের বেআইনীভাবে হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেওয়া হয়েছে

এর বিভাগ ভিত্তিক হিসাব

৩। জমি ফেরৎ দেওয়ার ফলে যে সকল অ-উপজাতি পরিবার ভূমিহীন ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাঁদের কত পরিবারকে ক্ষতিপূরন দেওয়া হয়েছে— এবং কি ধরনের ক্ষতি পূরন দেওয়া হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৪। যারা ভূমিহীন হয়েছেন তাঁদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে কিনা

ANSWER

১) ৩১শে মার্চ্চ ১৯৭৮ইং পর্য্যন্ত মোট ৮৬১টি উপজাতি পরিবারকে জমি ফেরৎ দেওয়া হয়েছে।

২) বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সদর ১১৪টি সোনামুড়া-১৫টি খোয়াই-২২৭টি কৈলাশহর-১৫টি, কমলপুর-৯৮টি, ধর্ম্মনগর-৫৩টি, উদয়পুর-৪৩টি, অমরপুর-১০৭টি বিলোনীয়া-১২৬টি এবং সব্রুম-১৩টি,

৩) কোন ক্ষতিপূরন এখনও দেওয়া হয় নাই।

৪) ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসনের জন্য একটি পরিকল্পনা ১৮।৪।৭৮ ইং তারিখের কেবিনেট মেমোরেন্ডামে ভুক্ত হয়েছে এবং তাহা মন্ত্রীসভায় বিবেচনাধীন আছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on Thursday the 22nd June, 1978 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, Chief Minister, 10 Ministers, Deputy Speaker, 45 Members

STARRED QUESTIONS

(To which oral answers were given)

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়, কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্য দিগের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করিবেন। শ্রীরাম কুমার নাথ।

শ্রীরাম কুমার নাথ ঃ— কোয়েশ্চন নং ১ স্যার।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ— কোয়েশ্চন নং ১ স্যার।

প্রশ্ন

১। তিলথৈ ডিসপেন্সারীটিকে হাসপাতালে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। না।

প্রশ্ন

২। মা থাকিলে তার কারন, এবং

৩। তিলথৈ ডিসপেনসারীতে দৈনিক গড়পড়তা কতজন আউট ডোর পেসেন্ট হাজির হয় ?

উত্তর

২। তিলথৈ একটি ৬ শয্যা বিশিষ্ট ডিসপেনসারী। এছাড়া ইহার নিকটেই পানিসাগর প্রাইমারী স্বাস্থ্য সেন্টার উপরিউক্ত কারণে তিলথৈ ডিসপেনসারীটিকে হাসপাতালে উন্নিত করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নাই।

৩। ১১৮ জন।

শ্রী রাম কুমার নাথ ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তিলথৈ, ধুমাছড়া' রামনগর' পদম্বলি, রাজনগর, এই এলাকাগুলি ঘণবসতি পূর্ণ এলাকা। এই ডিসপেন্সারীতে ডেলিভারী কেসের স্থান হচ্ছেনা, ইহা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ— মাননীয় সদস্য পৃথক প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

মিঃ স্পীকার ঃ--- শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (অ্যাবসেন্ট্) শ্রীহরিনাথ দেববর্ম (অ্যাবসেন্ট) শ্রীগৌতম দত্ত।

শ্রীগৌতম দত্ত ঃ— কোয়েশ্চান নং ২৮ স্যার।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ-- কোয়েশ্চন নং ২৮ স্যার।

প্রশ্ন

১। বিশালগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার বাবু ও অন্যান্য কয়েকজন কর্মী পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং রোগীদের খাদ্য পরিবেশনে বিভিন্ন দুর্নীতি মূলক কাজকর্মে যুক্ত আছেন বলে কোন অভিযোগ সরকারের নিকট আছে কি?

২। যদি থাকে এ সম্পর্কে কোন তদন্ত হয়েছে কিনা এবং এই অভিযোগগুলি সত্য কিনা?

৩। যদি অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয় তবে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। পশ্চিম ত্রিপুরার চীফ মেডিকেল অফিসার উভয় অভিযোগ তদন্ত করেছেন এবং খাদ্য পরিবেশন বিশয়ে অভিযোগের কিছু ভিত্তিথাকায় বিষয়টি আরও ব্যাপক তদন্তাধীন আছে।

পরিবার কল্যানের নামে মিথ্যা হিসাব দাখিল ও কিছু টাকা আত্ম-সাতের আরও একটি অভিযোগের তদন্ত করেন ডেপুটি ডাইরেকটর অব হেল্থ সার্ভিসেস। এই বিষয়টিও আরও ব্যাপক তদন্তাধীন আছে।

৩। অভিযোগগুলির সত্যতা প্রমাণিত হইলে অভিযুক্ত ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

শ্রীগৌতম দত্তঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে যে অভিযোগ-গুলির কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, সেগুলি সম্পর্কে ইতিমধ্যে তদন্তের কোন রিপোর্ট সরকারের কাছে এসেছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ--- প্রথমবারের তদন্তের ফলাফলে খাদ্য বিষয়ে কিছু গোলমালের অভিযোগ আমরা পেয়েছি। সেইজন্য আরও তদন্ত হচ্ছে৷ এবং সেই তদন্তের রির্পোট এখনও আমাদের হাতে আসেনি।

মিঃ স্পিকার ঃ--- শ্রীঅজয় বিশ্বাস (অ্যাবসেন্ট)। শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদাউ কুমার রিয়াং ঃ— কোয়েশ্চন নং ৫৬ স্যার।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ-- কোয়েশ্চন নং ৫৬ স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য সাবব্রুম মহকুমার শিলাছড়ি থানান্তর্গত আইলমারা নিবাসী শ্রীপ্রতিময় চাকমা পিতা পেদামনী চাকমাকে জরুরী অবস্থার সময় (ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬) জোর করে নির্বীজ করণ করার ফলে শ্রীচাকমার দক্ষিণ অঙ্গ পঙ্গু হয়ে গেছে এবং গত ২৮,৩,৭৭ইং আগরতলাস্ত জি, বি, হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করা সত্বেও কোন সুফল পায় নি?

উত্তর

১। না।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই ধরণের জোর পূর্ব্বক নির্বীজ করনের ফলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কতজন পঙ্গু হয়েছেন।

মিঃ স্পিকার ঃ— মাননীয় সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করেছেন। কাজেই এই সম্পর্কে কোন সাপিলমেন্টারী করা যাবে না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতীয়া ঃ— স্যার, মিনিষ্টারের উত্তর ক্লীয়ার নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যাঁর, মিনিষ্টারের উত্তর ক্লীয়ায় নয়।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—স্যার, মাননীয় সদস্যকে আপনি বলা সত্বেও, যেহেতু তিনি আরও জানতে চেয়েছেন, সেইহেতু আমি উনাকে আরও জানাতে চাই—গত ১৯৭৬ইং সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সাব্রুম মহকুমার শিলাছড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভেসেকটেমী ক্যাম্পে, আইলমারা গ্রামের শ্রীপ্রিতিময় দেববর্মা নামে ৪০ বৎসর বয়স্ক একজন ব্যাক্তিকে ভেসেকটেমী অপারেশন করা হয়। শ্রী চাকমাকে জোর পূর্বক বন্ধাকরন করা হয়েছে, এমন কোন প্রমান পাওয়া যায়নি। তবে জি. বি. হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারইনটেনডেন্টের রিপোর্ট অনুয়ারী দেখা যায় যে, প্রীতিময় চাকমা, প্রযত্নে সিন্ধুরাম চাকমা, পোঃ অফিস—ঘোড়াকাপ্পা, শিলাছড়ি নিবাসী এক ব্যাক্তিকে ২৮.৩.৭৭ইং তারিখে জি. বি. হাসপাতালে রোগের চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে এবং ভেসিক-টেমী অপারেশনের সঙ্গে এই রোগের কোন সম্পর্ক নাই।

শ্রীসমর চৌধুরীঃ—স্যাপ্লিমেন্টারী স্যার, শ্রী চাকমাকে যে অপারেশন করা হয় তিনি কি টাকার জন্য অপারেশন করিয়েছিলেন?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিকঃ—এই ব্যাপারে কোন তথ্য আমার কাছে এখন নেই, থাকলে পরে জানাব।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—এই চাকমা কি নিজেই দৌড়ে এসে ভেসিকটেমী অপারেশনের জন্য হাজির হন?

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এ সম্পর্কে পরে জানাবেন বলেছেন। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—কোয়েশ্চান নং ৭৪ ।

শ্রীঅনিল চন্দ্র সরকার ঃ—কোয়েশ্চান নং ৭৪ স্যার ।

প্রশ্ন

১। হাপানিয়া জুট মিল প্রতিষ্ঠা করার জন্য কত টাকা আর্থিক বরাদ্দ ছিল ?

২। ঐ মিল কবে চালু হচ্ছে ?

৩। ঐ মিল-এ কতজন শ্রমিক ও কর্মচারী নিয়োগ করা হবে ?

উত্তর

১। হাপানিয়া জুট মিল প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯৭৮ সন মার্চ পর্য্যন্ত ২০১.০০ লক্ষ টাকা ত্রিপুরা সরকার হইতে বরাদ্দ ছিল এবং উক্ত টাকা এ যাবৎ ত্রিপুরা জুট মিলস লিমিটেড সরকার হইতে শেয়ার ক্যাপিটেল বাবদ পাইয়াছে। চলতি ১৯৭৮-৭৯ সনে আরও ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা আছে এবং কোম্পানীকে ঐ টাকা এই সনে দেওয়া হইবে বলিয়া আয়া করা যায়।

২। ঐ মিল আগামী ১৯৭৯-৮০ সনের প্রথম দিকে চালু হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। ঐ মিল সম্পূর্ণ চালু হইলে প্রায় ১৮৫০জন শ্রমিক এবং ১৫০ জন অন্যান্য কর্মচারী মোট প্রায় ২০০০জন কর্মী সরাসরি নিযুক্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ২০০০জন শ্রমিক নিয়োগ করা হবে। ঐ সমস্ত শ্রমিক কি রাজ্যের অভ্যন্তর থেকে নিয়োগ করা হবে, নাকি বাইরে থেকে আনা হবে ?

শ্রীঅনিল চন্দ্র সরকার ঃ—যেহেতু জুট মিলটা ত্রিপুরার, সেইহেতু ত্রিপুরা থেকেই শ্রমিকরা নির্বাচিত হবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ঐ জুট মিল চালু করতে গিয়ে যদি ট্যাকনিসিয়ান না পাওয়া যায়, তখন সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ?

শ্রীঅনিল চন্দ্র সরকার ঃ—তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য সাময়িক ভাবে ত্রিপুরার বাইরে থেকে পশ্চিম বঙ্গ তথা অন্যান্য জায়গা থেকে আনা যাবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—তাহলে সরকার কি সে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—সরকার নিয়েছেন এবং নেবেন।

শ্রীনকুল চন্দ্র দাস ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার. এই জুট মিল সম্পর্কে সেনগুপ্ত মন্ত্রী-সভার আমলে অর্থ আত্মসাৎ, তথা আরও অন্যান্য অনেক কুকীর্তির ঘটনা আমরা জানি এবং জনসাধারণও জানেন। এ সম্পর্কে সরকারের কাছে কোন তথ্য আছে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ--এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করলে জানা যাবে।

শ্রীসমর চৌধুরী--এই হাফানিয়াতে জুট মিল করার জন্য প্রথমে যে আর্থিক বরাদ্দ করা হয়েছিল, তারপর থেকে বে-আইনী ভাবে এবং বিভিন্ন রকম কৌশল সেনগুপ্ত মন্ত্রী সভার আমলে, সাইট সিলেক্শান করার জন্য চা বাগানের জমিকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং আরও বেশী অর্থ বরাদ্দ করার জন্য অফিসারদের বাধ্য করা হয়, এটা সত্য কিনা মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার---চা বাগান এলাকায় জুট মিল স্থাপন করার জন্য অতিরিক্ত কোন অর্থ বরাদ্দ নাই। আমাদের মূল অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল ৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। জমির জন্য আমাদের কোন খরচ করতে হবে না, কারণ এটা আমরা খাস জমি পেয়েছি।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার---প্রাক্তন বিধান সভার আমলে এই জুট মিল নাকি ধর্মনগরে স্থাপন করার কথা ছিল এবং পরবর্তীকালে এটা এখানে স্থানান্তরিত হয়। কাজেই পরবর্তীকালে বিধানসভায় এটাকে সংশোধিত করা হয়েছিল কিন, এই সম্পর্কে সরকার কিছু জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার--আমার কাছে এই জাতীয় কোন তথ্য নাই।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ---এই জুট মিলের জন্য কি পরিমাণ জমির দরকার হবে, মাননীয় মন্ত্রীমশাই জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার---ভিন্ন প্রশ্ন করলে পরে জানানো যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ- প্রশ্ন নং ১৫৩।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ- স্যার, প্রশ্ন নং ১৫৩।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরার চিনির কারখানাটি চালু আছে কি ?

২। অতীতে উক্ত কারখানায় উৎপন্ন চিনির বিক্রয় মূল্য কত পড়েছিল ?

৩। এই মূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আনার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

না।

প্রতি মেট্রিক টন ১৯৭৪ ইং সালে মং ৪০০০ টাকা, ১৯৭৫ ইং সালে মং ২,৪৬০ টাকা, এবং ১৯৭৬ ইং সালে সর্ব্বোচ্চ মং ৪,৪০০ টাকা সর্বনিম্ন মং ৩,২৫০ টাকা।

ক) কারখানাটির উৎপাদন ক্ষমতার সদব্যবহার করার জন্য উৎকৃষ্ট মানের আঁখের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

খ) কারখানার সমস্যাগুলির পর্যালোচনাক্রমে সবাঙ্গীন উন্নতি বিধানের পক্ষে যথাযথ সুপারিশ করার জন্য কমিটি গঠন।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এখানে যে চিনির মূল্যের কথা বললেন, সেই চিনি কি সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার আমলে ত্রিপুরার মানুষের কাছে পৌঁছেছিল ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ- আমরা এত মূল্য পড়ছে দেখে, কি কি সমস্যা এর মধ্যে রয়েছে, সেগুলি দেখার জন্য একটা কমিটি গঠন করেছি। এবং প্রশ্নের উত্তরে বলেছি যে আমরা নূতন ভেরাইটিজ করে, কি করে এটাকে কমিয়ে আনা যায়, সেটা চিন্তা করছি, তার জন্যই আপাততঃ আমরা এটাকে বন্ধ করে দিয়েছি এবং চেষ্টা করছি আগামী সনে যাতে এটাকে আবার চালু করা যায়।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ- প্রতি কে, জি, চিনির দাম কোন্ সনে কত পড়েছিল, মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ- ১৯৭৪ ইং সনে প্রতি কে, জি, চিনির দাম পড়েছিল ২১.৩০ টাকা। ১৯৭৫ ইং সনে প্রতি কে, জি, চিনির দাম পড়েছিল ১১.৩৮ টাকা। এবং ১৯৭৬ ইং সনে প্রতি কে, জি, চিনির দাম পড়েছিল ১৩.৭৮ টাকা।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন প্রতি কে, জি, চিনির দাম পড়েছিল ২১.৩৩ টাকা। এই যে এত দাম পড়ল তার কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মশাই ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ- প্রথমতঃ আমাদের এখানে যে আঁখ হয়, তাতে সুগার কন্‌টেন্‌ট খুব কম। দ্বিতীয় এমন একটা সময়ের মধ্যে এই ফসলটা আসে, তখন এর মধ্যে জলিয় অংশ বেশী থাকে, আবার সেটা ক্রাসিং-এর জন্যও সুগার কন্‌টেন্‌ট কমে যায়। কাজেই ভাল চিনি হয় না। কাজেই আমাদের এখানকার আঁখের ভেরাইটিজকে সম্পূর্ণ ভাবে চেঞ্জ কর'ত হবে। ইউ, পি, বা দক্ষিণ ভারতে যে উন্নত মানের আঁখ আছে, সেগুলি না আনলে পর এটা সম্ভব হবে না। কাজেই ঐ এলাকার কাছাকাছি প্রায় ৪০০ একর জায়গায় উন্নত মানের আঁখের চাষের জন্য কৃষি খামার করা হবে যাতে করে আঁখের সুগার কন্‌টেন্‌ট বাড়ানো যায়। আর ক্রাসিংটাও এমন একটা সময়ের মধ্যে করতে হবে যাতে সেটা নভেম্বর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে হয়। কিন্তু আমাদের এখানে নভেম্বর মাসের মধ্যেই ক্রাসিং শেষ করে দিতে হয়। আর এটাই হচ্ছে অন্যতম কারণ।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ- এই চিনির কল স্থাপন করার জন্য সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার আমলে বাইরে থেকে কোন কনসালটেন্ট আনা হয়েছিল কি এবং তাদের পরামশ নেওয়া হয়েছিল কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ- হ্যাঁ; এই সম্পর্কে কন্‌সলেটেন্ট নিয়োগ করা হয়েছিল এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করার পর এই অবস্থায় এসেছে.

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ- চিনির কল স্থাপনের ব্যাপারে কন্‌সালটেন্ট নিয়োগ করার পর এই যে ত্রিপুরার জনগণের আর্থিক ক্ষতি হল, তার জন্য সঠিক কোন রকম তদন্তের ব্যবস্থা করা হবে কিনা এবং সেই সঙ্গে এই ব্যাপারে যে দুর্নীতি হয়েছে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রীমশাই জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ- আমরা ক্রমে ক্রমে এগুলি দেখব।

শ্রীসরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ঃ- এই কলের উৎপাদিত চিনির রঙটা সাদা কি লাল ছিল, মাননীয় মন্ত্রীমশাই বলতে পারেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ- মাননীয় সদস্য, চিনির রঙ সাদা এবং লাল এই দুয়ের মাঝখানে ছিল।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই যে, এটা খুব দুঃখজনক যে, প্রচুর টাকা এই মিলটির জন্য আমাদের আগেকার সরকার খরচ করেছেন। যখন দেখা গেল প্রতি মাসে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, তখন এটা বন্ধ করে রাখা হয়। আমরা তারপর দেখেছি যে যারা আঁখ চাষ করেছিল তারা বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে মার খেয়েছে। কারণ এই মিলে আঁখ নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মিল বন্ধ করে দেওয়ার ফলে, সেই আঁখ চাষীরা বিক্রী করতে পারেনি। গত বছর এই ঘটনা ঘটেছে। এই বছর আমরা এই মিলটি চালু করার কথা চিন্তা করছি। ফরেস্ট থেকে আমাদেরকে ৪০০ একর জমি দিয়েছেন, মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন, এখানে কেউ উচ্ছেদ হচ্ছে না, এখানে কেউ উচ্ছেদ হবে না। কারণ এটা সম্পূর্ণ ফরেস্ট এলাকার মধ্যে, কোন লোকজন সেখানে নেই এবং আমরা নিজেরা যে আঁখের চাষ করছি, উন্নত ধরণের, তার অর্থ এই নয় যে, আমরা চাষীদের কাছ থেকে আঁখ নেবনা। আমরা চাষীদের কাছ থেকে আঁখ নেব এবং তাদের উন্নত মানের আঁখের চাষ যাতে তারা করেন সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। যেহেতু এটা একটা এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিও বটে, সেজন্য মিলটাকে বন্ধ রাখতে চাই না। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই মিলটাকে চালু করার জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে, যাতে লোকসান না হয় সেদিক থেকে লক্ষ্য রেখে মিলটাকে চালু করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কারখানাটা বন্ধ হওয়ার ফলে কোন কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছে কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, যারা কর্মচারী ছিল তারা কেউ ছাঁটাই হয়নি।

মিঃ স্পীকার ঃ- শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৭৩, পাবলিক রিলেশনস অ্যানড টোরিজম ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীসরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, কবে থেকে আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে মিতলোন ও বিষ্ণু-প্রিয়া ভাষায় প্রচার আরম্ভ হবে।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কেন্দ্রকে আমরা বলেছি। আকাশ-বাণীটা সম্পূর্ণ এদের কর্তৃত্বাধীন। আমাদের দিক থেকে যেটুকু সুপারিশ করার প্রয়োজন তা করেছি।

শ্রীনকুল দাস ঃ—আমরা এর আগেও এই বিধানসভায় বলেছিলাম যে আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে যে সংবাদ সরবরাহ করা হয় সেটা সঠিকভাবে হয় না। কারণ প্রশাসনের কিছু আমলা আছেন যাঁরা যৌথভাবে এই সমস্ত কর্মসূচী পালন করেন না। এমন কি আমাদের বিধানসভার খবর পর্যন্ত না। কাজেই এ সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে যা দুঃখজনক, কিনতু শাস্তি দেবার মত, এই ধরণের কোন ব্যারার ঘটেছে বলে আমরা বলতে পারি না।

শ্রীবিমল সিংহ ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মণিপুরীদের মধ্যে দুটি ভাষা মিতৈলোন ও বিষ্ণুপ্রিয়া। ইন্দিরা গান্ধীর আমল থেকে কংগ্রেস সরকার এটাকে মানতে চান নি। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যাতে মিতৈলোন ও বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষাকে মণিপুরী ভাষা হিসাবে স্বীকার করেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ ব্যাপারে কিছু জানেন কিনা? এবং বিগত কংগ্রেস সরকার এ ব্যাপারে সেন্সাসও করেছেন, কিনতু তাঁরা আদার মণিপুরী ভাষা বলে ওলটাপালটা রিপোর্ট দিয়েছেন এবং এইভাবে একটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষার দাবীকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। এই বিষয়ে কোন সঠিক তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েস্চান নং ১৭৩।

প্রশ্ন

১) বর্তমান রাজ্যের বিভিন্ন গণনাট্য ও গণ সঙ্গীত দলকে সুষ্ঠু প্রচারের সুযোগ দেওয়া হয় কি?

২) হয়ে থাকলে কি কি ধরণের সুযোগ দেওয়া হয়?

৩) না হয়ে থাকলে কবে থেকে দেওয়া হবে এবং দল বাছাইয়ে কি পদ্ধতি নেওয়া হয়?

উত্তর

১) এই বিষয়টি সবটাই সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীসরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং।

শ্রীসরাইজাম কামিনী ঠাকুর সিং ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২২০, পাবলিক রিলেশন অ্যাণ্ড টোরিজম ডিপার্টমেন্ট।

প্রশ্ন

১) আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে মিতৈলোন ও বিষ্ণুপ্রিয়া উভয় ভাষায় সংবাদ ও সংগীত পরিবেশনের জন্য সরকারের তরফ থেকে কোন উদোগ নেয়া হয়েছে কি?

উত্তর

১) হয়েছে। গত নভেম্বর মাসে দিল্লীতে রাজ্য তথ্যমন্ত্রীদের অধিবেশনে মিতৈলোন ও বিষ্ণুপ্রিয়া উভয় ভাষায় আগরতলা আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান প্রচার করার পর জন্য প্রস্তাব রাখা হয়। অধিবেশনে আগরতলা কেন্দ্র সহ পূর্বাঞ্চলীয় কেন্দ্রগুলিকে আরও শক্তিশালী করার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। আকাশবাণীকে শক্তিশালী করার আঞ্চলিক অনুষ্ঠানগুলি আরও গুরুত্ব পাবে এবং তখন এই মিতৈলোন ও বিষ্ণুপ্রিয়া উভশ ভাষায় প্রচার করার জন্য গুরুত্ব দেওয়া হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাই যে, এই ব্যাপারে আমি কেন্দ্রের তথ্য মন্ত্রীর সংগে স্বাক্ষাত করেছি এবং যাতে

এই দুটো ভাষাকে এখানে প্রচার চালানো হয়, তার জন্য আমি অনুরোধ করেছি। এর কারণ হচ্ছে শুধু ত্রিপুরাতে নয়, এই অঞ্চলে বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষাভাষিএবং মিতৈলোন ভাষাভাষিছাড়াও আরও ভাষা রয়েছে। এমন কি বাঙলাদেশে এই ভাষায় প্রচার করা হয় এবং অনেক অপপ্রচার হয় এবং যার জবাব আমাদের এখান থেকে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। সেই সব কারণে এবং ইনটিগ্রেশনের জন্য আমাদের দেশ হচ্ছে বহু জাতির দ্বারা গঠিত। ত্রিপুরী ভাষায় আমরা প্রোগ্রাম চেয়েছি, মণিপুরী দুটি ভাষায় আমরা প্রোগ্রাম চেয়েছি, এগুলি আমরা কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রীর সংগে দেখা করে আমি বলেছি এবং তাঁরা বলেছেন যে নূতন বাজেট আসার পর, কিভাবে এই সমস্ত প্রোগ্রাম পূরণ করা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করা হবে। কোন কোন অফিসার এ প্রশ্ন তুলেছিলেন যে কয়েকজন লোক মণিপুরী ভাষায় কথা বলেন। সে দিক থেকে আমরা বলবার চেষ্টা করছি, যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়া সম্পর্কে, সেটা হয়তো রিপোর্ট যোগ্য নয়। সঠিকভাবে রিপোর্ট সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে বেশ কিছু সংখ্যক লোক, তারা বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষাভাষি রয়েছে। কাজেই সংখ্যা যাহাই হোক না কেন তাদের ভাষায় যাতে প্রচার করা হয়, তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যাতে স্থান পায়, সেদিক থেকে আমাদের সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :--Expunged as ordered by the Chair.

মিঃ স্পীকার ঃ--মাননীয় সদস্য ও ধরণের প্রশ্ন এখানে আসার মানে হয় না। তাই আমি এই প্রশ্ন বাতিল করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ-শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ-কোয়েশ্চান নাম্বার ২২২।

শ্রীবিনেকানন্দ ভৌমিক ঃ-কোয়েশ্চান নাম্বার ২২২।

প্রশ্ন

১) শালগড়া ও পালাটনাতে যে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে তাকে ১০ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) না থাকলে এর কারণ কি ?

৩) ইহা কি সত্য হাসপাতালের জন্য উক্ত দুই স্থানের জনসাধারণ নিজস্ব উদ্যোগে জমি ক্রয় করেছেন ?

উত্তর

১) নাই।

২) প্ল্যানিং কমিশন-এর অনুমোদন নাই।

৩) জানা নাই।

শ্রীগোপাল দাস ঃ—শালগড়া ও পালাটনাতে যে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, সেটা ছাড়া অন্য কোন হাসপাতাল কিংবা ডিস্পেন্সারী কাছাকাছি না থাকাতে, সেখানকার মানুষ খুবই অসুবিধা ভোগ করছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন, প্ল্যানিং কমিশনের অনুমোদন নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ্য মহোদয়, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, উনি কি বলতে পারবেন, কবে পর্যন্ত সেখানে অনুমোদন আসতে পারে ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—প্ল্যানিং কমিশন, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাত্র একটি অনুমোদন দিয়েছিলেন। এর পরবর্তী সময়ে আমরা আরো ২৯৬টি প্রাইমারী সেন্টার খোলার জন্য আবেদনপত্র পেয়েছি। সেগুলি বামফ্রন্ট সরকার বিবেচনা করে দেখছেন। এগুলি যখন বিবেচনা হবে তখন ঐ দুটি কেন্দ্রের কথাও বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীগোপাল দাস ঃ—১৯৬টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার জন্য আবেদনপত্র এসেছে একথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই ঐ ১৯৬টির মধ্যে কি শালগড়া এবং পালাটনার জন্য আবেদনপত্র এসেছে ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—প্রশ্নটা এভাবে না করাতে সে তথ্য আমার কাছে নেই। আর তাছাড়া ১৯৬টি নয়, ২৯৬টি হবে।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, শালগড়াতে হাসপাতাল করা হবে বলে সরকারী পর্য্যায়ে সেখানে রাস্তা পাকা করা হয়েছে ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—রাস্তা পাকার কথা আমার জানা নেই।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা তদন্ত করে দেখবেন কি, হাসপাতালের জন্য কি সেখানে জমি ক্রয় করা হয়েছিল ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—শালগড়া এবং পালাটনাতে জায়গা ক্রয় করে সেটা হাসপাতালের নামে রেকর্ড করা হয়েছে কিনা, তা আমার জানা নেই। তবে মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন, তখন আমি এটা তদন্ত করে দেখবো।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস ঃ—২২৩।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৩।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে শিল্প দপ্তরে ত্রিপুরার কোন এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভাইকে কয়েকজন সিনিয়র অফিসারকে বঞ্চিত করে ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলুম এণ্ড হ্যাণ্ডিক্র্যাপ্টস্ কর্পোরেশনে পাঠানো হয়েছে ? এবং

২। যদি সত্য হয় তবে কি ভিত্তিতে ও পরিস্থিতিতে তাকে ডেপুটেশনে পাঠানো হল ?

উত্তর

(১) এবং (২) এতদ সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র তদন্ত কমিশনে গেছে, তাই এ বিষয়ে এখন কিছু বলা যাবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীতপনকুমার চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপনকুমার চক্রবর্ত্তী ঃ—কোয়েশ্চান নং ২।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—কোয়েশ্চান নং ২। এখানে ৪টি প্রশ্ন আছে।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে সরকারী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের সংখ্যা কত ?

২। ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে কতগুলি সরকারী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় খোলা হবে?

৩। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার নিযুক্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকার আছে কি?

৪। রাজ্যে কতজন রেজেষ্ট্রিভূক্ত ডাক্তার আছে?

উত্তর

১। ৭টি।

২। ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে ত্রিপুরায় আরোও ২টি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

৩। বর্ত্তমানে নাই।

৪। জানা নাই।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী ঃ—আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমানে যতজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের প্রয়োজন আছে, তার চেয়ে অনেক কম ডাক্তার দিয়ে চালাতে হচ্ছে। সে জন্যই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাইছি, যে যে জায়গায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ডিস্পেন্সারী নেই, সেসব জায়গায় রেজিষ্ট্রিভূক্ত ডাক্তার যারা আছেন, তাদের নিয়োগ করার পরিকল্পনা আছে কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—আমি বলছি যে ত্রিপুরায় ৭টি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় আছে। এবং ১৯৭৮-৭৯ সালের আর্থিক বছরে আরো ২টি চিকিৎসালয় খোলা হবে। আমরা এখান থেকে ১৫ জন ছাত্রকে হোমিওপ্যাথিক সম্বন্ধে ডিগ্রি আনতে পাঠিয়েছি। তারা আসলে পর তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা হবে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী ঃ—এখানে যাদের এইচ. এম. বি. ডিগ্রী আছে তাদের সরকার রেজিষ্ট্রিভূক্ত করে নিয়োগের ব্যবস্থা করবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে জানাচ্ছি, এই যে এখানে রেজিষ্ট্রিকৃত বলা হচ্ছে এ সম্বন্ধে আমি জানাচ্ছি, আমাদের এখানে রেজিষ্ট্রিভূক্ত করার কোন ব্যবস্থা নেই। তবে আমাদের সরকার চিন্তা করছেন যে তাদের রেজিষ্ট্রিভূক্ত করা যায় কিনা। এরপরেই আমরা দেখব তাদের সরকারী কিংবা আধা সরকারী কাজে লাগানো যেতে পারে কিনা। যাদের এইচ. এম. বি. বলা হচ্ছে, তাদের সম্পর্কে আমি এখানে বলতে চাই, তারা ডিগ্রী কোর্সে পড়াশুনা করে পাশ করছেন তা নয়। কলকাতায় অনেক জায়গায় এমনি এইচ. এম. বি. পড়ানো হয়। এখানে ডিগ্রী কোর্সে হোমিওপ্যাথিক এম. বি. বি. এস. এর কোর্স আছে। এখানে তাদের অন্যান্য এম. বি. বি. এস ডাক্তারের মত স্কেল দেওয়া হয়।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ—এখানে মাননীয় মন্ত্রী ১৯৭৮-৭৯ সালের আর্থিক বছরে যে ২টি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় খোলার কথা উল্লেখ করেছেন সেটা কোন জায়গায় তা বলবেন কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—নতুন যে ২টি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় খোলা হবে সেটা হচ্ছে কুমারঘাট এবং অমরপুরের।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ— ১৩৩।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ— ১৩

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৭৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা কত ?

২। বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধের কি কি ব্যবস্থা চালু আছে ?

উত্তর

১। ৫ (পাঁচ) জন।

২। ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রমণরোধে প্রতি ঘরে ঘরে মশক কুলের সম্ভাব্য বিশ্রাম নেবার জায়গাগুলিতে বৎসরে ২ বার নির্দিষ্ট মাত্রায় কীটনাশক ঔষধ (ডি, ডি, টি) প্রয়োগ করা হইতেছে।

ম্যালেরিয়া জীবানু বাহক ব্যক্তিদের খুজিয়া বাহির করিবার জন্য সারভেলিয়েন্স ওয়ার্কার গণ নির্দিষ্ট পোগ্রাম অনুযায়ী প্রতি বাড়ী বাড়ী যাইয়া জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্ত পরীক্ষার জন্য রক্ত নিয়া নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় ক্লরোকুইন ও ডেরাপ্রিম টেবলেট দ্বারা চিকিৎসা করিতেছে। ম্যালেরিয়া পরীক্ষাগারে রক্ত পরীক্ষায় ম্যালেরিয়া জীবানু পাওয়া গেলে ম্যালেরিয়া জীবানু নির্মূলের জন্য সংশ্লিষ্ট সারভেলিয়্যান্স ইন্সপেক্টর ক্লরোকুইন ও প্রিমাকুইন টেবলেট দ্বারা পদ্ধতি অনুযায়ী চিকিৎসা করিতেছে।

তাছাড়া পি, ফ্যালসিপ্যারাম ম্যালেরিয়া জীবানু, যাহা ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যুর কারণ স্বরূপ, রোধকল্পে জ্বরাক্রান্ত রোগীদের সহজে ঔষধ পাইবার ব্যবস্থার জন্য অনেক জ্বর চিকিৎসার কেন্দ্র এবং ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে এবং উপরিউক্ত কেন্দ্রগুলির সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়া হইতেছে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ৩১শে মার্চ্চের পর ত্রিপুরার কোথাও কোন লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় সদস্য, সরকারের হাতে এখনও এই রকম কোন তথ্য আসে নি তবে ৩১শে মার্চ্চ ১৯৭৮ পর্য্যন্ত তথ্য আমাদের হাতে আছে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি জানি লালসিমুড়ার কাছে রামছড়াতে দুই সপ্তাহ আগে একজন ম্যালেরিযা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে এই সম্বন্ধে সরকার কিছু জানেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি আমার হাতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তথ্য আছে। এর পরবর্ত্তী কোন তথ্য যদি মাননীয় সদস্য জানেন সেটা আমরা নিশ্চয়ই দেখবো কারন এটা অসম্ভব কিছু নয় মারা যেতেও পারে কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের হাতে এখন কোন তথ্য নেই।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে পাঁচ জন মারা গেল তাদের ঠিকনা কোথায় ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক---মাননীয় সদস্য জানতে চাইলে আমি পরে জানাতে পারি, কারন আমাদের হাতে এখন সে তথ্য নেই।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন রক্ত পরীক্ষা করা হয়, এই যে রক্ত পরীক্ষা করা হয় তাতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক---মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৭৭ সনের ১লা জানুয়ারী হতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত মোট এক লক্ষ, ৪২ হাজার, ৪১ জন ব্যক্তি থেকে রক্ত নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে এক লক্ষ ৪২ হাজার ১৩২টি রক্তের শ্লাইড পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তার মধ্যে ৫ হাজার, ৩শত, ৪৪টিতে ম্যালেরিয়ার জীবানু পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে ৫,২২৮ জন ম্যালেরিয়া রোগীকে জীবানু নির্মূলের চিকিৎসা করা হয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ম্যালেরিয়া রোগের পরীক্ষার জন্য যে রক্ত নেওয়া হয় সাধারণতঃ কত দিনে সে সব রক্তের রিপোর্ট আসে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই মুহূর্ত্তে মাননীয় সদস্যকে এই তথ্য দিতে পারছি না, যদি মাননীয় সদস্য জানতে চান তাহলে আমি পরে জানাবো।

শ্রীতরুণী মোহন সিংহ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে রোগী থেকে ম্যালিরিয়ার জীবানু আছে কিনা সেটা দেখার জন্য রক্ত নেওয়া হয়, রক্ত পরীক্ষার পর কি তাকে জানানো হয় যে সে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক---আমরা যখনই পরীক্ষা করে বুঝি যে সে রোগী ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছে, তখনই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, তাকে জানানো হয় এবং তাকে সাবধান থাকার জন্য বলা হয়। সে সমস্ত রোগীকে আমাদের ঔষধ দেবার কেন্দ্র থেকে ঔষধ দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত কয়েক বছর ধরে ঐ ম্যালেরিয়া রোগ নিবারণের জন্য যে সমস্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ডি, ডি, টি, আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যে পরিমাণ ঔষধ দেয়া হয়েছিল; তাতে আশা করা হয়েছিল যে ম্যালেরিয়া রোগ আর থাকবে না, কিন্তু তা সত্বেও এ বছর আবার দেখা যাচ্ছে ম্যালেরিয়া রোগ শুরু হয়েছে এ কথা সত্য কিনা ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন সেটা ঠিক, কারণ আমরা দেখেছি এক সময়ে ভারতবর্ষে-স্বাধীনতার সময়ে, প্রচণ্ডভাবে ম্যালেরিয়া হত, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে ম্যালেরিয়া ভারতবর্ষ থেকে প্রায় নির্মূলের পথে গিয়েছিল। আমরা দেখেছি ১৯৭৫-এর পর ম্যালেরিয়া ব্যাপকভাবে ভারতবর্ষে দেখা দিয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এর আগে যে সমস্ত ঔষধ বিতরণ করার কথা ছিল কংগ্রেস আমলে, সেই তেল চুরি থেকে আরম্ভ করে, ডি, ডি, টি, চুরি, ঔষধপত্র চুরি ইত্যাদি তছরূপ করে কোন জায়গায় ঠিক মত ঔষধপত্র বিলি করা হত না, ডি, ডি, টি, দেওয়া হত না, সেই জন্যই ম্যালেরিয়া দূর হয় নি এবং এখন ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে এ কথা সত্য কিনা?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় স্পীকার স্যার, এ কথাটা ঠিক যে, আমরা যখন সরকারে এলাম এবং এসে যখন খোঁজ-খবর নিলাম, তখন একটা ব্যাপক অব্যবস্থা ধরা পড়েছে, সেটা হচ্ছে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গত ২ বছরে ম্যালেরিয়া নির্মূলের ব্যাপারে হয় উদাসীন অথবা ইচ্ছাকৃত গাফিলতি তাঁরা করেছেন এবং দু'বছর ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়ার জন্য ঔষধ-পত্র ব্যবহারের যে কথা ছিল' সেটা করা হয় নি। মাননীয় সদস্য তেল এবং ডি, ডি, টি, চুরির যে প্রশ্ন তুলেছেন এই ব্যাপারে একটা তদন্ত চলছে এবং একজন অফি-সারকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে।

শ্রীতরুণী মোহন সিং—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গ্রামাঞ্চলে রক্ত পরীক্ষার জন্য যে সব ডাক্তার 'াঠানো হচ্ছে তাদের সংখ্যা কত?

হচ্ছে তাদের সংখ্যা কত?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় সদস্য, যে বও' নিয়ে আসা হয়, সেটা টেকনিক্যাল ল্যাবরেটারীতে পরীক্ষা করা হয় এবং পরীক্ষার পর যখন ধরা পড়ে যে ম্যালেরিয়ার জীবানু আছে, তখন সেই রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। আর একটা ব্যবস্থা আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে আমাদের ল্যাবরেটারীতে টেকনিসিয়ান এবং ইকুইপমেন্টস্-এর কিছু সংকট আছে। আমাদের আরো কিছু সংখ্যক টেকনিশিয়ান এবং পরীক্ষা করার যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, কিন্তু আমরা তা করতে পারি নি। আমাদের প্রদত্ত যে তথ্য, সেই তথ্য থেকেই এটা প্রমাণিত হয়।

শ্রীকেশব মজুমদার—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আজকে এখানে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে, একজন অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হচ্ছে এবং তদন্তের ফল পাওয়া গেলে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে সমস্ত অফিসার আছেন, যাদের ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত ঔষধপত্র ডি. ডি. টি ইত্যাদি দেওয়া উচিত এবং এতদিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় যে সমস্ত ঐষধপত্র এসেছে তা মানুষের কোন উপকারে আসে নি। এই সমস্ত কাজগুলি করা একজন অফিসারের পক্ষে সম্ভব নয় তাই ত্রিপুরা রাজ্যের মেডিক্যাল অফিসার, যাঁরা এই কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে গোটা তদন্তের ব্যবস্থা করে যদি দোষী সাবস্ত হয়, তাহলে সেই সমস্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি, সেটা মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় স্পীকার স্যার আসলে প্রশ্নটা অন্য জায়গায় চলে গেছে। আমরা দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা নিচ্ছি, এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা বড়শি দিয়ে মাছ ধরবো না কনি জাল দিয়ে মাছ ধরবো। বড়শি দিয়ে শুধু

একটা মাছই ধরা পড়বে আর কনি জাল দিয়ে সত' একই থাকবে কিন্তু অনেক মাছ ধরা পড়বে তাই এখন তদন্তের ফলাফল নির্ভর করছে একজন অফিসার ধরা পড়বে, না সমস্ত অফিসার ধরা পড়বে।

(ভয়েসেস সত্যি কথাই বলেছেন)

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬১।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—কোয়েশ্চান নং ১৬১ স্যার।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—কোয়েশ্চান নং ১৬১ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন হাসপাতালগুলিতে মোট কতটি এম্বুলেন্স আছে ?

২। এর মধ্যে কয়টি সচল ও কয়টি অচল ?

৩। নূতন এম্বুলেন্স ক্রয় করার কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা ?

উত্তর

১। ১৯টি।

২। ১০টি সচল এবং ৯টি অচল।

৩। আছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ৯টি এম্বুলেন্স অচলাবস্থায় আছে, এগুলিকে সচল করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে---যদি সরকারের বিবেচনাধীন থাকে, তাহলে সে বিবেচনা কি প্রয়োজন ভিত্তিক ? ত্রিপুরার বিভিন্ন হাসপাতাল এবং হেল্থ সেন্টারগুলিতে এখন কয়টা এম্বুলেন্স প্রয়োজন ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ৯টি এম্বুলেন্স এখন অচলাবস্থায় আছে এবং সেগুলি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে মেরামতের জন্য রাখা হয়েছে। আমরা দেখেছি সারা ত্রিপুরায় এম্বুলেন্সের ক্রাইসিস বেশী। যার ফলে ত্রিপুরাতে একটা বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। রোগীদের আমরা আনতে পারছি না। সে জন্য বর্ত্তমান সরকার এ বছরে মার্চ্চ মাস-এ যে টাকা ছিল, সে টাকা থেকে ৭টি এম্বুলেন্স ক্রয় করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং তজ্জন্য কোম্পানিকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে। কলকাতার ওয়াল ফোর্ড কোম্পানি সেগুলি তৈরী করছে এবং তৈরী হলে সেগুলি আমরা নিয়ে আসব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—এটা কি ঠিক যে ১৯৭৭-৭৮ ইং সনে এম্বুলেন্স কেনার জন্য যে টাকা ছিল, এম্বুলেন্স কেনা হলো না টাকা ফেরৎ গেল ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ—এমন কোন তথ্য সরকারের জানা নেই।

শ্রীখগেন দাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার; মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন

যে, ৯টি এম্বুলেন্স এখন অচলাবস্থায় আছে এবং এগুলি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেটে ফেলে রাখা হয়েছে এবং সেগুলি মেরামতির কাজ চলছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ---মাননীয় সদস্য যদি পৃথক প্রশ্ন করেন, তাহলে উত্তর জানাব। তবে এইটুকু জানাতে পারি যে---যেগুলি মেরামতির জন্য দেওয়া হয়েছে, সেগুলির মেরামতির কাজ চলছে, তবে কি অবস্থায় আছে এখন সেটা বলতে পারছি না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা কি ঠিক যে এই ৯টা এম্বুলেন্স অনেক বৎসর ধরে ফেলে রাখা হয়েছে, সেগুলি এখনও সারানো হচ্ছে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি যে, এই এম্বুলেন্সের ব্যাপারটা খুবই দুঃখ জনক এবং সরকারের পক্ষেও উদ্বেগ জনক। এর একটা কারণ হচ্ছে যে আমাদের এখানে মোটর মেরামতির জন্য কোন ভাল কারখানা নাই। সময় মত মোটর পার্টস পাওয়া যায় না এবং কারখানাগুলিরও গাফিলতি আছে। এম্বুলেন্স-এর মতন জরুরী একটা গাড়ীকেও দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত কারখানায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। কাজেই সরকার সে দায়িত্ব নিচ্ছেন এবং তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছেন। আশা করা যায় এ অবস্থা দ্রুত পরিবর্ত্তন আনতে পারবেন। এই হাউসের সদস্যগণকে আমরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে এম্বুলেন্সের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে এবং দরকার হলে বাইরে থেকে টাকা এনে আমরা এম্বুলেন্স কিনব। বর্ত্তমানে যে অবস্থা আছে, সে অবস্থাকে দীর্ঘদিন চলতে দেওয়া যায় না। এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্যদের সংগে আমাদের সরকারও একমত।

মিঃ স্পীকার ঃ-- শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী ঃ-- কোয়েশ্চান নং ১০৯ স্যার।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ-- কোয়েশ্চান নং ১০৯ স্যার।

প্রশ্ন

১। কল্যাণপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে তাহা কবে কার্যকরী করা হবে ?

উত্তর

১। নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমাখান লাল চক্রবর্ত্তী ঃ-- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কল্যাণপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি সম্প্রসারণের জবাবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে নাই। কিন্তু এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে বর্ত্তমানে যে সীট সংখ্যা আছে তাতে রোগীদের সংকুলান হয় না এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজে গিয়েও সেটা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। কাজেই সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা ত্রিপুরায় এখন হাসপাতালের যে সংখ্যা এবং তার যে সীট সংখ্যা আছে, তাতে রোগীদের স্থান সংকুলান হয় না। যার জন্য মেঝেতে পর্যান্ত ব্যবস্থা করতে হয়। আমরা মত্র ৫ মাস হয়েছে, এখানে এসেছি। কিন্তু ৩০ বৎসর ধরে ত্রিপুরাতে যে সরকার ছিল, তারা জনগণের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরে তারা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির দিকে কোন নজর দেন নি। যার জন্য রোগীর সংখ্যা এ ভাবে বেড়ে গেছে। আমরা জন স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আরও বেশী হাসপাতাল খুলে রোগীদের কাছাকাছি চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যেতে পারি, তজ্জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আর কল্যাণপুর সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যা বলেছেন---আসলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৪।৬ টি বেড থাকে। আমরা ইতিমধ্যেই সেখানে ১০ টা বেড করেছি। আমরা চেষ্টা করছি আরও বেশী হাসপাতাল খুলে, শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করে, রোগীদের সুচিকিৎসা করার জন্য।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী ঃ--- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কল্যাণপুর হাসপাতালে কতজন ডাক্তার আছেন এবং তার জন্য সরকার কি ভাবছেন ?

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য আপনার প্রশ্ন অন্য দিকে চলে গেছে। শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী ঃ--- কোয়েশ্চান নং ৩ স্যার।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ--- কোয়েশ্চান নং ৩ স্যার।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে সরকারের পরিচালনায় কতগুলি আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয় চালু আছে ?

২। ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে আরও কত সংখ্যক আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয় খোলা হবে ?

৩। রাজ্যে বর্ত্তমানে কতজন রেজিষ্টি ভুক্ত কবিরাজ আছেন ? এবং

৪। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে কবিরাজ নিযুক্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। ২টি।

২। ১৯৭৮-৭৯ সালে আরও ২টি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসালয় খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

৩। জানা নাই।

৪। বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে রেজিষ্ট্রেশন সম্পর্ক একটি কথা বলতে চাই। যে সমস্ত মেডিক্যাল অফিসার, যে রাজ্য থেকে পরীক্ষায় পাস করেন, ঐ রাজ্য থেকে তাদেরকে রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া হয়। ত্রিপুরাতে পৃথক কোন রেজিষ্ট্রেশন কাউন্সিল না থাকতে আমরা রেজিষ্ট্রেশন দিতে পারছি না। কাজেই হোমিওপ্যাথিক এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক কতজন রেজিষ্টি ভুক্ত আছেন বলতে পারছি না।

শ্রী তপন কুমার চক্রবর্ত্তী ঃ--- সাপ্লিমেন্টারী স্যাঁর, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে ত্রিপুরাতে কোন রেজিষ্ট্রি কাউন্সিল না থাকাতে রেজিষ্ট্রেশন দিতে পারছেন না।

মিঃ স্পীকার ঃ--- প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি ঐ প্রশ্ন গুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

শ্রী তপন কুমার চক্রবর্ত্তী ঃ--- স্যাঁর, জিরো আওয়ারে আমি একটা বক্তব্য বিধান সভায় রাখতে চাই। সেটা হল বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে এক শ্রেণীর আমলা চক্র উঠে পড়ে লেগেছে এবং একটা ঘটনার কথা আমি বলছি, কৈলাশহরে এসিসটেন্ট ডাইরেক্টর অব ইণ্ডাস্ট্রীজ, উনি নর্থ ত্রিপুরার শিল্প বিভাগের দায়িত্বে আছেন। গত ১লা এপ্রিল সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যখন কোন ছুটির দিন ছিল না, সে দিন উনার অফিসেই সরকারী কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা কৈলাসহর মহকুমায় এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। শিল্প অধিকর্তার অফিস থেকে প্রায় ৪ ফার্লং দূরে আ, টি, আই, উইভিং সেন্টার, এবং সরকারী বিক্রয় কেন্দ্র অবস্থিত। সেই আই, টি, আই, উইভিং সেন্টারে এবং সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রে প্রত্যেক মাসে পেমেন্ট করা হত। কিন্তু পয়লা তারিখে এ্যাসিসটেন্ট ডাইরেক্টর অব ইণ্ডাসট্রিজ, তার খেয়াল খুসীমত এক অর্ডার দিলেন এবং সাড়ে তিনটায় সমস্ত অফিস বন্ধ করে দূরবর্ত্তী তাঁর খোদ দপ্তর থেকে পেমেন্ট নিতে হবে। এতে আমি মনে করি একদিকে আই, টি, আইতে পাটরত ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতি হয়েছে, আই, টি, আই, অফিস বন্ধ করে দেওয়াতে সপকারেরও ক্ষতি হয়েছে, বিক্রয় কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়াতে সরকারের ক্ষতি হয়েছে এবং উইভিং সেন্টারটা প্রায় দেড় ঘন্টা আগে বন্ধ করে দেওয়াতে সরকারের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া আমি আরও বলতে চাই যে দীর্ঘদিন যাবত আমি দেখে আসছি এই এ্যাসিসটেন্ট ডাইরেক্টর, তার অপদার্থতার জন্য সম্ভাবনায় ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত শিল্প তথা কুটির শিল্প স্থাপনের যে প্রস্তাব রয়েছে, সেটাও ধীর গতিতে চলছে। এক কথায় বলতে গেলে, এই এ্যাসিসটেন্ট ডাইরেক্টারের সমস্ত সরকার বিরোধী কার্য্যকলাপের একটা তদন্ত হওয়া উচিৎ। কারণ যে ভাবে সে প্লেন মাফিক বামফ্রন্ট সরকারের ভাবমূত্তিকে নষ্ট করার চেষ্টা করছেন, সেই চিত্র জন সমক্ষে তোলে ধরা উচিত। এক কথায় যথা সম্ভব এই অচল পাথরটাকে সরিয়ে নেওয়া দরকার।

শ্রী অনিল সরকার ঃ--- মাননীয় সদস্য, তপন চক্রবর্ত্তী যে অভিয়োগ এখানে করেছেন, সেই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত তদন্ত করে দেখব। আর উনি যে অভিযোগগুলি করলেন, আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে এই ধরণের দুঃখজনক ঘটনা কিছু কিছু ঘটেছে এবং সেগুলিও আমরা দেখব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ--- স্পীকার স্যার, এই জিরো আওয়ারে আমি একটা ঘটনার কথা এখানে তুলে ধরতে চাই, সেটা হচ্ছে এই যে গত ৭ দিন ধরে ছাঁটাই কর্ম-

চারীরা অনশন ধর্মঘট করছেন এবং সরকারী পুলিশ তাদেরকে জোর করে এরেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে অথচ সরকার তাদের জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থাই করছেন না।

(গোলমাল)

তাদেরকে ছাঁটাই করে, তারাই আবার এখানে বড় বড় প্রতিশ্রুতির কথা আওড়াচ্ছে। কাজেই আমি চীফ মিনিস্টারের কাছে দাবী করছি, তিনি যেন এইসব ছাঁটাই কর্মচারীদের সম্পর্কে একটা বিবৃতি দেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী গ্রুপের সদস্য যে বিষয়টা এখানে উপস্থিত করেছেন, সেই সম্পর্কে আমি এক্ষুনি একটা বিবৃতি দিচ্ছি। গতকাল রাতে যারা অনশনরত ছিল, তাদের মধ্যে তিনজনকে ডাক্তার পরীক্ষা করার পর, তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছে লক্ষ্য করে, আমাদের সরকারের কাছে রিপোর্ট দেন এবং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে আমরা পুলিশ পাঠাই তারা যাতে হাসপাতালে যায়। কিন্তু তারা হাসপাতালে যেতে অস্বীকার করে, বাধ্য হয়ে পুলিশকে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে আত্মহত্যা করার চেষ্টা, একটা অপরাধ এবং সেই অভিযোগে যে কোন লোক যদি আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করে, তাহলে তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে।

(গোলমাল)

বিরোধী দলের সদস্যরা ধৈর্য্য হারাবেন না, অন্ততঃ আমার বিবৃতি শেষ করতে দিন। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে কিছু ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাকে এভাবে অনশনে বসানো হয়েছে। আমরা তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, আমাদের সরকার তাদেরকে কাজ দেবে। এই সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরও যদি কেউ অনশনে বসে, তাহলে বুঝতে হবে যে কাজের জন্য তারা বসে নি। মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনকে উপলক্ষ করে কংগ্রেসী এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সাহায্য করার জন্য, তারা এই পথ বেছে নিয়েছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং এর মধ্যে এইরকমও আছেন, যারা আমাদের নিয়োগ নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। তারা কোর্টেও গিয়েছিলেন, কিন্তু কোর্টও তাদের দাবী সমর্থন করেন নি। সেই অবস্থাতে আমাদের সরকার কোন অবস্থাতেই তার নিয়োগ নীতি থেকে সরে আসবে না। এই কথা আমি এই হাউসকে পরিষ্কারভাবে বলতে চাই। একজন আছেন, যার স্বামী ভাল চাকরী করেন, এবং তিনিও বায়না ধরেছেন যে তাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকুরী দিতে হবে। এটা আমাদের সরকারী নীতি নয়। আমাদের নীতির মধ্যে এমন অনেক বেকার আছেন এক এক ঘরে ৪/৫ জন করে পাশ করে বসে আছেন, কিন্তু তাদের একজনকেও আমরা কাজ দিতে পারছি না। এই কথা মাননীয় সদস্যরা যদি বিশ্বাস না করেন, আমি তাদের সঙ্গে বসতে রাজি আছি এবং সমস্ত দরখাস্তগুলি পড়ে দেখার জন্য আমি তাদেরকে অনুরোধ করব এবং আমি তাদের কাছেই বিচার দেব যে যার স্বামী ভাল চাকুরী করেন, তাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়া উচিত কিনা, না যাদের ঘরে একটি লোকও কাজ করে না, সেই সমস্ত ছেলেমেয়েদের চাকুরী দেওয়া উচিত। কাজেই এখান থেকে আমার সরকারের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা চলছে, আমি এই হাউসকে

এবং হাউসের বাইরে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষকে এই কথাই বলতে চাই যে তারা যেন ওদের অনশন থেকে বিরত করেন এবং সময় ও সুযোগ পেলে আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সবার জন্য কাজের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব। কিছু আছে যারা শিক্ষক (গ্রেজুয়েট) এবং মেট্রিক পাশ, যাদের বাড়ীতে আর কেউ কাজকর্ম করেন না, আমরা পরিষ্কারভাবে বলছি, আমরা এরপর যে ৫০০ গ্রেজুয়েট নিচ্ছি এবং কয়েক'শ প্রাথমিক শিক্ষক নিচ্ছি, তার মধ্যে আমরা তাদেরকে রাখবার চেষ্টা করব। এই সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর তারা যেন অনশন না করেন, অনশন যেন আর কনটিনিউ না করেন বা প্রত্যাহার করেন, এই অনুরোধ আমি তাদের কাছে রাখছি। আর তাদেরকে যারা বসিয়েছেন তাদের কাছে আমি বলব যে তাদের জীবন নিয়ে আপনারা খেলা করবেন না এবং আপনাদের রাজনীতির শিকার যেন তারা না হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মাননীয় স্পীকার স্যার--- * * *

(গোলমাল)

মিঃ স্পীকার----মাননীয় সদস্য, আপনি বিবৃতি চেয়েছেন এবং মাননীয় মন্ত্রী সেই বিবৃতি দিয়েছেন। কাজেই তার বিবৃতির পর আপনার আর কোন বক্তব্য থাকতে পারে না।

শ্রীদশরথ দেব----মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা নিয়মনীতির মধ্য দিয়ে পার্লামেন্ট বা এ্যাসেম্বলিকে চলতে হয় এবং সংসদের আইনকাননের উপর কোন সদস্যরই কোন অধিকার থাকতে পারে না। কাজেই স্পীকারের অনুমতি ছাড়া যে বক্তব্য এখানে রাখা হয়েছে, সেই বক্তব্যও কখনও রেকর্ড হতে পারে না। উনারা বিবৃতি চেয়েছেন এবং মাননীয় মন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন, এর আর কোন পাল্টা বিবৃতি হতে পারে না।

* * ‡ Expunged as ordered by the chair.

তবে উনাদের যদি কোন ক্লারিফিকেশান থেকে থাকে, সেটা তারা চাইতে পারেন। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীর বিবৃতির পর, সেই বিবৃতির উপর আর কোন ডিবেট হতে পারে না। কারণ মাননীয় সদস্য, নিজের কোন ওপিনিয়ন এখানে চাপিয়ে দিতে পারেন না এবং সেটা পার্লামেন্টারী প্রসিডিউরও নয়।

মিঃ স্পীকার----মাননীয় সদস্য, আপনি বসুন। আপনি বিবৃতি চেয়েছেন, বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। কাজেই আর কোন বক্তব্য রাখতে পারেন না। অতএব যে সমস্ত বক্তব্য আপনি রেখেছেন, সেগুলি কার্যবিবরণী থেকে এ্যাক্সপাঞ্জড় করা হবে।

Calling Attention

মিঃ স্পীকার ----মাননীয় সদস্যগণ, আমি নিম্নোক্ত সদস্যগণের নিকট থেকে কতগুলি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। সেগুলির একটা হচ্ছে---

'গত ২০-৬-৭৮ ইং কলমচোরার গলাচিপা ক্যাম্পের টি,এ,পি, হাবিলদার ও কনষ্টেবলগণ কর্তৃক মদমত্ত হয়ে বাজারে জনগণের উপর হামলা এবং গোপাল সরকার ও খোকন সরকারকে রাইফেল দিয়ে গুরুতর জখম করা সম্পর্কে'।

আমি মাননীয় সদস্য, সমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের

উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজকে বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি কবে বিবৃতি দিতে পারবেন, তা আমাকে জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---স্যার, আমি আগামী ২৭ তারিখে এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আগামী ২৭ তারিখে বিবৃতি দিতে রাজী হয়েছেন।

মিঃ স্পীকার---আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব হচ্ছে---ফুড ফর ওয়ার্কসের কাজে সাতচাঁদ (সাব্রুম) ২৩শে জুন তারিখে পি.ই.ওর নিকট ৩০০ শতাধিক লোকের বিক্ষোভ সম্পর্কে'

আমি মাননীয় সদস্য, শ্রীসুনীল চৌধুরী কর্তৃক আনীত এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। এখন মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীদশরথ দেব--- স্যার, আমি আগামী ২৮ তারিখে এই সম্পর্কে আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার--- মাননীয় সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আগামী ২৮ তারিখে এই সম্পর্কে বিবৃতি দিবেন।

ভোটিং অন ডিম্যাণ্ডস ফর গ্রান্টস ফর দি ইয়ার ১৯৭৮-৭৯ ইং।

মিঃ স্পিকার—সভার পরবর্তী বিষয় হল ১৯৭৮-৭৯ সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণ। আজকের কর্মসূচীতে এগারটি ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে যথা—ডিমাণ্ড নং ২, ৩, ৭, ৯, ১১, ৪৮, ১৬, ১৭, ২৩, ২৪ এবং ৩১। এখন উপরোক্ত ডিমাণ্ডগুলির উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণ শেষ করতে হবে। মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজকের সভার কার্য্যসূচী এবং তার সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলিও পেয়েছেন। আমি যখন নাম ডাকবো তখন সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একের পর এক উত্থাপন করবেন। ব্যয় বরাদ্দের সমস্ত দাবীগুলি উত্থাপিত হওয়ার পর যে সব ছাঁটাই প্রস্তাব আছে, সেগুলি উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। তারপর ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির উপর আলোচনা সুরু হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি ভোটে দেব এবং তারপরে মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবী একটা একটা করে ভোটে দেব। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তাঁর ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটা একটা করে এই সভায় উত্থাপন করতে।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Speaker Sir, on the recommendation the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4,60,000 excluive charged expenditure of Rs. 4,75,000 [inclusive of the sums specified clumn 3 of the schedule to the Appropriation (Vote of Account) bill 1978] be granted

to defry the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of demand No. 2 (Major Head-213-Council of Ministers Rs. 4,60,000.)

Demand for grant No. 3

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 51,82,000 exclusive charged expenditure of Rs. 4,19,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote of Account) bill 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 3 (Major Head 214-Administration of Justice Rs. 44,32,CC0) Major Head 215-Election Rs. 7,50,000.)

Demand for Grant No. 7

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 11,83,000 exclusive charged expenditure of Rs,3,12,41000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) bill, 1978], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 7 (Major Head 254 Treasury and Account, Administration, Rs. 11,83,000.)

Demand for Grant No. 9

Mr Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 68,19,600 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979 in respect of Demand No. 9 (Major Head 252 Secretariat General Services Rs. 60,19,000,) (Major Head 265-Other Administratiee Services) (Vigilance, Rs. 2,60,000,) (Major Head 265-Other Administrative Services (Guest House, Govt. Hotel etc. Rs. 4,50,000) Major Head 295-Other Social & Community Services, Celebration of Republic Day Rs. 1,00,000).

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে ডিমাণ্ড এখানে উপস্থিত করলাম তার উপরে খুব বেশী বক্তব্য নাই। এখানে ডিস্ট্রিক্ট ট্রেজারী ডিমাণ্ড রয়েছে, ট্রেজারী এষ্টাবিশমেন্টের ডিমাণ্ড রয়েছে। আমাদের তিনটি ডিসট্রিক্টে তিনটা ট্রেজারী করেছি এবং সাবডিভিশনে আমাদের সাব ট্রেজারী আছে। আমাদের এখানে অ্যাডিশনেল ডি-এ কর্মচারীদেরকে দেওয়ার জন্য টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে আমরা অ্যাডিশনেল ডি-এ দিতে সমর্থ হয়েছি। তাছাড়া একটা পে-রিভিউ কমিটি করা হয়েছে। যে সমস্ত অ্যানমেলিজ আছে সেগুলি রিমোভ করার জন্য এবং আমরা তার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা রেখেছি। এছাড়া আমি যে সমস্ত ডিমাণ্ড এখানে উপস্থিত করেছি আশা করি হাউস সেগুলি অনুমোদন করবেন।

মিঃ স্পীকার—আমি এখন ফরেণ্ট মিনিণ্টারকে অনুরোধ করছি, আপনি ১৯৭৮-৭৯ সালের আপনার ব্যয় বরাদ্দের উপর যে ডিমাণ্ড তা এখানে উপস্থিত করুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ডগুলি ইংরাজীতে থাকায় মাননীয় ফরেণ্ট মিনিণ্টার-এর কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে। আমি যদি আপনার সম্মতি পাই তাহলে বলে দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার—ঠিক আছে।

Demand for Grant No. 31

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,21,15,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 31 (Major Head 299-Special & Backward Areas—N. E. C Schemes for Control of Shifting Cultivation Rs. 11,96,000) (Major Head 307 Soil & Water Conservation—Rs. 42,75,000) Major Head 313-Forest Rs. 1,66,44,000

Demand for Grant No 37

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 10,00,000 [inclusive of the sums specified in colum 3 of the schedule to Approproation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979. in respect of Demand No. 37 (Major Head 500-Investment in General Financial & Trading institutian (Forest) Rs. 10,00,000).

মিঃ স্পীকার—আমি এখন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে, তাঁর ব্যয় বরাদ্দের উপর ডিমাণ্ড হাউসের সামনে মুভ করতে অনুরোধ করছি।

DEMAND FOR GRANT NO. 16

Shri Dasarath Deb—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1095,43,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 16 (Major Head 265- Other Administrative Services—Gaxettear and Statistical Memoirs Rs. 1,31,000) (Major Head 277—Edueation Rs. 10,77,47,000) (Major Head 278—Art and Culture Rs. 8,65,000) (Major Head 299—Special & Backward Areas—N.E.C Scheme for Education Rs. 7,00,000) (Major Head 314—Community Development—Education Rs. 1,00,000).

DEMAND FOR GRANT NO. 17.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,24,61,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 17 (Major Head 277—Education Rs. 8699,000) (Major Head 278—Art and Culture—Rs. 9,66,000) Major Head 288—Social Security and Welfare—Rs. 27,96,000)

DEMAND FOR GRANT NO. 23.

Mr. Speaker, Sir on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,05,90,000 (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of demand No. 23 (Major Head 276—Secret Social and Community Services—Directoriate of Tribal Research Rs. 3,47,000) Major Head 288 –Social Security &Welfare—Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes Rs. 2,70,54,000) (Major Head 309—Food & Nutrition Special Nutrition Programme— Rs. 31,89,000).

DEMAND FOR GRANT NO. 24.

Shri Dasharath Deb—

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 49,82,000 [inclusive of the sums specified in colum 3 of the schedule to the Adpropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 24 (Major Head 288—Social Security & Welfare (Civil Supply)—Rs 4,32,000) (Major Head 309—Food & Nutrition (Food Section)— Rs. 36,50,000).

DEMAND FOR GRANT NO. 24.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,000 [inclusive of the sums specified in colum 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 8979, in respect of Demand No. 40 (Major Head—677 Loans for Education, Art & culture— Rs. 30,000).

DEMAND FOR GRANT NO. 42.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendatinn of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6,60,00,000 [inclusive of the sums specified in colum 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978]

be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 42 (Major Head 509—Capital Outlay on Food and Nutrition— Rs. 6,60,00.000).

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার দুটো ডিমাণ্ড পড়া হয়নি, আমি খুব দুঃখিত কারণ তখন আমার সামনে ডিমাণ্ড দুটো ছিল না, তাই আমি এখন পেশ করছি।

DEMAND FOR GRANT NO. 11.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,24,00,000 [inclusive of the sums specified in colum 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of demand No. 11 (Major Head—255—Police—Rs. 3,87,00,000) (Major Head—260—Fire Protection & Control—32,00,000) Major Head 265—other Administrative Services (Civil Defence)—Rs. 3,00,000) (Major Head—265 other administrative Services (Home Guards) Rs. 75,00,000) (Major Head 344—other Transport & Communication Services —Wirelessplanning & Cordination—Rs. 27,00,000)

DEMAND FOR GRANT NO. 48

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 87,00,000 exclusive charged expenditure of Rs. 9,17,50,000 (inclusive of the sums specified in colum 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March. 1979, in respect of Demand No. 48 (Major 766—Loan to Government Servants—Rs. 87,00,000).

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে কাটমোশানগুলি পেয়েছি এবং সেগুলি মুভ করেছি। এই যে ডিমাণ্ডগুলি পেশ করা হলো, তার উপর যারা কাট মোশান এনেছেন, তাঁরা আলোচনা করতে পারেন। মাননীয় সদস্য শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আলাদাভাবে আলোচনা করলেই ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার---আপনাদের যেভাবে সুবিধা হয় সেই ভাবেই আলোচনা করতে পারেন। আপনাদের হাতে আপনাদের কাটমোশান রয়েছে, আপনাদের সুবিধা মত আপনারা বলুন। আমি দ্রাউ কুমার রিয়াংকে বলবার জন্য অবহ্বান করছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং---মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিসক্রিয়েশনারি গ্র্যাণ্ট এর ব্যাপারে সরকারী নীতি সম্পর্কে আমাদের আপনিও আছেন। আপনিও থাকার কারণ হলো ডিসক্রিয়েশনারী গ্র্যান্টে ২৫ হাজার টাকা রাখা হয়েছে এবং আর এক

জায়গায় ৩৫ হাজার টাকা রাখা হয়েছে যেটা মন্ত্রীদের ইচ্ছামত ব্যবহার করার জন্য একটা পথ রাখা হায়ছে, এই সম্পর্কে আমাদের আপত্তি হলো যে এত টাকা উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সংস্থান না রেখে মন্ত্রীরা নিজেদের হাতে কেন রাখলেন? এতে আমরা মনে করি যে মন্ত্রীরা তাঁর পার্টির স্বার্থে, পার্টির উন্নয়নের জন্য অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট পার্টির সু-গঠন উন্নয়নের জন্য তিনি যাতে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারেন সেই জন্যই উন্নয়নমূলক কাজে এই টাকাটা না খাটিয়ে তিনি নিজের হাতে রেখেছেন কাজেই এই সম্পর্কে আমাদের আপত্তিও আছে। এই টাকাটা আরো যদি কমানো হয় তাহলে খুব ভাল হয় কারণ এর দ্বারা তো অন্যরা টাকা পাবে না. সি, পি, এম-এর ওয়ার্কাররা যাতে কাজ করতে পারে, জনগণের কাছে টাকার ঝুলি নিয়ে যেতে পারেন সে জন্যই চীফ মিনিষ্টার নিজের হাতে টাকা রেখেছেন এবং খেয়াল খুশীমত কর্মীদের ভাগ করে দিয়ে তাঁর দলকে আরো চাঙ্গা করছেন এবং আগামী ৫ বছরে নির্ব্বাচনী শক্তি আরো শক্ত সামর্থ করতে সক্ষম হবেন।

কাজেই আমরা মনে করি এটা একটা মিস্ইউজ। অর্থাৎ জনসাধারণের উন্নয়নের কাজে নয়. এটা বামফ্রন্ট পার্টির উন্নয়নের কাজে ব্যবহার হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী কর্তৃক যে সমস্ত ডিমাণ্ড এখানে মুভ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। প্রথমতঃ ডিসক্রিশনারী গ্র্যান্ট, এটা খুবই স্পষ্ট যে বর্ত্তমানে বামফ্রন্ট সরকার যে সমস্ত দলীয় কর্মী সৃষ্টি করেছেন, তারা যাতে কোন প্রকারেই দল থেকে ছুটে যেতে না পারে এবং রাজনৈতিক দলীয় স্বার্থে তাদেরকে কাজে লাগানো যেতে পারে, তারজন্য এরকম একটা গ্র্যান্ট এখানে রেখেছেন। প্রয়োজন আছে. তাই ৩৫ হাজার এখানে বরাদ্দ করেছেন। আমরা জানি বর্ত্তমানে এই গ্রামোন্নয়ন কমিটি বামফ্রন্টের প্রধান শরীক সি, পি, আই, এম-এর তরফ থেকে তৈরী করা হয়েছে। তাদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে গ্রামে গঞ্জে একটা অপপ্রচার শুনা যাচ্ছে। আমরা দেখেছি এই গ্রামোন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে সমস্ত সুযোগ সুবিধা বিলি করা হচ্ছে। আর এই গ্রামোন্নয়ন কমিটির যিনি নেতা,তার হাত থেকে টাকা কে পাবেন, এটা আমাদের বেশ ভাল ভাবেই জানা আছে। আমরা দেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই ডিসাক্রিশনারী গ্র্যান্ট থেকে মাঝে মাঝে দুর্গত লোকদের সাহায্য দেন। এরকম একটা প্রভিশান আছে। কিন্তু এই দুর্গত এবং ক্ষতিগ্রস্থদের নামে পার্টির কর্মীরা নিজেদের পকেট ভারী করেন। এই বামফ্রন্ট সরকারের ৬ মাসের কার্য্যকলাপে আমরা যা দেখেছি, তাতে ধরে নিতে পারি এই ৩৫ হাজার টাকা গ্রামোন্নয়ন কমিটির মেম্বারদের হাতে যাবে। একটা পয়সাও তাদের বাইরে কেউ পাবে না। কাজেই এই বামফ্রন্টের দলীয় স্বার্থের জন্য এই ৩৫ হাজার টাকা ব্যয়িত হোক, এটা আমরা সমর্থন করতে পারি না। কাজেই এই টাকাটা বাদ দেওয়া হোক এবং জনগণের স্বার্থের কাজে প্রয়োগ করা হোক এটাই আমাদের বক্তব্য।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে ডিমাণ্ড নং ৩, ইলেকশান এর উপর ৫৬ লক্ষ ১ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এই ইলেকশান হল সরকারের একটা নীতি। আমরা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখেছি শান্তি শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। শুধু তাই নয় একটা অরাজকতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং আইন শৃঙ্খলা ধীরে ধীরে বিপথে মোর নিচ্ছে। মাতার বাড়ীর মন্টু সেনকে মারা হল। ১০।১২ জন লোক মিলে এবং তার মধ্যে সরকারী কর্মচারীও রয়েছে, তাকে প্রচণ্ড আক্রমন করা হল, অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রাখা হল। এর পরের দিন ঐ মাতার বাড়ীতে সেই গ্রামোন্নয়ন কমিটির একটি বিরাট মিছিল বের করা হলো। কেন? কারণ পুলিশ সহায়তায় একজন সাধারণ লোককে ধরাশায়ী করতে পেরেছে। অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে দিতে পেরেছে। এটা তাদের হিম্মৎ। এই যদি নির্বাচন নীতি হয় যে জোর করে, ভয় প্রদর্শন করে ভোট আদায় করব, তাহলে সেটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। আমরা দেখেছি, আমাদের যে সমস্ত কেণ্ডিডেট ছিল, অম্পিনগরে আমাদের প্রধান প্রার্থীকে টাকা পয়সা দিয়ে, উনাদের দলে যেতে বাধ্য করেছেন। আমরা এমনও শুনেছি যে তাকে ভয় প্রদর্শন করে পার্টিতে আটক রাখা হয়েছে। কিন্তু এমনি করে মানুষের বিচার বুদ্ধিকে চিরদিন দাবীয়ে রাখা যায় না। টাকা দিয়ে, পুলিশ দিয়ে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে এই ভাবে হরণ করা যায় না। আমরা জানি ইলেকশান হল গণতন্ত্রের একটি পথ। যার মাধ্যমে মানুষ তার প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। কিন্তু আজকে এই বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারণের সেই গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরন করেছেন। টাকা দিয়ে, পুলিশ দিয়ে, গুণ্ডা দিয়ে উনারা তা করেছেন এবং এই এসেম্বলী হাউসে এসে তারা প্রচার করছেন, আমরা ৭৫ পার্সেন্ট ভোট পেয়েছি। এই যদি নির্বাচন নীতি হয় এবং তার জন্য যদি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমোদন চাওয়া হয়, তাহলে তো আমরা একটা পয়সাও গ্র্যান্ট কর র জন্য সমথন করতে পারি না। এবং তজ্জন্যাই আমরা ১৯৭৮-৭৯ সালের বাজেটকে সমর্থন করতে পারিনা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা যখনই এই হাউসে তথ্য পরিবেশন করতে যাচ্ছি, তখনই উনারা হাসাহাসি করছেন। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরন করতে পারলেই তাঁদের মুখে হাসি ফুটে। হাজার হাজার মানুষের টাকা নিয়ে তাঁরা হৈ হল্লা করছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তাই আমরা এই বরাদ্দকে সমর্থন করতে পারি পারিনা। আমরা চাই মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। সুষ্ঠু এবং অবাধ পরিবেশ সৃষ্টি করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। আমরা দেখেছি পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছু ছিল না। সমস্ত আইন শৃঙ্খলা ঐ গ্রামোন্নয়ন কমিটি, সমন্বয় কমিটি এবং মন্ত্রীদের হাতে ছিল। তারপর ভোট গণনার সময় শামুকছড়ার গাঁও প্রধানের অনুপস্থিতিতে গণনা করা হয়েছে এবং সেই গণনা অবৈধ হয়েছে। তারপরে ডিক্লারেশন দেওয়া হয়েছে যে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে যিনি প্রধান পদে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি বার বার এপীল করেছেন যে তা র সামনে ভোট গণনা করা হোক। কিন্তু তাকে সে অধিকার দেওয়া হয়নি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তারপর আমরা দেখেছি বড় পাথারিয়ায় বার বার ভোট গণনা সত্বেও সংখ্যা সমান হয়েছে। কিন্তু পঞ্চমবারের সময় একটি ভোটকে উনারা

অবৈধ বলে ফেলে দিলেন। ৪ বার যে ভোটটি বৈধ ছিল, পঞ্চমবারে সে ভোটটি অবৈধ হয়ে গেল ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনি সরকারের নির্বাচন নীতি সাধারণ ভাবে সমালোচনা করুন। আজকে যেহেতু পঞ্চায়েতের উপর কোন ডিমাণ্ড নেই, সেইহেতু পঞ্চায়েতের উপর আপনার আলোচনা রাখবেন না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, নির্বাচন নীতি বলে আলাদা কোন জিনিষ নেই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ভাবে গণতন্ত্রকে বিপর্ধস্ত করা হয়েছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার এর কার্যকলাপের মধ্যে যেটা আমরা সব-চাইতে উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করছি, সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের যে গণতান্ত্রিক কাঠামো, সেই গণতান্ত্রিক কাঠামোকে উনারা বিপর্যস্ত করে চলেছেন। উনারা বলেছেন গণতন্ত্র বলতে শুধু বামফ্রন্টকে বোঝাবে, তাতে অন্য কোন দলের অস্তিত্ব থাকতে পারবে না। এটার নাম কি গণতন্ত্র ? আজকে ছাঁটাই কর্মচারীরা আন্দোলন করলে, সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে জোর জুলুম করে ভোট আদায় করতে না পারলে, তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করছে। কিছু দিন আগে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেছে এবং এখন পৌর নির্বাচন হতে চলেছে। আমরা দেখেছি মাননীয় সদস্য শ্রী অজয় বিশ্বাস, তিনি কোন দলে নেই, নির্দল। অথচ তিনি বামফ্রন্টের হয়ে নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছেন। কাজেই বিধি কোথায় ? সেই বিধির নামে দুর্নীতি চলেছে, এবং গণতন্ত্রের নামে অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ চলছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই অবস্থা অত্যন্ত দুর্বিসহ, কাজেই এই অবস্থাকে আর সাধারণ মানুষের উপর চলতে দেওয়া যায় না। সাধারণ মানুষ চায়, তাদের অধিকার প্রতিষ্টিত হউক এবং বামফ্রন্ট সরকার যেন তাদের উপর নিপীড়ন না করেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে নির্বাচনের সময়ে সরকার তরফ থেকে টাকা খরচ করে, অনেক জায়গায় গাড়ী নিয়ে ভ্রমণ করা হয়েছিল। মন্ত্রীরা সরকারী কাজের নামে এখানে সেখানে গিয়েছেন এবং নির্বাচন সম্পর্কে ভাষণ দিয়েছেন। তারা অনেক ক্ষেত্রে বলেছেন যে বামফ্রন্ট সরকারকে ভোট না দিলে অথবা বামফ্রন্টের কেন্ডিডেটকে ভোট না দিলে খয়রাতি সাহায্য পাওয়া যাবে না, উপজাতি মহিলারা সূতা পাবে না।

শ্রী দশরথ দেব ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার। স্যার, এটা একটা সেপসিফিক অভিযোগ যে নির্বাচনের সময় মন্ত্রী বলেছে, বামফ্রন্টকে ভোট না দিলে খয়রাতি সাহায্য পাওয়া যাবে না এবং উপজাতি মহিলারা সূতা পাবে না। আমি জানতে চাইছি যে কোন মন্ত্রী, কখন, কোথায় এই সব কথা বলেছেন (শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া খাতা দেখাচ্ছিলেন) এ' খাতায় চলবে না, ওঁদের সাবস্টেসিয়েট করতে হবে, ওঁদের এটা প্রমাণ করতে হবে। আর তা না করলে পরে এই সব বক্তব্য এ্যাক্সপাঞ্জ করতে হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—স্যার আমার কাছে প্রমাণ আছে, একটা দুইটা নয়, আমি শত শত প্রমাণ দিতে পারি ? আপনারা কি চেলেঞ্জ করতে পারেন ? (গোলমাল)

শ্রী দশরথ দেব ঃ—স্যার, এটা কোন খেলার বিষয় নয়। এখানে দায়িত্বহীনের মতো কথা বললে চলবে না। তাঁকে দায়িত্ব পালন করতে হবে এই হাউসে এবং তাঁকে সেটা প্রমাণ করতে হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—স্যার, আমার হাতে তথ্য আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, সমস্ত তথ্য হাউসের সামনে রাখা হউক। স্যার একটা স্পেসিফিক অভিযোগ এসেছে, আমি অনুরোধ করব, তিনি যেন সমস্ত তথ্য দেন এবং আপনি নিজে এই সম্পর্কে তদন্ত করে হাউসের সামনে প্রকৃত সত্য পরিবেশন করুন।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনি যে অভিযোগটা করলেন, তার সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য আপনার কাছে আছে, সেগুলি আমার কাছে দেওয়ার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি এবং সেই সব তথ্য দেওয়ার পর যদি আপনি সাবস্টেন্‌সিয়েট না করতে পারেন, তাহলে সেগুলি এ্যাক্‌সপাঞ্জ করে দেওয়া হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, আর সেগুলি যদি প্রমাণ হয়, তাহলে আমার কাট মোশানটা গৃহীত হবে, না আপনারা সেটাকে সমর্থন করতে পারবেন ? মাননীয় স্পীকার স্যার, পুলিশ প্রসাশনের অপব্যয় সম্পর্কে সরকারী ব্যর্থতা সম্পর্কে, আমি একটা কাট মোশান এনেছি। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, এই পুলিশ প্রশাসন সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকার তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে বলেছিলেন যে তাঁরা হবেন সংগ্রামের হাতিয়ার এবং তাঁরাই হচ্ছেন কংগ্রেসের বিকল্প সরকার, জনতা কিম্বা অন্য কোন পার্টি নয়। তাঁরা কর্মচারীদের দাবীকে সমর্থন করবেন, সাধারণ মানুষের দাবীকে সমর্থণ করবেন, সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে সমর্থন করবেন, অর্থাৎ তাঁরা এই সবের বিরোধীতা করবেন না এবং কোন কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হবে না এবং কোন কর্মচারীর আন্দোলনকে দমন পীড়ন করবেন না। কিন্তু সেটা কত দিন ? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীই স্বীকার করেছেন যে তিনি পুলিশ দিয়ে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছেন। তারা হচ্ছে ছাঁটাই কর্মচারী এবং আন্দোলনকারী। যাদের সম্পর্কে এই হাউসে উনি বিরোধী দলে থাকতে লড়াই করেছেন, আজকে কিন্তু উনাকে আর চেনা যাচ্ছে না, উনি আজকে তাঁদেরকেই গ্রেপ্তার করলেন। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার এভাবে নির্বাচনে দেওয়া তাঁদের প্রতিশ্রুতি থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন, তাঁরা কি ছাঁটাই কর্মচারী, কি দূর্গত মানুষ, তাদের কাছ থেকে দূরে সরে এসেছেন। এই বামফ্রন্ট সরকারকে আজ যেন চেনা যায় না। এই বিধানসভায় বসে তাঁরা কি একদিন ঐ সাধারণ মানুষের পক্ষে লড়াই করেন নি, ছাঁটাই কর্মচারীদের পক্ষে, উপজাতিদের পক্ষে এবং দূর্গত মানুষের পক্ষে তাঁরা লড়াই করেছিলেন, ঐ শরণার্থির পক্ষে লড়াই করেছিলেন। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, পুলিশকে আন্দোলন দমন করার জন্য নিয়োগ করা হয় এবং পুলিশের খাতে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ আছে, সেই টাকা সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক যে আন্দোলন বা বিক্ষোভ

তাকে নির্মূল করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেটাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। কারণ আমরা জানি যে কোন অভুক্ত মানুষকে খাওয়ানোর জন্য এ টাকা ব্যয় করা হবে না বা কোন দুর্গত মানুষকে সাহায্য করার জন্য এই টাকা ব্যবহার করা হবে না বা কোন বেকারকে চাকুরী দেওয়ার জন্য এই টাকা ব্যয় করা হবে না।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনি এখানে ডিমাণ্ড নং ৩ এর উপর বক্তব্য রাখছেন এবং সেটা হচ্ছে একটা পলিসি কাট, তাতে পরিস্কার লেখা আছে যে নির্বাচনে সরকারী নীতি সম্পর্কে। কিন্তু এটা পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা নয়। সুতরাং আপনি কাট মোশানের উপর আপনার বক্তব্য রাখুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, আপনি ডিমাণ্ড নং ১১ দেখুন, সেখানে স্পষ্টতঃ লেখা আছে যে পুলিশ প্রশাসনে অপচয় রোধ-এ সরকারী ব্যর্থতা সম্পর্কে এবং আমি এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে দ্বিতীয় কোয়ালিশন-এর আমলে আমরা যখন উপজাতিদের ৪ দফা দাবী নিয়ে আন্দোলনে এসেছিলাম, দীর্ঘ দিনের বঞ্চিত এই উপজাতিদের নিজেদের সমস্যাকে যাতে তারা নিজেরা বুঝতে পারে, তাদের নিজেদের কাজ যাতে অন্যের দ্বারা করিয়ে না নিতে হয়, তাদের যে সমস্যা, সেই সমস্যার সমাধান যাতে তারা নিজেরা করতে পারে এবং তাদের মাতৃভাষা যাতে চালু হয়, এই সমস্ত গণতান্ত্রিক দাবী, এই সমস্ত সাংবিধানিক দাবীগুলি নিয়ে আমরা যখন আন্দোলন করতে এসেছিলাম, তখন ঐ দ্বিতীয় কোয়ালিশন সরকারের আমলে আমাদের উপর পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে, আমাদের হাজার হাজার মহিলার উপর অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ চালানো হয়েছিল। আর আজকেই আমরা দেখছি যে সেই পুলিশ এর জন্য আরও ব্যয় বৃদ্ধির দাবী এবং তাদের শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করার জন্য এই বামফ্রন্ট সরকার উঠে পড়ে লেগেছেন। কাজেই পুলিশ এর জন্য এই ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করতে পারি না।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার---মাননীয় সদস্য, এখন আমাদের রিসেসের সময় হয়ে গিয়েছে, আপনি পরে বলতে পারবেন। এখন হাউস বেলা দুটো পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার – মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়াকে আমি অনুরোধ করছি তাঁর অসমাপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি পুলিশের সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এ রাজ্যে বর্তমানে শান্তি-শৃঙ্খলার আমরা অবনতি দেখতে পাচ্ছি। গরুচোর, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি এগুলি হচ্ছে। পুলিশের গাড়ী রয়েছে, অফিসার রয়েছে, আই বি রয়েছে, ওয়ারলেস রয়েছে। এতগুলি থাকা সত্ত্বেও আমরা দেখছি সেগুলি প্রতিরোধ করা হচ্ছে না। গতকাল পত্রিকায় দেখেছি চড়িলাম আদিবাসী কলোনী থেকে এক ১২ বৎসের বালিকাকে নিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। খাদ্যের অভাবের সময়ে এখানে কালোবাজারী চলে, মজুতদারী চলে,

কিন্তু এগুলি প্রতিরোধের ব্যাপারে পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে। এগুলি আমরা দেখছি। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, পুলিশের ব্যাপারে যে ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হয়েছে তার মাধ্যমে যদি ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দুর্নীতি এবং সুদখোর মহাজনদেরকে প্রতিরোধ করা যায়, তাহলে হয়তো এটা ভাল। কিন্তু আমরা দেখছি যে আইন-শৃঙ্খলার যে অবনতি ঘটছে এবং সাধারণ মানুষের উপর যে অত্যাচার উৎপীড়ণ চলছে, এর থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। ডিমাণ্ড নং ১১---যে ব্যয়-বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তা আমি সমর্থন করতে পারছি না। ডিমাণ্ড নং ১৬---এর উপর শিক্ষা ক্ষেত্রে উপজাতিদের ভাষা চালু করা সম্পর্কে একটা কাট মোশন আছে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, উপজাতীদের ভাষা, এটা দীর্ঘ দিন ধরে উপেক্ষিত এবং আমরা দীর্ঘ দিন ধরে এই দাবী নিয়ে আন্দোলন করে আসছিলাম কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হল না। এই ব্যাপারে টাকা বরাদ্দ হয় কিন্তু আন্তরিকতার অভাবের দরুন এগুলি ব্যর্থ হচ্ছে। সাড়ে ছয় লক্ষ মানুষের যে ভাষা, সেটাকে আন্তরিকতার সংগে যদি চালু করার চেষ্টা করা হয় তাহলেই এটা সম্ভব। আমরা দেখছি এই বামফ্রন্ট সরকারও বাজেটে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার খাতে টাকা বরাদ্দ করেছেন এবং রিসার্স খাতে এই টাকা বাড়ানো হয়েছে। এটা ভাল কথা। একটা অনুন্নত ভাষাকে উন্নত করে গড়ে তুলার জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে ব্যয়-বরাদ্দ করেছেন এটা ভাল। কিন্তু কতিপয় কর্মচারী:ক বেতন দেওয়ার জন্য যদি টাকা বাড়ানো হয় তাহলে আমরা এটা সমর্থন করতে পারি না। আমরা চাই এই টাকা অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতির জন্য ব্যয়িত হোক। সংবিধানে অধিকার রয়েছে যে যার যার মাতৃভাষায় শিক্ষা নিতে পারে। কাজেই এ টাকা যদি একটা অনুন্নত জাতির ভাষাকে উন্নত করার কাজে ব্যয় না করে শুধু কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার জন্য বাড়ানো হয়, তাহলে বরাদ্দের টাকা কোন কাজে আসবে না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই ভাষাকে রিসার্স করতে হবে এবং আমরা দেখছি শিক্ষিত বহু ছেলে ত্রিপুরী ভাষায় লিখছে এবং রিসার্স করছে। সরকার যদি এদের সহায়তা নেন, বিভিন্ন পত্রিকা বের করতে পারেন, ওদেরকে আর্থিক সাহায্য দিতে পারেন এবং এইভাবে একটা সাহিত্যকে উন্নত করা খুব কষ্টসাধ্য নয় এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যাপারও নয়। কিন্তু আমরা দেখছি শিক্ষা ক্ষেত্রে ত্রিপুরী ভাষাকে চালু করার বিষয়টি সরকার এখনও পুরো-পুরি বাস্তবায়িত করে তুলছেন না। আমরা ত্রিপুরী ভাষা চালু করার জন্য বলেছিলাম যে ক্লাশ এইট-নাইন ফেইল করা ছাত্রদেরকে কক্-বরক শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করে, এই ভাষাকে উন্নত করা তথা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু করার একটা পরিকল্পনা নেওয়া হোক। আমরা দেখছি উপজাতি অঞ্চলে মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগের অভাবে তারা কিছু বুঝতে পারছে না এবং অউপজাতি শিক্ষক যারা রয়েছেন, তারাও পরিবেশের সংগে মিলিয়ে চলতে পারেন না। যার ফলে উপজাতি অঞ্চলে শিক্ষা অগ্রসর হচ্ছে না। আমরা এই অসুবিধাগুলি খতিয়ে দেখার জন্য এবং উপজাতি শিক্ষক নিয়োগ করে যাতে উপজাতিদেরকে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় সেজন্য আমরা এই বামফ্রন্ট সরকারকে অনুরোধ করছি। আমরা বিশ্বাস করি এই বামফ্রন্ট সরকার এই বরাদ্দকৃত টাকা নিশ্চয়ই উপজাতিদের ভাষা উন্নত করার জন্য ব্যয় করবেন। এটাকে

রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভংগী নিয়ে দেখলে হবে না। এভাষাকে উন্নত করতে হলে সরকারকে আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ না পেলে কতখানি অসুবিধায় পড়তে হয় এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা জাতী যে এগুতে পারে না সেটা আমি নিজে ভুক্তভোগী। আমাদের শুধু মুখস্ত করতে হয় এবং না বুঝে সব কিছু গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হয়। যার ফলে আমরা পিছিয়ে যাই। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, উপজাতীদের উন্নয়নের খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হল সেই টাকা যদি উপজাতীদের ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার জন্য ব্যয় হয় তাহলে এটা ভাল। আমরা দেখছি বিগত সরকারও টাকা বরাদ্দ করত। কিন্তু কোন কাজ হয় নি। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার আজকে টাকা বরাদ্দ কচ্ছে তাই বলে যে উপজাতীদের কাজে আসবে এটা নয়। সরকার পরিবর্তন হতে পারে, বরাদ্দের টাকা বৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু সমস্যা একই থেকে যাবে যদি বামফ্রন্ট সরকার তার নীতি পরিবর্তন না করেন। এই উপজাতী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তন দরকার। তার দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে তার কর্মসূচির মধ্যে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে আরো একটি সমস্যা তুলে ধরতে চাই। এখানে জুমিয়া সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকার যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়; এখানে ১৬,০০০ (হাজার) জুমিয়া রয়েছে। যারা জুম চাষের উপর নির্ভর করে আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের শিক্ষার ব্যাপারে আজকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে হবে। তাদের জন্য আজকে রেসিডেন্সিয়াল স্কুল করে কক বরক ভাষা চালু করে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, জুমিয়া যারা রয়েছেন, তারা খুবই গরীব এবং তারা স্থায়ীভাবে একজায়গায় বাস করেন না। এটা ঠিক, কিন্তু এই সব কথা বলে তাদের এই সমস্যাকে এরিয়ে যেতে পারেন না। জুমিয়াদের এই অবস্থায় রেখে আজকে ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতি হবে না। কাজেই ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতির সার্থে, এই উপজাতিদের একাংশ, যারা আজকে জুমিয়া হিসাবে জীবন যাপন করছেন, তাদের নিশ্চিত জীবন যাত্রার দিকে টেনে আনতে হবে। কাজে কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উপজাতিদের উন্নতির আজকে একান্ত দরকার। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে এই উন্নয়ন সম্ভব। উপজাতিদের টাকা দিয়ে সাহায্য করা হচ্ছে। কিন্তু সেই টাকায় পরিবর্তন আসছে না। কারণ ঐ টাকা বরাদ্দের পেছনে একটা দুষ্ট চক্রান্ত আছে। তার লক্ষ্য থাকে অন্যরকম। তাই আজকে এই জিনিসটা হচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের বুঝতে হবে, বিরাট জনসংখ্যার একটা অংশ হচ্ছে উপজাতি, সেই উপজাতি যদি আজকে গরীব থাকে তাহলে ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হবে না।গ্রামাঞ্চলে যেসব উপজাতিরা রয়েছে তারা সেখানে কোন জিনিসপত্র কিনতে পারছে না, সে জামা কিনতে পারে না, সে এসেনশিয়াল গুডস কিনে নিতে পারেনা। কাজেই এই অবস্থায় ত্রিপুরায় অর্থ-নৈতিক উন্নতি কিভাবে হবে সেটা আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি, যতদিন পর্যন্ত ত্রিপুরার উপজাতিরা অশিক্ষিত থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরার উন্নতি কখনোই সম্ভব হবে না। মাননীয়

উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উপজাতিদের জন্য যে টাকা খরচ করা হচ্ছে; সেটা যদি সত্যি স'ত্য তাদের সার্থে খরচ করা হতো, তাহলে অনেক কিছুই করতে পারতেন। কিন্তু বছরের পর বছর বাজেট করে, উপজাতিদের উপর ব্যয় বরাদ্দ রেখে, খরচ করা হচ্ছে, কিন্তু উপজাতিরা একই থেকে যাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে দেখছি, সেখানে আমূল দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়ে উপ-জাতিদের অর্থনৈতিক মান, তাদের জীবন যাত্রার মানের উন্নতি করা যায় সেই দিকে দৃষ্টি রেখে যাতে বাজেটকে কাজে লাগানো হয় তার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আবেদন রাখছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---রতিমোহন জমাতিয়া আপনি আপনার কাট মোশনের উপর বক্তব্য রাখুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ---শ্রদ্ধেয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমে আলোচনা করব ডিমাণ্ড নাম্বার ২৩ এর উপর। সেখানে আমি বলতে চাই--ট্রাইবেল রিচার্স অফিসের অপচয় রোধে সরকারী ব্যর্থতা সম্পর্কে। কারণ ট্রাইবেল রিচাসের নামে যে ভাবে অপচয় করা হচ্ছে সেটা আমরা দেখছি। কিন্তু যে কারণে ট্রাইবেল রিচার্স করা হচ্ছে, সেই উপজাতিদের কোনই উন্নতি হচ্ছে না। এই সব গরীব উপজাতিরা কিন্তু পিঁছিয়ে পরে আছে। আমরা জানি এখনও এখানকার ট্রাইবেলরা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায় নি। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানকার ট্রাইবেলদের ভাষার নামে, কক-বরক্ ভাষার উন্নতির নামে উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য যে অর্থ রাখা হয়েছে, সে অর্থের অপচয় করা হচ্ছে। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বামফ্রন্ট সরকারকে নতুন দৃষ্টিফঙ্গী নিয়ে ট্রাইবেল রিচার্স-এর কাজ করতে হবে। শুধুমাত্র অফিসে বসে, দালান ঘর-বাড়ী করলেই হবে না। ঐদিকে খরচ কমিয়ে, তাঁদের ভাষার উন্নতি, অগ্রগতি সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হউক সেটাই আমি আবেদন রাখছি। কেন না আমরা দেখছি, বিগত কংগ্রেস আমলে যেভাবে অর্থের অপচয় করে ট্রাইবেল রিচার্সের নামে নয় ছয় করা হয়েছে, সেটাকে রোধ করার জন্য এই বামফ্রন্ট সরকার যদি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে না আসেন, তাহলে ট্রাইবেলদের উন্নতি করা যাবে না এবং মাননীয় অধ্যক্ষ্য মহোদয়, ট্রাইবেলরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ট্রাইবেলদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে, তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী করতে হবে। তানাহলে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবেনা। কিন্তু ট্রাইবেলদের নামে অর্থের যে অপচয় করা হচ্ছে, ট্রাইবেলদের উন্নতি করার নাম নিয়ে, তাদের টাকা রাঘব বোয়ালদের হাতে চলে যাচ্ছে। কাজেই আজকে যাতে সেটা না হয়, তা সবায়কে দেখতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এও দেখেছি, ট্রাইবেলদের ভাষার উন্নতির নামে প্রচুর টাকা খরচ করা হচ্ছে। কিন্তু সেটা কোন কাজেই লাগছে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি কক্-বরক্ ভাষার মনোস্ক্রিপ্ট কি হবে তা নিশে বিতর্ক আছে। কোন হয়ফ দিয়ে তা চালু করা হবে, আজ পর্য্যন্ত তার কোন মীমাংসা হয় নি। বামফ্রন্ট

সরকারের কাছে আমার অনুরোধ প্রথম হরফ নিয়ে আলোচনা করা হউক এবং এর জন্য প্রয়োজন হলে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। সেই কমিটিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হউক কোন হরফে কক্-বরক ভাষা চালু করা হবে। এ ব্যাপারে যদি আমরা কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছুতে পারি, তাহলে উন্নতি দূরের কথা, তারা আরো অবনতির দিকেই চলে যাবে। কেননা আমাদের কক্-বরক্ ভাষা নিয়ে, মাতৃ ভাষা নিয়ে উপজাতিদের মধ্যে একটা অসন্তোষ দানা বেধে আছে। তাই আমি বলছিলাম, আমাদের হরফ কোন ভাষায় হবে সে সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। কাজেই হরফ নিয়ে আমাদের উপজাতি সমিতির যে দীর্ঘদিনের দাবী, রোমানস্ক্রিপ্টের দাবী, সেটা গ্রহণ করার জন্য আমি বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আবেদন রাখছি।

কেন না অনেকে রোমান স্ক্রীপট্কে অপব্যাখ্যা করে দেশের জনসাধারণের কাছে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি রোমান স্ক্রীপট্ই সবচেয়ে ভাল কারণ ডাঃ সুনীতি কুমার চাটার্জী বলেছেন রোমান স্ক্রীপট্ ইজ ওয়াইজ-এবল ফর দিস ল্যাংগুয়েজ, তাহলে পর এই কক্ বরক্ ভাষাকে উন্নতি করার জন এই যে রোমান স্ক্রপট্ সেটা কেন গ্রহণ করা হবে না তার যুক্তি আমরা খুঁজে পাই না, শুধু তাই নয় কতগুলি ক্ষেত্রে আমরা উচ্চারণ করতে অর্থাৎ পুরোপুরি উচ্চারণ করতে গিয়ে আমরা দেখছি বাংলা হরফে কিংবা অন্যান্য হরফে এই কক্ বরক্ ভাষাকে উচ্চারণ করা যায় না। তাই আমি বামফ্রন্ট সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি যে আমাদের ভাষাকে উন্নতি করার জন্য রোমান স্ক্রীপট্ গ্রহণ করা হোক। কেননা আমরা যতদূর জানি যে ইংরাজীতে যেটা সেমি ভাওয়াল হিসাবে ডবলিউ ব্যবহার করা হয়, আমাদের ককবরক্ ভাষার ক্ষেত্রে সেটাকে পুরোপুরিভাবে ভাওয়াল হিসাবে গ্রহণ করলে পর আমা-দের যে উচ্চারণ, সেই উচ্চারণগুলি আমরা পেয়ে যাই এবং সাধারণভাবে আমরা আলোচনা করলে দেখতে পাই বাংলা হরফ নিয়ে ২।১ টা বিবৃতি বের হয় সেটা আমি বিচার করার জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন ধরুন আমাদের ভাষায় মুখা-মুখাং এটাকে বাংলাতে অনুবাদ করতে গেলে মুখা-মুখাং বাংলা দিয়ে লেখা সম্ভবপর নয় কেন না মুখা-মুখাং উচ্চারণটা হয় না কারণ মুখা বলতে হবে নতুবা মুখাং বলতে হবে কিংবা মুখা-মুখাং কাজেই এখানে যদি আমরা রোমান স্ক্রপটে লিখতে যাই তাহলে পরে সেখানে পুরোপুরি ডবলিউ উচ্চারণ নিয়ে মুখা বা মুখাং করতে পারি, সেটাকে যদি আমরা বাংলায় অনুবাদ করি বা বাংলা হরফে লেখি তাহলে পরে সেটা পুরোপুরি মাখা-মাখাং অর্থাৎ মাখা-মাখাং এক সময়ে যেটা মাখাং বর্ত্তমানে সংগ্রহ মাখাং। মাখা-মাখাং এর পুরোপুরি অর্থ হচ্ছে চাদা সংগ্রহ অভিযান সে ক্ষেত্রে আমরা পুরোপুরি দাবী রাখছি যে আমাদেরভ ষাকে রোমান হরফে গ্রহণ করা হোক, শুধু তাই নয় এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের নিশ্চয় আমার চেয়ে অভিজ্ঞতা বেশী আছে, সে জন্য আমার অনুরোধ, গোটা ভারতবর্ষের ভাষাকে উন্নত করার জনা এবং সারা বিশ্বে পরিচয় দেওয়ার জন্য এই যে গ্রন্থকুঞ্জে আমাদের ভারত-বর্ষের ১৩টি ভাষাকে রূপ দেওয়ার জন্য, রোমান স্ক্রীপট্ ব্যবহার করার জন্য যেখানে চেষ্টা করা, তাহলে পরে রোমান স্ক্রীপট কিভাবে আমাদের ভাষাকে উন্নতি করতে

পারে না সেটা বলা বাহুল্য মাত্র। কাজেই প্রথমে ট্রাইবেল ভাষাকে উন্নত করার জন্য টাকা বরাদ্দ রাখা দরকার এবং তারও আগে ভাষাকে লেখ্য রূপ দানের জন্য কি স্ক্রীপট ব্যবহার করা হবে, তার একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসার জন্য আমি বামফন্ট সরকারকে অনুরোধ করছি।

এখন আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ৩১ "বনায়ন সম্পর্কিত সরকারী নীতি সম্পর্কে" আলোচনা করবো। এই যে বনায়ন নীতি, সেই নীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি কংগ্রেস আমলে যে ভাবে গোটা বনকে রিজার্ভ করে, সাধারণতঃ পাহাড়ী যারা গ্রামাঞ্চলে পরে আছে তাদের সব সময়ই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন ফরেষ্ট রিজার্ভ সেখানে গরু চরানো থেকে আরম্ভ করে সমস্ত জিনিষ অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যেগুলি, সেগুলি আনতে গেলে পর তাদের হয়রাণি করা হয় এবং এমন কি লাঙ্গল এর জন্য এক টুকরো কাঠ কেটে এসে সেটা দিয়ে সুন্দরভাবে হাল চাষ করতে পারে না তাতেও তাদের হয়রাণি করা হয়। কংগ্রেস আমলে আমরা দেখেছি এই বনায়নকে সংকুচিত করার জন্য, সম্প্রসারণ যাতে না করা যায় তার জন্য ১৯৬৬ সালে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের আন্দোলনে, মোহন ত্রিপুরা কংগ্রেসের হাতে গুলি খেয়েছিলেন। অথচ আজকে আমরা দেখছি এই বনায়ন দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। কারণ কিল্লাতে আমরা দেখেছি একটি জুমিয়ার জায়গা আছে সেখানে নূতন বাড়ীর ফরেষ্ট অফিস তৈরী করা হচ্ছে। সেখানে জুমিয়া এলোটমেন্ট দেওয়া হয়েছে, অথচ সেটা বে-আইনীভাবে কেড়ে নিয়ে এখন সেখানে অফিস তৈরী করা হচ্ছে। কাজেই এইভাবে উত্তরোত্তর বনায়ন বৃদ্ধি করায় অর্থাৎ ফরেষ্ট রিজার্ভ বৃদ্ধি করায় এই উপজাতি অধ্যুষিতদের জন্য সেখানে যেজমিগুলি তাদের আওতায় আছে এবং খাস হলেও যেগুলি খদল আছের, সেগুলি তারা পুরোপুরি পাচ্ছে না।

আমরা জানি উদয়পুরে মাকুমছড়ায় মরসুম উপজাতিরা কতগুলি খাস জমি দখল করে সেখানে নাট, ধান উৎপাদন করত। সেখানে ফরেষ্ট রিজার্ভ করার ফলে সে সমস্ত জমি তাদের হাত ছাড়া হয়ে গেছে। কাজেই তাদেরকে সে সমস্ত জমি ফেরৎ দেবার জন্য আমি বামফ্রন্ট সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি। এবং সেগুলি সম্পর্কে যদি সরকার সুষ্ঠ নীতি গ্রহণ না করেন, পাহাড়ীরা যদি জুম চাষ করতে না পারেন, তাহলে পরে তাদের উন্নতি ব্যাহত হবে। কাজেই এই বনায়ন বৃদ্ধি আর না কয়ার জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি। কারণ এই বনায়নের ফলে পাহাড়ী জাতির যে ঐতিহ্য জুম চায, সেটা ব্যাহত হতে চলেছে। কাজেই সেই খাতে যদি বেশী টাকা হয় আমি সেটা সমর্থন করতে পারছি না। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ-মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত যে ব্যয় বরাদ্দ, তাকে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই জন্য যে এই ব্যয় বরাদ্দ বিগত ত্রিশ বছরের কর্মধারাকে পরিবর্তিত করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে জনসমক্ষেহাজির হয়েছে। বিগত দিনে আমরা যা দেখেছি এবং এখানেও প্রশ্ন উঠেছে

ইলেকশান সম্পর্কে, কিন্তু বাযফ্রন্ট সরকার চায় মানুষের গণতন্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত হোক এবং সেই গণতান্ত্রিক অধিকার আরও সম্প্রসারিত হোক। বামফ্রন্ট সরকার এর নির্বাচন নীতি সম্পর্কে যে প্রশ্ন উঠেছে, সে কথা বলতে গিয়ে বলতে হয় প্রায় ১০ বৎসর যাবত ত্রিপুরাতে কোন পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়নি। ২০ বছরেরও উপর পৌর নির্বাচন হয় নি। জনসাধারণকে ক্ষমতা দেওয়া সরকারী কর্মকাণ্ডে জনসাধারণের পরামর্শ নেওয়া, এই সবের বালাই এতদিন ছিল না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সংগে সংগে জনসাধারণকে সরকারী কাজকর্মের অংশীদার করার জন্য, জনসাধারণের পরামর্শ নি য় জনসাধারণের স্বার্থেই যাতে সরকার তাঁর কর্ম প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করতে পারেন, তার জন্যই এই পঞ্চায়েত নির্বাচন ফিরে এসেছে, পৌর নির্বাচন ফিরে এসেছে। আজকে মাননীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা নির্বাচন সম্বলিত নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। আমি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারি কি যে বিগত ২০। ২২ বৎসর যাবৎ যে পোর নির্বাচন হয় নি, একটি মাত্র আমলার হাতে সমস্ত-ক্ষমতা সঁপে দিয়ে, আগরতলার লক্ষাধিক মানুষকে, একটা আমলার নাগপাশে আবদ্ধ করে, সমস্ত শহরটাকে একটা আবর্জ্জনার স্তুপে পরিণত করা হয়েছিল, সেদিন কি উনাদের কন্ঠ থেকে প্রতিবাদের কোন ভাষা বেড়িয়েছে? আমরা দেখেছি ত্রিপুরার মানুষ---তথা শহরের মানুষ এই জিনিষটাকে মেনে নিতে চায় নি। জোর করে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত সম্পর্কেও আমরা দেখেছি দুর্নীতিকে জীইয়ে রাখার জন্য সেদিন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। জনসাধারণ-এর কথার কোন মূল্য সেদিন ছিল না। মানুষের সেদিন কোন অধিকার ছিল না। াজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে একের পর এক মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে যে আপনারা সরকারের পাশে এসে দাঁড়ান, সরকারকে কাজকর্মে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করুন। চারিদিক থেকে মানুষ যখন উদ্বেলিত হয়ে সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন আমরা দেখেছি ত্রিপুরার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং ত্রিপরার উপজাতি যব সমিতির মধ্যে একটা আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পঞ্চায়েত নির্বাচন এতদিন হাততূলে হত। কিন্তু আজ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ব্যালটের মাধ্যমে পুরানো পদ্ধতিকে রূপান্তরিত করেছেন। হাত তোলা পদ্ধতিই কি ভাল ছিল মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলতে চান? কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ তা চায়নি। চায়নি বলেই তাদের অধিকারকে সুরক্ষিত করার জন্য বামফ্রন্টের পক্ষে আরও বেশী করে সমর্থন জানাচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পুলিশের প্রসংগে বলতে চাই। বিগত দিনে আমরা কি দেখেছি? মানুষ যখন সমস্যার বিরুদ্ধে, দুরবস্থার বিরুদ্ধে, অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন সংঘটিত করত, ধনতন্ত্রের দুঃসহ করাল ছায়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আন্দোলন করত, তখন, বিগত সরকার তাদের উপরে পুলিশ লেলিয়ে দিতেন আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য! কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এক বিকল্প দৃষ্টিভংগী নিয়ে ব্যয় বরাদ্দ মুঞ্জুর করেছেন। সেটা কি? সেটা হচ্ছে মামুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য, মানুষের জীবন জীবিকার সংগ্রামকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাতে এই পুলিশ প্রশাসন, ব্যবহৃত হতে পারে, সেই দিকে দৃষ্টি রেখে বামফ্রন্ট সরকার কর্মসূচী চালু করেছেন যাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের

পথে বিশ্বাস নেই, যারা সন্ত্রাসবাদের বিশ্বাসী, তারা পুলিশের ব্যয় বরাদ্ধে আতংকিত হতে পারেন। কিন্তু ত্রিপুরার যে গরীব মানুষ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সম্পৃক্ত হয়েছেন, যারা এগিয়ে যেতে চান, তারা পুলিশ ব্যয় বরাদ্ধ দেখে আনন্দিত। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এরই মধ্যে ত্রিপুরাতে পর পর কয়েকটি নির্বাচন ঘটে গেল, বিধান সভার নির্বাচন, পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং পৌর সভার নির্বাচন তে হ যাচ্ছে। বিধানসভার নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীলদের ধারনা ছিল না যে তারা পিছু হটে যাবেন। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনেও দেখলাম তারা পুনরায় জীইয়ে উঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ হলেন। তথাপি তাঁরা জনগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হলেন। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হওয়ার সাথে সাথে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতে তাঁরা হামলা চালাচ্ছেন। এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজয়ী বামফ্রন্ট সদস্যগণকেও হুমকি দিচ্ছেন। বামফ্রন্ট সমর্থকদের বিরুদ্ধেও হুমকি দিচ্ছেন। ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতে তাঁরা হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত করেছেন। কাজেই এই ধরনের ঘটনা যাতে অবাধে চলতে পারে তার জন্যই কি এই পুলিশ ব্যায় বরাদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ? আমরা কি মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যগণকে সে প্রশ্ন করতে পারি? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার জনসাধারণের অধিকার যাতে কর্দমাক্ত না হতে পারে, মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলন যাতে সরক্ষিত হতে পারে, তার জন্য এই ব্যায় বরাদ্ধকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। শিক্ষা ক্ষেত্রগুলির দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখব শিক্ষা ক্ষেত্রে বিগত কংগ্রেস সরকার এক নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে গেছেন। সেখানে ৬। ৭। ৮ বৎসর যাবৎ কোন স্কুল ঘর নেই। শিক্ষা বিভাগের খাতায় স্কুলের নাম লেখা আছে, কিন্তু স্কুল ঘরের কোন অস্তিত্ব নেই। এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় গিয়ে যে জিনিষটা স্পষ্ট ভাবে রেখেছেন সেটা হচ্ছে স্কুল ঘর মেরামত করা। তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় গিয়ে অতি দ্রুত সেগুলির সংস্কার সাধন করছেন এবং তজ্জন্য যে ব্যায়বরাদ্দ এখানে উপস্থিত করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি। যাঁরা সমর্থন করছেন না, তাঁদের লক্ষ্য এটাই যে, স্কুল ঘরগুলি ভাংগা পড়ে থাকুক, তাহলে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলা যাবে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার অতীব গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা সমস্যার সমাধানে এগিয়ে চলেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি শিক্ষা পাঠ্য সূচীতে পরিবর্ত্তন এসেছে এবং সেটা কংগ্রেস সরকারের আমলেই এসেছে। নূতন পাঠ্য সূচীতে ফিজিক্যাল এডুকেশান বলতে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। কিন্তু স্কুল গুলিতে ফিজিক্যাল এডুকেশানের কোন শিক্ষক ছিল না। এমন কি তাদের নিয়োগ করার জন্যও কোন উদ্যোগ ছিল না। তাই আমরা দেখি ঐ স্কুলগুলি কি অবস্থায় চলছে আমরা দেখছি সেইসব স্কুলে সংস্কৃতের পণ্ডিত মশাইকে পর্যন্ত লেপ্ট রাইট করতে হচ্ছে। কাজেই একটা পরিকল্পনা বাস্তবে কি ভাবে রূপায়িত হবে, সে দিকে কোন লক্ষ্য না রেখে, সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে পঙ্গু করার একটা চেষ্টাই এত দিন ধরে চলেছিল। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে শরীর শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বিশেষভাবে নজর দিয়েছেন এবং যাতে সেই শিক্ষাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করা যায়, তার জন্যই শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। অর্থাৎ কংগ্রেস রাজত্বে যে প্রশাসন ছিল, যে প্রশাসনে ভাঙাচুর ছিল, তাকে কি ভাবে পুনরুদ্ধার করা যায়, তাকে কি ভাবে জনস্বার্থে গড়ে তোলা যায়, তার জন্যই এই বামফ্রন্ট

সরকার এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এখানে উপজাতিদের ভাষা সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এমন একটা পরিবেশ আগে থেকে গড়ে উঠেছে যেখানে বাঙালী এবং উপজাতি কৃষ্টির মধ্যে একটা মেলামেশা, ভাষা এবং কথা বলা, সব দিক থেকে পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতার একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং তার ফলে বাংলা হরফ বা বাংলা ভাষা উপজাতিদের শিক্ষার একটা মাধ্যম হয়ে উঠেছে। কিন্তু উপজাতিদের মাতৃভাষা চালু করার নামে বাঙালী এবং উপজাতিদের মধ্যে একটা বিদ্বেষ ভাব সম্প্রসারণের চেষ্টা করছেন এবং এই বিদ্বেষকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে বাংলা হরফ থেকে তাদেরকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এবং উপজাতি ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার নাম করে ইংরেজীতে তারা কি ভাবে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে, তারই একটা অবস্থা সৃষ্টি করার প্রয়াস পাচ্ছেন। আজকে উপজাতিদের মাতৃভাষাকে একটা যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে গড়ে তোলার যে প্রশ্ন সে দিকে না গিয়ে একটা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিবেচনা করা হচ্ছে। এটা অত্যন্তঃ দুঃখজনক। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই সামগ্রিকভাবে এই যে ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি, এগুলি ত্রিপুরা রাজ্যের অবহেলিত, শোষিত, এবং বঞ্চিত মানুষদের স্বার্থে এখানে পেশ করা হয়েছে। কারণ ত্রিপুরায় এতদিন আমরা যাদের মুখে হাসি ফুঠে উঠতে দেখি নি, যাদের মুখে সরকারের পাশে এসে দুটো কথা বলার ক্ষমতা ছিল না বা তাদের মনের কথা বলার ক্ষমতা ছিল না, আজকে বামফ্রন্ট সরকার তাদের মান উৎসাহ দিয়ে, তাদের বুক বল দিয়ে, তাদের মুখে ভাষা দিয়ে, তাদের অর্থনৈতিক জীবনে যতটুকু রিলিফ দেওয়া যায়, তা দিয়ে এই যে ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি এখানে উত্থাপন করেছেন, সেগুলিকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থণ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ--শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার--- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে মন্ত্রীদের দ্বারা আনীত ডিমাণ্ডগুলিকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে আজকের দিনে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রমখ বামপন্থী সরকার, বাজেটের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে টাকাগুলি যে ভাবে পুনর্বিন্যাস করেছেন, বিগত কোন বাজেটেই এখনকার মত এই রকম অবস্থা ছিল না। আজকে বাজেটের মধ্যে যে ভাবে লেখা হয়েছে এবং সকল স্তরে পুনর্বিন্যাসের যে ব্যবস্থা রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে গরীব অংশের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে অধিক সংখ্যায় সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারে, তার জন্যই শিক্ষা ক্ষেত্রে টাকাগুলি ধার্য করা হয়েছে। কিনতু আজকে আমাদের বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা সেগুলি মানতে চাইছেন না। তারা বলছেন যে একটা নীতি চাই এবং একটা লক্ষ্য চাই। কিনতু সেই লক্ষ্যটা কি? ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে যে লক্ষ্য, তাতে শতকরা ৯৯ জন মানুষকে অন্ধকারে রাখার যে ব্যবস্থা সেই শিক্ষা পদ্ধতির আমুল পরিবর্তন না করলে, মানুষের অভ্যন্তরে যে সুপ্ত শক্তি আছে,

তার প্রকাশ হতে পারে না, এবং সেই জিনিষটাই বোধ হয় মাননীয় সদস্যদের জানা নাই। কাজেই এই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য সকল স্তরের মানুষের আন্দোলনের প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষার মধ্যে আছে—স্টেশনে রেলগাড়ী, রেলগাড়ী দমাদম, পা মিছলে আলুর দর, এটা কোন ধরমের শিক্ষা বিকাশের পথ বা পরীক্ষার ক্ষেত্রে একটা ছাত্র যদি ২৯ নম্বর পায়, তবে সে মূর্খ আর যদি ৩০ নম্বর পায়, তবে সে সরস্বতীর বরপুত্র হয়ে থাকে, এটা কি হতে পারে ? কোন বিজ্ঞানে এই ধরনের তথ্য আছে, যে ১ নম্বরের জন্য তার মেরিটের তারতম্য বুঝা যায় ? এই সমস্ত অন্ধকারে রাখার যে প্রসেস তার জন্যই মানুষ পড়তে পারে না। তারপরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোন ব্রেইনের বিচারে অধিক পুস্তকাদির সংরক্ষণ কেন রাখা হয়, না মানুষকে অন্ধকারে রাখাই হচ্ছে ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কাম্য।

এই ব্যবস্থা মানুষকে প্রকৃত শিক্ষা দেয় না। কাজেই এই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য, কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে গেলে সকল স্তরের মানুষকে সীমিত ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। কিন্তু তারা সে দিকে না গিয়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে রোমান হরফের মাধ্যমে উপজাতিদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতে চাইছেন এবং সেটা কি ভাবে হবে, তা নয়, তারা শুধু সেটাকে এক তরফাভাবে চাপিয়ে দিতে চাইছেন। কিনতু তারা এটা জানেন না যে এক তরফা ভাবে আজকে সব কিছুকে রপ্ত করা যায় না। আপনারাই দেখুন তো, আজকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবস্থাটা কি ? আপনারা আজকে ট্রাইবেল বলে যে সমস্ত শ্লোগান তুলেছেন, তার আগে আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসটা একটু ভাল করে পড়ে দেখুন। দেখুন তো ৩০ বছর আগে ত্রিপুরা রাজ্যের স্থানটা কোথায় ছিল ? ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে তখন বাঙালীও ছিল। আমার তো মনে হয়, এই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানীতে অসংখ্য গরীব মানুষের রক্ত দিকে দিকে সঞ্চিত হয়ে আছে। কিন্তু আপনারা শুধু এক তরফা একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে আছেন, তাই আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গী দেখে আমার মনে হয় যে আপনারা কোন দিন ইতিহাস, ভূগোল পড়েন নাই। কাজেই আপনারা সেই দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে নূতন সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসুন, আমরা সেটাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করব। তার পরে আপনারা বলেছেন যে ডিমান্ডের মধ্যে নাকি কারচুপি হয়। কিন্তু এই কারচুপির অভ্যাসটা কি ভাবে এসেছে ? এটা দীর্ঘদিন ধরে এমন ভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে যে বৃটিশ পিরিয়ডের সমস্ত আইন কানুন আজও বিদ্যমান রয়েছে এমন কি গত ৩০ বছর ধরে যে শাসন ব্যবস্থা চলে আসছিল, তারই ফলস্বরূপ কতগুলি পলিটিক্যাল সকুল করতে হয়েছে। আজকে দেখা যাচ্ছে যে সুখময় বাবুর আমলে এবং শচীন বাবুর আমলে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি স্কুল করা হয়েছে, যেগুলিতে মাষ্টার আছে তো ছাত্র নাই আবার ছাত্র আছে তো মাষ্টার নাই। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে দেখছে যে এ সব স্কুলগুলির দ্বারা শিক্ষার কোন বিকাশই হচ্ছে না, ফলে ঐ সমস্ত পলিটিক্যাল স্কুলগুলিকে সরকার নাকচ করে দিতে চাইছেন। আবার কোথাও কোথাও দেখা গেছে যেন দুর্গম অঞ্চলে যে সব উপজাতি ভায়েরা রয়েছে সেখানে সকুল আছে ঠিকই, কিন্তু ছাত্ররা পড়তে আসছেন না। তারা যাতে

স্কুলে আসে তার জন্য সরকার থেকে বলা হচ্ছে তাদের আর্থিক অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এটা ভাল করে দেখুন বাজেটে স্পষ্টভাবে লেখা আছে। যারা কাপড় পড়তে পারে না, তাদেরকে সরকার থেকে পোষাক পরিচ্ছদ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং উপজাতি ভাইদের শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করবার জন্য প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে মাসে ১০ টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করছেন। তা ছাড়া কোথাও কোথাও তাদের দুপুর বেলায় টিফিন দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। অতএব মন্ত্রীদের দ্বারা আনীত এই সব ডিমাণ্ডগুলিকে আমি সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করছি। তারপর আপনারা বলেছেন যে পুলিশ নাকি এই করে, সেই করে। কাজেই পুলিশের খাতে আবার টাকা কিসের ? কিন্তু আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এমন দেশ কি পৃথিবীতে কোথাও আছে, যেখানে প্রশাসন যন্ত্র চালাতে হলে পুলিশের দরকার হয় না ? পৃথিবীর কোথাও এমন দেশ নাই, সব দেশেই পুলিশী ব বস্থা আছে। কিন্তু আমাদের সরকার এই পুলিশের খাতে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক ব্যয় বরাদ্দ আরও কমিয়ে দেওয়ার জন্য সরকার এখানে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। কিন্তু আপনাদের কথা হচ্ছে নীচে গাছ কেটে, উপরে জল ঢালার মতো।

আজকে সরকার পুলিশ খাতে যে গ্র্যান্ট এখানে চেয়েছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকের দিনে বনের বিশেষ দরকার। আজকে বনকে সংরক্ষিত করা দরকার বনের প্রয়োজন সর্বকালে সর্বদেশে। ক্লাইমেটকে রক্ষা করার জন্যও বন জংগলের প্রয়োজন। সেই অনুসারে এক তৃতীয়াংশ বন রাখতে হয়। সেই অনুসারে আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং কি ধরণের জংগল করবেন ? এটা ঐ বরফের দেশের প্লাস্টিকের গাছে জল ঢালার মত নয়। আমরা সেটা চাই না। সেখানে রাবার গাছ হবে, সেখানে যাতে অর্থকরী বৃক্ষ জন্মে, সেই সমস্ত বৃক্ষের জন্য জায়গা রিজার্ভ করা হয়েছে। সেখানে প্লাস্টিকের গাছে জল দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা এই বন উন্নয়নের কার্যসূচীতে নাই। সে জন্য আমি ফরেস্টের হেডে আনীত ডিমাণ্ডকে সমর্থন করি। আজকে একতরফাভাবে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে, তালবাহানার কথা, অনশনের কথা বলা হয়েছে সেটা কেন বলা হয়েছে আমি বুঝি না। ধর্মঘট করে মানুষের দাবী আদায় করা যায়। কিনতু এই উদ্দেশ্যে সেটা করা হয় নি। একটা উদাহরণ দিতে পারি কিছু লোক নেশা করে পাক্কা ব্রীজের উপর শুয়ে আছে এবং আর কিছু লোক ঐ রাস্তা দিয়ে যখন যায় তখন তারা মনে মনে ভাবছে ওরাও বোধ হয় আমাদের মত নেশা করেছে কাজেই তারা আমাদের বন্ধু। আমার ধারণা বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরাও বোধ হয় তাদের বন্ধু। এই জন্য তারা পথ খোঁজে পাচ্ছে না। আপনারা সকলকে একই রকম মনে করছেন । এটা হয় না। আজকে আমরা বলতে চাই এই বামফ্রন্ট সরকার এই ত্রিপুরাকে সুন্দরভাবে গড়তে চান এবং এই বাজেটের একটা পয়সাও যাতে অপচয় না হয় সে দিকে পুরোপুরিভাবে সতর্ক। কাজেই এখানে যে ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে সেগুলিকে আমি সমর্থন করি এবং আশা রাখি যে

আরনারাও সেটাকে সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ইন্‌কলাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ--- শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ--- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ এখানে বাজেটের উপর যে আর্থিক দাবী পেশ করেছেন একে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি এবং সঙ্গে নঙ্গে বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা যে কাট মোশন এনেছেন, তার তীব্র বিরোধিতা করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলে যে আপত্তি তুলেছেন, আমরা তার তীব্র বিরোধীতা করছি কারণ এত শান্তিপূর্ণ ভাবে সারা রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে এবং ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ যেভাবে বামফ্রন্টের পক্ষে সমর্থন দিয়েছেন সেটা লক্ষণীয়। এবং এটাও লক্ষণীয় যে উপজাতি যুব সমিতির প্রতি সারা রাজ্যের মানুষ সমর্থন করে নাই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া গেছে। আমরা তাদের কার্যকলাপে লক্ষ্য করছি যে তারা বিশুদ্ধ উপজাতী বলে দাবী করেন কিন্তু বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বেনামীতে তারা কংগ্রেস, সি, এফ, ডি এবং জনতার সংগে মিলে নির্বাচন করেছেন এবং অনেক জায়গায় আমাদের কর্মীদের উপর হামলা করেছেন। আমি নিজে জানি গত ২৮শে মে কমলপুর মরাছড়া অঞ্চলে যেখানে আমি নির্বাচনী সভাতে সভাপতি ছিলাম তখন উপজাতি যুব সমিতি বলে পরিচিত সেখানকার গাঁও প্রধান প্রার্থী কামিনী দেববর্মার সমর্থনে এবং কংগ্রেস, সি, এফ, ডির সমর্থনে এক মিছিল মাইক নিয়ে আমার সভার কাছ দিগে এসে ১৬/১৭ বার সভাকে ডিসটার্ব করেছে এবং এর কিছু দিন আগে আমাদের বাজারে আমাদের কর্মীদের উপর তিন বার আক্রমণ করেছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছি তারা অস্বীকার করতে পারে নাই। আমার জন-সভায় যখন তারা বার বার ডিসটার্ব করছিল তখন তখন উপস্থি জনসাধারণ বিক্ষুদ্ধ হন আমি বার ব'র তাদের কাছে আবেদন করে শান্ত করেছি। জনসাধারণ ঠিকই উত্তর দিয়েছন। আমাদের কমলপুর এই বিভাগে তারা একটাও স্থান পায় নাই।

মানণীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করি। বিগত দিনে বেসরকারী শিক্ষা খাতে বিগত সরকার যে টাকা বরাদ্দ করতেন তা ঠিকভাবে খরছ হতনা এবং বেসরকারী স্কুলগুলিতে যে অব্যবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন তার উদাহরণ কমলপুর বিভাগের হরাই চন্দ্র বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজকে চার পাঁচ বৎসর যাবত সেখানে প্রধান শিক্ষক নেই, সেখানে সংস্কৃত পড়াবার শিক্ষক নেই এবং সেখানে খেলাধুলা করারমত সরঞ্জাম নেই। তখনকার দিনে সুখময় মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে অনেক মন্ত্রীই সেখানে গিয়ে হাঁস মুরগী খেয়েছেন, কিন্তু বিদ্যালয়ের দিকে তাঁরা নজর দেন নি। আজকে যে স্কুলের ঘর ভেংগে যাচ্ছে, আজকে প্রধান শিক্ষক নেই। কাজেই আমি আশা করব এইবারের ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তা থেকে এই বিদ্যালয়ের ঘর তৈরী হবে এবং শিক্ষকদের সমস্যার সমাধান হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি লক্ষ্য করেছি কমলপুর শহরের নদীর পূর্বপাড়ে একটা জুনিয়র হাই স্কুল

আছে, সেটার ঘর অনেক আগে করা হয়েছিল, কিন্তু প্রতি বৎসরের বন্যার জলে সেটা ডুবে যায় এবং কমলপুর শহর রক্ষা করার জন্য যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে তাতে আরও বেশী জল সেখানে হয়। তাছাড়া সেখানে জুনিয়র হাই স্কুলে এবং কমল-পুর হাই স্কুলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যার ফলে দেখা যায় যে জুনিয়র হাই স্কুল থেকে ছাত্ররা কমলপুর হাই স্কুলে চলে আসে। এটা বিরাট এলাকা। বিগত সুখময় মন্ত্রীসভার কাছে সেখানকার জনসাধারণ অনেক আবেদন নিবেদন করেছেন একটা হাই স্কুল করার জন্য। কোন ফল হয়নি। কাজেই এখন আশা করছি এই ব্যয় বরাদ্দের মাধ্যমে এই দুটোকে একই পর্যায়ে উন্নীত করা হবে এবং সেখানে শিক্ষকের ব্যবস্থা হবে। তাতে কমলপুর স্কুলে যে ভীড় হয় সেটা কমবে। এবং তাতে শিক্ষার সম্প্রসারণ হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বেসরকারী শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিক্ষক কর্মচারী নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না। তারা প্রতি মাসের ১।২ তারিখেও পাচ্ছেননা, কোন কোন মাসের ১৫।২০ দিনও পার হয়ে যায়। আবার কোন কোন মাসে মাসও পার হয়ে যায়। এমনি অবস্থা চলছে বে-সরকারী শিক্ষার ক্ষেত্রে। বিশেষ করে অশিক্ষিত কর্মচারী যারা আছেন, তারা আজ পর্যন্ত কোন রিভাইজ্‌ড পে-স্কেলের এরীয়ারস পর্যন্ত পায় নাই। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অব্যবস্থা এবং অবহেলা বিগত সরকারের আমলে শুরু হয়েছিল যদিও এটা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভাবে নিরসন হয়নি, তথাপি আমি আশা রাখছি যে আগামী দিনে বামফ্রন্ট সরকারের নীতি অনুযায়ী এইগুলি সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা হবে। এই বলে এখানে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী, এই দাবীকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ-- শ্রীউমেশ নাথ্

শ্রীউমেশ নাথ ঃ-- মাননীয় উপাধ্যক্ষমহোদয়, আমি প্রথমেই সমর্থন জানাই সরকার পক্ষের আনীত ব্যয় বরাদ্দগুলিকে। তার কারণ হলো, এই ব্যয় বরাদ্দের দ্বারা সারা ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের মঙ্গল হবে, এই চিন্তাধারা নিয়েই এই ব্যয় ধরা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা লক্ষ করেছি কেন্দ্রীয় জনতা সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থে অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করবেন যে ঘোষণা দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার সে ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন নি। কিন্তু তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের মঙ্গলের চিন্তাধারার বাজেট তৈরী করেছেন। আমি তার মধ্যে বলতে চাই, শিক্ষার জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, সেটা যথেষ্ট হয়েছে তাও বলতে পারিনা। কারণ ত্রিপুরায় যে ভাবে শিক্ষা সাংস্কৃতী দীর্ঘদিন কংগ্রেস সরকারের একটানা ৩০ বছরের শাসনে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন, তাতে আরো বেশী টাকা পয়সা ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজন ছিল। তবুও আমরা আশাকরি এই সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার যত-টুকু করার তা করবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তার সাথে সাথে বলতে চাই, আমরা এরই মধ্যে যেটুকু লক্ষ্য করেছি তাতে দেখছি বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

লক্ষলক্ষ টাকার ঘাটতি দিয়েও, সাধারণ মানুষের ছেলেমেয়েরা শিক্ষায় যাতে সুযোগ পেতে পারে, সে দিকে সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন। আমরা দেখেছি কংগ্রেস সরকারের আমলে টাকা, দেড় টাকা যে বেতন এই বেতন দিয়েও বহু ছাত্র ছাত্রী পড়ার সুযোগ পাচ্ছিলনা। তার ফলে তার শিক্ষার আলোক থেকে বিচছন্ন হয়েছিলো কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, একথা বিরোধী গ্রুপের তাঁরা স্বীকার করবেন না। আজকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার জন্য কোন বেতন থাকবেনা, এই গ্যারান্টি আমরা দিয়েছি। এবং এই গ্যারান্টিই সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরাই প্রথম দিচছ। আমরা লক্ষ্য করেছি, বামফ্রন্ট সরকার গরীব ছাত্রদের বেতন মাপ দিয়েই শুধু দায় সারাতে চান না, তার সাথে সাথে গরীব ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিনা পয়সায় বই পেতে পারে, সেই ব্যবস্থাও করেছেন। আমরা যতটুকু জানি, সরকার উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বিনাপয়সায় টিফিনের ব্যবস্থা করার জন্য, কিছু পয়সা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরফলে ছাত্রছাত্রীরা একটা উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে লেখাপড়া করতে পারবে। একটা সরকারের কতটুকু দৃষ্টি থাকলে পর সাধারণ মানুষের উপর, এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তা নিশ্চই লক্ষণীয় বিষয়। তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনগর, উদয়পুর ও খোয়াইতে কলেজ খোলারও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু মানীয় উপাধাক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি কংগ্রেসের দীর্ঘ ৩০ বছরের মধ্যে ধর্মনগরের মত একটা উন্নত শহরে কলেজ করতে পারেন নি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ধর্মনগরের কথা বলছি। সেখানে কদমতলার পুরানো এম, এল,এ ওয়াজেদ আলী ধর্মনগরে কলেজ খোলার জন্য হাজার হাজার টাকা তুলিয়েছিলেন। মানুষ ১০১ টাকা, ২৫ টাকা, ৫১ টাকা করে হাজার হাজার টাকা দিয়েছিলেন। কিন্ত শেষ পর্যন্ত টাকা আত্মসাৎ হয়ে গেল। ধর্মনগরে আর কলেজ হলো না। আমরা জিজ্ঞাসা করলে জবাব পেতাম, 'ধর্মনগরের কলেজ নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছে'। 'কিসের আন্দোলন' জিজ্ঞাসা করলে বলা হতো রবি বাবুর বাপের নামে কলেজ হবে, না মায়ের নামে কলেজ হবে।' এইভাবে হাজার হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন। আজকের দিনে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে, সরকার শিক্ষার অগ্রগতির জন্য যে তিনটি কলেজ খুলেই দায়িত্ব শেষ করছেন তাই নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা চিন্তা করছেন। বিগত কংগ্রেস সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ত দূরের কথা, বিশ্ব নামটাপ উচ্চারণ করতে পর্যন্ত সাহস পেতন না। আজকে এখানে বামফ্রন্ট সরকার বিশ্ববিদ্যালয় করবেন। তারজন্য এই আইটেমকে আমি সমর্থন করি। সেই সাথে সাথে আমি ফরেষ্টের কথাও উল্লেখ করতে চাই। ফরেষ্টর মধ্যে দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেছেন জঙ্গল থেকে ছন, বাঁশ নিজেদের প্রয়োজনে গরীব লোকেরা সংগ্রহ করতে পারবে বৎসরের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ এই তিনটি মাসের যে কোন একটিতে। কিন্তু বিগত কংগ্রেস আমলে দেখছি এর জন্য গরীব মানুষকে হয়রাণী পোহাতে হত ফরেষ্টর লোকের কাছে। এই জন্যই আমি এই বাজেটকে সমর্থন জানাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশের ব্যাপারে উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা এখানে যা বলেছেন তা সত্যি নয়। এখানে

পুলিশ খাতে মোটেই ব্যয় বরাদ্ধ বেশী ধরা হয় নি। পুলিশের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। আমাদের দেখতে হবে আমাদের প্রতিবেশী দেশ-বাংলাদেশে পুলিশ মিলিটারী আছে কিনা। ওরা কোন সাহসে এ কথা বলছেন যে, পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্ধ রাখা যাবেনা পুলিশও এই ত্রিপুরা রাজ্যে সাধারণ নাগরিক হিসাবে গন্য। তাদেরও পরিবার আছে, ছেলে মেয়ে আছে। তাদেরকে সরকার অবহেলা করবেন, তা হয় না। গত ৩০ বছরের তুলনায় পুলিশ বাজেট বরং কমানো হয়েছে এটা তাঁরা ভাল করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন। কাজে কাজেই বিরোধীদের এ ভাবে মন্তব্য করাটা ঠিক হয় নি। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের দিকে চেয়েই এই বাজেট করেছেন। তাকে আমি সমথন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্বা---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক যে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি এখানে পেশ করা হয়েছে, সেই সমস্ত ডিমাণ্ডের উপর আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমে আমি বক্তব্য রাখবো ট্রাইবেল রিসার্চ-এর উপরে, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৩, মেজর হেড ২৭৬, এখানে বিভিন্ন আইটেম আছে যেমন ডাইরেকটরিয়েট অব ট্রাইবেল রিসাচ ৩'২, ডাইরেকটরিয়েট এণ্ড এডমিনিস্ট্রেটিভ ৩'১-১ সেলারি-পে রিসার্চ অফিসার, স্টেনোগ্রাফার, এল-ডি-ক্লার্ক, ইউ-ডি-ক্লার্ক, রেন্ট রেইট এণ্ড টেকশেশান, পাবলিকেশান এই সমস্ত মিলে ১৯৭৮ এবং ১৯৭৯ সনের জন্য এখানে বাজেটের টাকা ধরা হয়েছে। বাজেট প্ল্যানে ২ লক্ষ ৮৬ হাজার, নন্ প্ল্যানে ৬১ হাজার মোট ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার। ১৯৭৭ এবং ১৯৭৮ সালে সরকারের এই বিষয়ে বরাদ্দ ছিল ৭৩ হাজার টাকা, এবার ৩ লাখ ৪৭ হাজার দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ আগের টাকাটা বাদ দিলে ২ লাখ ৭৪ হাজার বেশী ধরা হয়েছে, যেখানে ৭৩ হাজার টাকা গত বছরগুলিতে রিসার্চ-এর জন্য খরচ ধরা হত, সেখানে ২ লাখ, ৭৪ হাজার বেশী ধরা হয়েছে। কাজেই আমি মনে করি এটা সম্পূর্ণ অপচয় হবে। কারণ কোথায় ৭৩ হাজার, আর কোথায় ২ লক্ষ ৭৪ হাজার বেশী। তদুপরি এখানে শুধু অফিস, কারখানা, কতগুলি স্টাফ, কতগুলি কর্মচারী এবং কতগুলি দপ্তর পোষণ করবার জন্য এখানে ৩ লাখ, ৪৭ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু ট্রাইবেল রিচার্সের জন্য পথ নির্দেশনা, পন্থা, পদ্ধতি ইত্যাদি কোন পরিকল্পনা এই বাজেটের মধ্যে নেই। শুধু অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছে, তাই আমরা এই একটা অইটেম থেকেই প্রমাণ করে দেব যে, সমস্ত আইটেমের মধ্যে এইভাবে কিছু কিছু করে দেখানো হয়েছে এবং ধরা হয়েছে। আমি সেদিনও বলেছিলাম বাজেট লেখার কোন অভাব নেই, কারণ কাগজ প্রচুর আছে কাগজে লিখে বাজেট তৈরী করুন, অসুবিধার কোন কারন নেই। এই একটা দিকই প্রমাণ করে দিয়েছে যে শুধু একটা অফিস মেন্টেনেনস্ করার জন্য ৩ লাখ, ৪৭ হাজার টাকা খরচ ধরা হয়েছে এবং বাজেটও হয়েছে, কাজেই এতবড় একটা বিবেচনাহীন বাজেট যে কোন দিন তৈরী হবে, সেটা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।

আমার পরবর্তী বক্তব্য হচ্ছে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৪, মেজর হেড ২০৯ ফুড এন্ড নিউট্রেশান প্রোগ্রামেও আমি দেখেছি, সেখানে ১৯৭৮ এবং ৭৯ সনের জন্য মোট টাকা ধরা

হয়েছে ৪০ লক্ষ, ৮২ হাজার টাকা। ১৯৭৭-৭৮ সনে ছিল ৩৮ লক্ষ, ৬ হাজার কিন্তু এখানে বেশী ধরা হয়েছে প্রায় ৩ লক্ষের মত বেশী। ফুড এণ্ড নিউট্রেশান প্রোগ্রাম সেটা জনগণের ভালোর জন্যই এবং এর দ্বারা স্কুলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের উপকার হবে বলে আমরা আশা করি, আমি মনে করি এটায় দরকার আছে এবং এই ব্যাপারে একটা দফারফা করা হোক, সেটা সবাই কামনা করে। সে জন্য আমরা সরকারকে উৎসাহ দিতে প্রস্তুত আছি যাতে দেশের গরীব জনসাধারণ, নিরীহ ছোট ছোট গরীব ছেলে-মেয়েরা উপকৃত হতে পারে, তার জন্য আমরা সহযোগিতা করতে রাজী আছি। কিন্তু একটা জিনিষ আমরা কোন ক্রমেই সমর্থন করবো না, সেটা হলো Travelling allowances. এবং Travelling একসপেনসসের জন্য মোট ২ লক্ষ, ১৩ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এক বছরে Travelling এলাউন্সের জন্য যদি ২ লক্ষ, ১৩ হাজার খরচ হয়ে থাকে, তাহলে কি ভাবে এই সমস্ত দরিদ্র নিরন্ন মানুষ তাদের ছেলে-মেয়েদের খাওয়াবে ? শুধু সরকারী খরচে, আমলাদের আসা-যাওয়ার খরচে এবং যাত্রীদের খরচের জন্য যদি ২ লাখ, ১৩ হাজার খরচ হতে পারে এবং এই বরাদ্দ বাজেটে রাখতে হয়, তাহলে আমি বলবো সেটা অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারি না। দুই একটা আইটেমের মধ্য দিয়ে এর হিসাব করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, যদি সময় পাই তাহলে আমরা দেখিয়ে দেব যে প্রত্যেকটা আইটেমের মধ্যে ভুল হয়েছে।

মাননীয় সদস্যরা বলেছেন পুলিশ খাতে কম ধরা হয়েছে, আমি প্রমান করে দেব আপনাদের বাজেট থেকেই--কারণ এটা আমার মন গড়া কথা নয় বা আমার নিজের তৈরী বাজেট নয়, আপনাদের স্বরচিত বাজেটে আপনারাই পুলিশ খাতে বেশী ধরেছেন, পুলিশ খাতে ১৯৭৮-৭৯ সনে মোট ৩ কোটি, ৮৭ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, কিন্তু ১৯৭৭-৭৮ সনে ছিল ৩ কোটী, ৬৭ লক্ষ, ৩৫ হাজার টাকা অথাৎ বেশী ধরা হয়েছে ১৯ লাখ, ৬৫ হাজার টাকা আপনারা যোগ-বিয়োগ করে দেখুন মিলেছে কিনা। এখানে আর একটা জিনিষ বলতে হয় আদার একসপেনডিচার-এ এই পুলিশ খাতে একটা কলামে রাখা হয়েছে যে ১৯৭৭-৭৮ সালে ছিল ১০ লাখ, ৫০ হাজার টাকা কিন্তু এবার ১৯৭৮-৭৯ সনের জন্য ধরা হয়েছে ১০ লাখ, ৫০ হাজারের পরিবর্তে ৩৫ লাখ বরাদ্দ ধরা হয়েছে অর্থাৎ ২৪ লাখ, ৫০ হাজার বেশী ধরা হয়েছে। কাজেই আমরা বলবো এখানেও অতিরিক্ত ধরা হয়েছে, যার ফলে ১১ কোটি, ৬৬ লক্ষ টাকা যে বাজেট ঘাটতি দেখানো হয়েছে এই ভাবেই এই সমস্ত ঘাটতিগুলি এসেছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই ভাবে সরকার পক্ষের সদস্যরা আমাদেরকে দোষারোপ করে বক্তৃতা রাখছেন যে আমরা অনর্থক বিরোধীতা করছি। কিন্তু যারা আমাদেরকে দোষারূপ করছেন তাদের সুবুদ্ধির উদয় হোক, এটাই আমি কামনা করি। সেদিন আমাদের পক্ষের সদস্য শ্রীনগেন্দ্র কুমার জমাতিয়াও একটাও সংশোধী এনেছিলেন যে, এই বাজেটকে পরিবর্তন করে, নূতনভাবে বাজেট উথ্থাপন করা হোক, তারপর আমরা বিবেচনা করব। ১৬ নম্বর ডিমাণ্ড, এডুকেশন, মেজর হেড ২৭৭----আমি আইটেম ওয়াইজ বলছি, এখানে আদার একস্পেনসেস ১৯৭৭-৭৮ ইং সনে রাখা হয়েছিল

৫৬ হাজার। আর ১৯৭৮-৭৯ ইং সনে রাখা হয়েছে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। অর্থাৎ ৯৯ হাজার বেশী ধরা হয়েছে। কিন্তু এখানে ৯৯ হাজার টাকা বেশী রাখার প্রয়োজন ছিল না। তারপর ওয়েজেস, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৬, মেজর হেড ৭৭। এখানে এ-৩(২) ওয়েজেস বলে একটা আইটেম আছে। সেখানে সবচাইতে বেশী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেটা হল ১৯৭৭-৭৮ সালে ওয়েজেস এর জন্য ৫৪ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল। আর আগামী ৭৮-৭৯ সালের জন্য ধরা হয়েছে ৫ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা বেশী ধরা হয়েছে। ৫৪ হাজার টাকায় যেখানে বিগত বছরগুলিতে চলত, সেই জায়গায় এই বছর ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা বেশী ধরা হয়েছে। এই ভাবে সমস্ত বাজেটে বেশী বেশী ধরে বামফ্রন্ট সরকার জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এই ডিমাণ্ডেরই আর একটা আইটেম আছে এ-৩(৪) ট্রেভেল এক্সপেনসেস। সেই ট্রেভেলিং এক্সপেনসেস এর জন্য ১৯৭৭-৭৮ সালে ছিল ১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা। আর ১৯৭৮-৭৯ সালের জন্য সেই ক্ষেত্রে রাখা হয়েছে ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। এখানে ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা বেশী ধরা হয়েছে। আদের বছরগুলিতে যেখানে ১ লক্ষ ৩ হাজার টাকায় চলত, সেখানে এই বছর অতিরিক্ত ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। কারণ অফিসার যারা ১৯৭৭-৭৮ সালে ত্রিপুরার যে সমস্ত রাস্তাগুলি পরিক্রমা করত, যে অর্থ ব্যয় করত, এখন তো সেই অর্থ ব্যয়ই করবে। টাকা বেশী লাগাবার তো কথা নয়। তারা তো বাইরে যাবে না, লণ্ডন যাবে না, আমেরিকায় যাবে না, ত্রিপুরার ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই তারা পরিক্রমা করবে। বিগত বছরগুলিতে যে সমস্ত কেন্দ্রে ঘোরাফেরা করত এবং তার জন্য ১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা লাগত, এই বছর তো সেই সমস্ত কেন্দ্রেই ঘোরাফেরা করবে। ১০।১২।১৫ হাজার টাকা বেশী রাখা যেতে পারে। এই ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা এখানে অতিরিক্ত ধরা হয়েছে। তারপর মীট ডায়েট মীল একটা আইটেম আছে। সেখানে বিগত বছরে ছিল ২৫ হাজার টাকা। আর এই বছর ধরা হয়েছে ৪০ হাজার টাকা। কিন্তু আমার সন্দেহ জাগে এই মীট ডায়েট মীলে ত্রিপুরাতে ছেলেমেয়েদের খাওয়ানোর কোন ব্যবস্থা ত্রিপুরাতে আছে কিনা? আমরাতো কোন দিন দেখিনি এই মিড ডায়েট মীলে ছেলেমেয়েদের খাবার দেওয়া হয়। একমাত্র নিউট্রেশান প্রোগ্রামে বালোয়ারী স্কুলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খাবার ব্যবস্থা আছে। তবুও এই মিড ডায়েট মীলে বামফ্রন্ট সরকার অতিরিক্ত প্রায় ২২ হাজার টাকার মত বেশী রেখেছেন। তবে এটাকে আমরা নিরুৎসাহ করি না, মিড ডায়েট মীল যাতে পুরোপুরি ভাবে কার্য্যকরী করা হয়, সৎ ভাবে টাকা ব্যয়িত হয়, সেটাই বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ। তারপর এখানে আর একটা আইটেম আছে বি ৩(৫)(x) সেখানে আছে আদার এক্সপেনসেস। এই আদার এক্সপেনসেস যেটা নন প্ল্যানে ধরা হয়েছে, সেটা অতিরিক্ত ধরা হয়েছে। আদার এক্সপেনসেস-এর প্রয়োজন আছে সেটা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু সেখানে অতিরিক্ত ধরা হয়েছে। আমি ফিগার দিচ্ছি—বিগত বছরে ছিল ২ লক্ষ ২৮ হাজার। আর ১৯৭৮-৭৯ সালের জন্য ধরা হয়েছে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ৫০০ টাকা। আগের বছরের চেয়ে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা বেশী ধরা হয়েছে। ১০।১৫ হাজার টাকা বেশী হতে পারে বিগত বছরের তুলনায়,

কিন্তু এত বিরাট অংক আদার এক্সপেসসেস-এর জন্য রাখাটা আমি সমিচীন বলে মনে করি না। কাজেই সুস্থ মস্তিষ্কে বাজেট তৈরী করা হয় নি। তাই আমরা এই বাজেটের বিরোধীতা করছি। আর একটা আইটেম আছে বি-৩(১০)(i) ইকুইপমেন্টস। সেখানে বিগত বছরে ছিল ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭০০ টাকা। আর ২৯৭৮-৭৯ সালের জন্য ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। আগের থেকে ৫৪ হাজার ৩ শত টাকা বেশী ধরা হয়েছে। যন্ত্রপাতি ক্রয় করার দরকার আছে, সেটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আগের যে যন্ত্রপাতিগুলি ছিল, সেগুলিতো চোরে নেয়নি, ইঁদুরে খায়নি, সেগুলি তো সরকারের গুদামে মজুত আছে। নূতন কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য হয়তো ৪।৫ হাজার টাকা বেশী ধরা হতে পারে। কিন্তু এই ৯৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ধরা হয়েছে সরকারী গুদামে সেই সমস্ত ইকুইপমেন্টসগুলি কি পজিশানে আছে, ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশান না করে, বাজেটকে তৈরী করা হয়েছে একটা অনুমানের উপর। তারপর ডিমাণ্ড নং ৩১, ফরেষ্ট রিজার্ভ। এই ফরেষ্ট রিজার্ভেও আমরা দেখছি বেশী ধরা হয়েছে। বিগত বছরে ধরা হয়েছে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা আর বর্তমান আর্থিক বৎসরের জন্য ধরা হয়েছে ২ কোটি ২১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। আগের বছরের চেয়ে ৪৩ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা বেশী ধরা হয়েছে। আমাদের মতে এখানে প্রায় ২২ লক্ষ টাকার মতন বেশী ধরা হয়েছে। ১ কোটি ৭৭ লক্ষ যখন বিগত বছরে ছিল, চলতি আর্থিক বছরে ২ কোটি ধরা উচিত ছিল। —কাজেই মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি দেখলাম যে বাজেট বিতর্ক প্রায় শেষ এবং এই শেষ মূহর্তে যে সমস্ত টাকার অংকগুলি পূর্ব বৎসরের সাথে, বর্তমান বৎসরের জন্য নূতন করে যে বরাদ্দ করা হয়েছে, সেখানে তুলনামূলকভাবে একটা পার্থক্য আমরা দেখছি এবং সেই পার্থক্যটা একটা বিরাট পার্থক্য। এটা মনে হয় যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য এই বাজেটটা তৈরী করা হয় নি। ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংখ্যার যে চাহিদা অথবা সরকারের ক্ষমতা অনুসারে সামঞ্জস্য রেখে এই বছরের জন্য টাকার অংক বাজেটে ধরা হয় নি, যার জন্য একটা বিরাট ঘাটতি এই বাজেটের মধ্যে দেখানো হয়েছে এবং এই ঘাটতি কি ভাবে পূরণ করা হবে, তারও কোন ইঙ্গিত দেওয়া হয় নি। বিশেষ করে এখানে পুলিশের ব্যাপারে বার বার বলা হয়েছে যে আমরা চাই না, পুলিশ মরুক এবং আমরা চাই না যে পুলিশ চাকরী না করুক। পুলিশের মধ্যে আমারও আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে পুলিশকে টাকা দিয়ে, অর্থ দিয়ে আমরা পুষে রাখলাম, খাইয়ে রাখলাম সেই পুলিশ আমাদের কাজ করবে না বা জনগণের কোন উপকার করবে না বা দেশের শান্তি শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে না। কাজেই এই সমস্ত দিক দিয়ে পুলিশের বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। কারণ আমরা জানি যে গত বিধান সভার অভিযানে আমাদের যে সমস্ত যুবকেরা এসেছিলেন, আমরা রিপোর্ট পেয়েছি যে তাদের ফিরে যাওয়ার পথে সিঁধাই থানার তারাপুরনগরের আউট পোষ্টের এ এস আই এবং আরও কয়েকজন পুলিশ যুব সমিতির ক্ষেত্রমোহন দেববর্মাকে আটক করে ৫৫ টাকা জোর করে আদায় করেছে। শুধু তার থেকে টাকা কেড়ে নেওয়াই নয়, তাকে জোর করে খানাতে ধরে রাখা হয়েছে এবং পরের দিন তাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এই যে অত্যাচার বাড়ী ফেরৎ নিরীহ সত্যাগ্রহী এবং

আন্দোলনকারীদের উপর যে পুলিশ করেছে, আমরা সেই পুলিশকে সমর্থন করি না। যা হউক, যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে, সেই বাজেটে সম্পূর্ণভাবে জনকল্যানমূলক বাজেট হয় নি। শুধু বামফ্রন্ট সরকার একটা জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষ চাপিয়ে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে কথার মার প্যাচে আগামী ৫ বছরের জন্য নিজেরা বাহবা অর্জন করে ক্ষমতায় থাকবার একটা অপ-প্রয়াস ছাড়া আমরা আর কিছুই এই বাজেটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না, এই কথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---শ্রীরামকুমার নাথ।

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ডিমাণ্ডগুলি রাখা হয়েছে, সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি বলতে চাই যে বামফ্রন্ট সরকার বিগত জানুয়ারী মাসে শপথ গ্রহণ করার পর মাত্র ৬ মাসও হয় নি, এরই মধ্যে এই যে ডিমাণ্ড-গুলি এখানে উপস্থিত করছেন, তা অত্যন্ত লক্ষ্যণীয় বিভিন্ন দিক দিয়ে। আমি লক্ষ্য করছি কি জাতীয়, কি আন্তর্জাতিক দিক বিচার করে ত্রিপুরার যে সীমিত ক্ষমতা, সেই ক্ষমতার মধ্যে এই অল্প সময়ের মধ্যে এই যে ব্যয় বরাদ্দ উপস্থিত করা হয়েছে, তা অত্যন্ত সমর্থনযোগ্য। আমি লক্ষ্য করেছি বিগত ৩০ বছরের শাসনের মাধ্যমে কংগ্রেস সরকার যে অন্ধকার সৃষ্টি করেছিল সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে, সেই অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই অল্প সময়ের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেগুলিকে কার্য-কর করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, সেটা প্রত্যেক পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কারণ ইতি-মধ্যে সরকার ৫০টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আমরা লক্ষ্য করছি যে বিগত ৩০ বছরের মধ্যে ৩টি কলেজ, ধর্মনগর, উদয়পুর এবং খোয়াই। আমরা দেখছি বিগত ৩০ বছর যাবত ধর্মনগরের মতো একটা সাব-ডিভিশন যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে জনসংখ্যার দিক দিয়ে দ্বিতীয় সেই সাব-ডিভিশনের ছাত্র সমাজ এবং কৃষক সমাজ যে সমস্ত দাবী করা হয়, সেগুলিকে স্তব্ধ করার জন্য কংগ্রেস সরকার, বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করেছিলেন। আজকে এই মুহূর্তে বামফ্রন্ট সরকার ৩টি কলেজ স্থাপন করবার চেষ্টা করছেন। আমরা আরও দেখছি যে বিগত ৩০ বছর ধরে যে দাবীগুলি কংগ্রেস সরকার অমান্য করছিল, যেখানে ২।৩টা প্রস্তাব গ্রহণ করা সত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার সেগুলি গ্রহণ করেন নাই। এবার আমাদের সরকার সেগুলিকে কার্য্যকর করার জন্য এই মূহুর্তে বাজেটে ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ ধরেছেন। কাজেই আমরা লক্ষ্য করছি বিভিন্ন দিক যেন পাটের কল তৈরী হবে এবং কাগজের কল হওয়ার পথে চলছে। আবার এও লক্ষ্য করছি চতুর্থ পৃষ্ঠায় যে ৫ম যোজনার ৪ বছরের জন্য একটা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, এবং এটা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় সুন্দরভাবে বাজেটে লিপিবদ্ধ করা আছে। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে মাত্র ৬ মাসের মধ্যে একটা নূতন সরকার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন সেটা অত্যন্ত অভিনন্দনযোগ্য। আমরা দেখছি বিগত ৩০ বছর কংগ্রেস সরকার যেভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেইভাবে কোন কাজই তারা করতে পারেনি। তারা এমন প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিল যে আগামী ১০ বছরের মধ্যে এই করবেন, সেই করবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনটাই করতে পারেন নি। কিন্তু ৬ মাসের মধ্যেই আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সেই কাজগুলি করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এরপরেও বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা এখানে নানা কথা বলে এই বাজেটের সমালোচনা করছেন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি লক্ষ্য করছি যে কৃষি খাতে আমাদের সরকার যে সিদ্ধান্তগুলি নিয়েছেন, সেগুলি সম্পূর্ণ একটা নূতন জিনিস। আরো লক্ষ্য করছি বিগত সরকার ৩০ বছরের মধ্যে যা করতে পারেন নি, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সেগুলি করার জন্য অনেকগুলি সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে নিয়ে নিয়েছেন। কাজেই এই সব দিক দিয়ে এই সরকার যে সিদ্ধান্তগুলি নিয়েছেন, তা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং জরুরী বলে মনে করি। বিগত ৩০ বছর ধরে সমস্ত দিক দিয়ে ত্রিপুরা তথা সারা ভারতবর্ষের মানুষের উপর যে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটা আজ কারও অজনা নয়। আমরা আরও লক্ষ্য করছি ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয়, তখন শতকরা ১৮ জন লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে ছিল, কিন্তু এখন স্বাধীনতার ৩০ বছর পর দেখা গেল যে শতকরা ৬৮ জন লোক সেই দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে গিয়েছে।

শতকরা ৩০ জন শিক্ষিতের হাব ভারতে নেই। আর ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি সে হার গ্রামাঞ্চলে আরও কম হবে। কাজেই আজকে এখানে যে ডিমাণ্ড আনা হয়েছে সেটা অত্যন্ত জরুরী এবং সেই ডিমাণ্ডগুলিকে আমি সর্বান্তকরনে সমর্থন করি। আমি লক্ষ্য করেছি মাননীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্যদের এই বাজেটের একটা ডিমাণ্ড ও তাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হল না। আমরা লক্ষ্য করেছি যে সমস্ত প্রস্তাব এই বিধানসভায় আনা হয়েছে একটাও তারা সমর্থন করেন নাই। এখানে পুলিশ খাতে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং পুলিশদেরকে তাদের সংগঠন করার জন্য অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই-ভাবে আমাদের সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং এই পদক্ষেপই শেষ নয়। আরও পদক্ষেপ নিতে হবে। মানানীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিমাণ্ডগুলির প্রত্যেকটা ডিমাণ্ড অত্যন্ত জরুরী। শিক্ষা, পুলিশ, ফরেষ্ট সম্পর্কে যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে উপস্থিত করা হয়েছে, প্রত্যেকটা ডিমাণ্ড অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং যে ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে, এই সমস্ত আজকে ত্রিপুরার মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ না করে এই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ইনক্বাব জিন্দাবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীরাধারমণ নাথ।

শ্রীরাধারমণ নাথ ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার যে ডিমাণ্ডের উপর ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, সেই ব্যয় বরাদ্দকে আমি সমর্থন করি। ৩০ বৎসর কংগ্রেস শিক্ষাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। আপনারা দেখছেন সেই স্কুলঘরগুলির ছাউনি নেই, শিক্ষক নেই। নির্বাচন যখন এসেছে তখন স্কুল নিয়েছেন অথচ শিক্ষক নেই, স্কুলঘর নেই। এইভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে তারা শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতার সৃষ্টি করেছিলেন। এইরকম অনেক স্কুল আছে যেমন সুবলসিং, সেখানে শিক্ষক নেই। আজকে এই বাম-

ফ্রন্ট সরকার যেখানে শিক্ষক নেই, সেখানে শিক্ষক নিয়োগ করছেন এবং যেখানে স্কুল ঘরের ছাউনি নেই, সেখানে ছাউনির ব্যবস্থা করছেন। কাজেই এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, সেই ব্যয় বরাদ্দকে আমি সমর্থন করি। আজকে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা বিরোধীতা করছেন। ইমার্জেন্সীর সময়ে যখন বামপন্থীরা জেলে তখন তাঁরা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে প্রেমালাপে মত্ত। এরা কারা? এরা হল প্রতি-ক্রিয়াশীলদের দালাল। তারা জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করে নি।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য আমাদেরকে দালাল বলেছেন। এটা আন-পার্লিয়ামেন্টারী। এটাকে এক্সপানজ করা হবে কি না?

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য, কোন ব্যক্তিকে যদি দালাল বলা হয়, সেটা আনপর্লিয়ামেন্টারী হয়, কিন্তু কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে একটা পার্টিকে যদি দালাল বলা হয় সেটা আনপার্লিয়ামেন্টারী হয় না।

শ্রীরাধারমণ নাথ ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি যেখানে পুলিশ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটা সম্পর্কে। আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার পুলিশকে গণ-আন্দোলনে প্রয়োগ করবে না। সেখানে যারা চুরি, ডাকাতি, গুণ্ডামী করবে, যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে, যারা জনসাধারণের সম্পদ নষ্ট করবে, পুলিশকে তাদের উপর প্রয়োগ করা হবে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, পুলিশ কারও উপর অত্যাচার করবে না। ঐ কংগ্রেস রাজত্বে পুলিশ যেভাবে অন্ধকারের রাজত্ব কায়েম করেছিল, অন্যায়ভাবে অত্যাচার করেছিল, সেটা আর ঘটতে দিবে না। পুলিশকে কারা ভয় পায়? যারা চোর, গুণ্ডা, যারা সন্ত্রাশ সৃষ্টি কারী, যারা গণ আন্দোলনকে ধ্বংস করে, তারাই পুলিশকে ভয় পায়। আপনারা জানেন কিছু লোক অনশনে বসেছে। যারা অনশনে বসেছে তারা কারা? যাদের বাড়ীতে সরকারী চাকুরীর প্রয়োজন নেই, তারাই অনশনে বসেছে। একজনের স্বামী চাকুরী করছে সে অনশনে বসেছে। আরেকটা ছেলে তার বাড়ীতে সবাই চাকুরী করে, সে বড় লোকের ছেলে, সেও অনশনে বসেছে। কারণ কি? পৌরসভার নির্ব্বাচনকে ব্যাহত করার জন্য এবং মানুষকে দেখানোর জন্য। তারা ঘুষ দিয়ে কিভাবে চাকুরী পেয়েছেন, তার প্রমান আছে আমার কাছে। আরেকটা ব্যাপারে আমি বামফ্রন্ট সর-কারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটা হল কিছু কিছু পত্রিকা তারা সত্য খবর পত্রিকায় দেন না। তারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন। ১১-৫-৭৮ তারিখে দৈনিক সংবাদে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, আমি নাকি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর হাঙ্গামা করেছিলাম। সেদিন আমি আগরতলায় ছিলাম। আমার নামে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। আমি প্রতিবাদ করে চিঠি দিলাম। কিন্তু সেই প্রতিবাদ দৈনিক সংবাদে উঠালেন না। এই পত্রিকা বুর্জোয়াদের পত্রিকা। এই পত্রিকা দালালী করছে। এই ভাবে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে ত্রিপুরার জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন আমি ফরেষ্ট সম্পর্কে বলছি। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, ফরেষ্ট থেকে বিনা মাশুলে গরীব জনসাধারণকে ছন, বাঁশ সংগ্রহ করার সুযোগ দিয়েছেন। আমরা আরো দেখেছি বামফ্রন্ট সরকার ৫ কানি

নাল জমি ও ১৫ কাণি টিলা জমির খাজনা মুকুব করে দিয়েছেন। এর ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ইতিহাস তৈরী করলেন বামফ্রন্ট সরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে আমরা দেখেছি কিভাবে উপজাতি যুব সমিতি সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগে পৌর নির্বাচন অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হতো। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই সেটাকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমরা আরো দেখেছি দীর্ঘ ১০ বছর ধরে এখানে পঞ্চায়েৎ নির্বাচন হচ্ছিল না। আর পৌর নির্বাচন? সেতো দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে ত্রিপুরাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছিলনা। কারণ গণতন্ত্রকে তারা বিশ্বাস করেন, আর কারা করেন না তার প্রমাণ বামফ্রন্ট সরকারের এই ৪/৫ মাসের কার্য্যকলাপেই বোঝা যায়। আজকে যদি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা এই বিধান সভায় আসতেই পারতেন না। মামনীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি রাখা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—আমাদের লক্ষ্য করে উনি এ রকম বলতে পারেন না। এতে হাউসকে অবমানা করা হয়। আমি উনার বিরুদ্ধে একটা ব্রীচ অব প্রিভিলেজ আনতে চাই উনি হাউসকে অবমাননা করেছেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, চেয়ারকে লক্ষ্য করে আপনি বক্তব্য বলবেন। মাননীয় সদস্য আমাদের সময় খুব অল্প। সাধারণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য বহু নাম রয়ে গেছে ঠিকই। কিন্তু আমি সময় দিতে পারছিনা। মন্ত্রী মহোদয়রা আছেন তাঁরা তাঁদের বক্তব্য রাখবেন। এর পরে ডিমাণ্ড এবং কাট মোশনগুলির উপর ভোট হবে। আমি আর সুযোগ দিতে পারছি না। এখন আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে বলার জন্য অনুরোধ করব।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এখানে যে বাজেট উপস্থিত করছি তা বাস্তব সম্মত এটা এই আলোচনার মধ্যে প্রকাশ পায় এবং বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কোমড় বেধে এসেছিলেন যে, বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটকে আক্রমণ করবেন। কিন্তু কতকগুলি অবাস্তব কথা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারেন নি যে, আমাদের বাজেট অবাস্তব। যে ফিগার দেখালেন, সেখানে আমার একটা কথা মনে পড়ে, একদিকে তাঁরা বলছেন এই বাজেট ঘাটতি বাজেট, আবার অন্যদিকে ইকুপমেন্টস কেনার জন্য বাজেট প্রচুর টাকা ধরা হয়েছে। এদেখে মনে হয় "একেবারে ভাসা তেলে মাছ ভাজা খাবেন কিন্তু এক রত্তিও তেল খরচ করবেন না।" কিন্তু দুটো হয় না। ভাল ভাজা যদি খেতে চান, তাহলে কিছু তেল খরচ করতে হবে। ভাজাও চাইবেন, তেলও খরচ করবেন না দুটো হয় না। এই ভাবে যদি বাজেটের সমালোচনা করতে হয় তাহলে রাচা যে তুলনা করলেন সেটা সম্পূর্ণ অবাস্তব। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যকে যদি জনগণের কল্যাণে গড়তে হয় তাহলে ৩০ বছরের লান্ছিত, বঞ্চিত সাধারণ মানুষকে যদি কিছু করতে হয়, তাহলে বাজেট আরো বড় হওয়া উচিত। এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের

তুলনায়, ৪১৫ গুণ অংক হলেও ত্রিপুরার যে সমস্যা তার সমাধান করা যায় না। তাঁদের অভিযোগ উঠা উচিত ছিল যে, বাজেটে টাকা এত কম কেন। কিন্তু তাঁদের অভিযোগ হচ্ছে, টাকাটা কেন এত বেশী। তাহলে জনগণের যে চাহিদা তা তাঁরা ছোট করে দেখছেন। এটা কি রকম দৃষ্টিভঙ্গী তা আমি বুঝে উঠতে পারছিনা। দ্বিতীয়তঃ এখানে আর একটা জিমিষ প্রায়ই দেখা যায়। এখানে স্ববিরোধী কথাবার্তা প্রায়ই শুনা যায়। শুধু এখানে নয়, বাইরেও শুনা যাচ্ছে। দৈনিক কাগজে এক সংবাদে দেখলাম, "দুর্ভিক্ষ চলছে, অনাহারে মানুষ মরছে। অথচ বামফ্রন্টের বড় শরিক মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দল এতদিন যে মিছিল মিটিং করতো, তাঁরাত সরকারে বসে আছেন কিন্তু কিছুই করছেন না। 'আবার কালকের দৈনিক সংবাদের নিউজে আছে—নিজস্ব প্রতিনিধি লিখেছেন, 'কাজের বদলে খাদ্য স্কীমটা চালু হওয়ার ফলে গ্রামে কৃষি কাজগুলি প্রায় অচল হয়ে এসেছে। লোক পাওয়া যাচ্ছেনা। সবাই সরকারী কাজে চলে যাচ্ছে। কাজেই জোতদার আর মুনি পাচ্ছে না তাদের জমিতে চাষ করতে।" এ হলো দৈনিক সংবাদের নমুনা। অর্থাৎ দুটোই হচ্ছে সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা বলতে চাই বাম-ফ্রন্টকে দু হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করা উচিত ত্রিপুরার মানুষের। কারণ শোষক জোত-দাররা বলপূর্বক দের টাকা, দু টাকা দৈনিক মজুরী দিয়ে তাদের খাটাচ্ছিলেন। সেই টাকা তারা পাচ্ছেন না। তাই দৈনিক সংবাদ বড় লোকদের জন্য অশ্রু বিসর্জন করছে। খাদ্যের বদলে কাজের স্কীমের মধ্য দিয়ে গরীব জনসাধারণ কিছুটা পাচ্ছেন বলে দৈনিক সংবাদ-এর অশ্রু বিসর্জন শুরু হয়ে গেছে। কাজেই এই কাগজ কার বিরুদ্ধে বলছে এটা বোঝা উচিত। এটা স্ব-বিরোধী। তারপর ডিমাণ্ড নাম্বার ১৬ আলোচনা করতে গিয়ে তা শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন, উপজাতিদের ভাষা দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত। বাজেটে টাকা রাখলেই কি হবে। আন্তরিকতার অভাবে তা ভেস্তে যাচ্ছে। আমরা তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কারণ এই ৩০ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে উপজাতিদের ভাষাকে উন্নয়নের নামে কিছু টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য কোন চেষ্টাই সরকার করেন নি। কাজেই নগেন্দ্র জমাতিয়া যে কথা বলছেন, তার সঙ্গে আমি এক মত। তবে নগেন্দ্র জমাতিয়ার গোলমাল লেগে যায় কোন জায়গায় জানেন। সবই বুঝলেন, উপজাতিরা উপেক্ষিত। কিন্তু ৩০ বছরের রাজত্বে যারা উপেক্ষা করেছিলেন উপজাতিদের আবার সমর্থনের বেলায় তারাই গুরুদেব বলে মেনে নেন সেই সুখময় বাবুদের। এইখানেই ! গোলমাল। আমরা এ কথা বলতে পারি যে, এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে অন্ততঃ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির গণ মুক্তি পরিষদ ১৯৪৮ সাল থেকে প্রথম আমরা সংগঠন করি। এবং এই উপজাতিদের ভাষাটাকে উন্নত করার জন্য আমরাই শুরু করেছিলাম ১৯৪৫ সালে জন শিক্ষা সমিতি। সেদিন যে প্রথম বই বেরিয়েছিল তা আমারই লেখা ছিল। সেই বই কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী দিয়েই প্রথম শুরু করি ঃ---

"এই---সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা,এই---সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ?

এই কথা দিয়েই শুরু করেছিলাম। তখন হয়তো নগেন্দ্র জমাতিয়া জন্মান নি। হতে পারে। ১৯৪১ সালে তিনি হয়তো জন্মই নেন নি। কাজেই এই বলব, যারা ত্রিপুরার রাজ্যে উপেক্ষিত সেই উপজাতিদের ভাষাকে উন্নত করার জন্য সামগ্রিক ভাবে যারা আন্দোলন করেছিলেন, তাঁরা আজকের সরকারে বসে আছেন। কাজেই এই সরকারের হাতে উপজাতিদের স্বার্থ দলিত হবে না। সরকারের হাতে এটা যথেষ্ট যত্নই পাবে এবং সেটা স্বীকৃতি লাভ করবে। তার জন্য বাজেটে যে অংক ধরা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা তাদের ভাষাকে যাতে উন্নত করতে পারি তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। এরজন্য কিছু কিছু অনুদানের ব্যবস্থা করব। যে কথা তিনি বললেন যে, কক্ বরক্ ভাষায় শিক্ষা দানের জন্য উপজাতিদের মধ্যে কক্-বরক্ ভাষা যারা জানেন, ক্লাস এইট পর্য্যন্ত শিক্ষা থাকলেই তাদের নেওয়া উচিত। আগে মেট্রিকুলেশন ছিল। এই বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমাদের যে শিক্ষাগত মান মেট্রিকুলেশন আছে সেটা আমরা উঠিয়ে দেব।

কক-বরক্ ভাষায় শিক্ষা দানের জন্য উপজাতিদের মধ্যে যারা কক-বরক্ ভাষা জানে ক্লাশ সিক্স পর্য্যন্ত লেখাপড় জানা থাকলেই তাদের চাকুরীতে নেওয়া উচিত কিন্তু এই জিনিষটা আগে ম্যাট্রিকুলেশান ছিল। আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ম্যাট্রিকুলেশান যে শিক্ষাগত যোগ্যতার মাম সেটা আমরা উঠিয়ে দেব কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত আমরা কোন সিদ্ধান্ত নেই নি, তথাপি সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিকল্পনা আমাদের আছে। কাজেই ম্যাট্রিকুলেশান পর্য্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার মান আমরা এখানে দিচ্ছি তবে একটা ভাষার শিক্ষক হতে গেলে যেভাবে কক্-বরক্ ভাষায় ট্রেনিং দেওয়া দরকার সে ট্রেনিংটা আগের সরকার দেয় নি। আমরাও এই কয়েক মাসের মধ্যে এই ট্রেনিংটা চালু করতে পারি নি কিন্তু তার জন্য আমাদের চিন্তাধারা আছে। অন্যান্য মাষ্টারদের যেভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়, কক্-বরক্ ভাষায় পড়ানোর জন্য তার একটা আলাদা ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আমরা করবো তার জন্য সময় একটু নেবে। আর একটা কথা---বিরোধী পক্ষের যে সমস্ত সদস্য এখানে আছেন, আমাদের সরকারের পক্ষের যে সমস্ত সদস্য আছে এবং বাহিরের যারা আছেন সমস্ত ট্রাইবেলদের কাছে আমার একটা আবেদন সেটা হচ্ছে---গতবার কোয়ালিশান মন্ত্রিসভার আমলে আমরা ১০০ জন প্রাইমারী শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলাম তার মধ্যে ৮০ জন যোগদান করেছে এবং ২০ জন যোগদান করে নি হয়তো বা তারা অন্যখানে চাকুরী পেয়েছেন। কিছু দিন আগে আমরা সরকারে আসার পর কোয়ালিশান মন্ত্রিসভার আমলের কিছু সংখ্যক কক্-বরক্ মাষ্টার যারা চাকুরী পেয়েছিলেন তাঁরা বলেছেন এই কাজটা আমাদের দ্বারা হবে না, আমাদের জেনারেল টিচার করে দিলে প্রাইমারী স্কুলে, আমি বললাম কেন বেতন তো সবাইকে সমানই দেওয়া হয়। এখন যারা সাধারণ শিক্ষক ১৭৫ টাকা করে বেতন পান তাদের আমরা ১৫০ টাকা ঘোষণা দিয়েছিলাম কিন্তু সবাইকেই ১৭৫ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। কক্-বরক্ মাষ্টার হিসাবে যারা গত কোয়ালিশান মন্ত্রিসভার আমলে নিযুক্ত হয়েছিলেন তাদেরও ইতিমধ্যে আমরা অর্ডার দিয়ে দিয়েছি যে এখন থেকে তাদেরও ১৭৫ টাকা করে বেতন দেওয়া হবে। ভাল লাগছে না বললেই তো হবে

না তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কক্-বরক্ ভাষাকে যদি উন্নত করতে হয় তার জন্য যদি কক্-বরক্ ভাষাভাষি শিক্ষিত যুবকরা যদি এগিয়ে না আসে তাহলে তো আমাদের ভাষাকে উন্নত করা যাবে না, অন্যদের গালাগালি করে তো লাভ হবে না কারণ অন্যরা তো মাতৃভাষার তাগিদে আসবে না তারা তো আসবে চাকুরীর তাগিদে কিন্তু আমার মাতৃভাষা তো আমিই সাজাব। আমাদের শিক্ষিত যুবকরা যদি কক্-বরক্ ভাষা সেবা করার জন্য এগিয়ে না আসে তাহলে তো আমাদের এই চিৎকার করা অরণ্যরোদনে পরিণত হবে কারণ এককঁ ভাবে এ কাজ করা সম্ভব নয়, সমগ্র সমাজ যদি আমাদের সাহায্য না করে---

(ভয়েসেস্-বিরোধী পক্ষ থেকে---অন্য পোষ্টে দিয়ে দিন)

অন্য পোষ্টে দিলে তো এই সমস্যার সমাধান হবে না ! অনেকেরই মনে হয় যে তার বদলে আমি কেরাণীগিরি করবো, অমুকখানে চাকুরী করবো বা এডমিনিষ্ট্রেটার হয়ে যাব। আমার তো মনে হয় এই কক্-বরক্ শিক্ষকদের কক্-বরক্ ভাষা শিক্ষা দানের জন্য তাদের চেষ্টা করা উচিত। আমি সে দিন একজন গ্র্যাজুয়েট ট্রাইবেল ছেলে পেয়েছিলাম আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি আমাদের ট্রাইবেল রিসার্চে আসবে তার উত্তরে সে বলল না আমাকে সুপার-ভাইসরের পদটা দিয়ে দিন, সুপার-ভাইসর পদটা তার কাছে আকর্ষণীয়। ট্রাইবেল ল্যাংগুয়েজ ডেভলাপমেন্ট সেখানে একজন গ্র্যাজুয়েট ছেলে দরকার কিন্তু সেটা পাওয়া যাচ্ছে না তার জন্য আপনাদের সকলের সাহায্য কামনা করছি, যদি আপনারা সাহায্য করতে পারেন তাহলে ডেভলাপ করতে পারি কিন্তু তার জন্য আমি তাদের দোষ দেব না। কেন দোষ দেব না কারণ উপজাতি যুব সমিতির নেতারা এখানে আছেন তাদের একটা জিনিষ দেখা উচিত তাঁরা তো জঙ্গল দেখেছেন, জঙ্গলের মধ্যে অনেক গাছ-গাছড়া থাকে, বাহির থেকে শুধু জঙ্গল দেখলে তো হবে না, এরোপ্লেন থেকেও জঙ্গলের পুরাপুরি হিসাব পাওয়া যাবে না, একটা জঙ্গলে ঢুকলে অনেক কিছু পাওয়া যায়। ছোট-বড় এই সমাজ হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজ, এই সমাজ হচ্ছে টাকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমাজ, টাকা যার বেশী তার তত বেশী প্রতিপত্তি এবং সব কিছু সার্থক হয়। শিক্ষকতা করতে গেলে টাকা তো থাকবে না কাজেই টাকার কমপিটিশানে পুঁজিপতি সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের শিক্ষিত যুবকরা যদি অন্য চাকুরীতে আসে তাহলে আমি তাদের দোষ দেব না, দোষ দেব আমি সমাজ ব্যবস্থাকে কারণ এই সমাজ ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিরোধী দলের সদস্যরা যখন চীৎকার করে তখনই আমাদের ভাবতে হয় সত্যি সত্যি সমাজকে মানুষের উপযোগী করে গড়ে তুলতে তারা আগ্রহী কিনা সেখানে সন্দেহ জেগে উঠে।

ট্রাইবেল রিসার্চ সেন্টার সম্পর্কে এখানে অভিযোগ উঠেছে যে এটা ঠীক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না, আমরাও সেটা দাবী করি না যে, যে পুরাপুরি যে উদ্দেশ্যে সেটাকে করা হয়েছে তা আমরা পালন করতে পেরেছি তবে আমরা এটাকে নুতন করে গড়ে তুলতে চাই। ট্রাইবেল রিসার্চের জন্য আলোচনা করতে গেলে তার মধ্যে দুটি দিক আছে একটা হচ্ছে ঐতিহাসিকগত শুধু তথ্য সংগ্রহ করা এবং যাচাই করা অপর দিক

হচ্ছে নৃতাত্ত্বিক বা এনট্রোপলিটিক্যাল তার যে অ্যাসপেক্ট এইগুলি সমীক্ষা করে ভাষার একটা আস্পেক্ট আছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে তার যে আগের অর্থনৈতিক অবস্থা তা এখন কি অবস্থায় আছে, তার ধর্ম কি, তার সভ্যতা, তার কৃষ্টি, তার ম্যানটেল ম্যাক-আপ এবং তার মনের মানসিকতা এই সবগুলি বিচার করার জন্য একটা জিনিষ আছে সেগুলি রিসার্চ করে সেই কাজ ত্রিপুরা রাজ্যে হবে এই কথা নিশ্চয়ই দাবী করা। কারণ এটা হচ্ছে একটা যুক্তি যে যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে সেই বিচার সম্পর্কে কতগুলি পরিকল্পনায় যাওয়া যায়। তার কতগুলি আসপেক্টস আছে এটা হচ্ছে হিসটরিক্যাল আসপেক্টস এবং এই দুটিকে মিলিয়ে দেখবেন যে তার মধ্যে আর একটা অ্যাসপেক্ট আছে সেটা হচ্ছে ল্যাংগুয়েজ ডেভলাপমেন্ট। ল্যাংগুয়েজ ডেভলাপমেন্ট বলতে টাইবেলদের যে ভাষা সেই ভাষাকে বিকাশ করার জন্য কি দরকার, কিভাবে বিকাশ করা যায় সেই সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করে এখন এই ডেভলাপমেন্ট রিসার্চের মধ্যে দিয়ে কুকি, নোয়াতিয়া এই দুই গ্রুপের উপর তাঁরা একটা তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেটার পুস্তিকা প্রকাশের কাজও চলবে সে খবরও আমরা পেয়েছি কিন্তু এটা বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে হয়ে যাবে তা নয়। রিসার্চ-গবেষণা মানেই হচ্ছে তার কোন অন্ত নেই এক

একটা জিনিস আবিষ্কার করার জন্য কোন কোন রিসার্চ সেন্টার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে রিসার্চ করার পর অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে যায় এই নূতন নূতন বিজ্ঞানের আবিষ্কার যেখানে হয় সেই আবিষ্কারটা যারা গবেষনা করছেন কোটি কোটি টাকা খরচ করে সবাই নূতন নূতন জিনিস আবিষ্কার করে চলেছেন তা সম্ভব হয় না কারণ রিসার্চ জিনিষটা হচ্ছে আলাদা জিনিষ তার মধ্যে কিছু অপচয় আছে এবং তার মধ্যে কিছু ভাল জিনিষও আছে। অপর দিক দিয়ে বিচার করলে এটাকে অপচয় বলা যায় না কারণ একটা সত্যকে বের করার জন্য যে খরচ----প্রাথমিক যে খরচ সেটা লাগবে এবং লাগছে তার জন্য কেউ স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না যাই হোক জিনিষটা এত কঠিন ব্যাপার নয়। এখন চাকমা ট্রাইবেলদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তারা রিসার্চ করছেন। রিসার্চের ফলও কিছু বের হবে। মিজোদের ভাষা মোটামোটি চালু আছে কারণ তাদের ভাষা আগেই দেওয়া হয়েছে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অন্যান্যদের যে ভাষা আছে বিশেষ করে কক্-বরক্ ভাষা সেই ভাষাটা প্রাথমিক স্তরে কতগুলি স্কুলে আমরা চালু করেছি এবং এটা প্রাথমিক পরীক্ষামূলক হিসাবে চালু করা হয়েছে। এর আগে বক্তৃতার সময় সমস্ত ফিগার আমি হাউসের কাছে উপস্থিত করেছি। এই যে ভাষার বিকাশ সেটা এক দিনে করা সম্ভবপর নয় এই ভাষা বিকাশের জন্য অনেক রিসার্চ ইত্যাদির প্রয়োজন হয় সে সম্পর্কে বিরোধী সদস্যরা এখানে বলেছেন যে কক্ বরক্ ভাষা বিকাশ করার আগ প্রাথমিক সিদ্ধান্ত কি নিতে হবে, তার স্ক্রীপট কি নিতে হবে, এই শিক্ষা সম্পর্কে একটা বিতর্ক, দ্বিমত আছে কিন্তু তার জন্য আগের সরকার যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি তা নয় তবে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি। কিন্তু কক্-বরক ভাষাকে রিসার্চ করার আগে, প্রথমেই আমাদের

সিদ্ধান্ত নিতে হবে তার স্ক্রিপটা কি হবে। এই লিপি সম্পর্কে দ্বিমত আছে। আমাদের আগের সরকার এই ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি তা নয়, হয়তো আনুষ্ঠানিক ভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। ত্রিপুরী ভাষাকে বাংলা অক্ষরে বই প্রকাশ করে এই ভাবে ডেভেলাপমেন্ট করতে চেয়েছেন। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরেও আমরা এই ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি। তবে আমাদের কাছে যে স্ক্রিপটা সহজতর, যে ভাষাতে ইতিমধ্যে বহু কক্-বরক্ ভাষা শিখছেন, সেটা ধনী বিজ্ঞানের ব্যাকরণ আকারে না হলেও, প্রতিটি শব্দ এর উচ্চারন ঠিক হয়, সেই বাংলা-লিপির মাধ্যমে কক্-বরক্ ভাষাকে লেখার একটা প্রচেষ্টা আমরা চালাচ্ছি। কারণ দেড় হাজার বৎসরের এই বাংলা ভাষা ত্রিপুরায় চালু হওয়ার ফলে এটা হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া কতগুলি ব্যাকরনের কথা উত্থাপন করেছেন, তবে খুব ভুল। কারণ প্রত্যেকটি ভাষারই আক্ষরিক উচ্চারণের কতগুতি বৈশিষ্ট্য আছে। এটা এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়, এটা হচ্ছে পণ্ডিতদের ব্যাপার। তবে মাননীয় সদস্য যখন উত্থাপন করেছেন, তখন ২।৪টি কথা আমি বলছি। উনি রোমান স্ক্রিপটের কথা বলছেন। কিন্তু রোমান স্ক্রীপটে যে কোন ভাষা লেখা যায় এটা ঠিক নয়। কোন কোন ভাষা হয়তো লেখা যায়; তবে উচ্চারণের ক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম হবে। কারণ রোমান হরফ হচ্ছে Syllabic (ধ্বনিত্বক) আর বঙ্গলিপি হচ্ছে Alphabitic (আক্ষরিক) এবং ভারতবর্ষের মধ্যে যতগুলি লিপি আছে প্রতিটি লিপিই হচ্ছে ৯০ পার্সেন্ট শব্দের সংঘর্ষে সিলেবিক, আর ১০ পার্সেন্ট মাত্র মনোসিলেবিক এবং কক্-বরক্ ভাষা যদি ধ্বনি বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে, সামনে যন্ত্র রেখে যদি আমরা রিডমটা লেখি তাহলে সেটা হবে মনোসিলেবিক, আক্ষরিক নয়। কাজেই রোমান স্ক্রিপটের মাধ্যমে কক্-বরক্ ভাষা শুদ্ধ ভাবে লেখা যায়, এ কথাটা ঠিক নয়। যেমন ধরুন (ঔ), এই উচ্চারণটা যদি আমি (ডবলিউ) দিয়া লেখি তাহলে (ঔ) উচ্চারণ হবে না। ইংরেজী ভাষার (ঔ) উচ্চারণ যদি আপনি (ডবলিউ) দিয়ে লেখেন তাহলে কখনই (ঔ) উচ্চারণ হবে না। এই (ঔ) উচ্চারণ পৃথিবীর কোন স্ক্রিপটের মধ্যে পাবেন না। আমি ১১টি ভাষার উপর কমবেশী পড়াশুনা করেছি। সেগুলির স্ক্রিপটও আমি দেখেছি। এই (ঔ) উচ্চারণ আমি স্লাভ ভাষাতেও পাইনি, রোমান ভাষাতেও পাইনি, ল্যাটিন ভাষাতেও পাইনি। এটা ত্রিপুরীদের একটা আলাদা উচ্চারন। মাঁও সেতুংও নিজে চেষ্টা করে-ছিলেন রোমান ভাষায় চীন ভাষাকে লেখবার জন্য। চাইনীজ ভাষারও কোন স্ক্রিপট নেই। (শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—আছে)। মাননীয় সদস্য যে জিনিষ জানেন না সে সম্পর্কে মন্তব্য করলে, সেটাকে বলা হবে ইচরে পাঁকা। চাইনীজ ভাষাটা হচ্ছে পিকট-রিয়েল। যেমন—রেং মিং চুংকু সাংকি। অর্থাৎ একটা ঘর তার মধ্যে মোয় মানুষের সবই থাকে। এই ভাবে পিকটরিয়েলের মাধ্যমে হচ্ছে। এই পিকটরিয়েল কোন সাইন-টিফিক নয় এবং এই পিকটরিয়েল ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হতে পারে কক-বরক্ ভাষায়। কজেই (ও) উচ্চারণ (ডবলিউ) দিয়ে হতে পারে না। লিপিটা হচ্ছে একটা বাহন। এ লিপির মাধ্যমে একটা ভাষাকে রিপ্রেজেন্ট করবে। সেই রিপ্রেজেন্টরটা আমি পরীক্ষা করে কক্-বরক ভাষাটা বাংলা ভাষায় ভাল ভাবে লেখা যায়। যে কথাটা বাংলা

লিপিতে লেখা যাবে না, সেই কথাটা দেবনাগরীতেও লেখা যাবেনা, সেই কথটা ইংরেজীতেও লেখা যায় না। বাংলাতে যদি আমি না লিখি, তাহলে আমাকে একটা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যাবহার করতে হবে। আর রোমান স্ক্রিপটা উচ্চারন হয় না। কাজেই উনারা যত সহজ মনে করছেন, তত সহজ নয়। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষাটা এসেছে দেড় হাজার বৎসর পূর্বে। কাজেই ত্রিপুরী সংস্কৃতির সংগে বাংলা ভাষাটা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত বলে বাংলা ভাষার মাধ্যমে কক্-বরক্ ভাষা শিক্ষাটা শুরু হয়ে গেছে অনেক আগে। যার ফলে বাংলা লিপি আমাদের কাছে অনেক বেশী পরিচিত। মানুষের কাছে যে লিপি সব চাইতে বেশী পরিচিত, সেই ভাষায় লেখাপড়া করাটা সব চাইতে বেশী সহজ। মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলেছেন। তিনি একটা জানেন। আমি তিনটা জানি। ১৯৩৯ সাল এ যখন ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আন্দোলন চলছিল, তখন মহাত্মা গান্ধী দেখলেন বিভিন্ন ভাষাভাষী বুদ্ধিজীবিদের যদি একত্রিত করা না যায়, কারণ তখন একজনের ভাষা আর এক জনে বুজে না, তাহলে আন্দোলন সম্পূর্ণ হবে না। তিনি চেষ্টা করেছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাটাকে রোমান হরফে লেখা যায় কিনা ? কিন্তু লেখা যায়নি। ইংরাজী সভ্যতায় কতগুলি কেরানী সৃষ্টি করার জন্য ব্রিটিশরা একটা দল গড়তে চাইলেন। কিন্তু পারেন নি। মানুষ শিক্ষা করে অনেক পরিবর্তন হয়ে যায়।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

কাজেই বাংলা বলুন, উড়িয়া বলুন, দেবনাগরী বলুন প্রত্যেকটি ভাষারই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। রোমান ভাষা দিয়ে সমস্ত সংলাপ উচ্চারণ করা যাবে না। কারণ যেটা অবাস্তব সেটা কখনও হবে না। আরও একশত বৎসরের মধ্যেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা রোমান স্ক্রিপটে লেখা যাবে যা। সুনীতিবাবু চেয়েছিলেন, সুভাষ বসু চেয়েছিলেন, গান্ধীজী চেয়েছিলেন। কিন্তু তা হবে না। কারণ প্রত্যেকটি ভাষারই উচ্চারণের আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এবং সেই বৈশিষ্ট্য হারালে ভাষা বিকৃত হয়ে যাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার আমি আর বেশী কিছু বলছি না, আমার ডিমান্ড নং ১৬, ১৭, ২৩, ২৪, ৪০ এবং ৪২কে হাউস গ্রহণ করবে এই বক্তব্য রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ-- মাননীয় স্পীকার স্যার, যে ডিমাণ্ড কয়েকটি আমি উপস্থিত করেছি, সেগুলি হল ডিমাণ্ড নং ২, ৩, ৭, ৯, ১১, ৪৮ এবং ৮ (চার্জড)। আমি খুব বেশী সময় নেব না এবং মাননীয় সদস্যরা যে সব প্রশ্ন তুলেছেন, তার সবগুলির জবাব দেওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। দেখা যায় প্রথম আলোচনার মধ্যে যেটা এসেছে সেটা হচ্ছে চীফ মিনিষ্টারের একটা ডিস্‌ক্রিয়েশানারী ফাণ্ড কেন থাকবে ? অর্থাৎ ইচ্ছা করলে চীফ মিনিষ্টার সাহায্য করতে পারেন, তার জন্যই একটা তহবিল এখানে রাখা হয়েছে এবং তহবিল কি ভাবে খরচ করা হয়, সেটা আমি এই হাউসের সামনে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছি। আমাদের ত্রিপুরাতে গরীব অংশের মানুষ হচ্ছে বেশী, তাদের মধ্যে যদি কেউ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রমণ হয়, তাহলে তার পরিবারের যে কেউ, যেমন ধরুন যদি কারো ক্ষয় রোগ হয়, তাহলে সেই পরিবারকে একটা বিপদের সম্মুখীন হতে হয় এবং বাধ্য হয়ে তারা সরকারের কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে। অথবা

কোন গরীব স্ত্রীলোকের স্বামী অন্যকোন দুরারোগ্য ব্যাধির আরোগ্যের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হল, অথচ সে স্বামীর জন্য কোন ঔষধপত্র কিনতে পারছে না, অথবা অন্য একটা জরুরী প্রয়োজনে তিনি সাহায্য প্রার্থনা করতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে চীফ মিনিস্টার, তিনি চেষ্টা করেন জানবার যে ঘটনাটা সত্য কিনা এবং সাধারণতঃ যারা বিধানসভার মেম্বার আছেন, তাদের কাছ থেকে সুপারিশ আনতে বলা হয়, অথবা এখন গাঁওসভা হয়েছে, কাজেই গাঁও প্রধানদের কাছ থেকে সুপারিশ আনার জন্য বলা হতে পারে। এখন তারা যদি বলে যে সত্যি সত্যি লোকটি সাহায্য পাওয়ার উপযোগী তাহলে তাকে সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। তবে এটা খুব বেশী কিছু নয়, ৫০ টাকার বেশী সাহায্য দেওয়া হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। যেমন ধরুন দৈব দুর্বিপাকের কথা, যেমন বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যারা জানেন যে একজন এ্যাকসিডেন্ট হয়ে মারা গিয়েছেন ওদেরই একজন যুব কর্মী, তার জন্য সাহায্য নিতে আসায় তাদের যখন বলা হল যে সাহায্য করা যায় কিনা, তখন তারা যদি বলে যে হ্যাঁ, সাহায্য করা যায়, তাহলে নিশ্চয় সাহায্য করা যাবে। কাজেই যে একজন এ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছেন, তাকে নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্রীর ডিসক্রিয়েশানারী ফাণ্ড থেকে সাহায্য করা যায়। আবার যেমন শ্রাদ্ধ ইত্যাদি গরীব অংশের মানুষ করতে পারে না, অথবা মেয়ের বিয়ে দিবেন, কিন্তু টাকার অভাবে পাত্রস্থ করতে পারছেন না, এইসব ক্ষেত্রেও কিছু কিছু সাহায্য দেওয়া হয়। তবে আমি এখানে বলছি যে সেটা কোন মতেই ৫০ বাইরে যায় না, দুই একটা ব্যতিক্রম থাকতে পারে। মাননীয় স্পীকার স্যার, গাড়ীর অপব্যবহারের কথা তোলা হয়েছে, আমি জানি না কোন ইলেকশানে, বিশেষ করে পঞ্চায়েত ইলেকশানের সময়ে কোন সরকারী গাড়ী ব্যবহার করা হয়েছে বলে আমার জানা নাই। সরকারী গাড়ী সরকারী কাজেই যায় এবং সেসব ক্ষেত্রেতে অনেক সময়ে মন্ত্রীদের জনসাধারণের কাছে উপস্থিত হতে হয়। আমি জানি যে আমার পার্টির কেউ সরকারী গাড়ী ঐ নির্বাচনের সময়ে ব্যবহার করেনি। শুধুমাত্র সরকারী কর্মসূচী যেখানে অনুসরণ করা হয়েছে, সেইখানেই শুধু আমরা সরকারী গাড়ী ব্যবহার করেছি। এখানে পুলিশ সম্পর্কে বলা হয়েছে আমি দুঃখিত যে আমরা পুলিশ বাজেটে আরও কিছু টাকা রাখতে পারিনি। যদি কেউ আমাদের পুলিশ রিজার্ভে যায়, তাহলে দেখবেন যে তারা মাটিতে ঘুমায়, তাদের জন্য একটা খাটিয়া পর্য্যন্ত নাই। গত ৩০ বছর ধরে পুলিশী শাসন হয়েছে ঠিক কথা, কিন্তু সেই পুলিশ সবদিক থেকে বঞ্চিত। কাজেই এই দিকটা মাননীয় সদস্যদের মনে রাখতে হবে। তাদের জন্য ন্যূনতম যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাটুকু পর্য্যন্ত ঐ কংগ্রেস সরকার করেনি। গত ৩০ বছরের মধ্যে এত টাকা তারা খরচ করেছেন, কিন্তু একটা পুলিশ ব্যারাক তারা করেননি। আজ সেখানে ক্যান্টিন ইত্যাদি রাণ করার মতো যে সস্তা কাজ, সেগুলিও আমরা করতে পারছি না। এগুলি তাদের জন্য আরও আগেই করা উচিত ছিল, কিন্তু এগুলিও করতে পারছি না। পুলিশের খরচ যেখানে বাড়ানো দরকার, সেটাই হচ্ছে এই সমস্ত জায়গা। তারা তো আন্দোলন করতে পারে না, তারা তো আর মিছিল করতে পারে না? কাজেই তাদের মধ্যে বিক্ষোভ এবং অশান্তির কারণ আছে এবং সেই কারণগুলি দূর করতে গেলে পয়সা লাগে, আর সেই পয়সা আমরা এই বাজেটে রাখতে পারিনি,

যা রাখা উচিত ছিল। আর পুলিশ আমাদের কত? ভারতবর্ষের কোথাও এত কম পুলিশ অন্য কোন রাজ্যে আছে কিনা, আমার জানা নাই। মাননীয় সদস্যরা যদি জানতে চান, তাহলে আমি বলতে পারি যে এখানে একটা কমিশন হয়েছিল ওয়ান মেম্বার। সেই ওয়ান মেম্বার পুলিশ এ্যাডভাইজর অনেকগুলি সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু তার একটা সুপারিশও আমরা কার্যাকরী করতে পারিনি। সেখানে বলা হয়েছে যে পুলিশের সংখ্যা আরও বাড়ানো উচিত, কিন্তু আমরা সেই সংখ্যা বাড়াইনি। আমাদের সিভিল পুলিশের সংখ্যা হচ্ছে ২,৮৬০ জন আর অন্যান্য পুলিশ ২৭৮৮ জন। যদিও বি, এস, এফকে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বলে বলা হয় কিন্তু সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে সীমান্তের জনসাধারণ ততটা সন্তুষ্ট নয়, কারণ মাননীয় সদস্যরাই অনেকে অভিযোগ করেছেন যে সীমান্ত থেকে অনবরত গরু চুরি হচ্ছে এবং আমরা কিছুতেই এটাকে বন্ধ করতে পারছি না। এই আজকেও একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে তাঁর এলাকায় পুলিশ না পাঠালে আর চলছে না। কাজেই এক দিকে বলব অপরাধ কমাবার জন্য প্রয়োজনীয় পুলিশ নাই, আর অন্য দিকে বলব পুলিশের জন্য অনেক টাকা রাখা হয়েছে। এই দুটো এক সংগে বলা চলবে না। কাজেই আমরা যাতে প্রয়োজনীয় পুলিশের সংখ্যা বাড়াতে পারি, আমরা চাই কেন্দ্রীয় সরকার সেজন্য আমাদের সাহায্য করুন। তারপর পুলিশের এ্যাক্সেস বা বাড়াবাড়ি সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। এটা আমি স্বীকার করব যে এখানেও কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে। আপনারা আজও দেখেছেন যে এই সম্পর্কে একটা দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব এখানে এসেছে এবং কয়েকদিন আগেও দেখেছেন, অবশ্য এই হাউসের মধ্যে সেটা আসেনি হাসপাতালের মধ্যে একটা ঘটনা ঘটেছে, এই রকম ইতস্ততঃ কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা এইদিক সেদিক ঘটছে। তবে আমরা আমাদের বামফ্রন্ট সরকার থেকে চেষ্টা করছি যে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে। আমরা পুলিশকে সংগঠন করার অধিকার দিয়েছি। তাদের বক্তব্য রাখার জায়গা হয়েছে এবং তাদের অসুবিধা তারা তাদের সংগঠনের মাধ্যমে সরকারের কাছে উপস্থিত করতে পারবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এছাড়া আমি ফরেস্ট ডিমাণ্ড নং ৩১ এবং ৩৭ এর উপর বক্তব্য রাখছি। কারণ বনায়নের নীতি সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কিছু জানতে চেয়েছেন। আমাদের এখানে ফরেস্টের এরীয়া মোট জমির শতকরা ৩২ ভাগের মত। আমরা ৩৬.৪ ভাগ ফরেস্ট রিজার্ভ রাখতে চাই। আমাদের বন উন্নয়নের জন্য যে জমি আরও রাখলে ভাল হত, আরও জায়গার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এতলোক এসেছে এবং তার মধ্যে যে ভূমিহীন—আপনারা দেখেছেন দেড় লক্ষ, এখন পর্য্যন্ত যে লিস্ট হয়েছে তার মধ্যে ভূমিহীন আছে। লিস্টটা আর একটু সংশোধিত হলে আরও হয়তো বেড়ে যাবে। তারপর অল্প অল্প জুমিয়া আছে তাদেরকে জমি দিতে হবে। কাজেই বন দপ্তর অনেক জায়গা ছেড়ে দিচ্ছেন যে জমি এতদিন প্রটেকটেড ফরেস্ট ছিল, যে জমিতে নামতে পারত না, জরিপের সময় বন বিভাগ থেকে আলাদা করে রেখেছিল, আমরা সেই জমির অনেকটা ছেড়ে দিয়েছি ভূমিহীন জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য। এই দিক থেকে আমরা একটা নূতন গতির প্রণয়ন করেছি। এই ফরেস্টের মধ্যে কিছু ফরেস্ট ভিলেজকে আমরা বলেছি এগুলি রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে বের করে দাও এবং এগুলির জোত স্বত্ব দিয়ে দাও যাতে

ওরা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিতে পারে, যাতে ওরা টাকা পয়সা নিয়ে বসবাস করতে পারে, তাদেরকে এই সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। এই একটা নূতন নীতি। গত ৩০ বৎসর ধরে বনের ভিতরে অনেককে পুনর্বাসন দিয়েছে, ট্রাইবেল পুনর্বাসন পেয়েছেন, কিন্তু জমির উপর কোন অধিকার তারা পাননি। আমাদের সরকার তাদেরকে সেই অধিকার দেবে। তাছাড়া গরীব অংশের মানুষকে আর একটু সুযোগ আমরা দিয়েছি। সেটা হচ্ছে যে, এই যে দিন মজুর, যারা একেবারে দিন আনে দিন খায়, আমাদের অনেক বিধবা মেয়ে তারা কুমড়ী পাতা সংগ্রহ করতে যায় বা কাঠ কুড়াতে যেত, এই আগরতলা সহরতলী থেকে, ৮/১০ মাইল দূরে গিয়ে এক বোঝা কাঠ নিয়ে আসত। তার উপর তাদের সংসার চলত। হয়তো দুটাকা বিক্রী করবে তার উপরেও আমরা ট্যাক্স নিতে দেখেছি।

আমরা বলে দিয়েছি যে আমরা টেক্স নেব না। গরীব মানুষ, যারা এই সারা-দিন জংগলে ঘুরে ঘুরে এক বুঝা লাকড়ি নিয়ে আসেন, তাদের উপরে টেক্স বসানো ঠিক হবে না। এর ফলে আমাদের কিছু আয় কমবে। সেটা আমরা কিভাবে তুলব সেটা আমি পরে বলছি। কিন্তু তাদের উপরে টেক্স নেব না। এখন পঞ্চায়েত হয়েছে, পঞ্চায়েত আইডেনটিফাই করবে, তারা বলবেন যে এই লোকগুলি যদি বনে যায়, তাহলে তাদের উপরে যেন কোন টেক্স বসানো না হয় সেইভাবে তাদেরকে পারমিট দেওয়া হবে। এবং আমরা আশা করব য়ে রিজার্ভ ফরেষ্টে কেউ যাবে না। কারণ রিজার্ভ ফরেষ্টে এখন অনেক দামী কাঠ আমরা তৈরী করতে চাই। এই কাঠ কেউ কাটুক, এটা আমরা চাই না। কাজেই আমরা অনুরোধ করব গাঁও প্রধানদেরকে যে, এমন জমিতে তারা লাকড়ী কাটবার ব্যবস্থা করুন, চুন কাটবার ব্যবস্থা করুন, যেখানে রিজার্ভ ফরেষ্ট নেই। আমরা কতগুলি মূল্যবান কাঠ তৈরী করছি, যাকে বলে ইন-ডাস্ট্রীয়েল গুড্স। যেমন চামল কাঠ, কমার্শিয়েল গুডস্ যেগুলি বিক্রী করলে আমাদের পয়সা আছে। প্লাই ওড্ যেগুলি দিয়ে আমরা কাঠের বাক্স তৈরী করি, যে বাক্সের মধ্যে পেক করা যায় জিনিষ, চা ইত্যাদি। তাছাড়া আমরা দুটো প্লাই ওড্ করার জন্য লাইসেন্স দিয়েছি। কাজেই সেই প্লাই ওড্ আমাদের আরো বেশী করে তৈরী করতে হবে। ম্যাচ ওড্, আমাদের খাদি বোর্ড থেকে ম্যাচ তৈরী হচ্ছে এবং এটা আরো ব্যাপক হবে এবং আমাদের এখানে কাগজের কল হলে আমাদের বাঁশ ইত্যাদি উৎপাদন করতে হবে এবং জ্বালানী কাঠ আর গরুর ঘাস এ দুটো ফরেষ্টের মধ্যে করতে হবে। এইসব কাজ যাতে ফরেষ্ট করতে পারে, সেজন্য আমরা কতগুলি কর্মসূচী নিয়েছি। আমরা দেখেছি যে হাউজিং ম্যাটেরিয়েলস্ গরীব মানুষ ছন, বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে ঘর করে থাকেন, সেগুলি যাতে আরো ব্যাপকভাবে আমরা দিতে পারি। কম দামে যাতে এগুলি তাদের হাতের কাছে পৌঁছে সেদিকে আমরা চেষ্টা করছি। কিছু জমি যেগুলি আমাদের প্রটেকটেড ফরেষ্ট ছিল আমরা এখন রাবার ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশনের কাছে দিয়েছি রাবার প্ল্যানটেশন করবার জন্য। শুধু রাবার প্লানটেশন নয়, অন্যান্য ফসল, যে ফসলে টাকা আসবে, সেগুলি এই জমিতে হবে সেগুলি আমরা লিখে দিয়েছি কর্পোরেশনকে এটা আমাদের ফরেষ্ট নীতির মধ্যে পড়েছে। আপনারা জানেন এই যে বন উন্নয়ন করা হয়েছিল, এটা কোন নীতি নির্ধারণ করা হয়নি।

যখন যেখানে পেরেছেন একটা করে প্ল্যানটেশন করেছেন। ফলে কি হয়েছে? যে এলাকার মধ্যে লোক সংখ্যা সব চেয়ে বেশী, সেই এলাকায় প্ল্যানটেশন করেছে বেশী। আর যে এলাকায় লোক কম, সেখানে দেখা যায় ফরেষ্ট রিজার্ভ কম। তার ফলে মানুষের সঙ্গে ফরেষ্টের একটা ঝগড়া অনবরত লেগে থাকত। গরু, বাছুর বেড়ুতে পারত না ফরেষ্ট অত্যাচার করে এবং তার একটা প্রতিক্রিয়া হয়। এই ফরেষ্টার অত্যাচার করে ওকে হঠাও এখান থেকে। এই জিনিষটা আর ঘটবে না। এটা আমরা বলে দিয়েছি যে, লোকালয়ের সামনে আমরা ফরেষ্ট করব না। অনেক জংগল আছে, গভীর জংগল আছে, আমরা বন করতে পারি। তাছাড়া আমি যেকথা বলেছিলাম ফরেষ্টের আয় বাড়ানো যায়। কারণ ঐ গরীব মানুষ লাকড়ী কেটে ফরেষ্টের যে লোকসান করছেন, তার থেকে অনেক বেশী লোকসান করছেন কন্ট্রাক্টাররা বিনা পয়সায়, বিনা রয়েলটিতে গাছ কাটার ফলে। এটা আপনাদের জানা আছে যে, কনন্ট্রাকটারদের রয়েলিটি দিতে হবে গাছ কাটার জন্য। ২।৪।৫০০ (শত) টাকা দিলেই ভাল গাছ কাটা যায়। এটা আমাদের বন্ধ করতে হবে। তার জন্য ফরেষ্টের যে আইন, এই আইন আমাদের রাজ্যে হয়নি। আমরা এখন ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এক্ট অনুসরণ করছি। আমাদের প্রয়োজনে যে আইন দরকার, সেটা আমরা করতে পারি নি। আমরা বলেছি ফরেষ্ট দপ্তরকে আইনটা তৈরী করার জন্য। তারা তৈরী করছেন এটা যদি আমরা করতে পারি, তাহলে ফরেষ্টের যে রয়েলটি—কনন্ট্রাকটর বা যে সমস্ত মিল রয়েছে—স-মিলে সবচেয়ে বেশী কাট আসে। সে সব জায়গাতে যাতে রয়েলটি ফাঁকি দিতে না পারে, সেটা দেখতে হবে। তাছাড়া আমাদের ফরেষ্টে আরো একটা কাজ হাতে নিয়েছেন। সেটা হচ্ছে যে, কতগুলি জায়গা আছে সেখানে সয়েল কনজারভেশনের প্রোগ্রাম নিয়ে বাঁধ তৈরী করা। যাতে সেই সমস্ত জায়গাতে ভূমি সংরক্ষণ করা যায়। ফসল ফলাতে যা খুবই দরকার, সেটা আমাদের আইন হয়ে গেলেই কাজে লাগানো হবে। সেই জন্য একটা কর্মসূচী এই বাজেটে রাখা হয়েছে। এছাড়া আরো একটি সমস্যা আছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন, বিশেষ করে আমার মাননীয় মন্ত্রী বাজুবন রিয়াং, তিনি এখানে উপস্থিত নেই এখন। তাঁকে প্রায়সই জরিমানা দিতে হয় হরিণ মারার জন্য। এই বন্য যে জন্তু, পশু তাদের রক্ষা করার জন্য আইন।

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিশন বেঞ্চ ঃ—মন্ত্রী আছেন ত জরিমানা দিয়ে খালাস)

এইটা ভাল জিনিষ। ফরেষ্টের একটা সম্পদ। এখন এই আইনটা ভাল। একটা গোখরা সাপ মারা ভাল, না মানুষকে কামড়ানো ভাল। সেটা বিবেচনা করতে হবে। সাপ মারাও এখানে দণ্ডনীয়। কিন্তু মানুষের আত্মরক্ষার জন্য সাপ মারা নিশ্চই অপরাধ নয়। এই জন্য তাকে দণ্ড দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত নয়। এটা বন দপ্তর বিবেচনা করবেন যে, কি কারণে, কি উদ্দেশ্যে নিয়ে মেরেছে।

মিঃ স্পীকার ঃ আপনি আর কতটুকু সময় নেবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ পাঁচ মিনিট।

মিঃ স্পীকার ঃ ঠিক আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ আমি এখানে একটি ঘটনার কথা বলছি। সে সময়ে দুর্ভিক্ষ ছিল। তখন ১৮ মুড়ার কাছে একটি হরিণ মারা হয়েছিল। তারা বলছে, মরে গিয়েছে। ফরেষ্টের লোক বলছে যে, গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। যাই হোক মেরে খেয়েছিল ওরা। তখন ১১৪০ টাকা জরিমানা এবং দুই জনের নামে আলাদা করে কেস দিল ঐ ৩০ মাইল দূরে কমলপুর কোর্টে। দুর্ভাগ্য আমি তখন মন্ত্রী ছিলাম। আমি আসছিলাম তখন সেই পথ দিয়ে। ১৮ মুড়ার কাছে আমার গাড়ী থামাল। আমি ভেবেছিলাম, ওরা আমার কাছে সাহায্যের জন্য আসছে। কিন্তু তা নয়। তারা বললো, আমাদের শাস্তি হয়েছে একটি হরিণ খাওয়ার জন্য। আমি স্বভাবতই উত্তেজিত হয়ে যে অফিসার ছিল তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কেন এটা হল। তখন তিনি বললেন যে দেখুন, আমি ত ১১৪০ টাকা করিনি। আমি ৯০০ টাকা করেছি। আর বাকীটা সম্ভবত প্রধান, যিনি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন তিনি নিয়েছেন। আমি খুব বিনয় করে তাকে বললাম আরো কম নেওয়া যেত না। তিনি বললেন যে, এর কমে হয় না। তখন আমি বললাম যে, তাহলে আবার কেন কেস্ করা হল ? তিনি বললেন, বা ফরেষ্টের আইন আছে না। সেটা মানতে হবে না। স্বভাবত আমি বললাম এ রকম আইন আমি মানি না। যে আইন মানুষকে বাঁচায় না, মানুষকে মারে, সে আইন আমি মানি না। আইন তৈরী করা হয় মানুষকে বাঁচানোর জন্য, মানুষকে মারার জন্য নয়। ট্রাইবেলরা যারা শিকার করে মাংস খেত, সেই অবস্থায় দুর্ভিক্ষের সময়ে শিকার করে খাওয়ার জন্য যদি ১১৪০ টাকা জরিমানা দিতে হয় তাহলে আমার পক্ষে মন্ত্রীত্ব করা সম্ভব নয়। আর অফিসারদের যদি মানবতা বোধ না থাকে, তাহলে আগের অরাজকতাগুলি বামফ্রন্ট সরকারের সময়েও হবে। এই কারণেই স্বভাবতঃ বন দপ্তরে সঙ্গে মানুষের একটা বিরোধ দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলে আসছিল। আমরা এই বিরোধের অবসান ঘটাতে চাই। বন আমাদের একটা বিরাট সম্পদ। এই সম্পদ সৃষ্টিতে সমস্ত মানুষের সাহায্য পেতে চাই। সেখানে এই বন দপ্তরের কর্মচারী, অফিসার আছেন তারাও এই আইন প্রয়োগ করার সময় দেখবেন, যাতে সাধারণ মানুষের সাহায্যে যে সম্পদ তৈরী হয়েছে সে সব মানুষগুলি যাতে কিছু সুবিধা পায়। তাদের উপর যেন কোন ষ্টেপ না নেন, সেদিকে আমার সরকার অনুরোধ করবে। এই বলে বন দপ্তরের উপর যে দুটি ডিমাণ্ড আছে, সেই ডিমাণ্ডকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker -- Debate on the Demands and Cut Motions is over. Now I am putting the demands to vote. Of course I will first put the cut motions to vote and then demauds one by one.

Now I am putting the cut motion on demand No, 2 to vote.

Then the motion moved by Shri Drao Kr. Riang that the demand be reduced to Re. 1/- 'to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. Discretienary grant এর ব্যাপারে সরকারী নীতি সম্পর্কে was put and lost by voice vote.

Mr. Speaker—Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 4,60,000 exclusive charged expenditure of Rs, 4,75,000/- inclusive of the sums specified in column 3 of the appropriation (Vote on Account) Bill, 1978—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No, 2 (Major Head—213—Council of Ministers Rs. 4,60,000).

The Demand was put and passed by voice vote.

Now I am puting the cut motion on Demand No. 3 to vote.

Mr. Speaker— Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Nagendra Jamatia that the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz. সরকারের নির্বাচনী নীতি সম্পর্কে

The Cut Motion was put and lost by voice vote

Mr. Speaker—How the question before the House is the motion moved by Shri Drao Kumar Riang that the demand be reduced to Rs. 100/- to respect the economy that can be effected on the matter viz.
নির্ব্বাচনে ব্যবহৃত গাড়ীর খরচ বাবদ অপচয় রোধের ব্যাপারে সরকারী ব্যার্থতা সম্পর্কে

The Cut Motion was put and lost by voice vote.

Mr. Speaker— Next question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 51,82,000 exclusive charged expenditure of Rs. 4,19,000 (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 3 (Major Head 214—Administration of justice Rs. 44,32,000) (Major Head 215—Election—Rs, 7,50,000), was put & passed by voice vote.,

Next question before the House in the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 11,83,000 exclusive charged expenditure of Rs. 3,12,41,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill. 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 7 (Major Head 254 Treasury and Accounts Administration Rs. 11,83,000), was put and passed by voice vote.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 68,19,000 (inclusive of the sums specified in column 3 cf the schedule to the Appropriation (vote on Account Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No.

9 (Major Head 252—secretariat General Services Rs. 60,19,000) (Major Head 265—Other Administrative Services (Vigilance)—Rs. 2,50,000 (Majo Head 265—Other Administrative Services (Guest House, Govt. Hotel etc.)—Rs. 4,50,000 (Major Head 295—Other Social & Community Services—(Celebration of Republic Dey— Rs. 1,00,000): was put & passed by voice vote.

Mr. Speaker— Now I am putting the cut motion on Demand No. II to vote.

The question before the House is the motion moved by Shri Drao Kumar Riang that the Demand be reduced Rs. 100/- to respect the economy that can be effected on the matter viz. পুলিশ প্রশাসনিক অপব্যয় রোধ সরকারী ব্যর্থতা সম্পর্কে। was put and lost by voice vote.

Question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 5,24.00,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 11 (Major Head 255-Police Rs. 3,87,00,000) (Major Head 260—Fire protection & Control) —Rs. 32,00,000) (Major Head 265--Other Administrative Services (Civil Defence)—Rs. 3,0),000) (Major Head 265—Other Administrative Services (Home gurds) Rs. 75,00,000) (Major Head 344--Other Transport & Communication Services—Wirless Planning & Cordination—Rs. 27,00,000), was put & passed by voice vote.

Community Development-Education Rs. 1,00,000), was put & passed by voice vote.

The Demand is passed.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 1,24.61,000 (inclusive of the sums specified in colum 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on a Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March. 1978, in respect of Demand No. 17 (Major Head 277-Education Rs. 86,99,000) (Major Head 278—Art and Culture—Rs. 9,66,000) (Major Head 288—Social Security and Welfare Social Welfare Rs. 27,96,000), was put and passed by voice vote.

The Demand is passed.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 87,00,00 exchusive charged expenditure of Rs. 9,50,000 [inclusive of the sums specified in colum 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the cnarges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 48 (Major 766—Loans to Govern-

ment Servents—Rs. 87,00,000), was put to voice vote and passed by the voce vote.

The Demand is passed.

Now the question before the House is the motion moved by Shri Drao Kumar Riang that the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievence that—শিক্ষাক্ষেত্রে উপজাতিদের ভাষাকে চালু করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে.।" was put and lost by voice vote.

The cut Motion is lost.

Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 10,95,43,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 16 (Major Head 265—other Administrative Services-Gazetteer and Statistical Memories—Rs. 1,31,000) (Major Head 277—Education Rs, 10,77,47,000) (Major Head 278—Art and Culture Rs. 8,65,000) (Major Head 299—Special & Backward Areas—N. E. C. Schemes for Education—Rs. 7,00,000) (Major Head 314

Mr. Speaker :—Now I am putting the cut motions on Demand No. 23 to vote.

The question before the House is the motion moved by Shri Drao Kumar Riang that the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz.

"ট্রাইবেল রিচার্স সম্পকিত সরকারী নীতি সম্পর্কে।"

The motion was put to voice vote and lost.

The question before the House is the motion moved by Shri Ratimohan Jamatia that the amount of the Demand be reduced to Rs. 100/- to economy that can be effected on the matter viz.

"ট্রাইবেল রিসার্চ অফিসের অপচয় রোধে সরকারী ব্যর্থতা সম্পর্কে।"

The motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :— Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister a sum not exceeding Rs. 3,05,90,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schodule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 1979, in respect of Demand No. 23 (Major Head 276—Secret Social and Community Services---Directorate of Tribal Reacarch, Rs. 3,47,000) (Major Head 288-

Social Security & Welfare---Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Back-ward Classes Rs. 2,70,54,000) (Major Head 309-Food & Nutrition---Special Nutrition Programme---Rs. 31,89,000), was put to voice vote and passed by voice vote.

The Demahd is passed

Mr. Speaker —Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 40,82,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 24 (Major Head 288—Social Security & Welfare (Civil Supply) Rs. 4,32,000) (Major Head 309—Food & Nutrition (Food Section) Rs. 36,50,000, was put to voice vote and passed by the voice vote,

The Demand is passed.

Mr. Speakee —New I am putting the cut motion on Demand No. 31 to vote.

The question before the House is the motion moved by Shri Drao Kumar Riang that the Demand to reduced to Rs. 1/- to represent disapprova of the policy underlying the Demand viz.

"বনয়ন সম্পর্কিত সরকারী নীতি সম্পর্কে।"

The Cut motion is put to voice vote and lost.

Mr. Speaker —Next question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 2,21,15,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978) be granted to defray the charges which will come in course of payment duing the year ending 31st March, 1979, in respect of Demand No. 31 (Major Head 209—Special & Backward Areas—N. E. Schemes for Central of shifting Cultiviti on—Rs. 11.96.000 (Major Head 307—Soil & Water Conservation Rs. 42,75,000) (Majot Head 313—Forest— . 1,66,44,000), was put to voice vote and passed by voice vote.

The Demand is passed.

The House stands adjourned till 11 A. M. of Friday, the 23rd June, 1978.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE "A"

Admitted Question No. 4

By—Shri Tapan Kr. Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

১) কৈলাসহর মহকুমা হাসপাতালের জন্য শীঘ্রই একটি এ্যাম্বুল্যান্স হবে কি ?

২) ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে কৈলাসহরের রাঙ্গাউটিতে একটি ডিসপেন্সারী স্থাপন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWERS

১) হ্যাঁ ।

২) ১৯৭৮-৭৯ সালে রাঙ্গাউটিতে কোন ডিসপেন্সারী স্থাপন করার পরিকল্পনা সরকারের নাই ।

Admitted Question No. 12

By--Shri Harinath Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

১) বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত লালসিংমুড়ায় একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা বর্তমান আর্থিক বছরে সরকারের আছে কি ? এবং

২) না থাকিলে তার কারণ ?

ANSWERS

১) নাই ।

২) বিশালগড়ে ব্লকে ২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে । তন্মধ্যে একটি বিশালগড়ে এবং অপরটি টাকারজলাতে । লালসিংমুড়া বিশালগড়ের খুব কাছাকাছি । এছাড়া চড়িলাম ডিসপেন্সারীটিও ঐ এলাকায় । উপরোক্ত কারণে লালসিংমুড়াতে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের বর্তমানে নাই ।

ADMITED STARRED QUESTION NO. 15.

By Shai Harinath Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-incharge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) বর্তমান আর্থিক বছরে চড়িলামের সরকারী ডিসপেন্সারী সেন্টারকে প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে কি ?

ANSWER

১) না ।

ADMITED STARRED QUESTION NO. 39.

QUESTION

By Shri Ajoy Biswas, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state :—

১। কৈলাশহরে অবস্থিত আই, টি, আই, এর কোন ষ্টোর রুম ভেঙ্গে গেছে কি না ?

২। ভেঙ্গে গেলে এই ষ্টোর রুম এ কত টাকার কাঁচামাল ছিল এবং কি কি ? তার বিবরণ

৩। ঐ সমস্ত কাঁচামালগুলির কতটা সরকার উদ্ধার করতে পেরেছে ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। টাঃ ৫,০৯৪'২৯ পয়সার কাঁচামাল ছিল। মালের বিবরণ :-

ক)	কাঠ— ৩২ cft.---	--- টাঃ ৪৭২'০০ পঃ
খ)	আসামি বেত--- ৭ বাণ্ডেল ৩৩টি	--- টাঃ ৬০১'০৬ পঃ
গ)	পল্লাক বেত--- ৪৫টি	--- টাঃ ৪৫'৪৫ পঃ
ঘ)	রাঙ্গি জালি বেত--- ৪ বাণ্ডেল	--- টাঃ ২৮৮'০০
ঙ)	এম, এস, রড— ২৫ এম, এম,	--- টা: ২,৩০১'৫৩ পঃ
চ)	এম, এস, রড— ৩২ এম, এম,	--- টাঃ ১,৩৮৬'২৫ পঃ
	মোট :-	টাঃ ৫,০৯৪'২৯ পঃ

৩। টাঃ ৩,৬৮৭'৭৮ পয়সা মূল্যের কাঁচামাল উদ্ধার করা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 72

QUESTION

By :- Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to State—

(১) বর্তমান আর্থিক বছরে ত্রিপুরায় নতুন কোন ইণ্ডাস্ট্রিয়েল ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউট খোলা হবে কি ?

(২) যদি হয়, তাহলে কোথায় কোথায় সেগুলো করা হবে ?

(৩) যদি না হয়, তবে তার কারণ কি ?

ANSWER

(১) একটি নতুন ইণ্ডাস্ট্রিয়েল ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউট খোলার প্রস্তাব আছে।

(২) যতনবাড়ী।

(৩) প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 83
QUESTIONS

By :—Sri Drao Lumar Riang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

(১) কুমারঘাট শিল্প নগরীতে আনারস এর ফেক্‌টরী করার সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

(২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ সেখানে ফেক্‌টরীটি খোলার কাজ আরম্ভ করা যাইবে ?

ANSWERS

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৭৮-৭৯ ইং সালে আরম্ভ করার প্রস্তাব আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 84.

By Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state —

১) ত্রিপুরায় মেডিকেল কলেজ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীনে আছে কি, এবং

২) না থাকিলে তাহার কারণ কি ?

ANSWER

১) কেন্দ্রীয় যোজনা পর্ষদের নিকট ত্রিপুরা সরকারের কাছ থেকে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য একটি বিশদ প্রস্তাব পাঠানো হইয়াছিল কিন্তু যোজনা পর্ষদ উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই।

২) কারণ কেন্দ্রীয় যোজনা পর্ষদ অনুমোদন করেন নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 176.

By Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state --

১) স্বাস্থ্য দপ্তরের ১৯৭৭-৭৮ সালের বাজেট বরাদ্দ থেকে খরচ না হওয়ার জন্য কত টাকা ফেরৎ গেছে এবং কোন কোন Head এর বরাদ্দ টাকা খরচ করা সম্ভব হয় নি তার হিসাব ?

২) খরচ না হওয়ার কারণ কি ?

ANSWER

১) ৮,৬২,০৪৫ টাকা,

—২৮০ Medical ---	৩,০০,০০০·০০
২৬৫--Other Adm.--- Salaries.	৫,০০০·০০

২৮১— Family Welfare. — ৫,৫৭,০৪৫·০০

৮,৬২,০৪৫,০০

২) ২৮০--Medical ---১ (ক) শূন্য পদ পূরন না হওয়ার জন্য। (খ) Deprrtmental Construction না হওয়ার জন্য। (গ) Grant-in-aid (finalisation) Rules চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারিত না হওয়ার জন্য।

২৬৫--Other Administration & Salaries (২) শূন্য পদ পূরণ না হওয়ার জন্য।

২৮১-- Family Welfare ৩ (ক) ১৯৭৭-৭৮ সালে জন্মনিয়ন্ত্রনে অস্ত্রপ্রচারের সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় কম হওয়ার ফলে বরাদ্দকৃত টাকার বৃহদাংশ খরচ হয় নাই।

(খ) খালি পদ পূরণ না হওয়ার জন্য।

(গ) কিছু বিজ্ঞাপন বিলে বিভিন্ন ধরণের ত্রুটি থাকার দরুণ Payment করা সম্ভব হয় নাই।

Printed by
The Superintendent, Tripura Government Press,
Agartala.

TGPA—25-2-80—170.